সানুবাদ

ভৈষজ্য-রত্নাবলী।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ দাস বিরচিত।

প্রাচীন হস্তলিখিত মূলগ্রন্থ অবলম্বনে, কয়েক জন উপযুক্ত
কবিরাজ দ্বারা সংশোধন ও মীমাংসা পূর্ব্বক,

চক্রদত্ত, সুশ্রুত, মাধবনিদান প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ
পুস্তকের অনুবাদক

শ্রীচন্দ্রকুমার কবিভূষণ কবিরাজ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

চাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন ৩০ নং ভবনে হারমোনিয়াল যন্ত্রে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০ সাল।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহের মধ্যে "ভৈষজ্য-রত্নাবলী" নামক প্রাচীন গ্রন্থ খানি যে ভৈষজ্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী মাত্রেই স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ গোবিন্দ দাস নামা একজন প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবিরাজ এই গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি তাঁহার বিদ্যা ও শাস্ত্রপারদর্শিতা-বলে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের সংস্কৃত ভাগ মাত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তদবধি ইহা বৈদ্য সমাজে সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত সকলেই গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া হস্তে লিখিয়াই ব্যবহার করিতেছেন। বোধ হয়, লিখন প্রমাদ বশতই অনেক স্থানে পাঠের বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল; আমি অনেকানেক প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্টি করিয়া মীমাংসা পূর্ব্বক পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে যদিও কেহ কেহ এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সমুদয়ই অসম্পূর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ কেহ বা কেবল দেবনাগর অক্ষরে স্থানে স্থানে বাদ দিয়া সংস্কৃত ভাগ মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কেহবা পুস্তক বাহুল্যের আশঙ্কায় অনেক স্থানে বাদ দিয়া সংক্ষেপ করিয়াছেন। কেহবা অন্য পুস্তকে ভৈষজ্য-রত্নাবলী নাম দিয়া নামের গুণে তরিতেছেন। আমি এই দুর্ল্লভ গ্রন্থের এরূপ দুরাবস্থা দেখিয়া এই সকল অভাব দূরীকরণার্থে আদি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক কতিপয় কৃতবিদ্য কবিরাজ দ্বারা সংশোধন ও দুরূহশ্লোক সকলের জটিল অর্থ সকল মীমাংসা পূর্ব্বক চক্রদত্ত, সুশ্রুত, মাধবনিদান প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের অনুবাদক প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার কবিভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশকদিগের ন্যায় আমি এই ভৈষজ্য-রত্নাবলী গ্রন্থ খানির মূল হইতে কোন অংশ পরিত্যাগ করি নাই, এবং ইহার পরিশুদ্ধি বিষয়ে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের ত্রুটি করি নাই, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠক বর্গের সানুরাগ দৃষ্টিপাত সাপেক্ষ। এক্ষণে মৎপ্রকাশিত রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, টীপ্পনী সহিত সানুবাদ-সটীক-নিদান ও নূতন ভৈষজ্য-ধন্বন্তরি পুস্তকত্রয়ের ন্যায় সকলের নিকট ইহা আদরণীয় হইলে, আমার অর্থব্যয় ও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এস্থলে ইহাও প্রকাশ রহিল যে এই পুস্তকে কোনরূপ ভ্রম দৃষ্ট হইলে, যিনি সংশোধনার্থ আমাকে জ্ঞাত করাইবেন, আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ থাকিব, কিমধিকমিতি। সন ১৩০০ সাল।

কলিকাতা
১১৫ নং অপার চিৎপুর রোড

প্রকাশক
শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ইতি ব্রণশোথ চিকিৎসা।

অথ শিরোরোগ-চিকিৎসা।

ইতি শিরোরোগ চিকিৎসা।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

যোনিব্যাপতরোগ-চিকিৎসা।

সূতিকা চিকিৎসা।

ইতি সূতিকা চিকিৎসা।

বালরোগ চিকিৎসা।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

মুখরোগ-চিকিৎসা।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা।

নাসারোগ-চিকিৎসা।

নেত্ররোগ-চিকিৎসা।

ইতি ব্রণশোথ চিকিৎসা।

অথ শিরোরোগ-চিকিৎসা।

ইতি শিরোরোগ চিকিৎসা।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

যোনিব্যাপতরোগ-চিকিৎসা।

সূতিকা চিকিৎসা।

ইতি সূতিকা চিকিৎসা।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

বালরোগ চিকিৎসা।

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

কর্ম্মসু ॥ ৪২ ॥ মনঃশিলা মন্দবলঞ্চ নূনং করোতি জন্তোঃ শুভপাক-হীনা। মলন্তু বদ্ধং কুরুতে চ নূনং সশর্করং কৃচ্ছ্রগদং করোতি ॥ ৪৩ ॥

মতান্তরং।

জয়ন্তীভৃঙ্গরাজোত্থৈ রক্তাগস্ত্যরসৈঃ শিলা। দোলাযন্ত্রে দিনং পাচ্যা যামং ছাগস্য মূত্রকে। ক্ষালয়েদারণালেন সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥৪৪॥

মতান্তরং।

মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা জয়ানীরৈর্ম্মনঃশিলা। শৃঙ্গবেররসৈর্ব্বাপি বিশুধ্যতি মনঃশিলা ॥ ৪৫ ॥ কটুঃ স্নিগ্ধা শিলা তিক্তা কফঘ্নী লেখনী সরা। ভূতাবেশভয়ং হন্তি কাসশ্বাসহরা শুভা ॥ ৪৬ ॥

ইতি মনঃশিলাশুদ্ধিঃ।

খর্পরশোধনং।

পুষ্পাণাং রক্তপীতানাং রসৈঃ পিষ্ট্বা চ ভাবয়েৎ। নরমূত্রৈশ্চ গোমূত্রৈর্যবাম্লৈশ্চ সসৈন্ধবৈঃ। সপ্তাহং ত্রিদিনং বাপি পশ্চাৎ শুধ্যতি খর্পরঃ ॥ ৪৭ ॥

মতান্তরং।

খর্পরঃ পরিসন্তপ্তঃ সপ্তবারান্ নিমজ্জিতঃ।
নিম্বুবীজরসে চান্তর্নির্ম্মলত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

মারণং

খর্পরং পারদেনৈব বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ। চূর্ণয়িত্বা দিনং যাবৎ শোভনং ভস্ম জায়তে। নেত্ররোগহরঃ ক্লেদী ক্ষয়হা খর্পরো গুরুঃ ॥৪৯॥

ইতি খর্পরশোধনং মারণঞ্চ।

অশোধিত মনঃশিলা বলহানি ও মলরোধ করে এবং শর্করা প্রভৃতি মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

শোধন।

জয়ন্তী-পত্রের রস, ভীমরাজের রস কিম্বা বক ফুলের পাতার রসের সহিত মনঃশিলা এক দিবস দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া কাঁজিতে ধৌত করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৪৪ ॥

অন্য প্রকার—মাতুলুঙ্গলেবুর রসে মনঃশিলা পেষণ করিয়া জয়ন্তী পত্রের রস কিম্বা আদার রসে দোলা যন্ত্রে এক দিবস পাক করিলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৪৫ ॥

বিশুদ্ধ মনঃশিলা—কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, কফঘ্ন, লেখন ও সারক। এতদ্ভিন্ন উহা দ্বারা ভূতাবেশ, কাশ ও শ্বাস নিবারিত হয় ॥ ৪৬ ॥

খর্পর।

রক্ত ও পীত বর্ণ পুষ্পের রসে খর্পর পেষণ করিয়া নরমূত্র, গোমূত্র ও সৈন্ধব যুক্ত যবের কাঁজিতে সপ্তাহ অথবা তিন দিবস ভাবনা দিলে খর্পর বিশুদ্ধ হয় ॥ ৪৭ ॥

অন্য প্রকার—খর্পর দগ্ধ করিয়া কাগজী লেবুর রসে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ সাতবার করিলে খর্পর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

খর্পর ভস্ম।

বিশুদ্ধ খর্পর চূর্ণ করিয়া সমানাংশ পারদের সহিত বালুকা যন্ত্রে এক দিবস পাক করিলে ভস্ম হয়। ভস্ম খর্পর চক্ষুরোগ নাশক, ক্লেদহারক, ক্ষয়রোগ নিবারক ও গুরু ॥ ৪৯ ॥

তুত্থশোধনং মারণঞ্চ।

তুত্থকে তু শিখিগ্রীবং হেমসারং ময়ূরকং। বিষ্ঠয়া মর্দ্দয়েত্তুত্থং মার্জ্জার-কপোতয়োঃ। দশাংশং টঙ্গণং দত্ত্বা পাচ্যং মৃদুপুটে ততঃ। পুটং দদ্যাৎ পটুক্ষৌদ্রৈঃ কিল তুত্থবিশুদ্ধয়ে ॥ ৫০ ॥

অন্যচ্চ।

ওতোর্ব্বিষ্ঠাসমং তুত্থং সক্ষৌদ্রং টঙ্গণাঙ্ঘ্রিযুক্।
ত্রিধা সুপুটিতং শুদ্ধং বান্তিভ্রান্তিবিবর্জ্জিতং ॥ ৫১ ॥

অন্যচ্চ।

গন্ধকেন সমং তুত্থং তুত্থার্দ্ধেনার্দ্ধযামকং। বান্তিভ্রান্তী যদা নস্তস্তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ। তুত্থং সকটুকক্ষারং কষায়ং বিশদং লঘু। লেখনং ভেদি চক্ষুষ্যং কণ্ডূক্রিমিবিষাপহং ॥ ৫২ ॥

ইতি তুত্থকশুদ্ধিঃ।

বিমলশুদ্ধিঃ।

মূত্রারণালতৈলেষু গোদুগ্ধে কদলীরসে। কৌলত্থে কোদ্রবক্কাথে মাক্ষিকং বিমলস্তথা। মুহুঃ শূরণকন্দস্থং স্বেদয়েদ্বরবর্ণিনি। ক্ষারাম্ল-লবণৈশ্চৈব তৈলসর্পিঃসমন্বিতং। পুটত্রয়ং প্রদাতব্যং ততস্তু শোধিতং ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

মতান্তরং।

জম্বীরস্য রসে স্বিন্নো মেষশৃঙ্গীরসৈস্তথা।
রম্ভাতোয়েন বা পাচ্যং ঘস্রং বিমলশুদ্ধয়ে ॥ ৫৪ ॥

ইতি বিমলশুদ্ধিঃ।

তুতিয়া।

শিখীগ্রীব, হেমসার ও ময়ূরক এই সকল শব্দে তুতিয়াকে বুঝায়। বিড়াল বিষ্ঠা ও পায়রার বিষ্ঠার সহিত তুতিয়া মর্দ্দন করিয়া তাহাতে দশমাংশ সোহাগা মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে চতুর্থাংশ পরিমাণ সৈন্ধব ও মধুর সহিত পুটে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয় ॥ ৫০ ॥

অন্য প্রকার—সমপরিমাণ বিড়ালের বিষ্ঠার সহিত তুতিয়া মর্দ্দন করত তাহাতে চতুর্থাংশ পরিমাণ মধু ও সোহাগা মিশ্রিত করিয়া তিনবার দগ্ধ করিলে তুতিয়া বিশুদ্ধ হয় ॥ ৫১ ॥

অন্য প্রকার—তুতিয়ার সহিত অর্দ্ধাংশ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া চারি দণ্ড পর্য্যন্ত পাক করিবে। এইরূপ করিলে তুতিয়া বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ তুতিয়া কটু, ক্ষার ও কষায় রস যুক্ত, বিশদ, লেখন, বিরেচক, চক্ষুর হিতকারক, কণ্ডূ, ক্রিমি ও বিষনাশক ॥ ৫২ ॥

বিমল ও রক্তমাক্ষিক।

বিমল ও মাক্ষিক ওলের মধ্যে পূরিয়া গোমূত্র, কাঁজি, তিলতৈল, গোদুগ্ধ, কলার মূলের রস, কুলত্থের ক্বাথ ও কোদ্রব-ক্বাথে, ইহাদের প্রত্যেক ক্বাথের সহিত উহাদিগকে দোলা যন্ত্রে পাক করিবে, পরে ক্ষারবর্গ, অম্লবর্গ, পঞ্চ লবণ, তৈল ও ঘৃত, ইহাদের সহযোগে তিনবার পুট প্রদান করিলে বিশুদ্ধ হয় ॥ ৫৩ ॥

অন্য প্রকার—বিমল জম্বীরের রসে সিদ্ধ করিয়া মেষশৃঙ্গির রস বা কদলীর রসে দোলা যন্ত্রে একদিন পর্য্যন্ত পাক করিবে; এইরূপ করিলেই উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৫৪ ॥

মাক্ষিকশোধনং।

মাক্ষিকে ধাতুমাক্ষিকং তপ্তস্তাপীসমুদ্ভবং। গরুড়ো মাক্ষিকঃ পক্ষী বৃহদ্বর্ণ ইতি স্মৃতঃ॥ ৫৫॥ ভঙ্গে সুবর্ণসঙ্কাশো মনাক্ কৃষ্ণচ্ছবির্ব্বহিঃ। বৃহদ্বর্ণ ইতি খ্যাতো মাক্ষিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ ৫৬॥ মন্দাগ্নিং বলহানিঞ্চ ব্রণং বিষ্টম্ভগাত্ররুক্। কুরুতে মাক্ষিকো মৃত্যুমশুদ্ধো নাত্রসংশয়ঃ॥ ৫৭॥ স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণন্তু বস্ত্রে বদ্ধা বিপাচয়েৎ। কালমারিষশালিঞ্চক্বাথে দোলাবিধানতঃ। তদধঃ পতিতং শস্তমেবং শুধ্যতি মাক্ষিকং॥ ৫৮॥

মতান্তরং।

মাক্ষিকস্য চতুর্থাংশং গন্ধং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ। উরুবুকস্য তৈলেন ততঃ কুর্য্যাচ্চ চক্রিকাং। শরাবসংপুটে কৃত্বা পুটেদ্গজপুটেন তু। সিন্দূরাভং ভবেদ্ভস্ম মাক্ষিকস্য ন সংশয়ঃ॥ ৫৯॥ মাক্ষিকং তিক্তমধুরং মেহার্শঃ ক্রিমিকুষ্ঠনুৎ। কফপিত্তহরং বল্যং যোগবাহি রসায়নং॥৬০॥

ইতি মাক্ষিকশুদ্ধিঃ।

কাশীশশোধনং।

কাশীশে ধাতুকাশীশং খেচরং দন্তরঞ্জনং। সকৃদ্ভৃঙ্গাম্বুনা স্বিন্নং

মাক্ষিক।

মাক্ষিক দুই প্রকার,—স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। রৌপ্য মাক্ষিক বিমল নামে অভিহিত হয়। সুতরাং উহার শোধনাদির বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্ণমাক্ষিক, মাক্ষিক, ধাতু মাক্ষিক, তপ্ত, তাপীসমুদ্ভব, গরুড়পক্ষী ও বৃহদ্ বর্ণ নামে বিখ্যাত॥ ৫৫॥

যে মাক্ষিক ভাঙ্গিলে সুবর্ণের ন্যায় আভা দেখা যায় এবং বাহিরে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বৃহদ্বর্ণ কহে, এই মাক্ষিক উৎকৃষ্ট॥ ৫৬॥

অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, ব্রণ, বিষ্টম্ভ, গাত্রবেদনা প্রভৃতি হয়। এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে॥ ৫৭॥

স্বর্ণমাক্ষিক শোধন—স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে পুটুলি বদ্ধ করিয়া সাঁচিশাক ও খুদে নটের ক্বাথে দোলা যন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ করিলেই কাপড়ের ছিদ্র দিয়া যাহা গলিয়া পড়িবে, তাহাই বিশুদ্ধ স্বর্ণ মাক্ষিক॥ ৫৮॥

অন্য প্রকার—স্বর্ণ মাক্ষিকের সহিত চতুর্থাংশ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে উহাতে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া চক্রাকার করিবে। পরে উহা একটী পাত্রে রাখিয়া অন্য একটী পাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক গজ পুটে দগ্ধ করিলে উহা ভস্মীভূত হইয়া সিন্দূরের বর্ণ প্রাপ্ত হইবে। উহাই ঔষধের সহযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে॥ ৫৯॥

শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক মেহ, অর্শ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ-নিবারক, তিক্ত, মধুর; কফ পিত্ত নাশক, বলপ্রদ, যোগবাহী এবং রসায়ন॥ ৬০॥

কাশীশ বা হিরাকস।

কাশীশ, ধাতুকাশীশ, খেচর ও দন্তরঞ্জন নামে হিরাকস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাশীশ দ্বিবিধ,—ধাতুকাশীশ ও পুষ্পকাশীশ। ধাতুকাশীশ হরিৎ বর্ণ ও লোহিত বর্ণ এবং পুষ্প কাশীশ শুভ্র বর্ণ ও কৃষ্ণ বর্ণ। উভয়বিধ কাশীশ ভৃঙ্গরাজের রসে সিদ্ধ করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

কাশীশং নির্ম্মলং ভবেৎ। কাশীশং নির্ম্মলং স্নিগ্ধং চিত্তনেত্ররুজাপহং।
পিত্তাপস্মারশমনং রসবদ্‌গুণকারকং ॥ ৬১ ॥

ইতি কাশীশশুদ্ধিঃ।

রাজপট্টশোধনং।

রাজপট্টে মহাপট্টং শিখিগ্রীবং বিরাটকং।

কান্তপাষাণপর্য্যায়কথনং।

চূর্ণিতং কান্তপাষাণং মহিষীক্ষীরসংযুতং। বিপচেদায়সে পাত্রে গোঘৃতেন সমন্বিতং। লবণে চ তথা ক্ষারে শোভাঞ্জনরসে ক্ষিপেৎ। অম্লবর্গস্য তোয়েন দিনং ঘর্ম্মে বিভাবয়েৎ। তথৈব দোলিকাযন্ত্রে দিবসং পাচয়েৎ সুধীঃ। কান্তপাষাণশুদ্ধৌ তু রসকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥৬২॥

ইতি কান্তপাষাণশুদ্ধিঃ।

অথ বরাটিকাশুদ্ধিঃ।

পীতাভা গ্রন্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃত্তা বরাটিকা। সার্দ্ধনিষ্কভবা শ্রেষ্ঠা নিষ্কভাবা চ মধ্যমা। পাদোননিষ্কভাবা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্ত্তিতা। রসবৈদ্যৈর্ব্বিনির্দ্দিষ্টা সা বরাটকসংজ্ঞকা। বরাটী কাঞ্জিকে স্বিন্না যাবচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। পরিণামাদিশূলঘ্নী ক্ষয়হা গ্রহণীহরা। কটূষ্ণা দীপনী বৃষ্যা তিক্তা বাতকফাপহা ॥ ৬৩ ॥

মারণং।

ভূগর্ত্তে চ সমে শুদ্ধে পত্তনং স্থাপয়েৎ সুধীঃ। তুষেণ পূরয়েত্তস্যাঃ কিঞ্চিন্মধ্যং ভিষগ্বরঃ। বরাটপূরিতাং মূষাং তন্মধ্যে বিনিবেশয়েৎ।

বিশুদ্ধ হিরাকস নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, চিত্ত ও নেত্ররোগ নাশক, অপস্মার রোগ হারক, পিত্তঘ্ন এবং পারদের ন্যায় গুণকারী ॥ ৬১ ॥

রাজপট্ট।

মহাপট্ট, শিখিগ্রীব ও বিরাটক শব্দে রাজপট্টকে বুঝায়। উল্লিখিত শব্দে কান্তপাষাণকেও বুঝায়। সুতরাং রাজপট্ট কান্তপাষাণের নামান্তর মাত্র।

রাজপট্ট বা কান্তপাষাণ চূর্ণ করিয়া গব্য ঘৃত ও মহিষ দুগ্ধের সহিত লৌহপাত্রে করিয়া পাক করিবে। তদনন্তর সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও সজিনার রস একত্র করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে অম্লবর্গের রসের সহিত ভাবনা দিয়া গব্য ঘৃত ও মহিষ দুগ্ধের সহিত একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ করিলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৬২ ॥

বরাটিকা।

পীতের আভা বিশিষ্ট, পৃষ্ঠে গ্রন্থীযুক্ত দীর্ঘবৃত্ত ও সার্দ্ধনিষ্ক পরিমিত বরাটিকা শ্রেষ্ঠ। এক নিষ্ক পরিমিত বরাটিকা মধ্যম এবং পাদহীন নিষ্ক পরিমিত বরাটিকা অধম। উক্ত বরাটিকা কাঁজির সহিত দোলা যন্ত্রে এক প্রহর পাক করিলে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ বরাটিকা কটু, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, শুক্র বর্দ্ধক ও বাত শ্লেষ্ম নাশক ॥ ৬৩ ॥

ভস্ম—ভূগর্ভে গর্ত্ত করিয়া উহার কিয়দংশ তুষ দিয়া পূর্ণ করিবে, পরে কড়ি মূষার মধ্যে

করীষাগ্নিং ততোদদ্যাৎ পানিকাযন্ত্রমুত্তমং॥ অনেন ম্রিয়তে নূনং বরাটং সর্ব্বরোগজিৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি বরাটশুদ্ধিঃ।

রসাঞ্জনশুদ্ধিঃ।

নীলাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতং।
দিনৈকমাতপে শুদ্ধং ভবেৎ কার্য্যেষু যোজয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

ইতি রসাঞ্জনশুদ্ধিঃ।

হিঙ্গুলশোধনং।

হিঙ্গুলে হিঙ্গুলুর্যাতি দরদঃ শুকতুণ্ডকঃ। রসগন্ধকসম্ভূতো হিঙ্গুলো দৈত্যরক্তকঃ॥ ৬৬॥ অম্লবর্গদ্রবৈঃ পিষ্ট্বা দরদো মাহিষেণ চ। দুগ্ধেন সপ্তধা পিষ্টঃ শুদ্ধীভূতোবিশুধ্যতি ॥ ৬৭ ॥

অন্যচ্চ।

মেষীদুগ্ধেন দরদমম্লবর্গৈর্ব্বিভাবিতং।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতং ॥ ৬৮ ॥

অন্যমতং।

দরদং দোলিকাযন্ত্রে পক্কং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ।
সপ্তবারমজামূত্রৈ র্ভাবিতং শুদ্ধিমেতি হি ॥ ৬৯ ॥

রাখিয়া উহা তদুপরি স্থাপন করিয়া ঘুঁইটে দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিবে, পরে অগ্নি প্রদান করিয়া দগ্ধ করিয়া লইবে ॥ ৬৪ ॥

রসাঞ্জন।

রসাঞ্জন চূর্ণ করিয়া গোড়ালেবুর রসে এক দিবস ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে, ইহাতে রসাঞ্জন বিশুদ্ধ হয়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৬৫ ॥

হিঙ্গুল।

দরদ, শুকতুণ্ডক, রসগন্ধক-সম্ভূত ও দৈত্যরক্তক, ইহারা হিঙ্গুল শব্দ বাচক। হিঙ্গুল তিন প্রকার ;—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক এবং হংসপাদ। উহারা উত্তরোত্তর অধিক গুণশালী। শুক্ল বর্ণ হিঙ্গুলের নাম চর্ম্মার, পীতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম শুকতুণ্ডক এবং পীত বর্ণ হিঙ্গুলের নাম হংসপাদ বলা যায় ॥ ৬৬ ॥

শোধন।

হিঙ্গুল চূর্ণ করিয়া অম্লবর্গোক্ত পদার্থের রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে মহিষ দুগ্ধে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। মহিষ-দুগ্ধের সহিত এইরূপ সাতবার করিলে হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয় ॥ ৬৭ ॥

অন্য প্রকার—হিঙ্গুল মহিষ দুগ্ধে সাতবার ও অম্লবর্গের রসে সাতবার ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয় ॥ ৬৮ ॥

অন্য প্রকার—হিঙ্গুল জম্বীরের রসের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া ছাগমূত্রে সাতবার ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয় ॥ ৬৯ ॥

বিম্ব্যাভং হিঙ্গুলং দিব্যং রসগন্ধকসম্ভবং।
মেহকুষ্ঠহরং রুচ্যং বল্যং মেধাগ্নিবর্দ্ধনং ॥ ৭০ ॥
ইতি হিঙ্গুলশুদ্ধিঃ।

শিলাজতুশোধনং।

শিলাজতুনি শৈলেয়মদ্র্যং গিরিজমশ্মজং। ধাতুজং চাশ্মজতুকং শৈলজং চাশ্মসম্ভবং ॥ ৭১ ॥ গোদুগ্ধে ত্রিফলাভৃঙ্গদ্রবৈঃ পিষ্টং শিলাজতু। দিনৈকং লৌহজে পাত্রে শুদ্ধিমায়াত্যসংশয়ঃ ॥ ৭২ ॥ শিলাজতু ভবেৎ তিক্তং কটুকঞ্চ রসায়নং। ক্ষয়শোথোদরার্শাংসি হন্তি বস্তিরুজাং জয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শিলাজতুশুদ্ধিঃ।

সৌবীরাদীনাং সাধারণশুদ্ধিঃ।

সৌবীরং টঙ্গণং শঙ্খং কঙ্কুষ্ঠং গৈরিকন্তথা।
এতে বরাটবচ্ছোধ্যা ভবেয়ুর্দ্দোষবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭৪ ॥

মতান্তরং।

কঙ্কুষ্ঠং গৈরিকং শঙ্খং কাশীশং টঙ্গণন্তথা। নীলাঞ্জনং শুক্তিভেদাঃ

যে হিঙ্গুল পক্ক বিম্বীফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই হিঙ্গুল শ্রেষ্ঠ। বিশুদ্ধ হিঙ্গুল প্রমেহ ও কুষ্ঠ নাশক এবং রুচি, বল, মেধা ও অগ্নি বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

শিলাজতু।

শৈলেয়, অদ্র্য, গিরিজ, অশ্মজ, ধাতুজ, অশ্মজতুক, শৈলজ ও অশ্মসম্ভব এই সকল নামে শিলাজতু অভিহিত হয়।

পর্ব্বত হইতে সূর্য্য সন্তাপে যে ধাতু নিস্রব নির্গত হয়, তাহার মলভাগের নাম শিলাজতু। এই শিলাজতু চারি প্রকার;—স্বর্ণজ, রৌপ্যজ, তাম্রজ এবং কৃষ্ণায়সজ। উক্ত চারি প্রকার শিলাজতুর মধ্যে কৃষ্ণায়সজ, গুগ্গুল সদৃশ তিক্ত ও লবণ রসযুক্ত এই শিলাজতুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট॥৭১॥

শোধন প্রণালী—শিলাজতু লৌহ পাত্রে রাখিয়া গোদুগ্ধ, ত্রিফলার কাথ ও ভৃঙ্গরাজের রসে যথাক্রমে এক দিবস মর্দ্দন করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপ শোধন পণ্ডিত ব্যক্তিরা আদর করেন না। কারণ শিলাজতুতে প্রস্তরাদি নানা প্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকায় উহা বিশেষরূপে শোধন না করিলে সম্যক্‌রূপে পরিষ্কৃত হয় না। সুতরাং হারীত বলেন শিলাজতু খণ্ড খণ্ড করিয়া অতি উষ্ণ জলে এক প্রহর কাল নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া মাটির পাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। ইহাতে শিলাজতুর উপরিভাগে যে এক প্রকার গাঢ়বৎ পদার্থ জন্মিবে, তাহা অন্য পাত্রে রাখিবে। দুই মাস পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি সেই শিলাজতু হইতে ধূম নির্গত না হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৭২ ॥

বিশুদ্ধ শিলাজতু কটু ও তিক্ত রসযুক্ত, রসায়ন এবং ক্ষয়, শোথ, উদরাময় ও বস্তিরোগ নাশক ॥ ৭৩॥

সৌবীর ও টঙ্গন প্রভৃতি।

সৌবীরাঞ্জন, সোহাগা, শঙ্খ, কঙ্কুষ্ঠ ও গৈরিক এই সকল পদার্থ কড়ি শোধন প্রণালী অনুসারে বিশুদ্ধ করিয়া লইলেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৭৪ ॥

অন্য প্রকার—কেহ কেহ বলেন কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক, হিরাকস, সোহাগা, নীলাঞ্জন, শুক্তি, নাভি-

খুল্লকাঃ সবরাটকাঃ। জম্বীরবারিণা স্বিন্নাঃ ক্ষালিতাঃ কোষ্ণবারিণা। শুদ্ধিমায়ান্ত্যমী যোজ্যা ভিষগ্‌ভির্যোগসিদ্ধয়ে ॥ ৭৫ ॥

শঙ্খভস্ম।

অন্ধমূষাগতং শঙ্খং পলমেকং বিচক্ষণঃ। মাষার্দ্ধংটঙ্গণৈর্মিশ্রং দণ্ড-যন্ত্রেণ মারয়েৎ। শঙ্খঃ সর্ব্বরুজাং হন্তি বিশেষাদুদরাময়ং। শূলাম্ল-পিত্তবিস্টম্ভমেহহৃদ্বহ্নিদীপনঃ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শঙ্খশুদ্ধিঃ।

ইতি উপরসাধ্যায়ঃ।

অথ ধাতূনাং শোধনমারণাধ্যায়ঃ।

স্বর্ণাদিশোধনং।

দাহে রক্তং সিতংছেদে নিকষে কুঙ্কুমপ্রভং। তারশুল্বোজ্ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ। তচ্ছেতং কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলং। দাহে ছেদে সিতং শ্বেতং কষে স্ফুটং লঘু ত্যজেৎ ॥ ১ ॥ পত্তলীকৃত-পত্রাণি হেম্নো বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ। তৈলে তক্রে গবাং মূত্রে কাঞ্জি-কেঽথ কুলত্থজে। তপ্ততপ্তানি সিঞ্চেত তত্তদ্‌দ্রাবে চ সপ্তধা। এবং স্বর্ণাদিলৌহানি শুদ্ধিমায়ান্ত্যসংশয়ঃ ॥ ২ ॥ সৌখ্যং বীর্য্যং বলং হন্তি

শঙ্খ ও বরাটক এই সকল দ্রব্য জম্বীর রসে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

শঙ্খ ভস্ম।

আট তোলা শঙ্খ অন্ধ মূষা যন্ত্রে গজ পুটে দগ্ধ করিয়া চারি রতি সোহাগার সহিত উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন করিয়া লইবে। উহাই ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ শঙ্খ সর্ব্বপ্রকার রোগনাশক। বিশেষতঃ অতিসার প্রভৃতি উদরাময়, শূল, অম্লপিত্ত, বিষ্টম্ভ ও প্রমেহ নিবারক ॥ ৭৬ ॥

স্বর্ণ।

যে স্বর্ণ দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শুক্লবর্ণ এবং যাহার কষ কুঙ্কুমের ন্যায় আভা বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, অকঠিন ও গুরু এবং যাহা রৌপ্য বা তাম্র সংযুক্ত নহে, তাহাই উৎকৃষ্ট। যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ মল ও দল সংযুক্ত এবং দগ্ধ বা ছেদন করিলে যাহা শ্বেতবর্ণ দেখায় ও আঘাত করিলে ফাটিয়া যায়, লঘু ও কষে শ্বেতবর্ণ, তাহা অপকৃষ্ট। সুতরাং এই অপকৃষ্ট স্বর্ণ ঔষধে প্রয়োগ করিবে না ॥ ১ ॥

শোধন।

স্বর্ণ অতি সূক্ষ্ম পাতলা পাত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এইরূপে উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া যথাক্রমে তিল তৈলে, তক্রে, কাঁজিতে, গোমূত্রে এবং কুলত্থ কলাইয়ের কাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে এক পদার্থে সাতবার করিয়া নিক্ষেপ করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। স্বর্ণ হইতে লৌহ মল পর্য্যন্ত যে সকল ধাতু আছে, সেই সমস্ত ধাতু স্বর্ণ শোধনের প্রণালী অনুসারে শোধন করিয়া লইতে হইবে ॥ ২ ॥

নানারোগং করোতি চ। অশুদ্ধমমৃতং স্বর্ণং তস্মাৎ শুদ্ধন্তু মারয়েৎ॥৩॥
মৃত্তিকামাতুলুঙ্গাম্লৈর্ভাবিতং পঞ্চবাসরং। মৃদ্ভস্ম লবণাদ্ধেম শোধয়েৎ পুটয়েত্ততঃ ॥ ৪ ॥

মতান্তরং।

বল্মীকমৃত্তিকা ধূমং গৈরিকং চেষ্টকা পটু। ইত্যেতা মৃত্তিকাঃ পঞ্চ জম্বীরৈরারণালকৈঃ। পিষ্ট্বা লেপ্যং স্বর্ণপত্রং পুটেন তু বিশুধ্যতি। ধারয়েৎ স্বর্ণপত্রী চ ত্রিদিনং পঞ্চমৃত্তিকাং॥ ৫ ॥

ইতি স্বর্ণশোধনং।

স্বর্ণমারণং।

স্বর্ণস্য দ্বিগুণং সূতমম্লেন সহ মর্দ্দয়েৎ। তদ্‌গোলকসমং গন্ধং নিদধ্যাদধরোত্তম। গোলকঞ্চ ততোরুদ্ধা শরাবদৃঢ়সংপুটে। ত্রিংশদ্বনোপলৈর্দ্দদ্যাৎ পুটান্যেবং চতুর্দ্দশঃ। নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধোদেয়ঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥

মতান্তরং।

শুদ্ধসূতসমং স্বর্ণং খল্লে কৃত্বা তু গোলকং। ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা সর্ব্বতুল্যং নিরুধ্য চ। ত্রিংশদ্বনোপলৈর্দ্দদ্যাৎ পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ। নিরুত্থং

অবিশুদ্ধ স্বর্ণ সেবন করিলে সুখ, বীর্য্য ও বল বিনষ্ট হয় এবং নানা প্রকার রোগ জন্মে। বিশুদ্ধ স্বর্ণ সাক্ষাৎ অমৃত তুল্য, সুতরাং উহা শোধন করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

পঞ্চ মৃত্তিকা ও ছোলঙ্গ লেবুর রসে স্বর্ণ পাঁচ দিবস ভাবনা দিয়া মৃত্তিকা ও লবণ সহযোগে পুট অর্থাৎ দগ্ধ করিলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৪ ॥

পঞ্চ মৃত্তিকা—বল্মীক মৃত্তিকা, কৃষ্ণ মৃত্তিকা, গৈরিক, ইষ্টক ও পাংশু-লবণ ; ইহাদিগকে পঞ্চ মৃত্তিকা কহে। এই মৃত্তিকা দ্বারা স্বর্ণ শোধন করিতে হইলে উক্ত মৃত্তিকা জম্বীর রস ও কাঁজি একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা স্বর্ণ পত্র লেপন করিবে। এইরূপে উহা তিন দিবস পর্য্যন্ত লেপন করা হইলে গোময় অগ্নিতে অল্প পরিমাণে দগ্ধ করিলে বিশুদ্ধ হয় ॥ ৫ ॥

স্বর্ণ মারণ।

স্বর্ণ অতি সূক্ষ্ম পাত করিয়া স্বর্ণের দ্বিগুণ বিশুদ্ধ পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া অম্লরসের সহযোগে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। এইরূপ মর্দ্দন করিতে করিতে অম্লরস শুষ্ক হইয়া গেলে পারদ মিশ্রিত স্বর্ণ পিণ্ডাকৃতি করিয়া লইবে, পরে উক্ত পারদ ও স্বর্ণের সমপরিমাণ গন্ধক চূর্ণ গোলকের অধঃ ও ঊর্দ্ধ দেশে প্রদান করিয়া মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া বস্ত্র খণ্ড ও কর্দ্দম দ্বারা উত্তম রূপে লেপন করিয়া রুদ্ধ করিবে, পরে ত্রিশ খানি বিল ঘুটিয়ার দ্বারা দগ্ধ করিবে ; তদনন্তর উক্ত স্বর্ণ পুনঃ গন্ধকের সহযোগে দগ্ধ করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দশবার পুট প্রদত্ত হইলে স্বর্ণ ভস্মীভূত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অন্য প্রকার।

কণ্টকবেধ যোগ্য সুবর্ণ পত্রের সহিত সুবর্ণের তুল্য পরিমাণ পারদ মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে পারদ ও স্বর্ণের সম পরিমাণ গন্ধকচূর্ণ লইয়া তাহার কিয়দংশ মূষা মধ্যে স্থাপন করিবে তদুপরি উক্ত স্বর্ণপিণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক তাহার চারিপার্শ্বে ও উপরে অবশিষ্ট গন্ধকচূর্ণগুলি প্রদান করিয়া মূষা রুদ্ধ করিবে। পরে মূষার সন্ধিস্থান এবং অন্যান্য অবয়ব কর্দ্দমাক্ত বস্ত্র দ্বারা

জায়তে ভস্ম গন্ধোদেয়ঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭ ॥ কষায়ং তিক্তমধুরং স্বুবর্ণং গুরু লেখনং। হৃদ্যং রসায়নং বল্যং চক্ষুষ্যং কান্তিদং শুচি। আয়ুর্মেধাবয়ঃস্থৈর্য্যবাগ্‌বিশুদ্ধিস্মৃতিপ্রদং। ক্ষয়োন্মাদগরাণাঞ্চ কুষ্ঠানাং নাশনং পরং ॥ ৮ ॥

ইতি স্বর্ণশোধনমারণং।

রজতশোধনং।

গুরুস্নিগ্ধং মৃদুশ্বেতং দাহে ছেদে ঘনক্ষমং। স্বর্ণাদিরহিতং স্বচ্ছং তারং নবগুণং শুভং ॥ কঠিনং কৃত্রিমং রূক্ষং রক্তংপীতদলং লঘু। দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৯ ॥ দগ্ধোত্তীর্ণং সুশীতং যন্নির্ম্মলং কুন্দসন্নিভং। গুরু স্নিগ্ধং কুমারঞ্চ তারমুত্তমমিষ্যতে ॥ ১০ ॥ আয়ুঃ শুক্রং বলং হন্তি রোগসঙ্ঘং করোতি চ। অশুদ্ধঞ্চামৃতং তারং শুদ্ধমার্য্যমতোবুধৈঃ ॥ ১১ ॥ পত্তলীকৃত-পত্রাণি তারস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। সিঞ্চেৎ তপ্ত তপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে। গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা। এবং রজতপত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সংপ্রজায়তে ॥ ১২ ॥ নাগেন ক্ষাররাজেন দ্রাবিতং শুদ্ধিমিচ্ছতি। রজতং দোষনির্ম্মুক্তং কিম্বা ক্ষারাম্লপাচিতং ॥ ১৩ ॥

ইতি রজতশোধনং।

আচ্ছাদন করিয়া ত্রিশখানি বন ঘুটিয়ার আগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে উক্ত স্বর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক গন্ধক চূর্ণের সহযোগে পুনঃ দগ্ধ করিবে। এইরূপ চতুর্দ্দশবার পুট প্রদান করা হইলে স্বর্ণ ভস্ম হয় ॥ ৭ ॥

স্বর্ণ ভস্ম তিক্ত, কষায় ও মধুর রসযুক্ত, গুরু, লেখন, হৃদ্য ও রসায়ন। সুতরাং উহা সেবন করিলে বল, আয়ু, মেধা ও কান্তি বৃদ্ধি করে,চক্ষুর হিতকারী, বয়সের স্থিরতা, বাক্‌পটুতা, ও স্মরণশক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এতভিন্ন উহা দ্বারা ক্ষয়, উন্মাদ, বিষদোষ ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

রৌপ্য।

যে রৌপ্য গুরু, স্নিগ্ধ, কোমল, দগ্ধ করিলে বা কাটিলে শ্বেতবর্ণই দেখায় এবং আঘাতে ভগ্ন হয় না, স্বর্ণাদি অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত নহে ; ঈদৃশ স্বচ্ছ নবগুণ বিশিষ্ট রৌপ্য উৎকৃষ্ট। যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্ত বা পীতবর্ণ, দলযুক্ত, লঘু, দগ্ধ করিলে বা কাটিলে কিম্বা আঘাত করিলে বিনষ্ট হয়, তাহাই দূষিত রৌপ্য ॥ ৯ ॥

কেহ কেহ বলেন. যে রৌপ্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শীতল করিলে নির্ম্মল, কুন্দপুষ্প সদৃশ শুভ্রবর্ণ, গুরু ও সুকোমল ; সেই রৌপ্য উৎকৃষ্ট ॥ ১০ ॥

অবিশুদ্ধ রৌপ্য আয়ু, শুক্র ও বল বিনাশ করিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ; সুতরাং উহা শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক ॥ ১১ ॥

রৌপ্য শোধন।

রৌপ্য পিটিয়া উত্তমরূপে পাত করিবে. পরে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া যথাক্রমে তিল তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থ কলায়ের ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে ; এইরূপে দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক দ্রব্যে তিন তিন বার নিক্ষেপ করিলে রৌপ্য বিশুদ্ধ হয় ॥ ১২ ॥

অন্য প্রকার।

রূপা গলাইয়া তাহাতে সোহাগা ও সীস ধাতু প্রদান করিয়া পাক করিলে, কিম্বা সোহাগা ও রাঙ্গের সহিত রূপা গলাইলে বিশুদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥

রজতমারণং।

মাক্ষিকং গন্ধকঞ্চৈবমর্কক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
তেন লিপ্তং রূপ্যপত্রং পুটেন ম্রিয়তে ধ্রুবং॥ ১৪॥

মতান্তরং।

কণ্টবেধ্যং তারপত্রং দিহ্যাদ্দ্বিগুণহিঙ্গুলং।
পাতযন্ত্রে রসো গ্রাহ্যো রজতং মৃতমুচ্যতে॥ ১৫॥

মতান্তরং।

তালং গন্ধং রৌপ্যপত্রং মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ। ত্রিপুটৈশ্চ ভবেদ্ভস্ম যোজ্যমেতদ্রসাদিষু। তারপত্রং চতুর্ভাগং ভাগৈকং শুদ্ধতালকং। মর্দ্দ্যং জম্বীরজৈর্দ্রাবৈস্তারপত্রাণি লেপয়েৎ। রুদ্ধা ত্রিভিঃ পুটৈঃ পাচ্যং পঞ্চবিংশদ্বনোপলৈঃ। ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো গন্ধোদেয়ঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১৬॥ শীতং কষায়ং মধুরমম্লং বাতপ্রকোপজিৎ। দীপনং বলকৃৎ স্নিগ্ধং গুল্মাজীর্ণবিনাশনং। আয়ুষ্যং দীর্ঘরোগঘ্নং রজতং লেখনং স্মৃতং॥ ১৭॥

ইতি রজতমারণং।

তাম্রশোধনং।

জবাকুসুম-সঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্। লৌহনাগোজ্ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে। কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্বচ্ছং শ্বেতং চাপি ঘনাসহম্।

মারণ বা ভস্ম।

রৌপ্যের তুল্য পরিমাণ স্বর্ণ মাক্ষিক, গন্ধক ও আকন্দের ক্ষীর লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে, পরে উহা দ্বারা রূপার পাত লেপন করিয়া মূষা মধ্যে পুরিয়া ঘুটিয়ার অগ্নিতে পুট প্রদান করিলে উহা ভস্মীভূত হয়॥ ১৪॥

অন্য প্রকার।

কণ্টকবেধ যোগ্য রূপার পাত প্রস্তুত করিয়া উহার দ্বিগুণ পরিমিত হিঙ্গুল দ্বারা উক্ত পাত লেপন করিয়া ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিলে রূপা ভস্ম হয়॥ ১৫॥

অন্য প্রকার।

হরিতাল ও গন্ধক এই উভয় দ্রব্য রৌপ্যের সম পরিমাণ লইয়া কাগজী লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে, পরে রৌপ্য পাতে উহা মাখাইয়া বিধি পূর্ব্বক অগ্নিতে তিনবার পুট প্রদান করিলে ভস্মীভূত হয়। অথবা হরিতাল এক চতুর্থাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিবে, তৎপরে উহা দ্বারা রূপার পাত লেপন করিয়া মূষাযন্ত্রে পচিশখানা বিল ঘুটের দ্বারা পুট প্রদান করিবে। প্রতিপুটে গন্ধক প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ করিলে উহা ভস্মীভূত হয়॥ ১৬॥

বিশুদ্ধ ও মারিত রৌপ্য শীতল, স্নিগ্ধ, কষায়, মধুর ও অম্লরস বিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, বলকারক, বাতপ্রকোপ, গুল্ম ও অজীর্ণ নাশক। সুতরাং উহা সেবনে দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ ১৭॥

তাম্র।

যে তাম্র জবা পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল, আঘাত সহ হয় এবং যাহাতে লৌহ বা

লোহনাগযুতঞ্চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮ ॥ ন বিষং বিষমিত্যাহুস্তাম্রঞ্চ বিষমুচ্যতে। একদোষো বিষে ত্বষ্টৌ দোষাস্তাম্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ। ভ্রমো মূর্চ্ছা চিদাহশ্চ উৎক্লেশ-শোষবান্তয়ঃ। অরুচিশ্চিত্তসন্তাপ এতে দোষা বিষোপমাঃ। তস্মাদ্বিশুদ্ধং তাম্রং হি গ্রাহ্যং রোগোপশান্তয়ে ॥ ১৯ ॥ পত্তলীকৃত-পত্রাণি তাম্রস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ! নিষিঞ্চেৎ তপ্ত তপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে। গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা। এবং তাম্রস্য পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সম্প্রজায়তে ॥২০॥ পটুনা রবিদুগ্ধেন তাম্রপত্রাণি লেপয়েৎ। অগ্নৌ সতাপ্য নির্গুণ্ডীরসে সিঞ্চেৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥

মতান্তরং।

গোমূত্রেণ পচেদ্‌যামং তাম্রপত্রং দৃঢ়াগ্নিনা।
শুধ্যতে নাত্র সন্দেহো মারণঞ্চাত্র কথ্যতে ॥ ২২ ॥

ইতি তাম্রশোধনং।

তাম্রমারণং।

সূতমেকং দ্বিধা গন্ধং যামং মর্দ্দ্যস্ত কন্যয়া। দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং লিপ্ত্বা স্থাল্যাং নিধাপয়েৎ। সম্যক্ শূরণজৈঃ সার্দ্ধং পার্শ্বে ভস্ম নিধাপয়েৎ। চতুর্যামং পচেচ্চুল্যাং পাত্রপৃষ্ঠে সগোময়ে। জলং পুনঃ

সিস মিশ্রিত না থাকে, সেই তাম্রই উৎকৃষ্ট। যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অতি স্বচ্ছ, শুক্লবর্ণ, আঘাত সহ নহে এবং যাহাতে লৌহ ও সিস মিশ্রিত থাকে, তাহা দূষিত ॥ ১৮ ॥

প্রকৃত বিষকে বিষ বলা যায় না, কিন্তু তাম্রই প্রধান বিষ। কারণ বিষেতে একটী মাত্র দোষ থাকে, কিন্তু তাম্রেতে ভ্রম, মূর্চ্ছা, দাহ, উৎক্লেশ, শোষ, বমি, অরুচি এবং সন্তাপ এই আট প্রকার দোষ বিদ্যমান আছে। সুতরাং তাম্র শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৯ ॥

শোধন।

তাম্র অতি সূক্ষ্ম পাত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং উহা উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে যথাক্রমে তিল তৈলে, তক্রে, কাঁজিতে, গোমূত্রে ও কুলথ কলায়ের ক্বাথে তিন তিন বার নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয় ॥ ২০ ॥

অন্য প্রকার।

তাম্রপাতে সৈন্ধব ও আকন্দ পত্রের রস লেপন করত দগ্ধ করিয়া নিসিন্দা পত্রের রসে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিলে বিশুদ্ধ হয় ॥ ২১ ॥

কেহ কেহ বলেন, তাম্র-পত্র, সৈন্ধব লবণ দ্বারা লিপ্ত করিয়া তিন দিবস গোমূত্রের সহিত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে গোমূত্রের সহিত এক প্রহর পাক করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

মারণ বা ভস্ম।

পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ একত্র ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে উভয়ের তুল্য তাম্র পত্র লইয়া উক্ত মর্দ্দিত দ্রব্য দ্বারা উহা লেপন করিবে, পরে উহা একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার পার্শ্বে ওল রসের সহিত ক্ষার প্রদান করিয়া হাঁড়ির মুখে শরা স্থাপন করিয়া রুদ্ধ করিবে এবং হাঁড়ীর পৃষ্ঠদেশে গোময় দ্বারা লেপ দিয়া চারি প্রহর কাল পাক করিতে হইবে। পাক কালে হাঁড়ীর মুখস্থিত শরাতে পুনঃ পুনঃ

পুনর্দ্দেয়ং স্বাঙ্গশীতং বিমর্দ্দয়েৎ। ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্ব-রোগেষু যোজয়েৎ ॥ ২৩ ॥

মতান্তরং।

জম্বূতুসা সৈন্ধবসংযুতেন সগন্ধকং স্থাপয় শুল্বপত্রং। পক্কায়মানং পুটয়েৎ সুযুক্ত্যা বান্তাদিকং যাবদুপৈতি শান্তিং ॥ ২৪ ॥

অন্যমতং।

শুদ্ধং তাম্রদলং বিমর্দ্দ্য পটুনা ক্ষারেণ জম্বীরজৈঃ, নীরৈর্ঘস্রমিদং সুহ্যর্কপয়সা লিপ্তং ধমেৎ সপ্তধা। নির্গুণ্ড্যম্বুহিমং রসেন্দ্রকলিতং দুগ্ধাজ্যগন্ধেন তৎ, তুল্যেনাথ মৃতং ভবেৎ সুপুটিতং পঞ্চামৃতেন ত্রিধা ॥ ২৫ ॥ বান্তিভ্রান্তিবিবর্জ্জিতং ক্ষয়রুজাকুষ্ঠানি পাণ্ড্বাময়ং, শূলং মেহগুদাঙ্কুরানিলগদানুক্তানুপানৈর্জ্জয়েৎ। গুঞ্জামাত্রমিদং ততো দ্বিগুণিতং তচ্ছুদ্ধকায়েন চেৎ, ভুক্তঃ স্থৌল্যজরাপমৃত্যুশমনং পথ্যাশিনা বৎসরাৎ। তাম্রমুষ্ণং গরহরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহং। ক্রিমিশূলামবাতঘ্নং গ্রহণ্যর্শোঽম্লপিত্তজিৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি তাম্রমারণং।

জল দিতে হইবে। পাক সমাপ্তি হইলে নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। এইরূপ করিলে তাম্র মারিত হয়, এইরূপ মারিত তাম্র সর্ব্বপ্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩ ॥

অন্য প্রকার।

তাম্র পত্রের সম পরিমাণে সৈন্ধব ও গন্ধক লইয়া জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে এই মর্দ্দিত দ্রব্য দ্বারা তাম্র-পত্র লেপন করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিবে এবং উহা সরা দ্বারা হাঁড়ী ঢাকিয়া বালুকা দ্বারা তাহার ঊর্দ্ধভাগ পূর্ণ করিয়া দিবে। পরে তাম্র ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিতে হইবে। এইরূপে তাম্র মারিত হইলে পঞ্চগব্য দ্বারা বারম্বার পুট প্রদান করিবে। ইহাতে তাম্রের বান্তিদোষ নিবারিত হইয়া তাম্র বিশুদ্ধ ও মারিত হয় ॥ ২৪ ॥

অন্য প্রকার।

সৈন্ধব ও ত্রিবিধ ক্ষার তাম্রের সম পরিমাণে গ্রহণ করত গোড়া লেবুর রস, সিজের দুগ্ধ ও আকন্দের দুগ্ধের সহিত এক দিবস মাড়িবে। তদনন্তর উক্ত মর্দ্দিত দ্রব্য দ্বারা তাম্র-পত্র লেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। দগ্ধ হইলে নিসিন্দা পত্রের রসে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ সাত বার অগ্নিতে দগ্ধ ও সাত বার নিসিন্দা পত্রের রসে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে গৈরিকাভ চূর্ণ অধঃপতিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রক্ষালন পূর্ব্বক তুল্য পরিমাণে গন্ধক ও পারদের সহিত মর্দ্দন করত দুগ্ধ ও ঘৃত দিয়া পীঠিকা প্রস্তুত করিবে। পরে উক্ত পীঠিকা পুট-পাকে তিনবার দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চামৃতের সহিত তিনবার পুট-পাক করিবে। ইহাতে তাম্র ভস্ম হইবে ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিশোধিত তাম্র বিশেষ বিশেষ অনুপান সহযোগে সেবন করিলে বমন, ভ্রান্তি, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল, প্রমেহ, অর্শ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। শুদ্ধ দেহ হইয়া ইহার এক রতি পরিমাণে সেবন করিলে স্থৌল্য, জরা ও অপমৃত্যু বিনষ্ট হয়। আর পথ্যাশী হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত দুই রতি পরিমাণে সেবনে রসায়নের কার্য্য হয় ॥ ২৬ ॥

পিত্তলকাংস্যশোধনং।

পিত্তলঞ্চ তথা কাংস্যং তাম্রবন্মারয়েৎ পৃথক্।
তাম্রবচ্ছোধনং তেষাং তাম্রবদ্‌গুণকারকং ॥ ২৭ ॥
ইতি পিত্তলকাংস্যমারণং।

নাগবঙ্গয়োঃ শোধনং।

বঙ্গঞ্চ গিরিজং তচ্চ খুরকং মিশ্রকং দ্বিধা। তয়োস্তু খুরকং শ্রেষ্ঠং মিশ্রকং ত্বহিতং মতং ॥ ২৮ ॥ নাগবঙ্গেচ গলিতে রবিদুগ্ধেন সেচিতে। ত্রিবারান্ শুদ্ধিমায়াতঃ সচ্ছিদ্রে হণ্ডিকান্তরে ॥ ২৯ ॥

মতান্তরং।

বঙ্গং চূর্ণোদকে স্বিন্নং যামার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥ ৩০ ॥
ইতি নাগবঙ্গশুদ্ধিঃ।

সীসকমারণং।

ভুজঙ্গমমগস্ত্যঞ্চ পিষ্ট্বা পত্রং প্রলেপয়েৎ। তত্র সংবিদ্রুতে নাগে বাসাপামার্গসম্ভবং। ক্ষারং বিমিশ্রয়েত্তত্র চতুর্থাংশং গুরূক্তিতঃ। প্রহরং পাচয়েচ্চুল্যাং বাসাদর্ব্ব্যা চ চালয়েৎ। ততউদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং বাসানীরেণ মর্দ্দয়েৎ। এবং সপ্তপুটৈর্নাগং সিন্দূরং জায়তে ধ্রুবং ॥৩১॥

পিত্তল ও কাংস্য ধাতু।

যে প্রণালীতে তাম্র শোধন ও মারণ হইয়া থাকে; সেই প্রণালী মতেই পিত্তল ও কাংস্য ধাতুর শোধন ও মারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। শোধিত ও মারিত কাংস্য এবং পিত্তল ধাতু তাম্র ধাতুর ন্যায় গুণকারী ॥ ২৭ ॥

রঙ্গ ও সীসক।

রঙ্গ খনিজ পদার্থ। ইহা খুরক ও মিশ্রক ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে খুরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মিশ্রক অহিত-জনক ॥ ২৮ ॥

শোধন প্রণালী।

একটী পাত্র মধ্যে আকন্দের ক্ষীর রাখিয়া তদুপরি এক খানি সছিদ্র সরা স্থাপন করিবে, তদনন্তর সীসক বা রঙ্গ গলাইয়া সেই সছিদ্র পাত্রে ঢালিয়া দিবে এইরূপ করিলে ঐ ছিদ্রপথ দিয়া সীসা বা রঙ্গ হাঁড়ী মধ্যস্থ আকন্দ ক্ষীরে পতিত হইবে। এইরূপ তিনবার করিলে উহারা বিশুদ্ধ হয় ॥ ২৯ ॥

অন্য প্রকার।

কেহ কেহ বলেন, রাং চূণের জলের সহিত অর্দ্ধ প্রহর পাক করিলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৩০ ॥

সীসক মারণ।

বক ফুলের পাতা ও পান একত্র পেষণ করিয়া সীসকের পাত লেপন করিবে, উক্ত সীসক একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া অগ্নি সন্তাপ প্রদান করিলে যখন সেই সীসক গলিয়া দ্রবীভূত হইবে, তখন তাহাতে সীসধাতুর চতুর্থাংশ পরিমাণ বাসক ও আপাঙ্গের ক্ষার নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে দুই প্রহর পাক করিয়া বাসকের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে বাসকের রস দ্বারা সাত বার পুটে দগ্ধ করিলে উহা সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ ও ভস্মীভূত হয় ॥ ৩১ ॥

অন্যমতং।

ত্রিভিঃ কুম্ভিপুটৈর্নাগো বাসারসবিমর্দ্দিতঃ। সশিলো ভস্মতামেতি তদ্রজঃ সর্ব্বমেহজিৎ ॥ ৩২ ॥ দশনাগবলং ধত্তে বীর্য্যায়ুঃকান্তিবর্দ্ধনং মেহান্ হন্তি হতং নাগং সেব্যং বঙ্গঞ্চ তদ্‌গুণং। তারস্য রঞ্জনো নাগো বাতপিত্তকফাপহঃ। গ্রহণীকুষ্ঠগুল্মার্শঃ শোষব্রণবিষাপহঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি নাগমারণং।

রঙ্গমারণম্।

রঙ্গং খর্পরকে কৃত্বা চুল্ল্যাং সংস্থাপয়েৎসুধীঃ। দ্রবীভূতে পুনস্তস্মিন্ চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ। প্রথমং রজনীচূর্ণং দ্বিতীয়ে চ যমানিকা। তৃতীয়ে জীরকঞ্চৈব ততশ্চিঞ্চাত্বগুদ্ভবং। অশ্বত্থবল্কলোত্থঞ্চ চূর্ণং তত্র বিনিক্ষিপেৎ। এবং বিধানতোরঙ্গং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ। রঙ্গং তিক্তাম্লকং রুক্ষং কিঞ্চিদ্বাতপ্রকোপনং। মেদঃশ্লেষ্মাময়ঘ্নঞ্চ ক্রিমিঘ্নং মেহনাশনং ॥ ৩৪ ॥

ইতি রঙ্গমারণং।

লৌহশোধনং।

নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে। এবং লৌহস্য পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সম্প্রজায়তে ॥ ৩৫ ॥ তপ্তানি সর্ব্বলোহানি কদলী-

---

অন্য প্রকার।

মনঃশিলার সহিত সীসক মিশ্রিত করিয়া বাসকের রসে গজপুটে পাক করিবে, এইরূপে সীসক ভস্ম হয় ॥ ৩২ ॥

সীসক ভস্মের গুণ।

সীসক ভস্ম সেবন করিলে হস্তীর ন্যায় বলবান্ এবং বীর্য্য, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। এতদ্ভিন্ন মেহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

রঙ্গ ভস্ম।

একটী পাত্রে রাং রাখিয়া অগ্নি সন্তাপ প্রদান করিলে, উহা গলিয়া যখন দ্রবীভূত হইবে, তখন উহাতে রাঙ্গের তুল্য পরিমাণ হরিদ্রাচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ; পরে রাঙ্গের তুল্য পরিমাণ যবানি (যোয়ান) দিতে হইবে। তদনন্তর উহার সম পরিমাণ তেঁতুলের ছালের ক্ষার এবং পরে অশ্বত্থ ছালের ক্ষার সমপরিমাণে প্রদান করিবে এবং লৌহ দণ্ড দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপ করিলে রঙ্গ ভস্ম হয়। ইহাকে সাধারণে রঙ্গ ভস্ম বলে ॥ ৩৪ ॥

এই রঙ্গ-ভস্ম তিক্ত ও অম্লরসযুক্ত, রুক্ষ, কিঞ্চিৎ বায়ু বর্দ্ধক, মেদরোগ, কফরোগ, ক্রিমি ও মেহ নাশক ॥ ৩৪ ॥

লৌহ শোধন।

লৌহের সূক্ষ্ম পাত করত অগ্নিতে পোড়াইয়া যথাক্রমে তিল তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের ক্কাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থে তিন বার করিয়া নিক্ষেপ করিলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৩৫ ॥

মূলবারিণি। সপ্তধা ত্বভিষিক্তানি শুদ্ধিমায়াস্ত্যনুত্তমাং ॥৩৬॥ ত্রিফলা-ষ্টগুণে তোয়ে ত্রিফলাষোড়শং পলং। তৎক্কাথে পাদশেষে তু লৌহস্য পলপঞ্চকং। কৃত্বা চ সপ্তপত্রাণি সপ্তবারং নিষেচয়েৎ। এবং প্রলীয়তে দোষো গিরিজে। লৌহসম্ভবঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি লৌহশোধনং।

ভানুপাকাত্তথা স্থালীপাকাচ্চ পুটপাকতঃ।
নিরুত্থো জায়তে লৌহো যথোক্তফলদো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

ভানুপাকবিধিঃ।

লৌহে দৃশদি লৌহঞ্চ মুদ্গরেণ হতং মুহুঃ। কৃত্বাম্বুগলিতং শুদ্ধং জলেন ত্রৈফলেন বা। ক্ষালয়েদ্বহুশঃ পশ্চাৎ কৃত্বা দ্রবান্তরং পৃথক্। শোধিতং ভানুভির্ভানোর্ভানুপাকে প্রযোজয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ ক্ষালনে ভানুপাকে তু লৌহতুল্যং ফলত্রিকং। জলং দ্বিগুণিতং দত্ত্বা চতুর্ভাগা-বশেষয়েৎ। এবমুক্তং ফলক্কাথজলং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ। শোষয়েৎ সূর্য্যতেজোভির্নিরন্তর-মহস্ত্রয়ঃ। অথবা তত্র তৎক্কাথং দত্ত্বা দত্ত্বা ভিষ-গ্বরঃ। সপ্ত সপ্তবিধেরেব সপ্তবারান্ বিশোধয়েৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি ভানুপাকঃ।

অন্য প্রকার।

লৌহ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কদলীমূলের রসে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ সাত বার করা হইলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৩৬ ॥

কেহ কেহ বলেন, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমস্তে ষোল পল (দুইসের) আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে পাঁচ পল (চল্লিশতোলা) উত্তপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ সাত বার করা হইলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লৌহ বিশুদ্ধ হইলে ভানুপাক, স্থালীপাক ও পুট পাক দ্বারা উহাকে নিরুত্থি করিয়া লইতে হয়, যেহেতু ভানু পাক ও স্থালী পাকাদি দ্বারা যথোক্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

ভানুপাক বিধি।

বিশুদ্ধ লৌহ, লৌহ মুদ্গর দ্বারা চূর্ণ করিয়া তাহাতে জল অথবা ত্রিফলার ক্কাথ দিয়া আলোড়নপূর্ব্বক সূক্ষ্ম বস্ত্রে করিয়া ছাকিয়া লৌহ গ্রহণ করিবে, পরে উক্ত লৌহ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লৌহ খলে মর্দ্দন করিবে, তদনন্তর উহাতে ত্রিফলার ক্কাথ প্রদান করিয়া পুনঃ রৌদ্রে রাখিবে। পরে আরো ত্রিফলার ক্কাথ উহাতে প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন পূর্ব্বক জল ভাগ পৃথক করিয়া লৌহ গ্রহণ করিবে ॥ ৩৯ ॥

ভানু পাকার্থ বা লৌহ প্রক্ষালনার্থ কি পরিমাণে ত্রিফলার ক্কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা বর্ণন করা যাইতেছে। লৌহের তুল্য পরিমাণ ত্রিফলা গ্রহণ করিয়া তাহাতে দ্বিগুণ জল প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে, এইরূপ পাক করিতে করিতে জলীয় ভাগ এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথ দ্বারা ভানুপাক বা লৌহের প্রক্ষালন কার্য্য

স্থালীপাকবিধিঃ।

ইত্থমাদিত্যপাকান্তে স্থাল্যাং পাকমুপাচরয়েৎ। স্থালীপাকে ফলং গ্রাহ্যময়সস্ত্রীগুণীকৃতং। তস্য ষোড়শিকং তোয়মষ্টভাগাবশেষিতং। মৃদুমধ্যকঠোরাণামন্বেষা ময়সা সমং। ক্বথনীয়ং সমাদায় চতুরষ্টৌ চ ষোড়শঃ। গুণানাং স্থাপ্যতে তোয়ং শেষয়েদয়সা সমং। স্বরসস্যাপি লৌহেন স্থালীপাকে সমা মতা। স্থাল্যাং ক্বাথাদিকং দত্ত্বা যথাবিধি বিনির্ম্মিতং। পাকেন ক্ষীয়তে যস্মাৎ স্থালীপাক ইতি স্মৃতঃ। হস্তিকর্ণপলাশস্য মূলঞ্চ শতমূলিকা। ভৃঙ্গরাজাখ্যরাজানামেষাং নিজরসৈঃ সহ॥ মিলিত্বা বা বিধাতব্যং স্থালীপাকে ফলাদন্থ। যথা দোষৌষধেনাপি স্থালীপাকো বিধীয়তে॥ ৪১॥

ইতি স্থালীপাকবিধিঃ।

পুটপাকবিধিঃ।

স্থালীপাকে সুসংপক্বং প্রক্ষাল্য স্বচ্ছবারিণা। পুটাদ্দোষবিনাশঃ স্যাৎ পুটাদেব গুণোদয়ঃ। ম্রিয়তে চ পুটাল্লৌহস্তস্মাৎ পুটং সমাচরেৎ। যথা যথা প্রদীয়ন্তে পুটাঃ সুবহুশো যদি। তথাতথা প্রকুর্ব্বন্তি গুণানেব সহস্রশঃ। পুটপাকেন পক্বস্তু শস্যতে রসকর্ম্মসু॥ ৪২॥ দশা-

---

সম্পন্ন করিবে। ভানুপাক করিতে হইলে ক্বাথ লৌহেতে প্রদান পূর্ব্বক নিরন্তর তিন দিবস পর্য্যন্ত সূর্য্য সন্তাপে রাখা উচিত। অথবা উক্ত ক্বাথ সাত ভাগ করিয়া এক এক ভাগ লৌহেতে প্রদান করিতে হইবে, এইরূপ এক ভাগ শুষ্ক হইলে অপর ভাগ প্রদান করিতে হয়। উল্লিখিত রূপে সাত ভাগ ক্বাথ শুষ্ক হইলেই ভানুপাক সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৪০॥

স্থালীপাকবিধি।

লৌহের ভানুপাক শেষ হইলে স্থালীপাক করিতে হয়। লৌহের তিনগুণ ত্রিফলা গ্রহণ করিয়া ষোলগুণ জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয় ভাগ অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ দ্বারা লৌহের স্থালীপাক সম্পন্ন করিতে হইবে। এইরূপ স্থালীপাকার্থ অন্যান্য দ্রব্যেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল ক্বাথ্য দ্রব্য মৃদু হইলে চতুর্গুণ জলে, মধ্যবিধ হইলে আট গুণ জলে এবং কঠিন হইলে ষোলগুণ জলে পাক করিয়া লৌহের তুল্য পরিমাণে ক্বাথ গ্রহণ করিতে হয়। আর দ্রব্যের স্বরস দ্বারা পাক করিতে হইলে, লৌহের সম পরিমাণ স্বরস গ্রহণ করিতে হয়। ক্বাথ বা স্বরস কোন এক পাত্রে রাখিয়া তাহাতে শোধিত লৌহ চূর্ণ প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে ক্বাথাদি শুষ্ক হইলে স্থালী-পাক সম্পন্ন হয়॥ ৪১॥

পুট পাক বিধি।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লৌহের ভানুপাক ও স্থালীপাক সম্পন্ন করিয়া পরিষ্কৃত জল দ্বারা লৌহ ধৌত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া পুট পাক করিবে। পুট-পাক দ্বারা লৌহের দোষ সকল দূরীভূত হইয়া গুণযুক্ত হয়। পুটপাক দ্বারা লৌহ মারিত হইয়া থাকে এবং যে যে দ্রব্যের সহিত লৌহের পুটপাক করা যায়, সেই সেই দ্রব্যের গুণ সহস্রগুণে লৌহে বর্ত্তিয়া থাকে॥ ৪২॥

দিশতপর্য্যন্তো গদে পুটবিধির্ম্মতঃ। শতাদিস্তু সহস্রান্তঃ পুটোদেয়ো রসায়নে। বাজিকর্ম্মণি বিজ্ঞেয়োদশাদি শতপঞ্চকঃ। তাবদেব পুটে-ল্লোহং যাবচ্চূর্ণীকৃতং জলে। নিস্তরঙ্গে লঘুত্বেন সমুত্তরতি হংসবৎ॥৪৩॥ পুটপাকৌষধস্যাপি ক্বাথো বা স্বরসোঽপি বা। বক্ষ্যমাণপ্রমাণেন কর্ত্তব্যোভিষজাং বরৈঃ। রসাভাবে তু সর্ব্বেষাং ক্বাথো গ্রাহ্যো মনীষিভিঃ। অভাবে স্বরসস্যাপি ক্বাথএব ফলত্রিকাৎ॥ ৪৪॥

ত্রিফলাদিগণঃ।

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী কটুকী তালমূলিকা। বৃদ্ধদারশ্চ বৃশ্চীর-বৃষ-পত্রক-চিত্রকাঃ। শৃঙ্গবের-বিড়ঙ্গৌচ ভৃঙ্গভল্লাতকৌষধং। দাড়িমস্যচ পত্রাণি শতপুত্রী পুনর্নবা॥ কুঠার-ক্রামকৌ কন্দঃ তন্ত্রী ভেকস্য পর্ণিকা। হস্তিকর্ণপলাশশ্চ কুলিশঃ কেশরাজকঃ। মাণঃ খণ্ডিতকর্ণশ্চ গোজিহ্বা লোহমারকঃ। গিরিশাস্তনকৈঃ প্রোক্তস্ত্রিফলাদিরয়ং গণঃ। সামান্যপুটপাকার্থমেতানীচ্ছন্তি সূরয়ঃ॥ ৪৫॥

এরণ্ডাদিগণঃ।

বিশেষ-পুটপাকায় গণানন্যান্ শৃণ্বিতান্। এরণ্ড শারিবা দ্রাক্ষা শিরীষশ্চ প্রসারণী। মাষমুদ্গাখ্যপর্ণিন্যৌ বিদারীকন্দ-কেতকী। এরণ্ডাদিগণোহ্যেষ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥ ৪৬॥

যে লৌহ দ্বারা রোগনাশক ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই লৌহ দশ হইতে শতপুট হওয়া আবশ্যক। রসায়ন-কার্য্যে শত হইতে সহস্র পুট হওয়া প্রয়োজন। বাজি-কর্ম্মেতে দশ হইতে পাঁচশত পুট প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথবা সাধারণ লক্ষণ এই যে, যে পর্য্যন্ত লৌহ চূর্ণিত হইয়া তরঙ্গবিহীন জলে হংসের ন্যায় ভাসমান না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুট প্রদান করা উচিত। কিম্বা যদি পুটপাকের পর লৌহ কেতকীপুষ্পের রেণু সদৃশ হয় এবং বস্ত্রে ছাঁকিলে সমুদয় লৌহ বস্ত্রের ছিদ্র দিয়া নির্গলিত হয়, তাহাহইলে পুটপাকের সংখ্যার প্রয়োজন নাই। অতএব যে পর্য্যন্ত লৌহ খলে পেষণ করিলে কেতকীপুষ্পের রেণু সদৃশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুটপাক করা বিধেয়॥ ৪৩॥

কিঞ্চিৎ পরে পুটপাকার্থ যে সকল ঔষধ বর্ণিত হইবে, তাহাদিগের স্বরস অথবা ক্বাথদ্বারা পুট প্রদান করিতে হইবে। পুটপাকোক্ত দ্রব্যের স্বরসের অভাবে ক্বাথ গ্রহণ করিতে হয়॥ ৪৪॥

ত্রিফলাদিগণ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, দন্তী, কটকী, তালমূলী, বৃদ্ধদারক, শ্বেতপুনর্নবা, বাসকপত্র, চিতার মূল, আদা, বিড়ঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ভল্লাতক, শুঁঠ, দাড়িমপত্র, শতমূল, পুনর্নবা, কুঠারিকা, ক্রামক, ওল, গুলঞ্চ, ভেকপর্ণী, হস্তিকর্ণ-পলাশ, কুলিশক (কাউজ) কেশুর্তে, মাণ, খারকুন ও গোজিহ্বা; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা লৌহের পুট পাক দিবে॥ ৪৫॥

এরণ্ডাদিগণ।

লৌহের বিশেষ পুটপাকার্থ এরণ্ডাদিগণ প্রভৃতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা;—এরণ্ড, অনন্ত-মূল, দ্রাক্ষা, শিরীষ, গন্ধভাদুলে, মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী, ভুঁইকুমড়া ও কেতকী। এই এরণ্ডাদিগণ সর্ব্বপ্রকার বাতরোগনাশক। সুতরাং এই সকল দ্রব্যের সহিত পুটপাক করিলে লৌহ বাতনাশক হয়॥ ৪৬॥

কিরাতাদিগণঃ।

কিরাতমমৃতা নিম্ব-কুস্তুম্বুরু শতাবরী। পটোলং চন্দনং পদ্মং শাল্মল্যু-ডুম্বরীজটা। পৈত্তিকাময়হস্ত্বায়ং কিরাতাদিগণোমতঃ॥ ৪৭॥

শৃঙ্গবেরাদিগণঃ।

শৃঙ্গবেরস্য মূলানি নিগু ণ্ডীকৌটজং ফলং। করঞ্জদ্বিতয়ং মূর্ব্বা শোভাঞ্জন-শিরীষকৌ। বরুণশ্চার্কপর্ণঞ্চ পটোলং কণ্টকারিকা। শৃঙ্গবেরাদিকোহ্যেষ গণঃ শ্লেষ্মগদাপহঃ॥ ৪৮॥

গোক্ষুরাদিগণঃ।

গোক্ষুর-ক্ষুরকৌ ব্যাঘ্রী সিংহপুচ্ছীদ্বয়ং স্থিরা। গোক্ষুরাদিরিতি প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোগণঃ॥ ৪৯॥

পটোলাদিগণঃ।

পটোলপত্রকোশীর-কাশমর্দ্দাপরাজিতাঃ। লোধ্রেন্দীবরকহ্লার-বারাহী কান্তয়া সহ। পটোলাদিরিতিজ্ঞেয়ঃ পিত্তশ্লেষ্মগদাপহঃ॥৫০॥

কিংশুকাদিগণঃ।

কিংশুকঃ কাশ্মরী বিশ্বমগ্নিমন্থস্ত্রিকণ্টকঃ। শ্যোনাকঃ শালপর্ণীচ সিংহপুচ্ছীদ্বয়ং স্থিরা। পাটলা কণ্টকারী চ বৃহতী বিল্বমেবচ। কিংশুকাদি গণোহ্যেষ দোষত্রয়হরোমতঃ॥ ৫১॥ শতাবরী বলা ধাত্রী গুড়ূচী বৃদ্ধদারকং। বানরী ভৃঙ্গরাজাখ্য-বিদারীগোক্ষুরক্ষুরৈঃ।

কিরাতাদিগণ।

কিরাত (চিরাতা), গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনিয়া, শতমূল, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, শাল্মলী ও যজ্ঞডুমুর; এই কিরাতাদিগণ পিত্তনাশক; সুতরাং এই সকল দ্রব্যের সহযোগে লৌহের পুটপাক করিলে উহা পিত্তঘ্ন হয়॥ ৪৭॥

শৃঙ্গবেরাদিগণ।

শুঁঠ, নিসিন্দা, ইন্দ্রযব, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, মূর্ব্বা, সজিনা, শিরীষবৃক্ষ, বরুণবৃক্ষ, আকন্দপত্র, পটোলপত্র ও কণ্টকারী; এই শৃঙ্গবেরাদিগণ কফনাশক। সুতরাং ইহাদ্বারা লৌহ পুটপাক করিলে সেই লৌহও কফঘ্ন হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

গোক্ষুরাদিগণ।

গোক্ষুর, ক্ষুরক, কণ্টকারী, মুগানী, মাষানী ও শালপর্ণী। এই গোক্ষুরাদিগণ বাতশ্লেষ্মনাশক; সুতরাং ইহাদের সহিত লৌহ পুটপাক করিয়া বাতশ্লেষ্ম রোগে প্রয়োগ করিবে॥ ৪৯॥

পটোলাদিগণ।

পটোলপত্র, বেণারমূল, কালকাসুন্দা, অপরাজিতা, লোধ, নীলোৎপল, কুমুদ, বরাহক্রান্তা ও নাগরমুতা; এই পটোলাদিগণ পিত্তশ্লেষ্মনাশক। সুতরাং এই সকল দ্রব্যের সহিত লৌহ পুটপাক করিলে উক্ত লৌহ পিত্তশ্লেষ্ম রোগ নষ্ট করিয়া থাকে॥ ৫০॥

কিংশুকাদিগণ।

কিংশুক (পলাশ), গাম্ভারী, গণিয়ারি, শুঁঠ, গোক্ষুর, শোনা, শালপানি, মাষাণী, পৃশ্নিপর্ণী, স্থিরা (শালপাণি) পারুল, কণ্টকারী, বৃহতী, ও বেল; এই কিংশুকাদিগণ ত্রিদোষনাশক, ইহাদের সহিত লৌহ পুটপাক করিলে সেই লৌহও ত্রিদোষনাশক হয়॥ ৫১॥

শতমূল, বেড়েলা, আমলকী, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক, শুকশিম্বি, ভৃঙ্গরাজ, ভুঁই কুমড়া, গোক্ষুর,

বাজিগন্ধা কণাযুক্তৈর্ব্বাজিকর্ম্মসু শস্যতে ॥৫২॥ বিদারীকন্দ-পিণ্ডাহ্ব-ভৃঙ্গরাজ-শতাবরী। ক্ষীরকঞ্চুকভল্লাতামৃতকা চিত্রকৈস্তথা। করিকর্ণ-পলাশৈশ্চ মূষলীমধুকৈরপি। মুণ্ডিরীকেশরাজৈশ্চ পুটো দেয়ো রসায়নে ॥ ৫৩ ॥ সামান্যে চ বিশেষে চ পুটে যদ্যৎ প্রকীর্ত্তিতং। মিলিতৈ রেকশো বা তৈর্যথেষ্টং পুটয়েত্ততঃ। পুটপাকে ফলাদী-নাময়সা গ্রহণং সমং ॥ ৫৪ ॥

পুটপাকপ্রকারমাহঃ।

হস্তমাত্রমিতে গর্ত্তে করীষেণার্দ্ধপূরিতে। অথবা তুষকাষ্ঠাভ্যাং পূরিতেঽর্দ্ধে নিধাপয়েৎ। লৌহমগ্নিং ততো দত্ত্বা তথৈবোর্দ্ধং প্রপূরয়েৎ। দিবা বা যদি বা রাত্রৌ বিধিনানেন পাচয়েৎ। চতুর্ভিঃ প্রহরৈরেব পুটপাকেন মারয়েৎ॥ ৫৫ ॥ পুটপাকে ক্ষণাদূর্দ্ধং স্থিতো ভবতি বীর্য্যতঃ। কুণ্ডস্থো ভস্মনাচ্ছন্ন আকৃষ্টব্যঃ সুশীতলঃ। সমাকৃষ্টস্য তপ্তস্য গুণহানিঃ প্রজায়তে ॥ ৫৬ ॥

ইতি পুটপাকবিধিঃ।

ক্ষুরক, অশ্বগন্ধা ও পিপ্পলী; এই সকল দ্রব্যের সহিত লৌহের পুটপাক করিয়া বাজীকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে ॥ ৫২ ॥

ভূঁই কুমড়া, পিণ্ড খেজুর, ভৃঙ্গরাজ, শতমূল, ক্ষিরিশ বৃক্ষ, ভেলা, গুলঞ্চ, চিতা, হস্তিকর্ণ-পলাশ, তালমূলী, যষ্টিমধু, মুণ্ডিরী ও কেশুর্ত্তে। এই সকল দ্রব্যের সহিত লৌহ পুটপাক করিয়া রসায়ন কার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৩ ॥

যে সকল সামান্য ও বিশেষ পুটপাকার্থ গণদ্রব্য উল্লিখিত হইয়াছে,তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ বা সমস্ত একত্র করিয়া লৌহের পুটপাক করিবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ নির্ম্মল না হয়, সেই পর্য্যন্ত লৌহ পুটপাক করিতে হইবে। পুটপাক কালে লৌহের সমপরিমাণ গণোক্ত দ্রব্যের স্বরস গ্রহণ করিতে হইবে, স্বরসের অভাবে লৌহ তুল্য গণোক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। পরে সেই ক্বাথের সহিত লৌহ চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া কর্দ্দমের ন্যায় করত উহা চক্রাকৃতি করিয়া লৌহ বা মাটির পাত্রে রাখিয়া অপর পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক পুটপাকে দগ্ধ করিবে ॥ ৫৪ ॥

পুটপাকের প্রণালী।

মাটিতে চারিদিকে এক হস্ত পরিমাণ স্থান খনন করিয়া চতুষ্কোণ গর্ত্ত করিবে। সেই গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ বনঘুটে বা তুষ কিম্বা কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবে। তদুপরি লৌহ স্থাপন করিয়া বনঘুটে, তুষ বা কাষ্ঠ দ্বারা গর্ত্তের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিয়া দিবে। এইরূপে দিবা কিম্বা রাত্রিতে চারি প্রহর পাক করিয়া লৌহ ভস্ম করিবে। এক এক বার পাকের পর উত্তম পাষাণ-খণ্ডে সেই লৌহ পেষণ করিবে। লৌহ যে পর্য্যন্ত কেতকী পুষ্পের পরাগের ন্যায় না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পাক ও পেষণ করিবে ॥ ৫৫ ॥

পুটপাক কালীন গর্ত্তের উপরিভাগে লৌহ স্থাপন করিলে ক্ষণকাল মধ্যে লৌহ ভস্ম হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পুটপাক জনিত গুণ উৎপন্ন হয় না। অধোভাগে লৌহ স্থাপন করিয়া দগ্ধ করিলে তাহা অল্পবীর্য্য হয়, অতএব গর্ত্তের মধ্যস্থানে লৌহ স্থাপন করিবে এবং বনঘুঁইটাদি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিবে। কদাচ লৌহ উষ্ণ থাকিতে গ্রহণ করিবে না। উষ্ণ লৌহ গ্রহণ করিলে গুণ হীন হয় ॥ ৫৬ ॥

মতান্তরং।

সত্যোঽমুভূতো যোগেন্দ্রৈঃ ক্রমোঽস্মো লোহমারণে। কথ্যতে রাম-রাজেন কৌতূহলধিয়াঽধুনা। শুদ্ধস্য সূতরাজস্য ভাগো ভাগদ্বয়ং বলেঃ। দ্বয়োঃ সমং লোহচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ। যামদ্বয়ং ততো গোলং স্থাপয়েত্তাম্রভাজনে। ঘর্ম্মে ধৃত্বারুবূকস্য পত্রৈরাচ্ছাদয়েদ্বুধঃ। যামদ্বয়াদ্ভবেদুষ্ণং ধান্যরাশৌ ন্যসেত্ততঃ। ত্রিরাত্রং ধান্যরাশিস্থং তত্ততো মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং। রজস্তদ্বস্ত্রগলিতং নীরে তরতি হংসবৎ। দাড়িম্বস্য দলং পিষ্ট্বা তচ্চতুর্গুণবারিণা। তদ্রসেনায়সঞ্চূর্ণং সঙ্কীর্য্য প্লাবয়েদিতি। আতপে শোষয়েত্তত্তু পুটেদেবং পুনঃ পুনঃ। একবিংশতি বারৈস্তন্ ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ। এবং সর্ব্বাণি লোহানি স্বর্ণাদীন্যপি মারয়েৎ। তীক্ষ্ণং মুণ্ডং কান্তলোহং নিরুত্থং জায়তে মৃতং॥ ৫৭॥

লোহস্য নিরুত্থীকরণং।

সর্ব্বমেতন্মৃতং লোহং পক্তব্যং মিত্রপঞ্চকৈঃ। যদ্যেবং স্যান্নিরুত্থঞ্চ সেব্যং রক্তিচতুষ্টয়ং॥ ৫৮॥ মধুসর্পিস্তথা গুঞ্জা টঙ্গণং গুগ্গুলুস্তথা। মিত্রপঞ্চকমেতত্তু গণিতং ধাতুমেলনে॥ ৫৯॥

রসায়নে বিশেষো যথা।

ঘৃত-মধু-গুঞ্জা-টঙ্গণৈঃ সমং লোহভস্ম মর্দ্দয়েচ্চ বিচক্ষণঃ। ধমেদ্বহ্নৌ পুনর্লোহং তদা যোজ্যং রসায়নে॥ ৬০॥ কৃষ্ণায়ঃ শোথশূলার্শঃ-

---

মহর্ষিগণ লৌহ মারণের নিয়ম যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহারাজ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কৌতূহলের সহিত বর্ণিত হইতেছে।—পারদের সহিত দ্বিগুণ গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত দুইপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। যখন দেখিবে যে, উক্ত লৌহ পিণ্ডাকৃতি হইয়া আসিয়াছে,তখন ঐ লৌহ-পিণ্ড একটী তাম্র পাত্রে স্থাপন পুর্ব্বক এরণ্ড পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহর-কাল রৌদ্রে রাখিবে। তদনন্তর উক্ত লৌহ-পিণ্ড উষ্ণাবস্থায় সরা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ধান্য মধ্যে তিন দিবস রাখিবে, তিন দিবস পরে গ্রহণ করিয়া পেষণ করত বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, পরে চতুর্গুণ জল সহযোগে দাড়িম-পত্র পেষণ করিয়া সেই জলে লৌহ চূর্ণ ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গোময় অগ্নি দ্বারা পুনঃ পুনঃ পুটে দগ্ধ করিবে। এইরূপ এক বিংশতিবার পুটে দগ্ধ করিলে লৌহ সম্যক্‌রূপ ভস্মীভূত হয়। এইরূপ নিয়মে সর্ব্বপ্রকার লৌহ এবং স্বর্ণাদিও ভস্ম করা যাইতে পারে॥ ৫৭॥

উল্লিখিতরূপে লৌহ ভস্ম করিয়া মিত্রপঞ্চকের সহযোগে পুটে দগ্ধ করিলে উহা অধিকতর গুণশালী হইয়া থাকে॥ ৫৮॥

মিত্রপঞ্চক যথা—মধু, ঘৃত, গুঞ্জা, সোহাগা ও গুগ্গুলু; এই পাঁচটীকে মিত্রপঞ্চক কহে॥ ৫৯॥

রসায়নার্থ লৌহ-প্রয়োগ করিতে হইলে উহা স্বতন্ত্র প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। ঘৃত, মধু, গুঞ্জা, সোহাগা ও লৌহ ভস্ম এই সকল তুল্য পরিমাণে লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এইরূপে যদি উল্লিখিত দ্রব্যগুলি লৌহের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে সেই লৌহ রসায়ন কার্য্যে প্রয়োগ করিবে॥ ৬০॥

ক্রিমি-পাণ্ডুত্ব-শোষনুৎ। বয়স্যং গুরু চক্ষুষ্যং সর্ব্বমেদোঽনিলাপহং। আয়ুঃপ্রদাতা বলবীর্য্যকর্ত্তা রোগাপহর্ত্তা মদনস্য কর্ত্তা। অয়ঃসমানং ন হি কিঞ্চিদস্তি রসায়নং শ্রেষ্ঠতমং নরাণাং॥ ৬১॥ কুষ্মাণ্ডং তিল-তৈলঞ্চ রসোনং রাজিকন্তথা। মদ্যমম্লরসঞ্চৈব ত্যজেল্লোহস্য সেবকঃ॥৬২॥ সামান্যাদ্দ্বিগুণং ক্রৌঞ্চং কালিঙ্গোষ্টগুণস্ততঃ। কলেঃ শতগুণং ভদ্রং ভদ্রাদ্বজ্রং সহস্রধা। বজ্রাৎ শতগুণং পাণ্ডি নিরঙ্গং দশভির্গুণৈঃ। ততঃ কোটিসহস্রৈর্ব্বা কান্তলৌহ মহাগুণং॥ ৬৩॥

ইতি লৌহমারণং।

মণ্ডূরশোধনাদিকং।

যে গুণা মারিতে মুণ্ডে তে গুণা মুণ্ডকিট্টকে। তস্মাৎ সর্ব্বত্র মণ্ডূরং রোগশান্ত্যৈ প্রযোজয়েৎ॥ ৬৪॥ শতোর্দ্ধমুত্তমং কিট্টং মধ্যঞ্চাশীতি-বার্ষিকং। অধমং ষষ্টিবর্ষীয়ং তাবতা হীনং বিষোপমং॥ ৬৫॥ দগ্ধাক্ষ-কাষ্ঠৈর্ম্মলমায়সন্তু গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্। বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥ ৬৬॥ কিট্টাদ্দশগুণং মুণ্ডং

লৌহ ভস্মের গুণ।

লৌহ ভস্ম—শোথ, শূল, অর্শ, ক্রিমি, পাণ্ডু, শোষ, মেদ ও বায়ুরোগ বিনাশ করে। ইহা বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারী, গুরু, আয়ুবর্দ্ধক, বল ও বীর্য্যকারী এবং কামোদ্দীপক। সুতরাং লৌহের তুল্য আর দ্বিতীয় রসায়ন পদার্থ নাই॥ ৬১॥

লৌহ সেবন কারী ব্যক্তির পক্ষে কুষ্মাণ্ড, তিল তৈল, রসোন, সর্ষপ, মদ্য, অম্ল দ্রব্য সেবন করা উচিত নহে॥ ৬২॥

লৌহের প্রকার ভেদ—লৌহ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে সামান্য লৌহ হইতে ক্রৌঞ্চ লৌহ দ্বিগুণ, ক্রৌঞ্চ হইতে কালিঙ্গ আট গুণ, কালিঙ্গ হইতে ভদ্র লৌহ শত গুণ, ভদ্র লৌহ হইতে বজ্র লৌহ সহস্র গুণ, বজ্র হইতে পাণ্ডী লৌহ শত গুণ, পাণ্ডী হইতে নিরঙ্গ দশ গুণ, নিরঙ্গ হইতে কান্ত লৌহ সহস্র কোটি-গুণ গুণশালী। অতএব কান্তলৌহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও মহোপকারী॥ ৬৩॥

মণ্ডূর।

লৌহের মলকে মণ্ডূর বলা যায়। যে প্রকার লৌহের যে যে গুণ আছে, সেই সেই লৌহোৎ-পন্ন মণ্ডূরেও সেই সেই গুণ লক্ষিত হয়। সুতরাং লৌহের ন্যায় মণ্ডূর ভস্ম করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে॥ ৬৪॥

শতবর্ষ উত্তীর্ণ মণ্ডূর সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অশীতি বর্ষীয় মণ্ডূর মধ্যম, ষষ্টী বর্ষীয় মণ্ডূর অধম এবং ষষ্টী বর্ষের ন্যূন বয়স্ক মণ্ডূর বিষম অপকারী॥ ৬৫॥

মণ্ডূর শোধন প্রণালী।

বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডূর দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ আটবার দগ্ধ ও আট বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলে মণ্ডূর বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে উহা চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা কামলা ও কুম্ভকামলার মহোপকার দর্শে॥ ৬৬॥

মুণ্ডাত্তীক্ষ্ণং শতাধিকং। তীক্ষ্ণাল্লক্ষগুণং কান্তং ভক্ষণাৎ কুরুতে গুণং ॥ ৬৭ ॥

ইতি কিট্টশোধনমারণং ॥

স্বর্ণাদীনাং সংক্ষেপেণ মারণবিধিঃ।

নাগৈঃ সুবর্ণং রজতঞ্চ তাপ্যৈর্গন্ধেন তাম্রং শিলয়া চ নাগং। তালেন বঙ্গং ত্রিবিধঞ্চ লৌহং নারীপয়ো হন্তি চ হিঙ্গুলেন ॥ ৬৮ ॥

ইতি স্বর্ণাদিশোধনমারণবিধিঃ।

মণিমুক্তাদিশোধনং।

স্বেদয়েদ্বালুকাযন্ত্রে জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেন চ। মণিমুক্তাপ্রবালানি যামৈকেন চ শোধয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ মুক্তাফলানি শুদ্ধানি খল্লে পিষ্ট্বা পুটেল্লঘু। এবং ভস্মত্বমাপ্নোতি বজ্রকং কাঞ্জীযোগতঃ ॥ ৭০ ॥

মণি মুক্তাদিমারণম্।

কুমার্য্যা তণ্ডুলীয়েন তুল্যেন চ নিষেচয়েৎ। প্রত্যেকং সপ্তবারাংশ্চ তপ্ততপ্তানি কৃৎস্নশঃ। মৌক্তিকানি প্রবালানি তথা রত্নান্যশেষতঃ। ক্ষণাদ্বিবিধবর্ণানি ম্রিয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥ স্ত্রীদুগ্ধেন প্রবালঞ্চ ভাবয়িত্বা তু হণ্ডিকে। মধ্যেঽপি তক্রসহিতং স্থাপয়েৎ তাং নিরোধয়েৎ। চুল্ল্যামগ্নিপ্রতাপেন ম্রিয়তে প্রহরদ্বয়ে ॥ ৭২ ॥

ইতি ধাতূনাং শোধনমারণাধ্যায়ঃ।

মণ্ডূর হইতে লৌহ দশ গুণ, লৌহ হইতে তীক্ষ্ণ লৌহ শত গুণ এবং তীক্ষ্ণ হইতে কান্ত লৌহ লক্ষ গুণ ফলপ্রদ ॥ ৬৭ ॥

স্বর্ণাদির সংক্ষিপ্ত মারণ বিধি।

সীস ধাতুর সহযোগে স্বর্ণ, তাম্রের সহযোগে রৌপ্য, গন্ধকের সহযোগে তাম্র, মনঃশীলার সহযোগে সীস, হরিতালের সহযোগে রঙ্গ, স্ত্রীদুগ্ধ ও হিঙ্গুলের সহযোগে ত্রিবিধ লৌহ ভস্মীভূত হয় ॥ ৬৮ ॥

মণি-মুক্তাদি শোধন।

জয়ন্তি পত্রের স্বরসের সহিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর কাল পাক করিলে মণি-মুক্তাদি বিশুদ্ধ হয় ॥ ৬৯ ॥

মুক্তা ভস্ম বিধি।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে মুক্তা শোধন করিয়া উহা খলে চূর্ণ করত লঘু পুটে দগ্ধ করিলে ভস্ম হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

রত্ন ভস্ম বিধি।

মণি-মুক্তাদি রত্ন সকল উত্তপ্ত করিয়া ঘৃতকুমারী ও খুদে লটের রসে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ সাতবার দগ্ধ ও রসে নিক্ষেপ করিলে মণি-মুক্তাদি ভস্ম হয় ॥ ৭১ ॥

প্রবালের বিশেষ মারণ বিধি।

প্রবাল স্ত্রীদুগ্ধে ভাবনা দিয়া ঘোলের সহিত হাঁড়ীর মধ্যে রাখিবে। পরে ঐ হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত জ্বাল দিলে উহা ভস্ম হয় ॥ ৭২ ॥

অথ বিষাধ্যায়ঃ।

বিষশুদ্ধিঃ।

কৃত্বা চণকসংস্থানং গোমূত্রৈর্ভাবয়েত্র্যহং। সমটঙ্কণসংপিষ্টং মৃতমিত্যুচ্যতে বিষং ॥ ১॥ অথবা ত্রৈফলে ক্বাথে বিষং শুধ্যতি পাচিতং। দোলায়াং ত্রিফলাক্বাথে ছাগীক্ষীরে চ পাচিতং ॥ ২॥ গোমূত্রপূর্ণপাত্রে চ দোলাযন্ত্রে বিষং পচেৎ। দশতোলকমানেন চাদৌ বৈদ্যো দিবানিশং ॥ ৩॥

উপবিষ-শোধনম্।

অর্কসেহুণ্ডধুস্তূরলাঙ্গুলীকরবীরকাঃ। গুঞ্জাহিফেনাবিত্যেতাঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ। ধুস্তূরস্য চ যদ্বীজমন্যচ্চোপবিষঞ্চ যৎ। তচ্ছোধ্যং দোলিকাযন্ত্রে ক্ষীরপূর্ণেঽথ পাত্রকে ॥ ১॥

জৈপালশুদ্ধিঃ।

নিস্তুষং জয়পালঞ্চ দ্বিধা কৃত্বা বিচক্ষণঃ। এতদ্বীজস্য মধ্যস্তু পত্রবৎ পরিবর্জ্জয়েৎ। অষ্টমাংশেন চূর্ণেন টঙ্গণস্য চ মেলয়েৎ। কেশযন্ত্রে চ তদ্ভাব্যং পাচ্যং দুগ্ধেন সংপ্লুতং। ত্রিরাত্রং শুদ্ধিমায়াতি জৈপালমমৃতোপমং ॥ ২॥

বিষ শোধন বিধি।

বিষ চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে বিষের সমান সোহাগার সহিত পেষণ করিলে উহা শোধিত হয় ॥ ১॥

অন্য প্রকার।

হরিতকী, আমলকী ও বহেড়ার ক্বাথে তিন দিন দোলা-যন্ত্রে পাক করিলে বিষ শোধিত হয় এবং ছাগদুগ্ধে ঐরূপ তিন দিবস পাক উরিলেও উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ২॥

অন্য প্রকার।

বিষ, গোমূত্র পূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিলে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। শোধনার্থ দশ তোলা বিষ লইয়া এক দিবা রাত্র পাক করিতে হয় ॥ ৩॥

উপবিষ শোধন প্রণালী।

উপবিষ সাত প্রকার যথা—আকন্দ, সীজ, ধুতূরা, লাঙ্গুলী, করবী, গুঞ্জা (কুচ), অহিফেন, এই সাত প্রকার উপবিষ দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয় ॥ ১॥

জয়পাল শোধন বিধি।

জয়পালবীজের খোসা ফেলিয়া দিয়া তাহাকে দুই ভাগ করত উহার মধ্যস্থিত পত্রবৎ অংশ পরিত্যাগ করিয়া জয়পালের অষ্টমাংশ সোহাগা চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর কেশযন্ত্রে ভাবনা দিয়া দুগ্ধ মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তিন দিবস পাক করিবে। এইরূপে শোধিত হইলে জয়পাল অমৃতের ন্যায় গুণকারী হয় ॥ ২॥

স্নুহীক্ষীরশুদ্ধিঃ।

চিঞ্চাপত্ররসে কর্ষে বস্ত্রপূতে পলদ্বয়ং। স্নুহীক্ষীরং রৌদ্রযন্ত্রে ভাবয়েদ্‌যত্নতঃ সুধীঃ। দ্রবে শুষ্কে সমুদ্ধার্য্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥৩॥

বৃদ্ধদারকবীজশোধনং।

বীজমাদৌ সমাদায় রৌদ্রযন্ত্রে বিশোষয়েৎ। ঈষৎ সৈন্ধবযুক্তেন দ্রবেণ যত্নতঃ সুধীঃ। অপামার্গস্য বা তোয়ৈর্ব্বার্দ্ধক্যবীজশোধনং ॥৪॥

মতান্তরং।

বৃদ্ধদারকবীজস্তু পকং দোলাকৃতং পচেৎ। দুগ্ধপূর্ণেষু পাত্রেষু ততঃ শুধ্যতি নিশ্চিতং ॥ ৫ ॥ অপামার্গকষায়েণ নিম্বুবীজং বিশোধয়েৎ। শিগ্রুকার্পাসবীজানি ত্বপামার্গস্য বীজকং। ঘর্ম্মেণ শোধনন্তেষাং ন দদ্যাৎ সৈন্ধবন্ততঃ। তিক্তা কোষাতকী দন্তী পটোলী চেন্দ্রবারুণী। কতুম্বী দেবদানী কাকতুণ্ডী চ শুষ্যতে। ধাত্রীফলরসেনৈব মহাকালস্য শোধনং। করঞ্জযুগ্ময়োর্বীজং ভৃঙ্গরাজেন শোধয়েৎ। গুঞ্জাদিসর্ব্ববীজানাং নরমূত্রৈঃ পুটং বিনা। নারিকেলাম্বুনা শোধ্যং বিল্বং ভল্লাতকোস্তবং। গুড়ূচী-ত্রিফলাক্বাথে ক্ষীরে চৈব বিশেষতঃ। পক্ত্বাচ খণ্ডশঃ শুদ্ধং গৃহ্নীয়াদ্‌যুদুগুগ্‌গুলুং ॥ ৬ ॥

ইতি বিষাধ্যায়ঃ।

সীজের ক্ষীর শোধন।

দুই তোলা তেঁতুল পাতার রসের সহিত ষোল তোলা পরিমিত সীজের ক্ষীর মিশ্রিত করিয়া যাবৎ তেঁতুলপাতার রস শুষ্ক না হয়, তাবৎ রৌদ্রে রাখিবে। রসভাগ শুষ্ক হইলে উক্ত ক্ষীর ঔষধে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩ ॥

বৃদ্ধ দারক শোধন।

প্রথমতঃ বৃদ্ধদারকবীজ (বেতাড়ক বীজ) সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে আপাঙ্গের রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। ইহাতে বৃদ্ধদারক বিশুদ্ধ হইবে ॥ ৪ ॥

অন্য প্রকার।

দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে বৃদ্ধদারকবীজ পাক করিলে উহা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৫ ॥

অন্য বীজের সাধারণ শোধন বিধি।

লেবুর বীজ আপাঙ্গের ক্বাথে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে শোধিত হয়। সজিনার বীজ কার্পাসের বীজ ও আপাঙ্গের বীজ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয় এবং কট্‌কী, কোষাতকী, দন্তী, পটোল, রাখাল শসা, তিক্ত লাউ, ঘোষা ও কাকতুণ্ডী ইহাদিগকেও রৌদ্রে শুষ্ক করিলে শুদ্ধ হয়। আমলকীর রসে ভিজাইয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে মাকাল ফল দোষ রহিত হয়। করঞ্জা ও ডহর করঞ্জার বীজ ভৃঙ্গরাজের রসে সিক্ত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে দোষহীন হইয়া থাকে। গুঞ্জাদি সর্ব্ব প্রকার বীজ নরমূত্রে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, নারিকেলের জলে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিল্ব ও ভেলা শোধিত হয়। গুড়চীর ক্বাথে একবার, ত্রিফলার ক্বাথে একবার এবং দুগ্ধে একবার পাক করিলে গুগ্‌গুল দোষ বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বিধেয়া। কোলাস্থিমানা চ বহুপ্রকারং সামং নিহন্ত্যত্র যথানুপানম্। কুর্য্যাদ্ বিশেসাদনলাবলম্বং কাসঞ্চ পঞ্চাত্মক মম্লপিত্তম্। ইয়ং নিহন্তি গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং মর্ত্ত্যস্যজীর্ণ গ্রহণীমসাধ্যাম্। চিরোদ্ভবাং সংগ্রহ কোষ্ঠ তুষ্টিং শোথং সমগ্রং গুদজানসাধ্যান্। আমানুবদ্ধন্ত্বতিসার মুগ্রং জয়েদ্ ভৃশং যোগশতৈ রসাধ্যম্। বিবর্জনীয়া ত্বিহ ভৃষ্টমৎস্যা মৎস্যস্তথা পাণ্ডুরবর্ণ এব। রম্ভাফলং মূলমথোদনঞ্চ বুধৈর্বিধেয়ং ন কদাচিদত্র। জাতীফলাদ্যা বটিকা বিধেয়া যশোঽর্থিনো বৈদ্যবরস্য হৃদ্যা। অনেক সম্ভাবিত মর্ত্ত্যলোকা নানাবিধ ব্যাধিপয়োধিনৌকা॥ ৮॥

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা।

রসগন্ধক লৌহানি শঙ্খটঙ্গন রামঠম্। শটীতালীশ মুস্তানি ধান্য জীরক সৈন্ধবম্। ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী। ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফল লবঙ্গকম্। ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনস্য চ। রসৈঃ সংমর্দ্দ্য বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা। গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে। গ্রহণীগজেন্দ্র সংজ্ঞেয়ং শ্রীমতা লোকরক্ষণে। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতীসারনাশিনী। শূলগুল্মাম্লপিত্তাংশ্চ কামলাঞ্চ হলীমকম্। বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষে। কণ্ডুং কুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং কৃমিং জয়েৎ। মাষদ্বয়াং বটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ। বয়োঽগ্নিবল মাবীক্ষ যুক্ত্যা বা ক্রুটিবর্দ্ধনম্॥ ৯॥

মহাগন্ধকম্।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতম্। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা

গন্ধভাতলিয়া, কাচড়া, নিসিন্দা, সিদ্ধিপত্র, জামপাতা, জয়ন্তী, দাড়িমপত্র, কেশুরিয়া, আকন্দ ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া কুলবীজের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দোষানুরূপ অনুপানের সহিত সেবন করিলে, নানাবিধ আমাতীসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অম্লপিত্ত, শোথ ও অর্শ বিনষ্ট হয়। ভর্জ্জিত মৎস্য, পাণ্ডুরবর্ণ মৎস্য, কলা, কদলীমূল ও ভক্ত (ভাত) পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে আম্রপল্লবাদির রস, সমস্ত চূর্ণের সমান লইতে হইবে॥ ৮॥

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা।

কজ্জলী ২ তোলা, লৌহভস্ম, শঙ্খচূর্ণ, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু (হিং), শটী, তালীশ পত্র, মুথা, ধনিয়া, জীরা, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, আতুষ, শুঁঠ, গৃহধূম (ঝুল), হরীতকী, শোধিত ভেলা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচি, বালা, বেলশুঁঠ ও মেথী, ইহারা প্রত্যেকে একতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক সিদ্ধিপত্র রসের সহিত পেষণ করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, জ্বরাতীসার, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিসর্প, গুদভ্রংশ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯॥

মহাগন্ধক।

শোধিত পারদ ২ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, এই উভয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া

মৃদুপাকেন সাধয়েৎ। জাত্যাঃ ফলং তথা কোষো লবঙ্গারিষ্ট-পত্রকে। সিন্ধুবারদলঞ্চৈব এলাবীজং তথৈবচ। এতেষাং কর্ষমাত্রে তোয়েন সহ মর্দ্দয়েৎ। মুক্তাগৃহে পুনঃ স্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ। গুঞ্জাষট্ক প্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ। এতৎ প্রোক্তং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধম্। জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণ প্রসাধনম্। দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্। সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতাম্। কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং বাজীকরণমুত্তমম্। বাল-রোগং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রব-সংযুতম্। পিশাচা দানবা দৈত্যা বালানাং যে বিঘাতকাঃ। যত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র সীমাং ত্যজন্তি তে। বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ। মহা-গন্ধকমেতদ্ধি সর্ব্বব্যাধি-নিসূদনম্ ॥ ১০ ॥

বৈদ্যনাথ বটিকা।

রসস্য শানং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ। চিত্রকস্য রসেনাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্। রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বা। দ্বাভ্যাং সংমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শান সংমিতৈঃ। খল্লয়েত্তু শিলাখল্লে ক্রমশো বক্ষ্যমাণজৈঃ। নির্গুণ্ডী মণ্ডুকী শ্বেতা কুচেলা গ্রীষ্ম-সুন্দরৈঃ। ভৃঙ্গাহ্বকেশরাজৈশ্চ জয়েন্দ্রাশনকোৎকটৈঃ। সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা দদ্যাত্তাং গ্রহণীগদে। সামবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ। বাতশ্লেষ্ম বিকারেষু তথা শ্লেষ্ম গদেষু চ। দধিমস্তু বিনিক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা যথাবলম্। দাতব্যা গুড়িকা সপ্ত রোগিণে

কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, তদনন্তর ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলের সহিত গুলিয়া কর্দ্দমবৎ করিয়া লৌহ পাত্রে ঈষৎ উষ্ণ করিবে এবং উহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপত্র ও ছোটএলাচি ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে এবং উহা এক খানি ঝিনুক মধ্যে রাখিয়া অপর একখানি ঝিনুক দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং কদলীপত্র দ্বারা বেষ্টন ও কর্দ্দম দ্বারা লেপন করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। উল্লিখিত মৃৎলিপ্ত পদার্থের বহির্ভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে গ্রহণ করিয়া ঔষধ মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুই রতি পরিমাণে যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে গ্রহণী, প্রবাহিকা, অতীসার, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, সূতিকা, কাস, শ্বাস এবং বালকদিগের নানাপ্রকার উদরাময় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ বালক ও বালিকাদিগের পক্ষেই সমধিক উপকারী। (এই ঔষধটী পরীক্ষিত) ॥ ১০ ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ বটী।

পারদ অর্দ্ধ তোলা লইয়া কাঁজি, চিতার রস ও ত্রিফলার ক্বাথে শোধন করিয়া লইবে। তদনন্তর ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত গন্ধক চারি আনা উক্ত পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং নিসিন্দা, থানকুনি (থুলকুড়ি), শ্বেত অপরাজিতা, অকনদ, গিমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়া (কেশুত্যা), জয়ন্তী, সিদ্ধি ও ওকড়া ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা পরিমাণ রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দধির মাতের সহিত একবারে

গ্রহণীগদে। অমৃতক্রানি সেবাস্তু কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহু। শ্রীমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহ কারিণা। স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাষিতা লিখিতেন তু॥ ১১॥

খসর্পণ বটী।

পক্কেষ্টকা-হরিদ্রাভ্যামাগারধূমকেন চ। শোধিতং পারদঞ্চৈব কর্ষার্দ্ধং তুলয়া ধৃতম্। ভৃঙ্গরাজ রসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং রসসম্মিতম্। দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা ভাবয়েত্তত্ত্ব ভেষজৈঃ। সিন্ধুবারদল রসে মণ্ডুক-পর্ণিকা রসে। কেশরাজ রসে চাপি গ্রীষ্মসুন্দরজে রসে। রসেঽ-পরাজিতায়াঞ্চ সোমরাজী রসে তথা। রক্তচিত্রক-পত্রোত্থে রসে চ পরিভাবিতম্। রসমান-সমানেন ছায়ায়াং শোষয়েদ্ ভিষক্। সর্ষপাভাশ্চ গুড়িকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্। ততঃ সপ্তবটীর্দদ্যাদ্ দধিমস্তু সমাপ্লুতাঃ। নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যং কোষ্ঠদুষ্টি নিবৃত্তয়ে। গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরদোষঞ্চ নাশয়েৎ। অগ্নিদার্ঢ্যকরং শ্রেষ্ঠমাম-পর্পটিকাহ্বয়ম্॥ ১২॥

অভ্র বটিকা।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ। প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈষিণা। ততঃ কর্জ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোমচূর্ণং প্রদাপয়েৎ। কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ। গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা। মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ। শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্। দাপয়েৎ তত্র তুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলোভিষক্। রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচ সম্ভবম্। দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গন-সম্ভবম্। শুভে শিলাময়ে পাত্রে

সাতটী প্রয়োগ করিয়া শীতল জল ও তক্র ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, প্লীহা ও উদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। এইক্ষণে এই ঔষধ একবারে সাতটী ব্যবহার না করিয়া উহা অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে প্রয়োগ করা উচিত॥ ১১॥

খসর্পণ বটী।

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও গৃহধূম (ঝুল) দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা ও ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত গন্ধক একতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে নিসিন্দাপত্র, থানকুনী, কেশুরিয়া (কেশুত্যা), গিমাশাক, অপরাজিতা, সোমরাজী ও রক্তচিতার পত্র, ইহাদের প্রত্যেকের একতোলা পরিমাণ রসে উল্লিখিত কজ্জলী ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী প্রস্তত করিয়া লইবে। দধির মাতের সহিত সাত দিবসে ৭ বটী সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২॥

অভ্র বটিকা।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া লইবে এবং তাহার সহিত অভ্রভস্ম ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া কেশুরিয়া ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমাশাক, জয়ন্তী, থানকুনী, সিদ্ধি, শ্বেত অপরাজিতা ও পান;

ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ। শুষ্কমাতপ সংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। কলায় পরিমাণাস্তু খাদেত্তাস্তু প্রযত্নতঃ। হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্ম ভবং রুজম্। পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনঃ। জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্। নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠঃ সূতিকাতঙ্কনাশনঃ। ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ। দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥ ১৩॥

মহাভ্রবটী।

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং লৌহং গন্ধক পারদম্। কুনটী টঙ্গনক্ষারং ত্রিফলা চ পলং পলম্। গরলস্য তথা মাষ-চতুষ্কঞ্চৈব চূর্ণয়েৎ। তৎসর্ব্বং ভাবয়েদেষাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ। দেবরাজাশনাখ্যস্য কেশরাজাখ্যকস্য চ। সোমরাজস্য ভৃঙ্গাখ্যরাজস্য শ্রীফলস্য চ। পারিভদ্রাগ্নিমন্থস্য বৃদ্ধদারস্য তুম্বুরোঃ। মণ্ডূকপর্ণী নির্গুণ্ডী পূতি-কোন্মত্তকস্য চ। শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চাদ্রকস্য চ। গ্রীষ্ম-সুন্দরকস্যাটরূষকস্য রসেন তু। রসৈস্তাম্বুলবল্ল্যাশ্চ পত্রোত্থৈ-র্ভাবয়েৎ পৃথক্। দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতে চূর্ণং মরিচস্য পলং ক্ষিপেৎ। ততশ্চৈব বটীং কুর্য্যান্ মাত্রাং দদ্যাদ্ যথোচিতাম্। জ্বরে চৈবাতি-সারে চ কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে তথা। সন্নিপাত জ্বরে চৈব বিবিধে বিষমজ্বরে। ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু ক্ষীণশুক্রে চ যক্ষ্মাণি। গ্রহণ্যাং চিরভূতায়াং সূতিকায়াং বিশেষতঃ। শোথে শূলে তথা সাধ্যে স্থবিরে চামবাতকে। মন্দানলেঽবলে চৈব সকলে শ্লেষ্মজে গদে। পীনসেঽপীনসে চৈব পক্কেঽপক্কে বিশেষতঃ। বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা বিবিধে চেন্দ্রিয়স্থিতে। বাতবৃদ্ধে বৃতে পিত্তে বলাসেনাবৃতেঽপি চ। অষ্টস্বুদররোগেষু কুষ্ঠরোগে প্রশস্যতে। অজীর্ণে কর্ণরোগে চ ক্লশে

ইহাদের প্রত্যেকের দুইতোলা পরিমাণ রসে ভাবনা দিয়া কলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত দ্রব্যের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৩॥

মহাভ্র বটী।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে এবং তাহার সহিত মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ৮ তোলা, বিষ অর্দ্ধতোলা একত্র পেষণ করিয়া সিদ্ধি, কেশুরিয়া, সোমরাজী, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, পালিধামান্দার পত্র, গণিয়ারি, বৃদ্ধদারক (বিস্তাড়ক) ভুম্বুরু, থানকুনি (থুলকুড়ি), নিসিন্দা, নাটা, ধুতুরা, শ্বেত অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গিমা, বাসক ও পান, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমাণ রসে ভাবনা প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ তরল থাকিতে মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিরা এক রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত

স্থূলে চ যক্ষ্মণি। অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব রসো বৈ পরিকীর্ত্তিতঃ। মহাভ্র-বটিকা সেয়ং পরং শ্রেষ্ঠা রসায়নে ॥ ১৪ ॥

পীযূষবল্লী রসঃ।

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্গনম্। রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শানমেকং পৃথক্ পৃথক্। লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধান্যকম্। সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্রযবং ত্বচম্। জাতীফলং বিশ্ব নিম্বং কনকং দাড়িমচ্ছদম্। সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্। ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ। চণকাভা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা। অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধ বিল্ব সমং গুড়ম্। অতীসারং জ্বরং তীব্রং রক্তাতীসার মুল্বণম্। গ্রহণীং চিরজাং হন্তি শোথং দুর্নামকং তথা। আমশূল বিবন্ধঘ্নং সংগ্রহ-গ্রহণীহরম্। পিচ্ছামদোষং বিবিধং পিপাসাদাহরোগকম্। হৃল্লাসারোচকছর্দ্দি-গুদভ্রংশং সুদারুণম্। পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্। কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্। প্লীহগুল্মোদরানাহং সূতিকা-রোগসঙ্করম্। অসৃগ্দরং নিহন্ত্যেব বন্ধ্যানাং গর্ভদং পরম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহানপি বিংশতিম্। এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু মাসার্দ্ধেনাত্র সংশয়ঃ। পীযূষবল্লী-বটিকা অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা পুরা। কশ্যপায় দদেহশ্বিভ্যাং ততঃ প্রাপ প্রজাপতিঃ। ধন্বন্তরিস্ততঃ প্রাপ দৈবতানাং পতিস্ততঃ। পরম্পরাপ্রাপ্ত এষ রস-স্ত্রৈলোক্যদুর্লভঃ ॥ ১৫ ॥

রসপর্প্টী।

শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদান্ নত্বা ধন্বন্তরিঞ্চ সুরভিজম্। রসগন্ধকপর্প্টিকা-

---

দ্রব্যের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার, জ্বর, কাস, শ্বাস ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পীযূষবল্লী রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্রভস্ম, রৌপ্যভস্ম, লৌহভস্ম, সোহাগার খৈ, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনদ, জীরা, ধনিয়া, বরাহক্রান্তা, আতৃষ, লোধ, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জায়ফল, শুঁঠ, নিমছাল, স্বর্ণভস্ম, দাড়িমছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া কেশ-রাজের (কেশুত্যার) রসে ভাবনা প্রদান করিবে এবং ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ পোড়া বেল ও ইক্ষুগুড়ের সহযোগে সেবন করিলে অতীসার, জ্বর, রক্তাতীসার, আমশূল, বিবন্ধ, গ্রহণী, অর্শ, বমনোদ্বেগ, ছর্দ্দি, গুদভ্রংশ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, মলমূত্রের রুদ্ধতা, সূতিকারোগ, রক্তপ্রদর, কামলা, পাণ্ডু ও প্রমেহরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

রস পর্প্টী।

রস শোধন।—প্রথমতঃ পারদ ও গন্ধক বিশেষরূপে শোধন করিয়া লইতে হয়। সুতরাং

পরিপাটীপাটবং বক্ষ্যে। মগ্নং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদেরণ্ডসম্ভূতে। আর্দ্রকরসে চ সূতং পত্ররসে কাকমাচ্যাশ্চ। মগ্নমুদিতানুপূর্ব্ব্যা মর্দ্দনশুষ্কং কারণং গৃহ্নীয়াৎ। প্রস্তরভাজনমধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা। শুকপুচ্ছসমচ্ছায়োনবনীতসমদ্যুতিঃ। মসৃণঃ কঠিনঃ স্নিগ্ধ শ্রেষ্ঠোগন্ধক ইষ্যতে। কৃত্বা ভদ্রং গন্ধকমতিকুশলং ক্ষুদ্রতণ্ডুলাকারম্। তদ্ভৃঙ্গরাজরসৈরনন্তরং ভাবয়েৎপাত্রে। তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাৎ ধূলিসরলঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে। তদনু চ শুষ্কং চূর্ণং কৃত্বা বিন্যস্য লৌহিকামধ্যে। নির্ধূমং বদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈলসমম্। পাত্রস্থিতভৃঙ্গরাজরসমধ্যে ঢালয়েন্নিপুনঃ। তস্মিন্‌প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধকচূর্ণম্। পুনরপি রৌদ্রে শুষ্কং কেতকরজসা সমানতাং নীতম্। শুদ্ধে সূতে শোধিতগন্ধকচূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা। তাবন্মর্দ্দনমনয়োর্যাবন্ন কণোঽপি দৃশ্যতে সূতে। পশ্চাৎ কজ্জলসদৃশং চূর্ণং লৌহেস্থিতং যত্নেন। নির্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈলসমম্। সদ্যোগোময়নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন্মৃদুনি। লৌহেস্থিতমবশিষ্টং কঠিনং তন্ন গৃহীতব্যম্। পশ্চাৎ পর্প্পটীরূপা পর্প্পটিকা কীর্ত্ত্যতে লোকৈঃ। ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যত্র তু দৃশ্যতে। তত্র সিদ্ধিং বিজানীয়াদ্বৈদ্যোনৈবাত্র সংশয়ঃ। সমুদিতমাত্রে ভরণাবদনীয়া পর্প্পটী মনুজৈঃ। জীরকগুঞ্জে হিঙ্গোরর্দ্ধং খাদেচ্চ বাতলে জঠরে। জীরকহিঙ্গোরশনে ত্বনুপানং সলিলধারয়া কার্য্যম্। রসগন্ধকপর্প্পটিকা ভক্ষণমাত্রে তু নাম্ভসঃ-

শোধন প্রণালী বর্ণিত হইতেছে,—পারদের মল ও বহ্নি প্রভৃতি যে দোষ আছে, সূত্র স্থানে বর্ণিত শোধন প্রণালী অনুসারে সেই সমস্ত দোষ শোধন করিয়া, জয়ন্তীপত্র, বর্দ্ধমান (এরণ্ড মূল), আদা ও কাকমাচীর রসে যথাক্রমে মগ্ন করিয়া রাখিয়া নিয়ত মর্দ্দন ও রৌদ্র দ্বারা ঐ রস শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ করিলেই পর্পটী সাধন যোগ্য পারদ প্রস্তুত হয়।

গন্ধক শোধন।—উল্লিখিত পারদের সহিত যে গন্ধক মিশ্রিত করিতে হইবে, তাহা শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, মসৃণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ হওয়া উচিত। ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত গন্ধক (আমলাসা গন্ধক) তণ্ডুলাকার খণ্ড খণ্ড করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে আপ্লুত করিয়া রাখিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপ সাতবার করা হইলে শুষ্ক করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত গন্ধক চূর্ণ লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূম রহিত বদরী কাষ্ঠের (কুল কাষ্ঠের) অঙ্গারে গলাইবে এবং ভৃঙ্গরাজের রস পূর্ণ পাত্রের মুখ একখানি ঘৃতাক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র-খণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া সেই বস্ত্রের উপরে উক্ত দ্রব গন্ধক ঢালিয়া দিবে, তদনন্তর উক্ত ভৃঙ্গরাজ রসাপ্লুত কঠিনীভূত গন্ধক গ্রহণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে।

পর্পটী প্রস্তুত প্রণালী।—শোধিত পারদ ও গন্ধক সম পরিমাণে লইয়া প্রস্তরময় খলে মর্দ্দন করিতে থাকিবে; মর্দ্দন করিতে করিতে উহা নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ পারদ-কণা রহিত এবং কজ্জলের ন্যায় অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলী প্রস্তুত হইবে। তদনন্তর, বদরী কাষ্ঠের প্রজ্জলিত নির্ধূম অঙ্গারোপরি লৌহময় হাতা ধরিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া উক্ত কজ্জলী অৰ্দ্ধতোলা বা একতোলা

পানম্। প্রথমং গুঞ্জাযুগলং প্রতিদিনমেকৈকবৃদ্ধিতোভক্ষ্যম্। দশ-গুঞ্জাপরিমাণান্নাধিকমদনীয়মেকবিংশতিদিনানি। বাতাতপকোপমনশ্চিন্তনমাহারসময়বৈষম্যম্। ব্যায়ামশ্চায়াসঃ স্নানং ব্যাখ্যানমহিতমত্যন্তম্। পাকে স্তোকং সর্পি জীরকধন্যাকবেশবারৈশ্চ। সিন্ধু-স্তবেন রন্ধনমোদনধান্যানি শালয়োভক্ষ্যাঃ। কৃষ্ণং বা তিঙ্গণফলং অবিদ্ধকর্ণা চ বাস্তুকম্। অক্ষতমুদ্গাঃ সহিতঃ ফলদলসহিতং পটোলঞ্চ। ক্রমুকফলশৃঙ্গবেরৌ ভক্ষ্যৌ শাকেষু কাকমাচী চ। লাবক-বর্ত্তকতিত্তিরি ময়ূরমাংসঞ্চ হিততরং ভবতি। মদ্গুররোহিতমীনা-বদনীয়ৌ কৃষ্ণমৎস্যাশ্চ। নীরক্ষীরং ব্যঞ্জনমদনীয়ং পক্বকদলঞ্চ। রম্ভাফলদলবল্কলমূলানাং বর্জ্জনং কার্য্যম্। তিক্তনিম্বাদিকমপি নাদ্যং নোষ্ণং তথান্নঞ্চ। আনূপমাংসজলচরপতত্রিপললঞ্চ সর্ব্বথা ত্যজ্যম্। স্ত্রীণাং সম্ভাষণমপি গড়কশ্চ কৃষ্ণমৎস্যেষু। নাম্লং ন দধিশাকং পর্প্পট্যা ভক্ষণে ভক্ষ্যম্। গুড়খণ্ডশর্করাদিক ইক্ষুবিকারো ন ভক্ষ্য ইক্ষুশ্চ ন দলং ন ফলং ন লতাপ্যদনীয়া কারবেল্লস্য। স্তোকং ঘৃত-মিহ ভক্ষ্যং পথ্যে সাকাঙ্ক্ষমুত্থানম্। ক্ষুৎপীড়ায়াং ভোজনমবশ্য-কার্য্যং মহানিশায়াঞ্চ। সমজলমিশ্রং পক্বং ক্ষীরং যদ্বাধিকজল-পক্বঞ্চ। কথমপি ভোজনসময়াতিক্রমজাতে জ্বরে বিরেকে চ। বমনে চ নারিকেল সলিলং দুগ্ধঞ্চ পাতব্যম্। স্বপ্নে জাতে রমিতে বিরে-কতঃ ক্ষীরমেব পাতব্যম্। ন জ্ঞায়তে বুভুক্ষা লক্ষ্যা প্রতীয়তে যদি বা। অশক্তিঝিনিঝিনিমস্তকশূলাদ্যৈ র্নূনমবধার্য্যা কিম্বহুবাচ্যং

পরিমাণ দিবে এবং লৌহদণ্ড দ্বারা নাড়িবে, ক্রমে অগ্নি সন্তাপ লাগিয়া উহা গলিয়া তৈলবৎ হইলে কাঁচা গোময় রাশির উপর কোমল কলার পাতা পাতিবে এবং অপর একখানি কলার পাতের মধ্যে কিঞ্চিৎ কাঁচা গোময় রাখিয়া পুট্‌লি করিবে। পরে উক্ত দ্রবীভূত কজ্জলী গোময়োপরি বিন্যস্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া উক্ত প্রস্তুতীকৃত পুট্‌লী দ্বারা তৎক্ষণাৎ চাপিয়া ধরিলে উহা জমাট বাঁধিয়া চটী প্রস্তুত হয়, ইহাকেই পর্পটী বলিয়া থাকে। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া লৌহপাত্রে সংলগ্ন থাকে তাহা পরিত্যাগ করিবে। পর্পটী ময়ূর পুচ্ছের চন্দ্রিকা সদৃশ হইলে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

পর্পটী ব্যবস্থাপ্রণালী।—বাতজ-উদরাময়ে দুইরতি পর্পটী, জীরাচূর্ণ দুইরতি ও হিঙ্গু একরতির সহিত প্রযোজ্য। পর্পটী ভোজনান্তে শীঘ্র জল পান করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা প্রথম দিবসে দুইরতি পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া প্রত্যহ একরতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত করিবে। দশরতির অধিক প্রয়োগ করা অনুচিত। একুশ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনের নিয়ম। ইহা এই গ্রন্থের মত। কিন্তু চক্রদত্ত প্রণীত সংগ্রহে ইহার ব্যবহার প্রণালীর একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। যথা—"রস পর্পটী প্রথম দিবস দুইরতি পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া প্রত্যহ একরতি করিয়া দ্বাদশরতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে, তৎপর পুনঃ একরতি করিয়া হ্রাস করিয়া সেবন করিবে। উহা পানের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া হিঙ্গু একরতি সেবন করিতে হয়, কিছুক্ষণ পরে জল মুখে লইয়া কুল্লি করিয়া ফেলিবে, তাহাতে দন্তাদিতে সংলগ্ন ঔষধ নিগত হইয়া যায়"।

পর্পটী ব্যবহার কালে বাত ও রোদ্র সেবন, ক্রোধ, গুরুতর চিন্তা, আহার সময়ের ব্যতিক্রম,

রোগী যদা যদা ভবতি সাকাঙ্ক্ষঃ। পায়য়িতব্যং দুগ্ধং তদা তদা নির্ভয়ীভূয়ঃ। বিহিতাকরণে চাস্যামবিহিতকরণেচ রোগখিন্নানাম্ ব্যাপত্তয়োঽপি বহুধা দৃষ্টাঃ প্রমাণিকৈর্ব্বহুশঃ। তস্মাদবধাতব্যং ভবিতব্যং 'ভোজনে নিপুণৈঃ'। এবমিয়ং ক্রিয়মানা ভবতি শ্রেয়স্করী নিয়তম্। অর্শোরোগং গ্রহণীং সামাং শূলাতিসারৌ চ। কামল-পাণ্ডুব্যাধিং প্লীহানঞ্চাতিদারুণং হন্তি। গুল্মজলোদরভস্মকরোগং হন্ত্যামবাতাংশ্চ। অষ্টাদশৈব কুষ্ঠান্যশেষশোথাদিরোগাংশ্চ। ইয়মম্ল-পিত্তশমনী ত্রিদোষদমনী ক্ষুধাতিকমনীয়া। অগ্নিং নিমগ্নমুদরে জ্বালাজটিলং করোত্যাশু। রসগন্ধকপর্প্পটিকাত্বপবার্য্য ব্যাধি-সংঘাতম্। বলিপলিতশূন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুষং কুরুতে। ব্যাধি-প্রভাবহরণাদপমৃত্যুত্রাসনাশকরণাচ্চ। মর্ত্যানামমৃতঘটি রসগন্ধক-পর্প্পটী জয়তি শম্ভুং প্রণম্য ভক্ত্যা পূজাং কৃত্বা চ বিষ্ণুচরণাব্জে। রসগন্ধকপর্প্পটিকা ভক্ষ্যা তেনাতিসিদ্ধিদা ভবতি। নৃণাং সরুজাং ধ্রুবমিয়মারোগ্যং সততশীলিতা কুরুতে। শ্রীবৎসাঙ্গবিনির্ম্মিত সম্যগ্ রসপর্প্পটী শ্রেষ্ঠা। উত্তমমেব হি কর্ত্তব্যং নানুরাগতয়া তথা। ঔষধক্রিয়য়ৈবাত্র কর্ত্তব্যা চোত্তরক্রিয়া। প্রত্যবায়বিনাশার্থং ক্ষেত্র-পালবলীন্যসেৎ। কৃতমঙ্গলকঃ প্রাতর্য্যোগিনীনামতঃ পরম্।

ভক্ষণপূর্ব্বক বলিদানমন্ত্রঃ—

ওঁ ক্ষং ক্ষেং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ক্ষেত্রপালস্য সামান্য বলিমন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীং হ্রেং দিব্যাভ্যোযোগিনীভ্যো মাতৃভ্যঃ ক্ষেত্রীভ্যো ভূতেভ্যঃ শালিকীভ্যোনমোনমোহ্রীং সামান্য যোগিনীনাং বলিঃ। ওঁ গন্ধক-মহাকালায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মকোষিণি রক্ষ রক্ষ স্বাহা। বিশেষবলিঃ। অত্র পারদস্য নৈসর্গিকদোষত্রয়শোধনঞ্চাবশ্যকং কার্য্যম্।

ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান ও অতিভাষণ নিষিদ্ধ। ঘৃত, সৈন্ধবলবণ, জীরা, ধনিয়া ও বেশবার দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কালবেগুণ, অবিদ্ধকর্ণা (আকনাদি শাক), বাস্তুক-শাক, কাকমাচী শাক, মুগ, পটোল, সুপারি, আদা, লাব পক্ষীর মাংস, মাগুর, রোহিত ও কৃষ্ণবর্ণের মৎস্য, জল সহযোগে পাচিত দুগ্ধ, গুড়, চিনি ও ইক্ষু প্রভৃতি সেব্য। রম্ভাফল, পত্র, বল্কল ও মূল, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণ অন্ন, আনূপ (বরাহাদির) ও জলচর পক্ষীর মাংস, অম্লদ্রব্য, দধি, শাক; কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যের মধ্যে গড়ক মৎস্য ও স্ত্রীসম্ভাষণাদি বর্জ্জনীয়। ক্ষুধা উপস্থিত হইবা মাত্রই আহার করা উচিত। যদি অর্দ্ধরাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ আহার করা কর্ত্তব্য। কদাচিৎ ভোজন সময়ের ব্যতিক্রম বশত ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। স্বপ্ন বিকার জন্য শুক্র ক্ষরণ হইলে দুগ্ধ পান করা উচিত। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে কি না, সন্দেহ উপস্থিত হইলে গাত্র ঝিন্ ঝিন্ ও মস্তক বেদনাদি দ্বারা ক্ষুধার লক্ষণ বুঝিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, রোগীর যখন ক্ষুধার উদয় হইবে, তখনই দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের আশঙ্কা নাই। এস্থলে উল্লিখিত অবিহিত বিষয় আচরিত হইলে কিম্বা বিহিত নিয়ম গুলি

যত্তুক্তং।—

মলশিখি বিষনামানো রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ। মূর্চ্ছাং মলেন কুরুতে শিখিনা দাহং বিষেণ হিক্কাঞ্চ। গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলা বহ্নিং চিত্রকশ্চ বিষম্। তস্মাদেভির্ব্বারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত সপ্তৈব ইতি। গৃহকন্যা ঘৃতকুমারী, তস্যা দলরসেন খল্লনম্। ত্রিফলায়াশ্চূর্ণেন খল্লনম্। চিত্রকস্য পত্ররসেন মূর্চ্ছনম্। তদেব নৈসর্গিকদোষাপহারানন্তরং জয়ন্ত্যাদি-দ্রব্যচতুষ্টয়-রসেন মূর্চ্ছনমধিগন্তব্যম্ ॥ ১৬ ॥

লৌহপর্প্পটী।

সমৌ গন্ধরসৌ কৃত্বা কজ্জলীংকৃত্য যত্নতঃ। শুদ্ধ লৌহস্য চূর্ণন্তু রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ। একীকৃত্য ততো যত্নাল্লৌহপাত্রে প্রমর্দ্দিতম্। ঘৃত-প্রলিপ্ত-দর্ব্ব্যাস্তু স্বেদয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। দ্রবীভূতং সমাহৃত্য ঢালয়েৎ কদলীদলে। চূর্ণীকৃত্য সুখার্থায় পথ্যভুগ্‌ভিঃ প্রসেব্যতে। শীতোদকানুপানং বা ক্বাথং বা ধান্য-জীরয়োঃ। লৌহেন পর্পটী হ্যেষা ভক্ষ্যা লোকস্য সিদ্ধিদা। রক্তিকৈকাং সমারভ্য বর্দ্ধয়েদ্রক্তিকাং ক্রমাৎ। সপ্তাহং বা দ্বয়ং বাপি যাবদারোগ্যদর্শনম্। সূতিকাঞ্চ

প্রতিপালিত না হইলে বহুবিধ বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। রসপর্পটী সেবনে গ্রহণী, অতীসার, ক্ষয়, অর্শ, আমবাত, শোথ ও উদর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে পর্পটী স্বতন্ত্র প্রণালীতে ব্যবহৃত হয়। যে কোন পর্পটী প্রয়োগ করিতে হইলে রোগীকে একমাত্র দুগ্ধান্ন আহার করিয়া থাকিতে হয় এবং রসপর্পটী দুইরতি মাত্রায় দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রায় চিকিৎসকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং ক্রমশঃ বৃদ্ধির নিয়ম প্রায় প্রতিপালিত হয় না। দুগ্ধ ও ভাতের সহিত চিনি কিম্বা মিশ্রি দেওয়া যাইতে পারে এবং পিপাসা উপস্থিত হইলে কেবল দুগ্ধ পান করিতে হয়। দুগ্ধ দ্বারা পিপাসার শান্তি না হইয়া রোগী অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইলে পানার্থ ডাবের জল দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষুধা বৃদ্ধির সহিত দুগ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয় এবং দুগ্ধ নির্জ্জল হওয়াই উচিত; কারণ, জলমিশ্র দুগ্ধ সেবনে রোগীর শোথাদি উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয়। পর্পটী সেবন কালে রোগীকে শীতল বা উষ্ণ কোন প্রকার জলেই স্নান করিতে দিবে না, গ্রহণী রোগে রোগীর মল গাঢ় ও নিয়মিত রূপ দাস্ত হইলে পর্পটী সেবন রহিত করিয়া দিবে। উল্লিখিত অবস্থা উদয় হইতে ২১ দিনের অধিক কাল প্রয়োজন হইলেও তত কাল পর্য্যন্ত উহা সেবন করান উচিত। (পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এইটী গ্রহণী রোগের অব্যর্থ মহৌষধ) ॥ ১৬ ॥

লৌহ পর্পটী।

শোধিত পারদ ২ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং কজ্জলীর সহিত লৌহ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর বদরীকাষ্ঠের (কুলকাষ্ঠের) প্রজ্জলিত নির্ধূম অঙ্গারোপরি লৌহময় হাতা ধরিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাথাইয়া উক্ত লৌহ মিশ্রিত কজ্জলী অর্দ্ধতোলা বা একতোলা দিবে এবং লৌহ ছুরিকাদ্বারা নাড়িবে, ক্রমে অগ্নিসন্তাপ লাগিয়া উহা কর্দ্দমবৎ হইলে কাঁচা গোময় রাশির উপর কোমল কলাপাতা পাতিবে এবং অপর একখানি কলার পাতের মধ্যে কিঞ্চিৎ কাঁচা গোময় রাখিয়া পুট্‌লী করিবে। পরে উক্ত দ্রবীভূত পদার্থ গোময়োপরি বিন্যস্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া উক্ত প্রস্তুতীকৃত পুট্‌লী দ্বারা তৎক্ষণাৎ চাপিয়া ধরিলে উহা জমাট বাঁধিয়া যে চটী প্রস্তুত হইবে, তাহাকেই লৌহ-পর্পটী কহে। এই

জ্বরঞ্চৈব গ্রহণীমতি দুস্তরাম্। আমশূলাতিসারাংশ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥ প্লীহান মগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভস্মকঞ্চ তথৈব চ। আমবাত মুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু॥ এবমাদীং স্তথা রোগান্ গরাণি বিবিধানি চ। হন্ত্যনেন' প্রয়োগেণ বপুষ্মান্ নির্ম্মলঃ সুখী॥ জীবেদ্‌বর্ষশতং পূর্ণং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ। ভোজনং রক্তশালীনাং ত্যক্ত্বা শাকং বিদাহি চ। আমবাত-প্রকোপঞ্চ চিন্তনং মৈথুনং তথা। প্রাতরুত্থায় সংসেব্যা বিধিনায়ুঃপ্রবর্দ্ধিনী॥ ১৭॥

স্বর্ণপর্পটী।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেমতোলক সংযুতম্। শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবৎ যাবদেকত্বমাগতম্। গন্ধকস্য পলঞ্চৈকময়ঃপাত্রে ততো দৃঢ়ে। মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎ-কজ্জলতাং ব্রজেৎ। ততঃ পরং বিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ। রক্তিকাদি ক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি বৃষ্যা সর্ব্বজ্বরাপহা। শূলমষ্টবিধং হন্তি বৃষ্যা সর্ব্বরুজাপহা। অত্র হেম্নোঽষ্টভাগিত্বমুপলক্ষণমিতি প্রামাণিকাঃ॥ ১৮॥

পঞ্চামৃতপর্পটী।

অষ্টৌ গন্ধক-তোলকা রস দলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং লৌহার্দ্ধঞ্চ

ঔষধ চূর্ণ করিয়া একরতি পরিমাণে প্রাতে শীতল জল বা জীরা ও ধনিয়ার কাথের সহিত সেবন করিবে। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, একরতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ একরতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। এই ঔষধ এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ অর্থাৎ আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত প্রযোজ্য। ঔষধ সেবন কালে বিদাহী শাক ও আমবাতের প্রকোপ জনক দ্রব্য এবং চিন্তা, মৈথুন, পরিত্যাজ্য। এই লৌহ-পর্পটী সেবন করিলে গ্রহণী, সূতিকা, অতীসার, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ও ভস্মকাগ্নি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৭॥

স্বর্ণপর্পটী।

বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলার সহিত স্বর্ণ একতোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে উহার সহিত শোধিত গন্ধক আটতোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর বদরীকাষ্ঠের (কুলকাঠের) প্রজ্জলিত নির্ধূম অঙ্গারোপরি লৌহময় হাতা রাখিবে এবং উত্তপ্ত হইলে উহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত প্রদান করিয়া উক্ত কজ্জলী অর্দ্ধতোলা বা একতোলা দিবে এবং লৌহ ছুরিকা দ্বারা নাড়িবে, এইরূপে ক্রমে অগ্নিসন্তাপ লাগিয়া কর্দ্দমবৎ হইলে কাঁচা গোময় রাশির উপরে বিন্যস্ত কোমল কলার পাতার উপরে ঢালিবে এবং আর একখানি কলার পাতদ্বারা কাঁচা গোময়ের পুট্‌লি করিয়া তদ্দ্বারা উহা চাপিয়া ধরিলে উক্ত পদার্থ জমাট বাঁধিয়া যে চটী প্রস্তুত হইবে, তাহাকেই স্বর্ণপর্পটী কহে। এই ঔষধ একরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা নানাবিধ গ্রহণী, জ্বর ও শূলরোগ নিবারিত হয় এবং শরীরের পুষ্টি সম্পাদিত হইয়া থাকে॥ ১৮॥

পঞ্চামৃত পর্পটী।

শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, শোধিত পারদ ৪ তোলা, লৌহভস্ম ২ তোলা, অভ্রভস্ম ১ তোলা

বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধিকম্। পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দন-বিধৌ চূর্ণীকৃতৈঞ্চকতো দর্ব্ব্যা বাদর-বহ্নিনাতিমৃদুনা পাকং বিদিত্বা দলে। রম্ভায়া লঘু ঢালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতা পর্পটী খ্যাতা ক্ষৌদ্র-ঘৃতান্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ।* লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিমলং ভক্ষক্রিয়া লৌহবদ্ গুঞ্জাষ্টাবথবা ত্রিকং ত্রিগুণিতং সপ্তাহমেবং ভজেৎ। নানাবর্ণগ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে দুষ্ট দুর্নামকাদৌ ছর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতিসারে জ্বরেভকবলিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়েঽপি। বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলীপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী তূর্ণং দীপ্তস্থিরাগ্নিং পুনরপি নবকং রোগিদেহং করোতি ॥ ১৯ ॥

বিজয়পর্পটী।

গন্ধকং ক্ষুদ্রিতং কৃত্বা ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু। সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্ছুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ। চূর্ণয়িত্বায়সে পাত্রে কৃত্বা বহ্নিগতং সুধীঃ। দ্রুতং ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং তত উদ্ধৃত্য শোষয়েৎ। তচ্চ গন্ধং পলঞ্চৈকং গন্ধার্দ্ধং শুদ্ধপারদম্। সূতার্দ্ধং ভস্ম রোপ্যঞ্চ তদর্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্। তদর্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মৌক্তিকঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ। একীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ পর্পটীকাং শুভাম্। লৌহপাত্রে সম রসং মর্দ্দিতং কজ্জলীকৃতম্। বদরাঙ্গার বহ্নিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতে। ময়ুর-চন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং বা যদি দৃশ্যতে। মৃদৌ ন সম্যগ্ ভঙ্গঃ স্যাৎ মধ্যে ভঙ্গশ্চ রূপ্যবৎ। খরে লঘু র্ভবেদ্ ভঙ্গো রুক্ষঃ সূক্ষ্মোঽরুণ-চ্ছবিঃ। মৃদুমধ্যৌ তথা খাদ্যৌ খরস্ত্যাজ্যো বিষোপমঃ। জরাব্যাধি-সমাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্টা পুরা হরঃ। চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণো-ঽমৃতম্। আদৌ শঙ্করমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্য চ। প্রভাতে

ও তাম্রভস্ম অর্দ্ধতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর উক্ত চূর্ণ পদার্থগুলি দ্বারা যথা বিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এইরূপে প্রস্তুত পর্পটীর নাম পঞ্চামৃত পর্পটী। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেব্য। প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮ বা ৯ রতি পর্য্যন্ত সপ্তাহ কাল সেবন করিবে। ইহা বিধি পূর্ব্বক সেবিত হইলে নানাবিধ গ্রহণী রোগ, অরুচি, অর্শ, বমন, অতীসার, জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া শরীর বলী ও পলিত বিহীন হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিজয়পর্পটী।

গন্ধক (আমলাসা গন্ধক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ভৃঙ্গরাজের (ভীমরাজের) রসে সাতবার বা তিনবার ভাবনা প্রদান করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে এবং এই চূর্ণীকৃত গন্ধক ঘৃতলিপ্ত লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া পুন ভৃঙ্গরাজের রসে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর জমাট গন্ধক তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, শোধিত পারদ ৪ তোলা, রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ একতোলা, বৈক্রান্ত অর্দ্ধতোলা ও মুক্তা চারি আনা কজ্জলীর সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রে করিয়া কুলকাষ্ঠের (বদরী কাষ্ঠের) প্রজ্জ্বলিত নির্ধূম অঙ্গারের সংযোগে রস পর্পটীর বিধানানুসারে পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লইবে।

ভক্ষয়েদেনাং প্রাগ্ রক্তিদ্বয়-সম্মিতাম্। রক্তিকাদি ক্রমাদ্‌বৃদ্ধির্ভক্ষ্যা নৈব দশোপরি। আরোগ্য-দর্শনং যাবৎ তাবদ্ধ্রাসস্ততঃ পরম্। অজীর্ণে ভোজনং নৈব পথ্যকাল ব্যতিক্রমঃ। ঘৃত সৈন্ধব ধন্যাক-হিঙ্গুজীরক নাগরৈঃ। শস্যতে ব্যঞ্জনং সিদ্ধং পিত্তে স্বাদ্বম্ল মাক্ষিকম্। কৃষ্ণ মৎস্যেন দুগ্ধেন মাংসেন জাঙ্গলেন চ। জাঙ্গলেষু শশচ্ছাগৌ মৎস্যে রোহিত মদ্গুরৌ। পটোলপত্রঞ্চ তথা কৃষ্ণবার্ত্তাকুজালিকা। সুস্বিন্নপূগৈস্তাম্বুলৈ র্লাভে কর্পূর সংযুতৈঃ। ক্ষুধাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি। ঝিঞ্ঝিনীতি শিরঃশূলে বিরেকে বমথৌ তথা। তৃষ্ণায়াঞ্চাধিকে পিত্তে নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্। নারিকেল পয়ঃ পেয়ং দ্বির্ভক্ষ্যং ক্ষীরমেব চ। স্বপ্নে শুক্রচ্যুতৌ চৈব চম্পকং কদলীদলম্। বর্জ্জ্যং নিম্বাদিকং শাকং পাকাম্লং কাঞ্জিকং সুরাম্। কদলীফল-পত্রাঙ্ঘ্রি ত্রিপুষালাবু কর্কটী। কুষ্মাণ্ডং কারবেল্লঞ্চ ব্যায়ামং জাগরং নিশি। ন পশ্যেন্নস্পৃশেদ্‌গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং জীবিতুমিচ্ছতি। যদ্যোষধে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ কর্ত্তব্যা তু প্রতিক্রিয়া। দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্। আমশূলমতীসারং সামঞ্চৈব সুদারুণম্। অতীসারং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্। শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহানঞ্চ জলোদরম্। পক্তিশূলঞ্চাম্লপিত্তং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্। বাত পিত্ত কফোত্থাংশ্চ জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্। জীর্ণোঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ। জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিত-

পর্পটী পাক তিন প্রকার—মৃদু, মধ্য ও খর। মৃদু ও মধ্য পাকে পারদ দৃষ্ট হয়, খরপাকে পারদ দৃষ্ট হয় না। মৃদু পাকের পর্পটী উত্তমরূপে ভগ্ন হয় না, মধ্য পাকের পর্পটী ভগ্ন হয়, এবং ভগ্নস্থান রৌপ্যবৎ সাদা দেখায়; খরপাকের পর্পটী রুক্ষ, সূক্ষ্ম ও অরুণবর্ণ চূর্ণ হয়। মৃদু ও মধ্যপাকের পর্পটীই উৎকৃষ্ট বলিয়া সেব্য। খরপাকের পর্পটী ফলপ্রদ নহে। এই ঔষধ দুইরতি হইতে আরম্ভ করিয়া দশরতি পর্য্যন্ত প্রয়োগ হয়। কিন্তু দশরতির অধিক এককালে সেবন করা বিধেয় নহে। রোগের হ্রাসের সহিত ঔষধের পরিমাণও ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া লওয়া উচিত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঔষধ সেব্য। অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন বা কালের ব্যতিক্রম করা বিধেয় নহে। ধনিয়া, হিং, জীরা, শুঁঠ, ঘৃত ও সৈন্ধবলবণের সহযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। পিত্তাধিকে অম্ল, মধুর দ্রব্য এবং মধু হিতকর। কৃষ্ণ মৎস্য, দুগ্ধ, জাঙ্গলমাংস সেব্য। জাঙ্গলমাংসের মধ্যে শশক ও ছাগল; মৎস্যের মধ্যে রোহিত ও মদ্গুর; শাকের মধ্যে পটোলপত্র, কাল বেগুণ, জালিকা ভক্ষণীয়। সিদ্ধকরা সুপারি ও কর্পূর সংযোগে তাম্বুল চর্ব্বণ করা আবশ্যক। যদি আহার কালের ব্যতিক্রম বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়, তাহা হইলে মস্তক ঝিন্ ঝিন্, তরল দাস্ত ও বমন উপস্থিত হয়; পিত্তাধিক্য বশতঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে নারিকেলের জল পান করা কর্ত্তব্য; পানীয়ের মধ্যে নারিকেলের জল পান করাই সুসঙ্গত; প্রত্যহ দুইবার করিয়া দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য; স্বপ্নে রেতস্খলন হইলে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। নিম্ব প্রভৃতি শাক, চম্পক, কদলীফল, পক্কাম্ল, তরমুজ, লাউ, কাঁজি, কাঁকুড়, সুরা, কুমড়া, কলার পত্র ও মূল, উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য, ব্যায়াম ও রাত্রি জাগরণ নিষিদ্ধ। স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রীস্পর্শ, এমন কি স্ত্রীদর্শনও করা কর্ত্তব্য নহে। যদি নিতান্ত অধীরতা বশতঃ স্ত্রীসঙ্গম ঘটে, তাহা হইলে যথাবিধানানুসারে

বর্জ্জিতঃ। প্রাতঃকরোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং যস্তাং স বিন্দতি তুল্যং কুসুমায়ুধস্য। আয়ুশ্চ দীর্ঘ মনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং হানিং বলীপলিতয়ো রতুলং বলঞ্চ॥ ২০ ॥

তন্ত্রান্তরোক্তা বিজয়পর্পটী।

রসং বজ্রং হেমতারং মৌক্তিকং তাম্রমভ্রকম্। সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন কুর্য্যাদ্ বিজয়পর্পটীম্। দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্। আমশূলমতীসারং চিরোত্থমতি দারুণম্। প্রবাহিকাং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্। শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহ গুল্মজলোদরম্। পক্তিশূলমম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ভ্রমিম্। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষম জ্বরান্। চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। জীর্ণেঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃসুধীঃ। জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিত বর্জ্জিতঃ। প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং যস্তাং স বিন্দতি তুল্যং কুসুমায়ুধস্য। আয়ুশ্চ দীর্ঘ মনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং হানিং বলীপলিতয়ো রতুলং বলঞ্চ। জ্বরাব্যাধি সমাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ। চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণঃ সুধাম্॥ ২১ ॥

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরসঃ।

একাংশো রস রাজস্য গ্রাহ্যৌ দ্বৌ হাটকস্য চ। মুক্তাফলস্য চত্বারো ভাগাঃ ষড় দীর্ঘনিঃস্বনাৎ। ত্র্যংশং বলের্ব্বরাট্যাশ্চ টঙ্গনো রসপাদিকঃ। পক্ক নিম্বুকতোয়েন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ। মূষা মধ্যে ন্যসেৎ কল্কং তস্য বক্ত্রং নিরোধয়েৎ। গর্ত্তেঽরত্নিপ্রমাণেন পুটেত্রিংশদ্ বনোপলৈঃ। স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা রসং মূষোদরান্নয়েৎ। ততঃ খল্লোদরে মর্দ্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ। এতস্যামৃতরূপস্য দদ্যাদ্গুঞ্জা চতুষ্টয়ম্। ঘৃতমাধ্বীক-সংযুক্তমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ।

তাহার প্রতিকার করিবে। এই ঔষধ সেবনে দীর্ঘকাল ব্যাপিনী দুঃসাধ্য গ্রহণী, আমশূল, অতীসার, যক্ষ্মা, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, জলোদর, পক্তিশূল, অম্লপিত্ত, প্রমেহ ও বিষমজ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীরের পুষ্টি ও দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে। (পরীক্ষিত)॥ ২০॥

তন্ত্রান্তরোক্ত বিজয়পর্পটী।

শোধিত পারদ, হীরক, স্বর্ণ, মুক্তা, তাম্রভস্ম ও অভ্রভস্ম প্রত্যেকে একভাগ, শোধিত গন্ধক ৭ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহার প্রয়োগ প্রণালী ও গুণ পূর্ব্বোক্ত বিজয়পর্পটীর ন্যায় জানিবে॥ ২১॥

হিরণ্যগর্ভ পোট্টলী রস।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত স্বর্ণ দুইতোলা, মুক্তা চারিতোলা, কাঁসা ছয়তোলা, শোধিত গন্ধক তিনতোলা, কড়িভস্ম তিনতোলা ও সোহাগার খৈ দুই মাষা (চারিআনা); এই সমস্ত দ্রব্য লেবুর রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া উর্ত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর উক্ত পদার্থ

মন্দাগ্নৌ রোগসংঘে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে। গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাসকাসয়োঃ। অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ শ্বয়থৌ পাণ্ডুকে গদে। সর্ব্বেষু কোষ্ঠরোগেষু যকৃৎ প্লীহাদিকেষু চ। বাতপিত্ত কফোত্থেষু দ্বন্দ্বজেষু ত্রিজেষু চ। দদ্যাৎ সর্ব্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্॥২২॥

পূর্ণচন্দ্র রসঃ।

দ্বিকর্ষং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্। লৌহভস্মপলং চাভ্রং জারিতঞ্চ পলাংশিকম্। দ্বিতোলং রজতঞ্চৈব রঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকম্। স্বর্ণং তোলকঞ্চৈব তাম্রকাংশ্চ তৎসমম্। জাতীফলং চেন্দ্রপুষ্পমেলাভৃঙ্গঞ্চ জীরকম্। কর্পূরং বনিতা মুস্তং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্। সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারসবিমর্দ্দিতম্। ভাবয়িত্বা বরীতোয়ৈঃ রুবুকানাং রসৈস্তথা। এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যে রাত্রিদিবোষিতম্। উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং বল্লসম্মিতাম্। খাদেচ্চ বটিকামেকাং পর্ণখণ্ডেন সংযুতঃ। সর্ব্বব্যাধিবিনাশায় কাশীনাথেন নির্ম্মিতঃ। পূর্ণচন্দ্ররসোনাম্না সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। বল্যোরসায়ণোবৃষ্যো-বাজীকরণমুত্তমঃ। অয়মষ্ঠীলিকাং হন্তি কাসশ্বাসমরোচকম্। আমশূলং কটীশূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকম্। অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ গ্রহণীং চিরজাং পরাম্। আমবাতমম্লপিত্তং ভগন্দরমরোচকম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং বাতশোণিতম্। বাতং বহুবিধঞ্চৈব মন্দাগ্নিত্বং বমিং ভ্রমিম্। নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতে বাজিকর্ম্মণি ॥২৩॥

মূষামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া ত্রিশখানি ঘুঁইটা দ্বারা দগ্ধ করিবে, পরে শীতল হইলে মূষা হইতে পদার্থ সকল গ্রহণ করিয়া খলে পেষণ করিয়া লইবে। উক্ত পদার্থ চারিরতি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উনত্রিশটী মরিচ এবং কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, বিষমজ্বর, অর্শ, শূল, পীনস, শ্বাস, কাস, শোথ, পাণ্ডু, যকৃৎ ও প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পূর্ণচন্দ্র রস।

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা উভয় পদার্থ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া লইতে হইবে, লৌহভস্ম ৮ তোলা, অভ্রভস্ম ৮ তোলা, রৌপ্যভস্ম ২ তোলা, রাঙ্গভস্ম ৪ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, তাম্রভস্ম ১ তোলা, জাতীফল, ইন্দ্রপুষ্প (লবঙ্গ), ছোটএলাচি, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, বনিতা (প্রিয়ঙ্গু) ও মুথা প্রত্যেকে ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে এবং শতমূলের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া (শতমূলের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে সাতবার শুষ্ক করিয়া) লইবে; এইরূপ ভেরেণ্ডামূলের রসেও ভাবনা দিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর ভেরেণ্ডা পত্রদ্বারা উক্ত ঔষধ বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে এক দিবা রাত্রি রাখিয়া দিবে, পরে উহা হইতে গ্রহণ করিয়া পুনঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এই বটী প্রত্যহ একটী করিয়া পানের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, আমবাত, আমশূল, কটীশূল, হৃদয়ের শূল, পক্তিশূল, অষ্ঠিলা, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভগন্দর, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, বাতরক্ত, বাতরোগ, বমি ও ভ্রমি বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহা বলকারক, রসায়ন (রসাদি ধাতুর বর্দ্ধক) ও কামোদ্দীপক ॥ ২৩ ॥

পঞ্চামৃতলৌহম্।

লৌহং তাম্রং গন্ধমভ্রং পারদঞ্চ সমাংশিকম। ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকন্তথা। কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয়পুষ্করম্। যমানী জীরকং যুগ্মং শটীধন্যাকচব্যকম্। প্রত্যেকং লৌহভাগঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু কারয়েৎ। সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্। গোমূত্রে পাচয়েদ্বৈদ্যো লৌহকিট্টাচ্চতুর্গুণে। পুনর্নবাষ্টগুণিতং ক্বাথং তত্র প্রদাপয়েৎ। সিদ্ধেঽবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্। ভক্ষয়েৎপ্রাতরুত্থায় কোকিলাখ্যানুপানতঃ। গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি। প্লীহানং যকৃতং গুল্মমুদরঞ্চ বিশেষতঃ। কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং হন্তি পুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥ ২৪॥

নৃপবল্লভঃ।

জাতীফল-লবঙ্গাব্দ-ত্বগেলা-টঙ্গ-রামঠং। জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবং। লৌহমভ্রং সতাম্রঞ্চ রসগন্ধকমেব চ। মরিচং ত্রিবৃতং রুপ্যং প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতং। ধাত্রীরসে বটী কুর্য্যাৎ দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। হন্তি শূলং তথা গুল্মমামবাতং সুদারুণং। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ চক্ষুঃশূলং হলীমকং। শিরঃশূলং কটীশূল মানাহমষ্টশূলকং। ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূনি রাতরক্তং ভগন্দরং। উপদংশ-

পঞ্চামৃত লৌহ।

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক একতোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া লইবে, লৌহ, তাম্র, অভ্র, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতার মূল, পিপুল, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনিয়া ও চই; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক চূর্ণ করিয়া লইবে, কিন্তু চূর্ণ দ্রব্যও যেন একতোলা করিয়া হয়। আবশ্যক মতে উল্লিখিত পরিমাণের কম পরিমাণেও ওষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সুতরাং উপরের লিখিত দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক যত হইবে, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ মণ্ডূরভস্ম (লোহমলভস্ম) গ্রহণ করিবে। তদনন্তর মণ্ডূরের চারিগুণ গোমূত্র দ্বারা মণ্ডূর পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে মণ্ডূরের আটগুণ পুনর্নবার ক্বাথ প্রদান করিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে এবং উহাতে মধু আটতোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় কোকিলাখ্যের রসের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, কাস, শ্বাস ও প্রতিশ্যায়রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাদ্বারা সমস্ত শারীর বিধানের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে॥ ২৪॥

নৃপবল্লভ রস।

জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, ছোটএলাচি, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লোহভস্ম, অভ্রভস্ম, তাম্রভস্ম, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী ও রৌপ্যভস্ম; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে ১৬ তোলা পরিমাণে লইয়া আমলকীর রসের সহিত পেষণ করিয়া দুইরত্তি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার, অর্শ,

মতীসারং গ্রহণ্যর্শঃ প্রবাহিকাং। নৃপবল্লভরাজোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ ॥ ২৫ ॥

মহারাজ নৃপতিবল্লভ রসঃ।

কর্ষত্রয়ং মৃতং কান্তং মৃতাভ্রং মৃততাম্রকং। মৃতং তারং মাক্ষিকঞ্চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ। মৃতং স্বর্ণং মৃতং তারং টঙ্গনং শৃঙ্গমেব চ। বসিরং দন্তিমূলঞ্চ মরিচং তেজপত্রকং। যমানী বালকং মুস্তং শুণ্ঠকঞ্চ সধান্যকং। সিন্ধূত্থবং সকর্পূরং বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষং। পারদং গন্ধকঞ্চৈব তোলমানং প্রদাপয়েৎ। তোলদ্বয়ং ত্রিবৃচ্চূর্ণং লবঙ্গং তচ্চতুর্গুণং। জাতীকোষ ফলঞ্চৈব বরাঙ্গকন্তু তৎসমং। সর্ব্বেষামর্দ্ধভাগন্তু বিড়কং তত্র মিশ্রয়েৎ। সর্ব্বমেকীকৃতং যদ্‌যৎ ত্রুটিচূর্ণঞ্চ তৎসমং। ভাবনা চ প্রদাতব্যা ছাগীদুগ্ধেন সপ্তধা। মাতুলুঙ্গরসৈঃ পশ্চাৎ ভাবয়েৎ সপ্তবারকং। ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদ্দশরক্তিকাং। মন্দানলং সংগ্রহণীং প্রবৃদ্ধামামানুবন্ধিক্রিমিপাণ্ডুরোগং। ছর্দ্দ্যম্লপিত্তং হৃদয়াময়ঞ্চ গুল্মোদরানাহ ভগন্দরঞ্চ। অর্শাংসি বৈ পিত্তকৃতানশেষান্ সামং সশূলাষ্টক মেব হন্তি। সাজীর্ণবিষ্টম্ভবিসর্পদাহং বিলম্বিকাঞ্চাপ্যলসং প্রমেহং। কুষ্ঠান্যশেষানি চ কাসশোষং হন্যাৎ সশোথং জ্বরমূত্রকৃচ্ছ্রং। মতান্তরে সর্ব্বতভদ্রনাম মহেশ্বরেণৈব বিভাষিতোঽয়ং ॥ ২৬ ॥

মহারাজ নৃপবল্লভঃ।

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ রঙ্গং রজতহাটকং। গ্রন্থি যমানিকা চোচং

শূল, গুল্ম, আমবাত, হৃদয়, শির, কটী, পার্শ্ব ও চক্ষুঃ প্রদেশের শূল, হলীমক, আনাহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, দদ্রু, ভগন্দর ও উপদংশ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৫ ॥

মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস।

কান্তলৌহভস্ম ছয়তোলা, অভ্রভস্ম, তাম্রভস্ম, মুক্তাভস্ম ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে দুইতোলা, স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভস্ম, সোহাগার খৈ, কাকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুথা, শুঁঠ, ধনিয়া, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা, তেউড়ীচূর্ণ দুইতোলা, লবঙ্গ, জাতীফল, জয়িত্রী ও দারুচিনি, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে চারিতোলা; এই সমুদায় দ্রব্যের অর্দ্ধ বিট্‌লবণ এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান ছোটএলাচি চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া উক্ত দুগ্ধে সাতবার এবং ছোলঙ্গলেবুর (টাবালেবুর) রসে সাতবার ভাবনা দিবে এবং দশরতি পরিমাণ বটী করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মন্দাগ্নি, গ্রহণী, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, বিলম্বিকা, অলসক, ক্রিমি, পাণ্ডু, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, গুল্ম, উদর, আনাহ, ভগন্দর, অর্শ, বিবিধ পিত্তজরোগ, আট প্রকার শূল, বিসর্প, দাহ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, কাস, শোষ, শোথ, জ্বর ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নামান্তর সর্ব্বতোভদ্র রস ॥ ২৬ ॥

মহারাজ নৃপবল্লভ।

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, রাঙ্গভস্ম, রৌপ্যভস্ম, স্বর্ণভস্ম, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি,

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহমভ্রকঞ্চ পলং পলম্। শঙ্খটঙ্গবরাটঞ্চ প্রত্যেকার্দ্ধপলং হরেৎ॥ গোক্ষুর বীজচূর্ণঞ্চ পলৈকং তত্র দীয়তে। সর্ব্বমেকীকৃতে চূর্ণং বাষ্পযন্ত্রে বিভাবয়েৎ॥ পটোলং পর্পটং ভার্গী বিদারী শতপুষ্পিকা। কুণ্ডলী দণ্ডিনী বাসা কাকমাচী-ন্দ্রবারুণী॥ বর্ষাভূঃ কেশরাজশ্চ শালিঞ্চী দ্রোণপুষ্পিকা। প্রত্যে-কার্দ্ধ পলৈর্দ্রাবৈ র্ভাবয়িত্বা বটীং কুরু॥ চতুর্দ্দশ বটীঃ খাদেচ্ছাগী-দুগ্ধানুপানতঃ। গহনানন্দনাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ॥ হলীমকং নিহন্ত্যাশু পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্। জীর্ণজ্বরং সবিষমং রক্তপিত্ত-মরোচকম্॥ শূলং প্লীহোদরানাহ মষ্ঠীলা গুল্ম বিদ্রধীন্। শোথং মন্দানলং কাসং শ্বাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্॥ ভগন্দরোপদংশৌ চ দদ্রু কণ্ডুব্রণাপচীঃ। দাহং তৃষ্ণা মুরস্তম্ভ মামবাতং কটীগ্রহম্॥ যুক্ত্যা মদ্যেন মণ্ডেন মুদ্গযূষেণ বারিণা। গুড়ূচী ত্রিফলা বাসা ক্বাথ নীরেণ বা ক্বচিৎ॥ ২০॥

প্রাণবল্লভো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধং কাশ্মীরসম্ভবম্। লৌহং তাম্রং বরাটীঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রয়ম্॥ স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্গনং ত্রিবৃৎ। প্রত্যেকন্তু সমং ভাগং ছাগীদুগ্ধেন ভাবয়েৎ॥ চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্ বারিণা মধুনা সহ। প্রাণবল্লভ নামায়ং গহনানন্দ ভাষিতঃ॥ শ্লেষ্মদোষঞ্চ সংবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ত্রুটিবর্দ্ধনম্। নিহন্তি কামলাং পাণ্ডু-মানাহং শ্লীপদং তথা॥ গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কৃচ্ছ্রাণি চ হলীমকম্।

চন্দ্র সূর্য্যাত্মক রস।

কজ্জলী ষোলতোলা, লৌহভস্ম, সোহাগার খৈ ও কড়িভস্ম প্রত্যেকে ৪ তোলা, গোক্ষুর-বীজচূর্ণ ৮ তোলা, এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটী, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শুলফা, গুলঞ্চ, ডানকুনিশাক, বাসক, কাকমাচী, রাখালশসা, পুনর্নবা, কেশুরিয়া, সালিঞ্চ (সাচিশাক) ও দ্রোণপুষ্পী (ঘলঘষিয়া); ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ তোলা রসে উত্তপ্ত খলে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া একরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। প্রত্যহ এক এক বটী সেবন করিতে হয়। ইহা ১৪ দিনের অধিক সেবন করিবার নিয়ম নাই। এই ঔষধ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। পরন্তু এই ঔষধ স্থল বিশেষে মদ্য, অন্নমণ্ড, মুগের যূষ অথবা গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও বাসকের ক্বাথের সহিতও দেওয়া যাইতে পারে॥ ২০॥

প্রাণবল্লভ রস।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ একতোলা, আমলাসাগন্ধক একতোলা উভয়ে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে। লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম, কড়িভস্ম, তুঁতিয়া, হিঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সিজের মূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীর মূল; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ প্রত্যেকে এক তোলা করিয়া লইবে। তদনন্তর সমস্ত পদার্থ একত্র ছাগ দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারিরতি

শোথং শূল মুরুস্তম্ভং সংগ্রহ গ্রহণীং তথা॥ হন্তি মূর্চ্ছাং বমিং হিক্কাং কাসং শ্বাসং গলগ্রহম্। অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বর মরোচকম্॥ জলদোষ ভবং শোথং মহোগ্রঞ্চ জলোদরম্। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলার্ত্তি রুজাপহম্॥ ২১॥

পঞ্চানন বটী।

শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং মৃত তাম্রাভ্রগুগ্গুলু। জৈপালবীজতুল্যঞ্চ ঘৃতেন গুড়কীকৃতম্॥ ভক্ষয়েদ্ বদরাণ্ডাভং শোথপাণ্ডুপ্রশান্তয়ে। পঞ্চানন বটী খ্যাতা পাণ্ডুরোগ কুলান্তিকা॥ ২২॥

আনন্দোদয় রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ। সমাংশং মরিচং চাষ্ট টঙ্গনঞ্চ চতুর্গুণম্॥ ভৃঙ্গরাজ রসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং পর্ণখণ্ডে খাদেৎ সায়ং নিহন্তি চ॥ বাতশ্লেষ্ম ভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরান্। অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব জয়েদচিরসেবনাৎ॥ নষ্টমগ্নিং করোত্যেষ কালভাস্করতেজসম্। পর্ব্বতোঽপি হি জীর্য্যেত প্রাশনাদস্য দেহিনঃ। গুর্ব্বন্নমন্নমাষঞ্চ ভক্ষণাদেব জীর্য্যতি॥ ২৩॥

ত্র্যূষণাদি মণ্ডূরম্।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ। দার্ব্বীত্বঙ্মাক্ষিকো ধাতুর্গ্রন্থিকং দেবদারু চ॥ এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ চূর্ণান্ কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্। মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধ মঞ্জনসন্নিভম্॥ মূত্রে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তস্মিংস্তু প্রক্ষিপেৎ ততঃ। উডুম্বর সমান্ কৃত্বা বটকাংস্তান্

পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধু ও জলের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, শ্লীপদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শোথ, শূল, সংগ্রহগ্রহণী, মূর্চ্ছা, বমি, কাস, হিক্কা, শ্বাস ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগ অপনীত হয়॥ ২১॥

পঞ্চানন বটী।

কজ্জলী দুইতোলা, তাম্রভস্ম, অভ্রভস্ম, গুগ্গুল প্রত্যেকে একতোলা, সমস্ত পদার্থের সমান শোধিত জয়পালবীজ; এই সমস্ত পদার্থ একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহযোগে দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ঘল ঘবিধার (দ্রোণপুষ্পীর) রসের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২২॥

আনন্দোদয় রস।

কজ্জলী দুইতোলা, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম ও বিষ প্রত্যেকে একতোলা, মরিচ ৮ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ও অম্লদাড়িমের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ পানের সহিত সায়ংকালে সেবন করিলে অরুচি, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥২৩॥

ত্র্যূষণাদি মণ্ডূর।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতার মূল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম, পিপুলমূল ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ষোলতোলা, সমস্ত চূর্ণ পদার্থের দ্বিগুণ মণ্ডূরচূর্ণ, মণ্ডূরের আটগুণ গোমূত্র। প্রথমতঃ গোমূত্রের সহিত মণ্ডূর

যথাগ্নি তু ॥ উপযুঞ্জীত তক্রেণ সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্। মণ্ডূর-বটকা হ্যেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্ ॥ কুষ্ঠান্যজরকং শোথ মূরু-স্তম্ভং কফাময়ান্। অর্শাংসি কামলাং মেহান্ প্লীহানং শময়ন্তি চ ॥ নির্বাপ্য বহুশো মূত্রে মণ্ডূরং গ্রাহ্যমিষ্যতে। গ্রাহয়ন্ত্যষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডূর চূর্ণতঃ ॥ ২৪ ॥

হরিদ্রাদ্যং ঘৃতম্।

হরিদ্রা ত্রিফলা নিম্ব বলা মধুক সাধিতম্। সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃ কামলাহর মুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥

মূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

মূর্ব্বা-তিক্তা-নিশাযাস-কৃষ্ণাচন্দন-পর্পটৈঃ। ত্রায়ন্তী বৎসভূনিম্ব-পটোলাম্বুদ দারুভিঃ। অক্ষমাত্রে ঘৃতপ্রস্থং সিদ্ধং ক্ষীরং চতুর্গুণম্। পাণ্ডুতাজ্বর বিস্ফোট শোথার্শো রক্তপিত্তনুৎ ॥ ২৬ ॥

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্নবম্। মুস্তান্যয়োরজঃ পাঠা

পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে অপরাপর চূর্ণ গুলি প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। পরে দুই আনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ তক্রের (ঘোলের) সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অজীর্ণ, শোথ, উরুস্তম্ভ, কফরোগ, অর্শ, কামলা, মেহ, প্লীহরোগ নিবারিত হয় ॥ ২৪ ॥

হরিদ্রাদ্য ঘৃত।

মহিষ ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ষোলসের, জল ষোলসের। কল্কার্থ হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত জল ষোলসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে দুগ্ধ প্রদান করিবে। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শেষপাক সম্পন্ন করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলারোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

মূর্ব্বাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ষোল সের, পাকার্থ জল ষোল সের। কল্ক—মূর্ব্বামূল (মুচিমুখীরমূল), কট্‌কী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বলাডুমুর, কুড়চির ছাল, চিরতা, পটোলপত্র, মুথা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকে দুইতোলা। প্রথমতঃ কল্কদ্রব্য গুলি কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে দুগ্ধ দিবে। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শেষ পাক সম্পন্ন করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু, কামলা, জ্বর, বিস্ফোট, শোথ, অর্শ ও রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

ব্যোষাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ষোলসের। কল্কদ্রব্য যথা—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বেলছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুথা, লৌহভস্ম, আকনাদি,

বিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥ বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ শৃতং ঘৃতম্। সর্ব্বান্ প্রশময়ত্যেতদ্ বিকারান্ মৃত্তিকাকৃতান্॥ ২৭॥

কামলান্তক লৌহম্।

দ্বিপলং জারিতং লৌহং লৌহার্দ্ধং জারিতাভ্রকম্। মণ্ডূরঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং মৃতবঙ্গকম্॥ বঙ্গার্দ্ধং মাগধং শুণ্ঠীং পিপ্পলী গজপিপ্পলী। গ্রন্থিকং গন্ধপত্রঞ্চ দার্ব্বী চব্যং যমানিকা॥ চিত্রকং কটফলং রাস্না দেবদারু ফলত্রিকম্। রসাঞ্জনং চাতিবিষাং সমভাগানি চূর্ণয়েৎ। কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য সোমরাজরসস্য চ। মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসৈর্ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥ ভক্ষয়েন্মধুনা যুক্তং সর্ব্বমেহকুলান্তকঃ। কামলাং পাণ্ডু-রোগঞ্চ হলীমকমথারুচিম্॥ কাসং শ্বাসং শিরঃশূলং প্লীহানমগ্র-মাংসকম্। জীর্ণজ্বরং তথা শোথমঙ্গগ্রহনিপীড়িতম্॥ গুল্মশূলঞ্চ হৃদ্রোগং সংগ্রহগ্রহণীহরম্। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তিং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥ কামলান্তকনামায়ং লৌহং কামলরোগনুৎ॥ ২৮॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং পাণ্ডু-চিকিৎসা সমাপ্তা।

বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বৃশ্চিকালী (বিছাটী), ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী); এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে এবং পাকার্থ ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়; কিন্তু এস্থলে জানা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত লৌহভস্ম পরে ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে, অন্যথা পূর্ব্বে পাকের সময়ে লৌহ প্রদান করিলে সিটের সহিত বাহির হইয়া যায়॥ ২৭॥

কামলান্তক লৌহ।

লৌহ ১৬ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, মণ্ডূর ৪ তোলা, রাঙ্গ ২ তোলা, মাগধ, শুঁঠ পিপুল, গজপিপুল, গাঠিয়ালা, তেজপত্র, দারুহরিদ্রা, চৈ, যমানী, রক্তচিতার মূল, কট্‌ফল, রাস্না, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন ও আতুষ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণে লইবে; তদনন্তর সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ), সোমরাজী ও মণ্ডূকপর্ণীর (থুলকুড়ীর) রস দ্বারা যথা বিধানে তিন দিন ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ দুই রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, হলীমক, অরুচি; কাস, শ্বাস, মস্তক বেদনা, প্লীহা, অগ্রমাংস, জীর্ণজ্বর, শোথ, শরীর বেদনা, গুল্মশূল, হৃদ্রোগ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

পাণ্ডুচিকিৎসা সমাপ্ত।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা।

নোদ্রিক্তমাদৌ সংগ্রাহ্যং বলিনোঽপ্যশ্নতশ্চ যৎ। হৃৎপাণ্ডুগ্রহণী-রোগ প্লীহগুল্মজ্বরাদিকৃৎ॥ ১॥ ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তদোষস্য পূর্ব্বং লোহিত-পিত্তিনঃ। অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্॥ ২॥ ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ বিরেচনম্। প্রাগধোগমনে পেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্॥ ৩॥ তর্পণং সঘৃত-ক্ষৌদ্রলাজ চূর্ণৈঃ প্রদাপয়েৎ। ঊর্দ্ধগং রক্তপিত্তং তৎ পীতং কালে ব্যপোহতি॥ জলং খর্জ্জুর মৃদ্বীকা-মধূকৈঃ সপরুষকৈঃ। শৃতশীতং প্রয়োক্তব্যং তর্পণার্থং সশর্করং॥ ৪॥ শালিষষ্টিক নীবার কোরদূষ প্রসাতিকাঃ। শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্॥ ৫॥ মসূর মুদ্গ চণকাঃ সমকুষ্টাঢ়কী-ফলাঃ। প্রশস্তাঃ সূপ-যূষার্থং কল্পিতা রক্তপিত্তিনাম্॥ ৬॥ শাকং পটোলবেত্রাগ্রতণ্ডুলীয়াদিকং হিতম্॥ ৭॥ মাংসং লাব-কপো-

রক্তপিত্ত রোগী বলবান্ ও আহারক্ষম থাকিলে, তাহার অতি প্রবল রক্তস্রাব রোধ করিবে না। কারণ, দূষিত রক্ত শরীর মধ্যে থাকিলে হৃদ্‌রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে॥ ১॥

ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্তে যদি রোগী ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস না হয় এবং অগ্নিবল থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ উপবাস করাই কর্ত্তব্য॥ ২॥

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগে আহারার্থ প্রথমতঃ তর্পণ অর্থাৎ পশ্চাল্লিখিত সন্ধান বিশেষ দিবে এবং সময়ে সময়ে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অধোগ রক্তপিত্ত রোগে প্রথমতঃ আহারার্থ পেয়া বিধান করিবে এবং আবশ্যক হইলে বলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বমনও করান যাইতে পারে। কিন্তু রোগী বমন যোগ্য কি না ইহা পূর্ব্বে দেখা উচিত॥ ৩॥

তর্পণ।—ঘৃত ও মধু মিশ্রিত খৈয়ের গুড়া রক্তপিত্ত রোগীকে আহারার্থ দিবে। এইরূপ আহার দ্রব্যকে তর্পণ বলে। ইহা যথা সময়ে যোজিত হইলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তর্পণে জলীয় দ্রব্য মিশ্রিত করণার্থ এই নিয়মে জল প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যথা—পিণ্ডখর্জ্জূর, কিস্‌মিস্, মধুকপুষ্প (মউয়া ফুল) ও পরুষক ফল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে এক ছটাক লইয়া তাহাতে জল দুই সের প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অর্দ্ধ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথে খৈয়েরগুড়া চারি তোলা এবং ঘৃত, মধু ও চিনি প্রত্যেকে এক তোলা প্রদান করিয়া একত্র আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে। এইরূপ প্রস্তুত পদার্থের নাম তর্পণ॥ ৪॥

অন্ন।—শালি (হৈমন্তিক ধান্য), ষষ্টিক (ষাটিধান), নীবার (উড়ী), কোরদূষ, প্রশাতিকা ও শ্যামাক, জাতীয় তণ্ডুলের অন্ন এবং প্রিয়ঙ্গুর (কাকনীদানার) অন্ন রক্তপিত্ত রোগীর আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে॥ ৫॥

দাইল।—রক্তপিত্ত রোগে মসুর, মুগ, ছোলা, বনমুগ ও অড়র দাইল প্রশস্ত। বিশেষতঃ মসুর দাইল লঘুপাক বলিয়া প্রচুর পরিমাণে সেবন করা যাইতে পারে॥ ৬॥

শাক।—রক্তপিত্তীর পক্ষে পটোল, পটোলপত্র; বেত্রাগ্র (বেতের ডগা) ও তণ্ডুলীয়ক (কাঁটানটিয়া), প্রভৃতির শাক হিতকর॥ ৭॥

তাদি-শশৈণহরিণাদিজম্ ॥ ৮ ॥ ক্ষীণমাংসবলং বৃদ্ধং বালং শোষানুবন্ধিনম্। অবম্যমবিরেচ্যঞ্চ স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ ॥ ৯ ॥ বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্। পিবেত্তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্ ॥ ১০ ॥ সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা পীতো রসং শোণিতমাশু হন্তি ॥ ১১ ॥ অভয়া মধুসংযুক্তা পাচনী দীপনী মতা। শ্লেষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ হন্তি শূলাতিসারনুৎ ॥ ১২ ॥ বাসকস্বরসে পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা। কৃষ্ণা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং দ্রুতং জয়েৎ ॥ ১৩ ॥ পক্বোডুম্বর কাশ্মর্য্য পথ্যা খর্জ্জুর গোস্তনাঃ। মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪ ॥ খদিরস্য প্রিয়ঙ্গূনাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ। পুষ্পং চূর্ণন্তু মধুনা লিহন্নারোগ্যমশ্নুতে ॥ ১৫ ॥ লাক্ষাচূর্ণং সুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্য সমন্বিতং সকৃল্লীঢ়ম্। শময়তি সোদ্ধতবমনং সরক্তপিত্তস্য সিদ্ধমিদম্ ॥ ১৬ ॥

উশীরাদি চূর্ণম্। (দাহতৃষ্ণাদৌ।)

উশীরং তগরং শুণ্ঠী কক্কোলং চন্দনদ্বয়ম্। লবঙ্গং পিপ্পলীমূলং কৃষৈলা নাগকেশরম্ ॥ মুস্তা মধুক কর্পূরং তুগাক্ষীরী চ পত্রকম্। কৃষ্ণা-

মাংস।—লাব, কপোত (পায়রা), শশক, এণ (হরিণ বিশেষ) ও হরিণ প্রভৃতির মাংস রক্তপিত্তীর পক্ষে উপকারী ॥ ৮ ॥

ক্ষীণ মাংস, ক্ষীণবল, বৃদ্ধ, বালক, শোষ রোগাক্রান্ত রক্তপিত্তীকে এবং বমন ও বিরেচনের অযোগ্য ব্যক্তিকে কদাচও বমন বা বিরেচন (দাস্ত) করাইবে না। সুতরাং এই সকল স্থলে রক্তরোধক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

বাসকপত্র পুটপক্ব করিয়া রস গ্রহণ করিবে। উক্ত রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া রক্তপিত্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সুদারুণ রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১০ ॥

যজ্ঞডুমুরের রস মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। রসের পরিমাণ একতোলা হইতে দুইতোলা পর্য্যন্ত ॥ ১১ ॥

হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি, দোষের পরিপাক এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শূল ও অতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

হরীতকী বাসকের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে কিম্বা পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

সুপক্ব যজ্ঞডুমুরের ফল চূর্ণ, গাম্ভারীফল চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ, খর্জ্জূর বা কিস্‌মিস মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

খদির, প্রিয়ঙ্গু, রক্তকাঞ্চন বা সিমুলের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

লক্ষাচূর্ণ এক সিকি পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয় ॥ ১৬ ॥

উশীরাদি চূর্ণ।—বেণার মূল, তগরপাদুকা (অভাবে পাতাড়ির মূল), শুঁঠ, কাকোলী শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পিপুলমূল, পিপুল, ছোট এলাচি, নাগেশ্বর, মুথা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন, তেজপত্র ও কৃষ্ণ অগুরু; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে এবং সমস্ত চূর্ণ

গুরু সমং চূর্ণং সিতা চাষ্টগুণা তথা॥ রক্তবান্তিঞ্চ তাপঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭॥

এলাদি গুড়িকা।

এলাপত্র ত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলং তথা। সিতা মধুক খর্জ্জূর-মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ॥ সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্। অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েচ্চ দিনে দিনে॥ শ্বাসং কাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্। রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্॥ শোষপ্লীহামবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতক্ষয়ম্। গুড়িকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ॥ ১৮॥

সংশমনযোগাঃ—

ঘ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা। দ্রাক্ষা-রসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বা সশর্করং চেক্ষুরসং হিতং বা॥ ১৯॥ নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসো দূর্ব্বাভবোঽথবা। আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ॥২০॥ রসো দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বা-রস-সমন্বিতঃ। অলক্তক রসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমন্বিতঃ॥ যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্। নাসাপ্রবৃত্তং রক্তন্তু হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥ ২১॥ নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষ্ণপিষ্টমামলকম্। সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি প্রলেপেন॥ ২২॥ মেঢ্রগেঽতি প্রবৃত্তে

দ্রব্যের আটগুণ চিনি গ্রহণ পূর্ব্বক উহাদের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক সিকি পরিমাণে সেবন করিলে রক্ত বমন ও গাত্রজ্বালা নিবারিত হয়॥ ১৭॥

এলাদি গুড়িকা।—ছোটএলাচি একতোলা, তেজপত্র একতোলা, দারুচিনি একতোলা, পিপুল চারিতোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জূর ও কিস্‌মিস্ প্রত্যেকে আটতোলা; এই দ্রব্য-গুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা বা আট আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দিবসে দুই তিন বার সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, মদ, ভ্রম, রক্ত-বমন, পিপাসা, পার্শ্বশূল, অরুচি, শোষ, প্লীহা, আমবাত, স্বরভেদ, ক্ষত-ক্ষয় রোগ ও রক্তপিত্ত বিনাশ করিয়া থাকে॥ ১৮॥

নাসিকা দ্বারা রক্ত নিসৃত হইতে থাকিলে চিনি মিশ্রিত জল, দুগ্ধ, দ্রাক্ষারস, ক্ষীরঘৃত (দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত) বা ইক্ষুরস নাসিকা দ্বারা টানিলে রক্তপতন রুদ্ধ হয়॥ ১৯॥

দাড়িম পুষ্প, দূর্ব্বা, আম্রাস্থি (আম্রকেশী) বা পলাণ্ডুর (পেঁয়াজের) রস নাসিকা দ্বারা টানিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়॥ ২০॥

দাড়িম পুষ্পের রস ও দূর্ব্বার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া আলতার জল বা হরীতকীর জলের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকার রক্তস্রাব নিবারিত হয়॥ ২১॥

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকের তালু প্রদেশে প্রলেপ দিলে নাসা প্রবৃত্ত রক্ত রুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ২২॥

যে রক্তপিত্ত রোগে মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয়, তাহাতে লিঙ্গপথে উত্তর-বস্তি অর্থাৎ পিচ্‌কারী প্রয়োগ মহোপকারক। উক্ত অবস্থায় রোগীকে কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু; এই তৃণজ পঞ্চমূল সমভাগে দুই তোলা লইয়া তাহাতে দুগ্ধ ষোল তোলা ও জল ৬৪ তোলা প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তরলাংশ গ্রহণ করিয়া

তু বস্তিরুক্তরসংস্থিতঃ। শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া ॥ ২৩ ॥

কুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্। পচেৎ তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে ॥ যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ড-শতং ন্যসেৎ। পিপ্পলীশৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বে পলে জীরকস্য চ ॥ ত্বগেলাপত্র মরিচ-ধান্যকানাং পলার্দ্ধকম্। ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তত্র দার্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ। তৎপক্বং স্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্। তদ্ যথাগ্নি-বলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী ॥ কাস শ্বাস তমশ্ছর্দ্দি তৃষ্ণাজ্বর-নিপীড়িতঃ। বৃষ্যং পুনর্নবকরং বলবর্ণপ্রসাদনম্ ॥ উরঃ সন্ধান-করণং বৃংহণং স্বরবোধনম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং কুষ্মাণ্ডক-রসায়নম্ ॥ খণ্ডামলকমানানুসারাৎ কুষ্মাণ্ডকদ্রবাৎ। পাত্রং পাকায় দাতব্যং যাবানত্র রসো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

পঞ্চাশচ্চ পলং গ্রাহ্যং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ। গ্রাহ্যং পলশতং খণ্ডং বাসাকাথাঢ়কে পচেৎ ॥ মুস্তা ধাত্রী শুভাভার্গী ত্রিসুগন্ধৈশ্চ

রোগীকে পান করিতে দিবে। এইরূপ কিছু দিন করিলে প্রস্রাব দ্বার দিয়া রক্ত পতন নিবারিত হয় ॥ ২৩ ॥

কুষ্মাণ্ড খণ্ড। পুরাতন চাল কুমড়ার ছাল ও বিচি পরিত্যাগ করিয়া শাঁস গ্রহণ করিবে, কুষ্মাণ্ডের শস্যগুলি উক্ত কুষ্মাণ্ড হইতে যে জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই জল দ্বারা বা অভাব-পক্ষে অপর জল দ্বারা উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। উক্ত কুষ্মাণ্ড-শস্য সাড়ে বার সের চারি সের ঘৃতে ভাজিয়া মধুর বর্ণ হইলে আট সের বা ষোল সের কুষ্মাণ্ড-জলের সহিত সাড়ে বার সের চিনি মিশ্রিত করিয়া উক্ত ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ডে প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে। এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে কুষ্মাণ্ড সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিলে যে পরিমাণ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই জল দ্বারা পাক করিলেও অশাস্ত্রীয় হয় না। এই রূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রদান করিবে এবং উত্তম রূপে আলো-ড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং অঙ্গুলী দ্বারা পীড়ন করিলে অঙ্গুলীতে সংলগ্ন না হইলেই নামাইয়া লইবে। উক্ত দ্রব্যগুলি যথা—পিপুলের চূর্ণ ষোল তোলা, শুঁঠের গুড়া ষোল তোলা, জীরার চূর্ণ ষোল তোলা, দারুচিনি চূর্ণ চারি তোলা, ছোট এলাচি চূর্ণ চারি তোলা, তেজপত্রের চূর্ণ চারি তোলা, মরিচ চূর্ণ চারি তোলা ও ধনিয়া চূর্ণ চারি তোলা, এইরূপে পাক নিষ্পন্ন হইলে উহার সহিত দুই সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে প্রত্যহ একবার বা দুই বার করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষয়, কাস, শ্বাস, তমো রোগ, বমন, তৃষ্ণা ও জ্বরের শান্তি হয়। এই ঔষধে পুষ্টিকারক, বল ও বর্ণ প্রসাধক গুণ আছে বলিয়া বৃদ্ধ কর্ত্তৃক সেবিত হইলেও তাহাকে তরুণাবস্থায় প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ইহা সুর-বৈদ্য অশ্বিনী-কুমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত; ইহাতে উরঃক্ষত রোগে ক্ষতের শুষ্কীকরণ, রসাদি ধাতুর বৃদ্ধিজনন ও স্বর বর্দ্ধন প্রভৃতি গুণও লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বাসাকুষ্মাণ্ড খণ্ড।- পুরাতন কুষ্মাণ্ডের (পুরান চালকুমড়ার) ছাল ও বীজ পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে শস্য গ্রহণ করিবে এবং উহা হইতে যে জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই জল দ্বারা

কার্ষিকৈঃ। ঐলেয় বিশ্বধন্যাক মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ ॥ পিপ্পলী-কুড়বশ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্ত-পিত্তং হলীমকম্ ॥ হৃদ্রোগমম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি ॥ ২৫ ॥

বাসাখণ্ডঃ।

তুলামাদায় বাসায়াঃ পচেদষ্টগুণে জলে। তেন পাদাবশেষেণ পাচ-য়েদাঢ়কং ভিষক্ ॥ চূর্ণানামভয়ানাঞ্চ খণ্ডাচ্ছুদ্ধং শতং ন্যসেৎ। দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ ॥ কুড়বং পলমা-নস্তু চাতুর্জাতং সুচূর্ণিতম্। ক্ষিপ্ত্বা বিলোড়িতং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী ॥ কাস শ্বাস পরীতশ্চ যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ ॥ ২৬ ॥

বাসাঘৃতম্।

বাসাং সশাখাং সপলাশমূলাং কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্যাঃ। প্রদায়

(অভাব পক্ষে অপর জল দ্বারা) কুষ্মাণ্ডের শস্যগুলি সিদ্ধ করিয়া নামাইবে এবং ছাকিয়া জল পৃথক্ করিয়া রাখিবে; আর শস্যগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, কুমুড়ার শস্য ২।৩ দিন পর্য্যন্ত রাখা উচিত নহে, যে দিন সিদ্ধ করা হইবে, সেই দিনেই শুষ্ক করিয়া পাক করিতে হইবে, নিতান্ত রৌদ্রের অভাব হইলে শুষ্ক না করিয়াই পাক করিতে হইবে। এই নিয়ম সর্ব্বত্রই স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। কুষ্মাণ্ড শস্য ছয় সের এক পোয়া গ্রহণ করিয়া চারি সের ঘৃতে ভাজিয়া মধুর ন্যায় লাল রং করিবে, তদনন্তর বাসক ৮ সের ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে সাড়ে বার সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ডে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে মুথা দুই তোলা, আমলকী দুই তোলা, বংশলোচন দুই তোলা, বামনহাটীর (ব্রহ্মযষ্টির) মূল দুই তোলা, দারুচিনি দুই তোলা, ছোট এলাচি দুই তোলা, তেজপত্র দুই তোলা. এলবালুক আট তোলা, শুঁঠ আট তোলা, ধনিয়া আট তোলা, মরিচ আট তোলা ও পিপুল ৩২ তোলা (অর্দ্ধসের); এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে; এবং শীতল হইলে উহাতে একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, হিক্কা, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও নাসারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বাসাখণ্ড।

বাসক মূলের ছাল সাড়ে বার সের আড়াই মণ জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ পঁচিশ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত সাড়ে বার সের চিনি ও আট সের হরীতকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পিপুল চূর্ণ ষোল তোলা, দারুচিনি চূর্ণ আট তোলা, ছোট এলাচি চূর্ণ আট তোলা, তেজপত্রের চূর্ণ আট তোলা ও নাগেশ্বরের চূর্ণ আট তোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং উক্ত পদার্থ অঙ্গুলী দ্বারা পীড়ন করিলে যদি অঙ্গু-লাতে সংলগ্ন না হয়, তাহা হইলে নামাইয়া শীতল হইলে মধু একসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা পরিমাণে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বাসাঘৃত।

ঘৃত ৪ সের বাসকের পুষ্প অর্দ্ধসের ও জল আট সের ঘৃতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে

কল্কং বিপচেদ্ ঘৃতঞ্চ ক্ষৌদ্রেণ পানাদ্বিনিহন্তি রক্তম্॥ শণস্য কোবিদারস্য বৃষস্য ককুভস্য চ। কল্কাঢ্যত্বাৎ পুষ্পকল্কং প্রস্থে পল-চতুষ্টয়ম্॥ ২৭॥

দূর্ব্বাদ্য ঘৃতম্।

দূর্ব্বা সোৎপল-কিঞ্জল্কা মঞ্জিষ্ঠা সৈলবালুকা। সিতাসিতমুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দন-পদ্মকে॥ বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈঃ সর্পিরাজং সুখাগ্নিনা। তণ্ডুলাম্বু ত্বজাক্ষীরং দত্ত্বা চৈব চতুর্গুণম্॥ তৎপানং বমতো রক্তং নাবনং নাসিকাগতে। কর্ণাভ্যাং যস্য গচ্ছেত্তু তস্য কর্ণৌ প্রপূরয়েৎ॥ চক্ষুঃস্রাবিণি রক্তে চ পূরয়েত্তেন চক্ষুষী॥ মেঢ্রপায়ু-প্রবৃত্তে তু বস্তিকর্ম্মসু তদ্ধিতম্॥ রোমকূপপ্রবৃত্তে তু তদভ্যঙ্গঃ প্রশস্যতে॥ ২৮॥

সমশর্করং লৌহম্।

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্। চূর্ণং পাদন্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যান্মধুসিতে সমে॥ তাম্রপাত্রে শুভে পক্ত্বা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে। মাষকাদি ক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্ বিধিপূর্ব্বকম্॥ অনুপানং প্রযুঞ্জীত

থাকিবে। তদনন্তর বাসকের শাখা, পত্র ও মূল সমস্তে আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক চৌষট্টি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে দিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, তদনন্তর পাকসিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃতে একসের মধু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে॥ ২৭॥

দুর্ব্বাদ্য ঘৃত।

ছাগঘৃত ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, তণ্ডুলোদক ১৬ সের প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, তদনন্তর কল্কার্থ দূর্ব্বাঘাস, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুকা, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মুথা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, তদনন্তর পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। ঘৃত নাসিকা দ্বারা টানিলে নাসিকা পথের রক্ত, কর্ণ বিবরে প্রদান করিলে কর্ণ পথের রক্ত, অক্ষিতে দিলে চক্ষু প্রদেশের রক্ত এবং লিঙ্গ ও গুহ্য মধ্যে পিচ্‌কারী দ্বারা ঘৃত প্রদান করিলে লিঙ্গ ও গুহ্য প্রদেশের রক্ত রুদ্ধ হয়। পরন্তু উক্ত ঘৃত গাত্রে মালিশ করিলে রোমকূপস্থ রক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

সম শর্কর লৌহ।

লৌহভস্ম ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধ ষোল তোলা, ঘৃত আট তোলা ও চিনি চারিতোলা; এই দ্রব্যগুলি একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিয়া গাঢ় হইলে বিড়ঙ্গ চূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত মধু চারিতোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে, এই

নারিকেল-জলাদিকম্। রক্তপিত্তং জয়েত্তীব্রমম্লপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্॥ পুষ্টিদং কান্তিজননমায়ুষ্যং বৃষ্যমুত্তমম্॥ ২৯॥

শতমূল্যাদি লৌহম্।

শতমূলী সিতা ধান্য নাগকেশর চন্দনৈঃ। ত্রিকত্রয় তিলৈর্যুক্তং লৌহং সর্ব্বগদাপহম্। তৃষ্ণাদাহ জ্বরচ্ছর্দ্দি রক্তপিত্ত হরং পরম্॥৩০॥

খণ্ডকাদ্যং লৌহম্।

শতাবরী চ্ছিন্নরুহা বৃষমুণ্ডতিকাবলাঃ। তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্ত্বচস্তথা॥ ভার্গী পুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চপলানি চ। জলদ্রোণে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্। পলদ্বাদশকং দেয়ং কান্তলৌহস্য চূর্ণিতম্। দিব্যৌষধি হতস্যাপি মাক্ষিকস্য হতস্য বা। খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ। বিপচেত্তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো মতো যথা॥ প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দেয়ং শুভাশ্মজতুকং ত্বচম্। শৃঙ্গী বিড়ঙ্গং কৃষ্ণা চ শুণ্ঠ্যাজাজী পলং পলম্। ত্রিফলা ধান্যকং পত্রং দ্ব্যক্ষং মরিচকেশরম্। চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ। গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যো মাংসরসঃ পয়ঃ। গুরু বৃষ্যানুপানানি স্নিগ্ধমাংসাদি বৃংহণম্।

ঔষধ দুই আনা পরিমাণে নারিকেল জলের সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত ও ক্ষতক্ষয় প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং বল ও বীর্য্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৯॥

শতমূল্যাদি লৌহ।

শতমূল, চিনি, ধনিয়া, নাগকেশর, রক্তচন্দন, ত্রিকত্রয় (ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ অর্থাৎ মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতার মূল) এবং কৃষ্ণতিল; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, সমস্ত পদার্থের তুল্য পরিমাণ লৌহভস্ম, এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া লইবে। ইহা একআনা বা দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত, পিপাসা, জ্বালা, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়॥ ৩০॥

খণ্ডকাদ্য লৌহ।

শতমূল, গুলঞ্চ, বাসক, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বামনহাটীর (ব্রহ্মযষ্টির) মূল, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়), প্রত্যেকে চল্লিশ তোলা; এই দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং জলীয়াংশ আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ষোলপল অর্থাৎ দুইসের ঘৃত তাম্রপাত্রে করিয়া অগ্নি সন্তাপে রাখিবে এবং উহাতে মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা মারিত লৌহভস্ম বারপল অর্থাৎ ৯৬ তোলা প্রদান করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লিখিত ক্বাথের সহিত চিনি বারপল (৯৬ তোলা) মিশ্রিত করিয়া দিবে এবং পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে শীলাজতু, দারুচিনি, কাকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ আটতোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধনিয়া, তেজপত্র, মরিচ ও নাগকেশর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু দুইসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ঘৃতের পাত্রে রাখিলে বিকৃত হয় না। এই খণ্ডকাদ্য লৌহ অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া তিনরতি হইতে দুইআনা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনের

রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পক্তিশূলং বিশেষতঃ। বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্লমম্। শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরং তথা॥ আনাহং শোণিতস্রাবমম্লপিত্তং নিহন্তি চ। চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং মাঙ্গল্যং প্রীতিবর্দ্ধনম্॥ আরোগ্যপুত্রদং শ্রেষ্ঠং কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনম্। শ্রীকরং লাঘবকরং খণ্ডকাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৩১॥

রক্তপিত্তান্তকলৌহম্।

ধাত্রী চ পিপ্পলীচূর্ণং তুল্যায়ঃ সিতয়া সহ। রক্তপিত্তহরং লৌহমম্ল-পিত্তং বিনাশয়েৎ॥ ৩২॥

সুধানিধিরসঃ।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন। মূষা-মধ্যে ভূধরে তৎ পুটিত্বা দদ্যাদ্ গুঞ্জাং ত্রৈফলেনোদকেন। লৌহ-পাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা রাত্রৌ দদ্যাদ্রক্তপিত্ত প্রশান্ত্যৈ॥ ৩৩॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং রক্তপিত্ত-চিকিৎসা সমাপ্তা।

পর গব্য দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। আহার সম্বন্ধে মাংসরস, দুগ্ধ ও অন্যবিধ বলকারক পদার্থ ব্যবস্থেয়। ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও পিত্তশূল বাতরক্ত, প্রমেহ, শীতপিত্ত, বমি, ক্রিমি, শোথ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, আনাহ, রক্তস্রাব ও অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার বলকারক, পুষ্টিজনক ও চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধক প্রভৃতি গুণও লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৩১॥

রক্তপিত্তান্তক লৌহ।

আমলকী একতোলা, পিপুল একতোলা, চিনি একতোলা ও লৌহভস্ম একতোলা; এই দ্রব্যগুলি একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

সুধানিধি রস।

কজ্জলী দুইতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক একতোলা ও লৌহভস্ম একতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিফলার জলের সহিত পেষণ করিয়া একরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ত্রিফলার জলের সহিত সেবন করিতে দিবে এবং লৌহপাত্রে আবর্ত্তিত দুগ্ধও পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

রক্তপিত্ত চিকিৎসা সমাপ্ত।

যক্ষ্মরোগ-চিকিৎসা।

শালিষষ্টিকগোধূমযবমুদ্গাদয়ঃ শুভাঃ। মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষিমৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাং। শুষ্যতাং ক্ষীণমাংসানাং কল্পিতানি বিধানবিৎ।

যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা।

বৎসরাতীত বা ততোধিক পুরাতন শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, গোধূম (গম), যব ও মুগ প্রভৃতি এবং মদ্য, জাঙ্গল পক্ষীর মাংস ও মৃগমাংস যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে উপকারী। পরন্তু ব্যাঘ্র বা গৃধ্রাদি

দদ্যাৎ ক্রব্যাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ ॥ ১ ॥ দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্। স্নেহস্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্নকর্ষণম্ ॥ ২ ॥ বলিনোবহুদোষস্য পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ। যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎকৃতং স্যাদ্বিষোপমম্ ॥৩॥ শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তং হি জীবনম্। তস্মাদযত্নেন সংরক্ষেৎ যক্ষ্মিণোমলরেতসী॥৪॥ পারাবতকপিচ্ছাগকুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্। মাংসচূর্ণমজাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্ ॥ ৫ ॥ ঘৃতকুসুমরসলীঢ়ং ক্ষয়ং নয়তি গজবলামূলম্। দুগ্ধেন কেবলেন চ বায়সজঙ্ঘানিপীতৈব ॥ ৭ ॥ শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী। ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে ॥ ৮ ॥

সিতোপলাদি লেহঃ।

সিতোপলাতুগাক্ষীরীপিপ্পলীবহুলাত্বচঃ। অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা ॥ চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্ ॥

মাংস ভোজী প্রাণীর মাংস বিবিধ উপায়ে ক্ষীণমাংস যক্ষ্মা রোগীকে সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে ॥ ১ ॥

ক্ষয় রোগীর দোষের আধিক্য হইলে রোগীকে প্রথমতঃ সেক প্রদান করিয়া স্নেহ (ঘৃতাদি) পান করিতে দিবে, ইহাতে রোগী বলবান্ হইলে পর স্নিগ্ধ বিরেচক ও বমন দ্রব্য দ্বারা এরূপ ভাবে দাস্ত ও বমন করাইবে, তাহাতে যেন রোগী দুর্ব্বল না হয়। এইরূপে রোগীর কোষ্ঠ পরিস্কৃত হইলে বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক আহার ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ২ ॥

উক্ত স্বেদাদি পঞ্চ কর্ম্মোক্ত ক্রিয়া সকল বলবান্ রোগীর পক্ষেই হিতকর, কিন্তু উহা ক্ষীণ ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইলে বিষের ন্যায় অনিষ্ট দায়ক হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বল শুক্রের অধীন এবং মলের অধীন জীবিত (জীবন) ; সুতরাং যক্ষ্মা রোগীর মল ও শুক্র অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ক্ষয় রোগীর যাহাতে সর্ব্ব ধাতুর সারধাতু শুক্রের স্তম্ভন এবং মলের কাঠিন্য সম্পাদিত হয়, তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। কারণ, যে রোগের ধাতুক্ষয়ই কারণ, সেই রোগে শুক্রক্ষয়াদি দোষ ঘটিলে চিকিৎসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

পারাবত (পায়রা পাখী), কপি (বাঁদর), ছাগ ও মৃগ ; ইহাদের কোন একটীর মাংস শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। সেই মাংস চূর্ণ ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

গোরক্ষ চাকুলের মূল চূর্ণ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

কাকজঙ্ঘার মূল অর্দ্ধতোলা বা চারিআনা পরিমাণে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয় ॥ ৭ ॥

চিনি ও মধুর সহিত নবনীত (মাখন) কিছুদিন প্রাতঃকালে সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে কিম্বা ক্ষীরাশী হইয়া অল্প পরিমাণ ঘৃত ও মধু অসমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সিতোপলাদি লেহ।

দারুচিনি একতোলা, ছোট এলাচি দুইতোলা, পিপুল চারিতোলা, বংশলোচন আটতোলা ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উহার সহিত ষোলতোলা চিনি মিশ্রিত

সুপ্তজিহ্বারোচকিনং মন্দাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্ ॥ হস্তপাদাংশদাহেষু জ্বরে রক্তে ততোর্দ্ধগে ॥ ৯ ॥

লবঙ্গাদ্য চূর্ণম্ ।

লবঙ্গককোলমুশীরচন্দনং নতং সনীলোৎপলজীরকং সমম্ । ক্রুটিঃ সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেশরং কণা সবিশ্বা নলদং সহাম্বুদম্ । অহীন্দ্রজাতীফলবংশলোচনা সিতাষ্টভাগং সমসূক্ষ্মচূর্ণিতম্ । অরোচকং তর্পণমগ্নিদীপনং বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষনুৎ । উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং । সকাসহিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্ । প্রমেহগুল্মাংশ্চ নিহন্তি সত্বরং গ্রহণ্যতীসারভগন্দরার্ব্বুদম্ ॥ (নতং তগরপাদুকা,পত্রং তেজপত্রং,ক্রুটিঃ সূক্ষ্মৈলা, ভৃঙ্গং গুড়ত্বচং,নলদং জটামাংসী, অহীন্দ্রোঽনন্তমূলং, সিতাষ্টভাগং শর্করাস্টভাগং মিলিতচূর্ণাৎ শর্করায়া অষ্টগুণোভাগঃ ইতি তু পৈত্তিকে প্রথমভাগাপেক্ষয়া ইত্যন্যে) ॥ ১০ ॥

তালীশাদ্যমোদকঃ ।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা । যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে ॥ পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা । শ্বাসকাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্ ॥ হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগপ্লীহশোষজ্বরাপহম্ । ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্ ॥ কল্পয়েৎ গুড়িকাঞ্চৈতৎ চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্ । গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণা-

---

করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পার্শ্বশূল, হস্ত পদের জ্বালা, জ্বর ও উর্দ্ধগত রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

লবঙ্গাদ্য চূর্ণ।

লবঙ্গ, কাকোলী, বেণার মূল, রক্তচন্দন, তগর পাদুকা (অভাবে পতাড়ীর মূল), নীলোৎপল, জীরা, ছোট এলাচি পিপুল, অগুরু, দারুচিনি, নাগকেশর, পিপুল, শুঁঠ, জটামাংসী, মুথা, অনন্তমূল, জাতীফল ও বংশলোচন ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক আটতোলা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ দুইআনা মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আবশ্যক বোধ করিলে মধুর সহিতও সেবন করা যাইতে পারে। ইহাতে আহারে রুচি, শরীরের দীপ্তি, অগ্নি ও বলবৃদ্ধি, দোষের শান্তি হয় এবং বক্ষঃস্থলের বিবদ্ধতা, তমকশ্বাস, গলরোগ, কাস, হিক্কা ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তালীশাদ্য মোদক।

তালীশপত্র একতোলা, মরিচ দুইতোলা, শুঁঠ তিনতোলা, পিপুল চারিতোলা, বংশলোচন পাঁচতোলা, দারুচিনি অর্দ্ধতোলা, ছোট এলাচি অর্দ্ধতোলা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর ইক্ষুচিনি বত্রিশ তোলা (৩২ তোলা) গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে উহা গাঢ় হইয়া আলোড়ন দণ্ডে (খন্তীতে) সংলগ্ন হইয়া তন্তুর (তাঁরের) ন্যায় লক্ষিত হইলে নামাইয়া বা চুল্লির উপরেই পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি ক্রমশঃ প্রদান পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং উষ্ণ থাকিতে থাকিতে মোদক (লাড়ু) প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই

স্লঘুতরা স্মৃতা ॥ পৈত্তিকে গ্রাহয়স্ত্যেকে শুভায়া বংশলোচনাম্। (ত্বগেলে প্রথমভাগস্যার্দ্ধভাগিকে, শুভেতি পিপ্পল্যা বিশেষণং, বংশ-লোচনাপক্ষে বংশলোচনায়া যথোক্তরভাগঃ) ॥ ১১ ॥

অজাপঞ্চকঘৃতম্।

ছাগশকৃদ্রসমূত্রক্ষীরৈ র্দ্দধ্নাচ সাধিতং সর্পিঃ। সক্ষারং যক্ষ্মহরং কাসশ্বাসোপশান্তয়ে পরমম্ ॥ ১২ ॥

ছাগোপ সেবা।

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্। ছাগোবসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ ॥ ১৩ ॥

জীবন্ত্যাদ্যং ঘৃতম্।

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ। শটীপুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্ ॥ নীলোৎপলং ত্বামলকীং ত্রায়মানাং দুরালভাম্। পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যোবিপাচয়েৎ ॥ এতদ্ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্। রূপমেকাদশবিধং সর্পিরগ্র্যং ব্যপোহতি॥ ১৪॥

ঔষধ এইরূপে পাক না করিয়া চূর্ণ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধ দুইআনা বা একসিকি পরিমাণে প্রত্যহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অরুচি, প্লীহা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, ক্ষয়, জ্বর, ছর্দ্দি, অতীসার ও শূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অজাপঞ্চক ঘৃত।

ছাগ ঘৃত ৪ সের। ছাগবিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের এবং ছাগদুগ্ধের দধি ৪ সের। প্রথমতঃ ঘৃত অগ্নির উত্তাপে গালাইয়া পরে উক্ত পদার্থগুলি ক্রমশঃ দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপ জ্বাল দিতে দিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে ছাকিরা ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে যক্ষ্মা, কাস ও শ্বাস রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

ছাগসেবা।

যক্ষ্মা রোগী যদি নিয়ত ছাগমাংস-ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ-পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত (ছাগদুগ্ধ-জাত ঘৃত) সেবন ছাগোসেবা এবং ছাগমধ্যে শয়ন করে, তাহা হইলে রোগী যক্ষ্মা রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

জীবন্ত্যাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য ;—জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, ইন্দ্রযব, শটী, পুষ্কর মূল, (অভাবে কুড়), বৃহতী (ব্যাকুড়), গোক্ষুর, বেড়েলা (বাইরকলি), নীলোৎপল ভূমি আমলকী, বলালতা, দুরালভা ও পিপুল ; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একসের মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃতমধ্যে প্রদান করিবে। তদনন্তর উহাতে ষোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইবে এবং ঈষদুষ্ণ থাকিতে ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। ইহা চারিআনা বা আটআনা মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ১৪ ॥

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

ছাগমাংসতুলাং গৃহ্য সাধয়েন্নল্বনেঽম্ভসি। পাদশেষেণ তেনৈব সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ ঋদ্ধির্বৃদ্ধী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী কল্কৈঃ পৃথক্‌পলোন্মিতৈঃ॥ সম্যক্ সিদ্ধেঽবতার্য্যে তচ্ছীতে তস্মিন্ প্রদাপয়েৎ। শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনঃ কুড়বং ক্ষিপেৎ॥ পলং পলং পিবেৎপ্রাতর্যক্ষ্মাণং হন্তি দুর্জ্জয়ম্। ক্ষতক্ষয়ঞ্চ কাসাংশ্চ পার্শ্বশূলমরোচকম্॥ স্বরক্ষয়মুরোরোগং শ্বাসং হন্যাৎ সুদারুণম্। বল্যং মাংসকরং বৃষ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্। (পলমিতি পূর্ব্বযুগাভিপ্রায়ঃ, ইদানীন্তু কর্ষমানং পিবেৎ)॥ ১৫॥

অল্পচন্দনাদিতৈলম্।

চন্দনাগুরুতালীশনখমঞ্জিষ্ঠপদ্মকাঃ। মুস্তকঞ্চ শটী লাক্ষা হরিদ্রে রক্তচন্দনম্। এষাং প্রতিপলৈশ্চূর্ণৈস্তৈলার্দ্ধপাত্রকং পচেৎ। ভার্গীরস কণ্টকারী বাট্যালকগুড়ূচিকা॥ এষাং পলশতক্কাথে সমভাগে জড়ীকৃতে। পক্ত্বা তৈলং প্রদাতব্যং রাজযক্ষ্মবিনাশনম্॥ কাসঘ্নং গরদোষঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং গ্রহদোষবিনাশনম্॥ ১৬॥

ছাগলাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য; ঋদ্ধি (অভাবে লোধ), বৃদ্ধি (অভাবে লোধ), জীবক (অভাবে অশ্বগন্ধা), ঋষভক (অভাবে অশ্বগন্ধা), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া রাখিবে। পরে ঘৃত অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া তাহাতে উক্ত কুট্টিত দ্রব্যগুলি কিঞ্চিৎ জল সহযোগে প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। জলাংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে নপুংসক ছাগলের চর্ব্বিসহ মাংস সাড়ে বারসের ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেই কাথ ক্রমশঃ ঘৃতে প্রদান করিবে এবং জ্বাল দিবে। পরে শেষ পাকের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উক্ত ঘৃতে একসের চিনি ও অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার একসিকি পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে যক্ষ্মা, ক্ষতক্ষয়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১৫॥

অল্প চন্দনাদি তৈল।

তিল তৈল ৪ সের। কল্কদ্রব্য,—শ্বেত চন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া লইবে। এ দিকে তৈল কটাহে করিয়া অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেপ করিয়া লইবে। পরে শীতল হইলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কুট্টিত পদার্থগুলি জল সহযোগে তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং বামণহাটী (ব্রহ্মযষ্টি), কণ্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে সাড়েবার সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া জলাংশ সাড়েবার সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ তেলে দিবে। এইরূপে তৈল পাক শেষ করিয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অঙ্গে মালিশ করিলে যক্ষা ও কাস প্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়॥ ১৬॥

বৃষ্যশ্চ ভোগ্যস্তরুণতরকরঃ সর্ব্বরোগেষু শস্তঃ ॥ পথ্যং মাংসৈশ্চ যূষৈর্ঘৃতপরিলুলিতৈ র্গব্যদুগ্ধৈশ্চ যঃ। ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানং মুদা যৎ ॥ শৃঙ্গারাভ্রেন কামী যুবতিজনশতভোগযোগাদতুষ্টঃ। বর্জ্জ্যংশাকাম্লমাদৌ দিনকতিচিৎস্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যৎ। দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্গতগদপলিতোমানবোঽস্য প্রসাদাৎ॥ (চোচং গুড়ত্বক্, গদং কুষ্ঠং, কর্পূরাদি-ধাতকী-পর্য্যন্তানাং মাষচতুষ্টয়োভাগঃ, ত্রিফলা-ত্রিকট্বো র্মাষদ্বয়ং, এলাজাতীফলগন্ধকানাং তোলকং, রসস্যার্দ্ধতোলকং, পরিণতচনকখিন্নতুল্যা ইতি আদৌ খিন্না পশ্চাত্তুল্যা স্নাতাম্নলিপ্তবৎ, খিন্নাঃ শুষ্কা ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৪ ॥

রাস্নাদিলৌহম্।

রাস্না তালীশকর্পূরভেকপর্ণীশিলাহ্বয়ৈঃ। ত্রিকত্রয়সমাযুক্তং লৌহং যক্ষ্মান্তকৃন্মতম্ ॥ সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তমপি শম্ভোঃ সুদুর্জ্জয়ম্। হন্তি বাতং স্বরাঘাতং ক্ষতকাসক্ষতক্ষয়ম্ ॥ বলবর্ণাগ্নিপুষ্টিনাং বর্দ্ধনং দোষনাশনম্। (রাস্নাদীনাং চূর্ণসমং লৌহমিতি গোপালঃ) ॥ ৩৫ ॥

মৃগাঙ্কোরসঃ।

স্যাদ্রসেন সমং হেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ। গন্ধকঞ্চ সমং তেন রসপাদস্তু * টঙ্গণম্ ॥ সর্ব্বং তদ্গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেন বিশোষয়েৎ। ভাণ্ডে লবণপূর্ণেঽথ পচেদ্যামচতুষ্টয়ম্ ॥ স্বাঙ্গশৈত্যং সমুদ্ধৃত্য দেয়ং গুঞ্জাপ্রমাণতঃ। মৃগাঙ্কসংজ্ঞঃ সংজ্ঞেয়োরোগরাজনিকৃন্তনঃ। রসস্য ভস্মনা হেমভস্মীকৃত্য প্রযোজয়েৎ ॥ গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাস্য মরিচৈর্ভক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥ পিপ্পলীদশকৈর্ব্বাথ মধুনা লেহয়েদ্বুধঃ। পথ্যং সুলঘুমাংসেন প্রায়শোঽস্য প্রযোজয়েৎ ॥ দধ্যাজ্যং গব্যতক্রং বা মাংসমাজং প্রযোজয়েৎ। ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপক্বৈশ্চ নাতিক্ষারৈশ্চ হিঙ্গুভিঃ ॥

ইহাতে দুষ্টাগ্নিজাত রোগ, জ্বর, উদর, যক্ষ্মা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, শোথ, মেহ, মেদরোগ, ছর্দ্দি, শূল, অম্লপিত্ত, পিপাসা, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, জ্বর, গলরোগ, পীনস, প্লীহা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

রাস্নাদি লৌহ।

রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, মণ্ডূকপর্ণী (থুলকুড়ী), শিলাজতু, ত্রিকত্রয় (ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ); এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণে লৌহ লইতে হইবে। তদনন্তর সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতে একটী করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মা, ক্ষয় ও কাস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৩৫ ॥

মৃগাঙ্ক রস।

শোধিত পারদ একতোলা, স্বর্ণ একতোলা, মুক্তা দুইতোলা, গন্ধক দুইতোলা, সোহাগার খৈ চারিআনা; এই দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কাঁজির সহযোগে পিণ্ডাকার ও শুষ্ক করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত পিণ্ডটী একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক হাঁড়ীটী লবণ দ্বারা

---

* রসতুল্যাদ্ধাতি পাঠান্তরং।

বৃন্তাকং তৈলবিল্বানি কারবেল্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্দূরং কোপঞ্চাপি পরিত্যজেৎ॥ (সর্ব্বং কাঞ্জিকেন পিষ্ট্বা গোলকং কৃত্বা সংশোষ্য কটোরিকায়াং সংস্থাপ্য বালুকাযন্ত্র ইব লবণযন্ত্রে পচেৎ)॥ ৩৬॥

রাজমৃগাঙ্কোরসঃ।

রসভস্মত্রয়োভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্। মৃততারস্য * ভাগৈকং শিলাতালকগন্ধকম্॥ প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ। বরাটীং পূরয়েত্তেন চাজাক্ষীরেণ টঙ্গণম্॥ পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধ্বা মৃদঃ ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥ রসোরাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জং ক্ষয়াপহম্। দশপিপ্পলীকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্ম্মরিচৈঃ কোলবিংশতিঃ॥ ঘৃতেন দাপয়েদ্বাতপিত্তশ্লেষ্মোস্তবে ক্ষয়ে॥ ৩৭॥

মহামৃগাঙ্কোরসঃ।

নিরুত্থভস্মসৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্মসূতকম্। ত্রিগুণং ভস্মমুক্তোত্থং শুকপুচ্ছচতুর্গুণম্॥ মৃততাপ্যঞ্চ পঞ্চাংশং † দদ্যাদত্র ভিষক্ সুধীঃ। সপ্তভাগং প্রবালঞ্চ রসতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্॥ সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ত্রিদিনং লুঙ্গবারিণা। তং ততো গোলকং কৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে॥ লবণৈঃ পাত্রমাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ। তন্মুখঞ্চ মৃদা রুদ্ধ্বা পচেদ্যামচতুষ্টয়ম্॥ আকৃষ্য চূর্ণিতং শুদ্ধং প্রদেয়ং পূর্ব্বভাগিকম্। বজ্রঞ্চ তদভাবে তু বৈক্রান্তং তৎসমাংশকম্॥ মহামৃগাঙ্কঃ খলু সিদ্ধ এষ শ্রীনন্দিনাথপ্রকটীকৃতোঽয়ম্। বল্লোঽস্য সেব্যো মরিচাজ্যযুক্তঃ

পূর্ণ করিয়া চারি প্রহর কাল জ্বাল দিবে। পরে উহা শীতল হইলে উক্ত পিণ্ডটী গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ একরতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মা, ক্ষয় ও কাস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়॥ ৩৬॥

রাজমৃগাঙ্ক।

পারদভস্ম (রসসিন্দুর) ৩ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, রৌপ্যভস্ম ১ তোলা, মনঃশিলা, হরিতাল, গন্ধক প্রত্যেকে দুইতোলা; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিবে এবং সোহাগার খৈ ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া তাহা দ্বারা কড়ির মুখ রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর কড়িগুলি একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে কড়িগুলি পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩।৪ রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়॥ ৩৭॥

মহামৃগাঙ্ক রস।

স্বর্ণভস্ম একতোলা, পারদভস্ম (রসসিন্দুর) দুইতোলা, মুক্তাভস্ম তিন তোলা, শুকপুচ্ছ (গন্ধক) চারিতোলা, তাপ্যভস্ম (স্বর্ণমাক্ষিক) পাঁচতোলা, প্রবালভস্ম সাততোলা, সোহাগা দুইতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছোলঙ্গর লেবুর রসে তিন দিবস ভাবনা দিবে। পরে উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। তদনন্তর একটী লবণ পূর্ণ পাত্র

---

* মৃততাম্রস্যেতি পাঠান্তরং। † অত্র তারভস্ম চতুর্গুণ নিত্যধিকমপি পাঠো দৃশ্যতে।

সেব্যোথবা পিপ্পলীকাসমেতঃ॥ অত্রোপচারাঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বে ক্ষয়গদোদিতাঃ। বল্যং ঘৃতঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যজ্যঞ্চাসুতবিরোধি যৎ॥ যক্ষ্মাণং বহুরূপিণং জ্বরগণং গুল্মং তথা বিদ্রধিং, মন্দাগ্নিং স্বরভেদ-কাসমরুচিং বান্তিঞ্চ মূর্চ্ছাং ভ্রমং। অষ্টাবেব মহাগদান্ গদগণান্ পাণ্ডাময়ং কামলাং, পিত্তার্ত্তিং সমলগ্রহান্ বহুবিধানন্যাংস্তথা নাশয়েৎ *॥ ৩৮॥

রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্। তুল্যাংশং মরিচং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিদ্রুমম্॥ শঙ্খঞ্চ তুত্থং তুল্যাংশং সপ্তাহং চিত্রকদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকা॥ টঙ্গণং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তন্মুখমন্ধয়েৎ। মৃদ্ভাণ্ডে তং নিরুধ্যাথ সম্যগ্গজপুটে পচেৎ॥ আদায় চূর্ণয়েৎসর্ব্বং নির্গুণ্ড্যাঃ সপ্তভাবনাঃ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ॥ দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্। যক্ষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥ যোজয়েৎপিপ্পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈ র্ম্মরিচৈ স্তথা। মহারোগাষ্টকে কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে॥ পোট্টলীরত্নগর্ভোঽয়ং যোগবাহে নিযোজয়েৎ॥ ৩৯॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং যক্ষ্মরোগ চিকিৎসা।

মধ্যে পিণ্ডটী স্থাপন করিয়া পাত্রটীর মুখ রুদ্ধ করিবে এবং চারি প্রহর কাল জ্বাল দিবে। পরে শীতল হইলে ঔষধ পিণ্ডটী চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত হিরকভস্ম একতোলা অথবা সমস্ত ঔষধের সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২।৩ রতি পরিমাণে লইয়া মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত কিম্বা পিপুল চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা, গুল্ম, জ্বর, বিদ্রধি, মন্দাগ্নি, স্বরভেদ, কাস, অরুচি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৮॥

রত্নগর্ভ পোট্টলী।

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীস, লৌহ, তাম্র, মরিচ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, শঙ্খ, তুঁতে; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চিতার রসে সপ্তাহকাল মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিবে এবং আকন্দের ক্ষীরের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কড়ির মুখ রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর উক্ত কড়িগুলি একটী মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করিবে এবং উহা গজপুটে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে কড়িগুলি খলে রাখিয়া চূর্ণ করিবে এবং নিসিন্দা-পাতার রসে সাতবার, আদার রসে সাতবার এবং চিতার রসে একুশবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি রতি পরিমাণে পিপুল চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত অথবা মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মা, বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদর, ভগন্দর, অর্শ, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, জ্বর ও অতীসার রোগ প্রশমিত হয়॥ ৩৯॥

যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

---

* মহামৃগাঙ্করসে শুদ্ধং চতুঃষষ্টি বিভাগতো বজ্রমিতি পাঠান্তরং দৃশ্যতে

কাসরোগ-চিকিৎসা।

বাস্তুকোবায়সীশাকং মূলং সুনিষণ্ণকম্। স্নেহাস্তৈলাদয়োভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসগৌড়িকাঃ ॥ দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেব চ। শস্যতে বাতকাসে তু স্বাদ্বম্ললবণানি চ ॥ গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালি-যবগোধূমষষ্টিকান্। রসৈর্ম্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্ব্বা ভোজয়েদ্ধিতান্ ॥ ১ ॥ শটীশৃঙ্গীকণাভার্গীগুড়বারিদযাসকৈঃ। সতৈলৈর্ব্বাত-কাসঘ্নোলেহোঽয়মপরাজিতঃ ॥ ২ ॥ পিত্তকাসে তনুকফে তিক্তৈ-র্ব্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্ ॥ মধুরৈর্জ্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ। মুদ্গাদিযূষৈঃ শাকৈশ্চ তিক্তকৈর্ম্মাত্রয়া হিতাঃ ॥ ৩ ॥ দ্রাক্ষামধুক-খর্জ্জূরং পিপ্পলীমরিচান্বিতম্। পিত্তকাসহরং হ্যেতল্লিহ্যান্মাক্ষিক-সর্পিষা ॥ ৪ ॥ বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনম্। যবান্নৈঃ

বাতকাসীর চিকিৎসা।

বাস্তুক (বেতশাক), বায়সী (কাকমাচীশাক), মূলক (কচিমূলা) ও সুনিসন্নকশাক (সুষনীশাক) বাতজনিত কাসরোগীর পক্ষে উপকারী; স্নেহদ্রব্যের মধ্যে তৈল ও ঘৃত হিতকর; দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, কাঁজি, অম্লফল প্রশস্ত; মদ্যের মধ্যে গৌড়িক ও প্রসন্না পেয়; রসের মধ্যে স্বাদু, অম্ল ও লবণরস পথ্য; মাংসের মধ্যে গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (কচ্ছপাদি) ও ঔদক (শামুক) প্রভৃতির মাংস এবং শালি, যব, গোধূম ও যষ্টিকধান্যের অন্ন এবং মাষকলাই, শূকশিম্বির যূষ হিতকর। ১।

শটী, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী) পুরাতনগুড়, মুথা ও দুরালভা; এই দ্রব্য-গুলি সমভাগে পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণদ্রব্য দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতজনিত কাস নিশ্চয়ই প্রশমিত হইয়া থাকে। ২।

পিত্তকাস চিকিৎসা।

পিত্তজ কাসরোগে কফের তরলাবস্থায় চিনিমিশ্রিত তেউড়ীর চূর্ণ এবং গাঢ় কফে তিক্তদ্রব্য মিশ্রিত তেউড়ীর চূর্ণ রোগীকে সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া দেওয়া উচিত। পরে মধুরগণ (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমষ্টে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া চারিসের জলের সহযোগে সিদ্ধ করিবে এবং দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত জাঙ্গলপ্রাণীর (বন্যপ্রাণীর) মাংস ৮তোলা বা ১৬তোলা সিদ্ধ করিবে, জলীয়াংশ একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া মাংস ক্বাথ লইবে। সেই মাংসের যূষের সহিত শ্যামাক, যব বা কোদ্রব (কোদ) ধান্যের অন্ন আহার করিতে দিবে এবং মুগ প্রভৃতির যূষ ও তিক্ত শাকের সহযোগে শ্যামাক প্রভৃতি তণ্ডুলান্নও আহারার্থ দেওয়া যাইতে পারে। এ স্থলে মাংসযূষে লবণের উল্লেখ না থাকিলেও যথা প্রয়োজন সৈন্ধবলবণ দেওয়া যাইতে পারে, অন্যথা উহা অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু, খর্জ্জূর (পিণ্ডখেজুর), পিপুল ও মরিচ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ দুইআনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তজ কাস নিবারিত হয় ॥ ৪ ॥

কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কপঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ ॥ ৫ ॥ পার্শ্বশূলে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে। পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ ॥ ৬ ॥ স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেন সমন্বিতম্। পায়য়েচ্ছ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায়কফাপহম্ ॥ ৭ ॥ কণ্টকারীকৃতঃ কাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা ॥ ৮ ॥ বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্ ॥ স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম্ ॥ ৯ ॥ বাসকস্বরসঃ পেয়োমধুযুক্তো-হিতাশিনা ॥ পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ বাসায়াঃ স্বরসং পূতং কণামাক্ষিকসংযুতম্ ॥ অভ্যাসান্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যকাসরোগতঃ ॥ ১১ ॥ সমূলং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীচূর্ণকং হরেৎ ॥ কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুযুক্তং দ্বিজোত্তম ॥ ১২ ॥ তদ্বৎ

শ্লেষ্মজ কাসচিকিৎসা।

শ্লেষ্মজনিত প্রবল কাসরোগে রোগীকে প্রথমতঃ বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা রোগের মূলীভূত কারণ নিঃসারিত করিয়া ফেলা উচিত। পরে কফনাশক কটু (ঝাল), রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্যের সহিত যবের মণ্ডাদি রোগীর আবশ্যক হইলে আহারার্থ প্রয়োগ করিবে। পিপুল ও যবক্ষার যুক্ত কুলথ কলায়ের বা মূলকের যূষ কিম্বা কটু দ্রব্যের (মরিচের) সহযোগে মাংস রসের সহিত লঘু অন্ন আহার করিতে দিবে ॥ ৫ ॥

বিল্ব, শ্যোণাক (নাও শোণা), গাম্ভারী, পাকল, গণিয়ারি, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। ইহা সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হইয়া থাকে। (এই যোগটী শ্লেষ্মঘটিত কাস বা কাসযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকারী, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে) ॥ ৬ ॥

আদার রসের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও কফ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

মিশ্রদোষজ কাসচিকিৎসা।

কণ্টকারী দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত কাথের সহিত পিপুলের গুড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বহেড়া ঘৃতাক্ত করিয়া গোময় দ্বারা বেষ্টন করিয়া ঘুঁইটার আগুণে দগ্ধ করিয়া লইবে। এই রূপে সুপক্ক হইলে বীজ ছাড়াইয়া খোসা মুখে ধারণ করিলে নিশ্চয়ই কাসরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৯ ॥

পথ্যাশী ব্যক্তি বাসক পত্রের রস মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ কাসরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। উহাদ্বারা রক্তপিত্ত রোগেও সবিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে ॥১০॥

বাসকের রসের সহিত পিপুল চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে অসাধ্য কাসরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

মূলের সহিত চিতার চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ক্রব্যাদজং মাংসং কৌলিঙ্গং মাংসমেব বা। অসাধ্যাম্মুচ্যতে ভুক্ত্বা কাসাদভ্যাসযোগতঃ ॥ ১৩ ॥ মুস্তকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা সংপক্ববৃহতী-ফলম্। ঘৃতক্ষৌদ্রযুতো লেহঃ ক্ষয়কাসনিবর্হণঃ ॥ ১৪ ॥

মরিচাদ্যং চূর্ণম্।

কর্ষঃ কর্ষার্দ্ধমথোপলং পলদ্বয়ং তথার্দ্ধকর্ষশ্চ ॥ মরিচস্য পিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশূকানাম্। সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ সর্ব্ববৈদ্যবিনির্ম্মুক্তাঃ ॥ অপি পূয়ং ছর্দ্দিযুতাং তেষামিদমৌষধং পথ্যম্ ॥ ১৫ ॥

সমশর্করচূর্ণম্।

লবঙ্গং জাতীফলপিপ্পলীনাং ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমমীষাম্। পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দদ্যাৎ পলানি চত্বারি মহৌষধস্য ॥ সিতা সমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য রোগানিমানাশু বলান্নিহন্যাৎ। কাসজ্বরারোচকমেহ-গুল্মশ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীপ্রদোষান্ ॥ ১৬ ॥

সংশমনযোগাঃ।

মনঃশিলালমরিচমাংসীমুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ। ধূমং ত্র্যহঞ্চ তস্যানু-সগুড়ঞ্চ পয়ঃপিবেৎ ॥ এষ কাসান্ পৃথগ্ দ্বন্দ্ব সর্ব্বদোষসমুদ্ভবান্।

ক্রব্যাদ মাংস (ব্যাঘাদির মাংস) ও কৌলিঙ্গ মাংস কিছুদিন সেবন করিলে অসাধ্য কাসরোগ হইতেও মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

মুথা, পিপুল, কিস্‌মিস্ ও বৃহতীরফল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পৃথক পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে ক্ষয়কাস অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মরিচাদ্যচূর্ণ।

মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, দাড়িমবীজচূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় ১৬ তোলা ও যবক্ষার একতোলা; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইআনা বা চারিআনা মাত্রায় সেবন করিলে অসাধ্য কাসরোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ নিষ্ফল হইতে প্রায় দেখা যায় না ॥ ১৫ ॥

সমশর্কর চূর্ণ।

লবঙ্গচূর্ণ ২ তোলা, জাতীফলচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠ ৩২ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান চিনি মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সংশমনযোগ।

মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামংসী, মুথা, ইঙ্গুদীফলের শাঁস; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া বর্ত্তি (চুরট) প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিবে এবং ধূমপানান্তে ইক্ষুগুড় মিশ্রিত দুগ্ধপান করিবে। ধূমপানান্তে গুড় মিশ্র দুগ্ধপানের আবশ্যকতা এই যে, ধূমের তীক্ষ্ণতা বশতঃ ওজধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মহান্ অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে.

শতৈরপি প্রয়োগানাং সাধয়েদপ্রসাধিতান্ ॥১৭॥ মনঃশিলা-লিপ্তদলং বদর্য্যা উপশোষিতম্। সক্ষীরং ধূমপানঞ্চ মহাকাসনিবর্হনম্ ॥ ১৮ ॥

কণ্টকারীঘৃতম্।

অর্কছল্লশিলে তুল্যে ততোর্দ্ধেন কটুত্রিকম্। চূর্ণিতং বহ্নিনিঃক্ষিপ্তং পিবেদ্ধূমস্তু যোগবিৎ ॥ ভক্ষয়েদথ তাম্বুলং পিবেদ্দুগ্ধমথাম্বু বা। কাসাঃ পঞ্চবিধা যান্তি শান্তিমাশু ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
তিন্তিড়ীপত্রজঃ ক্বাথো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ। দুষ্টকাসং জয়ত্যাশু তৃণবৃন্দমিবানলঃ ॥ ২০ ॥ শিলার্কক্ষীরৈর্বার্ত্তাকীং ত্বচমাশু ভাবিতাং। শুষ্কাং কৃত্বা বিধিনা পায়য়েচ্চ ভিষগ্বরঃ ॥ ২১ ॥

কণ্টকারীঘৃতম্।

ঘৃতং রাস্না বালা ব্যোষশ্বদংষ্ট্রাকল্কপাচিতম্॥ কণ্টকারীরসে পানাৎপঞ্চকাস নিসূদনম্ ॥ ২২ ॥

তন্নিবারণার্থ উহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত নিয়মে তিন দিবস ধূমপান করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ অন্তর্হিত হয় ॥ ১৭ ॥

মনঃশিলা জলের সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা বদরীপত্র (কুলপত্র) লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে উক্ত পত্র দ্বারা বর্ত্তি (চুরট) প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিবে এবং ধূমপানান্তে দুগ্ধ পান করিলে প্রবল কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

আকন্দের মূলের ছাল এবং মনঃশিলা সম পরিমাণ, উভয়ের অর্দ্ধ পরিমাণ মিলিত মরিচ, পিপুল, শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নলদ্বারা সেই ধূম পান করিবে, ধূমপানান্তে দুগ্ধ বা জল পান করিয়া তাম্বুল সেবন করিবে। এইরূপ ধূম আচরিত হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ নিবারিত হয় ॥ ১৯ ॥

তেঁতুলপাতা দুইতোলা পরিমাণে লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিং দুইরতি এবং সৈন্ধবলবণ ৪রতি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে দূষিত কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

মনঃশিলা ও আকন্দের ক্ষীর, উভয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বার্ত্তাকু (বেগুন) আর্দ্র করিয়া শুষ্ক করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ধূমপান করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২১ ॥

কণ্টকারী ঘৃত।

গব্যঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য,—রাস্না, বেড়েলা (বাইরকলী), মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের লইয়া কুট্টিত করিয়া লইবে। পরে ঘৃত অগ্নিসন্তাপে গালাইয়া তাহাতে উক্ত কল্কদ্রব্য ও জল কিয়ৎ পরিমাণে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর কণ্টকারী ৮ সের বা সাড়ে বারসের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে দিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে কাসরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ব্যাঘ্রীহরীতকী।

সমূলপুষ্পচ্ছদকণ্টকার্য্যাস্তুলাং জলদ্রোণপরিপ্লুতাঞ্চ। হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদথাত্র পক্ত্বা চরণাবশেষং ॥ গুড়স্য দত্ত্বা শতমেতদগ্নৌ বিপক্কমুত্তার্য্য ততঃসুশীতে। কটুত্রিকঞ্চ দ্বিপলপ্রমাণং পলানি ষট্‌পুষ্পরসস্য তত্র ॥ ক্ষিপেচ্চতুর্জ্জাতপলং যথাগ্নি প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ। বাতাত্মকং পিত্তকফোদ্ভবঞ্চ দ্বিদোষকাসানপিচ ত্রিদোষান্। ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ক্ষতজঞ্চ হন্যাৎসপীনসং শ্বাসস্বরক্ষয়ঞ্চ। যক্ষ্মাণমেকাদশমুগ্ররূপং ভৃগূপদিষ্টংহি রসায়নং স্যাৎ ॥ ২৩ ॥

বাসাবলেহঃ।

বাসকস্বরসপ্রস্থে মাণিকা সিতশর্করা। পিপ্পলী দ্বিপলং দত্ত্বা সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ। লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্। দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো মাত্রয়া লেহমুত্তমম্ ॥ নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসং সুদারুণম্। পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরন্তথা ॥ ২৪ ॥

তালীশাদ্যোমোদকঃ।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা। যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে ॥ পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা। কাসশ্বাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্ ॥ হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগপ্লীহ-

ব্যাঘ্রী হরী•কী।

মূল, পুষ্প ও পত্রযুক্ত কণ্টকারী সাড়ে বারসের, ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং একশত হরীতকী বস্ত্রখণ্ডে পুটুলী বদ্ধ করিয়া উহাতে দিবে। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে জলীয়াংশ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া হরীতকীর পুটুলীটী উঠাইয়া রাখিয়া দিবে এবং ক্বাথ ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত ক্বাথের সহিত সাড়ে বারসের ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিবে এবং উক্ত হরীতকী গুলি বস্ত্রখণ্ড হইতে গ্রহণ করিয়া উহাতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে গাঢ় হইয়া আসিলে তাহাতে মরিচচূর্ণ ১৬ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজপত্র ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইতোলা পরিমাণে প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ৪৮ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া কাঁচপাত্রে বা ঘৃতাক্ত মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে কাস, পীনস, শ্বাস, উরঃক্ষত এবং একাদশ লক্ষণাক্রান্ত অসাধ্য যক্ষ্মারোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন কালে একটী করিয়া হরীতকী সেবন করিতে হয় ॥ ২৩ ॥

বাসাবলেহ।

বাসকের রস ৪ সের, চিনি একসের ও ঘৃত ১৬ তোলা; প্রথমতঃ এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে মধু ৬৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে যক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও হৃদয়ের শূল বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

তালীশাদ্য মোদক।

তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, দারুচিনি অর্দ্ধ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, ছোট এলাচি অর্দ্ধতোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে

শোথজ্বরাপহম্। ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥ কল্পয়েদ্গুড়িকাশ্চৈতচ্চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্। গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরা স্মৃতা॥ পৈত্তিকে গ্রাহয়ন্ত্যেকে শুভয়া বংশলোচনাম্। বিশেষণং হি পিপ্পল্যা অন্যত্র পৈত্তিকাচ্ছুভা॥ ২৫॥

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধ সূতস্য ভাগৈকং ভাগৌ দ্বৌ গন্ধকস্য চ। ভাগদ্বয়ং মৃতং তাম্রং মরিচং দশভাগিকম্॥ মৃতাভ্রস্য চতুর্ভাগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ। অম্লেন মর্দ্দয়েৎসর্ব্বং মাষৈকং বাতকাসনুৎ। অনুপানং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্ব্বিভিতকফলত্বচম্॥ ২৬॥

অমৃতার্ণবরসঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহঞ্চ টঙ্গণম্। রাস্না বিড়ঙ্গং ত্রিফলা দেবদারু কটুত্রিকম্॥ অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষঞ্চাপি বিচূর্ণয়েৎ। দ্বিগুঞ্জং বাতকাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবম্॥ ২৭॥

চন্দ্রামৃতা বটী।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্যজীরকসৈন্ধবম্। প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীক্ষীরেণ গোলয়েৎ॥ রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং

গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর চিনি ৩২ তোলা জল অর্দ্ধসেরের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, এবং উহা গাঢ় হইয়া আলোড়ন দণ্ডে তাঁরের ন্যায় লম্বমান হইতে লাগিলে চূর্ণ দ্রব্যগুলি প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং ঘৃতাক্ত হস্তে মোদক (লাড়ু) পাকাইয়া কাঁচপাত্রে বা ঘৃতাক্ত মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ অগ্নি সংযোগে পাক না করিয়া কেবল চিনির সহযোগে চূর্ণ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধ দুইআনা বা একসিকি পরিমাণে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অরুচি, প্লীহা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, শোষ, জ্বর, ছর্দ্দি ও অতীসার প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়॥ ২৫॥

পঞ্চামৃত রস।

শোধিত পারদ একতোলা শোধিত গন্ধক দুইতোলা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া লইবে। তাম্রভস্ম দুইতোলা, মরিচ দশতোলা, অভ্রভস্ম চারিতোলা, বিষ একতোলা; এই দ্রব্যগুলি একত্র অম্লদ্রব্য দ্বারা (ছোলঙ্গলেবুর রসদ্বারা) পেষণ করিয়া একআনা বা দুই আনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া মধু ও বহেড়াফলের ছালের সহিত সেবন করিলে বায়ুজনিত কাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৬॥

অমৃতার্ণব।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে লইয়া কজ্জলী করিয়া লইবে। লৌহ, সোহাগার খৈ, রাস্না, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, কটুত্রিক (ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ,) গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ক্ষৌদ্র (কণ্টকারী) ও বিষ; প্রত্যেকে একতোলা; একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত কাসরোগ প্রশান্ত হয়॥ ২৭॥

চন্দ্রামৃত বটী।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, ধনিয়া, জীরা, সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকে একতোলা, শোধিত পারদ দুইতোলা, শোধিত গন্ধক দুইতোলা, একত্র কজ্জলী করিয়া

কার্ষিকং শুভম্। টঙ্গণস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম্॥ নবগুঞ্জা-প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্‌ভিষক্। প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বা-মৃতেশ্বরম্॥ একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসপ্লুতাম্। নীলোৎপলরসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা॥ পিপ্পল্যা মধুনা বাপি শৃঙ্গবেররসেন বা। হন্তি পঞ্চবিধং কাসং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্॥ বাত-শ্লেষ্মোদ্ভবং দোষং পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি নানাদোষসমুদ্ভবম্॥ রক্তনিষ্ঠীবনঞ্চাপি জ্বরং শ্বাসসমন্বিতম্। তৃষ্ণাং দাহং ভ্রমং হন্তি জঠরাগ্নিপ্রদীপনী॥ বলবর্ণকরী হ্যেষা প্লীহগুল্মো-দরাপহা। আনাহক্রিমিহৃৎপাণ্ডুজীর্ণজ্বরবিনাশিনী॥ ইয়ং চন্দ্রামৃতা নাম চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতা। বাসা গুড়ূচী ভার্গী চ মুস্তকং কণ্ট-কারিকা। ভোজনান্তে প্রকর্ত্তব্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী॥ ২৮॥

শ্রীডামরানন্দাভ্রম্॥

অভ্রস্যামলমারিতস্য তু পলং ক্ষুদ্রাটরূষাস্থিরাঃ, বিল্বশ্যোণাকপাটলা-কলসিকাঃ সব্রহ্মযষ্ট্যার্দ্রকাঃ। চিত্রগ্রন্থিকগোক্ষুরং সচবিকং মার্গাত্ম-গুপ্তান্বিতং, সত্ত্বৈর্ম্মর্দ্দিতমেকশশ্চ পলিকৈ গুঞ্জার্দ্ধকং ভক্ষিতম্॥ কাসং পঞ্চবিধং স্বরাময়মুরোঘাতঞ্চ হিক্কাং জ্বরং, শ্বাসং পীনসমেহ-গুল্মমরুচিং যক্ষ্মাম্লপিত্তক্ষয়ম্। দাহং মোহমশেষদোষজনিতং শূলং বলাসং ক্রিমিং, ছর্দ্দিপাণ্ডুহলীমকং গলগদং বিস্ফোটকং কামলাম্। মন্দাগ্নিং গ্রহণীক্ষয়ঞ্চ যকৃতং প্লীহানমর্শাংসি ষট্, হন্যাদামকফোদ্ভবা-নপি গদান্ শ্রীডামরানন্দাভ্রকং। বল্যং বৃষ্যমশেষদোষহরং ধাতুপ্রদং কামিনাং। মেধ্যং হৃদ্যরসায়নং হরমুখাজ্জ্ঞাত্বা মহাভাবিতম্। ২৯॥

লইবে, লৌহ দুইতোলা, সোহাগার খৈ আটতোলা ও মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা; এই দ্রব্যগুলির মধ্যে যে গুলি চূর্ণ করিয়া লওয়া উচিত, সেইগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া নয়রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী রক্তোৎপলের রস, নীলোৎপল বা কুলথের ক্বাথ, পিপুলের গুড়া ও মধুর সহিত অথবা আদার রসের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ, জ্বর, রক্তবমন, শ্বাস, পিপাসা, জ্বালা, ভ্রম, প্লীহা, উদর, আনাহ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৮॥

শ্রীডামরানন্দাভ্র।

অভ্রভস্ম, রক্তচিতারমূল, গ্রন্থিক (পিপুলমূল), গোক্ষুর, চই, মার্গ (আপাঙ্গ), শূকশিম্বী (আলকুশী) প্রত্যেকে আটতোলা; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রস্তরময় খলে রাখিবে। তদনন্তর কণ্টকারী, বাসক, শালপর্ণী, বেলছাল, শ্যোণা (নাওশোণা), পারুল, কলসী (পৃশ্নিপর্ণী), ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী) ও আদা, ইহাদের প্রত্যেকের রস আটতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া অর্দ্ধরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা কাস, স্বরভেদ, উরুস্তম্ভ, হিক্কা, জ্বর, শ্বাস, পীনস, মেহ, গুল্ম, অরুচি, যক্ষ্মা, অম্লপিত্ত, জ্বালা, মূর্চ্ছা, শূল, ক্রিমি, বমন, পাণ্ডু, হলীমক, গলরোগ, বিস্ফোট, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, ক্ষয়, যকৃৎ, প্লীহা ও অর্শ রোগ নাশক॥ ২৯॥

রসায়নাধিকারোক্তং শৃঙ্গারাভ্রমপ্যত্র দেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

মহাকালেশ্বররসঃ।

মৃতলৌহং মৃতং বঙ্গং মৃতার্কং মৃতমভ্রকম্ ॥ শুদ্ধং সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ মাক্ষিকং হিঙ্গুলং বিষম্। জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলা নাগকেশরম্ ॥ উন্মত্তস্য চ বীজানি জয়পালঞ্চ শোধিতম্। এতানি সমভাগানি মরিচং হরনেত্রকম্ ॥ সর্ব্বদ্রব্যং ক্ষিপেৎ খল্লে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ। শক্রাসনস্য স্বরসৈ র্ভাবয়েদেকবিংশতিম্ ॥ গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যা আর্দ্রকস্য রসৈর্যুতা। তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধেষু পথ্যং দেয়ং যথোচিতম্ ॥ পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং রাজযক্ষ্মাণমেব চ। সন্নিপাতং কণ্ঠরোগমভি-ন্যাসমচেতনম্। মহাকালেশ্বরোহন্তি কাল্লনাথেন ভাষিতঃ ॥ ৩০ ॥

বিজয়ভৈরবোরসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকতালকম্। বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলা গ্রন্থিককেশরম্ ॥ ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকং। এতানি সমভাগানি গুড়ং দ্বিগুণমুচ্যতে ॥ তিন্তিড়ী-বীজমাত্রেণ প্রাতঃকালে তু ভক্ষয়েৎ। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষম-জ্বরম্ ॥ অজীর্ণং গ্রহণীদোষং হন্তি পাণ্ড্বাময়ং তথা। অপানে হৃদয়ে শূলং বাতরোগং গলগ্রহম্ ॥ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো হ্যেষ রসো বিজয়ভৈরবঃ ॥ ৩১ ॥

কাসরোগে রসায়নাধিকারোক্ত শৃঙ্গারাভ্র নামক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেহেতু তদ্দ্বারা কাসরোগজনিত ক্ষয় নিবারিত হইয়া বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। সুতরাং যে কাস-রোগীর ধাতুক্ষয় বশতঃ ক্ষীণ হইয়াছে তাহার পক্ষেই ব্যবস্থেয় ॥ ৩০ ॥

মহাকালেশ্বর রস।

লৌহ, রাঙ্গ, তাম্র, অভ্র; পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোটএলাচি, নাগকেশর, ধুস্তূরবীজ, শোধিত জয়পাল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একতোলা করিয়া গ্রহণ করিবে, এবং মরিচ তিনতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত পরিমাণে লইয়া শক্রাশনের (কুড়চির) রসে পেষণ করিবে এবং উক্ত রসে একুশবার ভাবনা দিবে। ইহা দ্বারা একরত্তি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া আদার রসের সহিত সেবন করিলে কাস, ক্ষয়, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা, সন্নিপাতজ্বর, অভিন্যাসজ্বর, কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

বিজয়ভৈরব রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুথা, ছোটএলাচি, গ্রন্থিক (পিপুলমূল) নাগকেশর, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতারমূল, শোধিত জয়পালবীজ এই দ্রব্য সকল প্রত্যেকে এক তোলা, এই দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া তেঁতুলবীজের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, মেহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

কাসসংহারভৈরবোরসঃ।

রসগন্ধকতাম্রঞ্চ শঙ্খটঙ্গণলৌহকম্। মরিচং কুষ্ঠতালীশজাতীফল-লবঙ্গকম্॥ কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দণ্ডেনামর্দ্দ্য ভাবয়েৎ। ভেকপর্ণী কেশরাজনিগুণ্ডী কাকমাচিকা॥ দ্রোণপুষ্পী শালপর্ণী গ্রীষ্মসুন্দর-মেব চ। ভার্গী হরিতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈ রসৈঃ॥ বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণতঃ। বাতজং পিত্তজং কাসং দ্বন্দ্বজং চিরকালজম্॥ নিহন্তি নাত্র সন্দেহোভাস্করস্তিমিরং যথা। শ্রীমদ্-গহননাথেন কাসসংহারভৈরবঃ॥ রসোঽয়ং নির্ম্মিতোযত্নাল্লোকরক্ষণ-হেতবে। বাসা-শুণ্ঠী-কণ্টকারী-ক্বাথেন পায়য়েদ্বুধঃ॥ কাসং নানা-বিধং হন্তি শ্বাসমুগ্রং গরাপহম্। বলবর্ণকরঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদোবহ্নি-দীপনঃ॥ ৩২॥

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ। লৌহচূর্ণস্য তাম্রস্য তালকস্য বিষস্য চ॥ মনঃশিলায়াঃ ক্ষারাণাং বীজং ধস্তূরকস্য চ। মরিচস্যাপি সর্ব্বেষাং সমং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥ জয়ন্তী চিত্রকং মাণঘণ্টকর্ণোল্ল-মণ্ডুকী। শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজার্দ্রকং তথা॥ সিন্ধুবারস্য চ রসৈঃ কর্ষমাত্রৈ র্ব্বিভাবয়েৎ। কলায়পরিমাণাস্তু গুড়িকাং কারয়েদ্-ভিষক্॥ হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্। কফবাতাময়া-নুগ্রানানাহং বিড়্‌বিবন্ধতাম্॥ অগ্নিমান্দ্যারুচিং শোথমুদরং পাণ্ডু-কামলাম্। রসায়নী চ বৃষ্যা চ বলবর্ণপ্রসাদনী॥ মধুরং বৃংহণং বৃষ্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ জাঙ্গলম্। ঘৃতপক্বং সদা ভক্ষ্যং রুক্ষং তীক্ষ্ণং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩৩॥

কাসসংহার ভৈরবরস।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুষ্ঠ (কুড়), তালীশপত্র, জাতী-ফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক পদার্থ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, এবং সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া ভেকপর্ণী (থুলকুড়ি), কেশরাজ (কেশুত্যা), নিসিন্দা, কাক-মাচী, দ্রোণপুষ্পী, শালপর্ণী, গ্রীষ্মসুন্দর (গিমাশাক), বামনহাটী, হরীতকী ও বাসক, ইহাদের প্রত্যেকের পত্র হইতে দুইতোলা পরিমাণে রস লইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। তদনন্তর পাঁচ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া বাসকরস, শুঁঠের ক্বাথ বা কণ্টকারীর রসের সহিত সেবন করিলে কাস ও শ্বাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩২॥

বৃহৎ রসেন্দ্র গুড়িকা।

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্রভস্ম, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনঃশিলা, সাচিক্ষার, ধুস্তুরবীজ ও মরিচ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে, তদনন্তর জয়ন্তী, চিতা, মাণ, ঘণ্টকর্ণ, উল্লমণ্ডুকী, শক্রাশন (কুড়চি), ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, আদা ও নিসিন্দা, ইহাদের প্রত্যেকের রস দুইতোলা পরিমাণে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া কলাই পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি শোথ, উদর, পাণ্ডু ও কামলারোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

গুণমহোদধিঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চাপি বরাঙ্গকম্। তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকম্॥ পত্রং ত্রিকটুকং মুস্তং বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্। রেণুকামেলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ॥ এষাঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ॥ ভাবনা তত্র দাতব্যা গজপিপ্পলীকাম্বুভিঃ। মাত্রা চণক-তুল্যাস্তু বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা॥ হন্তি কাসং তথা শ্বাসং অর্শাংসি চ ভগন্দরম্। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাম্॥ হরেৎ সংগ্রহণীরোগানষ্টৌ চ জঠরাগ্নি চ। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈবাপ্যশ্ম-রীঞ্চ চতুর্ব্বিধাম্॥ ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ। যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগে নরো ভবেৎ কাঞ্চন-রাশিগৌরঃ॥ ৩৪॥

সমশর্করলৌহম্।

লবঙ্গং কটফলং কুষ্ঠং যমানী ত্র্যূষণং তথা। চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বাসকং কণ্টকারিকা॥ চব্যং কর্কটশৃঙ্গী চ চাতুর্জ্জাতং হরীতকী। শটী কক্কোলকং মুস্তং লৌহমভ্রং যবাগ্রজম্। সর্ব্বং প্রতি সমং চূর্ণং তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্। সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে॥ নিহন্তি সর্ব্বজং কাসং বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্। ক্ষয়কাসং রক্তপিত্তং শ্বাসমাশু বিনাশয়েৎ॥ ক্ষীণস্য পুষ্টিজননং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ৩৫॥

ভাগোত্তরগুড়িকাঃ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো ভবেৎ। ত্রিভাগা পিপ্পলী

গুণমহোদধি রস।

পারদ, গন্ধক, লোহ, বিষ, বরাঙ্গক (দারুচিনি), তাম্র, রাঙ্গ, অভ্র, ইহারা প্রত্যেকে একতোলা, তেজপত্র, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, মুথা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুকা, ছোটএলাচি, পিপুলমূল, ইহারা প্রত্যেকে দুইতোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া গজপিপুলের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া ছোলার ন্যায় বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা কাস, শ্বাস, অর্শ, ভগন্দর, হৃদয়ের-শূল, পার্শ্বশূল, কর্ণরোগ, কপালিকা (কুষ্ঠবিশেষ), গ্রহণী, উদর, প্রমেহ ও অশ্মরী নাশক। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পান ও ভোজন বিষয়ে কোন নিয়ম প্রতিপালিত না হই-লেও কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে না, সুতরাং রোগী যথেচ্ছাচারী হইয়া ঔষধ সেবন করিলেও মহো-পকার দর্শিয়া থাকে॥ ৩৪॥

সমশর্করলৌহ।

লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, চিতারমূল, পিপুলমূল, বাসক, কণ্টকারী, চই, কাকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, হরীতকী, শটী, কাকোলী, মুথা, লৌহ, অভ্র, যবাগ্রজ (যবক্ষার); এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর চূর্ণদ্রব্যের সমপরিমাণে চিনি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত মৃৎপাত্রে বা কাচপাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ একআনা পরিমাণে সেবন করিলে কাস, ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও শ্বাসরোগ আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে॥ ৩৫॥

ভাগোত্তর গুড়িকা।

পারদ একতোলা, গন্ধক দুইতোলা, পিপুল তিনতোলা, হরীতকী চারিতোলা, বহেড়া পাঁচ-

পথ্যা চতুর্ভাগা বিভীতকী॥ পঞ্চভাগাস্তথা বাসাঃ ষড়্গুণা সপ্তভাগিকাঃ। ভার্গী সর্ব্বমিদং চূর্ণং ভাব্যং বব্বোলজৈর্দ্রবৈঃ॥ একবিংশতিবারাংশ্চ মধুনা গুড়িকা কৃতা। বিভীতকপ্রমাণেন প্রাতরেকান্তু ভক্ষয়েৎ॥ কাসং শ্বাসং হরেৎ ক্ষুদ্রাক্বাথস্তদনু কৃষ্ণয়া॥৩৬॥

লক্ষ্মীবিলাসোরসঃ।

পলং বঙ্গং পলং কান্তং পলং তাম্রঞ্চ কাংস্যকম্। শুদ্ধসূতং সতালঞ্চ *তালাঙ্কুরসখর্পরম্॥ কেশরাজরসেনৈব ভাবয়েদ্দিবসত্রয়ম্। কুলত্থে স্বরসে চৈব ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ॥ এলাজাতীফলাখ্যঞ্চ তেজপত্রং লবঙ্গকম্। যমানী জীরকঞ্চৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্। নতং ভৃঙ্গং বংশগর্ভং কর্ষমাত্রন্তু কারয়েৎ। দ্রাবয়িত্বা রসেনাথ গোলয়েৎসর্ব্বমৌষধম্॥ ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা চণকপ্রমিতা তথা। শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমান্ সর্ব্বকাসনিবর্ত্তয়ে॥ মৎস্যং মাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং স্যাৎস্নিগ্ধভোজনম্। ক্ষতকাসং তথা শ্বাসং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ হলীমকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমেহকম্। অর্শোনাশং করোত্যেষ বলপুষ্টিঞ্চ কারয়েৎ॥ বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ চ ভৃষ্টদ্রব্যং হুতাশনম্। রসোলক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতম্॥ ৩৭॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং কাসচিকিৎসা।

তোলা, বাসকছাল ছয়তোলা, বাননহাটী (ব্রহ্মযষ্টিরমূল) সাততোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক বাবলার কাথ দ্বারা একুশবার ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কাস ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

লক্ষ্মীবিলাস রস।

রাঙ্গ, লৌহ, তাম্র, কাঁসা, পারদ, হরিতাল, তালের জটার ক্ষার ও খর্পর প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই দ্রব্যগুলি কেশরাজের রসে মর্দ্দন ও তিন দিবস ভাবনা দিবে। তদনন্তর কুলথকলাইয়ের ক্বাথে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিবে। পরে ছোটএলাচি, জাতীফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া তগরপাদুকা, ভৃঙ্গ (দারুচিনি), বংশলোচন এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছোলার ন্যায় বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ শীতল জলের সহিত সেবন করিলে কাস, ক্ষতকাস, শ্বাস, জ্বর, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, প্রমেহ ও অর্শরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৭॥

কাসরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

---

*তালাঙ্কুরস্তালজটা, তৎক্ষারো দাতব্য উগ্রবীর্য্যত্বাৎ

হিক্কাশ্বাসরোগ-চিকিৎসা।

হিক্কা-শ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে। স্নিগ্ধৈর্লবণ-যোগৈশ্চ মৃদুবাতানুলোমনম্॥ ঊর্দ্ধাধঃ শোধনং শক্তেদুর্ব্বলে শমনং মতম্॥ ১॥

সংশমনযোগাঃ।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্॥ কৃষ্ণা ধাত্রী সিতা শুণ্ঠী কাশীশং দধিনাম চ। পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণাখর্জ্জুর-মুস্তকম্॥ যড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধুসংযুতাঃ॥ ২॥ মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলীশর্করান্বিতা॥ নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম্॥ ৩॥ স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্টা নস্যং বালক্তকাম্বুনা॥ যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥ ৪॥ মধু সৌবর্চ্চ-

চিকিৎসাসূত্র।

চিকিৎসক হিক্কারোগী ও শ্বাসরোগীকে প্রথমতঃ সৈন্ধবযুক্ত তৈল মালিশ করাইয়া স্নিগ্ধ সেক প্রদান করিবে। পরে বলবান্ রোগী হইলে বায়ুনাশক মৃদু বমন কারক বা বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত কারণ সকল নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। আবশ্যক হইলে বলবান্ রোগীর পক্ষে বমন ও বিরেচন উভয়বিধ ক্রিয়াই করা যাইতে পারে। দুর্ব্বল রোগী হইলে দোষের পরিপাক যাহাতে হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সুতরা সেই স্থলে কেবল সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অতএব ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দুর্ব্বল রোগীর প্রতি বমন বা বিরেচন কোনরূপ ক্রিয়াই প্রয়োগ করা উচিত নহে॥ ১॥

সংশমনযোগ।

নিম্নলিখিত সংশমনযোগ ছয়টী—হিক্কারোগের বিনাশের নিমিত্ত হিক্কারোগ-প্রপীড়িত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে যথা ;—

(১) বৎসরাতীত বদরী-ফলের বীজের শস্য, সৌবিরাঞ্জন ও খৈয়ের চূর্ণ মধুর সহিত ব্যবস্থা করিবে।

(২) কট্‌কী ও কাঞ্চন গৈরিক (গেরীমাটী) সমপরিমাণে পেষণ পূর্ব্বক একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে দিবসে দুইবার মধুর সহিত সেব্য। উদরাময় থাকিলে নিষিদ্ধ।

(৩) পিপুল, আমলকী, শুঁঠ ও চিনি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা প্ররিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রয়োজ্য।

(৪) কাশীশধাতু (হীরাকশ) একতোলা এবং কদ্‌বেলের শস্য দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া একসিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দিবসে দুই তিন বার সেব্য।

(৫) পারুলফল ও পুষ্প সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া তাহা একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে দিবসে দুই তিনবার কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ব্যবস্থেয়।

(৬) পিপুল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের মাথি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রয়োজ্য॥ ২॥

মধুর সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, চিনির সহিত পিপুল চূর্ণ এবং ইক্ষুগুড়ের সহিত শুঁঠের চূর্ণ নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে হিক্কারোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু চিনি প্রভৃতি শেষোক্ত নস্য দ্বয়ে প্রয়োজনানুসারে জল মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়॥ ৩॥

মাছির বিষ্ঠা স্তন্য দুগ্ধের সহিত কিম্বা আল্‌তার জলের সহিত অথবা স্তন্য দুগ্ধের সহিত চন্দন মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৪॥

লোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ ॥ ৫ ॥ হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্ ॥ ৬ ॥ অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যস্তাং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্ ॥ ৭ ॥ সদ্য এব মহাযোগঃ কাশীমূলভবং রজঃ ॥ ৮ ॥ মাষচূর্ণভবো ধূমো হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ অসাধ্যাং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতয়ৈলাভবং রজঃ ॥ ১০ ॥ শর্করা মরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ। নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্ ॥ ১১ ॥ হিক্কাঘ্নঃ কদলীমূলরসঃ পেয়ঃ সশর্করঃ ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণামলকশুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধুসিতা যুতম্। মুহুর্মুহুঃ প্রয়োক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্ ॥ ১৩ ॥ হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি। শিখিপুচ্ছভূতিপিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্ ॥ ১৪ ॥ অভয়ানাগরকল্কং পৌষ্করযাবশূকমরিচকল্কং বা। তোয়েনোষ্ণেণ পিবেচ্ছাসী হিক্কী চ তচ্ছান্ত্যৈ ॥ ১৫ ॥ কর্ষং কলিফলচূর্ণং লীঢ়ং চাত্যন্তমিশ্রিতং মধুনা।

ছোলঙ্গ লেবুর রস দুইতোলা, মধু চারিআনা ও সৌবর্চ্চললবণ চারিআনা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হিক্কারোগ নিবারিত হয় ॥ ৫ ॥

ছাগদুগ্ধ একপোয়া, শুঁঠ দুইতোলা ও জল একসের; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র সিদ্ধ করিবে, এবং একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে হিক্কারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

একমাত্র মধু লেহণ করিয়া সেবন করিলেও হিক্কারোগ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

কাশীমূলের চূর্ণ মধুর সহিত লেহণ করিয়া সেবন করিলে হিক্কারোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মাষকলাই চূর্ণ দগ্ধ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে হিক্কারোগ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ছোট এলাচির চূর্ণ চিনির সহিত সেবন করিলে অসাধ্য হিক্কারোগ অচিরে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

চিনি ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত সেবন করিলে অসাধ্য হিক্কারোগ প্রশমিত হয় ॥ ১১ ॥

কদলী মূলের রস চিনির সহিত পান করিলে হিক্কারোগ অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হিক্কা ও শ্বাস নাশক যোগ।

পিপুল ও আমলকী চূর্ণ এবং চিনি প্রত্যেকে সম পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত রোগীকে পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা হিক্কা ও শ্বাস উভয় রোগই প্রশমিত হয় ॥ ১৩ ॥

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কা এবং অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্বাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

হরীতকী ও শুঁঠ সমভাগে কিম্বা পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), যবক্ষার ও মরিচ সমভাগে পেষণ করিয়া চারিআনা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কারোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

কলিফলের চূর্ণ (বহেড়ার চূর্ণ) মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অচিরে শ্বাস ও উৎকাসি রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১৬ ॥

অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামুদ্ধংসিকাঞ্চৈব॥১৬॥ হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শটীম্। জহ্যাত্তৈলেন বিলিহন্ শ্বাসান্ প্রাণহরানপি ॥১৭॥ গুড়ং কটুতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ। ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেন শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ ॥ ১৮ ॥ বিল্বাটরূষদলবারিসমূলশুক্লদণ্ডোৎপলদলজলং কটুতৈলমিশ্রম্। ভার্গীগুড়াদিব যত্র হতপ্রভাবস্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবঃ ॥ (বিল্ববাসকয়োঃ পত্রস্য শুক্লদণ্ডোৎপলাপত্রস্য চ স্বরসঃ কটুতৈলেন পেয়ঃ) ॥ ১৯ ॥ কুষ্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্তু পেয়ং কোষ্ণেণ বারিণা। শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসং চৈব সুদারুণম্ ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণা সৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য। যো লেঢ়ি শয়নকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্ ॥ ২১ ॥ গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্ ॥ ২২ ॥ গন্ধকঃ ঘৃতযোগেন শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্ ॥ ২৩ ॥

শৃঙ্গারাদিচূর্ণম্।

শৃঙ্গীকটুত্রয়ফলত্রয়কণ্টকারী ভার্গীপুষ্করজটা লবণানি পঞ্চ। চূর্ণং পিবেদশিশিরেণ জলেন হিক্কাশ্বাসোর্দ্ধবাতকসনারুচিপিনসেন ॥২৪॥

হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্, গুড়, রাস্না, পিপুল, শটী ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া চারিআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রাণনাশক শ্বাসরোগ নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥

পুরাতন ইক্ষুগুড় সম পরিমাণে সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন সপ্তাহ সেবন করিলে শ্বাসরোগ সমূলে বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

বিল্বপত্র ও বাসক পত্রের রস এবং শ্বেত দ্রোণপত্রের রস সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল শ্বাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বালকুমড়ার (কচি কুমড়ার) চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস ও কাসরোগ আশু নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া শয়নকালে লেহণ পূর্ব্বক সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২১ ॥

শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও মরিচচূর্ণ উভয়ে সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া একআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস ও কাস রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

একমাত্র গন্ধকচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও ক্ষয় রোগ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শৃঙ্গারাদিচূর্ণ ॥

কাকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কণ্টকারী, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ ও সামুদ্রলবণ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দুইআনা পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস, উর্দ্ধবাত, কাস, অরুচি ও পীনস রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

ভার্গীগুড়ঃ।

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমূল্যাস্তথা শতম্। শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেত্তোয়ে চতুগুর্ণে। পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্রপরিস্রুতে॥ আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়স্য ত্বভয়াং ততঃ। পুনঃ পচেন্মৃদাবগ্নৌ যাবল্লেহত্বমাগতম্॥ শীতেচ মধুনশ্চাত্র ষট্‌পলানি প্রদাপয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্॥ কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেত্ততঃ। ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং লিহেৎ॥ শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা। স্বরবর্ণপ্রদোহেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ॥ পলোল্লেখগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে। হরীতকীশতস্যাত্র প্রস্থত্বাদাঢ়কং জলম্॥ ২৫॥

শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্।

কণ্টকারীদ্বয়ং বাসামৃতাপঞ্চপলং পৃথক্। শতাবর্য্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গীদশপলানি চ॥ গোক্ষুরং পিপ্পলীমূলং পৃথক্ পলসমন্বিতম্। পাটলাত্রিপলঞ্চৈব চতুর্গুণজলে পচেৎ॥ চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ। পুরাতনগুড়স্যাত্র পলানি দশ দাপয়েৎ॥ ঘৃতস্য পঞ্চ দত্ত্বা চ দত্ত্বা দশপলং পয়ঃ। সর্ব্বমেকীকৃতং পক্ত্বা চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ॥ শৃঙ্গীদ্বিতোলকং জাতীফলং পত্রং ত্রিতোলকম্। চতু-

---

ভার্গীগুড়।

ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী) সাড়ে বারসের এবং দশমূল মিলিত সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ১১৬ সের জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে শতসঙ্খ্যক হরীতকী বস্ত্রখণ্ডে পুটুলীবদ্ধ করিয়া দিবে। জলীয়াংশ ২৯ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে এবং উক্ত ক্বাথের সহিত পুরাতন ইক্ষুগুড় সাড়ে বারসের মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, আর হরীতকী গুলি বস্ত্র হইতে লইয়া উক্ত ক্বাথে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে চুল্লী হইতে নামাইয়াই হউক বা চুল্লীতে থাকিতেই হউক উহাতে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, ছোট এলাচি ও তেজপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ আটতোলা পরিমাণে দিবে এবং যবক্ষার (সোরা) ৪ তোলা দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৪৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ হরীতকী একটী এবং ঔষধ চারিআনা পরিমাণে সেবন করিলে শ্বাস ও কাসরোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৫॥

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত।

কণ্টকারী, বৃহতী (ব্যাকুড়), বাসক, গুলঞ্চ ইহারা প্রত্যেকে ৫ পল (৪০ তোলা), শতমূল ১৫ পল (১২০ তোলা), ব্রহ্মযষ্টি (বামন হাটী) দশপল (৮০ তোলা), গোক্ষুর একপল (৮ তোলা), পিপুল মূল একপল (৮ তোলা), পারুল তিনপল (২৪ তোলা); এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিলে ৫০ পল হয়, সুতরাং ঐ দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া চারিগুণ জলে অর্থাৎ ২০০ পল (২৫ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া সওয়া ছয়সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত পুরাতন ইক্ষুগুড় দশপল (৮০ তোলা), ঘৃত ৫ পল (৪০ তোলা) এবং দুগ্ধ দশপল (৮০ তোলা) মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। কাকড়াশৃঙ্গী দুই তোলা, জাতীফল তিনতোলা, তেজপত্র তিন তোলা, লবঙ্গ চারিতোলা, বংশলোচন

স্তোলং লবঙ্গঞ্চ তুগাক্ষীরী পৃথক্ পৃথক্॥ গুড়ত্বগেলে চ তথা তোলকদ্বয়মানকে। কুষ্ঠতোলচতুষ্কঞ্চ শুণ্ঠ্যাস্তোলকসপ্তকম্॥ পিপ্পল্যাঃ পলমেকঞ্চ তালীশং তোলকত্রয়ম্। জাতীকোষং তোলকৈকং শীতে চ মধুনঃ পলম্॥ ততঃ খাদ্যঞ্চ কর্ষৈকমনুপানবিধিং শৃণু। কাষ্ঠমার্জ্জারিকাচূর্ণং মরিচং তচ্চতুর্গুণম্॥ একীকৃত্য বটীং কুর্য্যাচ্চতুর্মাষমিতাং ভিষক্। তাসামেকাং চর্ব্বয়িত্বা পিবেদনু জলং কিয়ৎ॥ শৃঙ্গীগুড়ঘৃতং নাম সর্ব্বরোগহরং পরম্। অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং শ্বাসং হন্তি সুদারুণম্॥ কাসং পঞ্চবিধং হন্তি বিবিধোপদ্রবান্বিতম্। রক্তপিত্তং ক্ষয়ঞ্চৈব স্বরভঙ্গমরোচকম্॥ বিশেষাচ্চিরকালোত্থং শ্বাসং হন্তি সুদুস্তরম্॥ ২৬॥

ভার্গীশর্করা।

ভার্গ্যাঃ শতার্দ্ধং বাসায়াঃ কণ্টকার্য্যাঞ্চ পাচয়েৎ। তুলামিতং জলং দত্ত্বা নিশাচরচতুষ্টয়ম্॥ জলাঢ়কে পচেত্তেন চতুর্থমবশেষয়েৎ। বস্ত্রপূতঞ্চ তৎসর্ব্বং সিতাপ্রস্থং ততঃ ক্ষিপেৎ॥ উষ্ণেঽবতারিতে তত্র চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং তালীশং নাগকেশরম্॥ ভার্গী বচা শ্বদংষ্ট্রা চ ত্বগেলাপত্রজীরকম্। যমানী চাজমোদা চ বাংশীকৌলত্থজং রজঃ॥ কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কোলমাত্রং

চারিতোলা, দারুচিনি দুইতোলা, ছোটএলাচি দুইতোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও জয়ত্রী একতোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। পরে উক্ত দ্রব্য গাঢ় হইয়া আসিলে উক্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি তাহাতে প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা পূর্ব্বক অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। কাষ্ঠমার্জ্জারিকার চূর্ণ একভাগ এবং মরিচ চূর্ণ চারিভাগ একত্র পেষণ পূর্ব্বক অর্দ্ধতোলা বা চারিআনা মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিয়া ঔষধ সেবনান্তে ঐ বটীর একটী চর্ব্বন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে জল পান করিবে। ইহাতে অসাধ্য শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, স্বরভঙ্গ ও অরুচি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধটী শ্বাস রোগীর পক্ষে মহোপকারী॥ ২৬॥

ভার্গী শর্করা।

ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), বাসক ও কণ্টকারী ইহাদের সমভাগে সমস্তে ৫০ পল (সওয়া ছয়সের) গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ২৫ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সওয়া ছয় সের অবশিষ্ট থাকিতে নমাইবে এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে; তৎপরে নিশাচর (বাঁদুরের মাংস) ৪ পল (৩২ তোলা) গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, তদনন্তর সমস্ত ক্বাথ একত্র করিয়া তাহার সহিত চিনি চারি সের মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, তালীশপত্র, নাগকেশর, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), বচ, গোক্ষুর, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র, জীরা, যমানী, অজমোদা (খোরাসানী যমানী), বংশলোচন, কুলত্থকলাই, কট্‌ফল, কুড় ও কাকড়াশৃঙ্গী; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে ক্রমশঃ দিবে এবং উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া

ক্ষিপেত্ততঃ। শীতে ক্ষৌদ্রং প্রদাতব্যং কুড়বার্দ্ধং শুভে দিনে॥ লিহেৎ পিচুমিতং নিত্যং প্রাতর্বাক্যানুপানতঃ। হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসমেব সুদারুণম্॥ যক্ষ্মাণং হন্তি হিক্কাঞ্চ জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি। রোগানেতান্নিহন্ত্যাশু বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ২৭॥

ডামরেশ্বরাভ্রম্।

মেচকং পলমিতং মৃতমভ্রং ব্রহ্মযষ্টিকনকামৃতবাসাঃ। কাসমর্দ্দবননিম্বকচব্যং গ্রন্থিকং দহনমূলসমেতম্॥ একশশ্চ পলিকৈরিহ সত্ত্বৈর্মর্দ্দিতং সুবলিতংগুরুহিক্কাং। কাসশ্বাসমুদরং চিরমেহান্ পাণ্ডুগুল্মযকৃতং গলরোগং॥ শোথমোহনয়নাস্যজরোগং যক্ষ্মপীনসগরং বলসাদম্। গণ্ডমণ্ডলবমিভ্রমিদাহং প্লীহশূলবিষমজ্বরকৃচ্ছ্রং॥ হন্তি বাতকফপিত্তমশেষং ডামরেশ্বরমিদং মহদভ্রম্॥ ২৮॥

মহাশ্বাসারিলোহম্।

কর্ষদ্বয়ং লৌহচূর্ণম্ কর্ষার্দ্ধমভ্রমেব চ। সিতা কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মধু কর্ষদ্বয়ং তথা॥ ত্রিফলা মধুকং দ্রাক্ষা কণা কোলাস্থিবংশজা। তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গমেলাপুষ্করকেশরম্॥ এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ সমাংশিকম্। লৌহে চ লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥ ততো মাত্রাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রে বুদ্ধ্বা দোষবলাবলম্। ইদং শ্বাসারিলৌহঞ্চ মহাশ্বাসং বিনাশয়েৎ॥ কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্॥ নিহন্তি নাত্র সন্দেহোভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ২৯॥

নামাইবে। পরে শীতল হইলে উহার সহিত মধু অর্দ্ধসের বা একপোয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে শ্বাস, কাস, পুরাতন জ্বররোগ নিবারিত হয়॥ ২৭॥

ডামরেশ্বরাভ্র।

কৃষ্ণাভ্র ভস্ম, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), কনক (ধুতুরারবীজ), গুলঞ্চ, বাসক, কাসমর্দ্দ (কালকাসন্দ), মহানিম, চই, গ্রন্থিক (পিপুলমূল) ও রক্তচিতারমূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া খলে রাখিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ দুইআনা বা একসিকি পরিমাণে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, উদর, মেহ, পাণ্ডু, গুল্ম, যকৃৎ, গলরোগ, শোথ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, যক্ষ্মা, পীনস, গণ্ড, মণ্ডল, বমি, ভ্রমি, দাহ, প্লীহা, শূল, বিষমজ্বর ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

মহাশ্বাসারি লৌহ।

লৌহভস্ম ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, বদরাস্থি (কুলআটির শাঁস), বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচি, কুড়, নাগকেশর, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে। এই সমস্ত দ্রব্যগুলি লৌহপাত্রে রাখিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে মহাশ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হয়॥ ২৯॥

পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্।

পিপ্পল্যামলকীদ্রাক্ষাকোলাস্থিমধুশর্করা। বিড়ঙ্গপুষ্করৈর্যুক্তং লৌহং হন্তি সুদারুণম্॥ হিক্কাং ছর্দ্দিং মহাশ্বাসং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ। (সর্ব্বংচূর্ণসমলৌহং হিক্কায়ামতিপ্রশস্তম্) ॥ ৩০ ॥

শ্বাসকুঠারোরসঃ।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্গং শিলোষণকটুত্রিকম্। সর্ব্বং সংমর্দ্য দাতব্যো রসঃ শ্বাসকুঠারকঃ॥ বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং কাসং শ্বাসং স্বরক্ষয়ম্। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ (অত্র মরিচস্য ভাগদ্বয়ং পুনরুক্তত্বাৎ, মাত্রা রক্তিমিতা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ, আর্দ্রকরসানুপানম্) ॥ ৩১ ॥

শ্বাসকুঠারোরসঃ।

রসং বিষং সমং গন্ধং টঙ্গণং সমনঃশিলম্। এতানি সমভাগানি মরিচঞ্চাষ্টটঙ্গণাৎ॥ টঙ্গষট্কং দ্বিকটুকং খল্লে কৃত্বা বিচূর্ণয়েৎ। রসশ্বাসকুঠারোঽয়ং বিষমশ্বাসকাসজিৎ॥ প্রতিশ্যায়ঞ্চ যক্ষ্মাণমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্। হৃদ্রোগং পার্শ্বশূলঞ্চ স্বরভেদঞ্চ দারুণম্॥ সন্নিপাতং তথা তন্দ্রাং প্রমেহাংশ্চ বিনাশয়েৎ। গতা সংজ্ঞা যদা পুংসাং তদা নস্যং প্রদাপয়েৎ॥ ঘ্রাপয়েন্নাসিকারন্ধ্রে সংজ্ঞাকরণমুত্তমম্। সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদৌ চ দুঃসহাঞ্চ শিরোব্যথাম্॥ অনুপানং পর্ণরসমাদ্রকস্য রসং তথা। (টঙ্গণাদষ্টগুণমরিচং ষড়্গুণা পিপ্পলী শুণ্ঠী) ॥ ৩২ ॥

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ।

পিপুল, আমলকী, কিস্‌মিস্, বদরাস্থি (কুলের আটীর শাঁস), মধু (যষ্টিমধু বা মধু), চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড় এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হয়, তত পরিমাণ লৌহভস্ম গ্রহণ করিবে, পরে সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইআনা বা এক আনা পরিমাণে সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস ও ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩০ ॥

শ্বাসকুঠার রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগারখৈ, মনঃশিলা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া একরত্তি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত শ্বাস, কাস ও স্বরভেদরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩১ ॥

শ্বাসকুঠার রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগারখৈ ও মনঃশিলা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একতোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক খলে একত্র পেষণ করিয়া লইবে। ইহা দুইরতি বা একআনা পরিমাণে সেবন করিলে শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, যক্ষ্মা, ক্ষয়, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, স্বরভেদ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩২ ॥

শ্বাসভৈরবোরসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং মরিচং চব্যচিত্রকম্। আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ॥ গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন খাদেত্তোয়ানুপানতঃ। স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুর্জ্জয়ম্॥ (তত্রাপি মরিচস্য ভাগদ্বয়ম্)॥ ৩৩॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং হিক্কাশ্বাসরোগ চিকিৎসা।

শ্বাসভৈরব রস।

পারদ, গন্ধক, (উভয়ে কজ্জলী), বিষ, পিপুল, শুঁঠ, চই, চিতারমূল, প্রত্যেকে একতোলা, মরিচ ২ তোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, স্বরভেদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

শ্বাসকাস চিকিৎসা সমাপ্ত।

স্বরভেদরোগ-চিকিৎসা।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্। কফে সক্ষার কটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে॥ গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ। তৈর্নিষ্ক্রষ্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাস্য প্রসীদতি॥ ১॥ স্বরোপঘাতে মেদজে কফবদ্বিধিরিষ্যতে॥ ২॥ ক্ষয়জে কফজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্॥ ৩॥

চব্যাদিচূর্ণম্।

চব্যাম্লবেতসকটুত্রিকতিন্তিড়ীকতালীশজীরকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ।

স্বরভেদ চিকিৎসা।

বায়ুজনিত স্বরভেদ রোগে উষ্ণ তৈলে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ পূর্ব্বক কুলি করিবে। পিত্তজনিত রোগে ঘৃতের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে রাখিয়া কুল্লি করিবে। কফজনিত স্বরভেদ রোগে মরিচ চূর্ণ, যবক্ষার (সোরা) ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা কুল্লি করিবে, এইরূপ করিলে গলনলী, তালু, জিহ্বা ও দন্তাশ্রিত কফ নিঃসৃত হইয়া স্বর পরিষ্কৃত হয়॥ ১॥

কফজনিত স্বরভেদোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে মেদজনিত স্বরভেদের চিকিৎসা করিবে॥২॥

ক্ষয়জ ও ত্রিদোষজ স্বরভেদের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগ সাধ্য কি অসাধ্য, প্রথমতঃ তাহাই দেখা উচিত। রোগ সাধ্য হইলে ক্ষয়কাসোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে ক্ষয়জ স্বরভেদের চিকিৎসা করিবে। অপর স্বরভেদোক্ত বাত পিত্ত ও কফজের চিকিৎসোক্ত বিধানানুসারে ত্রিদোষ জনিত স্বরভেদের চিকিৎসা করিবে॥ ৩॥

চব্যাদি চূর্ণ।

চই, অম্লবেতস, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তিন্তিড়ী (তেঁতুল), তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন ও চিতারমূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া খলে রাখিয়া পেষণ করিয়া লইবে, উহার সহিত ত্রিসুগন্ধির (দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি) চূর্ণ ও সমস্ত

চূর্ণং গুড়সম্মিতং ত্রিযুগন্ধিযুক্তং বৈস্বর্য্যপীনসকফারুচিষু প্রশস্তম্ ॥৪॥ অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণয়েৎ। মধুসর্পির্যুতং লীঢ়্বা স্বরভেদমপোহতি ॥ ৫ ॥ বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতমৃষ্টং সসৈন্ধবম্ ॥ ৬ ॥ স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেতৎ প্রযোজয়েৎ। পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্ ॥ পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে ॥ ৭ ॥

ব্যাঘ্রীঘৃতম্।

ব্যাঘ্রীস্বরসবিপক্কং রাস্না বাট্যালগোক্ষুরব্যোষৈঃ॥ সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্। শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে। বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্ ॥ ৮ ॥

সারস্বতঘৃতম্।

সমূলপত্রমাদায় ব্রহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা। উদূখলে খোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥ রসে চতুর্গুণে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।

চূর্ণ দ্রব্যের সমান ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ স্বরভেদ, পীনস ও কফজনিত অরুচি নাশক ॥ ৪ ॥

অজমোদা (বনযমানী), হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার (সোরা) ও রক্তচিতার মূল, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভেদরোগ নিবারিত হয় ॥ ৫ ॥

বদরীপত্র (কুলপাতা) জলের সহিত পেষণ করিয়া সৈন্ধব ও ঘৃতের সহিত সম্ভলন (মৃদু-ভর্জন) করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত পত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহযোগে সেবন করিলে স্বরভেদ ও কাসরোগ অন্তর্হিত হয় ॥ ৬ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্তচূর্ণ পদার্থ দুই আনা পরিমাণে যথা প্রয়োজন গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কফজ স্বরভেদ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ব্যাঘ্রী ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য রাস্না, বেড়েলা (বাইরকলী), গোক্ষুর মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে এবং ব্যাঘ্রীর (কণ্টকারীর) রস (ক্বাথ) ষোলসের ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নানাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া ঘৃত পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, পরে পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। কণ্টকারীর রস সংগ্রহ হইলে ভাল নচেৎ শুষ্ক বা কাঁচা কণ্টকারী ৮ সের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া লইলেও উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে স্বরভেদ ও কাসরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সারস্বত ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের, ব্রহ্মীশাক সংগ্রহ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তাহা হইতে রস ষোলসের গ্রহণ করিবে; হরিদ্রা, আমলকী, কুড়, তেউড়ী, হরীতকী, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা; পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ, ইহারা প্রত্যেকে দুইতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত

ঔষধানি তু পেষ্যাণি তানিমানি প্রদাপয়েৎ॥ হরিদ্রামলকী-কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহরীতকী। এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ শেষাণি কার্ষিকাণি চ॥ পিপ্পল্যোঽথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা। সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য শনৈ মৃর্দ্বগ্নিনা পচেৎ॥ একত্রাশিতমাত্রেণ বাগ্বিশুদ্ধিঃ প্রজায়তে। সপ্তরাত্র প্রয়োগেন কিন্নরৈ সহ গীয়তে॥ অর্দ্ধমাসপ্রয়োগেন সোমরাজীবপুর্ভবেৎ। মাসমাত্রপ্রয়োগেন শ্রুত-মাত্রন্তু ধারয়েৎ॥ হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠাণি অর্শাংসি বিবিধানি চ॥ পঞ্চ-গুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং তথা॥ বন্ধ্যানামপি নারীণাং নরাণামল্পরেতসাম্। ঘৃতং সারস্বতং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ৯॥

ত্র্যম্বকাভ্রম্।

অভ্রং মেচকমারিতং পলমিতং ব্যাঘ্রীবলা গোক্ষুরং কন্যাপিপ্পলীমূল-ভৃঙ্গবৃষকাঃ পত্রং তথা বাদরম্। ধাত্রীরাত্রিগুড়ূচিকাপৃথগতঃ সত্বৈঃ পলাংশৈর্যুতং সংমর্দ্যাতিমনোরমং সুবলিতং কৃত্বা যদা সেবিতম্॥ বাতোত্থং কফপিত্তজং স্বরগদং যঞ্চ ত্রিদোষাত্মকং, অত্যুচ্চৈর্ব্বদতো হতং বহুবিধং পানীয়দোষোদ্ভবম্। কাসং শ্বাসমুরোগ্রহং সযকৃতং হিক্কাং তৃষাং কামলামর্শাংসি গ্রহণীজ্বরং বহুবিধং শোথং ক্ষয়ঞ্চার্ব্বুদম্। হন্তি ত্র্যম্বকমভ্রমদ্ভুততরং বৃষ্যাতিবৃষ্যং পরং বহ্নের্বৃদ্ধি-করং রসায়নবরং সর্ব্বাময়ধ্বংসি তৎ॥ ১০॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং স্বরভেদচিকিৎসা।

করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ব্রহ্মীশাকের রসগুলি প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। পরে পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করা মাত্র বাগ্বিশুদ্ধি হয়, সাত দিবস সেবন করিলে কিন্নরের সহিত গান করিবার ক্ষমতা জন্মে, ১৫ দিবস সেবন করিলে চন্দ্রের ন্যায় শরীরের কান্তি হয়; এক মাস কাল সেবন করিলে শ্রুতিধর অর্থাৎ শ্রবণ মাত্র ধারণা করিবার শক্তি জন্মে; এতদ্ভিন্ন উহাদ্বারা কুষ্ঠ, অর্শ, গুল্ম, প্রমেহ ও কাসরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে॥ ৯॥

ত্র্যম্বকাভ্র।

কৃষ্ণাভ্রভস্ম ৮ তোলা কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, কন্যা (ঘৃতকুমারী), পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, বদরীপত্র (কুলপাতা), আমলকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ; ইহাদের প্রত্যেকের রস ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া উক্ত অভ্রকে ভাবনা দিবে ও মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে সেবন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ স্বরভেদ, ত্রিদোষ জনিত স্বরভেদ, পানীয়দোষজ স্বরভেদ, কাস, শ্বাস, উরোগ্রহ, যকৃৎ, প্লীহা, পিপাসা, কামলা, অর্শ, গ্রহণী, জ্বর, শোথ, ক্ষয়, অর্ব্বুদ ও অগ্নিমান্দ্যরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১০॥

স্বরভেদ চিকিৎসা সমাপ্ত।

পঞ্চমূলীযুগাৎপৃথক্ ॥ কুট্টয়িত্বা চতুঃষষ্টিশরাবৈরম্ভসা পচেৎ। জ্ঞাত্বা পাদাবশেষেণ তেন ক্বাথোদকেন চ ॥ ক্ষীরস্যাষ্টাভিরাজ্যস্য শরাবাণাং চতুষ্টয়ম্। যষ্টীমধুকমঞ্জিষ্ঠাকুষ্ঠচন্দনপদ্মকৈঃ ॥ বিভীতকশিবাধাত্রীবৃহতীতগরপাদকৈঃ। বিড়ঙ্গদাড়িমীদেবদারুদন্তীহরেণুভিঃ ॥ তালীশকেশরশ্যামাবিশালাশালপর্ণিভিঃ। প্রিয়ঙ্গু মালতীপুষ্পকাকোলীযুগলোৎপলৈঃ ॥ হরিদ্রাযুগলানন্তামেদৈলাহরিবালুকৈঃ। সপৃশ্নিপর্ণিকৈরেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ ॥ সিদ্ধমেতদ্‌ঘৃতং যচ্চ তন্মে নিগদত শৃণু। দেবাসুরগ্রহগ্রস্তমানসে রাক্ষসক্ষতে ॥ গন্ধর্ব্বধর্ষিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে। ভূতৈরপ্যভিভূতে চ পিশাচৈশ্চ পরিপ্লুতে ॥ ভুজঙ্গমগৃহীতে চ তথা জাঙ্গলভক্ষিতে। যক্ষৈরপি পরিক্ষিপ্তে ভয়ৈরপ্যর্দ্দিতে ভৃশম্ ॥ শস্যতে সর্ব্ববাতে চ সর্ব্বাপস্মার এব চ। শোষে সোরক্ষতে কাসে পীনসে চ মদাত্যয়ে ॥ মেহে মূত্রগ্রহে চৈব জ্বরে জীর্ণে চ শস্যতে। বৃষ্যং বলকরং হৃদ্যং বন্ধ্যানামপি পুত্রদম্ ॥ শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদেন সিদ্ধিদং সমুদীরিতম্। শিবাঘৃতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনাং সদা ॥ ২২ ॥

তৈলং নারায়ণং বাপি মহানারায়ণং তথা। হিতমত্র প্রয়োক্তব্যমিতি চক্রেণ ভাষিতম্ ॥ ২৩ ॥

উন্মাদগজাঙ্কুশঃ।

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্ব্রহ্মরাষ্ট্রীরসৈঃ পুনঃ। বিষমুষ্টিদ্রবৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যার্কচক্রিকাম্ ॥ কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধান্তাং যুক্ত্যা বন্ধনমাচরেৎ।

বহেড়া, বৃহতী, তগরপাদুকা (অভাবে পাতাড়ীর মূল), বিড়ঙ্গ, দাড়িমের খোসা, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুকা, তালীশপত্র, নাগকেশর, শ্যামলতা, রাঁখালশসা, শালপর্ণী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীপুষ্প, কাকোলী, পদ্ম, নীলোৎপল (অভাবে নীলসুঁদী), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, ছোট এলাচি, এলবালুকা ও পৃশ্নিপর্ণী; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর শৃগালের মাংস সওয়া ছয়সের এবং দশমূল সওয়া ছয়সের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দেবতা ও অসুরাদি জনিত উন্মাদ, দোষজ উন্মাদ, অপস্মার, শোষ, উরঃক্ষত, কাস, পীনস, মদাত্যয়, মেহ, মূত্রাঘাত ও জীর্ণজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

চক্রপাণি দত্ত বলেন,—উন্মাদরোগে নারায়ণ তৈল ও মহানারায়ণ তৈল হিতকর ॥ ২৩ ॥

উন্মাদগজাঙ্কুশ।

ধুতুরার রসে তিন দিন, ব্রহ্মযষ্টির রসে তিন দিন এবং কুচিলার ক্বাথে তিন দিন পারদকে ভাবনা দিয়া উর্দ্ধপাতন যন্ত্রের সাহায্যে পারদ গ্রহণ করিবে। পরে তাহার সহিত সম পরিমাণ

তৎসমং কানকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষম্ ॥ মর্দ্দয়েৎত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ। দোষোন্মাদং দ্রুতং হন্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

ভূতাঙ্কুশোরসঃ।

সূতায়স্তারতাম্রঞ্চ মুক্তা চাপি সমং সমম্। সূতপাদং তথা বজ্রং তালং গন্ধং মনঃশিলা ॥ তুত্থং তিলাঞ্জনং শুদ্ধং মব্ধিফেনং রসাঞ্জনম্। পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোম্মিতম্ ॥ ভৃঙ্গরাজচিতাবজ্রীদুগ্ধেনাপি বিমর্দ্দয়েৎ। দিনান্তে পিণ্ডিতং কৃত্বা রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ। ভূতাঙ্কুশোরসোনাম নিত্যং গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ ॥ আর্দ্রকস্য রসেনাপি চোন্মাদে ভূতজিদ্রসঃ। মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং গুর্ব্বন্নমপি ভোজয়েৎ ॥ অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন হিতো ভূতাঙ্কুশো রসে ॥ ২৫ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং উন্মাদরোগ-চিকিৎসা।

গন্ধক মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং পারদের সমান তাম্রভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দারা চাক্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উক্ত গন্ধক মিশ্রিত পারদ রাখিবে, পরে উহা যুক্তি পূর্ব্বক উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইবে। তদনন্তর উহার সহিত ধুতুরাবীজ অভ্রভস্ম ও বিষ সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত একরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৪ ॥

ভূতাঙ্কুশরস।

পারদ, লৌহভস্ম, রৌপ্যভস্ম, তাম্রভস্ম, মুক্তাভস্ম; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ অর্থাৎ এক তোলা, হিরকভস্ম পারদের চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারিআনা এবং হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুতিয়া, তিলাঞ্জন, সমুদ্রফেনা, রসাঞ্জন, পঞ্চলবণ, ইহারা প্রত্যেকে একতোলা; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র খলে স্থাপন করিবে। তদনন্তর ভৃঙ্গরাজের রস, চিতার ক্ষীর, সীজেরক্ষীর, ইহা দ্বারা ক্রমশঃ মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে দিবা শেষে উক্ত পদার্থ গোলাকৃতি (পিণ্ডাকার) করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে উহা দ্বারা দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন একটী করিয়া আদার রসের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। পথ্য,—মহিষ ঘৃত ও মহিষ দুগ্ধ এবং গুরুপাক দ্রব্য ॥ ২৫ ॥

উন্মাদ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অপস্মাররোগ-চিকিৎসা।

বাতিকং বস্তিভিঃ প্রায়ঃ পৈত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ। শ্লৈষ্মিকং বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুপাচরেৎ ॥ ১ ॥

অপস্মার চিকিৎসা।

বায়ুজনিত অপস্মার রোগে বস্তিক্রিয়া (পিচকারী প্রদান), পিত্তজনিত অপস্মারে বিরেচন (দাস্ত করান) এবং শ্লেষ্মজনিত অপস্মার রোগে বমন, এই সকল চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ বলিয়া বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক প্রথমতঃ উক্ত দোষানুযায়ী উপায় দ্বারা রোগীর শরীর সংশোধন করিয়া সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু রোগী দৌর্ব্বল্যাদি দোষে বমন ও বিরেচনের যোগ্য কি না, ইহা সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক ॥ ১ ॥

সংশমনযোগাঃ।—

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্। তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমংস্মৃতম্॥ ২॥ নকুলোলূকমার্জারগৃধ্রকীটাহিকাকজৈঃ। তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ভিষক্॥ ৩॥ মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজশ্চৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ। অঞ্জনং হন্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৪॥ অপেতরাক্ষসীকুষ্ঠপূতনাকেশচোরকৈঃ। উৎসাদনং মূত্রপিষ্টৈর্মূত্রৈরেবাবসেচনম্॥ ৫॥ জতুকাসকৃতা তদ্বদ্দগ্ধৈর্ব্বা বস্তলোমভিঃ। অপস্মারহরোলেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগ্রুভিঃ॥ ৬॥ যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেন বচারজঃ। অপস্মারং মহাঘোরং সচিরোত্থং জয়েদ্ধ্রুবম্॥ ৭॥ উল্লম্বিতনরগ্রীবাপাশং দগ্ধ্বা কৃতামসী। সীতাম্বুনা সমং পীতা হন্ত্যপস্মারমুদ্ধতম্॥ ৮॥ প্রজোজ্যং তৈললশুনং পয়সা বা শতাবরী। ব্রহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মারভেষজম্॥ ৯॥ নির্দ্দহ্য নির্দ্রবাং কৃত্বা ছাগিকামরণালিকাম্। তামন্ত্রসাধিতাং খাদেদপস্মারমুদস্যতি॥ ১০॥

সংশমন যোগ।

পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত গ্রহণ পূর্ব্বক অঞ্জনরূপে চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অথবা উক্ত পিত্ত ঘৃতের সহযোগে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে অপস্মার রোগের শান্তি হইয়া থাকে॥ ২॥

নকুল (বেঁজী), পেঁচক, বিড়াল, গৃধ্রপক্ষী (শকুনী), কীট (শতপদী), সর্প ও কাক; ইহাদের যথোপযুক্ত তুণ্ড (ঠোঁট), পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা রোগীকে ধূম প্রদান করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়॥ ৩॥

মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পারাবতের (পায়রার) বিষ্ঠা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জল সহযোগে পেষণ করিয়া অঞ্জনরূপে চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অপস্মার ও উন্মাদ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪॥

অপেতরাক্ষসী (শ্বেততুলসী), কুড়, পুতানা (হরীতকী), কেশী, চোরপুষ্পী; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে একত্র ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া রোগীর গাত্রে মালিশ করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৫॥

চর্ম্ম চটকের (চামচিকার) বিষ্ঠা গাত্রে লেপন করিলে বা ছাগরোম দগ্ধ করিয়া গাত্রে মালিশ করিলে অপস্মার রোগের শান্তি হইয়া থাকে। অপর, শ্বেত সর্ষপ ও শাজিনাবীজ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। ইহাতে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়॥ ৬॥

যে রোগী একমাত্র দুগ্ধান্ন ভোজী হইয়া বচের গুড়া মধুর সহিত সেবন করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই অপস্মার রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে॥ ৭॥

উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির গ্রীবাবন্ধন রজ্জু দগ্ধ করিয়া লইবে। সেই রজ্জুভস্ম শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অতি বলবান্ অপস্মার রোগ অপনীত হয়॥ ৮॥

তিলতৈল ও রসোন দুগ্ধের সহিত, শতমূলের রস দুগ্ধের সহিত, অথবা ব্রাহ্মীশাকের রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার রোগ নিবারিত হয়॥ ৯॥

ছাগীর অমরা নামক নাড়ী এইরূপে দগ্ধ করিবে, যেন তাহাতে জলীয়াংশ না থাকে। পরে

স্বল্পপঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

গোশকৃদ্রসদধ্যম্লক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্। সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্॥ ১১॥

বৃহৎপঞ্চগব্য ঘৃতম্।

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলাং রজন্যৌ কটুজত্বচম্। সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্॥ শম্পাকং ফল্গু মূলঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্। দ্বিপলানি জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে॥ ভার্গীপাঠাত্রিকটুকং ত্রিবৃতা নিচুলানি চ। শ্রেয়সী মাটকীং মূর্ব্বাং দন্তীং ভূনিম্ব-চিত্রকৌ॥ দ্বে শারিবে রোহিতকং ভূতীকং মদয়ন্তীকাম্। ক্ষিপেৎ পিষ্ট্বাক্ষমাত্রাণি তৈঃ প্রস্থং সর্পিষঃ পচেৎ॥ গোশকৃদ্রসদধ্যম্লক্ষীর-মূত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ। পঞ্চগব্যমিদং খ্যাতং মহত্তদমৃতোপমম্॥ অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরে তথা। গুল্মার্শঃ পার্শ্বরোগেষু কামলায়াং হলীমকে॥ অলক্ষ্মীগ্রহরক্ষোঘ্নং চাতুর্থকবিনাশনম্॥ ১২॥

উক্ত দগ্ধ নাড়ী কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে অপস্মার রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়॥ ১০॥

স্বল্পপঞ্চগব্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। গোময়ের রস ৪ সের, অম্লদধি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের; এই দ্রব্যগুলির সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। ইহা অৰ্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অপস্মার, উন্মাদ ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়॥ ১১॥

বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য,—ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), আকনদ (আকান্দী লতা), মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তেউড়ীর মূল, হিজলবীজ, গজপিপুল, অড়র, সূচীমুখীর (গোরাচক্রের) মূল, দন্তীমূল, চিরতা, রক্তচিতার মূল, শ্যামলতা, অনন্তমূল, গন্ধতৃণ, যমানী ও বনমল্লিকা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ক্বাথার্থ বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল গণিয়ারিছাল, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিরছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবুহ্না, কট্‌কী, শোণালুফল, ডুমুর (কাক ডুমুর), কুড় ও দুরালভা; ইহাদের প্রত্যেকে ষোলতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে গোময়ের রস ৪ সের, অম্লদধি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও গোমূত্র ৪ সের ক্রমশঃ ঘৃতে দিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অৰ্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শোথ, উদর, গুল্ম, অর্শ, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও চাতুর্থক জ্বর অপনীত হইয়া থাকে॥ ১২॥

মহাচৈতসং ঘৃতম্।

শণস্ত্রিবৃত্তথৈরণ্ডো দশমূলী শতাবরী। রাস্না মাগধিকা শিগ্রুক্কাথ্যং দ্বিপলিকং ভবেৎ॥ বিদারী মধুকং মেদে দ্বে কাকোল্যৌ সিতা তথা। এভিঃ খর্জ্জুর মৃদ্বীকাভীরুযুঞ্জাতগোক্ষুরৈঃ॥ চৈতসস্য ঘৃতস্যাঙ্গৈঃ পক্তব্যং সর্পিরুত্তমম্। মহাচৈতসসংজ্ঞন্তু সর্ব্বাপস্মারনাশনম্॥ গরোন্মাদপ্রতিশ্যায়তৃতীয়কচতুর্থকান্। পাপালক্ষ্মীং জয়েদেতৎ সর্ব্বগ্রহনিবারকম্॥ শ্বাসকাসহরঞ্চৈব শুক্রার্ত্তববিশোধনম্। ঘৃতমানং ক্বাথবিধিরিহ চৈতসবন্মতঃ॥ কল্কৈশ্চতসকল্কোক্তদ্রবৈঃ সার্দ্ধঞ্চ পাদিকঃ। নিত্যং যুঞ্জাতকাপ্রাপ্তৌ তালমস্তকমিষ্যতে॥ ১৩॥

কুষ্মাণ্ডঘৃতম্।

কুষ্মাণ্ডস্বরসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ। যষ্ট্যাহ্বকল্কং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্॥ ১৪॥

পলঙ্কষাদ্যং তৈলম্।

পলঙ্কষাবচাপথ্যাবৃশ্চিকাল্যর্কসর্ষপৈঃ। জটিলাপূতনাকেশীলাঙ্গলী-

মহাচৈতস ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য,—শণবীজ, তেউড়ীর মূল, এরণ্ডমূল (কণ্টকিত ফলবান্ ভেরেণ্ডারমূল), বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শতমূল, রাস্না, পিপুল ও শজিনারছাল; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, পরে ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, এবং নিম্নলিখিত কল্ক দ্রব্যগুলি অগ্রে দিয়া পরে ক্বাথ সহযোগে জ্বাল দিবে। কল্কদ্রব্য,—ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, খর্জ্জুরবৃক্ষের মাতি, তালের মাতি, কিস্‌মিস্, শতমূল, গোক্ষুর, রাখালশসা (মামালাড়ু), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপর্ণী, তগরপাদুকা (অভাবে পাতাড়ীর মূল), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামলতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল (অভাবে নীলসুঁদী), ছোট এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমের খোসা, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে। এইরূপে যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন বিষদোষ, উন্মাদ প্রভৃতি রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

কুষ্মাণ্ডঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক,—যষ্টিমধু একসের কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর চাউলকুমড়ার রস আঠারগুণ (৭২ সের) ঘৃতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়॥ ১৪॥

পলঙ্কষাদ্য তৈল।

তিল তৈল ৪ সের। কল্কদ্রব্য,—গুগ্‌গুল, বচ, হরীতকী, বৃশ্চিকালী (বিছাতি), আকন্দ,

হিঙ্গুচোরকৈঃ ॥ লশুনাতিরসাচিত্রাকুষ্ঠৈর্ব্বিড়্ভিশ্চ পক্ষিণাম্। মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে ॥ সিদ্ধমভ্যঞ্জনাত্তৈলমপস্মারবিনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

অভ্যঙ্গে সার্ষপং তৈলং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে ॥ সিদ্ধং স্যাদ্গোশকৃন্মূত্রৈঃ স্নানোৎসাদনমেবচ ॥ ১৬ ॥

চণ্ডভৈরবঃ।

মৃতসূতার্কলোহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলা। রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং গোমূত্রেণাপি মর্দ্দয়েৎ ॥ তং গোলং দ্বিগুণং গন্ধং লোহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ। পঞ্চগুঞ্জামিতং ভক্ষ্যমপস্মারহরং পরম্। হিঙ্গুসৌর্চ্চলং কুষ্ঠং গবাং মূত্রেণ সর্পিষা। কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসেঽস্মিংশ্চণ্ডভৈরবে ॥ ১৭ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামপস্মারচিকিৎসা।

সর্ষপ, জটিলা, পূতনা, কেশী, বিষলাঙ্গলিয়া, হিঙ্গু, চোরপুষ্পী রসোন, অতিরসা, কুড়, মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া নিষ্ফেনীকৃত তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে উক্ত তৈলে ষোলসের ছাগমূত্র প্রদান করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে মালিশ করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

চারিগুণ ছাগমূত্রের সহিত সিদ্ধ সর্ষপতৈল অপস্মার রোগীকে স্নান সময়ে মালিশ করিতে দিবে এবং সময়ে সময়ে গোময় শরীরে মাখাইয়া গোমূত্রে স্নান করিতে দিবে, পরে জল দ্বারা শরীর ধৌত করিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিবে ॥ ১৬ ॥

চণ্ডভৈরববটী।

রসসিন্দূর, তাম্রভস্ম, লৌহভস্ম, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, রসাঞ্জন, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। তদনন্তর সেই পিণ্ড দ্বিগুণ গন্ধকের সহযোগে লৌহ পাত্রে ক্ষণকাল পাক করিয়া গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ পাঁচ রতি পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। তদনন্তর হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ, কুড়, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া দুইতোলা পরিমাণে (এইক্ষণকার ব্যবহারিক মাত্রা অর্দ্ধতোলা পরিমাণ) গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ গোমূত্র ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে ॥ ১৭ ॥

অপস্মার চিকিৎসা সমাপ্ত।

বাতরোগ-চিকিৎসা।

স্বাদম্ললবণৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারৈর্ব্বাতরোগিণঃ। অভ্যঙ্গস্নেহবস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ ॥ ১ ॥ বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষীরং

বাতব্যাধি চিকিৎসা।

স্বাদু (মধুর) অম্ল, লবণ ও স্নিগ্ধ আহার দ্বারা এবং তৈলাদি মর্দ্দন, স্নেহবস্তি প্রভৃতি দ্বারা বাতরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

পিবেন্নরঃ ॥ ২ ॥ আমাশয়স্থে শুদ্ধস্য যথারোগহরী ক্রিয়া ॥ ৩ ॥ আমাশয়গতে বাতে ছর্দ্দিতায় যথাক্রমম্। রুক্ষঃ স্বেদোলঙ্ঘনঞ্চ কর্ত্তব্যং বহ্নিদীপনম্ ॥ ৪ ॥ পক্বাশয়গতে বাতে হিতং স্নেহবিরেচনম্ ॥ ৫ ॥ কার্য্যোবস্তিগতে বাপি বিধির্ব্বস্তিবিশোধনঃ ॥ ৬ ॥ ত্বঙ্মাসাসৃক্‌শিরাপ্রাপ্তে কুর্য্যাচ্চাসৃগ্বিমোক্ষণম্। স্নেহোপনাহাগ্নি-

---

বিশেষতঃ কোষ্ঠস্থিত বাতরোগে যবক্ষার (সোরা) কিম্বা গ্রহণীরোগোক্ত অগ্নিদীপন ক্ষার রোগীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ২ ॥

আমাশয়স্থ বাতে রোগীকে বিরেচন বা বমন দ্বারা কিম্বা উল্লিখিত উভয়বিধ ক্রিয়া দ্বারা আশয় সংশোধন করিয়া যথাদোষনাশক ক্রিয়া করিবে ॥ ৩ ॥

সুশ্রুত বলেন ;—আমাশয়স্থ বাতে রোগীকে বমন করাইয়া যথাক্রমে রুক্ষস্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৪ ॥

পক্বাশয়স্থ বাতে তৈলাদি দ্বারা বিরেচন (দাস্ত) করাইবে। ইহাতে স্নেহ-বিরেচনই হিতকর ॥ ৫ ॥

বস্তিগত (মূত্রাশয়স্থ) বাত রোগে বস্তি বিশোধন বিধি অর্থাৎ মূত্রাঘাত ও অশ্মরী রোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে ॥ ৬ ॥

ত্বক্, মাংস, রক্ত ও শিরাগত বাতরোগে রক্তমোক্ষণ অর্থাৎ নাড়ী যন্ত্রের সাহায্যে শিরা হইতে শোণিত স্রাব করিবে। এ বিষয়ে কোন কোন চিকিৎসকের মতভেদ লক্ষিত হয়। তাঁহারা বলেন ত্বক্, মাংস বা শিরা প্রাপ্ত বাতে তৈল মালিশ, উপনাহ ও মর্দ্দন প্রভৃতি হিতকর, এবং কেবল রক্তস্থ বাতেই রক্তমোক্ষণ উপকারী।

রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা দেখা উচিত রোগী রক্তস্রাবের যোগ্য কিনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ। যথা ক্ষীণব্যক্তি, অল্পভোজন হেতু সর্ব্বদা শোথ বিশিষ্ট, পাণ্ডুরোগ গ্রস্ত, অর্শরোগী, উদরী, শোষী এবং গর্ভিণী ; ইহাদের শোথাবস্থায় রক্তস্রাব করান উচিত নহে। শাস্ত্র দ্বারা স্রাবন ক্রিয়া দুই প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। তাহাদের একের নাম প্রচ্ছান ও অপরের নাম শিরাব্যধন। ঋজু, অসঙ্কীর্ণ, সূক্ষ্ম, অনবগাঢ়, অনুত্তান ও সমানভাবে এবং শীঘ্র শীঘ্র শস্ত্রপাত করিবে। কিন্তু শস্ত্রপাত সময়ে ইহাও দেখা উচিত যে, মর্ম্ম ও সন্ধি স্থানের বিদারণ অথবা শিরা বা স্নায়ুর ছেদন না ঘটে। তাহাও আবার অসময়ে বিদ্ধ বা দুর্ব্বিদ্ধ হইলে শীত ও বাতের সময়ে শস্ত্র ক্রিয়া করা হইলে এবং ভোজনের পূর্ব্বে বা ভুক্ত মাত্র রক্তস্রাবার ক্রিয়া করিলে শোণিতের গাঢ়তা প্রযুক্ত রক্তস্রাব হয় না, হইলেও অতি অল্প পরিমাণে স্রাব হইয়া থাকে। যাহারা মদ (বিষমদ্য জনিত বিকার), মূর্চ্ছা ও পরিশ্রম দ্বারা পীড়িত, বায়ু, মল ও মূত্র যাহাদের রুদ্ধ এবং যাহারা নিদ্রাভিভূত ও ভীত, তাহাদিগের উপযুক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয় না। অজ্ঞানতাবশতঃ অত্যুষ্ণকালে অতি ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় বা যাহাকে অধিক স্বেদ (সেক) দেওয়া হইয়াছে কিম্বা অতি বিদ্ধ হইলে অতি মাত্রায় রক্তস্রাব হয়। অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে মস্তক বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপ (ধনুষ্টঙ্কারাদি), পক্ষাঘাত, একাঙ্গবিকার, পিপাসা, গাত্রজ্বালা, হিক্কা, কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হয়, এমন কি রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। অতএব যাহারা সূর্য্যতাপাদি দ্বারা অধিক তাপিত হয় নাই, এবং অল্প পরিমাণে সেক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে নাতিশীতোষ্ণ কালে প্রথমতঃ যবাগূ পান করাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। শোণিতস্রাব করিতে করিতে যখন দেখিবে যে রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ শোণিত নির্গত হইতেছে, সেই সময়ে রোগীকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে এবং যখন দেখিবে যে রক্ত নিঃসৃত হইতে হইতে আপনা হইতেই স্রাব বন্ধ হয় তখন সম্যক্ বিস্রাবিত বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন শরীরের লঘুতা, বেদনার শান্তি, রোগের বলক্ষয় এবং মনের প্রসন্ন-

কর্ম্মবন্ধনোম্মর্দ্দনানি চ ॥ ৭ ॥ স্নায়ুঃসন্ধ্যস্থিসংপ্রাপ্তে কুর্য্যাদ্বাতে বিচক্ষণঃ ॥ ৮ ॥ স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ হৃদ্যং চান্নং ত্বগাশ্রিতে ॥ ৯ ॥ শীতাঃ প্রদেহা রক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্ ॥ ১০ ॥ বিরেকো

তাও সম্যক্ স্রাবের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যদি রক্তস্রাব না হয়, তাহা হইলে কর্পূর, কুড়, তগর পাদুকা. আকনদ (আকন্ধীলতা), দেবদারু, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতারমূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, গৃহধূম, হরিদ্রা, অর্কাঙ্কুর (আকন্দের অঙ্কুর) ও ডহর করঞ্জা ; এই সমস্ত দ্রব্য যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ তিনটী, চারিটী বা সমুদয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈল ও লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে ঘর্ষণ করিলে সম্যক্‌রূপে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অতিমাত্র রক্তস্রাব হইতে থাকিলে লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গৈরিক (গেরিমাটী), ধূনা, রসাঞ্জন, শাল্মলী-পুষ্প. শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক), মাষকলাই. যব এবং গোধূম ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ অঙ্গুলীতে করিয়া ক্ষত স্থানে অতি সাবধান পূর্ব্বক সংলগ্ন করিয়া দিবে। অথবা শাল, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, অরিমেদ, কাকড়াশৃঙ্গী. খদির ও ধন্বন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে,কিম্বা পট্টবস্ত্র দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম সমুদ্রফেন ও লাক্ষাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে। তদনন্তর উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে। অপর, রোগীকে শীতল আচ্ছাদন, শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতল গৃহে বাস, শীতল বস্তুর পরিষেক এবং শীতল প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। বল সম্পাদনার্থ রোগীকে কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলী প্রভৃতি বলকারক দ্রব্যের ক্বাথ শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। কিম্বা কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, উরভ্র, শশক, মহিষ ও শূকরের রক্তসহ, দুগ্ধ, যূষ, বা স্নিগ্ধ মাংস রস সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোনরূপ উপদ্রব (অনিষ্টজনক লক্ষণ) থাকিলে দোষানুযায়ী চিকিৎসা করিবে। অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হেতু ধাতুক্ষয় প্রযুক্ত রোগীর অগ্নি-মান্দ্য ও বায়ুর প্রাবল্য উপস্থিত হয়। সুতরাং এমতাবস্থায় রোগীকে যত্ন পূর্ব্বক নাতিশীতল, লঘু, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, ঈষৎ অম্লরস বিশিষ্ট বা অম্লরস বিহীন আহার প্রয়োগ করা বিধেয় ॥ ৭ ॥

স্নায়ু, সন্ধিস্থল ও অস্থি প্রাপ্ত বাতে তৈলাদি মালিশ, উপনাহ (প্রলেপ), অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন এবং মর্দ্দন দ্বারা উহাদের চিকিৎসা করিবে। স্নায়ুগত. সন্ধিস্থ ও অস্থিগত বাতরোগে গুড় বা স্নেহ (ঘৃতাদি) দ্বারা অগ্নিকর্ম্ম (দগ্ধ) করিতে হয়। গুড়, মধু বা ঘৃতাদি বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া বর্ত্তি (পলিতা) প্রস্তুত করিয়া তাহা জ্বালিয়া পীড়িত স্থানে সংলগ্ন করিয়াই তুলিয়া লইতে হয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, উল্লিখিত অগ্নি সংযুক্ত বর্ত্তি পীড়িত স্থানে অধিক কাল সংলগ্ন করিয়া রাখিতে নাই, উহা সংলগ্ন মাত্রেই তুলিয়া লইতে হয়। চলিত ভাষায় এইরূপ করাকে "ছেকা বা বইলতা মারা" কহে। শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতু ব্যতীত সকল ঋতুতেই অগ্নিকর্ম্ম করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি অগ্নিসাধ্য রোগ শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অতি প্রবল হইয়া উঠে. তাহা হইলে শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুর বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ শৈত্য ক্রিয়া করিয়া অগ্নিকর্ম্ম করিবে। এই সকল ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। যথা পিত্ত প্রকৃতি, অন্তঃশোণিত (রক্তপিত্তী), ভিন্নকোষ্ঠ (অতীসারী), অনুদ্ধৃত শল্য (যাহাদিগের শরীর হইতে শল্য অর্থাৎ কণ্টকাদি নির্গত করা হয় নাই), দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ. ভীরু, বহুসংখ্যক ব্রণপীড়িত এবং অস্বেদ্য (যাহারা সেকের অযোগ্য) ॥ ৮ ॥

ত্বগাশ্রিত অর্থাৎ রসগত বাতরোগে স্বেদ (সেক), তৈলাদি মালিশ, অবগাহন স্নান এবং হৃদ্য অন্ন (হিতকর আহার) উপকারী ॥ ৯ ॥

রক্তাশ্রিত বাতরোগে শীতল প্রলেপ ও বিরেক দ্বারা (কোষ্ঠ শুদ্ধিদ্বারা) রোগীর চিকিৎসা করিবে। যদি এই উপায়ে রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে বিধি পূর্ব্বক রক্ত মোক্ষণ দ্বারা রোগের শান্তি করিবে। কিন্তু রোগী রক্তমোক্ষণের যোগ্য কি না ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে হইবে ॥ ১০ ॥

মাংসমেদস্থে নিরুহাঃ শমনানি চ ॥ ১১ ॥ বাহ্যভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থি-মজ্জগতং জয়েৎ ॥ ১২ ॥ হৃদ্যান্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম্। বিবদ্ধমার্গং শুক্রস্তু দৃষ্ট্বা দদ্যাদ্বিরেচনম্ ॥ ১৩ ॥ গর্ভে শুষ্কেতু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্। সিতামধুককাশ্মর্য্যৈ-র্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ ॥ ১৪ ॥ শিরোগতেঽনিলে বাতে শিরোরোগহরী ক্রিয়া ॥ ১৫ ॥ ব্যাদিতাস্যে হনুং স্বিন্নামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড্য চ। প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নম্য চিবুকোন্নামনং হিতম্ ॥ ১৬ ॥ রসোনকল্কং নবনীতমিশ্রং খাদেন্নরোযোঽর্দ্দিতরোগযুক্তঃ। তস্যার্দ্দিতং নাশয়তীহ শীঘ্রং বৃন্দংঘনানামিব মাতরিশ্বা ॥ ১৭ ॥ অর্দ্দিতে নবনীতেন খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ। ক্ষীরমাংসরসৈর্ভুক্ত্বা দশমূলীরসং পিবেৎ ॥ স্বেদাভ্যঙ্গশিরোবস্তিপানে নস্যপরায়নঃ। অর্দ্দিতং স জয়েৎ সর্পিঃ পিবেদৌত্তরভক্তিকম্ ॥ ১৮॥১৯ ॥ পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথো দশমূলী-কৃতোঽথবা। রুক্ষঃ স্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রশস্যতে ॥ ২০ ॥

মাংসাশ্রিত ও মেদোগত বাত রোগীকে বিরেক (দাস্ত), নিরূহবস্তি (পিচকারী) এবং সংশমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ১১ ॥

অস্থিগত এবং মজ্জাগত বাতে বাতনাশক ঘৃতাদি পান ও তৈলাদি মালিশ দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে ॥ ১২ ॥

মনের হর্ষজনক ক্রিয়া এবং বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক অন্ন এবং পানীয় দ্বারা শুক্রস্থ বাতের চিকিৎসা করিবে। কিন্তু শুক্রের পথ রুদ্ধ হইলে দাস্ত করান কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

বায়ু দ্বারা গর্ভ শুষ্ক হইলে এবং গর্ভিনী ক্রমে কৃশতা প্রাপ্ত হইলে যষ্টিমধু একতোলা ও গাম্ভারীফল একতোলা দুগ্ধ একপোয়া এবং জল একসের সহযোগে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান এবং গর্ভিণী পরিপুষ্টা হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শিরোগ্রহের চিকিৎসা।—শিরোগত বাতে অর্থাৎ শিরোগ্রহ নামক বাতরোগ জন্মিলে বাতজনিত শিরোরোগক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে ॥ ১৫ ॥

হনুগ্রহের চিকিৎসা।—হনুগ্রহে অর্থাৎ মুখ বিস্তৃত হইয়া থাকিলে হনুদ্বয়ে পুরাতন ঘৃতাদি মালিশ করিয়া সেক প্রদান করিবে। এইরূপ কিছুকাল করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চিবুক চাপিয়া মুখ প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে ॥ ১৬ ॥

অর্দ্দিতের চিকিৎসা।—রসুন পেষণ করিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে বায়ু-প্রতিসারিত মেঘ সমূহের ন্যায় অর্দ্দিত রোগ বিদূরিত হয় ॥ ১৭ ॥

অর্দ্দিত রোগী নবনীতের (মাখনের) সহিত মাষেণ্ডরী (মাষ কলাইয়ের পিষ্টক) প্রথমতঃ ভক্ষণ করাইবে। পিষ্টক ভক্ষণান্তে দুগ্ধ এবং মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া সায়ংকালে দশমূলের কাথ পান করিবে ॥ ১৮ ॥

স্বেদ, অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মালিশ), শিরোবস্তি, পান এবং নস্য পরায়ণ ব্যক্তি ভোজনান্তে ঘৃত সেবন করিয়া অর্দ্দিত রোগের শান্তি করিবে ॥ ১৯ ॥

মন্যাস্তম্ভের চিকিৎসা।-মন্যাস্তম্ভ রোগে বৃহৎ পঞ্চমূলের বা দশমূলের কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। আর রুক্ষস্বেদ ও নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

কটুতৈলেনাভ্যক্তে লিপ্তে কন্দেন বাজিগন্ধয়োঃ। শাম্যেদ্‌গ্রীবা-স্তম্ভঃশূলং মহদপ্যনায়াসম্‌ ॥ ২১ ॥ বাতাত্বগ্ধমনীদুষ্টৌ স্নেহগণ্ডূষ-ধারণম্‌ ॥ ২২ ॥ বাতঘ্নৈর্দ্দশমূল্যা চ নবং কুব্জমুপাচরেৎ। স্নেহৈ-র্ম্মাংসরসৈর্ব্বাপি প্রবৃদ্ধং তং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৩ ॥ আধ্মানে লঙ্ঘনং পাণিতাপশ্চ ফলবর্ত্তয়ঃ। দীপনং পাচনং চৈব বস্তিশ্চাপ্যত্র শোধনঃ ॥ ২৪ ॥ প্রত্যষ্ঠীলাষ্ঠীলকয়োরন্তর্ব্বিদ্রধিগুল্মবৎ ॥ ২৫ ॥ তৈলমেরণ্ডজং বাপি গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। মাসমেকং প্রয়োগো-ঽয়ং গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ ॥ শেফালিকাদলকাথোমৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ। দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥ ২৬ ॥ পিষ্টৈরণ্ডফলং ক্ষীরে সবিশ্বং বা রুবোফলম্‌। পায়সো ভক্ষিতঃ সিদ্ধো গৃধ্রসীকটি-শূলনুৎ ॥ ২৭ ॥ রক্তাবসেচনং কার্য্যমভীক্ষ্ণং বাতকণ্টকে। পিবে-দেরণ্ডতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেববা ॥ ২৮ ॥ খল্ল্যাং স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ স্বেদোন্মর্দ্দোপনাহনম্‌ ॥ ২৯ ॥ কোলং কুলত্থাঃ সুরদারুরাস্না মাষা তৈলফলানি কুষ্ঠম্‌। বচাশতাহ্বাযবচূর্ণমম্লমুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ ॥ ৩০ ॥ পক্ষাঘাতং কটিহনুশিরঃকর্ণনাসাক্ষিতালুগ্রীবা-

---

পীড়িত স্থানে কটুতৈল মালিশ করিলে এবং অশ্বগন্ধার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মন্যাস্তম্ভ নিবারিত হয় ॥ ২১ ॥

জিহ্বাস্তম্ভের চিকিৎসা।—বায়ুদ্বারা বাগ্‌বাহিনী ধমনী বিকৃত হইলে বাতনাশক তৈল বা ঘৃত দ্বারা কুল্লি করিলে জিহ্বাস্তম্ভ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

কুব্জের চিকিৎসা।—বায়ুদ্বারা কুব্জ রোগ জন্মিলে বাতঘ্ন ঔষধ, দশমূলের কাথ, দ্বারা কিম্বা স্নেহ এবং মাংসরস দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে। কুব্জতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

আধ্মানের চিকিৎসা।—উদরাধ্মানে লঙ্ঘন, পানিতাপ (হস্ত উত্তপ্ত করিয়া উদরে সংলগ্ন করা), ফলবর্ত্তি, দীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ এবং বস্তিক্রিয়া (পিচ্‌কারী দেওয়া) হিতকর ॥ ২৪ ॥

অষ্ঠিলা ও প্রত্যষ্ঠিলার চিকিৎসা।—অষ্ঠিলা এবং প্রত্যষ্ঠিলা রোগের চিকিৎসা অন্তর্বিদ্রধি ও গুল্মের চিকিৎসার ন্যায় জানিবে ॥ ২৫ ॥

গৃধ্রসীর চিকিৎসা।—মৃদু অগ্নিতে প্রস্তুতীকৃত শেফালিকা পত্রের কাথ পান করিলে গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

এরণ্ড ফল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পায়স পাক করিয়া শুঁঠের গুড়ার সহিত ভক্ষণ করিলে গৃধ্রসী ও কটীশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বাতকণ্টকের চিকিৎসা।—পুনঃ পুনঃ পাদদেশের রক্তমোক্ষণ, উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দাহ বা এরণ্ড তৈল পান করিলে বাতকণ্টক রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

খল্লীর চিকিৎসা।—স্নিগ্ধ, অম্ল এবং লবণ দ্রব্য দ্বারা সেক, মর্দ্দন এবং প্রলেপ প্রদান করিলে খল্লীরোগ অর্থাৎ খাইল ধরা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

কুল আঁটির শস্য, কুলত্থকলাই, দেবদারু, রাস্না, মাষকলাই, মসিনার তৈল, ত্রিফলা, কুড, বচ, শুল্‌ফা ও যবচূর্ণ; এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলে বাত রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

গ্রন্থিপ্রবলমনিলং সার্দ্দিতং সাপতানম্॥ মূত্রাঘাতং গ্রহণীগল-রুক্শ্বাসসর্ব্বাঙ্গকম্পং। তৈলদ্রোণী হরতি ন চিরাৎ কাঞ্জিক-দ্রোণিকা চ॥ ৩১॥

কল্যাণলেহঃ।

সহরিদ্রা বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। অজাজী চাজমোদা চ যষ্টীমধুকসৈন্ধবম্॥ এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি সমভাগানি কারয়েৎ। তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥ একবিংশতিরাত্রেণ নরঃশ্রুতিধরোভবেৎ। মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিলনিস্বনঃ॥ জড়গদ্গদমূকত্বং লেহঃ কল্যাণকোজয়েৎ॥ ৩২॥

স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ।

পলমর্দ্ধপলঞ্চৈব রসোনস্য স্থকুট্টিতম্। হিঙ্গুজীরকসিন্ধূত্থসৌবর্চ্চল-কটুত্রিকৈঃ॥ চূর্ণিতৈর্ম্মাষকোন্মানৈ রবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্। যথাগ্নি ভক্ষিতং প্রাতরুবুকাথানুপানতঃ॥ দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাস-মেকং নিরন্তরম্। বাতরোগং নিহন্ত্যাশু অর্দ্দিতং সাপতন্ত্রকম্॥ একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে। উরুস্তম্ভে চ গৃধ্রস্যাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ। কটিপৃষ্ঠাময়ং হন্যাদুদরঞ্চ বিনাশয়েৎ॥৩৩॥

তৈলং ঘৃতংবার্দ্রকমাতুলুঙ্গ্যো রসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্বা। কট্যু-রুপৃষ্ঠত্রিকগুল্মশূলগৃধ্রস্যুদাবর্ত্তহরঃ প্রয়োগঃ॥ পঞ্চমূলীবলাসিদ্ধং ক্ষীর' বাতাময়ে হিতম্॥ ৩৪॥

তিলতৈল বা কাঁজি দ্বারা পরিপূরিত টবে অবগাহন করিলে পক্ষাঘাত, কটী, হনু, মস্তক, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষ, তালু, গ্রীবা এবং গ্রন্থিস্থ প্রবল বায়ু এবং অর্দ্দিত, অপতানক, মূত্রাঘাত, গ্রহণী, গলরোগ, শ্বাস এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পন নিবারিত হয়॥ ৩১॥

কল্যাণ লোহ। হরিদ্রা, বচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য এক সিকি পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই তিনবার প্রত্যহ সেবন করিলে বিংশতি রাত্রের মধ্যে কণ্ঠ ও জিহ্বা প্রদেশের জড়তাদি দূরীভূত হইয়া কণ্ঠস্বর অতি পরিষ্কৃত ও সুমধুর হয় এবং মনুষ্য শ্রুতিধর হইয়া থাকে॥ ৩২॥

স্বল্পরসোন পিণ্ড।—রসোন ১২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া লইবে। তদনন্তর হিঙ্গু, জিরা, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইআনা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত রসোনের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে ভেরেণ্ডার মূলের ক্বাথের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিবে। এইরূপে একমাস সেবিত হইলে অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, উরুস্তম্ভ ও একাঙ্গাশ্রিত বাতরোগ নিবারিত হয়॥ ৩৩॥

তিলতৈল, ঘৃত, আদার রস, ছোলঙ্গলেবুর রস (টাবালেবুর রস); এই সমুদায় পদার্থ সমভাগে লইয়া চুক্র বা গুড়ের সহিত পান করিলে কটি, উরু, পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানের বেদনা, গুল্মশূল, গৃধ্রসী ও উদাবর্ত্ত রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন বৃহৎপঞ্চমূল ও বেড়েলার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বায়ুরোগে মহোপকারী॥ ৩৪॥

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলুঃ।

আভাশ্বগন্ধাহবুষা গুড়ূচী শতাবরী গোক্ষুর-বৃদ্ধদারকম্। রাস্না শতাহ্বা সশটী যমানী সনাগরা চেতি সমৈশ্চ চূর্ণম্। তুল্যং ভবেৎ কৌশিক মত্র মধ্যে দেয়ং তথা সর্পিরিথার্দ্ধভাগং॥ সার্দ্ধাক্ষমাত্রস্তু ততঃ প্রয়োগাৎ কৃত্বানুপানং সুরয়াথ যূষৈঃ। মদ্যেন বা কোষ্ণজলেন বাথ ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বা পি॥ কটিগ্রহে গৃধ্রসি বাহুপৃষ্ঠে হনুগ্রহে জানুনি পাদযুগ্মে। সন্ধিস্থিতে চাস্থিগতে চ বাতে মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে॥ রোগান্ জয়েদ্বাতকফানুবিদ্ধান্ বাতেরিতান্ হৃদ্গ্রহযোনিদোষান্। ভগ্নাস্থিবিদ্ধেষু চ খঞ্জবাতে ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি সন্তঃ॥ ৩৫॥

তৈলমূর্চ্ছাবিধিঃ।

আদৌ তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ। পক্বং-নিষ্ফেন ভাবং গতমিহ হি যদা শৈত্যযোগং তদৈতৎ॥ মঞ্জিষ্ঠারাত্রি-লোধ্রৈর্জ্জলধরনলুকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যৈঃ। সূচীপুষ্পাজ্ঝি নীরৈ-রুপহতমথিতৈর্গন্ধযোগং জহাতি॥ তৈলস্যেন্দুকলাংশিকৈরবিক-ষাভাগাস্তু মূর্চ্ছাবিধৌ। যে চান্যে ত্রিফলাপয়োদরজনী হ্রীবেরলোধ্রা-ন্বিতাঃ। সূচীপুষ্পজটাবরোহনলিকাস্তস্যাশ্চ পাদাংশিকাঃ। দুর্গন্ধং বিজহত্যতীব সুরভিং কুর্ব্বন্তি বর্ণারুণম্॥ ৩৬॥

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুল।—আভা (স্বনাম খ্যাত দ্রব্য), অশ্বগন্ধা, হবুষা (স্বনাম খ্যাত দ্রব্য), গুলঞ্চ, শতমূল, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারক বীজ (বিস্তাড়ক বীজ), রাস্না, শুল্ফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে। সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান গুগ্গুল এবং গুগ্গুলের অর্দ্ধভাগ ঘৃত। প্রথমতঃ ঘৃতের সহিত গুগ্গুল মিশ্রিত করিয়া পরে চূর্ণ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিয়া সুরা, যূষ, মদ্য, উষ্ণজল, দুগ্ধ বা মাংসরস পান করিলে কটীগ্রহ, গৃধ্রসী, হনুগ্রহ, বাহু ও পৃষ্ঠ স্থানের বাতরোগ, কুষ্ঠ এবং বাতকফজনিত নানাবিধ রোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

মূর্চ্ছাপোক বিধান।

প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদুঅগ্নির সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইতে হয়। তদনন্তর মূর্চ্ছাদ্রব্য মঞ্জিষ্ঠা তৈলের ষোলভাগের একভাগ এবং হরিদ্রা, লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল ও বালা এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে মঞ্জিষ্ঠার চারিভাগের একভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত প্রথমে হরিদ্রা, পরে মঞ্জিষ্ঠা এবং তৎপরে অপরাপর দ্রব্য তৈলে দিতে হয়। মনে কর যদি তৈল ৪ সের লওয়া হয়, তাহা হইলে মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া এবং হরিদ্রা প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়॥ ৩৬॥

পঞ্চপল্লবম্।

আম্রজম্বুকপিত্থানাং বীজপূরকবিল্বয়োঃ। গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্। পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনং মতম্ ॥ ৩৭ ॥

গন্ধদ্রব্যকথনম্।

এলাচন্দনকুঙ্কুমাগুরুমুরাকক্কোলমাংসীশটী। শ্রীবাসচ্ছদগ্রন্থিপর্ণশশভৃৎ ক্ষৌণীধ্রজোশীরকম্ ॥ কস্তূরীনখপূতি-তৈল-জলমুণ্ড্ মেথী-লবঙ্গাদিকং। গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মখিলং শ্রীবিষ্ণুতৈলাদিষু ॥ ৩৮ ॥

তন্ত্রান্তরম্।

কুষ্ঠঞ্চ নলুকাপূতিরুশিরং শ্বেতচন্দনং। জটামাংসী তেজপত্রংনখী মৃগমদঃ ফলম্। কক্কোলং কুঙ্কুমং চোচং লতাকস্তূরীকাবচা। সিহ্লকোমিষিকা মেথী ভদ্রমুস্তং তথা শটী॥ সূক্ষ্মৈলাগুরুমুস্তঞ্চ কর্পূরং গ্রন্থিপর্ণকম্। শ্রীবাসকুন্দুরুর্দ্দেবকুশুমং গন্ধমাতৃকা॥ জাতীকোষং শৈলজঞ্চ দেবদারু সর্জীরকম্। এতানি গন্ধদ্রব্যাণি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুতৈলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা। এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥ গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।

পঞ্চপল্লবোদক।—গন্ধদ্রব্য শোধনার্থ পঞ্চপল্লবোদক প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী যথা - আম, জাম, কদ্‌বেল, ছোলঙ্গলেবু (টাবালেবু) ও বিল্ব: ইহাদের পত্র সমভাগে লইয়া এবং সমস্ত পত্রের আটগুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তরলাংশ গ্রহণ করিবে। এই জল দ্বারা বিশেষ বিশেষ গন্ধ দ্রব্যের শোধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবে ॥ ৩৭ ॥

গন্ধ্যদ্রব্য। ছোট এলাচি, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাকোলী, জটামাংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গাঠিয়ান (গেঠেলা), কর্পূর, শৈলজ, বেণারমূল, মৃগনাভি, নখী, খট্টাশী, শিলারস, মুথা লবঙ্গ ও মেথী ; ইহাদিগকে গন্ধদ্রব্য বলে। বিষ্ণুতৈল প্রভৃতিতে এই সকল গন্ধ দ্রব্য দিতে হয় ॥ ৩৮ ॥

তন্ত্রান্তরোক্ত গন্ধদ্রব্য।—কুড়, নালুকা, খট্টাশী বেণারমূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নখী, মৃগনাভি, জায়ফল, কাকোলী,কুঙ্কুম, দারুচিনি, লতাকস্তূরী,বচ, সিহ্লক (ছোট এলাচি), মুরামাংসী, অগুরু, মুথা, কর্পূর গেঠেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দর খোটি, লবঙ্গ, গন্ধমাতৃকা, শিলাজতু, গুলফা, মেথী, ভদ্রমুস্তক, শটী, জয়িত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা ॥ ৩৯ ॥

স্বল্পবিষ্ণুতৈল।—তিলতৈল ৪সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে একছটাক পরিমাণ কাঁচা হলুদ কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া পরিমাণে লইয়া জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল ও বালাপাতা ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে এবং ষোলসের জল উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে।

এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্। অস্য তৈলস্য পক্কস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্ ॥ অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং তথৈব চ। অপুমাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন পুমান্ ভবেৎ ॥ হৃচ্ছূলে পার্শ্বশূলে চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকে। কামলাপাণ্ডুরোগেষু শর্করাস্বশ্মরীষু চ। ক্ষীণেন্দ্রিয়া নরা যে চ জরয়া জর্জ্জরীকৃতাঃ ॥ যেষাঞ্চৈব ক্ষয়োব্যাধিরন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা। অর্দ্দিতং গলগণ্ডঞ্চ বাতশোণিতমেব চ ॥ স্ত্রিয়ো যা ন প্রসূয়ন্তে তাসাঞ্চৈব প্রদাপয়েৎ। গর্ভমশ্বতরীবিন্দ্যান্ন চ মৃত্যুবশং ব্রজয়েৎ ॥ এতত্তৈলবরং চৈব বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥

মধ্যমবিষ্ণুতৈলম্।

শতাবরী চাংশুমতি পৃশ্নিপর্ণী শটী বলা। এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ ॥ গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ। এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥ পাদশেষে চ পূতে চ গর্ভঞ্চৈনং সমাবপেৎ। পুনর্নবাবচাদারুশতাহ্বাচন্দনাগুরু ॥ শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা। অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি

এইরূপে মূর্চ্ছাপাকের কিছুদিন পরে তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কদ্রব্য—শালপাণি (ছালাণী), চাকুলে (পীঠানী), বেড়েলা, শতমূল, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল (ব্যাকুড়মূল), কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জার মূল, গোরক্ষচাকুলেরমূল ও ঝিণ্টীমূল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং কল্কপাকার্থ ষোলসের জল প্রদান করিয়া। জ্বাল দিতে দিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈলে গব্য বা ছাগদুগ্ধ ষোলসের প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে। এইরূপে পাক করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, অর্দ্দিত, গলগণ্ড, বক্ষঃশূল, পার্শ্বশূল, অন্ত্রবৃদ্ধি, রতিশক্তি হীনতা, অর্দ্ধাবভেদক, কামলা, পাণ্ডু, গলগণ্ড ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

মধ্যম বিষ্ণুতৈল।—তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হলুদ একছটাক কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পরে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং কাথার্থ—শতমূল, শালপাণি (ছালাণী), চাকুলে (পীঠানী). শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটারমূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝিণ্টীরমূল প্রত্যেকে ষোলতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে এবং ক্রমশঃ গব্যদুগ্ধ ৮ সের ছাগদুগ্ধ ৮ সের এবং শতমূলের রস ৪ সের দিবে। পরে কল্কদ্রব্য—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, ছোট এলাচি, জটামাংসী, শালপাণি (ছালাণী), বেড়েলা,

চ পেষয়েৎ ॥ গব্যাজপয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ ॥ শতাবরীরসপ্রস্থং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্ ॥ অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং তথা নৃণাম্। তৈলমেতৎ প্রয়োক্তব্যং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥ অপুমাংশ্চ নরঃ পিত্বা নিশ্চয়েন পুমান্ ভবেৎ। গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্ম্মানুষী তথা ॥ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকম্। অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তগলগ্রহম্ ॥ কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চৈব নাশয়েৎ। তৈলমেতদ্ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ বিষ্ণুতৈলমিদং খ্যাতং বাতান্তকরণং শুভম্ ॥ ৪১ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্।

জলধরমশ্বগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শটী। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা ॥ মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্। মাংসী চৈলা ত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দনকুঙ্কুমম্ ॥ মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দনরেণুকম্। পর্ণিনী কুন্দখোটিশ্চ গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা ॥ এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলস্যাপি তথাঢ়কম্। শতাবরীরসসমং দুগ্ধঞ্চাপি

অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও রাস্না প্রত্যেকে চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়। এমন কি বাতরোগ গ্রস্থ অশ্ব কিম্বা হস্তীরও ইহা দ্বারা বাতরোগের শান্তি হইয়া থাকে। এই তৈল পান করিলে পুংস্তের শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং বন্ধ্যাস্ত্রী পান করিয়া পুত্রবতী হয়, বিশেষতঃ অশ্বতরীও এই তৈল প্রভাবে গর্ভলাভ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা হৃদয়ের শূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধাবভেদক, অপচী, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, হনুগ্রহ, কামলা, পাণ্ডু ও অশ্মরী রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

বৃহৎ বিষ্ণুতৈল।- তিলতৈল ১৬ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হলুদ একপোয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একসের অল্প জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, বালুকা, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, কেওয়ার মূল ও বালাপাতা প্রত্যেকে একপোয়া পরিমাণে কিঞ্চিৎ কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ৬৪ সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। এইরূপ কিছুদিন থাকিলে পর ছাঁকিয়া শতমূলের রস ১৬ সের প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে এবং জলীয়াংশ প্রায় শেষ পাইয়া আসিলে দুগ্ধ ১৬ সের দিবে এবং কল্কার্থ—মুথা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক শটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, ছোট এলাচি, দারুচিনি, বচ, রক্তচন্দন, কুম্‌কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপাণি (ছালানী), চাকুলে (পীঠানী), মুগাণী, মাষাণী, কুন্দুর, খোটী, গাঠিয়ান ও নখী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ৬৪ সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে

সম্যং পচেৎ ॥ বিষ্ণুতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ। ঊর্দ্ধবাতং তথা বাতং অঙ্গনিগ্রহমেব চ ॥ শিরোমধ্যগতং বাতং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্। হন্তি নানাবিধং বাতং সন্ধিমজ্জগতং তথা ॥ যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা। যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্ত-সমুদ্ভবাঃ। সর্ব্বা'স্তান্নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ ॥ ৪২ ॥

নারায়ণতৈলম্।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোণাকপাটলাপারিভদ্রকম্। প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারীকা ॥ বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা। এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃপচেৎ ॥ পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ। শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা ॥ চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণী চতুষ্টয়ং। রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবম্ ॥ এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ শতাবরীরসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ।* আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যা চ্চতুর্গুণম্ ॥ পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্যতে ॥ অশ্বো বা বাতভগ্নো বা গজো বা যদি বা নরঃ ॥ পঙ্গুশ্চ-

থাকিবে, যখন দেখিবে যে, জলীয়াংশ প্রায় শেষ পাইয়া আসিয়াছে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিষ করিলে সকল প্রকার বায়ুরোগ নিবারিত হয়, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধগত বায়ু, অঙ্গুলীগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগত বাত ও মজ্জাগত বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

নারায়ণতৈল।—তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, তদনন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছটাক পরিমাণে কাঁচা হলুদ কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে দিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া পরিমাণে কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ মুথা, নালুফা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ষোলসের জল উহাতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে. পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পরে উহা ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং গোদুগ্ধ ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের, শতমূলের রস ৪ সের তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে শতমূল, অংশুমতী (শালপর্ণী), পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), শটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, এরণ্ড-মূল, বৃহতীমূল, নাটারমূল, গোরক্ষচাউলেরমূল (গোরক চাকুলেরমূল) ও নীলঝিণ্টীরমূল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮০ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া ক্কাথ তৈলে দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুল্‌ফা, শ্বেতচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদিকা, কুড়, ছোটএলাচি, জটামাংসী, শালপর্ণী, বেড়েলা (বাইরকলী), অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও রাস্না; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং যথারীতি পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপ পাক করিতে করিতে

পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিদ্ধ্যতি। অধোভাগে যে চ বাতাঃ শিরোমধ্যগতা শ্চ যে॥ মন্যাস্তম্ভেহনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে। যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা॥ ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ। বধিরা লল্লজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এবচ॥ অল্পপ্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি। বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষামন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা॥ এতত্তৈলবরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতম্॥ ৪৩॥

মধ্যমনারায়ণ তৈলম্।

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতী শ্বদংষ্ট্রা শ্যোণাকবাট্যালকপারিভদ্রম্। ক্ষুদ্রাকুটন্নাতিবলাগ্নিমন্থং মূলানি চৈষাং সরণীযুতানাম্॥ মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং প্রস্থং সপাদং বিধিনোদ্ধৃতানাম্। দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্ত্বা পাদাবশেষেণ রসেন তেন॥ তৈলাঢ়কাভ্যাং সমমেব দুগ্ধমাজং নিদধ্যাদথবাপি গব্যম্। একত্র সম্যগ্বিপচেৎ সুবুদ্ধি র্দদ্যাত্তসঞ্চৈব শতাবরীণাম্॥ তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র রাস্নাশ্বগন্ধামিষিদারুকুষ্ঠম্। পর্ণীচতুষ্কাগুরুকেশরাণি সিন্ধূত্থমাংসীরজনীদ্বয়ঞ্চ॥ শৈলেয়কং চন্দনপুষ্করাণি এলাপ্রযষ্টীতগরাব্দপত্রম্। ভৃঙ্গাষ্টবর্গাম্বুবচাপলাশং স্থৌণেয়বৃশ্চীরকচোরকাখ্যম্। এতৈঃ সমস্তৈর্দ্বিপলপ্রমাণৈরালোড্য সর্ব্বং বিধিনা বিপক্কম্॥ কর্পূর কাশ্মীর মৃগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপলপ্রমাণম্। প্রস্বেদদৌর্গন্ধ্যনিবারণায় দদ্যাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ॥ নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলম্ সর্ব্বপ্রকারে-

---

শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে সকল প্রকার বাতরোগ নিবারিত হয়। এমন কি বাতরোগগ্রস্ত অশ্ব কিম্বা হস্তীরও ইহাদ্বারা বাতরোগের শান্তি হইয়া থাকে। আয়ুষ্মান্ ব্যক্তি এই তৈল পান করিলে বলবান্, দৃঢ়কায় হয় এবং বন্ধ্যাস্ত্রী পান করিলে পুত্রবতী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অশ্বতরীও ইহার প্রভাবে গর্ভলাভ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা হৃদয়েরশূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালিয়া মাথাধরা), অপচী, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, হনুগ্রহ, কামলা, পাণ্ডু ও অশ্মরীরোগের শান্তি হইয়া থাকে। ৪৩॥

মধ্যম নারায়ণতৈল।—তিলতৈল ১৬ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হলুদ একপোয়া কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ দিবে। পরে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একসের কিঞ্চিৎ জল সহযোগে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল ও বালাপাতা প্রত্যেকে একপোয়া পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ৬৪ সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। কিছুদিন পরে উহা ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং বেলছাল, গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, পালিথা মাঁদারেরছাল, গান্ধাইল (গন্ধভাদালিয়া), অশ্বগন্ধা, বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, বেড়েলারমূল (বাইরকলির মূল), গোরক্ষচাকুলের মূল, গোক্ষুর ও পুনর্নবা; ইহাদের প্রত্যেককে ৮০ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ২৫৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অবশিষ্ট ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ তৈলে

র্ব্বিধিবৎ প্রযোজ্যম্। আশ্বেব পুংসাং পবনার্দ্দিতানামেকাঙ্গহীনার্দ্দিতবেপনানাম্॥ যে পঙ্গবঃ পীঠসর্পিণশ্চ বাধীর্য্যশুক্রক্ষয়পীড়িতাশ্চ। মন্যাহনুস্তম্ভশিরোরুজার্ত্তামুক্তাময়াস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ॥ সংসেব্য তৈলং সহসা ভবন্তি বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রম্। বীরোপমং সর্ব্বগুণোপপন্নং সুমেধসং শ্রীবিনয়ান্বিতঞ্চ॥ শাখাশ্রিতে কোষ্ঠগতে চ বাতে বৃদ্ধৌ বিধেয়ং পবনার্দ্দিতানাম্। জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে উন্মাদকৌব্জ্যজ্বরকর্ষিতানাম্॥ প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীং প্রমদাপ্রিয়ত্বং বপুঃপ্রকর্ষং বিজয়ঞ্চ নিত্যম্। তৈলোপসেবী জরয়াভিমুক্তো জীবেচ্চিরঞ্চাপি ভবেদ্‌যুবেব। দেবাসুরে যুদ্ধপরে সমীক্ষ্য স্নায়্বস্থিভঙ্গানসুরৈঃ সুরাংশ্চ। নারায়ণেনাপি সুবৃংহনার্থং স্বনামতৈলং বিহিতঞ্চ তেষাম্॥ ৪৪॥

মহানারায়ণ তৈলম্।

শতাবরী চাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটী বলা। এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥ গবেধুকস্য মূলানি তথাসহচরস্য চ। এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥ পাদাবশেষে পূতেচ গর্ভং চৈনং সমাবপেৎ। পুনর্নবা বচাদারু শতাহ্বাচন্দনাগুরু॥ শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠ মেলা মাংসী স্থিরা বলা। অশ্বাহ্বসৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি চ পেষয়েৎ॥ গব্যাজপয়সঃ প্রস্থৌ দ্বৌদ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ। শতাবরীরসপ্রস্থং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্য

প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে শতমূলের রস ১৬ সের এবং গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ ৬৪ সের প্রদান করিবে। তদনন্তর কল্কার্থ শতপুষ্পা (শুল্‌ফা), দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বালা শ্বেতচন্দন, তগরপাদিকা (অভাবে পাতাড়িরমূল), কূড়, ছোটএলাচি, শালপর্ণী (শালপাণি), পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), মুগানী, মাষানী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও পুনর্নবা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ষোলতোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। এস্থলে কল্ক পাকার্থ জল না দিলেও চলে, কারণ ক্বাথ স্বরস প্রভৃতি অধিক তরল দ্রব্য আছে, জল দিলেও ১৬ সের দেওয়া উচিত। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পান ও বস্তিকার্য্যে এবং মালিশরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অশ্ব প্রভৃতি যে প্রাণীই বাতরোগাক্রান্ত হউক না সেই প্রাণীই এইতৈল প্রভাবে রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে, মানুষের পক্ষে আর কথা কি॥ ৪৪॥

মহানারায়ণতৈল।—তিলতৈল ৩২ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহলুদ অর্দ্ধসের কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ দিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা দুইসের কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে অর্দ্ধসের পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ১২৮ সের জল প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পরে উহা ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ—

মতঃপরম্। অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং নৃণাং তথা॥ তৈল মেতৎ প্রদাতব্যং সর্ব্ববাত নিবারণম্। আয়ুষ্মাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়ো ভবেৎ ॥ গর্ভমশ্বতরী বিন্দেৎ কিং পুনর্মানুষী তথা। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকম্॥ অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাত-রক্তং হনুগ্রহম্। কামল্যং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চাপি নাশয়েৎ। তৈল মেতদ্ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্। নারায়ণ মিতি খ্যাতং বাতা-ন্তকরণং পরম্॥ ৪৫॥

সিদ্ধার্থক তৈলম্।

শতাবরীস্ত নিষ্পীড্য রসং প্রস্থদ্বয়ং হরেৎ। তিলতৈলং পচেৎ প্রস্থং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥ শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বলা। চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা চাংশুমতী তথা॥ রাস্নাতুরগগন্ধা চ সমঙ্গা শারিবাদ্বয়ম্। পৃশ্নীপর্ণী বচা চৈব তথা গন্ধর্ব্বহস্তকম্॥ সিন্ধুদ্ভবং সমং দদ্যাৎ বিশ্বভেষজমেব চ। এভিস্তৈলং পচেদ্ধীমান্ দত্ত্বার্দ্রকরসং সমম্॥ কুব্জেন বামনা যে চ পঙ্গুপাদাশ্চ যে নরাঃ। মহাবাতেন

বিল্বছাল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা (নাওশোণা), বেড়েলা (বাইরকলী), পালি-ধামান্দার, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাউলা (গোরক্চাকুলে), গণিয়ারি, গান্ধাইল (গন্ধ-ভাদালিয়া) ও পারুল; ইহাদের প্রত্যেকের মূল আড়াইসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৫১২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ১২৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলেররস ৩২ সের। কল্কার্থ—রাস্না, অশ্ব-গন্ধা, মৌরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি (ছালানী), পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), মুগানী, মাষানী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ছোটএলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গাঠিয়ান (গেঁঠেলা), শ্বেতপুনর্নবা ও চোরকাচকী (চোরপুষ্প); এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। এই সকল পদার্থ দ্বারা তৈল পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু-অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গন্ধার্থ কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে তৈলে প্রদান করিয়া নামাইবে এবং ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে একাঙ্গাশ্রিতবাত, অর্দ্দিত, বেপথু, পঙ্গুতা, পীঠবসর্পী, বাধির্য্য, শুক্রক্ষয়, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, শিরোরুজা, শাখা-শ্রিতবাত, কোষ্ঠাশ্রিতবাত, জিহ্বাগত ও দন্তগতবায়ু, উন্মাদ, কৌব্জ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৫॥

সিদ্ধার্থতৈল।— তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছটাক কাঁচা হলুদ কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে দিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদ-নন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল ও বালাপাতা; প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে, এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর তৈল ছাকিয়া তাহাতে শতমূলের রস ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের

যে কুগ্না অঙ্গসঙ্কুচিতাশ্চ যে ॥ তেষাং হিতমিদং তৈলং সন্ধিবাতে চ শস্যতে। যেষাং শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যেষাঞ্চ বিহ্বলা ॥ ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা জরয়া জর্জ্জরীকৃতাঃ। অমেধসশ্চ বধিরাস্তেষামপি পরং হিতম্ ॥ মাসমেকং পিবেদ্‌যস্তু যৌবনস্থঃ পুনর্ভবেৎ। সিদ্ধার্থকমিতি খ্যাতং নরনারীহিতায় বৈ ॥ ৪৬ ॥

হিমসাগর তৈলম্।

শতাবরীরসপ্রস্থে তথা গোক্ষুরকস্য চ। নারিকেলরসপ্রস্থে তিলতৈলস্য প্রস্থতঃ ॥ কদল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে ক্ষীরপ্রস্থচতুষ্টয়ে। অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্ ॥ চন্দনং তগরং বাপ্যং মঞ্জিষ্ঠা সরলাগুরুঃ। মাংসী মুরা চ শৈলেয়ং যষ্টী দারু নখী শিবা ॥ পূতিকা পীতিকাপত্রং কুন্দরুর্নলিকা তথা। বরী লোধ্রং তথা মুস্তং ত্বগেলাপত্রকেশরম্ ॥ লবঙ্গং জাতিকোষঞ্চ তথা মধুরিকা শটী। চন্দনং গ্রন্থিপর্ণঞ্চ কর্পূরং লাভতঃ ক্ষিপেৎ ॥ অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্। উচ্চৈঃ প্রপততোবায়োর্গজতোবাজিনস্তথা ॥ উষ্ট্রতোলোষ্ট্রপাতাচ্চ পঙ্গূনাং পীঠসর্পিণাম্। একাঙ্গশোষিণাঞ্চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গশোষিণাম্ ॥ ক্ষতানাং ক্ষীণশুক্রাণামত্যন্তক্ষয়রোগি-

আদার রস ৪ সের ক্রমশঃ প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে ; পরে কল্কার্থ—শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি, শালপর্ণী, (শালপাণি) অশ্বগন্ধা, বরাহক্রান্তা, শ্যামলতা, অনন্তমূল, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বচ, এরণ্ডমূল, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া পুনঃ তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে কুব্জতা, পঙ্গুতা, দৈহিকখর্ব্বতা, সন্ধিবাত, হৃদয়ের ক্ষীণতা ও নষ্টশুক্র প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৪৬॥

হিমসাগরতৈল।—তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহলুদ এক ছটাক কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ দিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল ও বালাপাতা ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাকে [illegible] জল প্রদান পূর্ব্বক জাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। পরে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং উহাতে শতমূলের রস ৪ সের প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে এবং ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের চালকুমড়ার জল ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, শিমূলের রস ৪ সের, গোক্ষুরের রস ৪ সের, নারিকেলের জল ৪ সের, কদলীমূলের রস ৪ সের এবং দুগ্ধ ষোলসের ক্রমশঃ দিবে। আর কল্কার্থ—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা (অভাবে পাতাড়িরমূল), কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টমধু, দেবদারু, নখী, হরীতকী, খট্টাশী, পিড়িংশাক, কুন্দরখোটী; নালুকা, শতমূল, লোধ, মুথা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, লবঙ্গ, জয়িত্রী,

ণাম্। হনুমন্যাহতানাঞ্চ দুর্ব্বলানাং তথৈব চ॥ শোষিণাং লগ্ন-জিহ্বানাং তথা মিন্মিনভাষিণাম্। অত্যন্তদাহযুক্তানাং ক্ষীণানাং বাতরোগিণাম্॥ এতত্তৈলং পরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্। হিমসাগরমাখ্যাতং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥ যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ। শিরোমধ্যগতা যে চ শাখামাশ্রিত্য যে স্থিতাঃ॥ তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি তৈলস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ৪৭॥

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈলম্॥

বাট্যালকং পলশতং তৎসমং দশমূলকম্। জলষোড়শিকে পক্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ॥ এতৎক্বাথে পচেত্তৈলং দ্বাত্রিংশৎপলমেব চ। কল্কার্থং দীয়তে তত্র মঞ্জিষ্ঠারক্তচন্দনম্॥ কুষ্ঠমেলাদেবদারুশৈলজং সৈন্ধবং বচা। কক্কোলং পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৃঙ্গী তগরপাদিকা॥ গুড়ূচী মুদ্গপর্ণী চ মাষপর্ণী শতাবরী। নগজিহ্বা শ্যামলতা শতপুষ্পা পুনর্নবা॥ এষাং তোলদ্বয়ং ভাগং দত্ত্বা তৈলন্তু পাচয়েৎ। এতত্তৈলবরং নাম্না বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রকম্॥ সর্ব্ববাতবিকারেষু হিতং পুংসাঞ্চ যোষিতাম্। হীনশুক্রার্ত্তবানাঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ॥ চেতোবিকারং হন্ত্যাশু বায়ুমাক্ষেপসম্ভবম্। মর্ম্মবাতং শ্রমকৃতং গাত্রকম্পাদিকঃ তথা॥ হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ বাতপিত্তসমুদ্ভবম্। অপস্মারে মহোন্মাদে

মৌরী, শটী, শ্বেতচন্দন, গাঠিয়ান (গেঁঠেলা) ও কর্পূর প্রত্যেকে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ প্রায় শেষ পাইয়া আসিলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া তৈল গ্রহন করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে উচ্চস্থান হইতে পতিত হওয়া হেতু অঙ্গাদির বিকলতা, পঙ্গুতা, পীঠসর্পিতা, একাঙ্গ-শোষ, সর্ব্বাঙ্গশোষ, ক্ষত, ক্ষীণশুক্র, ক্ষয়, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, দুর্ব্বলতা, শোষ, মিন্মিনতা, গাত্র-দাহ এবং অন্যান্য নানাবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৭॥

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল—তিলতৈল ৪ সের। পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে তৈলের মূর্চ্ছাপাক সম্পাদন করিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর ক্বাথার্থ—বেড়েলা (বাইরকলী) সাড়ে বার সের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। আর দশমূল সমস্তে সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত দ্বিবিধ ক্বাথ তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, বচ, কাকোলী, পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষানী, শতমূল, অনন্তমূল, শ্যামলতা, শুল্ফা ও পুনর্নবা; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে; শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ক্ষীণশুক্র পুরুষ এবং ক্ষীণার্ত্তব স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী, এত-

হিতং লেপে চ ভক্ষণে॥ শ্রীমদ্গাহননাথেন রচিতং বিশ্ব-সম্পদে ॥ ৪৮॥

মহাকুক্কুটমাংসতৈলম্।

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দেয়ং দশমূল্যাস্তুলার্দ্ধকম্। বলামূলঞ্চ তস্যার্দ্ধং কেতকীনাং তথৈব চ॥ দক্ষমাংসং পলং ত্রিংশৎ ঝিণ্টিকাপত্রঞ্চ বিংশতিঃ। জলদ্রোণদ্বয়ে পক্ত্বা পাদশেষেঽবতারিতে॥ তিলতৈলস্য চ প্রস্থং পয়োদত্ত্বা চতুর্গুণম্। জীবনীয়ানি যান্যষ্টৌ মঞ্জিষ্ঠাচব্যকট্ফলম্॥ ব্যাধিরাস্নাকণামূলং মধুকং পুষ্করং তথা মাষাত্মগুপ্তা সৈরণ্ডা শতাহ্বা লবণত্রয়ম্॥ কৃষ্ণাশ্বগন্ধাহ্মৃতা যমানীন্দিবরা শটী। নাগরং মাগধীমুস্তং বর্ষাভূরজনীদ্বয়ম্॥ শতাবরী বৃহত্যৌ চ এতৈ রক্ষসমন্বিতৈঃ। পক্ষাঘাতেষু সর্ব্বেষু অর্দ্দিতে চ হনুগ্রহে॥ মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে মিতিরেচ ত্রিদোষজে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে শিরোগ্রহে॥ শস্তং কলায়খঞ্জে চ গৃধ্রস্যামববাহুকে। বাধির্য্যে কর্ণাদে চ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥ দণ্ডাপতানকে চৈব মন্যাস্তম্ভে বিশেষতঃ। হনুস্তম্ভে প্রশস্তং স্যাৎ সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥ ত্বচ্যং মাংস-

ছিন্ন শুক্রবিকার, আক্ষেপকবায়ু, মর্ম্মস্থানস্থ বাত, গাত্রকম্প, হিক্কা, শ্বাস, কাস, অপস্মার, উন্মাদরোগে মালিশ ও পানীয়রূপে এই তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

মহাকুক্কুটমাংসতৈল—তিলতৈল ৪ সের। মূর্চ্ছাপাক প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহলুদ এক ছটাক কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, তদনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে এবং লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল ও বালাপাতা প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন (প্রায় সপ্তাহকাল) রাখিয়া দিবে। ক্বাথার্থ—মাষকলাই ৪ সের, দশমূল সওয়া ছয় সের, বেড়েলামূল তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কেতকীমূল (কেওয়ারমূল) তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কুক্কুটমাংস তিনসের অর্দ্ধপোয়া, ঝিণ্টীমূল তিনসের অর্দ্ধপোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ১২৮ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৩২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবকাদি অষ্টবর্গ (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু), মঞ্জিষ্ঠা, চৈ, কট্ফল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকুশীবীজ (শূকশিম্বীরবীজ), এরণ্ডমূল, শুল্ফা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূল, শটী, মাগধী, (ছোটএলাচি), মুথা, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দুইতোলা। মূর্চ্ছাপাকান্তে তৈল ছাকিয়া তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত কাথ এবং কল্ক প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে অন্যান্য তরল পদার্থ ক্রমশঃ দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে, জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, শ্রবণশক্তির হ্রাসতা,

প্রদশ্চৈব শুক্রাগ্নিবলবর্দ্ধনম্। অণ্ডবৃদ্ধ্যান্ত্রবৃদ্ধিং বা বাতরক্তঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

নকুলতৈলম্।

মধুকং জীরকং রাস্না সৈন্ধবং শতপুত্রিকা। যমানী মরিচং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী ॥ সৌবর্চ্চলঞ্চাজমোদা বলা ষড়্‌গ্রন্থিকা তথা। গ্রন্থিকং শৈলজং মাংসী কর্ষমেষাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ বিনীয় পাচয়েত্তৈলং প্রস্থং রুবুকসম্ভবম্। প্রস্থে নকুলমাংসস্য ক্বাথে চ দশমূলজে ॥ প্রস্থে চ কাঞ্জিকস্যাপি মস্তুপ্রস্থে তথৈবচ। সিদ্ধংতৈলমিদং হন্তি কম্পবাতং সুদারুণম্ ॥ হস্তকম্পং শিরঃকম্পং বাহুকম্পঞ্চ নাশয়েৎ। আমবাতং সশূলঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্ ॥ পানাভ্যঞ্জনবস্তীভির্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। আঢ্যবাতং কটীপৃষ্ঠজানুজঙ্ঘাশ্রিতং তথা ॥ সন্ধিস্থং বাতমাশ্বেব জয়েন্নকুলসংজ্ঞকম্। হারীতভাষিতমিদং তৈলং হিতচিকীর্ষয়া ॥ বৈদ্যানাং সারভূতানাং শতেনাপি সমুজ্‌ঝিতম্। বাতব্যাধিং নিহন্ত্যাশু কম্পবাতং বিশেষতঃ ॥ অশীতিং বাতজান্‌রোগান্ নাশয়েদাশু দেহিনাম্ ॥ ৫০ ॥

মাষতৈলম্।

মাষাতসীযবকুরণ্টককণ্টকারী গোকণ্ট-টুণ্টুকজটাকপিকচ্ছুতোয়ৈঃ ॥

দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, কলায়খঞ্জ, গৃধ্রসী, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণনাদ, দণ্ডাপতানক, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, সূতিকারোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

নকুলতৈল—এরণ্ডতৈল ৪ সের। মূর্চ্ছাপাক ;—প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহলুদ অর্দ্ধতোলা কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে, পরে মুথা, ধনিয়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জয়ন্তীপত্র, বালা, বনখেজুর, বটেরঝুরি, দারুহরিদ্রা, নালুকা, শুঁঠ, কেওয়ারমূল, দধি ও কাঁজি ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর ক্বাথার্থ—নকুলমাংস (বেজীরমাংস) দুইসের গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। কাঁজি ৪ সের, দধিরমাত ৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, শুলফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচললবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, গাঠিয়ান (কাহার মতে পিপুলমূল), শৈলজ, জটামাংসী ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। এইরূপে উল্লিখিত তরলদ্রব্য এবং কল্কপদার্থ দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল পান, মালিশ এবং বস্তিক্রিয়ার প্রয়োজন। ইহা প্রয়োগ করিলে হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহুকম্প, আমবাত, উরুস্তম্ভ, সন্ধিবাত এবং অন্যান্য বাতজনিত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

মাষতৈল।

তিলতৈল ৪ সের। তৈল প্রথমতঃ কটাহে করিয়া মন্দ মন্দ অনলে নিক্ষেন করিয়া

কার্পাসকাস্থিশণবীজকুলথকোলক্কাথেন বস্তপিশিতস্য রসেন চাপি ॥ শুণ্ঠ্যা সমাগধিকয়া শতপুষ্পয়া চ সৈরগুমূলসপুনর্নবয়া সরণ্যা। রাস্নাবলামৃতলতাকটুকৈর্ব্বিপকং মাষাখ্যমেতদববাহুহরঞ্চ তৈলম্ ॥ অর্দ্ধাঙ্গশোষমপতানকমাঢ্যবাতমাক্ষেপকং সভুজকম্পশিরঃপ্রকম্পম্। নস্যেন বস্তিবিধিনা পরিসেচনেন হন্যাৎকটীজঘনজানুরুজং সমীরাৎ ॥ ৫১ ॥

মাষতৈলম্।

মাষপ্রস্থং সমাবাপ্য পচেৎ সম্যক্ জলাঢ়কে। পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥ প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য কল্কং দত্ত্বাক্ষ-সংমিতম্। জীবনীয়ানি যাস্যষ্টৌ শতপুষ্পাং সসৈন্ধবম্ ॥ রাস্নাত্ম-গুপ্তামধুকং বলাব্যোষত্রিকণ্টকম্। পক্ষাঘাতার্দ্দিতে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে। মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে। হস্তকম্পে

নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা একছটাক কুট্টিত করিয়া ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জলে আর্দ্র করিয়া কুটিয়া কিঞ্চিৎ জল সহ তৈলে দিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বালাপাতা ও কেওরারমূল; প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং জল ষোলসের উহাতে দিয়া জ্বাল দিবে এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পরে উক্ত তৈল ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, ছোট-এলাচি, শুল্ফা, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, গন্ধাইল (গন্ধভাদালিয়া), রাস্না, বেড়েলা (বাইরকলি), শুলঞ্চ ও মরিচ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। কাথার্থ—মাষকলাই, অতসী (তিসী), যব, ঝিন্টী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শ্যোণা (নাওশোণারমূল), শূকশিম্বী (আলকুশীর বীজ); এই দ্রব্য সকল সমভাগে সমস্তে আট-সের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথ তৈলে দিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং কার্পাসবীজ, শণবীজ, কুলথকলাই ও পুরাতন বদরীফল (শুষ্ককুল) সমভাগে সমস্তে আটসের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত পাক করিয়া কাথ গ্রহণ করিবে এবং উক্ত কাথ তৈলে দিবে। এইরূপে যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে অববাহুক, অপতানক, অর্দ্ধাঙ্গ-শোষ প্রভৃতি বাতরোগ অপনীত হয় ॥ ৫১ ॥

মাষতৈল।—তিলতৈল ৪ সের। মূর্চ্ছাপাক;—প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হলুদ এক ছটাক পরিমাণে কুট্টিত করিয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ারমূল ও বালা, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পরে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কাথার্থ—মাষকলাই দুইসের গ্রহণ করিয়া ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত কাথ এবং দুগ্ধ ষোলসের তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং

সুমহদ্বিন্ধ্যাসু গর্ভপ্রদম্। পীত্বা তৈলমিদং জরত্যপি সুতং সূতেঽমুনা ভূরুহাঃ, সিক্তাঃ শোষমুপাগতাশ্চ ফলিনঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি স্থিরাঃ। ভগ্নাঙ্গাঃ সুদৃঢ়া ভবন্তি মনুজা গাবোহয়াঃ কুঞ্জরাঃ॥ ৬০॥

অষ্টাদশশতীকংপ্রসারণীতৈলম্।

সমূলদলশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতত্রয়ম্। শতমেকং শতাবর্য্যা অশ্বগন্ধাশতং তথা॥ কেতকীনাং শতঞ্চৈকং দশমূলাচ্ছতং শতম্। শতং বাট্যালকস্যাপি শতং সহচরস্য চ॥ জলদ্রোণ-শতং দত্ত্বা শতভাগাবশেষিতম্। ততস্তেন কষায়েন কষায়দ্বিগুণেন চ॥ সুব্যক্তেনারনালেন দধিমস্ত্বাঢ়কেন চ। ক্ষীরশুক্তেক্ষুনির্যাসছাগমাংসরসাঢ়কৈঃ॥ তৈলদ্রোণং সমাযুক্তং দৃঢ়ে পাত্রে নিধাপয়েৎ। দ্রব্যাণি যানি পেষ্যানি তানি বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্॥ ভল্লাতকং নতং শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী। বচা পৃক্কা প্রসারণ্যাঃ পিপ্পল্যামূলমেব চ॥ দেবদারু শতাহ্বাচ সূক্ষ্মৈলাত্বচবালকম্। কুঙ্কুমং মদমঞ্জিষ্ঠাতুরঙ্কং নখিকাগুরু॥ কর্পূরকুন্দুরুনিশালবঙ্গং ধ্যামচন্দনম্। কক্কোলং নলিকামুস্তং কালীয়োৎপলপত্রকম্॥ শটীহরেণুশৈলেয়শ্রীবাসঞ্চ সকেতকম্। ত্রিফলাকচ্ছুরাভীরুসরলং পদ্মকেশরম্॥ প্রিয়ঙ্গুশীর-

---

করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ ও পানীয় রূপে এবং বস্তি দ্বারা প্রয়োগ করিলে একাঙ্গ বাত সর্ব্বাঙ্গাশ্রিত বাত এবং শ্লেষ্মজ, পিত্তজ নানাবিধ রোগ নিবারিত হয়, এমন কি ইহার প্রভাবে বন্ধ্যাস্ত্রীও গর্ভবতী হইয়া থাকে। ৬০।

অষ্টাদশশতীক প্রসারণী তৈল।

তিল তৈল একদ্রোণ (৬৪ সের)। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া নামাইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে মূর্চ্ছপাকার্থ পূর্ব্বোক্ত একাদশশতীকপ্রসারণী তৈলের যে যে মূর্চ্ছাদ্রব্য, যে পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে, সেই সেই মূর্চ্ছাদ্রব্য ও জল সেই পরিমাণে লইয়া এই তৈলের মূর্চ্ছাপাক নিষ্পন্ন করিয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ ভেলা, তগরপাদিকা, শুঁঠ, পিপুল, রক্তচিতার মূল, শটী, বচ, পিড়িকপুষ্প, গান্ধাইলের মূল (গন্ধভাদালীর মূল), পিপুলমূল, দেবদারু, শুল্ফা, ছোটএলাচি, দারুচিনি, বালাপাতা, কুঙ্কুম, কস্তূরী, মঞ্জিষ্ঠা, শিলাজতু, শোধিতনখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরুখোটি, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, শ্বেতচন্দন, কক্কোল (কাকলা), নালুকা, মুথা, কালীয়া কাষ্ঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, গন্ধশটী, এলবালুক, শৈলজ, নবনীতখোটি, কেওয়ার মূল, ত্রিফলা (মিলিত ২৪ তোলা), শুকশিম্বীর মূল (আলকুশীর মূল), শতমূল, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, প্রিয়ঙ্গু, বেড়েলার মূল, জটামাংসী, জীবনীয়দশক (মিলিত ২৪ তোলা), পুনর্নবা, দশমূল (মিলিত ২৪ তোলা), অশ্বগন্ধা, নাগকেশর, রসাঞ্জন, লতাকস্তূরী, জায়ফল, সুপারি, শল্লকী (শিমুলের মূল) ও গন্ধবোল প্রত্যেকে ২৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে। এই কল্ক দ্রব্যগুলি গন্ধের তারতম্যানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত তৈলের ন্যায় তিনবার কল্কপাক করিবে। ক্বাথার্থ মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাদালী (গান্ধাল) সাড়ে সাইত্রিশ সের, শতমূল সাড়ে বারসের, অশ্বগন্ধা

নলদং জীবকাদ্যং পুনর্নবা। দশমূলাশ্বগন্ধে চ নাগপুষ্পং রসাঞ্জনম্॥ কটুকাজাতিপূগানাং ফলানি শল্লকীরসম্। ভাগান্ ত্রিপলিকান্ দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥ বিস্তীর্ণে সুদৃঢ়ে পাত্রে পাক্যেষা তু প্রসারণী। প্রয়োগঃ ষড়্বিধশ্চাত্র রোগার্ত্তানাং বিধীয়তে॥ অভ্যঙ্গাত্ত্বগ্গতাং হন্তি পানাৎ কোষ্ঠগতং তথা। ভোজনাৎ সূক্ষ্মনাড়ীস্থান্নস্যাদূর্দ্ধগতং তথা॥ পক্বাশয়গতে বস্তির্নিরূহঃ সর্ব্বগাত্রিকে। এতদ্ধি বড়বাশ্বানাং কৈশোরাণাং যথামৃতম্॥ এতদেব মনুষ্যাণাং কুঞ্জরাণাং গবামপি। অনেনৈব চ তৈলেন শুষ্যমাণা মহাদ্রুমাঃ॥ সিক্তাঃ পুনঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশাখিনঃ। বৃদ্ধোপ্যনেন তৈলেন পুনশ্চ তরুণায়তে॥ ন প্রসূতে চ যা নারী সাপি পীত্বা লভেৎ সুতম্॥ অশীতিং বাতজান্ রোগান্ পৈত্তিকান্ শ্লৈষ্মিকানপি। সন্নিপাতসমুত্থাংশ্চ নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব হি॥ এতেনাষ্কবৃষ্ণীণাং কৃতং পুংসবনং মহৎ। কৃত্বা বিষ্ণোর্ব্বলিঞ্চাপি তৈলমেতৎ প্রযোজয়েৎ॥ ৬১॥

মহারাজ প্রসারণী তৈলম্।

শতত্রয়ং প্রসারণ্যা দ্বে চ পীতসহাচরাৎ। অশ্বগন্ধেরণ্ডবলাবরীরাস্না পুনর্নবা॥ কেতকী দশমূলঞ্চ পৃথক্ ত্বক্পারিভদ্রকঃ। প্রত্যেকমেষাস্তু

সাড়ে বারসের, কেওয়ার মূল সাড়ে বারসের, দশমূল প্রত্যেকে সাড়ে বারসের, বেড়েলার মূল সাড়ে বারসের, ঝিণ্টী সাড়ে বারসের, রাস্না ও দেবদারু, উভয়ে সাড়ে বারসের; এই দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া ৬৪০০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। কিন্তু সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ একবার করা দুঃসাধ্য বলিয়া পৃথক পৃথক্ রূপে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইতে কোন বাধা নাই। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, স্ত্রীনপুংসক ছাগ মাংসের ক্বাথ ১৬ সের (ছাগ মাংস ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের)। এই সমস্ত তরল পদার্থের যোগে কল্ক পাক করিয়া পরে গন্ধোদকের সহিত কল্করূপী গন্ধ দ্রব্যের পাক সম্পাদন পূর্ব্বক তৈলের পাক শেষ করিবে। এই তৈল মালিশ রূপে ত্বক্গত, পানীয় রূপে কোষ্ঠগত, ভোজ্য দ্রব্যের সহ ভোজনে, গলনলীস্থ রোগ, নস্যরূপে উর্দ্ধগত, বস্তি প্রয়োগ দ্বারা পক্বাশয়স্থ এবং নিরূহ দ্বারা সর্ব্ব শরীরস্থ বাতরোগ দূরীভূত হয়। এই তৈল মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি সকল প্রাণীর পক্ষেই হিতকর। ইহা মৃত প্রায় শুষ্ক বৃক্ষে সেচিত হইলেও উহা জীবিত ও ফলবান্ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহার প্রভাবে বৃদ্ধ তরুণাবস্থায় পরিণত হয় এবং বন্ধ্যাস্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকে॥ ৬১॥

মহারাজ প্রসারণী তৈল।

তিলতৈল একদ্রোণ (৬৪ সের), কিন্তু এস্থলে তৈল চারিসের অধিক দেওয়া উচিত, কারণ পাক কালীন অনেকবার ছাঁকিতে হয় বলিয়া তৈল অনেকটা কম পড়িয়া যায়। সুতরাং সর্ব্ব সমেত তিলতৈল ৬৮ সের। প্রথমত তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে মূর্চ্ছাপাকার্থ কাঁচা হরিদ্রা একসের কুট্টিত ও জলযুক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা চারিসের পরিমাণে কুট্টিত ও কিঞ্চিৎ জলযুক্ত করিয়া তৈলে দিবে। পরে লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী,

তুলা তুলার্দ্ধং কিলিমাত্তথা॥ তুলার্দ্ধং স্যাচ্ছিরীষাচ্চ লাক্ষায়াঃ পঞ্চবিংশতি। পলানি লোধ্রাচ্চ তথা সর্ব্বমেকত্র সাধয়েৎ॥ জলপঞ্চাঢ়কশতে সপাদে তত্র শেষয়েৎ। দ্রোণদ্বয়ং কাঞ্জিকস্য ষড়্‌বিংশত্যাঢ়কোন্মিতম্॥ ক্ষীরদধ্নোঃ পৃথক্ প্রস্থান্ দশ মস্ত্বাঢ়কং তথা। ইক্ষুরসাঢ়কৌ চাপি ছাগমাংসতুলাত্রয়ে॥ জলপঞ্চচত্বারিংশৎ প্রস্থে পকে তু শেষয়েৎ। সপ্তদশরসপ্রস্থান্ মঞ্জিষ্ঠাকাথ এব চ॥ কুড়বোনাঢ়কোন্মানো দ্রবৈরেভিস্তু সাধয়েৎ। সুশুদ্ধং তিলতৈলস্য দ্রোণং প্রস্থেন সংযুতম্॥ আদ্যএভির্দ্রবৈঃ পাকঃ কল্কো ভল্লাতকং কণা। নাগরং মরিচঞ্চৈব প্রত্যেকং ষট্‌পলোন্মিতম্॥ ভল্লাতকাসহত্বেতু রক্তচন্দনমিষ্যতে। পথ্যাক্ষধাত্র্যঃ সরলং শতাহ্বা কর্কটী বচা॥ চোরপুষ্পী শটী মুস্তদ্বয়ং পদ্মঞ্চ সোৎপলম্। পিপ্পলীমূল-মঞ্জিষ্ঠা সাশ্বগন্ধা পুনর্নবা॥ দশমূলং সমুদিতং চক্রমর্দ্দো রসাঞ্জনম্। গন্ধতৃণং হরিদ্রা চ জীবনীয়োগণস্তথা॥ এষাং দ্বিপলিকৈর্ভাগৈ-রাদ্যঃ পাকো বিধীয়তে। দেবপুষ্পী বোলপত্রং শল্লকীরসশৈলজে॥ প্রিয়ঙ্গু,শীরমধুরী মাংসী দারু বলা চলম্। শ্রীবাসো নলিকা খোটিঃ

বহেড়া, কেওয়ারমূল ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একসের পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ২৫৬ সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে; পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। তদনন্তর কিছুদিন পরে উক্ত তৈল ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং কল্কার্থ—ভেলার, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে ৪৮ তোলা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শুল্‌ফা, সমুদ্রজাত শোধিত কাকড়া, বচ, চোরপুষ্পী, শটী, মুথা, নাগরমুথা, পদ্মপুষ্প, নীলোৎপল (অভাবে নীল সুন্দী), পিপুল-মূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল (মিলিত ২৪ তোলা); চক্রমর্দ্দ (চাকুন্দামূল), রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয় দশক (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীলন্তী ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে ২৪ তোলা); এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ২৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ক্বাথার্থ—গান্ধা-ইল (গন্ধভাদালী), সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, পীতঝিণ্টী পঁচিশ সের এবং অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়েলামূল, শতমূল, রাস্না, পুনর্নবা, কেওয়ারমূল, বেলছাল, শ্যোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপর্ণী (শালপাণি), পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, গোক্ষুর ও পালিধা মাঁদারেরছাল প্রত্যেকে সাড়ে বারসের; এবং দেবদারু ছয় সের একপোয়া, শিরীষছাল ছয় সের একপোয়া, লাক্ষা তিনসের অর্দ্ধপোয়া, (লাক্ষা বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলী বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে) ও লোধ তিনসের অর্দ্ধপোয়া; এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৮৪০০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১২৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে; পরে কাঁজি ৬৪ সের (কাঁজি ২৬ আঢ়ক অর্থাৎ ৪১৬ সের দেওয়ার বিধি আছে তথাপি বৃদ্ধ চিকিৎসকগণ ৬৪ সেরই দিয়া থাকেন কারণ অধিক পরিমাণে কাঁজি দেওয়া হইলে তৈলে কেবল কাঁজির গন্ধই অনুভূত হইয়া থাকে), দুগ্ধ ৪০ সের, দধি ৪০ সের দধির মাত ১৬ সের ও ইক্ষুরস ৩২ সের; এই সমস্ত তরল দ্রব্য তৈলে ক্রমশঃ প্রদান করিবে; এবং স্ত্রীনপুংসক ছাগলের মাংস সাড়ে সাঁইত্রিশ সের গ্রহণ পূর্ব্বক ১৮০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৬৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে

সূক্ষ্মৈলা কুন্দুরুর্ম্মুরা ॥ নখীত্রয়ঞ্চ ত্বক্‌পত্রী পমরা পূতি চম্পকম্ ॥ মদনং রেণুকা পৃক্কা মরুবঞ্চ পলত্রয়ম্ ॥ প্রত্যেকং গন্ধতোয়েন দ্বিতীয়ঃ পাক ইষ্যতে। গন্ধোদকস্তু ত্বক্‌পত্রী পত্রকোশীরমুস্তকম্ ॥ প্রত্যেকং সরলামূলং পলানি পঞ্চবিংশতিঃ। কুষ্ঠার্দ্ধভাগোঽত্র জল-প্রস্থাস্তু পঞ্চবিংশতিঃ ॥ অর্দ্ধাবশিষ্টাঃ কর্ত্তব্যাঃ পাকে গন্ধাম্বুকর্ম্মনি। গন্ধাম্বুচন্দনাম্বুভ্যাং তৃতীয়ঃ পাক ইষ্যতে ॥ কল্কোঽত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বকালীয়ককুঙ্কুমম্। ভদ্রশ্রিয়ং গ্রন্থিপর্ণং লতাকস্তূরিকা তথা ॥ লবঙ্গাগুরুকক্কোলজাতীকোষফলানি চ। এলা লবঙ্গং চুল্লী চ প্রত্যেকং ত্রিপলোন্মিতম্ ॥ কস্তূরী ষট্‌পলা চন্দ্রাৎপলং সার্দ্ধঞ্চ গৃহ্যতে। বেধনার্থং পুনশ্চন্দ্রমদৌ দেয়ৌ তথোন্মিতৌ ॥ মহাপ্রসারণী সেয়ং রাজভোগ্যা প্রকীর্ত্তিতা। গুণান্ প্রসারণীনাস্তু বহত্যেষা বলোত্তমান্ ॥ কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণং শুক্তেনাত্র বিধীয়তে ॥ ৬২ ॥

দিবে; মঞ্জিষ্ঠা সাড়ে সাত সের, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তৈলে দিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এইরূপে প্রথম পাক নিষ্পন্ন হইলে দ্বিতীয় পাকার্থ কল্কদ্রব্য—লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধূনা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণারমূল, মৌরী, জটামাংসী, দেবদারু, বালামূল, চল (শিলাজতু), শ্রীবাস (নবনীত খোটি, লোবান), নালুকা, লবণখোটি, মুরামাংসী, শোধিত ত্রিবিধ নখী (১ বদরীপত্র সদৃশ, ২ উৎপল পত্রতুল্য, ৩ অশ্ব খুরাকার), ত্বক্‌পত্রী (তেজপত্র), পরমা, পূতি (শোধিত খট্টাসী), চম্পকপুষ্প কলিকা, মদন (মৌফুল), রেণুকা, পিড়ীকপুষ্প ও মরুবক (স্বল্পপত্র তুলসী); এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ২৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে গন্ধোদক প্রদান করিয়া জ্বাল প্রদান করিয়া দ্বিতীয় পাক শেষ করিবে।

গন্ধোদক প্রস্তুতের নিয়ম যথা—ত্বক্‌পত্রী (তেজপত্র), পত্রক (তেজপত্র সদৃশ পত্র বিশেষ), বেণার মূল, মুথা ও বালার মূল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ২০০ তোলা, কুড় ১০০ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য ১০০ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ৫০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে। এই জল দ্বারাই তৈলের দ্বিতীয় কল্ক পাক সম্পন্ন করিবে।

তৃতীয় কল্ক পাকার্থ—নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, কালীয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গাঠিয়ান, লতাকস্তূরি, লবঙ্গ, আগর, কক্কোল (কাকলা), জয়ত্রী, জায়ফল, ছোট এলাচি ও লবঙ্গ বৃক্ষের ছাল প্রত্যেকে ২৪ তোলা, মৃগনাভি ৪৮ তোলা ও কর্পূর ১২ তোলা, নাগকেশর আদি করিয়া লবঙ্গের ছাল পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি তৈলে প্রদান করিবে এবং শ্বেতচন্দন ৪০০ তোলা ৫০ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া ক্বাথ তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে; পরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ২৫ সের গন্ধোদক প্রস্তুত করিয়া তৈলে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। পরে এই তৈলের কিয়দংশের সহিত পূর্ব্বোক্ত মৃগনাভি ৪৮ তোলা এবং কর্পূর ১২ তোলা উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া সমস্ত তৈলের সহিত একত্র করিয়া লইবে। এই তৈল অপরাপর তৈলাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম মহারাজ প্রসারণী হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য তৈলাপেক্ষা এই তৈল অধিকতম গুণকারী ॥ ৬২ ॥

শুক্তিপাকঃ।

অত্র শুক্তিবিধির্ম্মণ্ডঃ প্রস্থঃ পঞ্চাঢ়কোন্মিতম্ ॥ কাঞ্জিকং কুড়বৌ দধ্নো গুড়প্রস্থোঽম্লমূলকঃ। পলান্যষ্টৌ শোধিতার্দ্রাৎপলং ষোড়শিকং তথা ॥ কণাজীরকসিন্ধূত্থহরিদ্রামরিচং তথা। দ্বিপলং ভাবিতে ভাণ্ডে ঘৃতেনাষ্টদিনং স্থিতম্ ॥ সিদ্ধং ভবতি তচ্ছুক্তং যদাবতার্য্য গৃহ্যতে। তদা দেয়ং চাতুর্জ্জাতং পৃথক্ কর্ষত্রয়োন্মিতম্ ॥ ৬৩ ॥

পঞ্চপল্লবম্।

পঞ্চপল্লব তোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনন্তথা। শোধনঞ্চাপি সংস্কারো বিশেষশ্চাত্র কথ্যতে ॥ আম্রজম্বু কপিত্থানাং বীজপূরকবিল্বয়োঃ। গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চবল্লবম্ ॥ ৬৪ ॥

নখীশুদ্ধিঃ।

চণ্ডীগোময়তোয়েন যদি বা তিন্তিড়ীদলৈঃ ॥ নখং সংক্বাথয়েদেভিরলাভে মৃণ্ময়েন তু। পুনরুদ্ধৃত্য প্রক্ষাল্য ভর্জ্জয়িত্বা নিষেচয়েৎ ॥ গুড়পথ্যাম্বুনা হ্যেবং শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ হয়খুর উৎপলপত্র করিকর্ণ নখীত্রয়ম্ গ্রাহ্যং তত্রোত্তমা সদনা মাংসলা স্নিগ্ধা ॥ (চণ্ডীগোময়েত্যাদি। মহিষীগোময়জলে তৎস্বেদনীয়া, মহিষীগোময়জলাভাবে তিন্তিড়ীজলেন বা, ততঃ মৃণ্ময়পাত্রে বালুকায়াং ভর্জয়িত্বা গুড়হরীতকীজলেন স্রাবনীয়ম্। ততো রৌদ্রে শোষয়িত্বা সিতচন্দনাগুরুকল্কেন কুঙ্কুমতোলদ্বয়মিতেন কুষ্ঠামলকীদেবদারুণাং প্রত্যেকং দ্বিপলপরিমিতেন কল্কেন যত্নেন পুনঃ পুনর্ম্মর্দ্দয়েৎ। ততো গন্ধোদকেন প্রক্ষাল্য পুনঃ পুনরাতপে শোষয়েৎ। ততো মল্লিকামালত্যাদিকুসুমৈরামৃণ্ময়পাত্রে অধঃঊর্দ্ধ পুষ্পং দত্ত্বা সংস্থাপ্য পুনরুদ্ধৃত্য

শুক্ত প্রস্তুতের নিয়ম।

অন্নমণ্ড ৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি ২ সের, গুড় ২ সের, অম্লমূলক (কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন বা মূলাখণ্ড) একসের, আদা ২ সের, পিপুল, জীরা, সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা ও মরিচ প্রত্যেকে ১৬ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত পাত্রে রাখিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া আট দিবস রাখিবে, তদনন্তর পাত্রের মুখ খুলিয়া তাহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইরূপে প্রস্তুত পদার্থের নাম শুক্ত। এই শুক্তই মহারাজ প্রসারণী তৈলে কাঁজির রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

পঞ্চপল্লোবদক।

গন্ধদ্রব্য শোধনার্থ পঞ্চপল্লবোদকের প্রয়োজন হয় বলিয়া উহার প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইতেছে—আম, জাম, কদ্‌বেল, ছোলঙ্গলেবু (টাবালেবু) ও বিল্ব; ইহাদের পত্র সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া আটগুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে ॥ ৬৪ ॥

নখীশুদ্ধি।

মহিষীর বিষ্ঠা বা তেঁতুলফল কিম্বা অভাব পক্ষে মৃত্তিকার সহিত নখী জলসহযোগে সিদ্ধ

গ্রাহ্যং তিস্থণাং প্রত্যেকম্। এবম্প্রকারেণৈব সমুদ্রককর্কটস্য শুদ্ধস্য ত্রিপলম্) ॥ ৬৫ ॥

বচা হরিদ্রয়োঃ শুদ্ধিঃ।

গোমূত্রে চালম্বুষকে পক্ত্বা পঞ্চদলোদকে। পুনঃ সুরভিতোয়েন বাষ্পস্বেদেন স্বেদয়েৎ ॥ গন্ধোগ্রা শুধ্যতে হ্যেবং রজনী চ বিশেষতঃ ॥ (গোমূত্রেণেত্যাদি। পর্ব্বরহিতা গ্রন্থিপ্রচুরতরা বা বচা গ্রাহ্যা জর্জ্জরীকৃত্য গোমূত্রে মুণ্ডরীসহিতজলে চ পক্ত্বা পুনরুদ্ধৃত্য পঞ্চপল্লবজলেন পচেৎ। উদ্ধৃত্য সংশোষ্য গন্ধোদকেন। প্রক্ষাল্য শোষয়িত্বা তদনু গন্ধোদকহুণ্ডিকায়াং বচাং প্রক্ষিপ্য পিধায় অধোজ্বালা দাতব্যা ত্বতি বাষ্পস্বেদঃ ততশ্চ গোমূত্রে ক্ষণমেকং প্রক্ষিপ্য শোভাঞ্জনবল্কলক্কাথেন প্রক্ষাল্য গন্ধোদকেন ক্ষালয়েৎ ॥ ততোমরুবকমল্লিকাদিকুসুমৈরধিবাসয়েৎ। ততঃ সংচূর্ণ্য শ্বেতধূনাকুন্দুরুনখিকাদিভির্ধূপয়িত্বা গ্রাহ্যা। এবং হরিদ্রায়া অপি। অস্যা বিশেষশুদ্ধিঃ ॥ মাতুলুঙ্গরসকাঞ্জিকাভ্যাং টঙ্কণক্ষারতোলকেন উৎস্বেদনীয়া যাবদ্রসশোষণীয়ং ততোনিশ্মলতিলতৈলচতুঃপলানি গন্ধোদকেন মৃদ্বগ্নিনা দিনত্রয়ং ততো মধ্যে বচাবদ্ধ্পিতা সতী ধূপিতাভাণ্ডে দিনত্রয়ং সংস্থাপ্য ততঃ কুঙ্কুমবর্ণা ভবেৎ) ॥ ৬৬ ॥

মুস্তকশুদ্ধিঃ।

মুস্তকস্ত মনাক্ ক্ষুণ্ণং কাঞ্জিকে ত্রিদিনোষিতম্। পঞ্চপল্লবতোয়েন স্বিন্নমাতপশোষিতম্ ॥ গুড়াম্বুনা সিচ্যমানং ভর্জ্জয়েচ্চূর্ণয়েত্ততঃ। আজশোভাঞ্জনজলৈর্ভাবয়েচ্চেতি শুদ্ধ্যতি ॥ মনাকৃখণ্ডং কৃত্বা কাঞ্জিকে দিনত্রয়ম্ সংস্থাপ্য প্রক্ষাল্য পঞ্চল্লবতোয়েন স্বেদয়েৎ ॥ অথাপতে সংশোষ্য খোলকে ভৃষ্ট্বা চূর্ণয়েৎ ততশ্ছাগমূত্রশোভাঞ্জনজলেন

করিবে; পরে ঘৃতে ভর্জন করিয়া গুড় মিশ্রিত হরীতকীর জলে সিক্ত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়। এইরূপে কর্কটও (কাঁকড়া) শোধন করিয়া লইবে ॥ ৬৫ ॥

বচ ও হরিদ্রা শুদ্ধি।

গোমূত্রে এবং মুণ্ডিরী যুক্ত জলের সহিত বচ সিদ্ধ করিবে, তদনন্তর পঞ্চপল্লবোদক পূর্ণ পাত্রের মুখে একটী সছিদ্র পাত্র স্থাপন করিবে, এবং উভয় পাত্রের সন্ধিস্থান উত্তম রূপে রুদ্ধ করিবে, পরে উক্ত সছিদ্র পাত্রোপরি বচ রাখিয়া একখানি সরা দ্বারা বচগুলি ঢাকিয়া দিবে এবং পঞ্চপল্লবোদক পূর্ণ পাত্রের নীচে জ্বাল দিতে থাকিবে, এইরূপে নিম্নস্থ পাত্রোত্থিত বাষ্প দ্বারা সিদ্ধ বচ সম্যক্ রূপে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রণালী মতে হরিদ্রাও শোধন করিয়া লইতে হয় ॥ ৬৬ ॥

মুথাশুদ্ধি।

মুথা অল্প কুট্টিত করিয়া কাঁজিতে তিন দিবস ভিজাইয়া রাখিবে। তদনন্তর পঞ্চপল্লবোদকের সহিত সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে গুড় মিশ্রিত জলে সিক্ত করতঃ

ভাবয়েৎ; তদনু চম্পকাদিকুসুমৈরধিবাসয়েৎ। ততঃ পশ্চাৎ ধূপয়িত্বা সংচূর্ণ্য গ্রাহ্যং ত্রিপলম্) ॥ ৬৭ ॥

শৈলজশুদ্ধিঃ।

কাঞ্জিকে ক্বথিতং শৈলং ভৃষ্ট্বা পথ্যাগুড়াম্বুনা। সিঞ্চেদেবং ততঃ পুষ্পৈর্ব্বিবিধৈরধিবাসয়েৎ ॥ (শৈলজং কাঞ্জিকে পচেৎ, ততঃ প্রক্ষাল্য পঞ্চপল্লবজলেন বাষ্পস্বেদনমিত্যেপদেশঃ। ভৃষ্টহরীতকীজলেনাভিষিচ্য সুগন্ধিপুষ্পৈরধিবায়েৎ ॥ অথবা কাঞ্জিকে ক্বথিতং শৈলজং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্। শিগ্রুতোয়েন ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দিতং ধূময়েত্ততঃ ॥ ধূপিতং লঘুসর্জ্জাভ্যাং বাসিতং কুসুমৈর্নবৈঃ। শৈলজং কাঞ্জিকে নিক্ষিপ্য পচেৎ তদনু প্রক্ষাল্য ছাগমূত্রেণ ভাবয়েৎ। ততঃ শোভাঞ্জনক্বাথে ততোমধুনা মর্দ্দয়েৎ ততোঽগুরুধূনকাভ্যাং ধূপয়িত্বা কুসুমৈরধিবাসয়েৎ) ॥ ৬৮ ॥

খাট্টাসীশুদ্ধিঃ।

যথালাভমপামার্গস্নুহ্যাদিক্ষারলেপিতম্। বাষ্পস্বেদেন সংস্বেদ্য পূতিং নিলোমতাং নয়েৎ ॥ দোলাপাকং পচেৎ পশ্চাৎ পঞ্চপল্লববারিণি। খলঃ সাধুমিবোৎপীড্য ততোনিস্নেহতাং নয়েৎ ॥ আম্রশোভাঞ্জনজলৈর্ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ। শিগ্রুমূলে চ কেতক্যাঃ পুষ্পপত্রপুটে চ তম্ ॥ পচেদেবং বিশুদ্ধিশ্চ মৃগনাভিসমো ভবেৎ।

ভর্জন করিয়া চূর্ণ করিবে। তদনন্তর ছাগ মূত্র ও শজিনা ছালের রসে ভাবনা প্রদান করিলে উহা বিশুদ্ধ এবং সদ্গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

শৈলজ শুদ্ধি।

শৈলজ কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া ভর্জন করিবে। তদনন্তর গুড় মিশ্রিত জলে সিক্ত এবং নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে আবৃত করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে শৈলজ বিশুদ্ধ ও সদ্গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

খট্টাসীশুদ্ধি।

আপাঙ্গ ও মনসাসিজ প্রভৃতির ক্ষারচূর্ণ দ্বারা খট্টাসী লিপ্ত করিবে, তদনন্তর একটী জলপূর্ণ পাত্রের উপরি একটী সছিদ্র পাত্র স্থাপন করিয়া উহাদের সন্ধিস্থান উত্তম রূপে রুদ্ধ করিবে এবং উক্ত উপরিস্থ সছিদ্র পাত্রে খট্টাসী স্থাপন পূর্ব্বক একখানি সরা দ্বারা খট্টাসী আবৃত করিয়া দিবে। তদনন্তর জল পূর্ণ পাত্রের তলাতে জ্বাল দিবে। এইরূপে জ্বাল দিলে জল উত্তপ্ত হওয়া প্রযুক্ত বাষ্প সকল উত্থিত হইয়া খট্টাসীর গাত্রে লাগে, সুতরাং উহা সিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়া নামাইয়া শীতল হইলে খট্টাসীর গাত্রস্থ রোমা সকল টানিলে সহজেই স্খলিত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা খট্টাসী নির্লোম করিবে। পরে একটী পাত্রে আম ও জাম প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৃক্ষের পত্র এবং জল রাখিয়া খট্টাসী বস্ত্রে পুটুলী বদ্ধ করিয়া উক্ত পাত্রের মধ্যে দোলাবৎ ঝুলাইয়া রাখিবে, এবং পাত্রের তলায় জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে খট্টাসী সিদ্ধ করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক উহার স্নেহ পদার্থ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। তদনন্তর ছাগমূত্র ও সজিনা ছালের রসে আর্দ্র করিয়া শুষ্ক

(অপামার্গাম্বষ্টাম্বুহীক্ষারৈঃ খট্টাসীং লিপ্তা সজলস্থাল্যভ্যন্তরে কাষ্ঠাম্বু পরিপিষ্টক পক্ত্বা নির্লোমতাং নয়েৎ। তদনু বস্ত্রেণ পোটলং বদ্ধা পঞ্চপল্লবতোয়েন দোলাবৎপচেৎ॥ ততো গাঢ় নিষ্পীড্য নিঃস্বেদতাং নয়েৎ ততশ্ছাগমূত্রেণ শোভাঞ্জনক্বাথেন বহুধা ভাবয়েৎ) ॥ ৬৯ ॥

শিলারসাদিশুদ্ধিঃ।

তুরঙ্কং মধুনা ভাব্যং কাশ্মীরঞ্চাপি সর্পিষা। রুধিরেনায়সং প্রাজ্ঞৈ গোমূত্রে গ্রন্থিপর্ণকম্॥ মধূদকেন মধুরী পত্রকং তণ্ডুলাম্বুনা। সিহ্লকং প্রক্ষাল্য মধুনা বারত্রয়ং ভাবয়েৎ। ততো গন্ধোদকেন প্রক্ষালয়েৎ, ততঃ শোধিতধূপেন ধূপয়েৎ, চম্পকাদি কুসুমৈরধিবাসয়েৎ॥ কুঙ্কুমং গন্ধোদকেন প্রক্ষাল্য সংশোষ্য অর্কদুগ্ধঘৃতভাণ্ডে কৃত্বা তত্র কুঙ্কুমং প্রক্ষাল্য বস্ত্রেণ ভাণ্ডমুখং রুদ্ধা বাষ্পস্বেদেন স্বেদয়িত্বা গন্ধাম্বুনা প্রক্ষাল্যং পূর্ব্বোক্তকুসুমৈরধিবাসয়েৎ) ॥ ৭০ ॥

মৃগনাভি-লক্ষণম্।

যা গন্ধং কেতকীনাং বহতি পরিমলং বর্ণতঃ পিঞ্জরাভা। স্বাদে তিক্তা কটুর্ব্বা পরিলঘুতুলনা মর্দ্দিতা চিক্কণা সা। দগ্ধা নো যাতি ভস্মং মিষিমিষি কুরুতে চর্ম্মগন্ধা তু চান্তে। সা ভদ্রা লোভনীয়া বরমৃগতনুজা রাজযোগ্যা প্রদিষ্টা॥ পরঞ্চ। পীতঃ কিঞ্চিন্মধুরতিশয়ং কেতকীতুল্যগন্ধঃ স্নিগ্ধো মিষিমিকরো ভস্মভাবং ন যাতি। ঈষত্তিক্তঃ কটুরপিমনাক্ ক্ষারগন্ধানুবিদ্ধঃ শুদ্ধোনদ ইহ মহীপালযোগ্যোমনোজ্ঞঃ॥৭১॥

কর্পূরলক্ষণম্।

পক্কাৎকর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরম্। তত্রাপি স্যাদ্‌যৎক্ষুণ্ণং

করিবে, এইরূপ সাত বা আট বার সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া শজিনার মূল কৃত পিণ্ডের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক কেতকী পুষ্প ও পত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ কুশ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া পুটপাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। এইরূপে খট্টাসী বিশুদ্ধ এবং মৃগনাভির সদৃশ সদ্‌গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৯ ॥

শিলাজতু ও কুঙ্কুম প্রভৃতি শুদ্ধি।

শিলাজতু মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সাতবার ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। এইরূপে কুঙ্কুম ঘৃতের সহিত, অগুরু কুঙ্কুমের সহিত, গ্রন্থিপর্ণ (গেঁঠেলা) গোমূত্রের সহিত, মৌরী মধুমিশ্রিত জলের সহিত, এবং তেজপত্র তেঁতুলের সহিত ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৭০ ॥

মৃগনাভির লক্ষণ।

যে মৃগনাভির গন্ধ কেতকীপুষ্পের ন্যায়, বর্ণ পিঙ্গল বা পীত, আস্বাদ ঈষৎ তিক্ত বা কটু, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র দগ্ধ না হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে এবং পরিশেষে উহা যখন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন দগ্ধ চর্ম্মের গন্ধ নির্গত হয়; ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত মৃগনাভিই উৎকৃষ্ট॥ ৭১ ॥

কর্পূরের লক্ষণ।

পক্ক অপেক্ষা অপক্ক কর্পূর অধিকতর গুণকারী, অপক্ক কর্পূরের মধ্যেও যাহা অক্ষুণ্ণ ও স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট। যদি পক্ক কর্পূর দানা বিশিষ্ট চিক্কণ ও হরিতবর্ণ হয়, এবং

স্ফটিকাভং তদুত্তমম্ ॥ পক্কঞ্চ সদনং স্নিগ্ধং হরিতদ্যুতি চোত্তরম্। ভঙ্গে মনাগপিনচেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ। হস্তে নিঘৃষ্য কর্পূরং রেখাং হস্তস্য লক্ষয়েৎ ॥ যদি সা দৃশ্যতে বিদ্ধি কর্পূরমতিভদ্রকম্ ॥ ৭২ ॥

কুড় লক্ষণম্।

মৃগশৃঙ্গাকৃতিঃ কুষ্ঠং কীটদোষবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৩ ॥

শ্বেতচন্দন লক্ষণম্।

শ্বেতচন্দনমত্যন্তস্নিগ্ধং গুরু সুগন্ধি চ। ভবেদ্‌যচ্চন্দনং রক্তপীতসারং তদুত্তমম্ ॥ যৎপাণ্ডুরমসারঞ্চ ন ভদ্রং প্রবদন্তি তৎ ॥ ৭৪ ॥

অগুরু লক্ষণম্।

কাকতুণ্ডাকৃতিঃ স্নিগ্ধো গুরুশ্চৈবোত্তমোঽগুরুঃ। অসারপাণ্ডুরং রূক্ষং লঘুশ্চাধমমাদিশেৎ ॥ নাদেয়ং নাপ্যুপাদেয়ং তিত্তিরিপক্ষকাগুরুঃ। শাল্মলীকাষ্ঠসঙ্কাশো নৈব গ্রাহ্যঃ কদাচন ॥

কুঙ্কুমলক্ষণম্।

পাণ্ডুরৈঃ কেশরৈস্ত্যক্তং রক্তং কুঙ্কুমমুত্তমম্। হীনং দ্বিরাগি কাশ্মীরং খরপাণ্ডুরকেশরম্ ॥

খট্টাসীলক্ষণম্।

খট্টাসোঽনূপজঃ শ্রেষ্ঠো বর্ত্তুলো মাংসলশ্চ যঃ। সম্মতো মধ্যদেশীয়ো মধ্যমো মরুজোঽধমঃ ॥

উহা ভাঙ্গিলে ঈষৎ চঞ্চল ও উহা হইতে কণা সকল পতিত হয়, তাহা হইলে সেই কর্পূর উত্তম। কর্পূরের অপর পরীক্ষা এই, কর্পূর হস্তে ঘর্ষণ করিলে যদি উহার স্বচ্ছতা নিবন্ধন হস্তের রেখা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই কর্পূর শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ৭২ ॥

কুড়ের লক্ষণ।

যে কুড় মৃগশৃঙ্গের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং কীটাদি দোষ বর্জিত, তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিবে ॥ ৭৩ ॥

শ্বেতচন্দনের লক্ষণ।

যে শ্বেত চন্দন অত্যন্ত স্নিগ্ধ, গুরু ও সুগন্ধি এবং যাহার সারভাগ লোহিত পীতাভ, তাহাই উৎকৃষ্ট। অপর, যে চন্দন অসার ও পাণ্ডুবর্ণ, তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৭৪ ॥

অগুরুর লক্ষণ।

যে অগুরু কাকতুণ্ডাকৃতি, স্নিগ্ধ ও গুরু তাহাই শ্রেষ্ঠ। আর যাহা অসার, পাণ্ডুবর্ণ, রুক্ষ ও লঘু তাহা অপকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন তিত্তির পক্ষীর পক্ষবৎ ও শাল্মলী কাষ্ঠ সদৃশ স্বচ্ছ যে অগুরু তাহা অতি নিকৃষ্ট।

কুঙ্কুমের লক্ষণ।

যে কুঙ্কুম পাণ্ডুবর্ণ কেশর বিহীন এবং সমস্ত ভাগই রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট। আর যাহা নীলবর্ণ বা দ্বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ ও কর্কশ কেশর বিশিষ্ট তাহা নিকৃষ্ট।

খট্টাসীর লক্ষণ।

খট্টাস নামক প্রসিদ্ধ পশুর অণ্ডকোষকে খট্টাসী কহে। অনূপ দেশীয় (সজল প্রদেশস্থ) গোলাকার ও মাংসযুক্ত খট্টাসী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মধ্যদেশীয় (নাতিশীতোষ্ণ দেশীয়) খট্টাসী মধ্যম এবং মরুদেশ জাত খট্টাসী অধম বলিয়া গণ্য।

মুরামাংসীলক্ষণম্।

কিঞ্চিৎপীতা মুরা শস্তা মাংসী পিঙ্গজটাকৃতিঃ।

রেণুকালক্ষণম্।

রেণুকোমুদ্গতুল্যো যো ভদ্রঃ স সম্মতঃ সতাম্॥ স্থূলো মরিচসঙ্কাশো গন্ধকর্ম্মণি গর্হিতঃ।

জাতীফললক্ষণম্।

জাতীফলংসশব্দঞ্চ স্নিগ্ধং গুরু চ শস্যতে। লঘুকং শব্দহীনঞ্চ রুক্ষাঙ্গমতিনিন্দিতম্॥

ছোটএলাচীলক্ষণম্।

এলা কক্কোলবীজাভা গ্রাহ্যা কোদ্রবাকৃতিঃ। যা কক্কোলসমাকারা কর্পূররেণুসংযুতা॥ সরলা সা ত্রুটিঃ শ্রেষ্ঠা পিবরীতা তু নেশ্যতে॥

প্রিয়ঙ্গুলক্ষণম্।

যৎকিঞ্চিৎপাণ্ডুরা শ্যামা কীটদোষবিবর্জ্জিতা। সা প্রিয়ঙ্গুর্ম্মতা ভদ্রা বিপরীতা তু নিন্দিতা॥

নখীলক্ষণম্।

নখী পঞ্চবিধা জ্ঞেয়া গন্ধার্থং গন্ধতৎপরৈঃ। কাচিদুডুম্বরপত্রাভা

মাংসীর লক্ষণ।

মুরামাংসী কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ এবং জটামাংসী পিঙ্গলবর্ণ ও জটাসদৃশ হইলে উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবে।

রেণুকা লক্ষণ।

যে রেণুকা মুগের ন্যায় তাহাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু স্থূল ও মরিচ সদৃশ রেণুক দোষাবহ। আনূপ দেশ সম্ভূত মুগ সদৃশ রেণুক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মিশ্রদেশীয় (জাঙ্গল ও আনূপ দেশীয়) রেণুক মধ্যম এবং জাঙ্গল দেশজ রেণুক অধম।

জাতীফলের লক্ষণ।

যে জায়ফল স্নিগ্ধ, গুরু ও শব্দ বিশিষ্ট তাহাই উৎকৃষ্ট। লঘু, রুক্ষ ও শব্দ বিহীন জায়ফল নিকৃষ্ট।

ছোটএলাচির লক্ষণ।

যে এলাচি কাঁকলার বীজের ন্যায় এবং কোদ্রবের (কোদ ধান্যের) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, তাহাই গ্রাহ্য। যাহা কাঁকলা সদৃশ এবং কর্পূরের ন্যায় রেণু বিশিষ্ট, সেই ছোট এলাচি শ্রেষ্ঠ। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত হইলে অপকৃষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিবে।

প্রিয়ঙ্গুর লক্ষণ।

যে প্রিয়ঙ্গু ঈষৎ পাণ্ডু ও শ্যামবর্ণ এবং কীটাদি কর্ত্তৃক দষ্ট নহে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত হইলে অপকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

নখীর লক্ষণ।

কাকোডুম্বরপত্র, উৎপলপত্র, অশ্বখুর, গজকর্ণ ও বরাহকর্ণ ভেদে নখী পঞ্চবিধ। অর্থাৎ যজ্ঞডুমুরের পত্র সদৃশ, পদ্ম পত্রের ন্যায়, অশ্বখুরের আকার, হস্তীকর্ণের ন্যায় এবং শূকরের কর্ণ

তথোৎপলদলায়তা ॥ কাচিদশ্বখুরাকারা গজকর্ণসমাপরা। বরাহকর্ণ-সঙ্কাশা গন্ধকর্ম্মণি গর্হিতা ॥

গ্রন্থিকলক্ষণম্।

গ্রন্থিকঃ পাণ্ডুরঃ কিঞ্চিৎকনিষ্ঠঃ সর্ব্বসম্মতঃ। উত্তমঃ কৃষ্ণবর্ণা যঃ স্থূলোঽতীবচ নিন্দিতঃ।

নামজ্জলক্ষণম্।

দীর্ঘমূলং দৃঢ়ং সূক্ষ্মমুত্তমং গন্ধসংযুতম্ ॥ দেশে সাধারণে জাতং নামজ্জং ভদ্রকং ভবেৎ ॥

নলিকালক্ষণম্।

মধ্যে সারবিহীনা যা সরসা কীটবর্জ্জিতা। নলিকা সা ভবেদ্ভদ্রা বিপরীতা তু নিন্দিতা ॥

শিলারস লক্ষণম্।

নির্ম্মলঃ কপিলঃ কচ্ছু সিদ্ধকোঽতিতরাং নবঃ। মধ্বাভো মলসংযুক্তো বর্জ্জিতো গন্ধকর্ম্মণি।

শ্রীবাসলক্ষণম্।

শ্রীবাসো ভদ্রকঃ প্রোক্তো মলকাষ্ঠবিবর্জ্জিতঃ ॥

লাক্ষা লক্ষণম্।

লাক্ষা চ নূতনা গ্রাহ্যা মৃত্তিকাদি বিবর্জ্জিতা।

সদৃশ। ইহাদের নামের তাৎপর্য্য দ্বারাই উল্লিখিতরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। চক্রদত্ত নামক গ্রন্থের টীকা পাঠের সহিত এই গ্রন্থের পাঠের একটু প্রভেদ দেখাযায় যথা

গাঠিয়ানের লক্ষণ।

কিঞ্চিৎ পাণ্ডুবর্ণ ও খুরাকার গেঁঠেলা উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূলাকৃতি গেঁঠেলা নিকৃষ্ট।

উশীরের লক্ষণ।

নামজ্জ (যে বেণারমূল) সাধারণ দেশে জাত, দীর্ঘ, দৃঢ়, সূক্ষ্ম, সদ্‌গন্ধ বিশিষ্ট তাহাই উৎকৃষ্ট।

নালুকার লক্ষণ।

সারহীন, সরস ও কীট বর্জিত নালুকা প্রশস্ত। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত নালুকা পরিত্যাজ্য।

শিলারসের লক্ষণ।

নির্ম্মল, কপিলবর্ণ, স্বচ্ছ, অভিনব শিলারস শ্রেষ্ঠ। যাহা মধুর রস বিশিষ্ট, মলযুক্ত, সেই শিলারস গন্ধ কর্ম্মে ব্যবহৃত হয় না!

শ্রীবাসের লক্ষণ।

যে শ্রীবাস (গন্ধবিরজা) মল ও কাষ্টাদি রহিত, সেই গন্ধবিরজাই উত্তম।

লাক্ষার লক্ষণ।

যে লাক্ষা (যাহা হইতে গালা প্রস্তুত হয়) নূতন এবং মৃত্তিকা ও কঙ্কর রহিত, সেই লাক্ষাই উৎকৃষ্ট।

পদ্মকাষ্ঠলক্ষণম্।

পদ্মকং সরলং ভদ্রং কীট্টদোষবিবর্জ্জিতম্। জলদোষমহীনাঞ্চ ত্বক-পত্রঞ্চ তথৈবচ ॥

বালকলক্ষণম্।

সূক্ষ্মমূলোবরঃ কেশো নূতনঃ সরলস্তথা। নূতনস্থূলমূলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥

কক্কোললক্ষণম্।

কক্কোলকং শুভং বিদ্ধি বেষ্টিতং সূক্ষ্ময়া ত্বচা। স্নিগ্ধং গুরুকমত্যন্ত-মন্যথাতীবনিন্দিতম্ ॥

মুস্তকলক্ষণম্।

দ্বিমুস্তং নূতনং পুষ্টা মব্যাপন্নং নবাবিদুঃ। চোরপুষ্পীং নবাং শ্যামা মামনন্তি মনীষিণঃ॥ আনূপদেশসম্ভূতো মুস্তস্যাদতিশোভনঃ॥ মিশ্রিতে মধ্যমঃ প্রোক্তো জাঙ্গলস্ত্বধমোমতঃ ॥

বচা লক্ষণম্।

অত্যুগ্রাপি সরাগাপি গ্রন্থিলাপি সম্মতা। অন্তঃ শুচিত্বমাত্রেণ বচা চাব্যত্বমুজ্ঝতি ॥

চম্পকলিকা লক্ষণম্।

গ্রাহ্যা প্রশোষ্য সম্যক্ চম্পকলিকা প্রদীপকলিকেব। কীটাদিকেন বিহিতমভিনবমিহ কেশরং গ্রাহ্যম্ ॥

পদ্মকাষ্ঠাদির লক্ষণ।

পদ্মকাষ্ঠ ও সরল কাষ্ঠ কীটাদি দোষ বর্জিত হইলে উৎকৃষ্ট। দারুচিনি এবং তেজপত্র জলসিক্ত এবং আর্দ্র স্থানে থাকা প্রযুক্ত বিকৃত না হইলে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

বালার লক্ষণ।

সূক্ষ্মমূল বিশিষ্ট পুরাতন ও সরল বালা উত্তম। স্থূলমূল ও অভিনব বালা বর্জ্জনীয়।

কাঁকলার লক্ষণ।

সূক্ষ্মত্বক্ বিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও গুরু কাঁকলা প্রশস্ত। ইহার অন্যতর কাঁকলা বর্জ্জনীয়।

মুথার লক্ষণ।

মুথা ও নাগর মুথা নূতন পুষ্ট ও সুগন্ধি ; এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে শ্রেষ্ঠ।

চোরপুষ্পীর লক্ষণ।

নূতন ও শ্যাম বর্ণের চোরপুষ্পী (চোরকাঁচকী) শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

বচের লক্ষণ।

উগ্রগন্ধ, ঈষৎ রক্তাভ ও গ্রন্থিক বচ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উল্লিখিত লক্ষণ সমস্ত বর্ত্তমান থাকিলেও যদি উহার মধ্যভাগ শুভ্র হয়, তাহা হইলে উহা অপকৃষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিবে।

চম্পক কলিকার লক্ষণ।

দীপশিখার ন্যায় আকৃতি, দীপ্তি শীল ও সম্যক্ শুষ্ক চম্পককলিকা উৎকৃষ্ট।

কেশরলক্ষণম্।

সসূক্ষ্মকেশরা স্নিগ্ধা মাংসী পিঙ্গজটাকৃতিঃ।

দেবদারুলক্ষণম্।

সুগন্ধি লঘুরূক্ষঞ্চ সুরদারু প্রকীর্ত্তিতম্॥

রক্তচন্দনলক্ষণম্।

আকৃষ্ণমুত্তমং ন্যূনং রক্তঞ্চায়ঞ্চ মধ্যমম্। আরক্তমধ্যমং বিদ্ধি রক্ত-চন্দনকং ত্রিধা॥

হরিদ্রালক্ষণম্।

হরিদ্রা ক্রিয়তে স্থূলা ছেদে যা কুঙ্কুমচ্ছবিঃ।

কেতক্যাদিনাং লক্ষণম্।

কেতকী যুথিকা জাতী চম্পকং চম্পকং চাতিমুক্তকঃ। কদম্বো-মল্লিকা নাগপুষ্পঞ্চ কটুজস্তথা। পাটলা করুণৌ সৌরী পুষ্পৈরেভিঃ সমাচরেৎ॥ বাসনং কুসুমৈরন্যৈ স্তথান্যৈরতিশোভনৈঃ॥

সৌবর্চ্চললক্ষণম্।

সৌবর্চ্চলস্তু কেশাভং সৈন্ধবং স্ফটিকপ্রভম্। জবাকুসুমসঙ্কাশা মনোহ্বা চোত্তমামতা। সুবর্ণবচ্চ বিজ্ঞেয়ং স্বর্ণমাক্ষিকমুত্তমম্॥

শিলাজতু লক্ষণম্।

শ্রেষ্ঠং শিলাজতু জ্ঞেয়ং যত্তু ক্ষিপ্তং ন শীর্য্যতে। তোয়পূর্ণে যদা পাত্রে প্রতান্যে চ বিরুধ্যতে॥

নাগেশ্বর পুষ্পের লক্ষণ।

কীটাদি দোষ বর্জ্জিত নূতন নাগেশ্বর পুষ্প উত্তম সুতরাং, উহা ব্যবহার্য্য।

দেবদারুর লক্ষণ।

সুগন্ধি, লঘু ও রুক্ষ দেবদারুই শ্রেষ্ঠ। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত দেবদারু বর্জ্জনীয়। মাংসীর লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে পুনঃ উল্লিখিত হইল না।

রক্তচন্দনের লক্ষণ।

রক্তচন্দন ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ঈষৎ কৃষ্ণাভ রক্তচন্দন শ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণের রক্তচন্দন মধ্যম এবং ঈষৎ রক্ত বর্ণের রক্তচন্দন অধম।

হরিদ্রার লক্ষণ।

যে হরিদ্রা স্থূলাকৃতি এবং যাহা দ্বিধাকৃত হইলে অভ্যন্তর ভাগ কুম্‌কুমের বর্ণ বিশিষ্ট, সেই হরিদ্রাই শ্রেষ্ঠ।

কেওয়া, যুঁই, জাতী, চাঁপা, মাধবী, কদম্ব, মল্লিকা, নাগেশ্বর, কুটজ, পারুল, করুণালেবু ও পিয়াজ; এই সমস্ত পুষ্পের দ্বারা এবং অন্যান্য বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা অধিবাসন করিবে।

সৌবর্চ্চলাদির লক্ষণ।

সৌবর্চ্চল লবণ, কেশের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সৈন্ধবলবণ স্ফটিকবৎ, জবাকুসুমবৎ লোহিতবর্ণ মনঃশিলা এবং স্বর্ণ সদৃশ স্বর্ণমাক্ষিক উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

শিলাজতুর লক্ষণ।

কোন জল পূর্ণ পাত্রে যে শিলাজতু নিক্ষেপ করিলে বিশীর্ণ না হয়, সেই শিলাজতু উত্তম। অন্যান্য নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

হরিদ্রয়োঃ লক্ষণম।

ভাদ্রক্যং কীর্ত্তিতং যেষাং বিরুদ্ধত্বং ন কীর্ত্তিতম্। তেষাং তদ্বিপরীতত্বাৎ বিরুদ্ধত্বঞ্চ লক্ষয়েৎ॥ এতেষামপরেষাংচ নবতো প্রবলো গুণঃ। মাংসী পত্রং সুরদারু কৌষ্ঠী কনকপালকম্॥ কস্তেলা শেণিতং চেতি মিথোমিত্রগণো মতঃ। পমরাগুরুপূমম্বচোরাস্থ শ্বেতচন্দনম্॥ নখী গ্রন্থীশ্চম্পককঞ্চ দেবপুষ্পাস্ত মধ্যমম্। শ্রীবাসতৈলৈর্ম্মদকুন্দুছত্রামিষিদ্বিষতুর্দ্ধ ইতি প্রকাশিতঃ। তাগক্রমাত্তৈলবিধৌ বিধেয়ো ভবেদমীনাং সকলার্দ্ধভাগঃ॥

অগুরুশোধনম্।

অগুরুগন্ধোদকেন প্রক্ষাল্যাতপে শোষণীয়ম্। ততো বিশুদ্ধকুঙ্কুমজলেনাপ্লাব্যং শোষণীয়ম্॥ ততো গন্ধোদকেন বারত্রয়ং প্রক্ষাল্য সংশোষ্য গ্রাহ্যং ত্রিপলম্।

গ্রন্থিপর্ণশুদ্ধিঃ।

মধুরীং মধুমিশ্রিত জলেন প্রক্ষাল্য পুনর্ম্মধুদকেন বারত্রয়ং ভাবয়েৎ। পুনঃ সংশোষ্য পুষ্পৈরধিবাযয়েৎ॥

মধূরীশুদ্ধিঃ।

তণ্ডুলাম্বুনা মধুরীবক্তেজপত্রশোধনম্।

কুষ্ঠশোধনম্।

কুষ্ঠং পঞ্চদলস্বিন্নং কুঙ্কুম ধূষিতম্। বাসিতং কুসুমৈরেভিঃ শুদ্ধিমাপ্নোতি নির্ম্মলাম্। পঞ্চ-পল্লব ক্বাথেন কুষ্ঠং পক্ত্বা পরিশোষ্য মূর্ব্বাকুন্দুরুভ্যাং সন্ধূপ্য জাত্যাদিকুসুমৈরধিবাসয়েৎ॥

যে সকল পদার্থের উৎকর্ষ লক্ষণ বর্ণিত হইল, অথচ অপকর্ষ লক্ষণ বর্ণিত হয় নাই, তাহাদের উৎকর্ষ চিহ্নের বৈপ্যরীত্যই নিকৃষ্টতার লক্ষণ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে।

অগুরুশোধন।

অগুরু গন্ধোদকের দ্বারা ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে বিশুদ্ধ কুঙ্কুম জলে আপ্লুত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে।

গ্রন্থিপর্ণ শোধন।

গ্রন্থিপর্ণ (গাঠিয়ান) গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত করিবে, পরে গন্ধোদক দ্বারা ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে, তদনন্তর সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা আবৃত করিয়া কিছুদিন রাখিলে উহা বিশোধিত হইয়া থাকে।

মৌরীশুদ্ধি।

মৌরী মধু মিশ্রিত জলে ধৌত করিয়া মধু মিশ্র জলে আপ্লুত করিয়া শুষ্ক করিবে। এইরূপ তিনবার করা হইলে সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা আবৃত করিয়া কিছুদিন রাখিলে উহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

কুড় শোধন।

কুড় পঞ্চপল্লবোদকের সহিত সিদ্ধ করিয়া কুঙ্কুমের দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে সুগন্ধি কুসুম দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে উহা বিশোধিত হইয়া থাকে।

গন্ধতৃণশোধনম্।

ধ্যামচূর্ণিতং শুদ্ধিজলসংপ্লুতম্ ঘৃতগুগ্গুলধূপেন যাতি চন্দনবাসিতম্ গন্ধতৃণং চূর্ণয়িত্বা শর্করামিশ্রিতজলেন প্রক্ষাল্য পরিশোষ্য শ্রীখণ্ড-চন্দনপঙ্কেন মর্দ্দয়েৎ॥

কুন্দুরুশোধনম্।

কুন্দুরুশ্চূর্ণিতোঽত্যর্থং কুঙ্কুমেন চ মর্দ্দিতো। ধূপিতো গুড়-সর্জ্জাভ্যাং বাসিতঃ শুদ্ধ্যতেতরাম্॥ (কুন্দুরুগন্ধেন প্রক্ষাল্য শোষ-য়িত্বা কুঙ্কুমপঙ্কেন মিশ্রয়িত্বা গাঢ়ং মর্দ্দয়েৎ)।
অথ গুড়সর্জ্জাভ্যাং ধূপয়িত্বা সুগন্ধিকুসুমৈরধিবাসয়েৎ॥

রেণুকশোধনম্।

রেণুকোভাবিতশ্চাদৌ মধুনা তক্রভাবিতঃ। আতপে শোষয়িত্বৈবং পুষ্পৈরপ্যধিবাসয়েৎ রেণুকং গন্ধোদকেন পুনর্ভাব্যং আতপে সংশোষ্য গন্ধকুসুমৈরধিবাসয়েৎ॥

চোরপুষ্পশোধনম্।

ক্ষৌদ্রেণ ভাবিতং চোরপুষ্পমাতপশোষিতম্। ধূপিতং গুড়সর্জ্জাভ্যাং বাসিতং শুধ্যতে ধ্রুবম্॥ চোরপুষ্পং মধুনা সংনীয়াতপে শোষয়িত্বা গুড়ধূনকাভ্যাং ধূপয়িত্বা সুগন্ধিকুসুমৈরধিবাসয়েৎ॥

নবনীতখোটিশোধনম্।

নবনীতখোটিদকেন প্রক্ষাল্য সংশোষ্য শর্করোদকেন পুনর্ভাব্যং

গন্ধতৃণ শোধন।

গন্ধতৃণ চূর্ণ করিয়া পঞ্চপল্লবোদকে আপ্লুত করিয়া ধৌত করিবে, পরে শুষ্ক করিয়া ঘৃত ও গুগ্গুলুর ধূম লাগাইলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে

কুন্দুরু শোধন।

গন্ধোদকের দ্বারা কুন্দুরু ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; তদনন্তর কুঙ্কুমের সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে গুড় ও ধূনা একত্রে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে ধূম নির্গত হইবে, সেই ধূম উহাতে লাগাইবে। পরিশেষে সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে।

রেণুক শোধন।

রেণুক প্রথমতঃ মধু মিশ্রিত তক্র দ্বারা আর্দ্র করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ লাগাইবে, পরিশেষে গন্ধোদক দ্বারা ধৌত করিয়া মধু মিশ্রিত জল দ্বারা ভাবনা দিবে এবং সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা আবৃত করিয়া নিভৃত স্থানে কিছুদিন রাখিবে।

চোরপুষ্প শোধন।

চোরপুষ্প মধু দ্বারা আর্দ্র করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গুড় ও ধূনার ধূম তাহাতে লাগাইবে। পরে সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা আবৃত করিয়া কিছুদিন রাখিবে।

নবনীতখোটী শোধন।

নবনীতখোটী প্রথমতঃ গন্ধোদক দ্বারা ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে চিনি মিশ্রিত জলে

প্রক্ষাল্য সংশোষ্য সংচূর্ণ্য ঘৃতগুগ্গুলুধূপেন ধূপয়িত্বা জাত্যাদি-কুসুমচন্দনাভ্যাং বাসয়েৎ॥

সর্ব্বেষামেব সুগন্ধিদ্রব্যানাং গন্ধবারিণা প্রক্ষাল্যাতপে সংশোষ্য ভর্জ্জনং সেচনং গুড়োদকেন। শোধিতং দ্রব্যং ন কুর্য্যাদেক-পাত্রতঃ। যস্মাদ্ধি কাকসংসর্গাৎ কৃষ্ণোভবতি কোকিলঃ।

গন্ধাম্বুসাধনম্।

তে জীবতীত্বক্পত্রোশীরনাগকেশরমুস্তবালানাং প্রত্যকং পঞ্চ-বিংশতিপলং শতষরাবপরিমিতেন জলেন পক্ত্বা অর্দ্ধাবশেষং কুর্য্যাৎ। এবং পাকদ্বয়ং মধ্যপাকে তৃতীয়পাকার্থম্। অপরপাক-মেকং গন্ধদ্রব্যং ক্ষালনার্থম্। দ্বাভ্যাং পাকত্রয়ং স্যাৎ।

চন্দনাম্বুসাধনম্।

মলয়জমুত্তমমরুণং পীতমধ্যমনুত্তমং পাণ্ডুঃ প্রায়েণ স্নিগ্ধগুণাঃ সারত্বং কোটরোগ্রন্থিঃ॥ কীটগ্রন্থিগুরু রক্তবর্ণ এবং কুট্টিতচন্দনস্য দ্বাত্রিংশৎপলং দ্বাত্রিংশৎ শরাবজলেন পক্ত্বার্দ্ধাবশেষং কুর্য্যাৎ ইত্থং। পাকদ্বয়ং মধ্যপাকশেষপাকার্থং ঘৃষ্টচন্দনং বা গোলয়িত্বা দাতব্যম্।

নকুলাদ্যং ঘৃতম্।

নকুলস্য চ মাংসস্য পচেৎপ্রস্থং জলাঢ়কে। তৎসমং দশমূলঞ্চ পক্বং মাষবলান্বিতম্॥ ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তত্রে চতুর্ভাগাবশেষিতে। শতাবরী-রসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্॥ অষ্টোবর্গাশ্চ কাকোল্যৌ জীবন্তী

আর্দ্র করিয়া শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহাতে ঘৃত মিশ্রিত গুগ্গুলের ধূম লাগাইয়া সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে।

যথাযথ নিয়মানুসারে গন্ধ দ্রব্যগুলি বিশুদ্ধ করিয়া সমস্ত দ্রব্য এক পাত্রে রাখিবে না, কারণ অধমের সহিত উত্তমের সংসর্গ ঘটিলে উত্তমও অধম হইয়া যায়। সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে গন্দদ্রব্য রাখিয়া দিবে।

গন্ধাম্বু সাধন।

তেজোবতী, দারুচিনি, তেজপত্র, বেণারমূল, নাগকেশর, মুথা ও বালা; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২৫ পল এবং কুড় ২২ পল ৪ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক এক শত সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া পঞ্চাশৎ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া জল গ্রহণ করিবে।

চন্দনাম্বু সাধন।

উৎকৃষ্ট শ্বেতচন্দন ৩২ পল গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া জল গ্রহণ করিবে। মধ্য পাকে এবং শেষ পাকে ঘৃষ্ট চন্দনও দেওয়া যাইতে পারে।

নকুলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ছোটএলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, [illegible] ই। দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে। [illegible] ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে

মধুযষ্টিকা। এলা ত্বচঞ্চ পত্রঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা ॥ মুস্তকং নাগজিহ্বা চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ ॥ মহোন্মাদে পক্ষঘাতে চাধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাধির্য্যে মূকমিন্মিনে ॥ ঊর্দ্ধজত্রুগতে বাতে জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংশ্রিতে। নকুলাদ্যমিদং নাম্না ঊর্দ্ধজত্রু গদাপহম্ ॥৬৩॥

ছাগাদ্যং ঘৃতম্।

আজং চর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ত্যক্তশৃঙ্গনখাদিকম্। পঞ্চমূলদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥ তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। জীবনীয়ৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষীরঞ্চৈব শতাবরী ॥ ছাগলাদ্যমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ। অর্দ্দিতে কর্ণশূলে চ বাধির্য্যে মূকমিন্মিনে ॥ জড়গদ্গদপঙ্গূনাং খঞ্জে গৃধ্রসি কুব্জয়োঃ। পৃথগর্দ্ধতুলাং পঞ্চমূলদ্বন্দ্বাজমাংসয়োঃ। নিঃক্বাথ্য সলিলদ্রোণে ক্বাথে পাদাবশেষিতে ॥ অপতানেঽপতন্তে চ সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে ॥ ৬৪ ॥

ঘৃতারম্ভে মন্ত্রঃ।

ওঁ কালি ব্রজেশ্বরী অমুকস্য ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা।

ছাগমারণ মন্ত্রঃ।

স্নাপয়িত্বা ছাগমাদৌ মধু দত্ত্বা ললাটকে। উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা ভিষগেনমুপালভেৎ ॥

নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। ক্বাথার্থ—নকুলমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দশমূল সমস্তে দুই সের, জল ১৬ সের, অবশিষ্ট ৪ সের; মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; বেড়েলার মূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; শতমূলের রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের; এই দ্রব্যগুলি ক্রমশঃ ঘৃতে দিয়া পাক করিবে, পরে পাকসিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রাতে সেবন করিলে পক্ষাঘাত, আধ্মান, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাধির্য্য ও মূকত্ব প্রভৃতি বাতরোগ এবং অপস্মার, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

ছাগলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। স্ত্রীনপুংসক ছাগলের মাংস ৫০ পল (ছয়সের একপোয়া), দশমূল সমস্তে ৫০ পল (সওয়া ছয়সের) এই উভয়বিধ পদার্থ ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। দুগ্ধ ৪ সের, শতমূলের রস ৪ সের। কল্ক জীবনীয় দশক অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহাতে মাংসাদির ক্বাথ প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে অন্যান্য তরল পদার্থ ক্রমশঃ দিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অর্দ্দিত, কর্ণশূল, বধিরতা, বাক্শক্তি রাহিত্য, মিন্মিনভাষণ, গদ্গদভাষণ, জড়তা, পঙ্গুতা, খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জত্ব, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ নিবারিত হয় ॥ ৬৪ ॥

বৃহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

ছাগমাংসতুলাং গৃহ্য দশমূল্যাঃ পলং শতম্। অশ্বগন্ধাপলশতং তথা॥ ঘৃতাঢ়কং পচেত্তোয়ৈশ্চতুর্ভাগাবশেষিতৈঃ। ক্ষীরং স্নেহসমং দদ্যাৎ শতাবর্য্যা রসং তথা॥ তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈষ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং শুক্তিসংমিতম্॥ জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ নীলমুৎপলম্। মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয়শারীবে॥ মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী। দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপদ্মকৌ॥ এলাপত্রং বরী নাগং জাতীকুসুম ধান্যকম্। মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং দারু রেণুকং শৈল-বালুকম্॥ বিড়ঙ্গং জীরকঞ্চৈব পেষয়িত্বা বিনিঃক্ষিপেৎ। বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করাপ্রস্থসংযুতম্॥ নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে আর্দ্রে বা ভাজনে শুভে। অস্যৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্॥ দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য গণনায়কম্॥ পিবেৎপাণিতলং তস্য ব্যাধিং বীক্ষা-নুপানতঃ॥ সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ। উন্মাদে পক্ষ-ঘাতে চ আধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে॥ কর্ণরোগে শিরোরোগে বাধির্য্যে চাপতন্ত্রকে। ভূতোন্মাদে চ গৃধ্রস্যাং সোদ্গারে চাক্ষিপাতজে॥ পার্শ্বশূলে চ হৃচ্ছূলে বাহ্বায়ামেঽর্দ্দিতে তথা। বাতকণ্টকহৃদ্রোগ মূত্রকৃচ্ছ্রে সপঙ্গুলে॥ ক্রোষ্টুশীর্ষে তথা খঞ্জে কুব্জে চাধ্মানমিন্মিনে। অপতানেঽন্তরায়ামে রক্তপিত্তে তথোর্দ্ধগে॥ আনাহেঽর্শোবিকারেষু চাতুর্থকজ্বরেঽপি চ। হনুগ্রহে তথা শোষে ক্ষীণে চৈবাববাহুকে॥ দণ্ডাপতানকে ভগ্নে দাহে চাক্ষেপকে তথা। জীর্ণজ্বরে বিষে কুষ্ঠে শেফঃস্তম্ভে মদাত্যয়ে॥ আঢ্যবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ বাতরক্তগদেষু চ। একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে॥ হস্তকম্পে শিরঃকম্পে জিহ্বাস্তম্ভে জড়ে ভ্রমে। ক্ষীণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা॥ স্ত্রীণাং বাতাস্রপাতে চ পটলে চাক্ষিস্পন্দনে। একাঙ্গ-স্পন্দনে চৈব সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনে তথা॥ নগাদিপতিতে বাতে স্ত্রীণাম-প্রাপ্তিহেতুকে। আভিচারিকদোষে চ ধনসন্তাপসম্ভবে॥ যে বাত-

---

বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবন্তি, যষ্টিমধু, লাক্ষা, কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, (অভাবে নীলশুন্দী), মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানী, মাষানী, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), শ্যামলতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, ছোটএলাচি, তেজপত্র, শত-মূল, নাগকেশর, জাতীপুষ্প, ধনিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়ীমবীজ, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ৬৪ সের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে-নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর ক্বাথার্থ স্ত্রীনপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল (সাড়ে

প্রভাবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ। শিরোমধ্যগতা যে চ জঙ্ঘা-পার্শ্বাদিসংস্থিতাঃ॥ মাতৃগ্রহাভিভূতশ্চ শিশুর্যশ্চ বিশুষ্যতি। প্রক্ষীণবলমাংসশ্চ ন বর্ত্মগমনক্ষমঃ॥ ঘৃতেনানেন স্নিহ্যন্তি বজ্র-মুক্তিরিবাসুরান্। নিহন্তি সকলান্ রোগান্ ঘৃতং পরমদুর্লভম্॥ রসায়নং বহ্নিবলপ্রদঞ্চ বপুঃ প্রকর্ষং বিদধাতিরূপম্। দন্তাবলেন্দ্রেণ সমানতেজা দীর্ঘায়ুষং পুত্রশতং করোতি॥ স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি বাতিরেকং ন যাতি তৃপ্তিং সরসঃ সমাঙ্গঃ॥ অপুত্রিণী পুত্রশতং করোতি শতায়ুষং কামসমং বলিষ্টম্॥ মহদ্ঘৃতং নামতু ছাগলাদ্যং বিনির্ম্মিতং বাতনিসূদনঞ্চ। শিবং শুভং রোগময়াপহঞ্চ চকার হারীতমুনির্ব্বিশিষ্টঃ॥ শৃগালবর্হিণঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ। ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্যহীনাঃ স্বভাবতঃ॥ ভাষিতং কাশিরাজেন ছাগমেব নপুংসকম্॥ ৬৫॥

চতুর্ম্মুখো রসঃ॥

রসগন্ধকলৌহাভ্রং সমং সূতাঙ্ঘ্রি হেম চ। সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যাস্বরসমর্দ্দিতম্॥ এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্। সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥ এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলা মধুযোজিতম্। তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনম্॥ ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্। শ্বাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্॥ ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্যবাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা। অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্॥ ক্রমেণ

বারসের) গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে; দশমূল প্রত্যেকে ১০ পল (৮০ তোলা) গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে; অশ্বগন্ধা ১০০ পল (সাড়ে বারসের), জল ৬৪ সের, অবশিষ্ট ১৬ সের; বেড়েলা ১০০ পল (সাড়ে বারসের) জল ৬৪ সের, অবশিষ্ট ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের; এই দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমতঃ দশমূলের ক্বাথ, অশ্বগন্ধার ক্বাথ, বেড়েলার ক্বাথ প্রভৃতির সহিত ঘৃত পাক করিয়া সর্ব্বশেষে মাংসের ক্বাথের সহিত পাক করিবে, এই নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয় এবং শরীর পুষ্ট, ইন্দ্রিয় শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৬৫॥

চতুর্ম্মুখ রস।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা উভয় দ্বারা কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে, লৌহ ভস্ম ও অভ্রভস্ম প্রত্যেকে একতোলা, স্বর্ণভস্ম চারিআনা; এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে, পরে উহা এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া ধান্য রাশীর মধ্যে তিন দিবস রাখিবে, পরে উহা গ্রহণ করিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত

শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা। পৌষ্টিকং ধন্যমায়ুষ্যং স্ত্রীণাং প্রসবকারণম্॥ চতুর্ম্মুখেন দেবেন কৃষ্ণাত্রেয়স্য সূচিতম্॥ ৬৬॥

রসরাজ।

পলৈকং মূর্চ্ছিতং সূতং ব্যোমত্বঞ্চ কার্ষিকম্। সুবর্ণং তৎসমং জ্ঞেয়ং কন্যারস বিমর্দ্দিতম্॥ লৌহং রূপ্যং মৃতংবঙ্গং বাজিগন্ধা লবঙ্গকম্। জাতীকোষং তথা ক্ষীরকাকোলীঞ্চ তদর্দ্ধকম্॥ কাকমাচীরসেনৈব সর্ব্বং সংমর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্। পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥ ক্ষীরঞ্চ শর্করাতোয়মনুপানং প্রযোজয়েৎ। পক্ষাঘাতার্দ্দিতে বাতে সোদ্গার সাপতানকে॥ অঙ্গভঙ্গে তথাকুব্জে ধনুস্তম্ভে তথৈব চ। শিরসো ঘূর্ণিতে স্বেদে হস্তপদাদিশীতলে॥ মনোবিভ্রমকম্পে চ আধ্মানে নেত্রবৈকৃতে। দাপয়েৎ রসরাজোঽয়ং বাতব্যাধি কুলান্তকৃৎ॥ নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে সর্ব্বকর্ম্মণি।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বাতরোগ-চিকিৎসা।

করিয়া লইবে। এই ঔষধ ত্রিফলার জল ও মধুর সহিত সেবন করিলে উন্মাদ, ক্ষয়রোগ, পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, বিদ্রধি, অর্শ, চর্ম্মগতরোগ বিনষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন ইহাতে বলী ও পলিত বিদূরীভূত হইয়া থাকে॥ ৬৬॥

বসরাজ।

রসসিন্দূর ৮ তোলা, অভ্রভস্ম ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম একতোলা, লৌহভস্ম, রৌপ্যভস্ম, রাঙ্গ, অশ্বগন্ধ্যা, লবঙ্গ, জয়ত্রী ও ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য প্রথমতঃ ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ করিবে, পরে কাকমাচীর রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পাঁচ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুগ্ধ বা চিনির জলের সহিত সেবন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, অপতানক, বাধির্য্য ও মস্তকঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন উহা বলকারক, বৃষ্য ও বাজীকরণ।

বাতরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

বাতরক্ত-চিকিৎসা।

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো বৃদ্ধেন রক্তেনাবরিতঃ পথি। ক্রুদ্ধঃ সংদূষয়েদ্রক্তং তজ্জ্ঞেয়ং বাতশোণিতম্॥ ১॥ উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্। ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরন্ত্বন্তরাশ্রয়ম্॥ ২॥ আঢ়ক্যশ্চনকা মুদ্গা মসূরাঃ সমুকুষ্টকাঃ। যূষার্থে বহুসর্পিস্কাঃ প্রশস্তা বাতশোণিতে॥ ৩॥ পুরাণা যবগোধূমনীবারাঃ শালিষষ্টিকাঃ। ভোজনার্থে হিতা গব্যমাহিষাজপয়োহিতম্॥ ৪॥ হরীতকীঃ প্রাশ্য সমং গুড়েন তিস্রোঽথবা পঞ্চ ততোগুড়ূচ্যাঃ। ক্বাথঃ২পীতঃ শময়ত্যবশ্যং প্রভিন্নমাজানুজবাতরক্তম্॥ ৫॥

পটোলাদিঃ।

পটোলকটুকাভীরুত্রিফলামৃতসাধিতম্। ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্॥ ৬॥ সম্পাকামৃতবাসানা মেরণ্ডস্নেহসংযুতম্॥ ৭॥ গোধূমচূর্ণাজপয়োঘৃতঞ্চ সচ্ছাগদুগ্ধোরুবুবীজকল্কঃ।

বাতরক্তচিকিৎসা।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বায়ু বর্দ্ধিত রক্তদ্বারা আবৃত হওয়ায় বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া শরীরস্থ রক্তকে যে দূষিত করে, তাহার নাম বাতরক্ত রোগ। ১।

উত্তান ও গম্ভীর ভেদে বাতরক্ত দ্বিবিধ, তন্মধ্যে যাহা ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিয়া জন্মে, তাহাকে উত্তান বলে। আর যাহা অন্তর ধাতু আশ্রয় করিয়া জন্মে,তাহাকে গম্ভীর বলা যায়। ২।

অড়হর, ছোলা, মুগ, মসুর, মুকুষ্টক (বনমুগ); এই সমস্ত দাইল দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিয়া ঘৃতের সহিত বাতরক্ত রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। ৩।

পুরাতন যব, গোধূম (গম) নীবার ধান্য, শালিধান্য ও ষষ্টিক ধান্যের চাউল; এই সমস্ত বাতরক্ত রোগীর পক্ষে হিতকর। এতদ্ভিন্ন গব্য, মাহিষ ও ছাগ দুগ্ধ উপকারী। ৪।

হরীতকী তিনটী বা পাঁচটি সম পরিমাণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিয়া গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে জানুপর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রস্ফুটিত বাতরক্ত নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। ৫।

পটোলাদি।

পটোল পত্র, কট্‌কী, শতমূল, হরীতকী আমলকী, বহেড়া ও গুলঞ্চ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুটিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধ পোয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেই ক্বাথ সেবন করিলে জ্বালাযুক্ত বাতরক্ত নিবারিত হয়। ৬।

সোনালুফল (সোদাঁইলের আটা) গুলঞ্চ (গুড়ূচী), বাসক, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্ত দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক কুটিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথ এরণ্ড তৈল (রেড়িরা তৈল) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী বাতরক্ত বিদূরীত হয়। ৭।

গোধূম চূর্ণ (ময়দা) ও ছাগদুগ্ধ, অথবা ছাগঘৃত কিম্বা ছাগদুগ্ধ ও এরণ্ডবীজ একত্র পেষণ

লেপে বিধেয়ঃ শতধৌতসর্পিঃ সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তম্ ॥ ৮ ॥ গুড়ুচ্যাঃ স্বরসং চূর্ণং কল্কং বা ক্বাথমেববা। প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ ॥ ৯ ॥ লেপপিষ্টাস্তিলাস্তদ্বদ্ভৃষ্টাঃ পয়সি নির্ব্বৃতাঃ ॥ ১০ ॥

নিম্বাদিচূর্ণম্।

নিম্বামৃতাভয়াধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্। সোমরাজীপলং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গৈড়গজাকণাঃ। যমানী চোগ্রগন্ধা চ জীরকং কটুকং তথা ॥ খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারং দ্বে হরিদ্রে চ মুস্তকম্। দেবদারু তথা-কুষ্ঠং কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্বং সংচূর্ণিতং কৃত্বা সূক্ষ্মবস্ত্রেণ-ছাণয়েৎ। শাণমাত্রস্তু ভোক্তব্যং চিঞ্চাক্বাথং পিবেদনু ॥ মাসমাত্র-প্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ। বাতশোণিতমত্যুগ্রং শ্বিত্রমৌড়ু-ম্বরং তথা ॥ কোঠং চর্ম্মদলাখ্যঞ্চ সিধ্মপামাচ বিপ্লুতা। কণ্ডুর্ব্বি-চর্চ্চিকাকারু দদ্রুমণ্ডল কিট্টিমম্ ॥ সর্ব্বান্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রা-শনির্যথা। আমবাতকৃতং শোথ মুদরং সর্ব্বরূপিণম্ ॥ প্লীহানং গুল্মরোগঞ্চ বায়ুরোগং সকামলম্। সর্ব্বান্ কণ্ডুব্রণাংশ্চৈব হরতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ এতন্নিম্বাদিকং চূর্ণং প্রাহ নাগার্জ্জুনোমুনিঃ ॥ ১১ ॥

স্বল্পগুড়ূচীতৈলম্।

গুড়ূচীক্বাথকল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং পয়ঃ সমম্ ॥ বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২ ॥

করিয়া পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিবে। এতদ্ভিন্ন শতধৌত ঘৃত মালিশ, মেষদুগ্ধের সেক, ভাজা তিল দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ হিতকর। ৮।

গুলঞ্চের (গুড়ূচীর) রস, চূর্ণ, কল্ক বা ক্বাথ অধিক দিন সেবন করিলে বাতরক্ত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৯।

ভাজা তিল দুগ্ধে নিক্ষেপ করিয়া কিছুক্ষণ পরে উহা পেষণ করিয়া রোগস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। ১০।

নিম্বাদি চূর্ণ।

নিমপাতা, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী প্রত্যেকে ৮ তোলা, সোমরাজী ৮ তোলা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দ্যাবীজ, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, মরিচ, খদির (খয়ের গাছের ছাল), সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, দেবদারু, কুড়, ইহারা প্রত্যেকে দুইতোলা; এই দ্রব্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ এক কি দুই আনা পরিমাণে সেবন করিয়া তেঁতুলের ক্বাথ পান করিবে। এই-রূপ একমাস সেবন করিলে বাতরক্ত, শ্বিত্র, ঔড়ুম্বর, কোষ্ঠ, চর্ম্মদল, সিধ্ম, পামা, বিপ্লুতা, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু, মণ্ডল ও কিটিম প্রভৃতি কুষ্ঠরোগ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন আমবাত জনিত শোথ, উদর, প্লীহা, গুল্ম, বায়ুরোগও কামলারোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

স্বল্প গুড়ূচী তৈল।

তিল তৈল ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে মঞ্জিষ্ঠা

মধ্যমগুড়ূচীতৈলম্।

গুড়ূচ্যাস্তু তুলাক্বাথং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতপুষ্পাভয়াব্যোষরাস্নাচন্দনমুস্তকম্॥ অজমোদা হরিদ্রে দ্বে কুষ্ঠধান্যকপদ্মকম্। বিড়ঙ্গং তেজপত্রঞ্চ বচা মাংসী কুচন্দনম্॥ এষাং দ্বিকার্ষিকৈঃ কল্কৈর্বিপচেন্মতিমান্ ভিষক্। বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥ একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্। নাশয়েত্তিমিরং ঘোরং গুড়ূচীতৈলমুত্তমম্॥ ১৩॥

বৃহদ্গুড়ূচ্যাদি তৈলম্।

শতং ছিন্নরুহায়াশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ

এক পোয়া লইয়া জলে ভিজাইয়া পরে কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং কাঁচা হলুদ, লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বালাপাতা ও কেওয়ার মূল প্রত্যেক এক ছটাক পরিমাণে কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ গুলঞ্চ একসের লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ক্বাথার্থ গুলঞ্চ আটসের বা সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ তৈলে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল পুনঃ চারিসের দুগ্ধের সহিত পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে বাতরক্ত অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১২।

মধ্যমগুড়ূচী তৈল।

তিল তৈল ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া জলে ভিজাইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং কাঁচা হলুদ, লোধ, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বালাপাতা ও কেওয়ার মূল প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোল সের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিব। পরে কল্কার্থ শুল্ফা, হরীতকী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না, রক্তচন্দন, মুথা, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, বচ, জটামাংসী, অগুরু, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে চারিতোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে, পরে গুলঞ্চ সাড়ে বারসের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ তৈলে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ উদিত হইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে সর্ব্ব প্রকার বাতরক্ত রোগ আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে॥ ১৩॥

বৃহদ্গুড়ূচীতৈল।

তিলতৈল ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নি সন্তাপে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া লইয়া জলে ভিজাইবে, কিছুকাল পরে কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং কাঁচা হলুদ, লোধ, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বালাপাতা ও কেওয়ারমূল এই দ্রব্যগুলি

তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ ক্ষীরং চতুগুণং দদ্যাৎ কল্কানেতান্ প্রযুক্তঃ। অশ্বগন্ধা বিদারী চ কাকোল্যৌ হরিচন্দনম্ ॥ শতাবরী চাতিবলা শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্। ক্রিমিঘ্নং ত্রিফলা রাস্না ত্রায়মাণা চ শারিবা ॥ জীবন্তী গ্রন্থিকং ব্যোষং বাগুজীভেকপর্ণিকা। শ্রীশালা গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং নিশা ॥ শতাহ্বা সপ্তপর্ণী চ কার্ষিকান্যথ কল্পয়েৎ। পানাভ্যঞ্জননস্যেষু বাতরক্তে প্রযোজয়েৎ ॥ বাতরক্তমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু। হনুস্তম্ভং প্রমেহঞ্চ কামলাং পাণ্ডুতাং জয়েৎ ॥ বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্। বিচর্চ্চিকাং গাত্রকণ্ডুং পাদদাহং বিশেষতঃ ॥ এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্। আত্রেয়নির্ম্মিতং চৈব বলবর্ণকরং স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥

বিষতিন্দুকতৈলম্।

বিষতরুফলমজ্জপ্রস্থযুগ্মঞ্চ শিগ্রুস্বরসলকুচবারিপ্রস্থমেকৈকশশ্চ। কণকবরুণচিত্রাপত্রনিগুণ্ডিকাস্নুক্-স্বরসতুরগগন্ধাবৈজয়ন্তীরসশ্চ ॥ পৃথগিতি পরিকল্প্য প্রস্থযুগ্মেন যুগ্মং বিষতরুফলমজ্জতুল্যতৈলং

প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড (ভূঁইকুমড়া), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, অগুরু, শতমূল, গোরক্ষচাকুলা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাস্না, বলালতা (বলাডুমুর), অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বাগুজী (সোমরাজী) থুলকুড়ি (থানকুনি), রাখালশসা, গাঠিয়ান, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, শুলফা, ছাতিমছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ সাড়ে বারসের [illegible] পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং উক্ত তৈলে দুগ্ধ ষোলসের দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ দেখা গেলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল বাতরক্ত রোগীকে পান ও মালিশ করিতে এবং নাসিকা দ্বারা টানিতে দিবে। এইরূপে তৈল প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, কুষ্ঠ, হনুস্তম্ভ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, বিস্ফোটক, বিসর্প, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, বিচর্চ্চিকা, গাত্রকণ্ডু, এবং বিশেষতঃ পাদদাহ বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

বিষতিন্দুকতৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নি সন্তাপে নিস্ফেন করিয়া লইবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া পরিমাণে লইয়া জলে ভিজাইবে, পরে উহা কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং কাঁচাহলুদ, লোধ, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুথা, বালাপাতা ও কেওয়ারমূল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে কল্কার্থ রসোন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধবলবণ, চিতারমূল, তিমির

চিত্রকং পুষ্করং চব্যং বৃক্ষাম্লং দাড়িমং রুবু। অশ্বগন্ধা ত্রিবৃদ্দন্তী বদরং দেবদারু চ॥ হরিদ্রা কটুকা মূর্ব্বা ত্রায়মাণা দুরালভা। বিড়ঙ্গং মৃতবঙ্গঞ্চ যমানী বাসকাভ্রকম্॥ এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শোধিতং গুগ্‌গুলুঞ্চৈব সর্ব্বচূর্ণসমং নয়েৎ॥ ঘৃতেন পিষ্টয়িত্বা চ স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। রসবাতেন যে ভগ্না কটিভগ্নাশ্চ যে জনাঃ॥ একাঙ্গং শুষ্যতে যেষাং কুষ্ঠং বাপি ক্ষতোত্তরম্। পাদৌ বিস্তারিতৌ যেষাং যেষাং বা গৃধ্রসীগ্রহঃ॥ সন্ধিবাতং ক্রোষ্টুশীর্ষং বাতং সর্ব্বশরীরগম্। অশীতিং বাতজান্‌রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্। বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাঞ্চৈব হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ। অয়ং বৃহদ্‌যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ সর্ব্ববাতহা॥ ২৬॥

সিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ।

পলত্রয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সুচূর্ণিতম্। সৌগন্ধিকপলঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলস্তথা॥ কুড়বং চিত্রতৈলস্য সর্ব্বমাদায় যত্নতঃ। পাচয়েৎ পাকবিদ্‌বৈদ্যঃ পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে। হন্তি বাতং তথা পিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গুতাম্। শ্বাসং সুদুর্জ্জয়ং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥ কুষ্ঠানি বাতরক্তঞ্চ গুল্মশূলোদরাণি চ। আমবাতং জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্॥ এতদভ্যাসযোগেন জরাপলিতনাশনম্। সর্পিস্তৈলরসোপেত মশ্নীয়াৎ শালিষষ্টিকম্॥ সিংহনাদ ইতি খ্যাতো রোগবারণ-দর্পহা। বহ্নিবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা॥ (ত্রিফলায়াঃ ক্বাথস্য পলত্রয়ং প্রত্যেকং, সুচূর্ণিত মিতি সৌগন্ধিকমিত্যনেন সম্বধ্যতে। সৌগন্ধিকমিতি গন্ধকং, তচ্চ শোধিতং গ্রাহ্যং।

এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বদরীফল (পুরাতন কুল), দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, মূর্ব্বা (গোরাচক্রের মূল), বলালতা, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভস্ম, যমানী, বাসক, অভ্রভস্ম; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ শোধিত গুগ্‌গুলু গ্রহণ পূর্ব্বক গুগ্‌গুলের সম পরিমাণ ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুল মিশ্রিত করিবে, পরে তাহার সহিত চূর্ণ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ একসিকি পরিমাণে সেবন করিলে আমবাত ও বাতরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যোগরাজ গুগ্‌গুলু অপেক্ষা ইহা অধিক ফলপ্রদ॥ ২৬॥

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু।

হরীতকী ১২ তোলা, আমলকী ১২ তোলা, বহেড়া ১২ তোলা এই দ্রব্যগুলি ১৩ সের ৩২ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৩ সের ২৪ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। শোধিত গন্ধক চূর্ণ ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা, এরণ্ডতৈল একসের (৬৪ তোলা)। প্রথমতঃ লৌহ পাত্রে এরণ্ডতৈলের সহিত গন্ধক চূর্ণ ও শোধিত গুগ্‌গুলু অগ্নি সন্তাপে কিছুকাল পাক করিবে, পরে তাহাতে হরীতকী প্রভৃতির ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে. এইরূপে পাক করিতে করিতে পাত্রস্থ পদার্থ গাঢ় হইয়া তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইতে থাকিলে নামাইয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। এস্থলে পাকের সুবিধার

কৌশিকস্যেতি গুগ্‌গুলোঃ, চিত্রকতৈলমেরণ্ডতৈলং, কুড়বমিত্যষ্টৌ পলানি, অন্যে তু তৈলস্য বহুলত্বেন পাকো দুর্গ্রহঃ স্যাদিতি কৃত্বা অকৃতদ্বৈগুণ্যমেবাত্র কুড়বং গৃহ্লন্তি। ত্রিফলা প্রত্যেকং পল ১, কর্ষ ২, ক্বাথার্থ জল শরাব ৪, পল ৪, শেষ শ ১, প ১, শোধিত গন্ধকচূর্ণ পল ১, এরণ্ডতৈল পল ৮, এরণ্ডতৈলং দত্ত্বা গন্ধকচূর্ণেন সহ গুগ্‌গুলুঃ পাচনীয়ঃ, তদনু ত্রিফলারসেনালোড্য লৌহযন্ত্রে পক্তব্যং, মনাক্‌তৈলনিঃসরণে সতি সম্যক্ পাকো জ্ঞেয় ইতি শিবদাসঃ) ॥ ২৭ ॥

সিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ।

কুট্টিতাং গুগ্‌গুলো র্মানীং কটুতৈলপলাষ্টকম্। প্রত্যেকং ত্রিফলা-প্রস্থৌ সার্দ্ধদ্রোণে জলে পচেৎ॥ পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরেতদ্-বিমর্দ্দয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলামুস্তবিড়ঙ্গা নরকালিকম্॥ গুড়ূচ্যাগ্নি-ত্রিবৃদ্দন্তি চবী শূরণমানকম্। পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তি-সংমিতম্॥ সহস্রং কানকফলং সিদ্ধে সঞ্চূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ। ততোমাষ-দ্বয়ং জগ্ধা পিবেত্তপ্তজলাদিকম্॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানল-সন্নিভম্। ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা। আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং সুদারুণম্॥ জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটী-গ্রহমেব চ। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদরে॥ অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং গুদনির্গমম্। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষম-জ্বরম্॥ প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্। শোথান্ত্রবৃদ্ধি-

জন্য কেহ কেহ এরণ্ডতৈল একসের না দিয়া অর্দ্ধসের (৩২ তোলা) দিয়া থাকেন। এই ঔষধ একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে আমবাত, বাতরক্ত, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, শূল, খঞ্জতা, পঙ্গুতা এবং বায়ু ও পিত্তাদির দোষ প্রশমিত হয়॥ ২৭॥

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৯৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং একসের পরিমাণ সর্ষপ তৈলের সহিত একসের গুগ্‌গুল মিশ্রিত ও বস্ত্রখণ্ডে শ্লথ পুটুলী বদ্ধ করিয়া হরীতকী প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ করিবে, জলীয়াংশ ২৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে এবং সেই পুটুলীস্থ গুগ্‌-গুল ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, বিছাটী-মূল, গুলঞ্চ, চিতারমূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ওল, মাণ, পারদ ও গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী) প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং জয়পাল বীজ ১০০০ এক সহস্র (ইহাদের চূর্ণ) এই সমস্ত দ্রব্যগুলি প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। ইহাতে অগ্নি, ধাতু ও বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আমবাত, শিরোগত বাত, সন্ধি ও জঙ্ঘাশ্রিত বাত, কটীস্থ বাত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র,

শূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ ॥ মেদকফামসংঘাতং ব্যাধিবারণদর্পহা। সিংহনাদ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ ॥ ২৮ ॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈলম্।

সৈন্ধবং শ্রেয়সীরাস্না শতপুষ্পা যমানিকা। সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্ ॥ বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা। এতান্যর্দ্ধপলাংশানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কারয়েৎ ॥ প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থাম্বুশতপুষ্পজম্। কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা তথা মস্তু শনৈঃ পচেৎ ॥ সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যমামবাতহরং পরম্। পানাভ্যঞ্জনবস্তৌ চ কুরুতেঽগ্নিবলং ভৃশম্ ॥ বাতার্ত্তবং ক্ষণে শস্তং কটীজানুরুসন্ধিজে। শূলে হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু কৃচ্ছ্রেঽশ্মরিনিপীড়িতে ॥ বাহ্যায়ামার্দ্দিতানাহে অন্ত্রবৃদ্ধিনিপীড়িতে। অন্যাংশ্চানিলজান্ রোগান্নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্ ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং দেবকাষ্ঠঞ্চ বচা শুণ্ঠী চ কট্‌ফলম্। শতাহ্বা মুস্তকং চব্যং মেদে মলহরং ত্রিবৃৎ ॥ ইঙ্গুলস্য ত্বচং বালং চিত্রকং ব্রহ্মযষ্টিকা।

ভগ্ন, তিমির, উদর, অম্লপিত্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুদভ্রংশ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বিষমজ্বর, প্লীহা, শ্লীপদ, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, কামলা, শোথ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শূল ও অর্শোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

সৈন্ধবাদ্যতৈল।

এরণ্ডতৈল ৪ সের। কল্ক—সৈন্ধবলবণ, পিপুল, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, সাচিক্ষার, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), পিপুল, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর শুল্‌ফা ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং কাঁজি ৮ সের দিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর দধির মাত ৮ সের তৈলে দিয়া পুনঃ তৈল পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ রূপে, পানীয় রূপে এবং বস্তি দ্বারা প্রয়োগ করিলে আমবাত, কটী, জানু, উরু ও সন্ধিগত শূল, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠশূল, অশ্মরী, ধনুষ্টঙ্কার, অর্দ্দিত, আনাহ, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বায়ু জনিত নানাবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্য তৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি মূর্চ্ছাদ্রব্যের সহিত মূর্চ্ছা পাক করিয়া নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, কট্‌ফল, শুল্‌ফা, মুথা, চই, মেদ, মহামেদ, মলহর (জয়পাল), তেউড়ী, হিজলের ছাল, বালা, চিতার মূল, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), শটী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুকা, আতুষ, এরণ্ডমূল, অম্বষ্ঠী (আকান্দী), নীলিনী (নীলবুহ্লা), দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়, রাস্না, পিপুলমূল, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুই-তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া

শটীবিড়ঙ্গমধুকং রেণুকাতিবিষারুবু॥ অম্বষ্ঠী-নীলিনী-দন্তীমূলং মরিচমেব চ। অজমোদা পিপ্পলী চ কুষ্ঠং রাস্না চ গ্রন্থিকম্॥ এষাং কর্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য মূর্চ্ছিতস্য যথাবিধি॥ এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গাৎ সর্ব্ববাতনুৎ। বিশেষেণামবাতেষু কটীজানূরুসন্ধিষু॥ হৃৎপার্শ্বসর্ব্বগাত্রেষু শূলঞ্চৈব বিনাশয়েৎ। বাতশ্লেষ্মণি বাহ্যায়ামন্ত্রবৃদ্ধৌ ভগন্দরে॥ শস্তং নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যথ দেহিনাম্। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ সৈন্ধবাদ্যমিদং তৈলং সর্ব্বাময়নিসূদনম্॥ ৩০॥

আমবাতারিবটিকা।

রসগন্ধকলৌহার্কতুত্থটঙ্গণসৈন্ধবান্। সমভাগে বিচূর্ণ্যাথ চূর্ণাদ্দ্বিগুণগুগ্গুলুঃ॥ গুগ্গুলোঃ পাদিকং দেয়ং ত্রিবৃতাচ্চূর্ণমুত্তমম্। তৎসমং চিত্রকস্যাথ ঘৃতেন বটিকাং কুরু॥ খাদেন্মাষদ্বয়ঞ্চেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ। আমবাতারিবটিকা পাচিকা মোদকা মতা॥ আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ। যকৃৎ প্লীহোদরাষ্ঠীলাং কামলাং পাণ্ডুরোগকম্॥ হলীমকঞ্চাম্লপিত্তং শ্বয়থুং শ্লীপদার্ব্বুদৌ। গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীম্॥ গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিকুষ্ঠবিনাশিনী। বিদ্রধিং গর্দ্দভানাহানন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥ ৩১॥

আমবাতারিরসঃ।

রসোগন্ধোবলা বহ্নির্গুগ্গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ। এতদেরণ্ডতৈলেন

জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর তৈল মৃদু অগ্নিতে পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে আমবাত, কটী, জানু প্রভৃতি স্থানের বেদনা, সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ, ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

আমবাতারি বটিকা।

শোধিত পারদ এক তোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে। লৌহ ভস্ম একতোলা, তুঁতিয়া ভস্ম একতোলা, তাম্র ভস্ম একতোলা, সোহাগার খৈ একতোলা, সৈন্ধবলবণ একতোলা এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ শোধিত গুগ্গুলু গ্রহণ করিবে, তেউড়ী চূর্ণ গুগ্গুলুর চারি ভাগের একভাগ, চিতার মূলের চূর্ণ তেউড়ী চূর্ণের সমান, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র খলে পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে দুই মাষক পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী ত্রিফলার জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল, উদর, যকৃৎ, প্লীহোদর, আষ্ঠীলা, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অম্লপিত্ত, শোথ, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, গ্রন্থিশূল, শিরঃশূল, বাতরোগ, গৃধ্রসী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩১॥

আমবাতারি রস।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া

শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রপেষয়েৎ ॥ কর্ষোহস্যৈরণ্ডতৈলেন হস্ত্যুষ্ণজলপায়িনাম্। আমবাতমতীবোগ্রং দুগ্ধমুদ্গাদি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২ ॥

আমবাতেশ্বরোরসঃ।

শুদ্ধগন্ধপলার্দ্ধঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তৎসমম্। তাম্রার্দ্ধং পারদং দেয়ং রসতুল্যং মৃতায়সম্ ॥ সর্ব্বং পঞ্চাঙ্গুলদলে চালয়েন্নিপুনঃ কৃতী। সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলস্য সর্ব্বং ক্বাথে বিমর্দ্দয়েৎ ॥ রৌদ্রে বিংশতি-বারাংশ্চ গুড়ূচীনাং রসৈর্দ্দশ। ভৃষ্টটঙ্গণচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ ॥ টঙ্গণার্দ্ধং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকম্। তিন্তিড়ীবীজ-চূর্ণস্তু সূততুল্যঞ্চ দন্তিকা ॥ ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব লবঙ্গং চার্দ্ধ-ভাগিকম্। আমবাতেশ্বরোনাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ মহাগ্নি-কারকোহ্যেষ আমবাতকুলান্তকঃ। স্থূলানাং কুরুতে কার্শ্যং কৃশানাং স্থৌল্যকারকম্ ॥ অনুপানরসেনৈব সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ সাধ্যা-সাধ্যং নিহন্ত্যাশু চামবাতং সুদারুণম্ ॥ গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো-মাংসরসা হিতাঃ। ভোজয়েৎ কণ্ঠপর্য্যন্তং চতুর্গুঞ্জামিতং রসম্ ॥ কট্বম্লতিক্তরহিতং পিবেত্তদনুপানকম্। শীঘ্রং জীর্য্যতি তৎসর্ব্বং জায়তে দীপনঃ পরঃ ॥ অনেন সদৃশোনাস্তি বহ্নিসন্দীপনোরসঃ। গুল্মার্শোগ্রহণীরোগশোথপাণ্ডূদরাপহঃ ॥ (সর্ব্বতোভদ্রশ্চায়-মুচ্যতে) ॥ ৩৩ ॥

কজ্জলী করিবে। ত্রিফলা ৩ তোলা, চিতারমূল ৪ তোলা শোধিত গুগ্গুলু ৫ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য রেড়ীর তৈলের সহিত পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে এরণ্ড তৈলের সহিত সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিলে আমবাত প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুগ্ধ ও মুগ ডাইল প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩২ ॥

আমবাতেশ্বর।

শোধিত গন্ধক ৪ তোলা, শোধিত পারদ ২ তোলা উভয়ে মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, তাম্রভস্ম ৪ তোলা, লৌহভস্ম ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিবে, লৌহ পাত্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে উক্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি প্রদান করিয়া উহা দ্রবীভূত হইলে গোময় পিণ্ডোপরি স্থাপিত এরণ্ড পাত্রে ঢালিয়া অপর এরণ্ড পত্রাচ্ছাদিত গোময় পিণ্ড দ্বারা চাপিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর উহা চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের ক্বাথে ২০ বার এবং গুলঞ্চের রসে ১০ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে উক্ত দ্রব্যের সমান সোহাগার খৈ, সোহাগার অর্দ্ধভাগ বিট্লবণ, বিট্লবণের সমভাগ মরিচ চূর্ণ, তেঁতুলবীজ চূর্ণ ও দন্তীমূল চূর্ণ প্রত্যেকে পারদের সমান (২ তোলা), মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লবঙ্গ চূর্ণ ইহারা প্রত্যেকে পারদের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ এক-তোলা. এই সমস্ত চূর্ণ দ্রব্য এবং পূর্ব্বোক্ত ভাবিত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চের রসের সহিত উত্তম রূপে পেষণ করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমবাত প্রশমিত হয় এবং স্থূলব্যক্তি কৃশ, কৃশ ব্যক্তি স্থূল হইয়া থাকে; অনুপান বিশেষে ইহা সকল প্রকার রোগ নিবারণেই সমর্থ। এই ঔষধ প্রভাবে গুরু ও বৃষ্য ভক্ষ্যদ্রব্য আকণ্ঠ আহার করিলেও সুখে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কটু, অম্ল ও তিক্ত দ্রব্য ব্যতীত অপর দ্রব্য সেবন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥

ত্রিফলাদিলৌহম্।

ত্রিফলামুস্তকং ব্যোষং বিড়ঙ্গং পুষ্করং বচা। চিত্রকং মধুকঞ্চৈব পলাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্। অয়শ্চূর্ণপলান্যষ্টৌ গুগ্‌গুলোরষ্টাবেব হি॥ আলোড্য মধুনোপেতং পলদ্বাশকেন চ। প্রাতর্ব্বিলিহ্য ভুঞ্জানে জীর্ণে তস্মিন্ জয়েদ্রুজঃ॥ দুঃসাধ্যমামবাতঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। জীর্ণান্নসম্ভবং শূলং শ্বয়থুং বিষমজ্বরম্॥ ৩১॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহম্।

বজ্রপাণ্ড্যাদিলোহানাং গ্রাহ্যং পঞ্চ পলং শুভম্। চূর্ণং মৃতাভ্রকস্যাপি লৌহার্দ্ধং পারদং তথা॥ ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা লৌহাভ্রাৎ ষোড়শৈর্জ্জলৈঃ। পক্ত্বাষ্টভাগশেষন্তু গ্রাহ্যং ক্বাথজলং ততঃ॥ তেন লৌহাভ্রচূর্ণঞ্চ পুনঃ পাচ্যং সমং ঘৃতম্। শতাবর্য্যা রসঞ্চৈব ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং রসাৎ॥ লৌহময্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি তাম্রকে। পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ॥ সিদ্ধে চ প্রক্ষিপেদেতান্ বিড়ঙ্গানি যথোদিতান্। বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচী-সত্ত্বজীরকম্॥ পলাশবীজং মরিচং পিপ্পলী হস্তিপিপ্পলী। ত্রিবৃতা ত্রিফলা দন্তী এলা চৈরগুকং তথা॥ চবিকা গ্রন্থিকং চিত্রং মুস্তকং বৃদ্ধদারকম্। সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতেষাং লৌহাভ্রকসমং ভবেৎ॥ আম-বাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ। আমবাতঞ্চ শোথঞ্চাপ্যগ্নি-

---

ত্রিফলাদি লৌহ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, রক্তচিতার মূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে ৮ তোলা, লৌহভস্ম ৮ পল (৬৪ তোলা), শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ পল (৬৪ তোলা), এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত পরিমাণে লইয়া মধু ১২ পলের (৯৬ তোলার) সহিত পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে প্রাতঃকালে লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, অন্নাজীর্ণ, শূল, শোথ ও বিষম জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩১॥

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

লৌহভস্ম ৫ পল (৪০ তোলা), অভ্রভস্ম ২॥ পল (২০ তোলা), পারদ ২০ তোলা, গন্ধক ২০ তোলা (এস্থলে গন্ধকের উল্লেখ না থাকিলেও গন্ধক বুঝিয়া লইতে হইবে, কারণ পারদ গন্ধকের সহিত যোগ না করিয়া প্রয়োগ করিলে মহান্ অনিষ্ট সজ্ঘটিত হইয়া থাকে, সুতরাং পারদ ও গন্ধক উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে), তদনন্তর ত্রিফলা সমস্তে ১৮০ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ২৮৮০ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৩৬০ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথ এবং ঘৃত ৬০ তোলা, শতমূলের রস ৬০ তোলা, দুগ্ধ ১২০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া লৌহ বা তাম্র পাত্রে জ্বাল দিতে থাকিবে এবং উহাতে লৌহভস্ম ও অভ্রভস্ম দিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী দিবে এবং বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, জীরা, পলাশ বীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপুল, তেউড়ী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, ছোট এলাচি, এরণ্ডমূল, চই, পিপুলমূল, রক্তচিতারমূল, মুথা ও বৃদ্ধদারক বীজ (বিস্তাড়ক বীজ); এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমস্তে ৬০ তোলা দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ একআনা

মান্দ্যং হলীমকম্॥ কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদ্দ্রব্যং রসায়নম্। (অত্রানুক্তগন্ধকমপি কজ্জলিকাযোগ্যং দত্ত্বা কুর্ব্বন্তি)॥ ৩৪॥

পঞ্চাননরসলৌহম্।

জারিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভম্। গুগ্গুলোশ্চ পলং পঞ্চ লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকম্॥ শুদ্ধসূতাভ্রকসমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ। ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাৎ কৃত্বা তাং ত্রিফলাং পচেৎ॥ দ্বিরষ্টভাগং পানীয়-মষ্টভাগাবশেষিতম্। তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লোহাভ্র গুগ্গুলুম্॥ ঘৃততুল্যং শতাবর্য্যা রসং দত্ত্বা তথা শুভম্। প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥ লৌহময্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃণ্ময়ে। ততঃ পাকবিধিজ্ঞস্তু পাকসিদ্ধৌ বিনিক্ষিপেৎ॥ বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্বজীরকম্। পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম্॥ সুচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেকমেষামর্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ। রসস্য কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষ্ণে বিমর্দ্দয়েৎ॥ উত্তার্য্য স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সুরক্ষিতম্। ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ॥ গুড়ূচীনাগরৈরণ্ডং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। ভক্ষয়েচ্ছুদ্ধদেহস্তু শুভেঽহনি সুরার্চ্চকঃ॥ আমবাতমহাব্যাধিবিনাশায়েষ্টদেবতা। সন্ধিবাতং কটীশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণম্॥ জঙ্ঘাপাদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীং হন্তি পঙ্গুতাম্। গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহম্॥ আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ॥ ৩৫॥

বা দুইআনা পরিমাণে সেবন করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, হলীমক, কামলা ও পাণ্ডু-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

পঞ্চাননরসলৌহ।

লৌহভস্ম ৫ পল (৪০ তোলা), শোধিত গুগ্গুলু ৫ পল (৪০ তোলা), অভ্রভস্ম ২০ তোলা, শোধিত পারদ ২০ তোলা, গন্ধক ২০ তোলা, প্রথমতঃ গন্ধক ও পারদ একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে, পরে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া সমষ্টে ১২০ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ১৯২০ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ২৪০ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম ও গুগ্গুলু প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে ঘৃত ৩২ পল (২৫৬ তোলা), শতমূলের-রস ৩২ পল (২৫৬ তোলা), দুগ্ধ ৩২ পল (২৫৬ তোলা) দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, জীরা, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতারমূল, তেউড়ী দন্তীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোটএলাচি ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে উহাতে দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে, পরে গুলঞ্চ, শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ পান করিবে। এই নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে আমবাত, সন্ধিগত বাত, কটীশূল, কুক্ষিশূল, জঙ্ঘা ও পাদাঙ্গুলী গত বেদনা, গৃধ্রসী, পঙ্গুতা, গুল্ম, শোথ ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

বর্জ্জনীয়-বিধিঃ।

দধি-মৎস্য-গুড়ক্ষীরপোতকীমাষপিষ্টকান্। বর্জ্জয়েদামবাতার্ত্তো-মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্॥ অভিস্যন্দিকরা যে চ যে চান্যে গুরুপিচ্ছিলাঃ। বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন আমবাতার্দ্দিতৈর্নরৈঃ॥ ৩৬॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং আমবাতচিকিৎসা।

বর্জ্জনীয় বিধি।

আমবাত রোগী দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পোংকী (পুঁইশাক), মাষকলাই, পিষ্টক, আনূপ-মাংস এবং যে সকল অভিষন্দী (ক্লেদজনক) দ্রব্য, গুরু ও পিচ্ছিল দ্রব্য, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৬॥

আমবাত চিকিৎসা সমাপ্ত।

শূলরোগ-চিকিৎসা।

চিকিৎসা সূত্রম্।

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ। ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে॥ পুংসঃ শূলাভিপন্নস্য স্বেদএব সুখাবহঃ। পায়সৈঃ কৃশরৈঃ পিষ্টৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বাপি শিতোৎকরৈঃ॥ ১॥

বাতজশূল-চিকিৎসা।

বাতাত্মকং হন্ত্যচিরেণ শূলং স্নেহেন যুক্তস্তু কুলত্থযূষঃ। সসৈন্ধব-ব্যোষযুতঃ সলাবঃ সহিঙ্গুসৌবর্চ্চলদাড়িমাদ্যঃ॥ ২॥ বলা পুনর্নবৈরণ্ড-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ। সহিঙ্গুলবণোপেতং সদ্যোবাতরুজাপহম্॥ ৩॥

শূলরোগ চিকিৎসা।

বমন, লঙ্ঘন স্বেদ (সেক), পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষারচূর্ণ এবং গুড়িকা; এই সমস্ত শূলনাশক উপায়; অর্থাৎ শ্লেষ্মজনিত শূলে বমন, বাতশ্লেষ্মজ শূলে সেক প্রয়োগ করিবে; শূলরোগ অজীর্ণদোষে উৎপন্ন হয় বলিয়া আমরসের পরিপাকের নিমিত্ত লঙ্ঘন উপকারী। রোগীকে সেক দিতে হইলে পায়স, কৃশরা (তিলবাটা) স্নিগ্ধ পিষ্টক বা সিতোৎকর দ্বারা সেক দেওয়া কর্ত্তব্য॥ ১॥

বায়ুজনিত শূল চিকিৎসা।

কুলত্থ কলাই ৪ তোলা, লাবমাংস ৪ তোলা, এই দুই পদার্থ দুইসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। পরে উক্ত ক্বাথ হিঙ্গুযুক্ত ঘৃতে সন্তলন করিয়া (সাঁতলাইয়া) তাহাতে সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠচূর্ণ সমস্তে দুইতোলা এবং দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বায়ুজনিত শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২॥

বেড়েলার মূল (বাইরকলির মূল), পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, ব্যাকুড় (বৃহতী), কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উল্লিখিত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বায়ুজ শূল প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩॥

দন্তীহরীতকী।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ। দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ॥ তেনাষ্টভাগশেষেণ পচেদ্দন্তী সমং গুড়ম্। তাশ্চাভয়াস্ত্রিবৃচ্চূর্ণাৎ তৈলাচ্চাপি চতুঃপলম্॥ পলমেকং কণাশুণ্ঠ্যোঃ সিদ্ধে লেহে চ শীতলে। ক্ষৌদ্রং তৈলসমং দদ্যাচ্চাতুর্জ্জাতপলং তথা॥ ততো লেহপলং লীঢ়্বা জগ্ধা চৈকাং হরীতকীম্। সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ঃ॥ প্লীহশ্বয়থুগুল্মার্শোহৃৎপাণ্ডুগ্রহণীগদাঃ। শাম্যন্ত্যৎক্লেশবিষমজ্বরকুষ্ঠান্যরোচকাঃ॥ ৩৬॥

রসায়নামৃতলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্। যমানীদ্বয়ভূনিম্বং ত্রিবৃদ্দন্তীচ নিম্বকম্॥ সর্ব্বেষাং কার্ষিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমভ্রকম্। খণ্ডস্য ষোড়শপলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলম্॥ জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলং ষোড়শকং তথা। পাচ্যং সর্ব্বং প্রযত্নেন লৌহং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥ সিদ্ধে পাকে পুনর্দ্দেয়ং ঘৃতং পলচতুষ্টয়ম্। সর্ব্বরোগেষু সংযোজ্য মহামৃতরসায়নম্॥ গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরানি চ।

দিবে এবং উহাতে আমলকীর রস দিয়া পাক করিতে থাকিবে। কল্কপাকার্থ জল ১৬ সের দিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু জল না দিলেও আমলকীর রসেই পাক সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া গ্রহণ করিবে, এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার গুল্মরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

দন্তীহরীতকী।

হরীতকী ২৫টী একখানি বস্ত্র খণ্ডে শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ করিয়া দন্তীমূল ২৫ পল (২০০ তোলা) ও চিতার মূল ২৫ পলের সহিত ৬৪ সের জল দ্বারা পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত ২৫ পল ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫টী দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে তেউড়ীর চূর্ণ ৪ পল (৩২ তোলা), তিলতৈল ৩২ তোলা, শুঁঠচূর্ণ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। তদনন্তর মধু ৩২ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি ও নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা উহাতে প্রদান পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা ও হরীতকী একটা সেবন করিবে। এইরূপে কিছু দিন ঔষধ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গুল্ম, প্লীহা, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু, গ্রহণী, বিষমজ্বর, কুষ্ঠ, অরুচি ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

রসায়নামৃত লৌহ।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া সমস্তে দুইসের গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। জামীরের (গেড়োলেবুর) রস দুইসের, এই উভয়বিধ রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তৎসহ চিনি দুইসের মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ীর মূল, দন্তীমূল,

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা ॥ রোগান্ সর্ব্বা-
ন্নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥ ৩৭ ॥

গুল্মোকালানলোরসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্গণং সমম্। তোলদ্বয়মিতং ভাগং
যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্ ॥ মুস্তকং পিপ্পলীশুণ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী।
হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ ॥ সর্ব্বমেকীকৃতং
পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ। পর্পটিং মুস্তকং শুণ্ঠ্যপামার্গং
পাপচেলিকম্ ॥ তৎ পুনশ্চূর্ণয়েৎপশ্চাৎ সর্ব্বগুল্মনিবারণম্।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যনুপানতঃ ॥ বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং
শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। দ্বন্দ্বজঞ্চ নিহন্ত্যাশু বাতগুল্মং বিশেষতঃ ॥
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে ॥ ৩৮ ॥

বৃহদ্গুল্মকালানলোরসঃ।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্গণং কটুকং বচাম্। দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং
ত্র্যূষণং সুরদারু চ ॥ পত্রমেলাং ত্বচং নাগং খাদিরং সারমেব চ।
গৃহীত্বা সমভাগেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥ জয়ন্তী চিত্রকোন্মত্তকেশ-
রাজদলং তথা। নিষ্পীড্য স্বরসং নীত্বা ভাবয়েৎকুশলো ভিষক্ ॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাঃ কারয়েত্ততঃ। উত্থায় ভক্ষয়েৎপ্রাতরনু-
পানং জলং পয়ঃ ॥ গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ।

নিমছাল, সৈন্ধবলবণ ও অভ্রভস্ম প্রত্যেকে দুইতোলা, লৌহভস্ম ১৬ তোলা, ঘৃত ৩২ তোলা উহাতে প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ ও জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

গুল্মকালানল রস।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, শোধিত হরিতাল, তাম্রভস্ম, সোহাগার খৈ ও যবক্ষার প্রত্যেকে দুইতোলা, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপুল, হরীতকী, বচ ও কুড় ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ক্ষেতপাপড়া, মুথা, আদা, আপাঙ্গ ও আকনদ (আকন্দী লতা) ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাবিধি ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ একরতি বা দুইরতি পরিমাণে হরীতকীর জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

বৃহৎ গুল্মকালানলরস।

অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, কট্কী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, কুড়, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দেবদারু, তেজপত্র, ছোট এলাচি, দারুচিনি, নাগকেশর ও খদির; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিবে, তদনন্তর পারদ ও গন্ধক উভয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। তদনন্তর যথোক্ত পরিমাণে সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতুরা ও কেশুত্যা ইঁহাদের প্রত্যেকের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া দুই-রতি বা চারিরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুগ্ধ বা জলের সহিত প্রাতঃ-

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথঞ্চৈব সুদারুণম্॥ হলীমকং রক্তপিত্তং মন্দাগ্নিমরুচিং তথা। গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥ ৩৯॥

শিখিবাড়বোরসঃ।

মারিতং তাম্রসূতাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্। মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযুতং দিনম্। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ॥ বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ॥ ৪০॥

নাগেশ্বররসঃ।

শুদ্ধসূতস্তথা গন্ধো নাগবঙ্গৌ মনঃশিলা। নিশাদলঞ্চ ত্রিক্ষারং লোহং শুল্বং তথাভ্রকম্॥ এতানি সমভাগানি স্নুহীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ। চিত্রকং বাসকং দন্তী ক্বাথেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ॥ দিনৈকন্তু প্রযত্নেন রসো নাগেশ্বরোমতঃ। গুল্মং প্লীহপাণ্ডুশোথানাধ্মানঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ ভক্ষয়েন্মাষমেকন্তু পর্ণখণ্ডেন গুল্মবান্॥ ৪১॥

রক্তগুল্মরোগ-চিকিৎসা।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে। স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায়ৈ দদ্যাৎ

কালে সেবন করিলে গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, হলীমক, রক্তপিত্ত, মন্দাগ্নি, অরুচি, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

শিখিবাড়ব রস।

তাম্রভস্ম, অভ্রভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, যবক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য একতোলা করিয়া লইবে এবং বিশুদ্ধ পারদ ও বিশুদ্ধ গন্ধক উভয়ে দুইতোলা লইয়া কজ্জলী করিবে; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ পানের রসের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে বাতগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

নাগেশ্বর রস।

বিশুদ্ধ পারদ, বিশুদ্ধ গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী), সীসভস্ম, রাঙ্গভস্ম, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খই, লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম ও অভ্রভস্ম; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সিজের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে, পরে চিতা, বাসক ও দন্তী একত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ দ্বারা একদিন ভাবনা দিবে, তদনন্তর কলাই প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ পানের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, আধ্মানরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪১॥

রক্তগুল্ম চিকিৎসা।

রক্তগুল্ম ও গর্ভ উভয়ই প্রায় তুল্য লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্থূল বুদ্ধি চিকিৎসকগণ গুল্ম ভ্রমে গর্ভাবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে ভ্রূণ হত্যা ঘটিতে পারে, এই নিমিত্ত গর্ভকাল দশ মাস অতীত হইলে রক্তগুল্মের চিকিৎসা করা উচিত। পক্ষান্তরে সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক উভয়ের অসাধারণ লক্ষণ দর্শনে অনতিবিলম্বে গুল্ম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেও দশ মাস অতীত না হইতে ঔষধ প্রয়োগ নিরাপদ নহে। কারণ গুল্মের অপক্কাবস্থায় রক্তস্রাবাদি দ্বারা গর্ভাশয়ের বিকৃতি ঘটিতে পারে। সুতরাং যেমন নবজ্বরে সাত দিবসের পরে পাচন প্রয়োগের উপযুক্ত সময়, তদ্রূপ দশ মাস পরে রক্তগুলমের পক্কাবস্থাই ঔষধ প্রয়োগের

স্নিগ্ধং বিরেচনম্ ॥ ১ ॥ শতাহ্বা চিরবিল্বত্বক্ দারুভার্গী কণোদ্ভবঃ। কল্কঃ পীতোহরেদ্গুল্মং তিলক্কাথেন রক্তজম্ ॥ ২ ॥ তিলক্কাথো গুড়ব্যোষহিঙ্গুভার্গীযুতোভবেৎ। পানঃ রক্তভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্ ॥ ৩ ॥ সক্ষারং ত্র্যূষণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী ॥ ৪ ॥ পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা ॥ ৫ ॥ উষ্ণৈর্ব্বা ভেদয়েদ্ভিন্নে বিধিরাসৃগ্দরো হিতঃ ॥ ৬ ॥ ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং

উপযুক্ত সময়। অতএব যথাসময়ে রক্তগুল্ম রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ (ঘৃত) পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে, পরে গুল্ম স্থানে সেক প্রদান করিবে। এইরূপে উভয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্য সেবন করাইয়া দাস্ত করাইবে।

গুল্ফা, নাটাকরঞ্জার মূলের ছাল, দেবদারু, ব্রহ্মযষ্টির মূল ও পিপুল ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। তিল দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথের সহিত উক্ত চূর্ণ দ্রব্য দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

পুরাতন গুড়, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও ব্রহ্মযষ্টির মূল (বামনহাটীর মূল) ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, তদনন্তর তিলের ক্কাথের সহিত উক্ত চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যবক্ষার, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

যবক্ষার (সোরা) অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব হইয়া রক্তগুল্ম রোগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণ সোরা অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। এইরূপে তিন চারি দিন সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কৃত এবং রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় কোন২ স্ত্রীলোক গর্ভপাত করিবার মানসে উহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। এস্থলে জানা আবশ্যক, সোরা ২ তোলা হইতে চারিতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে বিশেষতঃ অল্প জলের সহিত প্রযুক্ত হইলে আমাশয়ে এবং অন্ত্র মধ্যে জ্বালা, বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, নাড়ীক্ষীণ, হস্ত পদ শীতল, পরিশেষে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কাহারও বা সেই মোহই চিরমোহে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা একতোলার অধিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এই পরিমাণে আবার ৩।৪ দিনের অধিক কাল ব্যবহার করা উচিত নহে। যদি ভ্রম বশতঃ একবারে অধিক পরিমাণ সোরা সেবন করান হয়, তাহা হইলে রোগীকে বমন করাইয়া আমাশয় হইতে সোরা নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে, এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করাইবে। শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৪ ॥

পলাশ ক্ষারের জল দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া তাহা সেবন করিলে রক্ত গুল্ম রোগের প্রতীকার হয় ॥ ৫ ॥

দন্তীগুড় প্রভৃতি উষ্ণ দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা গুল্ম (রক্তের চাপ) দ্রব করিয়া ফেলিবে, ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া গুল্ম বিনষ্ট হয়। রক্তস্রাব অধিক কাল স্থায়ী হইলে অসৃক্দর বিহিত (রক্ত-প্রদর বিহিত) ক্রিয়া করিবে ॥ ৬ ॥

উল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা যদি গুল্ম দ্রব না হয়, তাহা হইলে যোনি-বিশোধন বর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা গুল্ম দ্রব করিবে।

দদ্যাদ্যোনিবিশোধনম্ ॥ ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ। রুধিরে তু প্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরী ক্রিয়া ॥ ৭ ॥ ভল্লাতকাৎ কল্ককষায়পক্বং সর্পিঃ পিবেচ্ছর্করয়া বিমিশ্রম্। তদ্রক্তগুল্মং বিনিহন্তি পীতং বলাসগুল্মং মধুনা সমেতম্ ॥ ৮ ॥

পঞ্চাননরসঃ।

পাদাংশকতুত্থঞ্চ গন্ধং জৈপালপিপ্পলী। আরগ্বধফলাম্মজ্জ বজ্রী-ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ॥ ধাত্রীরসযুতং খাদেদ্রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে। চিঞ্চা-দলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্ ॥ ৯ ॥
বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলম্। ন খাদেচ্চালুকং গুল্মী মধুরাণি ফলানি চ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং গুল্মচিকিৎসা।

যোনি বিশোধন বর্ত্তি যথা—তিল চূর্ণ ও পলাশক্ষার কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিয়া কিম্বা তিল চূর্ণ ও পলাশক্ষার সিজের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিয়া যোনি পথে জরায়ুর মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে রক্তস্রাব হইতে থাকে। অধিক পরিমাণ রক্তস্রাবের জন্য রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে রক্তপিত্তোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে ॥ ৭ ॥

ভল্লাতকের (ভেলার) ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া চিনির সহিত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে রক্তগুল্ম এবং মধুর সহিত সেবন করিলে বায়ু জনিত গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পঞ্চানন রস।

পারদ, গন্ধক, তুঁতিয়াভস্ম, জয়পাল, পিপুল, সোনালুর আটা (সোঁদাইল ফলের মজ্জা) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সিজ ক্ষীরের সহিত পেষণ ও ভাবনা দিয়া একরত্তি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আমলকীর বা তেঁতুল পত্রের রসের সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বর্জনীয় বিধি।

শুষ্কমাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, ডাইল, আলু ও মধুর রস বিশিষ্ট ফল সর্ব্ব প্রকার গুল্ম রোগী পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০ ॥

গুল্মরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতুরম্। দ্বিপঞ্চমূলীক্বাথেন সস্নেহ লবণেন চ॥ ১॥ পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্। সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠী অজমোদা চ চূর্ণিতম্॥ ফলং ধান্যাম্লকৌলত্থদধিমদ্যাসবাদিভিঃ। পায়য়েৎ শুদ্ধদেহঞ্চ স্নেহেনান্যতমেন বা॥ ২॥ নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্। কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্॥ ৩॥ শ্রীপর্ণীমধুকক্ষৌদ্রসিতাগুড়জলৈর্ব্বমেৎ। পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্॥

হৃদ্রোগ চিকিৎসা।

বায়ুজনিত হৃদ্রোগে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ (ঘৃতাদি) প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া লইবে, তদনন্তর বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগের মূলীভূত কারণ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে, ইহা বৃদ্ধ ঋষি সুশ্রুতের মত। কিন্তু মহর্ষি চরক বলেন হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির কোন অবস্থায়ই বমন করান উচিত নহে। এস্থলে প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে এইরূপ প্রতিপন্ন হয়, রস অবলম্বন করিয়া হৃদ্‌রোগ জন্মে, সেই রসের আধার হৃদয়। সুতরাং বমন দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির অত্যল্পই আশা করা যাইতে পারে।

হৃদ্‌রোগীকে বমন করাইতে হইলে পঞ্চকর্ম্মোক্ত বিধানানুসারে ঘৃতাদি পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে এবং দশমূলের ক্বাথের সহিত ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া বমন করাইবে। কেহ কেহ বলেন দশমূলের ক্বাথের সহিত মদন ফলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। বমনের জন্য ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে ক্বাথ্য দ্রব্য অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। পরে উক্ত ক্বাথ হইতে যথাপ্রয়োজন ক্বাথ লইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে॥ ২॥

বমন দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত হইলে পিপুল, ছোটএলাচি, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ (সচল লবণ), শুঁঠ ও যমানী; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ছোলঙ্গলেবুর রস, ধান্যাম্ল (কাঁজি), কুলত্থি কলাইয়ের যূষ, দধি ও মদ্যের সহিত কিম্বা ঘৃতাদির মধ্যে কোন এক স্নেহ পদার্থের সহিত সেবন করিবে॥ ২॥

অথবা শুঁঠ দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া সেই উষ্ণ ক্বাথ রোগীকে পান করাইলে অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কাস, শ্বাস, বায়ু, শূল হৃদরোগ বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৩॥

পিত্তজনিত হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা।

পিত্তজনিত হৃদ্‌রোগে গাম্ভারিফল ও যষ্টিমধু উভয়ে অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, এই ক্বাথ অর্দ্ধসের বা একসের পরিমাণে লইয়া তাহাতে চিনি, গুড় ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। যদি ইহাতে বমন হয়, তবে আর ক্বাথ সেবন করাইবে না, যদি বমন না

ঘৃতং কষায়াংশ্চোদ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্ ॥ ৪ ॥ শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে। দ্রাক্ষা সিতাক্ষৌদ্রপরূষকৈঃ স্যাৎ শুদ্ধে চ পিত্তাপহমন্নপানম্ ॥ ৫ ॥ পিষ্ট্বা পিবেদ্বাপি সিতাজলেন যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিণীঞ্চ ॥ ৬ ॥ অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদামরে। সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা ॥ ৭ ॥ ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা। পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে। হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চির-জীবিনস্তে ॥ ৮ ॥ বচানিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে। বাতহৃদ্রোগহৃচ্চূর্ণং পিপ্পল্যাদিঞ্চ পায়য়েৎ ॥ ৯ ॥ ত্রিদোষজে লঙ্ঘন-মাদিতঃ স্যাদন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ম্। হীনাতিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্ ॥ ১০ ॥ চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যা-ন্মাক্ষিকেন সমাযুতম্। হৃচ্ছূলং শ্বাসকাসঘ্নং ক্ষয়হিক্কানিবারণম্ ॥ ১১॥

হয়, তাহা হইলে পুনঃ উক্ত রূপে ক্বাথ পান করাইবে। এইরূপে বমন দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ হইলে মধুর দ্রব্যের (কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের) সহিত পাচিত ঘৃত এবং পিত্তজ্বর নাশক কষায় পান করিতে দিবে ॥ ৪ ॥

পিত্তজনিত হৃদরোগে হৃৎপিণ্ডোপরি শীতল প্রলেপ দিবে এবং বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ করিয়া কিস্‌মিস্, চিনি, পরুষকফল ও মধুর সহিত ভক্ষ্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে ॥ ৫ ॥

অথবা চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু ও কট্‌কী পেষণ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া উপকার দর্শে ॥ ৬ ॥

অর্জুন ছালের সহিত পাচিত দুগ্ধ অথবা স্বল্প পঞ্চমূল বা যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হৃদ্-রোগীর পক্ষে হিতকর ॥ ৭ ॥

ঘৃত, দুগ্ধ বা গুড় মিশ্র জলের সহিত অর্জুন ছাল চূর্ণ সেবন দ্বারা হৃদ্‌রোগ, জীর্ণজ্বর, রক্তপিত্ত দূরীভূত ও রোগী দীর্ঘজীবী হয় ॥ ৮ ॥

কফজনিত হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা।

কফজনিত হৃদ্‌রোগে বচ ও নিমছাল উভয়ে সমভাগে অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ অর্দ্ধসের বা একসের পরিমাণে লইয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, যদি ইহাতে বমন হয়, তবে আর ক্বাথ পান করাইবে না, কিন্তু যদি উহাতে বমন না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইতে হইবে। এইরূপে বমন দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ হইলে বাতজহৃদ্‌রোগ নাশক পূর্ব্বোক্ত পিপ্পল্যাদি চূর্ণ (পিপুল, ছোটএলাচি, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সোবর্চ্চললবণ, শুঁঠ ও বনযমানী) সেবন করিতে দিবে ॥ ৯ ॥

ত্রিদোষজ হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা।

সান্নিপাতিক হৃৎপিণ্ডের রোগে লঙ্ঘন ও ত্রিদোষ নাশক অন্ন ও পানীয় প্রথমতঃ ব্যবস্থা করিবে। তদনন্তর দোষ বিশেষের প্রবলতা, মধ্যাবস্থা ও হীনতা বিচার পূর্ব্বক ত্রিদোষেরই চিকিৎসা করিবে ॥ ১০ ॥

পুষ্কর মূলের (অভাবে কুড়ের) চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যথাপ্রয়োজন মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের বেদনা, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, হিক্কা নিবারিত হয় ॥ ১১ ॥

তৈলাজ্যগুড়বিপক্বং গোধূমপার্থজং বাপি। পিবতি পয়োঽনু চ স ভবেজ্জিতঃ সকলশ্বাসকাসহৃদাময়ঃ পুরুষঃ ॥ ১২ ॥ মূলং নাগবলায়াস্তু চূর্ণং দুগ্ধেন পায়য়েৎ। হৃদ্রোগশ্বাসকাসঘ্নং ককুভস্য চ বল্কলম্ ॥ রসায়ন পরং বল্যং [illegible] যোজিতম্। সম্বৎসরপ্রয়োগেন জীবেদ্বর্ষশতং ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥ [illegible] উগ্রগন্ধা বি[illegible] পঞ্চমূলীক্ব কুষ্ঠাভয়া চিত্রক যাবশূকম্। পিবেৎস সৌবর্চ্চলপু[illegible] [illegible] শূল-হৃদাময়ঘ্নম্ ॥ ১৪ ॥ দশমূলকষায়স্তু লবণক্ষারযোজিতম্। কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥ পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়াং সাম্লবেতসম্ ॥ শটীং পুষ্করমূলঞ্চ তিন্তিড়ীকং সদাড়িমম্। মাতুলুঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥ সুখোদকেন মদ্যৈর্ব্বা প্লুতান্যেতানি পায়য়েৎ। অর্শঃ শূলঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মঞ্চাশু নিযচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ পুটদগ্ধমশ্মপিষ্টং হরিণবিশাণং সর্পিষা পিবতঃ। হৃৎপৃষ্ঠশূলমুপ-শমমুপযাত্যচিরেণ কষ্টমপি ॥ ১৬ ॥ ক্রিমিহৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎপিশিতৌদনম্। দধ্না চ পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাৎ

গোধূম চূর্ণ (ময়দা) ও অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ উভয়ে সমভাগে গ্রহণ করিবে এবং চূর্ণ দ্রব্যের সমান ইক্ষুগুড় এবং অল্প পরিমাণ তিল তৈল ও ঘৃতের সহিত পাক করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে হৃদরোগ, কাস ও শ্বাস প্রশমিত হয় ॥ ১২ ॥

গোরক্ষ চাকুলের মূল চূর্ণ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে এবং অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ উক্ত পরিমাণে যথাপ্রয়োজন দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হৃদরোগ, কাস, শ্বাস বিনষ্ট হইয়া শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে। এই নিয়মে এক বৎসরকাল সেবিত হইলে শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায়। উল্লিখিত ঔষধ এক মাস সেবন করিলেই রোগ নাশক শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

হিঙ্গু, বচ, বিট্ লবণ, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, হরীতকী, চিতার মূল, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল লবণ ও পুষ্কর মূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যবের ক্কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হৃদরোগ ও শূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

আকান্দীলতা (আকনদ), বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আমলকী, বহেড়া, শটী, পুষ্করমূল, তেঁতুল ছাল, দাড়িমের ছাল, ছোলঙ্গলেবুর মূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য দুইআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণজল বা মদ্যের সহিত সেবন করিলে হৃদরোগ, অর্শ, শূল ও গুল্মরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

হরিণ শৃঙ্গ সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত করিয়া একটী মৃণ্ময় কৌটায় স্থাপন পূর্ব্বক মুখ রুদ্ধ করিয়া ঘুঁই-টার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গ্রহণ করিবে। উহা খলে উত্তম রূপে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ একআনা পরিমাণে যথাপ্রয়োজন ঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃৎপিণ্ড ও পৃষ্ঠশূল অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ক্রিমিজনিত হৃদরোগ চিকিৎসা।

ক্রিমিজনিত হৃদরোগে প্রথমতঃ দধি, তিল চূর্ণ এবং মাংসের সহিত অন্ন তিন দিবস পর্য্যন্ত

বিরেচয়েৎ ॥ সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈঃ সাজাজিশর্করৈঃ। বিড়ঙ্গগাঢ়ৈ ধান্যাম্লং পায়য়েদ্ধিতমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ ক্রিমিজে চ পিবেম্মূত্রং বিড়ঙ্গাময়সংযুতম্। হৃদি স্থিতাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্ ॥ যবান্নং বিতরেচ্চাস্মৈ সবিড়ঙ্গমতঃপরম্ ॥ ১৮ ॥

বল্লভকং ঘৃতম্।

মুখ্যং শতার্দ্ধঞ্চ হরীতকীনাং সৌবর্চ্চলস্যাপি পলদ্বয়ঞ্চ। পক্বং ঘৃতং বল্লভকেতি নাম্না হৃল্লাসশূলোদরমারুতঘ্নম্ ॥ ১৯ ॥

শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্।

শ্বদংষ্ট্রোশীরমঞ্জিষ্ঠাবলাকাশ্মর্য্যকত্তৃণম্। দর্ভমূলং পৃথকপর্ণী পলাশর্ষভকৌ স্থিরা ॥ পলিকাং সাধয়েত্তেষাং রসে ক্ষীরে চতুর্গুণে। কল্কৈঃ সগুপ্তর্ষভকমেদোজীবন্তী জীরকৈঃ। শতাবর্য্যর্দ্ধি মৃদ্বীকা শর্করা শ্রাবণী বিসে ॥ প্রস্থঃ সিদ্ধোঘৃতাদ্বাপি পিত্তহৃদ্রোগশূলনুৎ। মূত্রকৃচ্ছ্র-প্রমেহার্শঃ শ্বাসকাসক্ষয়াপহঃ ॥ ধনুঃস্ত্রীমদ্যভারাধ্বখিন্নানাং বলমাংসদঃ ॥ ২০ ॥

সেবন করিতে দিবে, পরে দারুচিনি, ছোট এলাচি ও তেজপত্রের চূর্ণ দ্বারা সুগন্ধীকৃত কৃষ্ণজীরার চূর্ণ সংযুক্ত লাবণিক বিরেচন প্রয়োগ করিবে, এইরূপে দাস্ত হইয়া ক্রিমি নির্গত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রিয়ার পর বিড়ঙ্গ চূর্ণ অর্দ্ধআনা বা একআনা পরিমাণে কাঁজির সহিত দুই চারি দিন সেবন করাইয়া পুনঃ লাবণিক বিরেচন ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৭ ॥

বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও কুড় চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ গোমূত্রের সহিত পান করিলে হৃদয়স্থিত ক্রিমি সকল দাস্তের সহিত নিপতিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিড়ঙ্গের সহিত পাচিত যবমণ্ড রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে ॥ ১৮ ॥

বল্লভকঘৃত।

হরীতকী ৫টী, সৌবর্চ্চল লবণ (সচল লবণ) ১৬ তোলা; এই উভয় পদার্থের সহিত যথাপ্রয়োজন জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হৃদ্‌রোগ ও শূল প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—শূকশিম্বীবীজ (আলকুশী বীজ), ঋষভক, মেদ, জীবন্তী, জীরা, শতমূল, ঋদ্ধি, কিস্‌মিস্, চিনি, মুণ্ডিরী ও বিস (মৃণাল); এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলাংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উহা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। ক্বাথ্য দ্রব্য—গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, দর্ভমূল, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে) পলাশছাল, ঋষভক ও শালপর্ণী প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, তদনন্তর দুগ্ধ ১২ সের দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে পিত্তজনিত হৃদ্‌রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শ, শ্বাস, কাস ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বলাদ্যং ঘৃতম্।

ঘৃতং বলা-নাগবলার্জ্জুনাম্বু-সিদ্ধং সযষ্টীমধুকল্কপাদম্। হৃদ্রোগশূল-ক্ষতরক্তপিত্ত কাসানিলাসৃক্ শময়ত্যুদীর্ণম্॥ ২১॥

অর্জ্জুনঘৃতম্।

পার্থস্য কল্কস্বরসেন সিদ্ধং শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদাময়েষু॥ ২২॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং হৃদ্রোগচিকিৎসা।

বলাদ্যঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ—বেড়েলা (বাইরকলী), গোরক্ষ চাউলা (গোরক চাকুলে), অর্জুন-ছাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথ এবং যষ্টিমধু একসের ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে, পরে ঘৃত পুনঃ পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে হৃদ্‌রোগ, শূল, ক্ষত, রক্তপিত্ত, কাস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২১॥

অর্জুনঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—অর্জুনছাল একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃতে অর্জুন ছালের রস ষোলসের দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা আটআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার হৃদ্‌রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২২॥

হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ-চিকিৎসা।

অভ্যঞ্জনস্নেহনিরূহবস্তিস্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্। স্থিরাদিভি-র্ব্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যাদ্রসাংশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে॥ ১॥ সেকাবগাহাঃ

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ চিকিৎসা।

অভ্যঞ্জন (বায়ু নাশক তৈলাদি মর্দ্দন), স্নেহপান, নিরূহবস্তি, স্বেদ, উপনাহ (প্রলেপ), সেক (জল সেচন বা জল পূর্ণ টবে উপবেশন) এবং শালপর্ণী প্রভৃতি পঞ্চমূলের ক্বাথ দ্বারা প্রস্তুত মাংসের ক্বাথ বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর পক্ষে হিতকর। স্বেদ—বস্তিস্থানে (মূত্রাশয়ে) বায়ু নাশক তৈল মালিশ করিয়া তাপ লাগাইবে। উপনাহ,—বায়ু নাশক দ্রব্য পেষণ করিয়া বস্তি স্থানে প্রলেপ দিবে। নিরূহবস্তি,—বায়ু নাশক দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা পিচ্‌কারি প্রদান। উত্তরবস্তি,—তৈল দ্বারা পিচ্‌কারি প্রদান॥ ১॥

শিশিরাঃ প্রদেহাঃ গ্রীষ্মে বিধির্ব্বস্তি পয়োবিরেকাঃ। দ্রাক্ষা-বিদারীক্ষুরসৈ র্ঘৃতৈশ্চ কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যাঃ ॥ ২ ॥ ক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং স্বেদো যবান্নং বমনং নিরূহাঃ। তক্রং সতিক্তৌষধসিদ্ধতৈলমভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৩ ॥ সর্ব্বং ত্রিদোষ-প্রভবে চ বায়োঃ স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্। ত্রিভ্যোঽধিকে প্রাগ্বমনং বিরেকঃ পিত্তে কফে স্যাৎপবনে চ বস্তিঃ ॥ ৪ ॥ তথাভি-ঘাতজে কুর্য্যাৎসদ্যো ব্রণচিকিৎসিতম্ ॥ ৫ ॥ স্বেদচূর্ণক্রিয়াভ্যঙ্গঃ বস্তয়ঃ স্যুঃ পুরীষজে ॥ ৬ ॥ ক্রিয়া হিতা ত্বশ্মরিশর্করায়াং যা মূত্র-কৃচ্ছ্রে কফমারুতোত্থে ॥ ৭ ॥ লেহ্যং শুক্রবিবন্ধোত্থে শিলাজতু-সমাক্ষিকম্ ॥ বৃষ্যৈর্ব্বৃংহিতধাতুত্থে বিধেয়া প্রমদোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ যন্মূত্রকৃচ্ছ্রে বিহিতঞ্চ পৈত্তে তৎ কারয়েচ্ছোণিতমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৯ ॥ কুষ্মাণ্ডকরসং পীত্বা সযবক্ষারশর্করম্। মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্বিমুচ্যেত শীঘ্রঞ্চ লভতে সুখম্ ॥ ১০ ॥

তৃণপঞ্চমূলম্।

কুশঃ কাশঃ শরোদর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্। পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্ ॥ ১১ ॥

পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতবীর্য্য পদার্থের ক্বাথ প্রভৃতি শরীরে সেচন বা তাহাতে অবগাহন, চন্দন প্রভৃতি শীতবীর্য্য দ্রব্য শরীরে লেপন প্রভৃতি গ্রীষ্মকালোচিত বিধি, বস্তিক্রিয়া, দুগ্ধ, বিরেচন, কিস্‌মিস্, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস হিতকর ॥ ২ ॥

শ্লেষ্মজ মূত্রকৃচ্ছ্রে ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ ঔষধ, অন্ন ও পানীয় এবং স্বেদ, যবান্ন, বমন, নিরূহ ও তক্র হিতকর; এতদ্ভিন্ন তিক্ত ঔষধ দ্বারা পাচিত তৈল মালিশ রূপে এবং পানীয় রূপে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩ ॥

ত্রিদোষজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রথমতঃ বায়ুর স্থান পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া উল্লিখিত সমস্ত ক্রিয়া করিবে, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দোষক্ত ঔষধ একত্র যোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে। তিন-দোষেরই সমান আধিক্য লক্ষিত হইলে প্রথমতঃ বমন দ্বারা কফের, পরে বিরেচন দ্বারা পিত্তের এবং পরিশেষে বস্তিক্রিয়া দ্বারা বায়ুর শান্তি করিবে ॥ ৪ ॥

অভিঘাত জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে সদ্যোব্রণোক্ত বিধানানুসারে রোগীর চিকিৎসা করিবে ॥ ৫ ॥

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে স্বেদ, বস্তিক্রিয়া (পিচ্‌কারী প্রদান), তৈলাদি মালিশ এবং চূর্ণ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৬ ॥

বাতশ্লেষ্ম জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে অশ্মরী ও শর্করার বিধানানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥

শুক্রবিবন্ধ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে শোধিত শিলাজতু একআনা বা দুইআনা পরিমাণে যথাপ্রয়োজন মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন পূর্ব্বক সেবন করা কর্ত্তব্য। পরন্তু যদি বীর্য্য বর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগে ধাতু বর্দ্ধিত হওয়াতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে, তাহা হইলে স্ত্রীসংসর্গ করা উচিত ॥ ৮ ॥

রক্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে পিত্তজ কৃচ্ছ্রের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

চালকুমড়ার রসের সহিত যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কৃচ্ছ্ররোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তৃণপঞ্চমূল।

কুশ, কাশ (কেশে), শর, উলু ও কৃষ্ণইক্ষু (কাজলা আক) ইহাদের মূল সমভাগে সমস্তে

পঞ্চতৃণক্ষীরম্ ॥

এতৎসিদ্ধং পয়ঃ পীতং মেঢ্রগং হন্তি শোণিতম্ ॥ ১২ ॥

ত্রিকণ্টকাদিঃ।

ত্রিকণ্টকারগ্বধদর্ভকাস দুরালভাপ্রস্তরভেদপথ্যাঃ। নিঘ্নন্তি পীড়াং মধুনাশ্মরীঞ্চ সম্প্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্ ॥ ১৩ ॥

গোক্ষুর-কষায়ঃ।

ক্বাথং গোক্ষুর বীজস্য যবক্ষার যুতং পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা রক্তং পীতঃ শীঘ্রং নিবারয়েৎ ॥ ১৪ ॥

ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা বিদারী চ যষ্ট্যাহ্বং গোক্ষুরং তথা। এভিঃ কষায়ং বিপচেৎপিবেত্তৎপীতং সশর্করম্ ॥ অপি যোগশতসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রং জয়েল্লঘু ॥ ১৫ ॥

দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ কৃচ্ছ্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পঞ্চতৃণক্ষীর।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—কুশ, কাশ, শর দর্ভ (উলু) ও ইক্ষু ইহাদের মূল সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে একছটাক বা অর্দ্ধপোয়া উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্র পথ দ্বারা প্রবর্ত্তিত রক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ত্রিকণ্টকাদি।

গোক্ষুর, শোনালুর আটা (সোঁদাইলের মজ্জা), দর্ভ (উলুর মূল), কাশ (কেশের মূল), দুরালভা, পাষাণভেদী (পাথর কুচি) ও হরীতকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে অতি কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

গোক্ষুর-কষায়।

গোক্ষুর দুইতোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, এই ক্বাথে যবক্ষার (সোরা) দুইআনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তপতন নিবারিত হয় ॥ ১৪ ॥

ধাত্র্যাদি।

আমলকী, কিসমিস, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, এই ক্বাথের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

বৃহদ্ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা চ যষ্ট্যাহ্বং বিদারী সত্রিকণ্টকা। দর্ভেক্ষুমূলমভয়া ক্কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ॥ সসিতং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রুজাদাহহরং পরম্॥ ১৬॥

বাতিকে কৃচ্ছ্রে অমৃতাদিঃ।

অমৃতা নাগরং ধাত্রী বাজীগন্ধা ত্রিকণ্টকম্। প্রপিবেদ্বাতরোগার্ত্তঃ সশূলী মূত্রকৃচ্ছ্রবান্ ॥ ১৭ ॥

শতাবর্য্যাদিঃ।

শতাবরী কাশ কুশৈঃ শ্বদংষ্ট্রা বিদারিশালীক্ষুকশেরুকানাম্। ক্কাথং সুশীতং মধুশর্করাক্তং পিবন্ জয়েৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রম্ ॥ ১৮ ॥

গুড়েনামলকং বৃষ্যং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্। পিত্তাসৃগ্দাহশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্ ॥ ১৯ ॥

ইর্ব্বারুবীজং মধুকং সদার্ব্বি পৈত্তে পিবেত্তণ্ডুলধাবনেন। দার্ব্বীং তথৈবামলকীরসেন সমাক্ষিকাং পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ২০ ॥

হরীতক্যাদিঃ।

হরীতকী গোক্ষুররাজবৃক্ষ পাষাণভিদ্ধন্বযবাসকানাম্। ক্কাথং পিবেন্মাক্ষিকসম্প্রযুক্তং কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবন্ধে ॥ ২১ ॥

বৃহৎ ধাত্র্যাদি।

আমলকী, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, দর্ভমূল (উলুর মূল), ইক্ষুমূল ও হরীতকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, পরে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, বেদনা ও জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অমৃতাদি।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, পরে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও শূল রোগ নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥

শতাবর্য্যাদি।

শতমূল, কাশ (কেশের মূল), কুশের মূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালীতণ্ডুল ও ইক্ষুমূল, কেশুর, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রূপে ক্কাথ করিয়া লইবে, পরে উহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়॥১৮

আমলকী গুড়ের সহিত সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভ্রম, পিত্ত ও রক্তজ জ্বালা, শূল এবং মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ইর্ব্বারুবীজ (কাঁকুর বীজ), যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে কিম্বা দারুহরিদ্রা আমলকীর রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয় ॥ ২০ ॥

হরীতক্যাদি।

হরীতকী, গোক্ষুর, সোনালুফল (সোঁদাইলের মজ্জা), পাষাণভেদী (পাথর কুচি), ধনিয়া,

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডকুশাদ্যভীরু কর্কারুকেক্ষুস্বরসেন সিদ্ধম্। সর্পি-র্গুড়ার্দ্ধাংশযুতং প্রপেয়ং কৃচ্ছ্রাশ্মরীমূত্রবিঘাতহেতোঃ॥ ২২॥ সিতাতুল্যো যবক্ষারঃ সর্ব্বকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ॥ ২৩॥ সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং শ্লক্ষ্ণং দৃশদি পেষিতম্॥ বু্যষিতোদকসম্পীতং কৃচ্ছ্রং হন্তি সুদা-রুণম্॥ ২৪॥ মধুনা চ যবক্ষারং মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরম্॥ ২৫॥ সগন্ধকযবক্ষারং শর্করা তক্রতঃ পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্বিমুচ্যেত সাধ্যা-সাধ্যান্নসংশয়ঃ॥ ২৬॥ নারিকেলোদ্ভবং পুষ্পং তণ্ডুলোদকসংযুতম্। রক্তজং মূত্রকৃচ্ছ্রং হি পীতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ২৭॥

তারকেশ্বরঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং লৌহং বঙ্গং মৃতাভ্রকম্। দুরালভা যবক্ষারং বীজং গোক্ষুরজং শিবা॥ সমাংশং ভাবয়েৎসর্ব্বং কুষ্মাণ্ডফলবারিণা। পঞ্চতৃণভবক্বাথে রসে গোক্ষুরজে তথা॥ সংপিষ্য বটিকা কার্য্যা

দুরালভা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বালা ও বেদনার শান্তি হইয়া থাকে॥ ২১॥

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ—গোক্ষুর দুইসের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এরণ্ডমূল ও তৃণপঞ্চমূল উভয়ে দুইসের, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের। এই ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিতে থাকিবে, পরে শতমূলের রস ৪ সের, কর্কারুর (কুষ্মাণ্ড বিশেষের) রস ৪ সের দিয়া পাক করিবে। এইরূপে ঘৃত পাক করিয়া তাহার সহিত দুইসের ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২২॥

চিনি দুইআনা ও যবক্ষার (সোরা) দুইআনা একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এইরূপে ৩।৪বার সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়॥ ২৩॥

সূর্য্যাবর্ত্তের বীজ (হুড়হুড়ের বীজ) পেষণ করিয়া বাসী জলের সহিত সেবন করিলে উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৪॥

একমাত্র যবক্ষার মধুর সহিত সেবন করিলেও তদনুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে॥ ২৫॥

শোধিত গন্ধক চূর্ণ, যবক্ষার ও চিনি উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তক্রের সহিত সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৫॥

নারিকেল পুষ্প পেষণ করিয়া তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিশ্চয়ই নিবারিত হয়॥ ২৭॥

তারকেশ্বর।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া লইবে, পরে লৌহভস্ম, রাঙ্গভস্ম, অভ্রভস্ম, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুর ও হরীতকী প্রত্যেকে একতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য চালকুমড়ার রসে পেষণ পূর্ব্বক ভাবনা দিবে, পরে তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ ও গোক্ষু-

দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। মধুনা সর্দ্দ্য বিলিহেন্মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ॥ উডু-ম্বরফলং পক্বং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রকম্। লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্॥ অজাক্ষীরং ভবেৎপথ্যং শর্করেক্ষুরসো হিতঃ॥ ২৮॥

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকঃ।

সূতং স্বর্ণঞ্চ বৈকান্তং গন্ধতুল্যং বিমর্দ্দয়েৎ। চাণ্ডালীরাক্ষসীদ্রাবৈ র্দ্বিয়ামান্তে তু গোলকম্॥ শুষ্কং বদ্ধা পুটেচ্চাহঃ করীষ্যাগ্নৌ মহাপুটে। মাষমাত্রং লিহেৎক্ষৌদ্রৈর্মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশান্তয়ে॥ ২৯॥

মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ।

বিদারো গোক্ষুর যষ্টী কেশরঞ্চ সমং পচেৎ। তৎকষায়ং পিবেৎ-ক্ষৌদ্রে রসভস্মযুতং পুনঃ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রহরং খ্যাতং সপ্তাহাৎ পিত্ত-সম্ভবম্॥ ৩০॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ চিকিৎসা।

রের ক্বাথে ভাবনা দিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী মধুর সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে॥ ২৮॥

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া লইবে। স্বর্ণভস্ম একতোলা ও বৈক্রান্তভস্ম একতোলা; এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া চাণ্ডালী ও রাক্ষসীর রসে দুই প্রহর পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, তদনন্তর অন্ধমূষার করিয়া ঘুইটার অগ্নিতে একদিন পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ একমাষক পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৯॥

মূত্রকৃচ্ছ্রহর।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও নাগকেশর সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ ও মধুর সহিত রসসিন্দূর একরতি বা দুইরতি সেবন করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়॥ ৩০॥

মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা সমাপ্ত।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জ্জয়েৎ। বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্॥ কর্কমীর্ব্বারুবীজানাং অক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্।

মূত্রাঘাত চিকিৎসা।

মূত্রাতে যে দোষ লক্ষিত হইবে, মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত সেই দোষ নাশক উপায় দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ মূত্রাঘাত রোগে বস্তি, উত্তরবস্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন দেওয়া যাইতে পারে॥ ১॥

ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২ ॥ যবক্ষারং গুড়োন্মিশ্রং পিবেৎপুষ্পফলোদ্ভবম্। রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরিনাশনম্ ॥ ৩ ॥ সপত্রফলমূলস্য কাথং গোক্ষুরকস্য চ। পিবেন্মধুসিতাযুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগনুৎ ॥ ৪ ॥ নলকুশকাশেক্ষুশিফাং ক্বথিতাং প্রাতঃ সুশীতলাং সসিতাম্। পিবতঃ প্রয়াতি নিয়তং মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ চরকঃ ॥ ৫ ॥ বিম্বীমূলস্য সংপিষ্টং কাঞ্জিকেন সমন্বিতম্। নাভিলেপনমাত্রেণ মূত্ররোধং নিহন্তি চ ॥ ৬ ॥ মূত্রে বিপন্নে কর্পূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ। কুষ্মাণ্ডকরসো বাপি পেয়ঃ সক্ষারশর্করঃ ॥ ৭ ॥ জলেন খদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্। মূলং রুদ্রজটায়াশ্চ তক্রপীতং তদর্থকৃৎ ॥ ৮ ॥ শৃতশীতপয়োন্নাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা। পিবেৎসশর্করং শ্রেষ্ঠমুষ্ণবাতবিনাশনম্ ॥ ৯ ॥ গোধাবত্যামূলং ঘৃততৈলগোরসোন্মিশ্রম্। পীতং নিরুন্ধমরিচাস্তির্নাত্তি মূত্রস্য সংরোধম্ ॥ ১০ ॥ বরাম্ললবণোপেতং সূতং যশ্চ পিবেন্নরঃ। তস্য নশ্যতি বেগেন মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ ॥ ১১ ॥

ইর্ব্বারুবীজ (কাঁকুর বীজ) অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত সেবন করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয় ॥ ২ ॥

পুষ্পফলের (চালকুমড়ার) রস দুইতোলা, যবক্ষার (সোরা) দুইআনা, পুরাতন গুড় দুইআনা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রবিবন্ধ, শর্করা ও অশ্মরী রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পত্র, ফল ও মূলাদি সহিত গোক্ষুর গাছ দুইতোলা পরিমাণ লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথের সহিত মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু ইহাদের মূলের কাথ পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রস্তুত করিয়া লইবে, উক্ত শীতল কাথের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিম্বীমূল (তেলাকুচার মূল) একতোলা পরিমাণ লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া নাভিস্থলে প্রলেপ দিলে প্রস্রাবিত রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৬ ॥

প্রস্রাব রুদ্ধ হইলে লিঙ্গনালের মূত্র নির্গম পথে কর্পূর চূর্ণ প্রবিষ্ট করিয়া দিলে অথবা কুষ্মাণ্ডের (চালকুমড়ার) রসের সহিত যবক্ষার (সোরা) ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাব হইয়া উপকার দর্শিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

খদীর বীজ (খইরীশাকের বীজ) জলের সহিত কিম্বা রুদ্রজটার (শিবজটার) মূল তক্রের সহিত পেষণ করিয়া তৎসহযোগে সেবন করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

আবর্ত্তিত শীতল দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া তণ্ডুল জলের সহিত চিনি ও চন্দন সেবন করিলে উষ্ণবাত প্রশমিত হয় ॥ ৯ ॥

গোধাবতীর (গোয়ালিয়া লতার) মূল পেষণ করিয়া ঘৃত, তৈল ও তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয় ॥ ১০ ॥

রসসিন্দুর চূর্ণ দুইরতি পরিমাণে লইয়া কাঁজি ও লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

মূত্রাঘাত চিকিৎসা সমাপ্ত।

মহাদাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমস্য ফলপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ যবতণ্ডুলম্। কুলত্থং প্রস্থমাদায় ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ শতাবরীরসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্। কল্কঃ সার্দ্ধ-পিচুর্দ্রাক্ষা খর্জ্জূরং ত্রিফলা তথা॥ রেণুকা চাষ্টবর্গঞ্চ দেবদারু নিশাদ্বয়ম্। বিম্বী কুষ্ঠ কমেলা চ বিদার্য্যতিবলা তথা॥ শিলা ত্বচ-মুশীরঞ্চ শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণকম্। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাং স্ত্রয়োদশ॥ অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ রক্তপিত্তং সুদারুণম্। বাতজং পিত্তজ-ঞ্চৈব শ্লেষ্মজং সন্নিপাতজম্॥ বৃংহণঞ্চ বিশেষেণ সর্ব্বমেহহরং পরম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং সিদ্ধং দাড়িমাদ্যমিদং মহৎ॥ ২১॥

শুক্রমাতৃকাবটী।

গোক্ষুরবীজং ত্রিফলা পত্রমেলা রসাঞ্জনম্। ধান্যকং চবিকা জীরং তালীশং টঙ্গদাড়িমৌ॥ প্রত্যেকার্দ্ধপলং দত্ত্বা গুগ্গুলোঃ কর্ষ-মেব চ। রসাভ্রগন্ধলোহানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং ক্ষিপেৎ॥ সর্ব্বমেকী-কৃতং বৈদ্যো দণ্ডযোগেন মর্দ্দয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাষমেকঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥ অনুপানং প্রদাতব্যং জাতিভেদাৎ পৃথক্ পৃথক্। দাড়ি-মস্য রসেনৈব ছাগদুগ্ধেন চাম্ভসা॥ চন্দ্রনাথেন গদিতা বটিকা শুক্র-মাতৃকা। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবান্॥ দ্বন্দ্বজান্

মহা দাড়িমাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক-কিস্‌মিস্, পিণ্ডখর্জ্জূর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, ছোট এলাচি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোরক্ষ চাকুলে (গোরক চাউলা), শিলাজতু, দারুচিনি, বেণার মূল ও অভ্রভস্ম; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, কিন্তু শিলা-জতু ও অভ্রভস্ম ঘৃত পাক হইয়া গেলে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে কল্ক পাক হইয়া গেলে দাড়িমফলের ক্বাথ ৪ সের (দাড়িম ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের), এইরূপ নিয়মে যবের ক্বাথ ৪ সের, কুলত্থকলাইয়ের ক্বাথ ৪ সের, শতমূলের রস ৪ সের ও দুগ্ধ ৪ সের। এই পদার্থগুলি দ্বারা ঘৃত যথা নিয়মে পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২১॥

শুক্রমাতৃকা বটী।

গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, ছোট এলাচি, রসাঞ্জন, ধনিয়া, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগার খই ও দাড়িম বীজ প্রত্যেকে ৪ তোলা, গুগ্‌গুলু ২ তোলা, শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, অভ্রভস্ম ও লৌহভস্ম প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই দ্রব্যগুলির মধ্যে পারদ ও গন্ধক উভয়ে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে এবং অন্যান্য পদার্থের সহিত একত্র দাড়ি-মের রসে পেষণ করিয়া এক মাষক পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া দাড়িমের রস, ছাগ দুগ্ধ বা

সন্নিপাতোত্থান্ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীগদান্। বলবর্ণাগ্নিজননী জ্বরদোষ-নিসূদনা ॥ ২২ ॥

মেহমুদ্গরোরসঃ ॥

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্ব গোক্ষুর দাড়িমম্। প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণন্তু তৎসমম্ ॥ পলৈকং গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্ত-কফোদ্ভবম্ ॥ গ্রহণীমামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। এতান্ সর্ব্বান্নি-হন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ২৩ ॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহঃ।

বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্তৈঃ কণয়া নাগরেণ চ। জীরকাভ্যাং যুতো হন্তি প্রমেহানতিদারুণান্॥ লৌহো মূত্রবিকারাংশ্চ সর্ব্বানেব বিনা-শয়েৎ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চাননোরসঃ।

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশিকম্। সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং বঙ্গং মধুনা মর্দ্দয়েদ্দিনম্ ॥ ভক্ষয়েৎপ্রাতরুত্থায় শীততোয়ং পিবেদনু। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতং তথাশ্মরীম্ ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রং হরে-দুগ্রময়ং পঞ্চাননোরসঃ ॥ ২৫ ॥

জলের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও জ্বর নিবারিত হয় এবং বল ও অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

মেহমুদ্গর।

রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর ও দাড়িম বীজ প্রত্যেকে একতোলা, লৌহ-ভস্ম ৬ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা; এই দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে ৪ রতি বা ৬ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ কাঁচা হলুদের রস বা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে মেহ রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; এই দ্রব্য-গুলির চূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা করিয়া লইবে এবং সমস্ত চূর্ণ পদার্থের সমান লৌহভস্ম, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারিরতি বা ৬ রতি পরিমাণে সেবন করিলে প্রমেহরোগ নিবারিত হয় ॥ ২৪ ॥

পঞ্চাননরস।

শোধিত পারা, শোধিত গন্ধক, লৌহভস্ম ও অভ্রভস্ম প্রত্যেকে একতোলা, রঙ্গভস্ম ৮ তোলা প্রথমতঃ পারদ ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত পেষণ পূর্ব্বক একরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিন সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

মেহকুলান্তকোরসঃ।

মৃতং বঙ্গং মৃতঞ্চাভ্রং শুদ্ধপারদগন্ধকম্। ভূনিম্ব পিপ্পলীমূলং ত্রিকটু-ত্রিফলাত্রিবৃৎ॥ রসাঞ্জনং বিড়ঙ্গাব্দ বিল্ব গোক্ষুরদাড়িমম্। প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং শুদ্ধমশ্মজতোঃ পলম্॥ গোপালকর্কটীমূলস্বরসৈ-র্ব্বটিকাং কুরু। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্॥ অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্। অনুপানং প্রয়োক্তব্যং ছাগীদুগ্ধং পয়োঽথবা॥ ধাত্রীফলস্য নির্য্যাসং ক্বাথং কৌলত্থজং পিবেৎ॥ ২৬॥

মেহানলোরসঃ।

ভস্মসূতং মৃতং বঙ্গং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং মেহং হন্তি চিরোত্থিতম্॥ গুঞ্জামূলং পিবেচ্চানু ক্ষীরৈরেবং প্রশাম্যতি॥ ২৭॥

চন্দ্রকলা।

সূতাভ্রবঙ্গায়সভস্ম সর্ব্বমেতৎসমানং পরিভাবয়েত্তু। গুড়ূচিকা শাল্ম-লিকা কষায়ৈর্নিষ্কার্দ্ধমানাং মধুনা ততশ্চ॥ বদ্ধা গুড়ীং চন্দ্রকলেতি সংজ্ঞাং মেহেষু সর্ব্বেষু নিয়োজয়েচ্চ॥ ২৮॥

তারকেশ্বরোরসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং মৃতবঙ্গাভ্রকং সমম্। মর্দ্দয়েন্মধুনা চাহো

মেহকুলান্তক রস।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী), রঙ্গভস্ম, অভ্রভস্ম, চিরতা, পিপুলমূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ীর মূল, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেল-শুঁঠ, গোক্ষুর, দাড়িমবীজ প্রত্যেকে একতোলা, শিলাজতু ৮ তোলা; এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া বনকাঁকুড়ের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৪ রতি বা ৬ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ছাগ দুগ্ধ, জল, আমলকীর রস বা কুলথ কলাইয়ের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মূত্রাঘাত, হলীমক, কামলা, পাণ্ডু ও অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৬॥

মেহানল রস।

রসসিন্দুর ও রঙ্গভস্ম সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া মধু দ্বারা দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধের সহিত গুঞ্জামূল সেবন করিলে মেহরোগ নিবা-রিত হইয়া থাকে॥ ২৭॥

চন্দ্রকলা।

রসসিন্দূর, অভ্রভস্ম ও রঙ্গভস্ম সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গুলঞ্চ ও শিমূল ছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার মেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

তারকেশ্বর রস।

রসসিন্দূর, লৌহভস্ম, রাঙভস্ম (বঙ্গ) ও অভ্রভস্ম সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মর্দ্দন

রসোঽয়ং তারকেশ্বরঃ ॥ মাষমাত্রং লিহেৎক্ষৌদ্রৈর্ব্বহুমূত্রাপনুত্তয়ে। ঔডুম্বরং পক্বংফলং চূর্ণিতং মধুনা লিহেৎ ॥ ২৯ ॥

সোমেশ্বরোরসঃ।

শালার্জ্জুনকলোধ্রঞ্চ কদম্বাগুরু চন্দনম্। অগ্নিমন্থ নিশাদ্বন্দ্ব ধাত্রী দাড়িম গোক্ষুরম্। জম্বূবীরণমূলঞ্চ ভাগমেষাং পলার্দ্ধকম্। রস গন্ধক-ধন্যাব্দমেলাপত্রঞ্চ পদ্মকম্ ॥ লৌহং রসাঞ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গং টঙ্গ-জীরকম্। প্রত্যেকং শানকং গ্রাহ্যং পলার্দ্ধং গুগ্গুলোরপি ॥ ঘৃতেন বটিকাং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাম্। গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্ম্মিতঃ ॥ সোমেশ্বরো মহাতেজা বাতমেহান্নিহন্ত্যলম্। একজং দ্বন্দ্বজং চোগ্রং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্ ॥ উপদ্রবসমাযুক্তং চিরকালসমু-দ্ভবম্। মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কামলাঞ্চ হলীমকম্ ॥ ভগন্দরোপ-দংশৌ চ বিবিধান্ পিড়কা ব্রণান্। বিস্ফোটার্ব্বুদকণ্ডুশ্চ বাতপিত্তা-ম্লপিত্তকে ॥ যকৃৎপ্লীহোদরং গুল্মং শূলার্শঃ কাসবিদ্রধীঃ। সোম-রোগং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনম্ ॥ বলবর্ণাগ্নিজননো গ্রহ-বৈগুণ্যনাশনঃ। ছাগীদুগ্ধানুপানেন নারিকেলোদকেন বা ॥ শীতেন পাকতৈলেন যবগূষাদিযোগতঃ। যুক্ত্যা প্রযোজ্যা ভিষজা রসোদোষ-বিদাহ্যয়ম্ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বেশ্বরোরসঃ।

স্বর্ণং রৌপ্যং মৌক্তিকঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু। লৌহমভ্রং তথা তাপ্যং মধুযষ্টী চ পিপ্পলী ॥ মরিচং বিশ্বকঞ্চেতি সর্ব্বমেকত্র কার-য়েৎ। বিমর্দ্দ্য প্রহরং যত্নাৎকজ্জলাকৃতিসন্নিভম্ ॥ কেশরাজ

করিয়া ব্যবহারিক মাত্রায় অর্থাৎ এক আনা পরিমাণ মধুর সহিত বা যজ্ঞডুমুরের চূর্ণও মধুর সহিত সেবন করিলে বহুমূত্র নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

সোমেশ্বর রস।

শালনির্যাস, অর্জ্জুনছাল, লোধ, কদম্বের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারির ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম বীজ, গোক্ষুর, জামের মূলের ছাল, বেণার মূল ইহারা প্রত্যেকে ৪ তোলা ; শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, ধনিয়া, মুথা, ছোট এলাচি, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহভস্ম, রসাঞ্জন, আকনদ (আকান্দীলতা) বিড়ঙ্গ, সোহাগার খই ও জীরা ইহারা প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা ; গুগ্গুলু ৪ তোলা ; এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া মধু দ্বারা বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহার ব্যবহারিক মাত্রা দুইআনা, ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার মেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, কামলা, হলীমক ভগন্দর, উপদংশ, পীড়কা, ব্রণ, বিস্ফোট, অর্ব্বুদ, কণ্ডূ, অম্লপিত্ত, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, শূল, অর্শ, কাস, বিদ্রধি ও সোমরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বেশ্বর রস।

স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভস্ম, মুক্তাভস্ম, শোধিত শিলাজতু, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক খলে স্থাপন পূর্ব্বক উত্তম রূপে পেষণ করিবে, তদনন্তর কেশরাজ (কেশুত্যা), ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ) ও সক্রাশন (সিদ্ধি)

ভৃঙ্গরাজ শক্রাশনরসে পৃথক্। প্রমেহং বিবিধং হন্তি মধুমেহং সুদুস্তরম্॥ বাতপিত্তসমুদ্ভূতং তথা কফসমুদ্ভবম্। সর্ব্বেশ্বরোরসো-নাম্না প্রমেহকুলনাশকঃ॥ ৩১॥

বেদবিদ্যাবটী।

পারদাভ্রককান্তানাং নাগভস্ম সমং সমম্। দিনং ব্রাহ্মীরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং বালুকাযন্ত্রগং পুনঃ। উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎশ্লক্ষ্ণং জারিতাভ্রং শিলাজতু। তাপ্যং মণ্ডুরবৈক্রান্তং কাশীশং তুল্যমেব চ॥ সর্ব্বং সর্ব্বসমং চূর্ণং কল্পয়েচ্চ ততঃ পুনঃ। মুস্তচন্দনপুন্নাগনারিকেলস্য মূলকম্॥ কপিত্থ রজনী দার্ব্বী চূর্ণং সর্ব্বসমং ভবেৎ। জম্বীরাণাং দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং দ্বিযামং বটকীকৃতম্॥ বেদবিদ্যা বটী নাম্ন্যা ভক্ষণাৎসর্ব্বমেহজিৎ। মধুধাত্রী-রসঞ্চানু ক্ষৌদ্রৈর্ব্বাপি গুড়ূচিকা॥ ৩২॥

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরোরসঃ।

বঙ্গভস্ম রসং গন্ধং রূপ্যং কর্পূরমভ্রকম্। কর্ষং কর্ষং মানমেষাং সুতাভ্রি হেম মৌক্তিকং॥ কেশরাজরসৈর্ভাব্যং দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্যান্নসংশয়ঃ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্॥

ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ নাশক, বিশেষতঃ মধুমেহ প্রশমক॥ ৩১॥

বেদবিদ্যাবটী।

শোধিত পারদ, অভ্রভস্ম, কান্তলৌহ ভস্ম ও সীসাভস্ম প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিবে এবং ব্রাহ্মীশাকের রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে সেই পাচিত ঔষধ গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া যে পরিমাণ হইবে, অভ্রভস্ম, শোধিত শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, মণ্ডূরভস্ম, বৈক্রান্ত ভস্ম ও কাশীশ (হীরাকস) সমস্তে তত পরিমাণ লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর মুথা, রক্তচন্দন, পুন্নাগ (নাগকেশর), নারিকেলের মূল, কদ্‌বেল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত চূর্ণের সমপরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্যের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া জামীরের রসে দুইপ্রহর মর্দ্দন করিবে, তদনন্তর একআনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আমলকীর রস, গুলঞ্চের রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ইহা সকল প্রকার মেহ নাশক॥ ৩২॥

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস।

রাঙ্ভস্ম, শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, রৌপ্যভস্ম, কর্পূর ও অভ্রভস্ম প্রত্যেকে দুইতোলা, স্বর্ণভস্ম ও মুক্তাভস্ম প্রত্যেকে ৪ মাষা (অর্দ্ধতোলা); প্রথমতঃ পারদ ও গন্ধক এই উভয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া কেশরাজের (কেশুত্যার) রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ কেশরাজের রসের সহিত বা যজ্ঞডুমুরের গুড়া ও মধুর সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, জীর্ণজ্বর, হলীমক, রক্তপিত্ত, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও আমদোষ

গ্রহণীমামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। এতান্ সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনি র্যথা ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গাষ্টকম্।

রসং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতরূপ্যঞ্চ খর্পরম্। মৃতাভ্রকং মৃতং তাম্রং সর্ব্বতুল্যঞ্চ বঙ্গকম্ ॥ পুটেদ্গজপুটে বিদ্বান্ সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। রক্তিদ্বয়প্রমাণেন মধুনা লেহয়েন্নরম্ ॥ নিশাচূর্ণং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেদ্ধাত্রীরসং হ্নু। বঙ্গাষ্টকমিদং খ্যাতং মহাদেব-প্রকাশিতম্ ॥ প্রমেহান্বিংশতিং হন্তি আমদোষং বিসূচিকাম্। বিষমজ্বরগুল্মার্শো মূত্রাতীসার পিত্তজিৎ ॥ বীর্য্যবৃদ্ধিং করোত্যাশু সোমরোগনিবর্হণম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীচন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

ক্রিমিরিপুদহনব্যোষত্রিফলামরদারুচব্যভূনিম্বম্। মাগধিমূলং মুস্তং সশটী বচা ধাতুমাক্ষিকঞ্চৈব ॥ লবণক্ষার নিশাযুগ কুস্তুম্বুরু গজকণাতিবিষা। কর্ষাংশকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ পলাষ্টকং চাশ্মজতো র্বিদধ্যাৎ। নিষ্পত্রশুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্ পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব ॥ সিতা চতুষ্কং পলমত্র বাংশ্যা নিকুম্ভকুম্ভত্রিযুগন্ধিযুক্তম্। চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা অর্শাংসি নির্নাশয়তে ষড়েব ॥ ভগন্দরং পাণ্ডুককামলাঞ্চ নির্নষ্টবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্। হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্ নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণেষু ॥ গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধি রাজযক্ষ্মমেহে ভগাখ্যে প্রবলে চ যোজ্যা। শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরী-মূত্রকৃচ্ছ্রে

নাশক (এই ঔষধটী সর্ব্বপ্রকার মেহরোগে হিতকর বলিয়া সকল কবিরাজই আদরের সহিত উহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গাষ্টক।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, লৌহভস্ম, খর্পরভস্ম, অভ্রভস্ম ও তাম্রভস্ম এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিলে সমস্তে যত হইবে, তত পরিমাণ রাঙ্ভস্ম (বঙ্গ) লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে উহা মৃৎ কৌটায় স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধানে গজপুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা দুইরতি পরিমাণে হরিদ্রা চূর্ণ, আমলকীর রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ ও মূত্রাতীসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

শ্রীচন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, চই, চিরতা, পিপুলমূল, মুথা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুস্তুম্বুরু ও আতুষ; ইহারা প্রত্যেকে দুইতোলা, শোধিত শিলাজতু ৮ পল (একসের), শোধিত গুগ্গুলু ১৬ তোলা, লৌহভস্ম ১৬ তোলা, চিনি ৩২ তোলা, বংশলোচন ৩২ তোলা, দন্তী, তেউড়ীর মূল, দারুচিনি, ছোট এলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া একআনা বা দুইআনা পরিমাণে

শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ॥ তক্রানুপানস্তথ মস্তুপানম্ আজো-রসো জাঙ্গলজো রসো বা। পয়োঽথবা শীতজলানুপানং বলেন নাগস্তুরগো জয়েন॥ দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ কান্ত্যা রতী শোধিষণশ্চ বুদ্ধ্যা। ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু॥ শম্ভুং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতপ্রণামং প্রাপ্তা গুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ। শুক্রদোষান্নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহানপি বিংশতিম্। বলীপলিতনির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥ বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পলার্দ্ধং রসগন্ধকম্। কেবলং মূর্চ্ছিতং বাপি পলং বা দাপয়েদ্রসম্॥ অভ্রকঞ্চ ক্ষিপেৎ কশ্চিৎপলমানং ভিষগ্বরঃ। সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যামাদৌ রক্তিচতুষ্টয়ম্॥ ভক্ষ্যং বৃদ্ধিরুক্তক্ত্যা যাবন্মাষচতুষ্টয়ম্। ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিজাতানাং কর্ষমানং পৃথক্ পৃথক্॥ ৩৫॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং প্রমেহোরোগ-চিকিৎসা।

বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রমেহ, অর্শ, ভগন্দর, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, নাড়ী ও মর্ম্মস্থান জাত ব্রণ, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, বিদ্রধি ও রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ নাশক। এই ঔষধ সেবন করিয়া তক্র, মস্তু (দধির মাত), মাংসের ক্বাথ, দুগ্ধ বা জল পান করিবে। ইহার প্রভাবে বৃদ্ধ ব্যক্তিও বলী ও পলিত বিহীন হইয়া তারুণ্য লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

উহার প্রস্তুত বিষয়ে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের মতভেদ লক্ষিত হয়, কেহ বলেন—উহাতে পারদ ও গন্ধক ৪ তোলা দেওয়া উচিত। কেহ বা এক মাত্র মূর্চ্ছিত পারদ ৮ তোলা দিতে বলেন। অপর কেহ বলেন অভ্রভস্ম ৮ তোলা দেওয়া কর্ত্তব্য॥ ৩৫॥

প্রমেহ চিকিৎসা সমাপ্ত।

বহুমূত্ররোগ-চিকিৎসা।

তন্ত্রান্তরে অস্য নিদানম্॥ স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গাদ্বা শোকাদ্বাপি শ্রমাদপি। অভিচারিকদোষাচ্চ গরদোষাত্তথৈব চ॥ আপঃ সর্ব্বশরীরেভ্যঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ। তস্মাত্তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি চ॥ প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নীরুজঃ সিতাঃ। স্রবন্তি চাতিমাত্রন্তু দৌর্ব্বল্যং গতিহীনতা॥ শিরসঃ শিথিলত্বঞ্চ মুখতালুবিশোষণম্।

বহুমূত্র চিকিৎসা।

রোগের কারণ ও লক্ষণ।

অতিরিক্ত পরিমাণে স্ত্রীসংসর্গ, অতি মাত্র শোক, অধিক পরিশ্রম, আভিচারিক দোষ ও গর দোষ (দূষী বিষ সেবন জনিত দোষ); এই সকল কারণে শরীরস্থ জলীয় ধাতু বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্র পথ দ্বারা অধিক পরিমাণে পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়। সেই মূত্র প্রসন্ন (নির্ম্মল), শুভ্র, শীতল ও গন্ধ বিহীন। ইহাতে রোগী দুর্ব্বল, গমনে অসমর্থ, মস্তক শূন্য বোধ

সোমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো দেহে সোমক্ষয়ান্নৃণাম্॥ সোঽতিক্রান্তঃ ক্রমেণৈব স্রবেন্মূত্রমভীক্ষ্ণশঃ। মূত্রাতিসারমপ্যেবং তমাহুর্ব্বলনাশনম্॥ তেন তৃষ্ণাভিভূতোঽসৌ জলং পিবতি চাধিকম্॥ ১॥ কদলীনাং ফলং পক্বং ধাত্রীফলরসং মধু। শর্করা পয়সা পীতমপাং ধারণমুত্তমম্॥ ২॥ কদলীনাং ফলং পক্বং বিদারীঞ্চ শতাবরীম্। ক্ষীরেণ পায়য়েৎপ্রাতরপাং ধারণমুত্তমম্॥ (পক্বকদলীফলভূমিকুষ্মাণ্ডমূলশতমূলীনাং সমভাগচূর্ণং গৃহীত্বা দুগ্ধেন পেয়ম্)॥ ৩॥ ধাত্রীফলস্য রসকং মধুনা চ পিবেৎসদা। বহুমূত্রক্ষয়ং কুর্য্যাৎক্ষারেণ বাসকস্য চ॥ ৪॥ তালকক্ষঞ্চ তরুণং খর্জ্জুরং কদলীফলম্। পয়সা পায়য়েৎপ্রাতর্ম্মূত্রাতীসারনাশনম্॥ ৫॥ মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু। পয়সা পায়য়েৎপ্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্॥ ৬॥

বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং বিদারীস্বরসং তথা। ক্ষীরস্যাপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্য চ॥ তৃণপঞ্চরসপ্রস্থং দত্ত্বা প্রস্থং ঘৃতস্য চ। পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যঃ পাকং জ্ঞাত্বা বিধানতঃ॥ এলা লবঙ্গ ত্রিফলা কপিত্থফলমেব চ। সজলং সরলং মাংসী কদলীকন্দমেব চ॥ উৎপলস্য চ কন্দানি কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ। ততঃ কল্কং পরিস্রাব্য চূর্ণং

(খালি বোধ), মুখ, তালু ও শোষ, অত্যন্ত পিপাসা; এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগকে বহুমূত্র বলে, সোমরোগ ও মূত্রাতীসার উহার নামান্তর॥ ১॥

সুপক্ব কদলী ফল, আমলকীর রস, মধু ও চিনি; এই দ্রব্যগুলি উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে প্রস্রাবের অল্পতা হয়॥ ২॥

পাকা কলা, ভূঁইকুমরা ও শতমূল এই দ্রব্যগুলি উপযুক্ত পরিমাণে একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ প্রশমিত হয়। ইহাদের মাত্রা বিষয়ে এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে, কদলীচূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ও শতমূল চূর্ণ সমভাগে লইতে হইবে, সুতরাং প্রত্যেকে দুইআনা পরিমাণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥ ৩॥

মধুর সহিত আমলকীর রস বা যবক্ষার বা বাসকের রসের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়॥ ৪॥

অল্পদিন জাত তালের বা খেজুরের মূল ও কদলী ফল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রাতীসার বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫॥

মাষকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ, চিনি ও মধু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রাতীসার নিবারিত হয়॥ ৬॥

বৃহদ্ধাত্রীঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—ছোট এলাচি, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কদ্‌বেল, বালা সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কলার মূল, নীলোৎপলের কন্দ (অভাবে নীলসুঁদীর কন্দ); এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে আমলকীর রস ৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের ক্রমশঃ দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে শতমূলের রস ৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের কাথ ৪ সের দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে

দদ্যাৎপলং পলম্ ॥ মধুকং ত্রিবৃতা চৈব ক্ষারকং বৃদ্ধদারকম্। শর্করায়াং পলান্যষ্টৌ মধুনশ্চ পলাষ্টকম্ ॥ চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। সোমরোগং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাদাহমরোচকম্ ॥ মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং নাশয়দ্বহুমূত্রকম্। পিত্তজান্বিবিধান্ ব্যাধীন্ বাতজাংশ্চ সুদারুণান্ ॥ করোতি শুক্রোপচয়ং বলবর্ণকরং পরম্। নানারূপবিকারঘ্নং বিশেষাদ্‌বহুমূত্রকম্ ॥ ৭ ॥

স্বল্পধাত্রীঘৃতম্।

বিনা কল্কং স্বল্পধাত্রী ঘৃতমেতন্নিগদ্যতে। সর্ব্বতুল্যং গুণৈরেব পথ্যাপথ্যং তদেব হি ॥ ৮ ॥

কদল্যাদি ঘৃতম্।

কদলীকন্দনির্য্যাসে তৎপ্রসূনতুলাং পচেৎ। চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ চন্দনং সরলং মাংসী কদলীমূলকং তথা। এলা লবঙ্গ ত্রিফলা কপিত্থফলমেব চ ॥ ঔদকানি চ কন্দানি ন্যগ্রোধাদিগণস্তথা। কল্কেনানেন সংসিদ্ধং সোমরোগনিবারণম্ ॥ মূত্ররোগানশেষাংশ্চ প্রভূতান্ শুক্রপিচ্ছিলান্। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব

জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ চারিসের দুগ্ধের সহিত পাক করিতে থাকিবে, পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে বহুমূত্র, পিপাসা, জ্বালা, অরুচি, মূত্রাঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

স্বল্পধাত্রী ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। আমলকীর রস ৪ সের অভাব পক্ষে শুষ্ক আমলকী ২ সের, জল ষোলসের, শেষ ৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের, শতমূলের রস ৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ ৪ সের এবং দুগ্ধ ৪ সের; এই দ্রব্যগুলি ঘৃতে ক্রমশঃ দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহার গুণ বৃহৎ ধাত্রীঘৃতের তুল্য ॥ ৮ ॥

কদল্যাদি ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—রক্তচন্দন সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, ছোট এলাচি, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কদবেল, পদ্মমূল, কেশুর মূল, নীলোৎপল, পানিফলমূল (শিঙ্গাড়ার মূল), যজ্ঞডুমুর, বট, অসথ, পিয়াল, প্লব (পাকুড়), অম্লবেতস, আম, জাম, বনজাম, কোল (বদরী), মধূক (মোয়াগাছ), তিন্দুক (গাব), অর্জ্জুন, তিলক, কটুক (কট্‌কী), নীপ (কদম্ব), গন্ধভাণ্ড (স্বনামখ্যাত), কিংশুক (পলাশ) এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ক্বাথার্থ—কদলীপুষ্প (মোচা), ও শতমূল সাড়ে বারসের গ্রহণ পূর্ব্বক কদলী কন্দের রস ৬৪ সেরের সহিত সিদ্ধ করিয়া গোলনের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। সেই ক্বাথ ঘৃতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক

মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশঃ ॥ বহুমূত্রং বিশেষেণ মূত্রকৃচ্ছ্রং তথাশ্মরীম্। পীতং ঘৃতং নিহন্ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরাণ ॥ কদল্যাদিঘৃতং নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্। সিদ্ধফলম্ ॥ ৯ ॥

ন্যগ্রোধাধিগণ।

ন্যগ্রোধোডুম্বুরাশ্বত্থ-পিয়াল-প্লব-বেতসম্। আম্র জম্বুদ্বয়ং কোলং মধূকং তিন্দুকোঽর্জ্জুনঃ ॥ তিলকঃ কটুকোনীপো গর্দ্দভাণ্ডোঽথ কিংশুকঃ ॥ সুশ্রুতে পাঠান্তরো দৃশ্যতে,—ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষ-মধূক-কপীতন-ককুভাম্র-কোষাম্র-চোরকপত্র-জম্বুদ্বয়--পিয়াল--মধূক-রোহিণী-বঞ্জুল-কদম্ব-বদরী-তিন্দুকী-সল্লকী-রোধ্র-সাবররোধ্র-ভল্লাতক-পলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি। সুশ্রুত-সূ, ৩৮ অধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বহুমূত্ররোগ চিকিৎসা।

করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা আটআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ন্যগ্রোধাদিগণ।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পিয়াল, প্লব (পাকুড়), বেতস, আম্র, জম্বুদ্বয় (জাম ও বনজাম), কোল (বদরী), মধূক, (মৌয়াগাছ), তিন্দুক অর্জুন, তিলক, কটুক, নীপ (কদম্ব), গর্দ্দভাণ্ড ও কিংশুক (পলাশ) ॥ ১০ ॥

বহুমূত্র চিকিৎসা সমাপ্ত।

মেদোরোগ-চিকিৎসা।

শ্রমচিন্তাব্যবায়াধ্বক্ষৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ। হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যবশ্যামাকভোজনৈঃ ॥ অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ। স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতিপ্রবর্দ্ধয়েৎ ॥ ১ ॥ প্রাতর্ম্মধুযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্। উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ ॥ ২ ॥ সচব্যজীরকব্যোষহিঙ্গুসৌবর্চ্চলাননাঃ। মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না

স্থৌল্যরোগ চিকিৎসা।

পরিশ্রম, চিন্তন, ব্যবায় (স্ত্রীসংসর্গ), পদব্রজে ভ্রমণ, মধুপান, রাত্রি-জাগরণ, যব ও শ্যামাকের অন্ন ভোজন ; এই সকল দ্বারা শারীরিক স্থূলতার হ্রাস হয়। অতএব যিনি কৃশ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি জাগরণ, মৈথুন, ব্যায়াম ও চিন্তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেন ॥ ১ ॥

মধু মিশ্রিত জল প্রাতঃকালে সেবন করিলে কিম্বা উষ্ণ অন্নমণ্ড পান করিলে স্থূলতার হ্রাস হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

চই, জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ (সচল লবণ) ও রক্তচিতার মূল ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিলে যে পরিমাণ হইবে, তত পরিমাণ যব চূর্ণ উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে, উহা উপযুক্ত পরিমাণে দধির সরের সহিত সেবন করিলে স্থৌল্য রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বহ্নিদীপনাঃ ॥ ৩ ॥ বিড়ঙ্গ নাগর ক্ষার কাললৌহরজোমধু। যবামলক-চূর্ণঞ্চ প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ ॥ ৪ ॥

ব্যোষাদ্যশক্তুপ্রয়োগঃ।

ব্যোষবিড়ঙ্গশিগ্রূণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্। বৃহত্যৌ দ্বে হরিদ্রে দ্বে পাঠামতিবিষাং স্থিরাম্॥ হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানী ধান্যচিত্রকম্। সৌবর্চ্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥ চূর্ণতৈলঘৃতক্ষৌদ্রভাগাঃ স্যুর্ম্মানতঃ সমাঃ। শক্তুনাং ষোড়শগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ॥ প্রয়োগাদস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ। প্রমেহা মূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ॥ প্লীহ পাণ্ড্বাময়ঃ শোথো মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকাঃ। হৃদ্রোগো রাজযক্ষ্মা চ কাসশ্বাসো গলগ্রহঃ॥ ক্রিময়ো গ্রহণীদোষাঃ শৈত্যং স্থৌল্যমতীব চ। নরাণাং দীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিশ্চ বর্দ্ধতে॥ ৫ ॥

পেয়াপ্রয়োগঃ।

বদরীপত্রকল্কেন পেয়া কাঞ্জিকসাধিতা। স্থৌল্যনুৎস্যাৎ সাগ্নিমন্থরসং বাপি শিলাজতু॥ ৬ ॥

অমৃতাদ্যোগুগ্গুলুঃ।

অমৃতাত্রুটি বেল্লবৎসকংকলিঙ্গপথ্যামলকানি গুগ্গুলুম্। ক্রমবৃদ্ধমিদং মধুপ্লুতং পিড়কাস্থৌল্যভগন্দরং জয়েৎ॥ ৭ ॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, আমলকী ও যবচূর্ণ; ইহারা প্রত্যেকে একতোলা, লৌহভস্ম পাঁচ-তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত সেবন করিলে স্থূলতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪ ॥

ব্যোষাদ্যশক্তু প্রয়োগ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, শজিনা বীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনদ (আকান্দী লতা), আতুষ, শালপর্ণী, হিঙ্গু, কেতকীমুল, যমানী, ধনিয়া, রক্তচিতার মূল, সৌবর্চ্চল (সচল লবণ), কৃষ্ণজীরা ও হবুষা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং ঘৃত, তিলতৈল ও মধু এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান, যবের ছাতু উক্ত চূর্ণ দ্রব্যের ষোল গুণ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে, পরন্তু উহাতে যথাপ্রয়োজন জল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে। ইহা স্থৌল্য নাশক আহার॥ ৫ ॥

পেয়া প্রয়োগ।

বদরীপত্র (কুলের কোমল পাতা) ৮ তোলা লইয়া পেষণ করিয়া উপযুক্ত কাঁজির সহিত পেয়া করিয়া সেবন করিলে স্থৌল্যরোগ নিবারিত হয়।

শিলাজতু যথাবিধানানুসারে শোধন পূর্ব্বক গণিয়ারির রসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মেদোরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৬ ॥

অমৃতাদ্য গুগ্গুলু।

অমৃতা (গুড়ূচী) একতোলা, ছোট এলাচি দুইতোলা, বিড়ঙ্গ ৩ তোলা, কুড়চির ছাল ৪ তোলা, ইন্দ্রযব ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা, আমলকী ৭ তোলা ও গুগ্গুলু ৮ তোলা;

নবকগুগ্গুলুঃ।

ব্যোষাগ্নিত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গৈর্গুগ্গুলুং সমম্। খাদন্ সর্ব্বান্ জয়েদ্ ব্যাধিন্ মেদঃ শ্লেষ্মামবাতজান্॥ ৮॥

লৌহরসায়নম্॥

গুগ্গুলু স্তালমূলী চ ত্রিফলা খদিরং বৃষম্। তিবৃতালম্বুষা চৈব নির্গুণ্ডী চিত্রকং স্নুহী॥ এষাং দশপলান্ভাগান্ তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ। পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ॥ পলদ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণলৌহস্য চূর্ণিতম্। পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাষ্টপলানি চ॥ পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারিতে। প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতু পলদ্বয়ম্॥ এলাত্বচোঃ পলার্দ্ধঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলদ্বয়ম্। মরিচঞ্চাঞ্জনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলান্বিতম্॥ পলদ্বয়স্তু কাশীশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং বুধৈঃ। চূর্ণং দত্ত্বাথ মথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥ ততঃ সংশুদ্ধদেহস্তু ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকম্। অনুপানং পিবেৎক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসস্তথা॥ বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠমেহজ্বরাপহম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুং সভগন্দরম্। মূর্চ্ছা মোহ বিষোন্মাদং গরাণি বিবিধানি চ। স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং মেদুরে পরমৌষধম্॥ কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেণ কুক্ষিং পাতালসন্নিভম্। বল্যং রসায়নং মেধ্যং

এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর উহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে স্থূলতা ও ভগন্দর রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৭॥

নবকগুগ্গুলু।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, চিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা এবং শোধিত গুগ্গুলু নয় তোলা লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে কিছু দিন সেবন করিলে মেদ, শ্লেষ্মা ও আমবাত জনিত সমস্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৮॥

লৌহ রসায়ন।

তালমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খদির ছাল, বাসক ছাল তেউড়ীর মূল, শটী, অলম্বুষা (মুণ্ডিরী), নিশিন্দা চিতার মূল ও সিজের মূল, ইহাদের প্রত্যেকে ১০ পল (৮০ তোলা) পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া ৮০ অশীতি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে; গুগ্গুলু ৮০ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একখানি বস্ত্র খণ্ডে শ্লথ পুটুলী বাঁধিয়া উহাতে দিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ ২০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর এক খানি তাম্র পাত্রে পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও লৌহভস্ম দেড় সের স্থাপন করিবে, পরে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথের সহিত চিনি একসের মিশ্রিত করিয়া উক্ত পাত্রে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে শিলাজতু ষোল-তোলা, ছোট এলাচি চূর্ণ ২ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ৪ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ তোলা, মরিচ চূর্ণ ১৬ তোলা, রসাঞ্জন ১৬ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ১৬ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ১৬ তোলা এবং হীরাকস চূর্ণ ১৬ তোলা উহাতে দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু একসের উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। কেহ কেহ বলেন মধু এইরূপে মিশ্রিত না করিয়া ঔষধ মধুর সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য, কারণ মধু সহ

বাজিকরণমুত্তমম্ ॥ শ্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্। নাশ্নীয়াৎ কদলী কন্দং কাঞ্জিকং করমর্দ্দকম্ ॥ করীরং কারবেল্লঞ্চ ষট্ককারাদি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৯ ॥

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলাতিবিষা মূর্ব্বা ত্রিবৃচ্চিত্রকবাসকৈঃ। নিম্বারগ্বধ ষড়্গ্রন্থা সপ্তপর্ণনিশাদ্বয়ৈঃ ॥ গুড়ূচীন্দ্রসুরী কৃষ্ণা কুষ্ঠ সর্ষপ নাগরৈঃ। তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং সুরসাদিরসাপ্লুতম্ ॥ পানাভ্যঞ্জনগণ্ডূষ নস্যবস্তিষু যোজিতম্। স্থূলতালস্যকণ্ড্বাদীন্ জয়েৎকফকৃতান্ গদান্ ॥ ১০ ॥

সুরসাদিগণঃ।

সুরসা-শ্বেতসুরসা-ফণিজ্ঝকার্জ্জক-ভূস্তৃণ-সুগন্ধক-সুমুখ-কালমাল-কাসমর্দ্দ-খবক-খরপুষ্পা--বিড়ঙ্গ-কট্ফল--সুরসী-নির্গুণ্ডী--কুলাহলোন্দুরপর্ণিকা-ফঞ্জী-প্রাচীবল-কাকমাচ্যো বিষমুষ্টিকশ্চেতি। সুরসাদিগণোহ্যেষ কফহৃৎ ক্রিমিসূদনঃ। প্রতিশ্যায়ারুচি-শ্বাস-কাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ ॥ (সুরসঃ সুরভি-মন্দিকা, সুরসে দ্বে শ্বেতকৃষ্ণকুসুমে তুল-

মিশ্রিত ঔষধ অধিক দিন থাকিলে দুর্গন্ধ হওয়ায় ঔষধ বিস্বাদ হইয়া থাকে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিয়া দুগ্ধ বা জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের ক্বাথ পান করিবে। ইহা মেদো রোগ, বাত-শ্লেষ্ম, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, শোথ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা ও উন্মাদ রোগ নিবারিত হয়। স্থৌল্য নাশক ঔষধের মধ্যে এইটীই উৎকৃষ্ট ও মহা ফলপ্রদ। প্রস্তাবিত ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কদলী, কন্দ, কাঁজি, করমর্দ্দ, করীর (বংশাঙ্কুর), করেল্লা ভক্ষণ নিষিদ্ধ ॥ ৯ ॥

ত্রিফলাদ্যতৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত এক ছটাক কাচা হলুদ ক্রমশঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে, তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করিয়া জলসহযোগে তৈলে দিবে, তৎপরে লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল ও বালাপাতা, প্রত্যেকে এক ছটাক লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ;—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আতুষ, মূর্ব্বা (সূচীমুখী) তেউড়ীর মূল, চিতারমূল, বাসক, নিমছাল, সোনাছাল, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রসুরা (মামালাচ্),পিপুল, কুড়, সর্ষপ, শুঁঠ, এইদ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং সুশ্রুতোক্ত সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ ষোলসের গ্রহণ করিয়া তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈলে পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পানীয় ও মালিশাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা স্থূলতা, কণ্ডূ ও আলস্য প্রভৃতি কফজনিত রোগ নাশক ॥ ১০ ॥

সুরসাদিগণ।

তুলসী, শ্বেততুলসী, ফণিজ্ঝক (তুলসী বিশেষ), অর্জক (তুলসী বিশেষ), ভূস্তৃণ (গন্ধতৃণ) সুগন্ধক (দ্রোণপুষ্প), সুমুখ (রাজিকা), কালমাল (কৃষ্ণপুষ্প তুলসী) খবক, কাসমর্দ্দ,

সীতি প্রসিদ্ধে। ফণিজ্ঝকঃ তীক্ষ্ণপর্ণাসঃ। অর্জ্জকঃ শ্বেতপর্ণাসঃ। ভূস্তৃণং গন্ধতৃণং। সুগন্ধকঃ দ্রোণপুষ্পঃ। সুমুখং রাজিকা। কালমালঃ কৃষ্ণমল্লিকা, কৃষ্ণপুষ্পপর্ণাসঃ। খবকঃ ক্ষবশুকং ফণিজ্ঝকাকারঃ। খরপুষ্পপত্রং খবকস্য ভেদঃ, মরুবক ইত্যন্যে। সুরসী কপিত্থ সদৃশপত্রা। নির্গুণ্ডী নীলসিন্ধুবারঃ। কুলাহলঃ মুণ্ডিতিকা। উন্দুরপর্ণী মূষিকপর্ণী, দন্তীত্যন্যে। ভঙ্গী ভার্গী। প্রাচীবলঃ মৎস্যাক্ষকঃ, নদীপিপ্পলীকেত্যন্যে, কাকজঙ্ঘেত্যপরে। কাকমাচী মুষ্টফলা স্বনামপ্রসিদ্ধা। বিষমুষ্টিকঃ বৃহদলম্বুষা, পর্ব্বতনিম্ব ইত্যন্যে ॥ ১১ ॥

শিরীষনামজ্জক হেমলোধ্রৈ স্ত্বগ্দোষ সংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ ॥ ১২ ॥ পত্রাম্বুলোহাভয় চন্দনানি শরীর দৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ ॥ ১৩ ॥ বাসাদলরসোলেপাৎ শঙ্খচূর্ণেন সংযুতঃ। বিল্বপত্ররসো বাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ ॥ ১৪ ॥ হরীতকী লোধ্রমরিষ্টপত্রং চূতত্বচো দাড়িমবল্কলঞ্চ। এষোঽঙ্গরাগঃ কথিতোঽঙ্গনানাং জঙ্ঘা কষায়শ্চ নরাধিপানাম্ ॥ ১৫ ॥ গোমূত্রপিষ্টং বিনিহন্তি কুষ্ঠং বর্ণোজ্জ্বলং গোপয়সা চ যুক্তম্। রূক্ষাদিদৌর্গন্ধ্যহরং পয়োভিঃ শস্তং বশীকৃদ্রজনীদ্বয়েন ॥ ১৬ ॥ চিঞ্চাপত্রস্বরসম্রক্ষিতকক্ষাদিযোজিতং জয়তি। দগ্ধহরিদ্রোদ্বর্ত্তনমচি রাদ্দেহস্য দৌর্গন্ধ্যম্ ॥ ১৭ ॥ দলজললঘুমলয়া-

খরপুষ্পা, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, সুরসী, নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা), কুলাইল (মুণ্ডিরী), উন্দুরপর্ণী (ইন্দুকাণিপানা), ভঙ্গী (বামনহাটী), প্রাচীবল, কাকমাচী ও বিষমুষ্টি (মহানিম), ইহারা কফ, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস, কাস, ক্রিমি ও ব্রণ নাশক ॥ ১১ ॥

শিরীষ, নামজ্জক (বেণার মূল), নাগকেশর পত্র ও লোধকাষ্ঠ; ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে চর্ম্মের দোষ ও অতি ঘর্ম্ম নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

তেজপত্র, বালা, অগুরু, হরীতকী ও রক্তচন্দন, ইহাদিগকে সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শারীরিক দুর্গন্ধ বিদূরিত হয় ॥ ১৩ ॥

বাসক পত্রের রসের সহিত শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিম্বা বিল্বপত্রের রসের সহিত শঙ্খচূর্ণ শরীরে লেপন করিতে দিবে। ইহা দুর্গন্ধহারক ॥ ১৪ ॥

হরীতকী, লোধ, নিমপাতা, আমের ছাল ও দাড়িমছাল সমভাগে একত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গনাদিগের গাত্রে লেপন করিতে দিবে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও বর্ণ প্রসাদক ॥ ১৫ ॥

হরিতাল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লাগাইলে কুষ্ঠ বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং হরিতাল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লাগাইলে বর্ণ উজ্জ্বল ও কক্ষাদিস্থানের দুর্গন্ধ অপনীত হয়।

হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার রসের সহিত হরিতাল মিশ্রিত করিয়া উহাদ্বারা তিলক (ফোটা) পরিধান করিলে স্ত্রীলোক বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

চিঞ্চাপত্রের রস (তেঁতুলপত্রের রস) কক্ষদেশে লেপন করিলে এবং দগ্ধ হরিদ্রা তেঁতুলপত্রের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

ভয়বিলেপো হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্ ॥ ১৮ ॥ বিমলারনাল-সহিতং পীতমিবালম্বুষাচূর্ণম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাংমেদোরোগচিকিৎসা।

তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণারমূল ; ইহাদিগকে সমভাগে জলের সহিত একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিতে দিবে। ইহা দুর্গন্ধহারক ॥ ১৮ ॥

মুণ্ডিরীচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে কাঁজির সহিত সেবন করিলে গাত্রস্থ দুর্গন্ধ অপনীত হয়। (ভূকদম্বের পুষ্পকে মুণ্ডিরী কহে ॥ ১৯ ॥)

মেদোরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

উদররোগ-চিকিৎসা।

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসঙ্ঘাতজং যতঃ। অতো বাতাদিশমনী ক্রিয়া সর্ব্বত্র শস্যতে। উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দোযতোঽনলঃ। তস্মাদ্ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘূনি চ ॥ রক্তশালীন্ যবান্ মুদ্গান্ জাঙ্গলান্মৃগপক্ষিণঃ। পয়ো মূত্রাসবারিষ্টমধুসীধু চ শীলয়েৎ ॥ (আসবারিষ্টৌ সন্ধানবিশেষৌ)॥১॥ দোযাতিমাত্রোপচায়াৎ স্রোতো মার্গবিরোধয়েৎ ॥ ২ ॥ পায়য়েত্তৈলমেরণ্ডং সমূত্রং সপয়োঽপি বা। বাতোদরং বলবতঃ স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ ॥ স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎস্নিগ্ধং বিরেচনম্। হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসো-দরম্ ॥ যথাস্যানবকাশত্বাৎ বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎপুনঃ ॥ ৩ ॥ বিরিক্তে চ

উদররোগ-চিকিৎসা।

সমস্ত উদররোগই দোষসঙ্ঘাত দ্বারা উৎপন্ন হয়, সুতরাং বায়ু প্রভৃতি প্রশমক ক্রিয়া সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। বিশেষতঃ প্রস্তাবিতরোগে রোগীর কুক্ষিদেশ দোষপূর্ণ থাকায় অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়, তন্নিবন্ধন অগ্নিদীপক লঘু দ্রব্য রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে। সুতরাং রক্তশালী, যব, মুগ এবং মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের কাথ, গোমূত্র, আসব, অরিষ্ট ও মধু দ্বারা প্রস্তুত সীধু উদররোগীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ১ ॥

অতিমাত্র দোষে উপচয় হেতু স্রোত সকল রুদ্ধ হয়, এই কারণে উদররোগ জন্মে। সুতরাং উদররোগীকে প্রতিদিনই বিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া উচিত ॥ ২ ॥

বলবান্ বাতোদরীকে প্রথমতঃ পঞ্চ কর্ম্মোক্ত স্নেহপানের বিধানানুসারে স্নেহপান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে উহার উদরে সেক প্রদান পূর্ব্বক স্নিগ্ধ বিরেচক পদার্থ সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত কারণ সকল নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। বিরেচনার্থ (দাস্তকরণার্থ) গোমূত্র বা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল (রেড়ির তৈল) রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপে দোষ নিঃসারিত হওয়ায় পেটের স্ফীততার লাঘব হইলে বস্ত্রদ্বারা উদর এরূপ দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিবে, যেন উদর পুনঃ স্ফীত হইতে না পারে। বস্ত্র বেষ্টন দ্বারা উদর চাপিত থাকায় বায়ু অবকাশ না পাইয়া পুনঃ স্ফীততা জন্মাইতে পারে না ॥ ৩ ॥

যথাদোষহরৈঃ পেয়া শৃতা হিতা ॥ ৪ ॥ বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলী-লবণান্বিতম্ ॥ শর্করা-মরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ। যমানীসৈন্ধবাজাজীব্যোমযুক্তং কফোদরী ॥ ত্র্যূষণক্ষারলবণৈর্যুক্তং ত্রৈদোষকোদরী। গৌরবারোচকার্ত্তানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৫ ॥ বাতোদরে পয়োঽভ্যাসো নিরূহো দশমূলিকঃ ॥ ৬ ॥

সামুদ্রাদ্যচূর্ণম্ ॥

সামুদ্রসৌবর্চ্চলসৈন্ধবানি ক্ষারং যমানীমজমোদকঞ্চ। সপিপ্পলী-চিত্রকশৃঙ্গবেরং হিঙ্গুং বিড়ঞ্চেতি সমানি কুর্য্যাৎ ॥ এতানি চূর্ণানি ঘৃতপ্লুতানি ভুঞ্জীতপূর্ব্বং কবলং প্রশস্তম্। বাতোদরং গুল্মমজীর্ণ-ভক্তং বাতাস্রকোপং গ্রহণীং প্রদুষ্টাম্ ॥ অর্শাংসি দুষ্টানি চ পাণ্ডু-রোগং ভগন্দরঞ্চাপি নিহন্তি সদ্যঃ ॥ ৭ ॥ স্নুক্পয়সা ভাবিততণ্ডুল-চূর্ণৈ র্ব্বিনির্ম্মিতঃ পূপঃ। উদরমুদারং হিংস্যাৎ ঘোরোঽয়ং সপ্ত-রাত্রেণ ॥ ৮ ॥ সক্ষীরং মাহিষং মূত্রং নিরাহারঃ পিবেন্নরঃ। শাম্য-ত্যনেন জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৯ ॥ অর্কক্ষীরপলে দ্বে চ স্নুহী-

রোগীর দাস্ত হইলে যথাদোষ নাশক ঔষধের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া আহারার্থ প্রদান করিবে ॥ ৪ ॥

বাতোদরী পিপুল ও সৈন্ধলবণ মিশ্রিত তক্র পান করিবে। ইহাতে বায়ুজনিত উদররোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত উদরী চিনিও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত তক্র পান করিবে। ইহাতে রোগীর উপকার দর্শিয়া থাকে।

কফজনিত উদররোগে রোগী যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ মিশ্রিত তক্র সেবন করিবে।

সন্নিপাত জনিত উদরে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত তক্র রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শরীরের ভার ও অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বায়ুজ উদর রোগে নিয়ত দুগ্ধ সেবন এবং দশমূলের ক্বাথ দ্বারা মলদ্বারে পিচকারি প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ।

সামুদ্র লবণ (করকচ লবণ), সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধবলবণ যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল চিতার মূল, শুঁঠ, হিঙ্গু, বিট্‌লবণ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ দুই আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত আপ্লুত করিয়া আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত উদর, গুল্ম, অজীর্ণ, বাতরক্ত, গ্রহণী, অর্শ, পাণ্ডু, ভগন্দর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

সিজের দুগ্ধে চাউল ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উহা চূর্ণ করিয়া তদ্দারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সাত দিবসের মধ্যে উদররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

মহিষের দুগ্ধ ও মূত্র ভক্ষণ করিয়া সাত দিন যাপন করিলে নিশ্চয়ই উদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ক্ষীরপলানি ষট্। পথ্যা কম্পিল্লকং শ্যামা সম্পাকং গিরিমল্লিকা॥ নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকং তথা। এতেষাং পলিকৈ-র্ভাগৈ র্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ অথাস্য মলিনে কোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ। জাবতোঽস্য পিবেদ্বিন্দু তাবদ্বারাম্বিরিচ্যতে॥ কুষ্ঠ গুল্ম-মুদাবর্ত্তং শ্বয়থুং সভগন্দরম্। শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ এতদ্বিন্দুঘৃতং নাম যেনাভ্যক্তো বিরিচ্যতো॥ ১০

মহাবিন্দু ঘৃতম্।

সুহীক্ষীরপলে কল্কে প্রস্থার্দ্ধঞ্চৈব সর্পিষঃ। কম্পিল্লকং পলঞ্চৈকং পলার্দ্ধং সৈন্ধবস্য চ॥ ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকঃ কুড়বং ধাত্রিকারসাৎ। তোয়প্রস্থেন বিপচেৎ শনৈ র্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥ কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং জঠরে প্লীহগুল্ময়োঃ। তথা কচ্ছপরোগেষু যুঞ্জীতমতিমান্ ভিষক্॥ এতদ্গুল্মান্ সনিচয়ান্ সশূলান্ সপরিগ্রহান্। নিহন্ত্যেষ প্রয়োগো হি বায়ুর্জলধরাণিব॥ পঞ্চগুল্মবধার্থায় বজ্রমুক্তং স্বয়ম্ভু বা। মহাবিন্দু-ঘৃতং নাম সিদ্ধং সিদ্ধৈশ্চ পূজিতম্॥ ১১॥

নারাচঘৃতম্।

স্নুক্ক্ষীরদন্তী ত্রিফলা বিড়ঙ্গং সিংহী ত্রিবৃচ্চিত্রককল্কযুক্তম্। ঘৃতং বিপক্বং কুড়বপ্রমাণং তোয়েন তস্যাক্ষমথার্দ্ধমক্ষম্॥ পীত্বোষ্ণমম্ভো-

বিন্দুঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক আকন্দের ক্ষীর (আটা) ২ পল (১৬ তোলা) সিজের ক্ষীর ৬ পল (৪৮ তোলা) হরীতকী কমলাগুড়ি, শ্যামলতা, সোনালু ফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল শঙ্খিনী (চোরকাচকী) ও চিতার মূল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত যত বিন্দু পান করিবে, ততবার দাস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা দ্বারা দাস্ত হইয়া উদর, গুল্ম ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

মহাবিন্দু ঘৃত।

ঘৃত ২ সের। কল্ক—সিজের ক্ষীর ১৬ তোলা, কমলাগুড়ি ৮ তোলা সৈন্ধবলবণ ৪ তোলা, তেউড়ীর মূল ৮ তোলা, আমলকীর রস অর্দ্ধসের; এই দ্রব্যগুলি ঘৃতে দিবে এবং উহাতে জল চারিসের দিয়া পাক করিতে থাকিবেক, এইরূপে যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে উদর, প্লীহা ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১১॥

নারাচঘৃত।

ঘৃত ১ সের। কল্ক—সীজের ক্ষীর, দন্তীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, কণ্ট-কারী, তেউড়ী ও চিতার মূল প্রত্যেকে একতোলা বার আনা দুই রতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে দিবে,

হন্নুপিবেদ্বিরিক্তঃ পেয়াং সুখোষ্ণাং প্রপিবেদ্বিধিজ্ঞঃ। নারাচমেতজ্জঠরাময়ানাং যুক্তোপযুক্তং শমনং প্রদিষ্টম্ ॥ ১২ ॥

বৃহন্নারাচকং ঘৃতম্।

লোধ্রচিত্রকচব্যানি বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ত্রিবৃৎ। শঙ্খিণ্যতিবিষা ব্যোষমজমোদা নিশাদ্বয়ম্ ॥ দন্তী চ কার্ষিকং সর্ব্বং গোমূত্রস্য পলাষ্টকম্। চতুঃপলং স্নুহীক্ষীরং রাজবৃক্ষফলং তথা ॥ এতৈশ্চতুর্গুণে তোয়ে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। উদরঞ্চামবাতঞ্চ প্লীহগুল্মভগন্দরাণ্ ॥ নিহন্ত্যচিরযোগেন গৃধ্রসীং স্তম্ভমূরুজম্। বৃহন্নারাচকং নাম ঘৃতমেতদ্যথামৃতম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা।

ত্রিকটুকপারদপথ্যা সমভাগং কনকফলদ্বিগুণম্। মাষকমানা বটিকা কার্য্যা স্বরসেনাম্ললোলিকায়াঃ ॥ প্রবলোদরগুল্মজ্বরপাণ্ড্বাময়নাশিনী প্রোক্তা। তিমিরাণি পটলবিদ্রধি প্রবলোদাবর্ত্তশূলহরী ॥ ক্রিমিকোঠকুষ্ঠকণ্ডুপীড়কাশ্চ নিহন্তি রোগচয়ম্। সিদ্ধগুড়ী প্রথিতা ভুবনে শ্রীবৈদ্যনাথপাদাজ্ঞা ॥ ১৪ ॥

ইচ্ছাভেদীরসঃ।

শুণ্ঠীমরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্গণম্। জৈপালাস্ত্রিগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্ব-

এবং উহাতে চারিসের জল দিয়া পাক করিবে, এইরূপে যথা বিধানে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। ইহাতে উদর রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বৃহৎ নারাচঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—লোধ, চিতার মূল, চই, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ীর মূল, শঙ্খিনী (চোর কাচকী), আতুষ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দন্তীমূল প্রত্যেকে দুইতোলা, গোমূত্র একসের, সীজের ক্ষীর ৩২ তোলা, সোনালুফলের মজ্জা ৩২ তোলা ; এই দ্রব্যগুলি ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে উদর, আমবাত, গুল্ম, প্লীহা, ভগন্দর ও গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশ বটী।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, রসসিন্দূর ও হরীতকী সমভাগে গ্রহণ করিবে, শোধিত জয়পাল বীজ সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ ; এই দ্রব্যগুলি আমরুলের রসের সহিত পেষণ করিয়া অর্দ্ধরতি বা একরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধে দাস্ত পরিস্কৃত হইয়া জলোদর, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, বিদ্রধি, উদাবর্ত্ত, শূল, ক্রিমি ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনে অধিক বার দাস্ত হইলে শীতল জলে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া দধির সহিত অন্ন সেবন করিলে দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ইচ্ছাভেদী রস।

শুঁঠ, মরিচ, শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক ও সোহাগার খই প্রত্যেকে একতোলা, জয়পাল-

মেকত্র পেষয়েৎ ॥ ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ সিতয়া সহ পায়য়েৎ। যাবচ্চ চুল্লকং পীত্বা তাবদ্বেগা বিরেচয়েৎ ॥ তক্রৌদনঞ্চ দাতব্য-মিচ্ছাভেদী যথেচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥

ইচ্ছাভেদীরসঃ।

শুদ্ধসূতস্য মাষৈকং গন্ধকাম্মাষকত্রয়ম্। বিভীতকস্য মাষৈকং ধাত্র্যা-শ্চৈব তু মাষকম্। মাষদ্বয়ঞ্চ পিপ্পল্যাঃ শুণ্ঠীনাং মাষকত্রয়ম্ ॥ জৈপালবীজমজ্জায়া গুড়কং বিংশতিং তথা ॥ অম্ললোলীরসৈঃ পিষ্ট্বা বটিকাং কারয়েদ্বুধঃ। কলায়পরিমাণাস্তু ভক্ষয়েদ্রেচনার্থকম্ ॥ অম্ললোলীরসৈঃ সার্দ্ধং তোয়মুষ্ণং পিবেদনু। তাবদ্বিরিচ্যতে বেগাদ্-যাবৎ শীতং ন সেবতে ॥ ১৬ ॥

অভয়াবটী ॥

অভয়া মরিচং কৃষ্ণা টঙ্গণঞ্চ সমাংশিকম্। সর্ব্বচূর্ণসমং ভাগং দদ্যাৎ কানকজং ফলম্ ॥ স্নুহীক্ষীরেণ সংকুর্য্যাদ্বটীং স্বিন্নকলায়বৎ। বটী-দ্বয়ং শিবামেকাং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা ॥ উষ্ণাদ্বিরেচয়েদেষা শীতে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ। জীর্ণজ্বরং প্লীহরোগং হন্ত্যষ্টাবুদরাণি চ ॥ বাতো-দরে প্রশস্তোঽয়ং সর্ব্বাজীর্ণং ব্যপোহতি। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ তথৈব কুম্ভকামলাম্ ॥ ১৭ ॥

বীজ ৩ তোলা ; প্রথমতঃ পারদ ও গন্ধক উভয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, তদনন্তর সমস্ত দ্রব্য একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চিনি মিশ্রিত জলের সহিত সেবন করিবে, যত গণ্ডূষ চিনির জল পান করিবে, তত বার দাস্ত হইয়া থাকে। আশানুরূপ দাস্ত হইলে তক্রের সহিত অন্ন সেবন করিবে ॥ ১৫ ॥

ইচ্ছাভেদী রস।

শোধিত পারদ দুই আনা ও শোধিত গন্ধক ছয় আনা এই উভয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, বহেড়া চূর্ণ দুই আনা, আমলকী চূর্ণ দুই আনা, পিপুল চূর্ণ চারি আনা, শুঁঠ চূর্ণ ছয় আনা, জয়পালবীজ চূর্ণ ২০ মাষা (৪০ আনা); এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে লইয়া আমরুলীর রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক কলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আমরুলী-শাকের রসের সহিত সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে, যতক্ষণ শীতল জল পান না করিবে, ততক্ষণ দাস্ত হইবে। সুতরাং শীতল জল পান বা শৈত্যক্রিয়া করিলে দাস্ত বন্ধ হইবে ॥ ১৬ ॥

অভয়াবটী।

হরীতকী, মরিচ, পিপুল, সোহাগার খই প্রত্যেকে সমান, সমস্ত দ্রব্যের সমান জয়পাল-বীজ ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক সীজের ক্ষীরে পেষণ পূর্ব্বক কলায় পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। একটী হরীতকী তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া তৎসহ দুইটী বটী সেবন করিবে। যতক্ষণ শৈত্যক্রিয়া না করা যায়, ততক্ষণ দাস্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

নারাচোরসঃ।

সূতং টঙ্গণতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্। গন্ধকং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিচূর্ণয়েৎ॥ সর্ব্বতুল্যং ক্ষিপেদ্দন্তীবীজং নিস্তুষমেব চ। দ্বিগুঞ্জো রেচনে সিদ্ধো নারাচোঽয়ং মহারসঃ॥ গুল্মপ্লীহোদরং হন্তি পিবেত্তমুষ্ণবারিণা॥ ১৮॥

ইচ্ছাভেদীরসঃ।

সূতং গন্ধঞ্চ মরিচং টঙ্গণং নাগরাভয়া। জৈপালবীজসংযুক্তং ক্রমোত্তরগুণং ভবেৎ॥ সর্ব্বতুল্যোগুড়ো দেয়ং ইচ্ছাভেদীত্বয়ং রসঃ। দ্বিত্রিগুঞ্জা পরিমিতা বটী কার্য্যা বিচক্ষণৈঃ॥ ১৯॥

চূলিকাবটী।

রসো গন্ধো বিষং তালং ত্রিকটু ত্রিফলা তথা। টঙ্গণং সমভাগঞ্চ জয়পালঞ্চতুর্গুণম্॥ ভৃঙ্গরাজরসেনাথ কেশরাজরসেন বা। মধুনা বটিকা কার্য্যা পঞ্চগুঞ্জা মিতা শুভা॥ চূলিকাখ্যা বটী খ্যাতা শোথোদরবিনাশিনী। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ আমবাতং হলীমকম্॥ হন্যাদ্ভগন্দরং কুষ্ঠং প্লীহানং গুল্মমেব চ। (সর্ব্বেষাং সমভাগানাং শুদ্ধজয়পালবর্জ্জ্যং চতুর্গুণং গ্রাহ্যং)॥ ২০॥

নারাচরস।

পারদ, সোহাগার খই ও মরিচ প্রত্যেকে একতোলা, গন্ধক, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে দুই-তোলা, দন্তীবীজ ৯ তোলা। এই দ্রব্যগুলি জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিবে, ইহাতে গুল্ম, প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৮॥

ইচ্ছাভেদী রস।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, মরিচ, সোহাগার খই, শুঁঠ, হরীতকী ও জয়পাল বীজ; ইহাদের ক্রমশঃ দ্বিগুণ পরিমাণ লইবে, অর্থাৎ পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, সোহাগার খই ৪ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ ও জয়পাল বীজ ৭ ভাগ, এই নিয়মে সমস্তে যত হইবে, তত পরিমাণ ইক্ষুগুড় গ্রহণ করিবে। প্রথমতঃ পারদ ও গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিয়া অপরাপর দ্রব্যের সহিত একত্র পেষণ করিয়া গুড় মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে ইচ্ছানুরূপ দাস্ত হইয়া থাকে॥ ৯॥

চূলিকা বটী।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী), বিষ (কাষ্ঠ বিষ), হরিতাল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও সোহাগার খই; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিবে, এবং শোধিত জয়পাল বীজ সমস্ত দ্রব্যের চারিগুণ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস বা কেশরাজের (কেশুত্যার) রসের সহিত পেষণ করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে মধু দ্বারা পাঁচ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ জলের সহিত সেব্য। ইহা শোথ, উদর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, আমবাত, হলীমক, ভগন্দর, কুষ্ঠ, প্লীহা ও গুল্মরোগ নাশক॥ ২০॥

ভেদিনীবটী।

ত্রিকণ্টকস্নুক্ পয়সা পিপ্পল্যা বটিকা কৃতা। ভেদনীয়া সিদ্ধিমতা মহাগদনিসূদনী ॥ ২১ ॥

শোথোদরারিলৌহম্।

পুনর্নবা-মৃতা বহ্নি গবাক্ষী মানসীক্ষবঃ। সূর্য্যাবর্ত্তার্কমূলঞ্চ পৃথগষ্ট-পলং জলে ॥ পাদশেষে শৃতং দ্রোণে সুপূতে বস্ত্রগালিতে। লৌহ-চূর্ণাষ্টপলকং পচেদাজ্যসমং ভিষক্ ॥ অর্কস্য দ্বিপলং ক্ষীরং স্নুহী-ক্ষীরং চতুঃপলম্। পলদ্বয়ং কৌসিকস্য গন্ধকস্য পলং তথা ॥ পলার্দ্ধং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণন্তু নিক্ষিপেৎ। জয়পালং তাম্রমভ্রং শুদ্ধমত্র প্রদাপয়েৎ ॥ কুষ্ঠবহ্নিকন্দানাং সক্ষারাৎ ঘণ্টকর্ণকাৎ। পলাশস্য চ বীজানি কঞ্চুকী তালমূলীকা ॥ ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপো স্ত্রিবৃদ্দন্তী-ভবং তথা। সূর্য্যাবর্ত্তগবাক্ষশ্চ বর্ষাভূর্ব্বজ্রবল্লিকা ॥ এষাং লৌহ-সমাং মাত্রাং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। অতোঽস্য ভক্ষয়েন্মাত্রামনু-পানঞ্চ যুক্তিতঃ ॥ হন্তি সর্ব্বোদরং সিদ্ধং নাত্রকার্য্যা বিচারণা। যে চ শোথাঃ সুদুর্ব্বারা শ্চিরকালানুবন্ধিনঃ ॥ তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ শোথোদরবিনাশনম্ ॥ উদরাণি পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্। অর্শো ভগন্দরং কুষ্ঠং জ্বরং গুল্মঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ২২ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং উদররোগচিকিৎসা।

ভেদিনী বটী।

পিপুল ও গোক্ষুর সিজের রসের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তত করিয়া লইবে। ইহা ভেদক ও উদররোগ নাশক ॥ ২১ ॥

শোথোদরারি লৌহ।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, রক্তচিতার মূল, গোরক চাকুলে (গোরক চাউলা). সিজের মূল, সূর্য্যাবর্ত্তের (গুল্ট্যার) মূল প্রত্যেকে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর লৌহ-ভস্ম একসের, ঘৃত একসের, আকন্দের আটা ১৬ তোলা, সিজের আটা ৩২ তোলা, গুগ্গুলু ১৬ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, পারা ৪ তোলা (উভয়ের কজ্জলী); এই দ্রব্যগুলি উক্ত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, এই রূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে জয়পাল বীজ, তাম্রভস্ম. কুড়ুষ্ঠ, রক্তচিতার মূল, বনওল, শরপুঙ্খ, শ্বেতচিতার মূল, পলাশ বীজ, ক্ষীরাই বীজ, তালমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গের শস্য তেউড়ী, দন্তীমূল, সূর্য্যাবর্ত্ত (গুল্‌টে), গোরক্ষ চাকুলে (গোরক চাউলা), পুনর্নবা ও বজ্রবল্লিকা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে সমস্তে একসের উহাতে দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে উদর, শোথ, পাণ্ডু কামলা, হলীমক, অর্শ, ভগন্দর, কুষ্ঠ, জ্বর ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা উদর ও শোথ নাশক অব্যর্থ ঔষধ ॥ ২২ ॥

উদর রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

প্লীহরোগচিকিৎসা।

যমানিকাদিচূর্ণম্।

যমানিকা চিত্রকযাবশূকং ষড়্গ্রন্থি দন্তী মগধোদ্ভবানাম্। প্লীহানমেতদ্বিনিহন্তি চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা মস্তু সুরাসবৈর্ব্বা ॥ ১ ॥ তালপুষ্পোদ্ভবক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ ॥ ২ ॥ চিত্রস্য মূলকং পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ম্ ॥ কদলীপক্কমধ্যেন ভক্ষণাৎপ্লীহনাশনম্ ॥ ৩ ॥ গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রজন্যর্কদলং তথা ॥ ধাতকীপুষ্পচূর্ণন্বা প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্ ॥ ৪ ॥ রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খনাভীরজঃ পীতমশেষমেব। কর্ষপ্রমাণং শময়েৎসশূনং প্লীহাময়ং কূর্ম্মসমানমাশু ॥ ৫ ॥

অর্কলবণম্।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেন্নরঃ। মস্তুনা তৎপিবেৎক্ষারং প্লীহগুল্মোদরাপহম্ ॥ ৬ ॥

প্লীহরোগ চিকিৎসা।

যমানিকাদি চূর্ণ।

যমানী, রক্তচিতার মূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল ও পিপুল মূল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা দুই আনা পরিমাণে উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা বা আসবের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

তালের জটা ভস্ম করিয়া তাহা এক আনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ইক্ষুগুড়ের সহিত কিছুদিন সেবন করিলে প্লীহা বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

চিতার মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সুপক্ক কদলীফলের মধ্যে পূরিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এইরূপ তিন দিন সেবন করিলে প্লীহা অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

চিতার মূল, কাঁচাহলুদ, সুপক্ক আকন্দ পত্র বা ধাইফুল চূর্ণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

শঙ্খনাভিভস্ম উপযুক্ত পরিমাণে কিঞ্চিৎ জামীরের (গোড়ালেবুর) রসের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য প্লীহারোগও আশু নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অর্কলবণ।

আকন্দপত্র ও সৈন্ধবলবণ একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। যদিও এস্থলে আকন্দ পত্র ও সৈন্ধবলবণ কি পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে, মূলে তাহার কোন উল্লেখ নাই, তথাপিও বৃদ্ধব্যবহারানুসারে সুপক্ক আকন্দ পত্র যে পরিমাণ, সৈন্ধব লবণ তাহার চারি ভাগের এক ভাগ, এই পরিমাণানুসারে অর্কলবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ঔষধ বালকের পক্ষে তিন রতি হইতে এক আনা এবং পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দধির মাতের সহিত সেব্য। কিন্তু জ্বর থাকিলে জলের সহিত প্রয়োগ করা উচিত ॥ ৬ ॥

প্লীহোদ্দিষ্টাং ক্রিয়াং সর্ব্বাং যকৃন্নাশায় যোজয়েৎ ॥ ৭ ॥ দধ্না ভুক্তবতো বামবাহুমধ্যে শিরাং ভিষক্ ॥ বিধ্যেৎপ্লীহবিনাশায় যকৃন্নাশায় দক্ষিণে। প্লীহানং মর্দ্দয়েদ্গাঢ়ং দুষ্টরক্তং প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ৮ ॥ লশুনং পিপ্পলীমূলমভয়াঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ। পিবেদ্গোমূত্রগণ্ডূষং প্লীহরোগনিবৃত্তয়ে ॥ ৯ ॥ প্লীহজিৎ শরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ ॥ ১০ ॥ মাণমার্গামৃতাবাসা স্থিরা সৈন্ধবচিত্রকম্। নাগরং তালপুষ্পঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্ ॥ বিড়সৌবর্চ্চলক্ষারপিপ্পল্যাশ্চাপি কার্ষিকাঃ। এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্যাঢ়কে পচেৎ। সান্দ্রীভূতে গুড়ীং কুর্য্যাদ্দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্। যকৃৎপ্লীহোদরহরো গুল্মার্শো গ্রহণীহরঃ ॥ যোগঃ পরিকরোনাম্না অগ্নিসন্দীপনঃ পরঃ ॥ ১১ ॥

বৃহন্মাণকাদিগুড়িকা।

মাণমার্গাস্থিরাবহ্নিস্নুহীনাগরসৈন্ধবম্। তালরণ্ডং ক্রিমিঘ্নঞ্চ হবুষং চবিকা বচা ॥ বিড় সৌর্ব্বর্চ্চল ক্ষার পিপ্পলী শরপুঙ্খকম্। জীরকং পারিভদ্রঞ্চ প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্ ॥ সার্দ্ধাঢ়কে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্ব্বং সুচূর্ণিতম্। সান্দ্রীভূতে ক্ষিপেদেষাং চূর্ণকং কর্ষসম্মিতম্ ॥

যকৃৎ রোগের বিনাশার্থ প্লীহনাশক উপায় সকল অবলম্বন করিবে। সুতরাং যাহা প্লীহানাশক তাহাই যকৃৎ (লিভার) নাশক ॥ ৭ ॥

প্লীহা ও যকৃৎ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দধির সহিত অন্ন ভোজন করাইয়া প্লীহরোগীর বাম বাহুস্থিত শিরা এবং যকৃৎ রোগীর দক্ষিণ বাহুস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে এবং প্লীহা গাঢ়রূপে মর্দন করিলে তাহা হইতে দুষ্ট রক্ত নির্গত হয় বলিয়া উহা হিতকর উপায় ॥ ৮ ॥

রসোন, পিপুলমূল, হরীতকী সেবন এবং গোমূত্র পান করিলে প্লীহা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শরপুঙ্খ (বননীল) পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মাণকাদি গুড়িকা।

সুপক্ক মাণ, আপাঙ্গ মূলভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, শালপর্ণী (ছালানী), সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মূল, শুঁঠ, তালজটাভস্ম, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৬ তোলা, বিট্‌লবণ, সোবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, পিপুল, ইহারা প্রত্যেকে দুইতোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে তদনন্তর গোমূত্র ১৬ সের লইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে উহা গাঢ় হইয়া আসিলে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ পদার্থ গুলি দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। উহা শীতল হইলে ২৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্লীহা, যকৃৎ, উদর, গুল্ম, অর্শ ও গ্রহণী নাশক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ১১ ॥

বৃহন্মাণকাদি গুড়িকা।

সুপক্ক মাণ, আপাঙ্গমূলেরক্ষার, শালপর্ণী (ছালানী), রক্তচিতার মূল, সিংহীর মূল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, তালজটার ক্ষার, বিড়ঙ্গ, হবুষা, চই, বচ, বিটলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খ (বননীল), জীরা ও পানিধা মাঁদারের মূলের ছাল ইহারা প্রত্যেক ৪ তোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে লইয়া ২৪ সের গোমূত্রের সহিত পাক করিতে থাকিবে,

অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শটী। ত্রিবৃদ্দন্তী বিশালা চ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্॥ খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী বুদ্ধা চানুপিবেন্নরঃ। যকৃৎ-প্লীহোদরানাহগুল্মং পাণ্ডুসকামলম্॥ কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূল-মরোচকম্। শোথঞ্চ শ্লীপদং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥ ১২॥

চিত্রকাদিলৌহম্।

চিত্রকং নাগরং বাসা গুড়ূচী শালপর্ণীকা। তালপুষ্পমপামার্গো মাণকং কার্ষিকত্রয়ম্॥ লৌহমভ্রং কণা তাম্রং ক্ষারকোলবলাণি চ। পৃথক্-কর্ষাংশমেতেষাং চূর্ণমেকত্র চিক্কণম্॥ চতুঃপ্রস্থে গবাং মূত্রে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা। সিদ্ধশীতং সমুদ্ধৃত্য মাক্ষিকং দ্বিপলং ক্ষিপেৎ॥ চিত্রকাদি-রয়ং লৌহো গুল্ম প্লীহোদরাময়ম্। যকৃতং গ্রহণীং হন্তি শোথং মন্দানলং জ্বরম্॥ কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ গুদভ্রংশং প্রবাহিকাম্॥ ১৩॥

অভয়ালবণ।

পারিভদ্র-পলাশার্ক-স্নুহাপামার্গচিত্রকান্। বরুণাগ্নিমন্থ-বস্থুক-শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥ পুতিকাস্ফোত কুটজ কোষাতক্যঃ পুনর্নবা। সমূলপত্রশাখাশ্চ ক্ষোদয়িত্বা উদুখলে॥ তিলনালপ্রদীপ্তাগ্নিস্নুদগ্ধং ভস্মশীতলম্। ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বা তু ন্যসেৎপাত্রে দৃঢ়ে নবে॥ জল-

পরে গাঢ় হইয়া আসিলে জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু (হিং), যমানী, কুড়, শটী, তেউড়ীর মূল, দন্তীমূল ও রাখালশসার মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ডুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, গুল্ম, পাণ্ডু, কামলা ও শূলরোগ নাশক॥ ১২॥

চিত্রকাদি লৌহ।

রক্তচিতার মূল, শুঁঠ, বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ, শালপর্ণী (ছালানী), তালের জটার ক্ষার, আপাঙ্গ মূলের ক্ষার ও সুপক্ক মাণ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৩ তোলা, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, তাম্রভস্ম, পিপুল, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র লবণ; প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য ১৬ সের গোমূত্রের সহিত যথা নিয়মে পাক করিয়া লইবে, পরে শীতল হইলে মধু ১৬ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা প্লীহা, যকৃৎ, উদর, গুল্ম, কামলা, পাণ্ডু, গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও গুদভ্রংশ রোগ নাশক॥ ১৩॥

অভয়ালবণ।

পালতে মাঁদারের ছাল পলাশ ছাল, আকন্দ, সিজ (মনসা সিজের শাখা), আপাঙ্গের মূল, রক্তচিতার মূল বরুণ ছাল গণিয়ারি ছাল, বস্থক (বক বৃক্ষের ছাল), গোক্ষুর, বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, নাটার মূল, হাপরমালী, কুটজ (কুড়চির ছাল), ঘোষালতা ও শ্বেত-পুনর্নবা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে হাঁড়ীতে স্থাপন করিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া তিলের গাছ দ্বারা জ্বাল দিতে থাকিবে, এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে উহা ক্ষার রূপে পরিণত হইলে নামাইয়া লইবে। এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ক্ষার করিয়া লইবে, উক্ত সর্ব্ব প্রকার ক্ষার হইতে সমভাগে সমস্তে ডুইসের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে এবং যে যে ক্ষার হইতে পাকার্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই সেই ক্ষার

মভ্যসেৎপায়সস্তু তৎ। হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি॥ সিদ্ধো ভিষগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ॥ ১৩॥

স্বেদঃ।

পুনর্নবা নিম্বপত্রং নিষ্পাবপারিভদ্রকে। এতৈশ্চ পুটসংস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥ ১৪॥

স্বেদঃ।

অপামার্গঃ কোকিলাক্ষো নির্গুণ্ডী বিজয়া তথা। এতৈরপি পুটস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥ ১৫॥

পুনর্নবাদিচূর্ণম্।

পুনর্নবাদার্ব্বভয়া পাঠালিল্বং শ্বদংষ্ট্রিকা। বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যৌ চিত্রকং বৃষঃ॥ সমভাগানি সংচূর্ণ্য গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ॥ বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্॥ হন্তি শোথোদরা-ন্যষ্টৌ ব্রণাংশ্চৈবোষ্কতানপি। (বিল্বস্য মূলম্)॥ ১৬॥

শোথারিচূর্ণম্।

শুষ্কমূলমপামার্গস্ত্রিকটুস্ত্রিফলা তথা॥ দন্তী চ ত্রিমদশ্চৈব প্রত্যেকঞ্চ সমং সমম্॥ ভক্ষয়েৎপ্রাতরুত্থায় বিল্বপত্ররসেন চ। পাণ্ডুরোগং নিহন্ত্যাশু শোথঞ্চৈব সুদারুণম্॥ ১৭॥

জলের সহিত পায়স পাক করিয়া প্রতিদিন সেবন করিলে বাতজনিত উদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু রোগ বিনষ্ট হয়। চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করিয়া বহুবার ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৩॥

স্বেক।

পুনর্নবা, নিমপাতা, শিমের পাতা (ছিমড়াপাতা) পালিধা মাঁদারের (পাল্‌তে মাঁদারের) পাতা একত্র করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া শোথ স্থানে সেক দিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে॥ ১৪॥

আপাঙ্গ, কোকিলাক্ষ, নিশিন্দাপত্র ও জয়ন্তীপত্র একত্র করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে উহা দ্বারা শোথ স্থানে সেক দিবে। ইহাতে উহার শান্তি হইয়া থাকে॥ ১৫॥

পুনর্নবাদি চূর্ণ।

শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনধ, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপুল, চিতার মূল এবং বাসক ছাল; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ, উদর ও ব্রণরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১৬॥

পুনর্নবা চূর্ণ।

শুষ্ক মূলা, আপাঙ্গ, মরিচ, পিপুল শুঁঠ, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতার মূল, মুথা; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বেলপাতার রসের সহিত প্রাতে সেবন করিলে শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

শোথোদরে পুনর্নবাদি গুগ্‌গুলুঃ।

পুনর্নবাদার্ব্বভয়াগুড়ূচীং পিবেৎসমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্‌। ত্বগ্‌দোষ-শোথোদরপাণ্ডুরোগস্থৌল্যপ্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু॥ (সর্ব্বচূর্ণসমো গুগ্‌গুলুঃ এরণ্ডতৈলেন পিষ্ট্বা একীকৃত্য স্থাপ্যম্‌, অনুরূপং গোমূত্রেণ পেয়ম্‌) ॥ ১৮ ॥

পুনর্নবাদিলেহঃ॥

পুনর্নবামৃতাদারুদশমূলরসাঢ়কে। আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থে গুড়স্য চ তুলাং পচেৎ ॥ তৎসিদ্ধং ব্যোষপত্রৈলা ত্বক্‌চব্যৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্‌। চূর্ণীকৃতৈঃ ক্ষিপেৎ শীতে মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ॥ লেহঃ পৌনর্নবোনাম শোথশূলনিসূদনঃ। কাসশ্বাসারুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥ ১৯ ॥

শোথারিমণ্ডুরম্‌ ॥

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডুরং নির্গুণ্ডীরসভাবিতম্‌। মাণকার্দ্রককন্দানাং রসেম্বপি চ ভাবয়েৎ॥ ত্রিফলাব্যোষচব্যানাং চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্‌। চূর্ণাদ্‌-দ্বিগুণমণ্ডুরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ॥ সিদ্ধে চূর্ণং ক্ষিপেৎ শীতে মধুনশ্চ পলদ্বয়ম্‌। নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গোত্থং ন সংশয়ঃ॥ ২০ ॥

শোথোদরে পুনর্নবাদি গুগ্‌গুলু।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, গুলঞ্চ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা, মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ৪ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে উহার সহিত চূর্ণ দ্রব্য গুলি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে চর্ম্মরোগ, শোথ, উদর, পাণ্ডু, স্থৌল্য, প্রসেক, ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৮ ॥

পুনর্নবাদি লেহ।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপর্ণী (শালপাণি) পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। আদার রস ৪ সের। এই উভয় বিধ তরল পদার্থ একত্র করিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড় সাড়ে বারসের মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তেজপত্র, ছোটএলাচি, দারুচিনি ও চই ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে লইয়া উহাতে দিবে এবং উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে, পরে শীতল হইলে উহার সহিত মধু একসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে শোথ, শূল, কাস, শ্বাস, অরুচি প্রশমিত হইয়া থাকে॥১৯

শোথারি মণ্ডুর

গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর ৭ পল (৫৬ তোলা) গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিন্দা, মাণমূল, আদা ও বনওল ইহাদের প্রত্যেক্যের রসে তিন তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে, পরে উহা সাতসের গোমূত্রের সহিত পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল শুঁঠ, চই ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে উহাতে দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে এবং শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথ ও ত্রিদোষজ শোথ বিনাশক॥ ২০ ॥

অগ্নিমুখমণ্ডূরম্।

পলদ্বাদশমণ্ডূরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ। পঞ্চকোলং দেবদারু-মুস্তং ব্যোষং ফলত্রয়ম্। বিড়ঙ্গং পলমাত্রন্তু পাকান্তে চূর্ণিতং ক্ষিপেৎ। পায়য়েদক্ষমাত্রন্তু তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্। অসাধ্যং শ্বয়থুং হন্তি পাণ্ডুরোগং চিরোদ্ভবম্। স্বয়মগ্নিমুখং নাম সর্পিঃ-ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ॥ ২১॥

রসাভ্রমণ্ডূরম্।

গন্ধকাম্বরসূতানাং প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্। সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডূরং মুষ্টিকদ্বয়ম্॥ প্রস্থতঞ্চ হরীতক্যা পাষাণজতুনঃ পিচুম্। তোলকং কান্তলোহস্য সর্ব্বং রৌদ্রে বিভাবয়েৎ॥ ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে কেশরাজরসে তথা। নির্গুণ্ডীমাণকন্দানামার্দ্রকস্য রসেষ্বপি॥ ত্রিকটু-ত্রিফলাচব্যমুস্তকানাং পৃথক্ পৃথক্। কর্ষং কর্ষং ক্ষিপেচ্চূর্ণং মর্দ্দয়ে-ন্মধুসর্পিষা॥ ভক্ষয়েৎপ্রাতরুত্থায় মাত্রয়া যুক্তিতঃ পুমান্। নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ম্॥ কাসশ্বাসতৃষাদাহমোহচ্ছর্দ্দি-যুতং তথা। অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেব শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥ অগ্নিবৃদ্ধি-করং বৃষ্যং হৃদ্যং বাতানুলোমনম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্লেষ্ম-কুষ্ঠারুচিজ্বরম্॥ প্লীহগুল্মোদরং হন্তি গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্॥ ২২॥

অগ্নিমুখ মণ্ডূর।

শোধিত মণ্ডূর ১২ পল (৯৬ তোলা) গ্রহণ পূর্ব্বক বারসের গোমূত্রের সহিত পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মরিচ পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বিড়ঙ্গ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিবে এবং আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে শোথ, পাণ্ডু, উদর ও গুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২১॥

রসাভ্র মণ্ডূর।

শোধিত পারা, শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, শোধিত মণ্ডূর ১৬ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ১৬ তোলা, শিলাজতু দুই তোলা এবং কান্তলোহ ভস্ম এক তোলা; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, পরে ভৃঙ্গরাজের রস ৪ সের, কেশরাজের (কেশুত্যার) রস ৪ সের পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাতে উক্ত ঔষধ গুলি আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে রাখিবে এবং নিসিন্দা, মাণ, ওল ও আদার রস দ্বারা ভাবনা দিয়া লইবে। পরে উহা কিঞ্চিৎ তরল থাকিতে উহার সহিত মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই ও মুথার চূর্ণ প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া পুনর্নবার ক্বাথ যবক্ষার সহ পান করিলে শোথ, কামলা, উদর প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২২॥

শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

শুষ্কমূলকবর্ষাভূদারুরাস্নামহৌষধৈঃ। পক্বমভ্যঞ্জনাত্তৈলং সশূলং শ্বয়থুং জয়েৎ ॥ ২৩ ॥

বৃহৎশুষ্কমূলাদ্যতৈলম্।

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্নবা ॥ প্রত্যেকং প্রস্থমাহৃত্য বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ ॥ তেনপাদাবশেষেণ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ। দাপয়েত্তৈলতুল্যঞ্চ গোমূত্রং কুশলো ভিষক্ ॥ মূলকং চামৃতা শুণ্ঠী পটোলং চপলা বলা। পাঠা পুনর্নবামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্রুজম্ ॥ নির্গুণ্ডীন্দ্রাশনং শ্যামা করঞ্জং বাসকং তথা। রাস্না বিড়ঙ্গং চব্যঞ্চ দ্বে হরিদ্রে চ ধান্যকম্। দ্বিক্ষারং সৈন্ধবঞ্চৈব দেবদারু সপদ্মকম্। শটী করিকণা বিল্বং মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ। প্রত্যেকার্দ্ধপলঞ্চৈষাং

শুষ্কমূলাদ্য তৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিক্ষেপ করিয়া লইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হলুদ এক ছটাক পরিমাণে কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে পরে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর শুষ্ক মূলা, শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে বেদনাযুক্ত শোথ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্য তৈল।

তিলতৈল ৮ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হলুদ অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, পরে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা অর্দ্ধসের কিঞ্চিৎ জলসহ তৈলে দিবে, তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে বত্রিশসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে কল্কার্থ শুষ্কমূলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পটোলপত্র, পিপুলমূল, বাইরকলী (বেড়েলা), আকন্দ (আকান্দী লতা) শ্বেত পুনর্নবার মূল, বালা, বেণার মূল, সজিনা বীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি (ভাঙ্গ), অনন্তমূল, ডহরকরঞ্জাবীজ, বাসকমূল, পিপুল হরীতকী, বচ, কুড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা, ধনিয়া, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ, দেবদারু, পদ্মবীজ, শটী, গজপিপুল, বেলছাল ও মঞ্জিষ্ঠা; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ৩২ সের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। কিছু দিন পরে (প্রায় সপ্তাহ পরে) শুষ্ক মূলা দুই সের, দশমূল দুইসের, পিপুলমূল দুইসের এবং পুনর্নবা দুইসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া

পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥ অভ্যঙ্গেনাস্য তৈলস্য যে গুণা স্তাং স্ততঃ শৃণু। নানাশোথাঃ বিনশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ॥ মলোদ্ভবাশ্চ যে কেচিদ্বিশেষেণ জলাশ্রয়াঃ। অবশ্যং নির্জ্জরা দেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥

বৃহৎশুষ্কমূলাদ্যতৈলম্।

শুষ্কমূলরসপ্রস্থং শিগ্রুধুস্তূরয়োস্তথা। সিন্ধুবাররসপ্রস্থং দশমূলরসং তথা॥ পারিভদ্ররসপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থমেব চ। করঞ্জস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ॥ তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্‌যত্নাদ্বিপাচয়েৎ। কল্কৈ-র্দ্ধপলৈরেতৈঃ শুণ্ঠীমরিচসৈন্ধবৈঃ॥ পুনর্নবা কাকমাচী শেলুত্বক্ পিপ্পলীযুগৈঃ। কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী রাস্না-যাসশ্চ কারবী॥ হরিদ্রাদ্বয় পূতীকদ্বয়ানন্তাযুগৈঃ পৃথক্। তৎসাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥ বাতশ্লেষ্মকৃতং দোষং সন্নিপাতভবং তথা। নিহন্তি সর্ব্বজং শোথমুদরশ্বাসনাশনম্॥ বিরুদ্ধং ভেষজভবং শোথ-মাশু ব্যপোহতি। ব্রণশোথাক্ষিশূলঘ্নং কামলাপাণ্ডুনাশনম্॥ যে চান্যে ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লেষ্মকাঃ সন্নিপাতজাঃ। তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তমইবোদিতঃ॥ ২৫॥

---

৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তদনন্তর উক্ত তৈল নামাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে, পরে উহাতে ৮ সের গোমূত্র দিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে নানাবিধ কারণ সম্ভূত শোথ ও জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৪॥

বৃহৎ শুষ্ক মূলাদ্য তৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমত তৈল মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচাহলুদ এক ছটাক কুট্টিত ও কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে এবং কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া জলসহ তৈলে দিবে. তদনন্তর লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ মরিচ, শুঁঠ, সৈন্ধব পুনর্নবা, কাকমাচী, শেলুত্বক (চালিত গাছের ছাল) পিপুল, গজপিপুল, কট্‌ফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাটাকরঞ্জারমূল, ডহর-করঞ্জার মূল, শ্যামলতা ও অনন্ত মূল প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং শুষ্কমূলার ক্বাথ ৪ সের, শজিনার রস ৪ সের, ধুতুরার রস ৪ সের, নিসিন্দার রস ৪ সের. দশমূলের ক্বাথ ৪ সের, পালিধামাঁদারের (পাল্‌তে মাঁদারের) রস ৪ সের, পুনর্নবার রস ৪সের, ডহরকরঞ্জার ক্বাথ ৪ সের. বরুণছালের ক্বাথ ৪ সের তৈলে দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ, উদর, শ্বাস, ব্রণশোথ, অক্ষিশূল, কামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৫॥

শোথশার্দ্দূলম্।

ধুস্তূরো দশমূলঞ্চ সিন্ধুবারং জয়ন্তিকা। পুনর্নবা করঞ্জশ্চ ষট্পলানি প্রগৃহ্য চ ॥ জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য কল্কান্যেতানি দাপয়েৎ ॥ রাস্না পুনর্নবা দারু মূলকং নাগরং কণা। সিদ্ধং তৈলবরং হ্যেতন্নাশয়ত্যস্য সেবনাৎ ॥ শোথং সুদারুণং ঘোরং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্। অসাধ্যং সর্ব্বদেহস্থং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্ ॥ শ্লীপদঞ্চ জ্বরং পাণ্ডুং ক্রিমিদোষং বিনাশয়েৎ। ক্লিন্নব্রণপ্রশমনং নাড়িদুষ্টব্রণাপহম ॥ শোথশার্দ্দূলকং তৈলং বলবর্ণপ্রসাদনম্ ॥ ২৬ ॥

পুনর্নবাদিতৈলম্।

পুনর্নবা পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ভিষক্ ॥ ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধান্যকং কট্ফলং তথা। শটী দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গুশ্চ পদ্মকাষ্ঠং হরেণুকম্ ॥ কুষ্ঠং পুনর্নবা চৈব যমানী কারবী তথা। এলা ত্বচং সলোধ্রঞ্চ পত্রকং নাগকেশরম্ ॥ বচা গ্রন্থিকমূলঞ্চ চব্যং চিত্রকমূলকম্। শতপুষ্পাম্বুমঞ্জিষ্ঠা রাস্না-যাসস্তথৈব

শোথ শার্দ্দূল তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাচাহলুদ এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, তদনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া লইয়া জল সহযোগে তৈলে দিবে। এবং লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। অনন্তর কল্কার্থ রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, শুদ্ধমূলা, শুঁঠ, পিপুল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন ধুতূরাপত্র, দশমূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, পুনর্নবা ও নাটাকরঞ্জা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৬ পল (৪৮ তোলা) পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ তৈলে দিবে। পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। ইহা শোথ, শ্লীপদ (গোদ) ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ২৬ ॥

পুনর্নবাদি তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাচাহলুদ এক ছটাক কিঞ্চিৎ জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, পরে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ তৈলে দিবে, তদনন্তর লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোল সের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া

চ ॥ এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথারুচিম্ ॥ রক্তপিত্তং মহাশোথং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্। প্লীহানমুদরঞ্চৈব জীর্ণজ্বরমপোহতি ॥ তৈলং পুনর্নবা খ্যাতং সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি ॥ ২৭ ॥

পুনর্নবাদ্যঘৃতম্।

পুনর্নবাতুলাং গৃহ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥ ভূনিম্ববিজয়া শুণ্ঠী শোথঘ্নামরদারু চ। কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি শোথঞ্চাপি সুদারুণম্ ॥ ২৮ ॥

মাণঘৃতম্।

মাণকক্বাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষজমপোহতি ॥ ২৯ ॥

ত্রিনেত্রাখ্যোরসঃ।

টঙ্গণং শোধিতং গন্ধং মৃতশুল্বায়সং রসম্। দিনৈকমার্দ্রকদ্রাবৈর্ম্মর্দ্দ্যং

সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনিয়া, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুকা, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, ছোট এলাচি, দারচিনি, লোধ, তেজপত্র, নাগকেশর, বচ, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতার মূল, শুল্‌ফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে, পরে ক্বাথার্থ,—শ্বেত পুনর্নবা সাড়েবারোসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ তৈলে দিয়া পাক করিবে, এইরূপে যখন দেখিবে যে, জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈলে পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল কামলা পাণ্ডু, হলীমক, অরুচি, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, প্লীহা, উদর ও জীর্ণজ্বর নাশক ॥ ২৭ ॥

পুনর্নবাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—চিরতা, জয়ন্তী, শুঁঠ পুনর্নবা ও এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দেবদারু একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে পুনর্নবা সাড়েবারসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাত ঘৃতে দিবে। পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে-বাদ দিয়া ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রশমক ॥ ২৮ ॥

মাণ ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ মাণকচু একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে জল ষোলসের দিয়া পাক করিতে থাকিবে, তদনন্তর মাণকচু আটসের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ ঘৃতে দিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপ পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত দ্বিদোষ ও ত্রিদোষজ শোথ নাশক ॥ ২৯ ॥

ত্রিনেত্রাখ্য রস।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে লইয়া কজ্জলী করিবে, পরে

লঘুপুটে পচেৎ ॥ ত্রিনেত্রাখ্যোরসো নাম চাসাধ্যং শ্বয়থুং জয়েৎ। মাষমাত্রং পিবেচ্চানু এরণ্ডশিখরীরসম্ ॥ ৩০ ॥

ত্রিকট্বাদিলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী বিড়ঙ্গং কটুকা তথা। চিত্রকো দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিবৃদ্বারণপিপ্পলী।। চূর্ণান্যেতানি তুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ ॥ ক্ষীরেণ পিষ্টং শীতং বৈ পরং শ্বয়থুনাশনম্ ॥ ৩১ ॥

শোথারিলৌহম্।

অয়োরজস্ত্র্যূষণ-যাবশুকং চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন। শোথং নিহন্যাৎসহসা নরস্য যথাশনির্বৃক্ষমুদগ্রবেগঃ ॥ (সর্ব্বসমং লৌহম্) ॥৩২॥

শোথভস্মলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা দ্রাক্ষা পৌষ্করং সজলং শটী। লৌহং বচা লবঙ্গঞ্চ শৃঙ্গী ত্বক্ শতপুষ্পিকা ॥ বিভীতকং বিড়ঙ্গঞ্চ ধাতকীপুষ্পমেব চ। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥ সর্ব্বদ্রব্যসমঞ্চাত্র সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্। কুটজস্য রসেনাপি ভক্ষয়েৎপরিযত্নতঃ ॥ বেষ্টিতং জম্বুপত্রেণ পঙ্কেন পরিলেপয়েৎ। ততো গজপুটে পক্ত্বা সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ॥ প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা ভক্ষয়েৎ শুক্তিমানতঃ। নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং গ্রহণীঞ্চ বিশেষতঃ ॥ উদরেষু চ সর্ব্বেষু

সোহাগার খই, তাম্রভস্ম ও লৌহভস্ম প্রত্যেকে এক তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া পুটপাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইরতি বা একরতি পরিমাণে এরণ্ড মূল ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য শোথরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

ত্রিকট্বাদি লৌহ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, কট্কী, রক্তচিতারমূল, দেবদারু, তেউড়ীর মূল ও গজপিপুল ; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ লৌহ ভস্ম ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পেষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ এক আনা পরিমাণে দুগ্ধসহ সেবন করিলে শোথরোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

শোথারি লৌহ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেকে একতোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র করিবে এবং তৎসহ লৌহভস্ম ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর উহা উত্তম রূপে পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩।৪ রতি পরিমাণে ত্রিফলার জলের সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় শোথরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

শোথভস্ম লৌহ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কিস্মিস, কুড়, বালা, শটী, লৌহভস্ম, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, শুল্‌ফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, ধাইফুল ; এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ মণ্ডূর ভস্ম ; এই সমুদয় পদার্থ একত্র করিয়া কুটজের (কুড়চির) রসের সহিত পেষণ করিয়া জামের পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া পুটপাকের

শোথেষু চ বিধানতঃ। বিবিধা ব্যাধয়শ্চান্যে সেবিতা যান্তি সাধ্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

শোথকালানলোরসঃ ॥

চিত্রং কুটজবীজঞ্চ শ্রেয়সী সৈন্ধবং তথা। পিপ্পলী দেবপুষ্পঞ্চ জাতীফলসটঙ্গণম্ ॥ লৌহমভ্রং তথা গন্ধং পারদেনৈব মিশ্রিতম্। এতেষাং কর্ষমাত্রেণ বটীং গুঞ্জামিতাং শুভাম্ ॥ ভক্ষয়েৎপ্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষরসেন তু। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥ কাসং শ্বাসং তথা শোথং প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্। মেহং মন্দানলং শূলং সংগ্রহগ্রহণীং তথা ॥ অবশ্যং নাশয়েচ্ছোথং কর্দ্দমং ভাস্করো যথা। শোথকালানলো নাম রোগানীকবিনাশনঃ ॥ ৩৪ ॥

শোথাঙ্কুশোরসঃ।

রসেন্দ্রগন্ধং মৃতলোহতাম্রং নাগং তথাভ্রং সমসঙ্খ্যকঞ্চ। নির্গুণ্ডিকাস্ফোতকপিত্থচিঞ্চা পুনর্নবা শ্রীফলকেশরাজম্ ॥ এষাং রসৈর্ভাবিতমেকশশ্চ কোলপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া। শোথজ্বরারোচকপাণ্ডুরোগং সর্ব্বাঙ্গশোথং বিনিবারয়েচ্চ ॥ পিত্তান্বিতান্ বাতভবান্ কফোত্থান্ শোথাঙ্কুশো নাম নিহন্তি রোগান্ ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমাদায় গন্ধকং ভাগতঃ সমম্। ত্রিভাগং টঙ্গণং দেয়ং বিষং ভাগত্রয়ং তথা ॥ ভাগত্রয়ং তথা দেয়ং মরিচস্য প্রযত্নতঃ। চূর্ণীকৃতং

বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক আনা বা দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে শোথ রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩৩ ॥

শোথ কালানল রস।

রক্তচিতার মূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধবলবণ, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগার খই, লৌহভস্ম ও অভ্রভস্ম, ইহারা প্রত্যেকে ২ তোলা, শোধিত পারদ ২ তোলা ও শোধিত গন্ধক ২ তোলা এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। তদনন্তর সমস্ত দ্রব্য গুলি একত্র করিয়া জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক এক রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ কোকিলাক্ষের (কুলে খাড়ার) রসের সহিত সেবন করিলে জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ, প্লীহা, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও শূলরোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

শোথাঙ্কুশ রস।

শোধিত পারা এক তোলা, শোধিত গন্ধক এক তোলা উভয়ে মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, তাম্রভস্ম, সীসক ভস্ম প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে নিসিন্দা, হাপরমালী, কদ্‌বেল ছাল, তেঁতুল ছাল, পুনর্নবা, বেল ছাল ও কেশরাজ (কেশুত্যা) ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া কুলের (বদরী ফলের) ন্যায় বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে শোথ, জ্বর, অরুচি, পাণ্ডু ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চামৃত রস।

শোধিত পারদ এক তোলা, শোধিত গন্ধক এক তোলা উভয়ে মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী

জলেনাপি পিষ্ট্বা রক্তিমিতাং বটীম্ ॥ শৃঙ্গবেররসেনৈব ভক্ষয়েদ্বটিকামিমাম্। জলদোষোদ্ভবে শোথে ঘোরেঽত্যুগ্রে জলোদরে ॥ সন্নিপাতেষু ঘোরেষু বিংশতিশ্লৈষ্মিকে গদে। জ্বরাতিসারসংযুক্তে শোথে চৈব গলোদরে ॥ শিরজঃশূলগদে ঘোরে নাসারোগে সপীনসে। পঞ্চামৃতরসোহ্যেষঃ সর্ব্বরোগোপশান্তিকৃৎ ॥ ৩৬ ॥

শোথারিরসঃ।

শ্বেতদূর্ব্বারসৈর্ভাব্যো হিঙ্গুলোত্থোরসো বুধৈঃ। তং রসং মূর্চ্ছিকায়ান্তু কৃত্বা তস্যোপরি ক্ষিপেৎ ॥ শ্বেতদূর্ব্বা-যমান্যোশ্চ চূর্ণং পূর্ণাশয়ং পুনঃ। পিধানিকাং ততো দত্ত্বা নীরন্ধ্রাং মূর্চ্ছিকাং কুরু ॥ ততো গজপুটে পাকং প্রহরানষ্টদাপয়েৎ। পুনস্তস্ত রসং নীত্বা গন্ধকেন রসেন চ ॥ কজ্জলীং কারয়েদ্ধীরঃ পুনস্তাং মিশ্রয়েৎসমম্। চতুঃসমং তয়া কুর্য্যাদেভির্দ্রব্যৈঃ সুশোধিতৈঃ ॥ বিষ-তাম্রক-বঙ্গৈশ্চ তচ্চূর্ণং স্থাপয়েৎ পুনঃ। খড়িকাগ্রে গৃহীতং তচ্চূর্ণং জিহ্বোপরি ক্ষিপেৎ ॥ গিলিতার্থং চতুষ্কর্ষপ্রমাণায়াঃ প্রমাণকম্। শর্করায়া পিবেচ্চানু সর্ব্বশোথে মহৌষধম্। ভূরি প্রস্রুত্য প্রস্রুত্য মহাশোথাৎ বিমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

একাদশায়সগুড়িকা।

মৃতায়ঃ পুরুষঃশুল্বং খগোদরদগন্ধকৌ। গগনং পুষ্পরাগশ্চ শৈলেয়মীশ্বরোরগৌ। বিড়ঙ্গত্রিফলা হিঙ্গু যমানী জীরকদ্বয়ম্। সর্জ্জরসং বচা শৃঙ্গী মরিচং পিপ্পলীদ্বয়ম্ ॥ চবী দুরালভা বহ্নিঃ শুণ্ঠ্যাঃ ক্বাথেন

করিবে, সোহাগার খই ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা ও মরিচচূর্ণ তিন তোলা ; এই দ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক এক রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে শোথ, জ্বর, গুল্ম, কামলা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

শোথারি রস।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ শ্বেত দূর্ব্বার রসে ভাবনা দিয়া লইবে, সেই পারদ একটী মূচিতে স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি শ্বেত দূর্ব্বার চূর্ণ ও যমানী চূর্ণ দ্বারা সেই মুচিপূর্ণ ও তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া, গজপুটে আট প্রহর পাক করিবে। তদনন্তর উক্ত পারদ গ্রহণ করিয়া পারদের সমপরিমাণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। তদনন্তর শোধিত বিষ, তাম্রভস্ম ও বঙ্গ ইহাদিগকে প্রত্যেকে কজ্জলীর সমপরিমাণে লইয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে এই ঔষধ খড়্কের ডগায় যতটুকু উঠে ততটুকু রোগীর জিহ্বাতে দিবে। তৎপরে চারিকর্ষ (৮ তোলা) বা ৪ তোলা চিনি সেবন করিতে দিবে। এই রূপে ঔষধ তিন দিন সেবন করিতে হইবে। ইহাতে অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া শোথরোগ বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

একাদশায়স গুড়িকা।

লৌহভস্ম, পুরুষ (স্বর্ণভস্ম), তাম্রভস্ম, খগ (স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম), হিঙ্গুল, শোধিত গন্ধক, অভ্রভস্ম, পুষ্পরাগমণিভস্ম, শৈলেয় (শিলাজতু), ঈশ্বর (পারদ), উরগ (সীসকভস্ম), বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, হিঙ্গু, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সর্জরস (না), বচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিপুল ,

মর্দ্দয়েৎ। অগুচালঞ্চ বৃদ্ধিঞ্চ ছুছুন্দরককুক্কুটম্ ॥ সর্ব্বদোষভবং শোথং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্। যে চৈবাশুগজা রোগা স্তান্ সর্ব্বানপকর্ষতি ॥ (স্বর্ণাভাবে লোহভাগদ্বয়ম্) ॥ ৩৮ ॥

দুগ্ধবটী।

অমৃতং সূর্য্যগুঞ্জং স্যাৎ অহিফেনং তথৈব চ। পঞ্চরক্তিকলৌহঞ্চ ষষ্টিরক্তিকমভ্রকম্ ॥ দুগ্ধে গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী কার্য্যা ভিষগ্‌বিদা। দুগ্ধানুপানং দুগ্ধেশ্চ ভোজনং সর্ব্বথা হিতম্ ॥ শোথং নানাবিধং হন্তি গ্রহণীং বিষমজ্বরম্। মন্দাগ্নিং পাণ্ডুরোগঞ্চ নাম্না দুগ্ধবটী পরা ॥ বর্জ্জয়েল্লবণং বারি ব্যাধিনিঃশেষতাবধি ॥ ৩৯ ॥

দুগ্ধবটী।

অমৃতং ধূর্ত্তবীজঞ্চ হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমম্। ধূর্ত্তপত্ররসেনৈব মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রকম্ ॥ মুদ্গোপমাং বটীং কৃত্বা দুগ্ধেন সহ পায়য়েৎ। দুগ্ধেন ভোজয়েদন্নং বর্জ্জয়েল্লবণং জলম্ ॥ শোথং নানাবিধং হন্তি পাণ্ডুরোগং সকামলম্। সেয়ং দুগ্ধবটী নাম্না গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪০ ॥

কল্পলতা বটী।

অমৃতং হিঙ্গুলং ধূর্ত্তবীজং দ্বাদশরক্তিকম্। প্রত্যেকমহিফেনঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদ্রক্তিকং নয়েৎ ॥ পিষ্ট্বা দুগ্ধেন গুঞ্জৈকাং বটীং দুগ্ধেন পায়য়েৎ। দুগ্ধং পানে ভোজনে চ দেয়ং ন লবণং জলম্ ॥ গ্রহণীং চিরকালানাং হন্তি শোথং সুদুর্জ্জয়ম্। চিরজ্বরং পাণ্ডুরোগং নাম্না কল্পলতা বটী ॥ ৪১ ॥

গজপিপুল, চই, দুরালভা ও চিতার মূল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শুণ্ঠীর ক্বাথের সহিত পেষণ করিয়া গুড়িকা (বটিকা) প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে উপদ্রব যুক্ত সর্ব্বদোষজ শোথ প্রভৃতি রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

দুগ্ধবটী।

বিষ (কাঠবিষ) ১২ রতি, অহিফেন ১২ রতি, লৌহভস্ম ৫ রতি, অভ্রভস্ম ৬০ রতি, এই দ্রব্যগুলি একত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুগ্ধের সহিত সেব্য। পথ্য দুগ্ধান্ন। রোগ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত লবণ ও জল বন্ধ রাখিতে হইবে। এই নিয়মে ঔষধ সেবিত হইলে শোথ, কাস, শ্বাস, জ্বর ও গ্রহণী রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥৩৯

দুগ্ধবটী।

বিষ (কাঠবিষ), ধুতুরাবীজ, হিঙ্গুল; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ধুতুরাপাতার রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মুগ সদৃশ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। লবণ ও জল বন্ধ করিয়া একমাত্র দুগ্ধান্ন ভোজী হইয়া এই ঔষধ ভক্ষণ করিতে হয়। দুগ্ধসহ ঔষধ সেব্য। ইহা শোথ, পাণ্ডু ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ৪০ ॥

কল্পলতা বটী।

বিষ, হিঙ্গুল, ধুতুরাবীজ; ইহারা প্রত্যেকে ১২ রতি, অহিফেন ৩৬ রতি, এই দ্রব্য গুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এক রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহার ব্যবহার প্রণালী ও পথ্য দুগ্ধবটীর ন্যায় ॥ ৪১ ॥

ক্ষেত্রপালরসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং তাম্রং লৌহং তালকটঙ্গণম্। জীরমাতুরফেনঞ্চ সম-ভাগং বিমর্দ্দয়েৎ॥ যবার্দ্ধা বটিকা কার্য্যা পথ্যং দুগ্ধোদনং হিতম্। অলবণং বারিহীনঞ্চ দাতব্যং ভিষজাং বরৈঃ॥ গুরুশোথমগ্নিমান্দ্যং গ্রহণীমতিদুস্তরাম্। জ্বরঞ্চ বিষমং জীর্ণং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ (দুগ্ধ-বটীতি লোকে)॥ ৪২॥

বৈদ্যনাথ বটী।

পক্কেষ্টকা হরিদ্রাভ্যামগারধূমকেন চ। শোধিতং সূতকং গ্রাহ্যং তোলকং তুলয়া ধৃতম্॥ ভৃঙ্গরাজরসে শুদ্ধং গন্ধকং সূততুল্যকম্। হরিতালং বিষং তুত্থং এলবালুকমভ্রকম্॥ খর্পরং মাক্ষিকং কান্তং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। সর্ব্বার্দ্ধা কজ্জলী গ্রাহ্যা ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ॥ সিন্ধুবাররসে চৈব জ্যোতিষ্মত্যা রসে তথা। রসেঽপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসে তথা॥ রক্তচিত্রকমূলোত্থরসে চ পরিভাবয়েৎ। বটিকাং সর্ষপাকারাং যোজয়েৎকুশলো ভিষক্॥ ততঃ সপ্তবটী র্দ্দদ্যা-দুষ্ণেণ বারিণা সহ। অনুপানঞ্চ কর্ত্তব্যং কজ্জল্যা কণয়া সহ॥ সন্নিপাতজ্বরে চৈব সশোথে গ্রহণী গদে। পাণ্ডুরোগেঽগ্নিমান্দ্যে চ বিবিধে বিষমজ্বরে॥ শুক্রমজ্জগতে দদ্যান্ন তু কাসে কদাচন। নিত্যংদধ্না চ ভোক্তব্যং সিতা নিত্যং তথৈব চ॥ স্নাতব্যং হ্যভয়তো নিত্যং বয়োদোষানুসারতঃ। লবণং বারিহীনঞ্চ দধিপথ্যং সদা ভবেৎ॥ বৈদ্যনাথবটী নাম্না বৈদ্যনাথেন নির্ম্মিতা। (দধিবটী-ত্যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ)॥ ৪৩॥

ক্ষেত্রপাল রস।

হিঙ্গুল, বিষ, তাম্রভস্ম, লৌহভস্ম, হরিতাল, সোহাগার খই, জীরা ও অহিফেন; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অর্দ্ধযব পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহার ব্যবহার প্রণালী ও পথ্য দুগ্ধবটীর ন্যায়। ইহা শোথ ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নাশক॥ ৪২॥

বৈদ্যনাথ বটী।

ইষ্টক চূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধূম (ঝুল), ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা শোধিত পারদ এক তোলা, ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত গন্ধক এক তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে. হরিতাল, বিষ, তুঁতিয়া, এলবালুকা, তাম্রভস্ম, খর্পর ভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম ও কান্তলৌহ ভস্ম; ইহারা প্রত্যেকে ৪ মাষা (অর্দ্ধতোলা); এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাফট্‌কী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও রক্তচিতার মূল; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহার সাতবটী একবারে উষ্ণ জলের সহিত পেষণ করিয়া কজ্জলী (পিপুলের গুড়ার সহিত) সেবন করিবে। এই ঔষধ শোথযুক্ত সন্নিপাত জ্বর, গ্রহণী, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য ও বিষম জ্বরে প্রযোজ্য, কিন্তু কাস সংযুক্ত রোগে প্রয়োগ করিবে না। দধি ও চিনির সহিত অন্ন পথ্য; দোষ ও বয়স্ বিবেচনা পূর্ব্বক নিত্য স্নান বিধান করিবে, লবণ ও জল প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ॥ ৪৩॥

সুধানিধিঃ ॥

ধান্যকং বালকং মুস্তং বিশ্বসিন্ধুসমাংশকম্। মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্ত্বা ভাবয়েত্তু চতুর্দ্দশ ॥ গোমূত্রং কেশরাজশ্চ শোথঘ্নী ভৃঙ্গরাজকঃ। নির্গুণ্ডী ভেকপর্ণী চ রসৈরেষাং বিভাব্য চ ॥ নিষ্কং চূর্ণং প্রযুঞ্জীত তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্। কেশরাজরসৈর্বাপি ভোজনং লবণং বিনা ॥ তক্রঞ্চ ভোজয়েদন্নং পানে তক্রঞ্চ দাপয়েৎ। কামলাজ্বরথোথঘ্নঃ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনঃ ॥ ৪৪ ॥

তক্রমণ্ডূরম্।

সপ্তধা গোমূত্রশুদ্ধ-শ্লক্ষ্ণ-মণ্ডূরচূর্ণং পলচতুষ্টয়ম্ ভাবনার্থং অষ্টপলং গোমূত্রং বিল্বপত্ররসো গণিকারী-পত্ররসঃ পুনর্নবারসঃ কোকিলাক্ষ-রসঃ কেশরাজরসো ভৃঙ্গরাজরসশ্চ, এভিঃ প্রত্যেকং বারত্রয়ং ভাবয়েৎ। অস্য দশরক্তিকং তক্রেণ পিবেৎ তক্রেণ ভোজনং তক্র-পানং, লবণং জলঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

তক্রবটী।

রসস্য মাষকং গ্রাহ্যং গন্ধকস্য চ মাষকম্। দ্বিমাষকং বিষস্যাপি তাম্রং মাষতুষ্টয়ম্ ॥ তোলকং পিপ্পলীচূর্ণং মণ্ডূরস্য চ তোলকম্। ক্বাথেন কৃষ্ণজীরস্য ভাবয়েৎসপ্তবাসরম্ ॥ বল্লপ্রমাণাং বটিকাং তক্রেণ সহ পায়য়েৎ। তক্রেণ ভোজনং পানং লবণাম্ভো বিবর্জ্জিতম্ ॥ নিহন্তি শোথং গ্রহণীং মন্দাগ্নিং পাণ্ডুতামপি ॥ ৪৬ ॥

সুধানিধি।

ধনিয়া, বালা, মুথা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে এক তোলা, মণ্ডূর ভস্ম ১০ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গোমূত্র, কেশরাজ (কেশুত্যে), পুনর্নবা, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা-পাতা ও থুলকুড়ি (থানকুনি), ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১৪ বার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা বা আট আনা পরিমাণে তক্রের (ঘোলের) সহিত সেবন করিবে। তক্রের সহিত অন্ন পথ্য। পিপাসা উপস্থিত হইলে তক্র পান ব্যবস্থেয়। এই ঔষধ শোথ, কামলা, জ্বর, গ্রহণী ও পাণ্ডু নাশক এবং অগ্নিদীপক ॥ ৪৪ ॥

তক্রমণ্ডূর।

গোমূত্রে সাতবার শোধিত মণ্ডূর ভস্ম ৪ পল (৩২ তোলা) গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্র ৮ পল দ্বারা ভাবনা দিবে এবং বিল্বপত্র, গণিয়ারি পত্র, পুনর্নবা, কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া), কেশ-রাজ (কেশুত্যা) ও ভৃঙ্গরাজ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। এই মণ্ডূর দশরতি বা অবস্থা বিশেষে তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় তক্রের (ঘোলের) সহিত সেবন করিবে এবং তক্রের সহিত অন্ন ভোজন করিবে, জল ও লবণ ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইহা শোথ ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ৪৫ ॥

তক্রবটী।

কজ্জলী চারি আনা, বিষ চারি আনা, তাম্রভস্ম অর্দ্ধ তোলা, পিপুলচূর্ণ এক তোলা ও মণ্ডূর এক তোলা; এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া কৃষ্ণজীরার ক্বাথে সাত দিন ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা তক্রের সহিত সেব্য। ইহাতে পথ্যাদি সমস্তই তক্রমণ্ডূরের ন্যায় জানিবে ॥ ৪৬ ॥

দশমূলহরীতকী ॥

দশমূলকষায়স্য কংশে পথ্যা শতং পচেৎ। তুলাং গুড়াজ্জলে দদ্যাৎ ব্যোষক্ষারচতুঃপলম্ ॥ ত্রিযুগন্ধং সুবর্ণাখ্যং প্রস্থার্দ্ধং মধুনো হিমে। দশমূলহরীতক্যাঃ শোথান্ হন্যুঃ সুদুর্জ্জয়ান্ ॥ জ্বরারোচকগুল্মার্শো মেহপাণ্ডুদরাময়ান্। প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং ত্রিযুগন্ধিমিতো ভবেৎ ॥ কংশহরীতকী চৈষা চরকে পচ্যতেঽন্যথা ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শোথরোগ-চিকিৎসা।

দশমূল হরীতকী।

দশমূল সমভাগে সমস্তে সাড়ে বারসের, বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শ্লথ পোট্‌লী বদ্ধ হরীতকী ১০০টী, এই উভয়বিধ দ্রব্য ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া হরীতকীগুলি পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দিবে এবং দশমূলগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথের সহিত ইক্ষুগুড় সাড়ে বারসের মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত হরীতকী সহ পাক করিতে থাকিবে, এস্থলে জানা আবশ্যক যে, হরীতকীগুলি বস্ত্রবদ্ধ পোট্‌লী হইতে বাহির করিয়া উহাতে দিতে হয়। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৮ তোলা এবং যবক্ষার ৮ তোলা উহাতে দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে, পরে দারুচিনি, তেজপত্র ও ছোট এলাচি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর সম্পূর্ণরূপে শীতল হইলে উহার সহিত মধু দুইসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রতিদিন হরীতকী একটী এবং লেহ একতোলা বা দুই-তোলা পরিমাণে সেব্য। লেহ ৪ তোলা পর্য্যন্ত সেবনের বিধি আছে, কিন্তু তদনুসারে ব্যবহৃত হয় না। ইহা শোথ, শ্বাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ প্রশমক। এই দশ-মূল হরীতকীর নামান্তর কংসহরীতকী বলিয়া জানিবে ॥ ৪৭ ॥

শোথ চিকিৎসা সমাপ্ত।

বৃদ্ধিরোগ-চিকিৎসা।

গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। বাতবৃদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১ ॥ সক্ষীরং বা পিবেত্তৈলং মাসমেরণ্ডসম্ভবম্ ॥ ২ ॥ পুনর্নবায়াস্তৈলং বা তৈলং নারায়ণং তথা। পানে বস্তৌ

বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা।

শোধিত গুগ্‌গুলু বা এরণ্ডতৈল (ভেরেণ্ডার তৈল) গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বহু-কাল ব্যাপী বায়ুজনিত বৃদ্ধি (কুরণ্ড) রোগ আশু বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

এরণ্ডতৈল উষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া একমাস কাল সেবন করিলে বৃদ্ধির (কুরণ্ড-রোগের) আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ॥ ২ ॥

পুনর্নবার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা পাচিত তৈল এবং নারায়ণ তৈল পানীয় রূপে ও বস্তি দ্বারা

রুগোস্তৈলং পেয়ং বা দশকাম্ভসা। (এতৎসর্ব্বং বাতিকেহতি প্রশস্তম্) ॥ ৩ ॥ চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলম্। ক্ষীর-পিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাদ্দাহশোথরুজাপহঃ ॥ ৪ ॥ পঞ্চবল্কলকল্কেন সঘৃতেন প্রলেপনম্ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বপিত্তহরং কার্য্যং রক্তজে রক্তমোক্ষ-

---

(পিচ্কারি দ্বারা) প্রয়োগ করিলে অথবা এরণ্ডতৈল দশমূলের ক্বাথের সহিত পান করিলে বাত-জনিত বৃদ্ধি রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পিত্তজ কুরণ্ডের চিকিৎসা।

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণার মূল ও নীলোৎপল (অভাবে নীলসুঁদি); এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া কোষে প্রলেপ দিলে পিত্তজ কুরণ্ডের জ্বালা, স্ফীততা ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পিত্ত জনিত কুরণ্ডে আম, জাম, কদ্‌বেল, ছোলঙ্গলেবু ও বেল; ইহাদের পাতা একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ৫ ॥

রক্তজ কুরণ্ডের চিকিৎসা।

রক্তজনিত বৃদ্ধিরোগে (কুরণ্ডরোগে) পিত্ত নাশক ক্রিয়া সমস্ত করিবে, বিশেষতঃ রক্তজনিত অপক্ক কুরণ্ড হইতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ (রক্তস্রাব) করান উচিত।

দূষিত শোণিত দ্বারা শিরা বা কোন স্থান ব্যাপ্ত হইলে যে সকল রোগ জন্মে, সেই সমস্ত রোগে রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। রক্তস্রাব করার জন্য অনেক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে জলৌকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত রোগে জলৌকা প্রয়োগই নিরত্যয় উপায়। রক্তমোক্ষণের যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি এবং কালের বিষয় বাতব্যাধির চিকিৎসায় ৩১৯।৩২০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

জলৌকা দ্বাদশ প্রকার, তন্মধ্যে সবিষ জলৌকা ছয় প্রকার এবং নির্ব্বিষ জলৌকা ছয় প্রকার। নির্ব্বিষ জলৌকাই রক্তমোক্ষণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নির্ব্বিষ জলৌকার লক্ষণ।

কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীকমুখী ও সাবরিকা নামভেদে নির্ব্বিষ জলৌকা ছয় প্রকার। যাহাদের পার্শ্বদ্বয় মনঃশিলার বর্ণ সদৃশ বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত, পৃষ্ঠদেশ স্নিগ্ধ মুদ্গের বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, তাহারা "কপিলা" বলিয়া অভিহিত হয়। যাহারা বৃত্তাকার, শীঘ্রগামী এবং ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট, তাহাদিগকে পিঙ্গলা কহে। যাহারা যকৃতের বর্ণ বিশিষ্ট, শীঘ্রপায়ী, দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণমুখ, তাহাদিগকে শঙ্কুমুখী বলাযায়। মূষিকের আকৃতি ও বর্ণ বিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট জলৌকা দিগের নাম মূষিকা। যাহাদিগের মুখ পদ্মের ন্যায় বিস্তৃত এবং যাহারা মুগের বর্ণের ন্যায় ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট তাহাদিগকে পুণ্ডরীক মুখী বলে। স্নিগ্ধ পদ্ম পত্রের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং দশ অঙ্গুল পরিমিত জলৌকাদিগকে সাবরিকা কহে। এই সাবরিকা নামক জলৌকা পশুর রক্ত মোক্ষণার্থ চিকিৎসকগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত জলৌকা ক্ষেত্রে এবং সুগন্ধি জলে বিচরণ করিয়া থাকে, আর বিষাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করে না; পঙ্কাকীর্ণ স্থানেও বাস করে না।

জলৌকা ধরিবার ও আহারাদি দেওয়ার উপায়।

আর্দ্র চর্ম্ম দ্বারা বা অন্য পদার্থ দ্বারা জলৌকা ধরিয়া নূতন বড়পাত্রে উৎকৃষ্ট পুষ্করণীর বা দীঘির জল ও মৃত্তিকা রাখিয়া তাহাতে রাখিবে। উহাদের ভক্ষণার্থ শৈবাল, বল্লুর (শুষ্কমাংস), জলজ পদার্থের মূল চূর্ণ করিয়া দিবে। আর শয্যার নিমিত্ত তৃণ ও জলজ বৃক্ষের পত্র সেই পাত্র মধ্যে রাখিয়া দিবে। দুই বা তিন দিন পরে জল ও অন্যান্য দ্রব্য পরিবর্ত্তন এবং সাতদিন পরে পাত্র পরিবর্ত্তন করিবে।

ণম্ ॥ ৬ ॥ শ্লেষ্মবৃদ্ধিমুষ্ণবীর্য্যৈ র্মূত্রপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ। পীত-দারুকষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ সংযুতম্ ॥৭॥ স্বিন্নং মেদঃসমুত্থঞ্চ লেপয়েৎ-

---

যে স্থান হইতে রক্তস্রাব করিতে হইবে, সেই স্থানে যদি বেদনা না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থান শুষ্ক মৃত্তিকা ও শুষ্ক গোময় চূর্ণ ঘর্ষণ দ্বারা শুষ্ক (রুক্ষ) করিয়া রোগীকে উপবেশন বা শায়িত করিয়া রাখিবে। পরে পাত্র হইতে জলোকা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের শরীর পিষ্ট (পেষিত, সর্ষপ ও হরিদ্রা মিশ্রিত জল দ্বারা রঞ্জিত করিয়া জলপূর্ণ সরাতে জল রাখিয়া দেখিবে, জলোকা সকলের গ্রহণ জনিত ক্লেশ দূরীভূত হইয়াছে কি না। উহাদের গ্রহণ জনিত ক্লেশ দূর হইলে তাহাদিগকে রুগ্নস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে। যে কয়েকটী জলোকা ব্যাধিস্থানে প্রয়োগ করিবে, তাহাদের গাত্র সূক্ষ্ম এবং আর্দ্র তুলা বা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। এই রূপে জলোকা সকল আচ্ছাদিত হইলে মুখ ব্যাদান করিয়া কামড়াইয়া ধরিবে। যদি উহারা রুগ্নস্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে দুগ্ধ বা রক্তবিন্দু প্রদান করিবে, অথবা অস্ত্রের সাহায্যে ঐ স্থান হইতে একটু রক্ত বাহির করিয়া জলোকা প্রয়োগ করিবে। এইরূপ করা হইলে উহারা রক্তপান করিতেছে কি না, তাহা জানিতে হইলে, এই লক্ষণ গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে,—যখন দেখিবে যে, জলোকা অশ্বের খুরের ন্যায় মুখ এবং স্কন্ধ উন্নত করিয়া যথাস্থানে মুখ সংলগ্ন করিয়া রহিয়াছে, তখন জানিবে যে, উহারা শোণিত পানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে উহারা রক্তপান করিতে প্রবৃত্ত হইলে আর্দ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত গাত্রোপরি জলসিঞ্চন করিতে থাকিবে, অন্যথা জলোকার গাত্র শুষ্ক হইয়া গেলে অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। জলোকা—দষ্টস্থানে বেদনা ও কণ্ডূর আবির্ভাব হইলে উহারা বিশুদ্ধ শোণিত পান করিতেছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। পরন্তু এইরূপাবস্থা ঘটিলেই জলোকা তুলিয়া লইবে। যদি উহারা রক্তের লোভে দষ্টস্থান পরিত্যাগ না করে, তবে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ জলোকার মুখে প্রদান করিলেই দষ্টস্থান পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে অধঃপতিত জলোকার গাত্রে চাউলের গুড়া প্রদান করিয়া মুখে তৈল মিশ্রিত লবণ মালিশ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলী দ্বারা জলোকার লেজ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা অনুলোমক্রমে (লেজের দিক হইতে) ধীরে ধীরে জলোকার গাত্র মার্জ্জিত করিয়া বমন করাইয়া রক্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। যে জলোকা সম্যক্ রূপে বমি করিয়াছে, তাহাকে জল পূর্ণপাত্রে নিক্ষেপ করিলে আহারার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে। অন্যথা যে জলোকা অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং ইতস্তত: পরিভ্রমণ করে না, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে বমন ব্যাপার সংসাধিত হয় নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। এইরূপাবস্থায় পুনঃ২ বমন করাইতে হইবে। অসম্যক্ বমিত জলোকার "ইন্দ্রমদ" নামক অসাধ্য রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্যক্ রূপে বমিত জলোকাদিগকে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া আহারাদি প্রদান পূর্ব্বক পালন করিবে। শোণিতের যোগাযোগ দেখিয়া জলোকাকৃত ক্ষতস্থান মধুদ্বারা মর্দ্দন করিয়া শীতল জল দ্বারা আর্দ্র করিয়া রাখিবে, অথবা বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরন্তু আবশ্যক হইলে কষায়, মধুর, গৃহধূম ও শীতল বস্তু দ্বারা ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। এইরূপ করিলে রক্ত বন্ধ হইয়া ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

কফজ কুরণ্ডের চিকিৎসা।

উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য অর্থাৎ সুশ্রুতোক্ত অজগন্ধাদিগণোক্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কুড়ণ্ডে লেপন করিবে। এতদ্ভিন্ন দেবদারুর ক্বাথ যথাবিধানে প্রস্তুত করিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্ম জনিত কুরণ্ড প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মেদোজনিত কুরণ্ড চিকিৎসা।

মেদ ধাতু জনিত কুরণ্ডে প্রথমতঃ গোময় পিণ্ড উত্তপ্ত করিয়া মৃদু সেক দিবে। পরে সুশ্রুতোক্ত সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ দিবে। অথবা

পানীয়াদি ব্যবস্থা।

আমবাতে পঞ্চকোলসিদ্ধং পানান্নমিষ্যতে ॥ ২ ॥ পটোলং গোক্ষুরশ্চৈব বরুণং কারবেল্লকম্ ॥ যবকোদ্রবশাল্যাদি প্রপুরাণং সতিক্তকম্। লাবাদীনাং তথা মাংসং তক্রেণ মস্তুনা হিতম্ ॥ ৩ ॥

শঙ্করস্বেদঃ।

কার্পাসাস্থি-কুলত্থিকাতিলযবৈরণ্ডমূলাতসী বর্ষাভূ-শণবীজকাঞ্জিকযুতৈরেকীকৃতৈর্ব্বা পৃথক্। স্বেদস্যাদতি কূর্পরোদরশিরঃস্ফিক্‌পাণিপাদাঙ্গুলী গুল্‌ফস্কন্ধকটীরুজা বিজয়তে সামাঃশরীরানুগাঃ। (এতানি সমুদিতানি একৈকশোবা সংকুট্য কাঞ্জিকেন সংসিচ্য বস্ত্রেণ

স্বেদক্রিয়ার মধ্যে একটী ব্যবহারিক প্রক্রিয়া এই—বালুকা খোলায় করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে একখানি বস্ত্রখণ্ডের উপরি ভেরেণ্ডা পাতা পুরু করিয়া পাতিবে, তদুপরি অগ্নির উপরিস্থিত খোলা হইতে হাতা দ্বারা বালি গ্রহণ পূর্ব্বক ঢালিয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ উহা পুটুলী বদ্ধ করিয়া রোগীর গাত্রে যাহাতে সহ্য করিতে পারে এরূপ ভাবে অঙ্গে কাপড় জড়াইয়া তদুপরি লাগাইবে। এইরূপ করিতে করিতে সেই পুটুলিটী শীতল হইয়া গেলে অপর একটী বালুকার পুটুলী দ্বারা অঙ্গে সেক দিতে হইবে। সেক দেওয়ার সময়ে নিয়ত ধারাবাহিক্রমে সেক দিতে হইবে, একটী পুটুলী দ্বারা সেক দিয়া কিছুক্ষণ থামিয়া পুনঃ আর একটী দ্বারা সেক দিলে চলিবে না। সুতরাং এক ব্যক্তি বালুকা দ্বারা পুটুলী বান্ধিতে থাকিবে, অপর এক ব্যাক্তি কি দুই ব্যক্তি সেক দিতে থাকিবে। এইরূপ নিয়ত ২।৩ ঘণ্টা সেক দিলে শারীরিক গুরুতা ও বেদনা প্রভৃতির লাঘব হইয়া থাকে। এইরূপ সেক ক্রিয়া আমবাত রোগীর পক্ষে মহোপকারক। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আমবাত রোগী অচিরে রোগমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

পানীয় ও পথ্যব্যবস্থা।

পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতার মূল ও শুঁঠ; এই পদার্থগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া জল গ্রহণ করিবে। উক্ত জল যথা প্রয়োজন রোগীকে পান করিতে দিবে। পিপাসা শান্তির নিমিত্ত এই জলই উহার পক্ষে সবিশেষ উপকারী, এতদ্ভিন্ন উক্ত নিয়মে জল প্রস্তুত করিয়া যথা প্রয়োজন সেই জল ও চাউলের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে। এইরূপ আহারই আমবাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রথমতঃ ব্যবস্থেয় ॥ ২ ॥

পটোল, গোক্ষুরশাক, বরুণ (বরুণের পত্র) এবং করল্লা এই সকল দ্বারা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। পুরাতন কোদ্রব (কোদ ধান্য) ও শালী ধান্যের তণ্ডুলের (দাদখানি চাউলের) অন্ন তিক্ত দ্রব্যের সহিত এবং লাব প্রভৃতি পক্ষীর মাংস তক্র বা দধির মাতের সহিত সেবন করিবে। এইরূপ আহার আমবাত রোগীর পক্ষে হিতকর ॥ ৩ ॥

শঙ্করস্বেদ।

কার্পাসাস্থি (কার্পাসের বীজ), কুলথকলাই, তিল, যব, এরণ্ডমূল, অতসী (তিসী), পুনর্নবা ও শণবীজ, ইহাদের এক একটী দ্বারা বা সমস্ত দ্রব্য দ্বারা সেক প্রদান করিবে। অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত এবং কাঁজিতে সিক্ত করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তিনটী কি চারিটী পুটুলী প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর প্রজ্বলিত চুল্লীর উপর কাঞ্জিপূর্ণ একটী মৃত্তিকার হাঁড়ী স্থাপন পূর্ব্বক তাহার মুখে একখানি সচ্ছিদ্র শরা ঢাকা দিবে, এবং তাহাদের

আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরং পরম্ ॥ ১৫ ॥ ত্রিবৃৎসৈন্ধবশুণ্ঠীনা-মারনালেন চূর্ণিতম্। পীত্বা বিরিচ্যতে জন্তুরামবাতহরং পরম্ ॥১৬॥ সপ্তাহং ত্রিবৃতশ্চূর্ণং ত্রিবৃৎক্কাথেন ভাবিতম্। কাঞ্জিকেন তু তৎপীতং রেচয়েদামবাতিনম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

বৈশ্বানরচূর্ণম্।

মানিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ যমান্যাস্তদ্বদেব হি ॥ ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ভাগপঞ্চকম্। দশদ্বৌ চ হরীতক্যাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ ॥ মস্ত্বারনালতক্রেণ সর্পিষোষ্ণোদকেন বা। পীতং জয়ত্যামবাতং গুল্মং হৃদ্বস্তিজান্ গদান্ ॥ প্লীহানং গ্রন্থিশূলাদীনর্শাংস্যানাহমেবচ। বিবন্ধং বাতজানুরোগান্। তথৈব হস্তপাদজান্। বাতানুলোমনমিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্ ॥ (বৈশ্বানরচূর্ণে মাণিমন্থং সৈন্ধবং, যমান্যা স্তদ্বদিতি ভাগদ্বয়ং। ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া ইতি অজমোদা যমানী, তেন পঞ্চভাগো যমান্যা এব, একে যমানীস্থানে যবক্ষারং পঠন্তি, কেচিৎ বনযমানীত্যুপন্যস্য যমান্যা ভাগদ্বয়ং প্রযচ্ছন্তি, অন্যে ত্বজ-মোদাং বনযমানীং গৃহ্ণন্তি, কিন্তু অন্তঃপরিমার্জ্জনে যমান্যেব যুক্তা। দশ দ্বৌ চেতি দ্বাদশভাগ রিতি শিবদাসঃ) ॥ ১৯ ॥

বিনষ্ট হয়। এক্ষণকার ব্যবহারিক মাত্রানুসারে শুঁঠের চূর্ণ চারিআনা কি ছয়আনা হওয়া উচিত ॥ ১৫ ॥

তেউড়ীচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজীর সহিত সেবন করিলে দাস্ত হইয়া আমবাতরোগ প্রশমিত হয়। এক্ষণকার ব্যবহারিক মাত্রানুসারে তেউড়ীর চূর্ণ চারিআনা, শুঁঠ চূর্ণ দুইআনা এবং সৈন্ধবলবণ দুইআনা, এই পরিমাণে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে দেওয়া যাইতে পারে ॥ ১৬ ॥

তেউড়ীর চূর্ণ তেউড়ীর ক্বাথে সপ্তাহ কাল ভাবনা দিবে, তদনন্তর উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যথা প্রয়োজন কাঁজির সহিত সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। এস্থলে তেউড়ীচূর্ণ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে সেবন করিলেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। কিন্তু উক্ত নিয়মে ভাবনা না দিয়া তেউড়ীর চূর্ণ ব্যবহার করিতে হইলে ছয় আনা পরিমাণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কাহারও বা চারি আনাতেও ৪।৫ বার দাস্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭-১৮ ॥

বৈশ্বানর চূর্ণ।

মানিমন্থ (সৈন্ধবলবণ) দুইভাগ, যমানী দুইভাগ, অজমোদা (যমানী) ৩ ভাগ, সুতরাং যমানী সমুদয়ে ৫ ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন এস্থলে অজমোদা শব্দে বনযমানীই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা শিব দাসের অভিপ্রেত নহে। শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণদ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে (চারি আনা মাত্রায়) লইয়া দধির মাত, কাঁজি, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, গুল্মরোগ এবং হৃদয় ও বস্তি স্থানস্থ রোগ, প্লীহা, গ্রন্থিশূল, অর্শ ও আনাহ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অজমোদাদিবটকঃ।

অজমোদা-মরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গসুরদারুচিত্রকশতাহ্বাঃ। সৈন্ধব পিপ্পলী-মূলং ভাগা নবকস্য পলিকাঃ স্যুঃ॥ শুণ্ঠী দশপলিকা স্যাৎ পলানি তাবন্তি বৃদ্ধদারস্য। পথ্যা পঞ্চ পলানিচ সর্ব্বাণ্যেকত্র কারয়েৎ সংচূর্ণম্॥ সমগুড়বটকান্‌খাদতশ্চূর্ণং বাপ্যুষ্ণবারিণা পিবতঃ। নশ্যন্ত্যা-মানিলজাঃ সর্ব্বরোগাঃ সুকষ্টাশ্চ॥ বিশ্বচিকা প্রতিতূনী হৃদ্রোগো গৃধ্রসী চোগ্রা। কটিবস্তিগুদস্ফুটনঞ্চৈবাস্থিজঙ্ঘয়োস্তীব্রম্॥ শ্বয়থুস্তথাঙ্গসন্ধিষু যে চান্যেঽপ্যামবাতসম্ভূতা। সর্ব্বে প্রযান্তি নাশং তম ইব সূর্য্যাংশুবিধ্বস্তম্॥ ২০॥

আমগজসিংহমোদকঃ।

শুণ্ঠীচূর্ণস্য প্রস্থৈকং যমান্যাশ্চ পলাষ্টকম্। জীরকস্য পলদ্বন্দ্বং ধন্যা-কস্য পলদ্বয়ম্। পলৈকং শতপুষ্পায়া লবঙ্গস্য পলং তথা॥ টঙ্গণস্য পলং গ্রাহ্যং মরিচস্য পলং ভবেৎ। ত্রিবৃতাত্রিফলাক্ষারপিপ্পলীনাং পলং পলম্॥ এতেষাং সর্ব্বচূর্ণানাং খণ্ডং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্। ঘৃতেন গুড়কীকৃত্য মোদকো মধুনা কৃতঃ॥ শট্যেলাতেজপত্রাণাং কর্ষং দদ্যাদ্‌গুড়ত্বচঃ। চতুর্ভিরধিবাসোঽস্য তোলৈকং খাদয়েদ্বুধঃ॥ শরীরং বীক্ষ্য মাত্রাস্য যুক্ত্যা বা রুচিবর্দ্ধনম্। আমবাতপ্রশমনঃ কটীগ্রহবিনাশনঃ॥ শূলঘ্নো রক্তপিত্তঘ্নশ্চাম্লপিত্তবিনাশনঃ। শ্রীমতা চন্দ্রনাথেন গুরুণা ভাষিতো ময়ি॥ শ্রীমদ্‌গহননাথোঽহং কৃতবান্

অজমোদাদি বটক।

অজমোদা (যমানী), মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিতার মূল, শুল্‌ফা, পিপুল মূল ও সৈন্ধবলবণ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা, শুঁঠ ৮০ তোলা, বৃদ্ধ দারক বীজ (বিস্তাড়ক বীজ) ৮০ তোলা, হরীতকী ৪০ তোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত-পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া যে পরিমাণ হইবে, তত পরিমাণ ইক্ষুগুড় গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলের সহিত অগ্নিতে গলাইয়া তাহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া বটক (বটী) প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, বিশ্বচী, প্রতিতূনী, হৃদ্রোগ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে প্রয়োগ করা উচিত॥ ২০॥

আমগজসিংহ মোদক।

শুঁঠ ২ সের, যমানী একসের, জীরা ১৬ তোলা, ধনিয়া ১৬ তোলা, শুলফা ৮ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা, সোহাগার খৈ ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা, বহেড়া ৮ তোলা, যবক্ষার ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিলে যত হইবে, তাহার চারি গুণ চিনি। প্রথমতঃ চিনি জলে গুলিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া সূতার ন্যায় তার বান্ধিলে উহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে এবং হস্তে ঘৃত মাখাইয়া মোদক (লাড়ু) প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর শটী, ছোট এলাচি, তেজপত্র ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ দুইতোলা পরিমাণে লইবে এবং একত্র

মোদকং শুভম্। † গর্জত্বামগজেন্দ্রোঽয়মজীর্ণবনমাগতঃ॥ যথা সিংহোবনে হন্তি দন্তিনং বলিনং শুভম্। তথামবাতকরিণং নিহন্ত্যেষ ন সংশয়ঃ॥ ২১॥

রসোনপিণ্ডঃ।

রসোনস্য পলশতং তিলস্য কুড়বং তথা। হিঙ্গুত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ॥ শতপুষ্পা তথ কুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ। অজমোদা যমানী চ ধন্যাকঞ্চাপি বুদ্ধিমান্॥ প্রত্যেকন্তু পলশ্চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েৎ দিনষোড়শ॥ প্রক্ষিপ্য তৈলমানীঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য চ। খাদেৎ কর্ষপ্রমাণঞ্চ তোয়ং মদ্যং পিবেদনু॥ আমবাতে তথা বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ে। অপস্মারেঽনলে মন্দে কাসশ্বাসোদরেষু চ॥ উন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে জন্তোঃ প্রশম্যতে। (সিদ্ধফলোঽয়ংরসোনপিণ্ডঃ। মানীত্যষ্টৌ পলানি দ্বৈগুণ্যাভাবাদিতি শিবদাসঃ)॥২২॥

মহারসোনপিণ্ডঃ।

রসোনং পলশতং ক্ষুণ্ণং তদর্দ্ধং নিস্তুষাত্তিলাৎ। পাত্রং গব্যস্য তক্রস্য পিষ্ট্বা চৈতানি সংক্ষিপেৎ॥ ত্রিকটু ধান্যকং চব্যং চিত্রকং গজ-

মিশ্রিত করিয়া মোদকের উপরে ও চারি দিকে ছড়াইয়া দিবে। ইহাতে মোদকগুলি সদ্গন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ চারিআনা হইতে অৰ্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে আমবাত, কটীশূল, শূলরোগ, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্তরোগ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২১॥

রসোন পিণ্ড।

রসোন সাড়ে বারসের খোসা ছাড়াইয়া পেষণ করিয়া লইবে এবং খোসা শূন্য তিল অৰ্দ্ধসের পেষণ করিয়া লইবে, তদনন্তর হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবৰ্চ্চল, বিট্, ওদ্ভিদ্, শুল্‌ফা, কুড়, পিপুলমূল, রক্তচিতারমূল, যমানী দুইভাগ ও ধনিয়া; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ৮ তোলা, তিলতৈল একসের, কাঁজি দুইসের। উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্য একটী ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে, ১৬ দিন পরে উক্ত ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহার ব্যবহারিক মাত্রা অৰ্দ্ধতোলা বা চারিআনা। এই ঔষধ পান করিয়া জল বা মদ্য পান করিবে। ইহাতে আমবাত, বাতরোগ, অপস্মার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, উন্মাদ এবং ক্রিমিশূল রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২২॥

মহারসোন পিণ্ড।

খোসা রহিত রসোন সাড়ে বারসের, তুষ রহিত তিল সওয়া ছয়সের; এই উভয় দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ পেষণ করিয়া লইবে; মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, ধনিয়া, চই, রক্তচিতারমূল, গজ-

† গর্জ্জিতি;—অয়ং আমগজেন্দ্রঃ আমবাতরূপো গজরাজঃ অজীর্ণবনমাগতঃ সন্ গর্জ্জতু শব্দায়তাম্, যথা সিংহঃ বনে শুভং বলিনং দন্তিনং হন্তি, তথা এষঃ আমগজসিংহঃ আমবাতকরিণং হন্তি, অস্মিন্ বিষয়ে সংশয়ো নাস্তি।

পিপ্পলী। অজমোদা ত্বগেলাচ গ্রন্থিকঞ্চ পলাংশিকম্॥ শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ পলাংশং মরিচস্য চ। কুষ্ঠাজাজ্যোশ্চ চত্বারি মধুনঃ কুড়বং তথা॥ আর্দ্রকস্য চ চত্বারি সর্পিষোঽষ্টৌ পলানি চ। তিলতৈলস্য তাবন্তি শুক্তকস্যাপি বিংশতিঃ॥ সিদ্ধার্থকস্য চত্বারি রাজিকায়াস্তথৈব চ। কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং হিঙ্গুর্লবণপঞ্চকম্॥ একীকৃত্য দৃঢ়ে কুম্ভে ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ। দ্বাদশাহাৎ সমুদ্ধৃত্য প্রাতঃ খাদ্যং যথাবলম্॥ সুরাং সৌবীরকং সীধু ক্ষীরঞ্চানু পিবেন্নরঃ। জীর্ণে যথেপ্সিতং ভোজ্যং দধিপিষ্টান্নবর্জ্জিতম্। একমাসপ্রয়োগেন সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিশচ্চ পৈত্তিকান্॥ বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব প্রমেহানপি বিংশতিম্। অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি গুল্মং পঞ্চবিধং তথা॥ শ্বয়থুং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বমাশু বিনাশয়েৎ॥ ক্ষতসন্ধ্যস্থিভগ্নানাং সন্ধানকারণঃ পরঃ। দৃষ্টের্ব্বর্ণকরোহৃদ্য আয়ুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ॥ মহারসোনপিণ্ডোয়মামবাতকুলান্তকঃ॥ [সর্ব্বমেকীকৃত্য চণ্ডাতপে শোষয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য ধান্যরাশৌ দ্বাদশদিনানি স্থাপয়েৎ]॥ ২৩॥

বাতারিগুগ্গুলুঃ।

বাতারিতৈলসংযুক্তং গন্ধকং পুরসংযুতম্। ফলত্রয়যুতং কৃত্বা পিট্টয়িত্বা চিরং রুজী॥ ভক্ষয়েৎ প্রত্যহং প্রাতরুষ্ণতোয়ানুপানতঃ। দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাষমেকং নিরন্তরম্॥ আমবাতং কটীশূলং

পিপুল, যমানী, দারুচিনি, ছোটএলাচি, পিপুলমূল ও মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা, কুড় ৩২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ৩২ তোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবে, তক্র (ঘোল) ১৬ সের, চিনি ৬৪ তোলা, মধু ৩২ তোলা, তিলতৈল ৬৪ তোলা, কাঁজি ১৬০ তোলা, আদা খণ্ড খণ্ড কৃত ৩২ তোলা, শ্বেত সর্ষপ ৩২ তোলা, কুট্টিত রাই সর্ষপ ৩২ তোলা, হিঙ্গু দুইতোলা ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে দুইতোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যসন্তাপে কিছুকাল শুষ্ক করিয়া তৎপরে ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ধান্যরাশি মধ্যে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর বার দিন পরে উহা গ্রহণ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিয়া সুরা, সৌবীর, সিধু বা দুগ্ধ পান করিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে যথাভিলষিত রূপ আহার করিবে, কিন্তু দধি ও পিষ্টক ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই নিয়মে ঔষধ একমাস কাল সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ অশীতি প্রকার বাতরোগ, চত্বারিংশত প্রকার পিত্তরোগ, বিংশতি প্রকার শ্লৈষ্মিকরোগ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, ছয় প্রকার অর্শ, পঞ্চবিধ গুল্ম, আমবাত, শোথ, যোনিশূল প্রভৃতি আশু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা দৃষ্টিশক্তি, বর্ণ, আয়ু ও বলবর্দ্ধক এবং হৃদয়ের হিতকারী॥ ২৩॥

বাতারি গুগ্গুলু।

শোধিত গন্ধক, শোধিত গুগ্গুলু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিবে, পরে উহার সহিত এক ভাগের তুল্য পরিমাণ

গৃধ্রসীং খঞ্জপঙ্গুতাম্। বাতরক্তং সশোথঞ্চ সদাহং ক্রোষ্টুশীর্ষকম্॥ শময়েদ্বহুশোদৃষ্টমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্॥ ২৪॥

যোগরাজগুগ্গুলুঃ।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানী কারবী তথা। বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ জীরকং সুরদারু চ॥ চব্যেলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্নাগোক্ষুরধান্যকম্। ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং ত্বগুশীরং যবাগ্রজম্॥ তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রস্তু গুগ্গুলুম্॥ সংমর্দ্দ্যং সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। অতোমাত্রা প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি॥ যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ। আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ ক্রিমিদুষ্টব্রণাণি চ॥ প্লীহগুল্মোদরানাহ-দুর্নামানি বিনাশয়েৎ। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা। বাতরোগান্ জয়ত্যেষঃ সন্ধিমজ্জগতানপি॥ ২৫॥

বৃহদ্‌যোগরাজতৈলম্।

ত্রিকটুত্রিফলাপাঠা শাতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্। অজমোদা বচা হিঙ্গু হবুষা হস্তীপিপ্পলী॥ উপকুঞ্চী শটী ধান্যং বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা। সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং ত্বগেলা পত্রকেশরম্॥ ফণিজ্ঝকঞ্চ লৌহঞ্চ সর্জ্জকঞ্চ ত্রিকণ্টকম্। রাস্না চাতিবিষা শুণ্ঠী যবক্ষারাম্লবেতসম্॥

এরগুতৈল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রাতে চারিআনা পরিমাণে সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। ইহা একমাস কাল সেবন করিলে আমবাত, কটীশূল, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, বাতরক্ত, শোথ, দাহ, ক্রোষ্টুশীর্ষক রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৪॥

যোগরাজ গুগ্গুলু।

রক্তচিতার মূল, পিপুল মূল, যমানী, কারবী (কৃষ্ণজীরা), বিড়ঙ্গ, অজমোদা (যমানী), জীরা, দেবদারু, চই, ছোটএলাচি, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনিয়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র, তেজপত্র; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে সমুদয়ে যত হইবে, তত পরিমাণ শোধিত গুগ্গুলু গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত সহযোগে পেষণ করিয়া ঘৃতাক্ত-পাত্রে রাখিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে আমবাত, আঢ্যবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, অর্শ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন অগ্নি, বল ও তেজ বৃদ্ধি হয় এবং সন্ধি মজ্জগত বাতরোগ অপনীত হইয়া থাকে। এস্থলে গুগ্গুলের সমপরিমাণ ঘৃতের সহিত গুগ্গুলু মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। পরন্তু অজমোদা শব্দে বনযমানী বুঝাইলেও এস্থলে যমানীই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা শিব দাসের অভিপ্রেত॥ ২৫॥

বৃহদ্ যোগরাজ গুগ্গুলু।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আকনধ (আকন্দীলতা), শুল্ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অজমোদা (যমানী), বচ, হিঙ্গু, হবুষা, গজপিপুল, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনিয়া, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুলমূল, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজ-পত্র, নাগকেশর, ফণিজ্ঝক (তুলসী বিশেষ), লৌহভস্ম, ধুনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতুষ, শুঁঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস (থৈকল), রক্তচিতারমূল, কুড়, চই, বৃক্ষাম্ল (মহাদা), দাড়িম,

চিত্রকং পুষ্করং চব্যং বৃক্ষাম্লং দাড়িমং রুবু। অশ্বগন্ধা ত্রিবৃদ্দন্তী বদরং দেবদারু চ॥ হরিদ্রা কটুকা মূর্ব্বা ত্রায়মাণা দুরালভা। বিড়ঙ্গং মৃতবঙ্গঞ্চ যমানী বাসকাভ্রকম্॥ এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শোধিতং গুগ্গুলুঞ্চৈব সর্ব্বচূর্ণসমং নয়েৎ॥ ঘৃতেন পিট্টয়িত্বা চ স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। রসবাতেন যে ভগ্না কটিভগ্নাশ্চ যে জনাঃ॥ একাঙ্গং শুষ্যতে যেষাং কুষ্ঠং বাপি ক্ষতোত্তরম্। পাদৌ বিস্তারিতৌ যেষাং যেষাং বা গৃধ্রসীগ্রহঃ॥ সন্ধিবাতং ক্রোষ্টুশীর্ষং বাতং সর্ব্বশরীরগম্। অশীতিং বাতজান্‌রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্। বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ। অয়ং বৃহদ্‌যোগরাজগুগ্গুলুঃ সর্ব্ববাতহা॥ ২৬॥

সিংহনাদগুগ্গুলুঃ।

পলত্রয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সুচূর্ণিতম্। সৌগন্ধিকপলঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলন্তথা॥ কুড়বং চিত্রতৈলস্য সর্ব্বমাদায় যত্নতঃ। পাচয়েৎ পাকবিদ্‌বৈদ্যঃ পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে। হন্তি বাতং তথা পিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গুতাম্। শ্বাসং সুদুর্জ্জয়ং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥ কুষ্ঠানি বাতরক্তঞ্চ গুল্মশূলোদরাণি চ। আমবাতং জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্॥ এতদভ্যাসযোগেন জরাপলিতনাশনম্। সর্পিস্তৈলরসোপেতম শ্নীয়াৎ শালিষষ্টিকম্॥ সিংহনাদ ইতি খ্যাতো রোগবারণ-দর্পহা। বহ্নিবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা॥ (ত্রিফলায়াঃ ক্কাথস্য পলত্রয়ং প্রত্যেকং, সুচূর্ণিত মিতি সৌগন্ধিকমিত্যনেন সম্বধ্যতে। সৌগন্ধিকমিতি গন্ধকং, তচ্চ শোধিতং গ্রাহ্যং।

এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বদরীফল (পুরাতন কুল), দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, মূর্ব্বা (গোরাচক্রের মূল), বলালতা, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভস্ম, যমানী, বাসক, অভ্রভস্ম; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ শোধিত গুগ্‌গুলু গ্রহণ পূর্ব্বক গুগ্‌গুলের সম পরিমাণ ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুল মিশ্রিত করিবে, পরে তাহার সহিত চূর্ণ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ একসিকি পরিমাণে সেবন করিলে আমবাত ও বাতরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যোগরাজ গুগ্‌গুলু অপেক্ষা ইহা অধিক ফলপ্রদ॥ ২৬॥

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু।

হরীতকী ১২ তোলা, আমলকী ১২ তোলা, বহেড়া ১২ তোলা এই দ্রব্যগুলি ১৩ সের ৩২ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৩ সের ২৪ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। শোধিত গন্ধক চূর্ণ ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা, এরণ্ডতৈল একসের (৬৪ তোলা)। প্রথমতঃ লৌহ পাত্রে এরণ্ডতৈলের সহিত গন্ধক চূর্ণ ও শোধিত গুগ্‌গুলু অগ্নি সন্তাপে কিছুকাল পাক করিবে, পরে তাহাতে হরীতকী প্রভৃতির ক্কাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে পাত্রস্থ পদার্থ গাঢ় হইয়া তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইতে থাকিলে নামাইয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। এস্থলে পাকের সুবিধার

কৌশিকস্ত্বেতি গুগ্গুলোঃ, চিত্রকতৈলমেরণ্ডতৈলং, কুড়বমিত্যষ্টৌ পলানি, অন্যে তু তৈলস্য বহুলত্বেন পাকো দুর্গ্রহঃ স্যাদিতি কৃত্বা অকৃতদ্বৈগুণ্যমেবাত্র কুড়বং গৃহ্লন্তি। ত্রিফলা প্রত্যেকং পল ১, কর্ষ ২, ক্বাথার্থ জল শরাব ৪, পল ৪, শেষ শ ১, প ১, শোধিত গন্ধকচূর্ণ পল ১, এরণ্ডতৈল পল ৮, এরণ্ডতৈলং দত্ত্বা গন্ধকচূর্ণেন সহ গুগ্গুলুঃ পাচনীয়ঃ, তদনু ত্রিফলারসেনালোড্য লৌহযন্ত্রে পক্তব্যং, মনাক্তৈলনিঃসরণে সতি সম্যক্ পাকো জ্ঞেয় ইতি শিবদাসঃ) ॥ ২৭ ॥

সিংহনাদগুগ্গুলুঃ।

কুট্টিতাং গুগ্গুলো র্মানীং কটুতৈলপলাষ্টকম্। প্রত্যেকং ত্রিফলা-প্রস্থৌ সার্দ্ধদ্রোণে জলে পচেৎ॥ পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরেতদ্-বিমর্দ্দয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলামুস্তবিড়ঙ্গা নরকালিকম্॥ গুড়ূচ্যগ্নি-ত্রিবৃদ্দন্তি চবী শূরণমানকম্। পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তি-সংমিতম্॥ সহস্রং কানকফলং সিদ্ধে সঞ্চূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ। ততোমাষ-দ্বয়ং জগ্ধা পিবেত্তপ্তজলাদিকম্॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানল-সন্নিভম্। ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা। আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং সুদারুণম্॥ জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটী-গ্রহমেব চ। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদরে॥ অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং গুদনির্গমম্। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষম-জ্বরম্॥ প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্। শোথান্ত্রবৃদ্ধি-

---

জন্য কেহ কেহ এরণ্ডতৈল একসের না দিয়া অর্দ্ধসের (৩২ তোলা) দিয়া থাকেন। এই ঔষধ একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে আমবাত, বাতরক্ত, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, শূল, খঞ্জতা, পঙ্গুতা এবং বায়ু ও পিত্তাদির দোষ প্রশমিত হয়॥ ২৭॥

সিংহনাদ গুগ্গুলু।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৯৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং একসের পরিমাণ সর্ষপ তৈলের সহিত একসের গুগ্গুল মিশ্রিত ও বস্ত্রখণ্ডে শ্লথ পুট্‌লী বদ্ধ করিয়া হরীতকী প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ করিবে, জলীয়াংশ ২৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে এবং সেই পুট্‌লীস্থ গুগ্-গুল ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, বিছাটী-মূল, গুলঞ্চ, চিতারমূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ওল, মাণ, পারদ ও গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী) প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং জয়পাল বীজ ১০০০ এক সহস্র (ইহাদের চূর্ণ) এই সমস্ত দ্রব্যগুলি প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। ইহাতে অগ্নি, ধাতু ও বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আমবাত, শিরোগত বাত, সন্ধি ও জঙ্ঘাশ্রিত বাত, কটীস্থ বাত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র,

শূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ ॥ মেদকফামসংঘাতং ব্যাধিবারণদর্পহা। সিংহনাদ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ ॥ ২৮ ॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈলম্।

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা। সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্ ॥ বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা। এতান্যর্দ্ধপলাংশানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কারয়েৎ ॥ প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থাম্বুশতপুষ্পজম্। কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা তথা মস্তু শনৈঃ পচেৎ ॥ সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যমামবাতহরং পরম্। পানাভ্যঞ্জনবস্তৌ চ কুরুতেঽগ্নিবলং ভৃশম্ ॥ বাতার্ত্তবং ক্ষণে শস্তং কটীজানূরুসন্ধিজে। শূলে হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু কৃচ্ছ্রেঽশ্মরিনিপীড়িতে ॥ বাহ্যায়ামার্দ্দিতানাহে অন্ত্রবৃদ্ধিনিপীড়িতে। অন্যাংশ্চানিলজান্ রোগান্নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্ ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং দেবকাষ্ঠঞ্চ বচা শুণ্ঠী চ কট্ফলম্। শতাহ্বা মুস্তকং চব্যং মেদে মলহরং ত্রিবৃৎ ॥ ইঙ্গুলস্য ত্বচং বালং চিত্রকং ব্রহ্মযষ্টিকা।

ভগ্ন, তিমির, উদর, অম্লপিত্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুদভ্রংশ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বিষমজ্বর, প্লীহা, শ্লীপদ, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, কামলা, শোথ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শূল ও অর্শোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

সৈন্ধবাদ্যতৈল।

এরণ্ডতৈল ৪ সের। কল্ক—সৈন্ধবলবণ, পিপুল, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, সাচিক্ষার, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), পিপুল, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। তদনন্তর শুল্‌ফা ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং কাঁজি ৮ সের দিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর দধির মাত ৮ সের তৈলে দিয়া পুনঃ তৈল পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ রূপে, পানীয় রূপে এবং বস্তি দ্বারা প্রয়োগ করিলে আমবাত, কটী, জানু, উরু ও সন্ধিগত শূল, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠশূল, অশ্মরী, ধনুষ্টঙ্কার, অর্দ্দিত, আনাহ, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বায়ু জনিত নানাবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্য তৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি মূর্চ্ছাদ্রব্যের সহিত মূর্চ্ছা পাক করিয়া নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, কট্‌ফল, শুল্‌ফা, মুথা, চই, মেদ, মহামেদ, মলহর (জয়পাল), তেউড়ী, হিজলের ছাল, বালা, চিতার মূল, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), শটী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুকা, আতুষ, এরণ্ডমূল, অম্বষ্ঠা (আকান্দী), নীলিনী (নীলবৃক্ষা), দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়, রাস্না, পিপুলমূল, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুই-তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া

শটীবিড়ঙ্গমধুকং রেণুকাতিবিষাম্বুবু॥ অম্বষ্ঠী-নীলিনী-দন্তীমূলং মরিচমেব চ। অজমোদা পিপ্পলী চ কুষ্ঠং রাস্না চ গ্রন্থিকম্॥ এষাং কর্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য মূর্চ্ছিতস্য যথাবিধি॥ এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গাৎ সর্ব্ববাতনুৎ। বিশেষেণামবাতেষু কটীজানূরুসন্ধিষু॥ হৃৎপার্শ্বসর্ব্বগাত্রেষু শূলঞ্চৈব বিনাশয়েৎ। বাতশ্লেষ্মণি বাহ্যায়ামন্ত্রবৃদ্ধৌ ভগন্দরে॥ শস্তং নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যথ দেহিনাম্। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ সৈন্ধবাদ্যমিদং তৈলং সর্ব্বাময়নিসূদনম্॥ ৩০॥

আমবাতারিবটিকা।

রসগন্ধকলৌহার্কতুত্থটঙ্গণসৈন্ধবান্। সমভাগে বিচূর্ণ্যাথ চূর্ণাদ্দ্বিগুণগুগ্গুলুঃ॥ গুগ্গুলোঃ পাদিকং দেয়ং ত্রিবৃতাচ্চূর্ণমুত্তমম্। তৎসমং চিত্রকস্যাথ ঘৃতেন বটিকাং কুরু॥ খাদেন্মাষদ্বয়ঞ্চেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ। আমবাতারিবটিকা পাচিকা মোদকা মতা॥ আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ। যকৃৎ প্লীহোদরাষ্ঠীলাং কামলাং পাণ্ডুরোগকম্॥ হলীমকঞ্চাম্লপিত্তং শ্বয়থুং শ্লীপদার্ব্বুদৌ। গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীম্॥ গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিকুষ্ঠবিনাশিনী। বিদ্রধিং গর্দ্দভানাহানন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥ ৩১॥

আমবাতারিরসঃ।

রসোগন্ধোবলা বহ্নিগুগ্গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ। এতদেরণ্ডতৈলেন

জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর তৈল মৃদু অগ্নিতে পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে আমবাত, কটী, জানু প্রভৃতি স্থানের বেদনা, সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ, ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

আমবাতারি বটিকা।

শোধিত পারদ এক তোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে। লৌহ ভস্ম একতোলা, তুঁতিয়া ভস্ম একতোলা, তাম্র ভস্ম একতোলা, সোহাগার খৈ একতোলা, সৈন্ধবলবণ একতোলা এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ শোধিত গুগ্গুলু গ্রহণ করিবে, তেউড়ী চূর্ণ গুগ্গুলুর চারি ভাগের একভাগ, চিতার মূলের চূর্ণ তেউড়ী চূর্ণের সমান, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র খলে পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে দুই মাষক পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী ত্রিফলার জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল, উদর, যকৃৎ, প্লীহোদর, আষ্ঠিলা, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অম্লপিত্ত, শোথ, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, গ্রন্থিশূল, শিরঃশূল, বাতরোগ, গৃধ্রসী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩১॥

আমবাতারি রস।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া

শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রপেষয়েৎ ॥ কর্ষোহস্যৈরণ্ডতৈলেন হন্ত্যুষ্ণজলপায়িনাম্ । আমবাতমতীবোগ্রং দুগ্ধমুদ্গাদি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২ ॥

আমবাতেশ্বরোরসঃ।

শুদ্ধগন্ধপলার্দ্ধঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তৎসমম্। তাম্রার্দ্ধং পারদং দেয়ং রসতুল্যং মৃতায়সম্ ॥ সর্ব্বং পঞ্চাঙ্গুলদলে চালয়েন্নিপুনঃ কৃতী। সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলস্য সর্ব্বং ক্বাথে বিমর্দ্দয়েৎ ॥ রৌদ্রে বিংশতি-বারাংশ্চ গুড়ূচীনাং রসৈর্দ্দশ। ভৃষ্টটঙ্গণচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ ॥ টঙ্গণার্দ্ধং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকম্। তিন্তিড়ীবীজ-চূর্ণন্তু সূততুল্যঞ্চ দন্তিকা ॥ ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব লবঙ্গং চার্দ্ধ-ভাগিকম্। আমবাতেশ্বরোনাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ মহাগ্নি-কারকোহ্যেষ আমবাতকুলান্তকঃ। স্থূলানাং কুরুতে কার্শ্যং কৃশানাং স্থৌল্যকারকম্ ॥ অনুপানরসেনৈব সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ সাধ্যা-সাধ্যং নিহন্ত্যাশু চামবাতং সুদারুণম্ ॥ গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো-মাংসরসা হিতাঃ। ভোজয়েৎ কণ্ঠপর্য্যন্তং চতুর্গুঞ্জামিতং রসম্ ॥ কট্বম্লতিক্তরহিতং পিবেত্তদনুপানকম্। শীঘ্রং জীর্য্যতি তৎসর্ব্বং জায়তে দীপনঃ পরঃ ॥ অনেন সদৃশোনাস্তি বহ্নিসন্দীপনোরসঃ। গুল্মার্শোগ্রহণীরোগশোথপাণ্ডূদরাপহঃ ॥ (সর্ব্বতোভদ্রশ্চায়-মুচ্যতে) ॥ ৩৩ ॥

কজ্জলী করিবে। ত্রিফলা ৩ তোলা, চিতারমূল ৪ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ৫ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য রেড়ীর তৈলের সহিত পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে এরণ্ড তৈলের সহিত সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিলে আমবাত প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুগ্ধ ও মুগ ডাইল প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩২ ॥

আমবাতেশ্বর।

শোধিত গন্ধক ৪ তোলা, শোধিত পারদ ২ তোলা উভয়ে মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, তাম্রভস্ম ৪ তোলা, লৌহভস্ম ২ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিবে, লৌহ পাত্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে উক্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি প্রদান করিয়া উহা দ্রবীভূত হইলে গোময় পিণ্ডোপরি স্থাপিত এরণ্ড পাত্রে ঢালিয়া অপর এরণ্ড পত্রাচ্ছাদিত গোময় পিণ্ড দ্বারা চাপিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর উহা চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের ক্বাথে ২০ বার এবং গুলঞ্চের রসে ১০ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে উক্ত দ্রব্যের সমান সোহাগার খৈ, সোহাগার অর্দ্ধভাগ বিট্‌লবণ, বিট্‌লবণের সমভাগ মরিচ চূর্ণ, তেঁতুলবীজ চূর্ণ ও দন্তীমূল চূর্ণ প্রত্যেকে পারদের সমান (২ তোলা), মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লবঙ্গ চূর্ণ ইহারা প্রত্যেকে পারদের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ এক-তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ দ্রব্য এবং পূর্ব্বোক্ত ভাবিত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চের রসের সহিত উত্তম রূপে পেষণ করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমবাত প্রশমিত হয় এবং স্থূলব্যক্তি কৃশ, কৃশ ব্যক্তি স্থূল হইয়া থাকে ; অনুপান বিশেষে ইহা সকল প্রকার রোগ নিবারণেই সমর্থ। এই ঔষধ প্রভাবে গুরু ও বৃষ্য ভক্ষ্যদ্রব্য আকণ্ঠ আহার করিলেও সুখে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কটু, অম্ল ও তিক্ত দ্রব্য ব্যতীত অপর দ্রব্য সেবন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥

ত্রিফলাদিলৌহম্।

ত্রিফলামুস্তকং ব্যোষং বিড়ঙ্গং পুষ্করং বচা। চিত্রকং মধুকঞ্চৈব পলাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্। অয়শ্চূর্ণপলান্যষ্টৌ গুগ্গুলোরষ্টাবেব হি॥ আলোড্য মধুনোপেতং পলদ্বাশকেন চ। প্রাতর্ব্বিলিহ্য ভুঞ্জানে জীর্ণে তস্মিন্ জয়েদ্রুজঃ॥ দুঃসাধ্যমামবাতঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। জীর্ণান্নসম্ভবং শূলং শ্বয়থুং বিষমজ্বরম্॥ ৩৩॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহম্।

বজ্রপাণ্ড্যাদিলোহানাং গ্রাহ্যং পঞ্চ পলং শুভম্। চূর্ণং মৃতাভ্রকস্যাপি লৌহার্দ্ধং পারদং তথা॥ ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা লৌহাভ্রাৎ ষোড়শৈর্জ্জলৈঃ। পক্ত্বাষ্টভাগশেষন্তু গ্রাহ্যং ক্বাথজলং ততঃ॥ তেন লৌহাভ্রচূর্ণঞ্চ পুনঃ পাচ্যং সমং ঘৃতম্। শতাবর্য্যা রসঞ্চৈব ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং রসাৎ॥ লৌহময্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি তাম্রকে। পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ॥ সিদ্ধে চ প্রক্ষিপেদেতান্ বিড়ঙ্গানি যথোদিতান্। বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচী-সত্ত্বজীরকম্॥ পলাশবীজং মরিচং পিপ্পলী হস্তিপিপ্পলী। ত্রিবৃতা ত্রিফলা দন্তী এলা চৈরণ্ডকং তথা॥ চবিকা গ্রন্থিকং চিত্রং মুস্তকং বৃদ্ধদারকম্। সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতেষাং লৌহাভ্রকসমং ভবেৎ॥ আম-বাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ। আমবাতঞ্চ শোথঞ্চাপ্যগ্নি-

---

ত্রিফলাদি লৌহ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, রক্তচিতার মূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে ৮ তোলা, লৌহভস্ম ৮ পল (৬৪ তোলা), শোধিত গুগ্গুলু ৮ পল (৬৪ তোলা), এই সমস্ত দ্রব্য যথোক্ত পরিমাণে লইয়া মধু ১২ পলের (৯৬ তোলার) সহিত পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে প্রাতঃকালে লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, অন্নাজীর্ণ, শূল, শোথ ও বিষম জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

লৌহভস্ম ৫ পল (৪০ তোলা), অভ্রভস্ম ২॥ পল (২০ তোলা), পারদ ২০ তোলা, গন্ধক ২০ তোলা (এস্থলে গন্ধকের উল্লেখ না থাকিলেও গন্ধক বুঝিয়া লইতে হইবে, কারণ পারদ গন্ধকের সহিত যোগ না করিয়া প্রয়োগ করিলে মহান্ অনিষ্ট সজ্ঘটিত হইয়া থাকে, সুতরাং পারদ ও গন্ধক উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে), তদনন্তর ত্রিফলা সমস্তে ১৮০ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ২৮৮০ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৩৬০ তোলা অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, উক্ত ক্বাথ এবং ঘৃত ৬০ তোলা, শত-মূলের রস ৬০ তোলা, দুগ্ধ ১২০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া লৌহ বা তাম্র পাত্রে জ্বাল দিতে থাকিবে এবং উহাতে লৌহভস্ম ও অভ্রভস্ম দিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী দিবে এবং বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, জীরা, পলাশ বীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপুল, তেউড়ী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, ছোট এলাচি, এরণ্ডমূল, চই, পিপুলমূল, রক্তচিতারমূল, মুথা ও বৃদ্ধদারক বীজ (বিস্তাড়ক বীজ); এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমস্তে ৬০ তোলা দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ একআনা

মান্দ্যং হলীমকম্ ॥ কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদ্ব্যং রসায়নম্।
(অত্রানুক্তগন্ধকমপি কজ্জলিকাযোগ্যং দত্ত্বা কুর্ব্বন্তি) ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চাননরসলৌহম্।

জারিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভম্। গুগ্গুলোশ্চ পলং পঞ্চ লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকম্ ॥ শুদ্ধসূতাভ্রকসমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ। ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাৎ কৃত্বা তাং ত্রিফলাং পচেৎ ॥ দ্বিরষ্টভাগং পানীয়-মষ্টভাগাবশেষিতম্। তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লোহাভ্র গুগ্গুলুম্ ॥ ঘৃততুল্যং শতাবর্য্যা রসং দত্ত্বা তথা শুভম্। প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥ লৌহময্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃণ্ময়ে। ততঃ পাকবিধিজ্ঞস্তু পাকসিদ্ধৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥ বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্বজীরকম্। পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম্ ॥ সুচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেকমেষামর্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ। রসস্য কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষ্ণে বিমর্দ্দয়েৎ ॥ উত্তার্য্য স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সু-রক্ষিতম্। ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ ॥ গুড়ূচীনাগরৈরণ্ডং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। ভক্ষয়েচ্ছুদ্ধদেহস্তু শুভেঽহনি সুরার্চ্চকঃ ॥ আমবাতমহাব্যাধিবিনাশায়েষ্টদেবতা। সন্ধিবাতং কটীশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণম্ ॥ জঙ্ঘাপাদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীং হন্তি পঙ্গুতাম্। গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহম্ ॥ আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ ॥ ৩৫ ॥

বা দুইআনা পরিমাণে সেবন করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, হলীমক, কামলা ও পাণ্ডু-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চাননরসলৌহ।

লৌহভস্ম ৫ পল (৪০ তোলা), শোধিত গুগ্গুলু ৫ পল (৪০ তোলা), অভ্রভস্ম ২০ তোলা, শোধিত পারদ ২০ তোলা, গন্ধক ২০ তোলা, প্রথমতঃ গন্ধক ও পারদ একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে, পরে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া সমস্তে ১২০ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ১৯২০ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ২৪০ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথে লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম ও গুগ্গুলু প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে ঘৃত ৩২ পল (২৫৬ তোলা), শতমূলের-রস ৩২ পল (২৫৬ তোলা), দুগ্ধ ৩২ পল (২৫৬ তোলা) দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, জীরা, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতারমূল, তেউড়ী দন্তীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোটএলাচি ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে উহাতে দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে, পরে গুলঞ্চ, শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ পান করিবে। এই নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে আমবাত, সন্ধিগত বাত, কটীশূল, কুক্ষিশূল, জঙ্ঘা ও পাদাঙ্গুলী গত বেদনা, গৃধ্রসী, পঙ্গুতা, গুল্ম, শোথ ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

বর্জ্জনীয়-বিধিঃ।

দধি-মৎস্য-গুড়ক্ষীরপোতকীমাষপিষ্টকান্। বর্জ্জয়েদামবাতার্ত্তো-মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্॥ অভিস্যন্দিকরা যে চ যে চান্যে গুরুপিচ্ছিলাঃ। বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন আমবাতার্দ্দিতৈর্নরৈঃ॥ ৩৬॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং আমবাতচিকিৎসা।

বর্জ্জনীয় বিধি।

আমবাত রোগী দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পোংকী (পুঁইশাক), মাষকলাই, পিষ্টক, আনূপ-মাংস এবং যে সকল অভিষন্দী (ক্লেদজনক) দ্রব্য, গুরু ও পিচ্ছিল দ্রব্য, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৬॥

আমবাত চিকিৎসা সমাপ্ত।

শূলরোগ-চিকিৎসা।

চিকিৎসা সূত্রম্।

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ। ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে॥ পুংসঃ শূলাভিপন্নস্য স্বেদএব সুখাবহঃ। পায়সৈঃ কৃশরৈঃ পিষ্টৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বাপি শিতোৎকরৈঃ॥ ১॥

বাতজশূল-চিকিৎসা।

বাতাত্মকং হন্ত্যচিরেণ শূলং স্নেহেন যুক্তস্তু কুলত্থযূষঃ। সসৈন্ধব-ব্যোষযুতঃ সলাবঃ সহিঙ্গুসৌবর্চ্চলদাড়িমাদ্যঃ॥ ২॥ বলা পুনর্নবৈরণ্ড-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ। সহিঙ্গুলবণোপেতং সদ্যোবাতরুজাপহম্॥ ৩॥

শূলরোগ চিকিৎসা।

বমন, লঙ্ঘন স্বেদ (সেক), পাঁচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষারচূর্ণ এবং গুড়িকা; এই সমস্ত শূলনাশক উপায়; অর্থাৎ শ্লেষ্মজনিত শূলে বমন, বাতশ্লেষ্মজ শূলে সেক প্রয়োগ করিবে; শূলরোগ অজীর্ণদোষে উৎপন্ন হয় বলিয়া আমরসের পরিপাকের নিমিত্ত লঙ্ঘন উপকারী; রোগীকে সেক দিতে হইলে পায়স, কৃশরা (তিলবাটা) স্নিগ্ধ পিষ্টক বা সিতোৎকর দ্বারা সেক দেওয়া কর্ত্তব্য॥ ১॥

বায়ুজনিত শূল চিকিৎসা।

কুলত্থ কলাই ৪ তোলা, লাবমাংস ৪ তোলা, এই দুই পদার্থ দুইসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে উক্ত কাথ হিঙ্গুযুক্ত ঘৃতে সম্বলন করিয়া (সাঁতলাইয়া) তাহাতে সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠচূর্ণ সমস্তে দুইতোলা এবং দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বায়ুজনিত শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২॥

বেড়েলার মূল (বাইরকলির মূল), পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, ব্যাকুড় (বৃহতী), কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উল্লিখিত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বায়ুজ শূল প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩॥

শূলী নিরন্নকোষ্ঠোঽদ্ভিরুষ্ণাভিশ্চূর্ণিতা পিবেৎ। হিঙ্গুপ্রতিবিষাব্যোষবচাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ ॥ ৪ ॥ তুম্বুরুণ্যভয়াহিঙ্গুপৌষ্করং লবণত্রয়ম্। পিবেদুষ্ণাম্বুনা বাপি শূলগুল্মাপতন্ত্রকী ॥ ৫ ॥ যমানী হিঙ্গুসিন্ধুত্থক্ষারসৌবর্চ্চলাভয়াঃ। সুরামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিসূদনাঃ ॥ ৬ ॥ বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ৭ ॥ তদ্বদ্রুবু ক্বাথো হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতঃ ॥ ৮ ॥ সৌবর্চ্চলাম্লিকাজাজীমরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ ॥ মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টা গুড়িকা বাতশূলনুৎ ॥ ৯ ॥ বীজপূরকমূলঞ্চ ঘৃতেন সহ পায়য়েৎ ॥ জয়েদ্বাতভবং শূলং কর্ষমেকং প্রমাণতঃ ॥ ১০ ॥ বিল্বমূলতিলৈরণ্ডং পিষ্ট্বা চাম্লতুষাম্ভসা ॥, গুড়িকাং ভ্রাময়েদুষ্ণাং বাতশূলবিনাশিনী ॥ ১১ ॥ তিলৈশ্চ গুড়িকাং কৃত্বা ভ্রাময়েজ্জঠরোপরি ॥ গুড়িকা শময়ত্যেষা শূলঞ্চৈবাতিদুস্তরম্ ॥ ১২ ॥ নাভি-

---

আতুষ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বচ, সৌবর্চ্চললবণ এবং হরীতকী ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া শূন্যোদরে (খালীপেটে) সেবন করিলে বায়ু জনিত শূল অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তুম্বুরু, হরীতকী, হিঙ্গু, কুড়, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে উক্ত চূর্ণ দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শূল, গুল্ম ও অপতন্ত্রক নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চললবণ ও হরীতকী, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বায়ুজ শূল প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শুঁঠ ও এরণ্ডমূল, এই দুই পদার্থের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শূলরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥৭॥

এরণ্ডমূল ও যব সমভাগে সমস্তে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চললবণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সৌবর্চ্চললবণ একতোলা, তিন্তিড়ী (তেঁতুল) ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ৪ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ; এই দ্রব্যগুলি ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ছোলঙ্গ লেবুর মূল অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত সেবন করিলে পিত্তজশূল বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বেলের মূল, তিল, এরণ্ডমূল ; এই দ্রব্যগুলি অম্ল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। তদনন্তর উহা উত্তপ্ত করিয়া পেটে বুলাইলে বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

তিল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া গোলাকৃতি করিবে। পরে উহা উত্তপ্ত করিয়া বেদনা স্থানে বুলাইলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মদনফল (ময়নাফল) কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া নাভিতে লেপন করিলে শূল ও বাত-

লেপাঞ্জয়েচ্ছূলং মদনঃ কাঞ্জিকান্বিতঃ ॥ জীবন্তী-মূলকল্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ ॥ ১৩ ॥

পিত্তশূল-চিকিৎসা।

গুড়ঃ শালির্যবা ক্ষীরং সর্পিঃপানং বিরেচনম্। জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাম্ ॥ ১ ॥ পৈত্তে তু শূলে বমনং পয়োহম্বু-রসৈস্তথেক্ষোঃ সপটোলনিম্বৈঃ। শীতাবগাহাঃ পুলিনাঃ সবাতাঃ কাংস্যাদিপাত্রাণি জলপ্লুতানি ॥ ২ ॥ বিরেচনং পিত্তহরঞ্চ শস্তং রসাশ্চ শস্তাঃ শশলাবকানাম্। সন্তর্পণং লাজমধূপপন্নং যোগাঃ সুশীতা মধুসংপ্রযুক্তা ॥ ৩ ॥ ছর্দ্দ্যাংজ্বরে পিত্তভবেঽথ শূলে ঘোরে বিদাহে ত্বতিকর্ষিতে চ। যবস্য পেয়াং মধুনা বিমিশ্রাং পিবেৎ সুশীতাং মনুজঃ সুখার্থী ॥ ৪ ॥ ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়ন্তী-গোস্তনাম্বু বা। পিবেৎ সশর্করং সদ্যঃ পিত্তশূলনিসূদনম্ ॥ ৫ ॥ শতাবরীরসং ক্ষৌদ্রযুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ। দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্ব্বপিত্তাময়াপহম্ ॥ ৬ ॥ শতাবরীসযষ্ট্যাহ্ববাট্যালকসগোক্ষুরৈঃ

জ্বর অন্তর্হিত হইয়া থাকে। অথবা জীবন্তিমূল পেষণ করিয়া তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল প্রশমিত হয় ॥ ১৩ ॥

পিত্তশূল চিকিৎসা।

পুরাতন ইক্ষুগুড়, পুরাতন শালি তণ্ডুল, পুরাতন যব, দুগ্ধ, ঘৃত, বিরেচন (দাস্ত ক্রিয়া) জাঙ্গল প্রাণীর মাংস পিত্তশূলীর পক্ষে উপকারী ॥ ১ ॥

বমন।

পটোলপত্র ও নিমছাল পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধ বা ইক্ষু রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তশূলীকে বমনার্থ প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দিবে; ইহাতে রোগীর বমন হইয়া রোগের মূলীভূত কারণ স্বরূপ পিত্ত নির্গত হইয়া যায়।

শীতল জলে স্নান, নদীতীরস্থ বায়ু সেবন এবং শীতল জল পূর্ণ কাংস্যপাত্র নাভি স্থলে ধারণ এই সমস্ত উপায় দ্বারা পিত্তজনিত শূল প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

রোগী বিরেচনের যোগ্য হইলে বিরেচক মধুর দ্রব্য দ্বারা দাস্ত করাইবে। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, যে সকল বিরেচক দ্রব্যে পিত্ত নিঃসরণ গুণ আছে, তাহাই প্রযোজ্য।

উল্লিখিত উপায়ে রোগীর কোষ্ঠ পরিস্কৃত হইলে খই ও মধু যুক্ত তর্পণ, তৎপরে শশ ও লাব প্রভৃতি প্রাণীর মাংসরস রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঔষধের মধ্যে মধু যুক্ত সুশীতল যোগ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩ ॥

শূল রোগীর বমন, জ্বর, গাত্রদাহ থাকিলে এবং রোগী ক্ষীণ হইলে যথা নিয়মে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ॥ ৪ ॥

আমলকীর রস বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চিনির সহিত সেবন করিলে শূল সদ্যঃ নিবারিত হয়। বালাপাতা ও কিস্‌মিস্ এই উভয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ-পোয়া; এই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তশূল সদ্যঃ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শতমূলের রস মধুর সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে পিত্তজ সকল প্রকার রোগ বিশেষতঃ শূল অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শৃতশীতং পিবেত্তোয়ং সগুড়ক্ষৌদ্রশর্করম্ ॥ পিত্তাসৃগ্দাহশূলঘ্নং সদ্যোদাহজ্বরাপহম্ ॥ ৭ ॥ তৈলমেরণ্ডজং বাপি মধুককাথ সংযুতম্ ॥ শূলং পিত্তোদ্ভবং হন্তি গুল্মং পৈত্তিকমেব চ ॥ ৮ ॥ প্রলিহ্যাৎ পিত্ত-শূলঘ্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাক্ষিকম্ ॥ ৯ ॥

শ্লেষ্মশূল-চিকিৎসা।

শ্লেষ্মাত্মকে ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি শিরোবিরেকং মধুসীধুপানম্। মধুনী-গোধূমযবানরিষ্টান্ সেবেত রুক্ষান্ কটুকাংশ্চ সর্ব্বান্ ॥ ১ ॥ লবণ-ত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্। সুখোষ্ণেনাম্বুনা পীতং কফশূল-নিবারণম্ ॥ ২ ॥ বিল্বমূলমথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্। হিঙ্গু-সৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ৩ ॥ হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং শুণ্ঠী পথ্যা চ দ্বিগুণোত্তরা। এতচ্চূর্ণং কটীকুক্ষিপার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ ॥ ৪ ॥

শতমূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশের মূল ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া; এই ক্বাথ শীতল হইলে তাহার সহিত ইক্ষুগুড় চারিআনা, মধু চারিআনা ও চিনি চারিআনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যষ্টিমধু দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া; এই ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

আমলকীর চূর্ণ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণ যথা প্রয়োজন মধুর সহিত সেবন করিলে শূল অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

কফজনিত শূল চিকিৎসা।

কফজশূলে বমন, লঙ্ঘন, শিরোবিরেচন, মধু দ্বারা প্রস্তুত শীধু (মদ্য বিশেষ), মধু, গোধূম, যব, অরিষ্ট (দ্রাক্ষারিষ্ট প্রভৃতি), রুক্ষ ও কটু দ্রব্য হিতকর।

আহার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম এই যে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ; এই দ্রব্য-গুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক দুইসের বা চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথ দ্বারা যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে ॥ ১ ॥

সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ ও হিঙ্গু; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতার মূল ও শুঁঠ: এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে ॥ ৩ ॥

হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ, শুঁঠ, হরীতকী ইহাদের চূর্ণ ক্রমশঃ দ্বিগুণ লইবে, অর্থাৎ হিঙ্গু এক-তোলা, সৌবর্চ্চল লবণ দুইতোলা, শুঁঠ, চারিতোলা এবং হরীতকী আটতোলা; এই নিয়মে সমস্ত চূর্ণ দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে কটী, কুক্ষি, পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তির শূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

আমশূল-চিকিৎসা।

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী। সেব্যমামহরং সর্ব্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ১ ॥

চতুঃসমচূর্ণম্।

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্। চূর্ণংশূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্ ॥ ২ ॥ সমাক্ষিকং বৃহত্যাদি পিবেৎ পিত্তানিলাত্মকে। ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্য্যাৎ শূলে পিত্তানিলাত্মকে ॥ পিত্তজে কফজে চাপি ক্রিয়া যা কথিতা পৃথক্। একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে ॥ ৩ ॥ রসোনং মধুসংমিশ্রং পিবেৎপ্রাতঃ প্রকাঙ্ক্ষিতঃ। বাতশ্লেষ্মভবং শূলং নিহন্তি বহ্নিদীপনম্ ॥ ৪ ॥ শঙ্খ-চূর্ণং সলবণং সহিঙ্গুব্যোষ সংযুতম্। উষ্ণোদকেন তৎপীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৫ ॥ গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডুরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্। বিলিহন্ মধুসর্পিভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৬ ॥ দগ্ধমনির্গতধূমং

আমশূল চিকিৎসা।

আমশূলে কফশূলঘ্ন ক্রিয়া করিবে এবং যাহা কিছু আম নাশক, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধক, তৎসমস্তই আমশূলের ঔষধ ॥ ১ ॥

চতুঃসম চূর্ণ।

যমানী, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী ও শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে অগ্নিদীপক হইয়া আমশূল বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

মিশ্রদোষজ শূল চিকিৎসা।

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশের মূল, কেশের মূল, খাগড়ার মূল; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। এই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতপিত্ত জনিত শূল প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাতজ এবং পিত্তজ শূলোক্ত উভয় ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই নিয়মে পিত্তশ্লেষ্মজ শূলেও ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

রসোনের রস অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অগ্নি-বর্দ্ধক হইয়া বাতশ্লেষ্ম জনিত শূল বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ত্রিদোষজনিত শূল চিকিৎসা।

শঙ্খভস্ম দুইআনা, সৈন্ধব লবণ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ সমস্তে চারিআনা, হিঙ্গু দুই রতি; এই পরিমাণে চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া একবারে উষ্ণ জলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই নিয়মে কিছুদিন ঔষধ সেবন করিলে ত্রিদোষ জনিত (সান্নিপাতিক) শূল-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুরভস্ম যত, ত্রিফলার চূর্ণ তত লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ দ্রব্য দুইরতি বা তিনরতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষ জনিত শূল প্রশমিত হয় ॥ ৬ ॥

মৃগশৃঙ্গং গোঘৃতেন সহ পীতম্। হৃদয়নিতম্বশূলং হরতি শিখী দারুনিবহমিব ॥ ৭ ॥ ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটুবৈদলম্। বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্জয়েচ্ছুলবান্নরঃ ॥ ৮ ॥

পরিণামশূল-চিকিৎসা।

বমনং তিক্তমধুরৈর্ব্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে। বস্তয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে ॥ ১ ॥ নাগরতিলগুড়কল্কং পয়সা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাৎ। উগ্রং পরিণতিশূলং তস্যোপৈতি সপ্তরাত্রেণ ॥ ২ ॥ শম্বূকজং ভস্ম পীতং জলেনোষ্ণেন তৎক্ষণাৎ। পঙ্‌ক্তিজং বিনিহন্ত্যেতৎ শূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্ ॥ (নির্ম্মাংসীকৃতশম্বূকভস্মমাষমেকং দ্বয়ং বা ঘৃতাক্তমুখকুহরেণ উষ্ণাম্বুনা গোলয়িত্বা পেয়ম্) ॥ ৩ ॥ দধ্নাঽনূনসরেণাদ্যাৎ সতীলযবশক্তুকান্। অচিরান্মুচ্যতে শূলান্নরোঽন্নপরিবর্জ্জনাৎ ॥৪॥ তিলনাগরপথ্যানাং ভাগং শম্বূকভস্মনাম্ ॥ দ্বিভাগগুড়সংযুক্তাং গুড়ীং কৃত্বাক্ষভাগিকাম্। শীতাম্বুপানাৎ পূর্ব্বাহ্নে ভক্ষয়েৎ ক্ষীরভোজনঃ ॥ সায়াহ্নে রসকং পীত্বা নরো-মুচ্যেত দুর্জ্জয়াৎ। পরিণামসমুত্থাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি ॥ ৫ ॥

মৃগশৃঙ্গ (হরিণ শৃঙ্গ) কোন উপায়ে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্তর্ধূমে (আবৃত পাত্রে) দগ্ধ করিয়া লইবে। সেই চূর্ণ একআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃৎপিণ্ড ও নিতম্ব স্থিত শূল অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বর্জনীয় বিধি।

ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, মদ্য, লবণ, কটুদ্রব্য (ঝালদ্রব্য), দাইল, শোক, ক্রোধ ; এই সমস্ত শূলরোগী পরিত্যাগ করিবে এবং মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না ॥ ৮ ॥

পরিণাম শূল চিকিৎসা।

পরিণাম শূলরোগে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমন, বিরেচন, লঙ্ঘন এবং বস্তিক্রিয়া (পিচকারি প্রদান) হিতকর। অর্থাৎ আমাশয়স্থ দোষে লঙ্ঘন ও বমন, পচ্যমানাশয়স্থ দোষে বিরেচন ও নিরূহবস্তি, পক্কাশয়স্থ দোষে অনুবাসন প্রযোজ্য ॥ ১ ॥

তিল, গুড়, শুঁঠ ও দুগ্ধ ইহা দ্বারা যথা বিধানে পায়স প্রস্তুত করিয়া ৭ দিন সেবন করিলে পরিণাম শূল বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ তিল ৮ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ২ তোলা, দুগ্ধ একসের, গুড় ৮ তোলা বা যথাপ্রয়োজন লইয়া পায়স পাক করিয়া লইবে ॥ ২ ॥

শম্বূকভস্ম তিন বা চারি রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হইয়া থাকে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, মাংস রহিত শামুক অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইতে হয়। এই ঔষধ পান করার পূর্ব্বে ঘৃতের কুল্লি করা আবশ্যক, অন্যথা জিহ্বা প্রভৃতিতে চূণ জনিত ক্ষত হইতে পারে। শম্বূকভস্ম অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মুখের যন্ত্রণা দায়ক হয় না ॥ ৩ ॥

সরযুক্ত দধির সহিত একমাত্র মটর ও যবের ছাতু সেবন করিয়া দিন যাপন করিলে শূলরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

তিল, শুঁঠ, হরীতকী এবং শম্বূকভস্ম সমভাগে গ্রহণ করিবে, সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের দ্বিগুণ ইক্ষুগুড় লইয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ একআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ শীতল

শম্বূকাদিগুড়িকা।

শম্বূকং ত্র্যূষণঞ্চৈব পঞ্চৈব লবণানি চ। সমাংশা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কলম্বকরসেন চ॥ প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তদ্‌যথাবলম্। শূলাদ্বিমুচ্যতে জন্তুঃ সহসা পরিণামজাৎ॥ ৬॥

শঙ্খরসগুড়িকাঃ।

পলানি চিঞ্চাক্ষারস্য পঞ্চ পঞ্চ পলানি চ। লবণানাং ক্ষিপেৎ প্রস্থদ্বয়ং জম্বীরবারিণঃ॥ পলদ্বাদশশঙ্খস্য ভস্মীভূতং ক্ষিপেৎ পুনঃ। পূর্ব্বত্রয়েণ সংমর্দ্দ্য হিঙ্গুব্যোষ চতুঃপলম্॥ রসামৃতসুগন্ধানাং পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। দদ্যাৎ সমস্তং সংমর্দ্দ্য জম্বীরাম্লে দিনত্রয়ম্। বদরাস্থিপ্রমাণেন গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্॥ ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তোয়মুষ্ণং পিবেদনু॥ শূলঞ্চ সর্ব্বগুল্মঞ্চ অজীর্ণং পরিণামজম্। অন্ত্রশূলং পঙ্‌ক্তিশূলং হৃচ্ছূলঞ্চ বিশেষতঃ॥ কুক্ষিশূলং পার্শ্বশূলং পৃথগ্বাতাদিসম্ভবম্। আমশূলমুদাবর্ত্তং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥ যঃ পিবতি সপ্তরাত্রং শক্তুনেকান্ কলায়যূষেণ। স জয়তি পরিণামজং শূলং চিরমপি কিমুত নূতনজম্॥ ৮॥ লৌহচূর্ণং বরাযুক্তং

জলের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যাহ্নে দুগ্ধ এবং সায়াহ্নে মাংসযূষ ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য॥ ৫॥

শম্বূকাদিগুড়িকা।

শম্বূকভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্ ও সমুদ্র লবণ এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া কলমীশাকের রসে মর্দ্দন করিয়া দুইআনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধের পরিমাণ বিষয়ে কেহ কেহ অন্যরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা এইরূপ—শামুকভস্ম একতোলা, ত্রিকটু মিলিত একতোলা, পঞ্চলবণ মিলিত একতোলা। এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৬॥

শঙ্খরসগুড়িকা।

তেঁতুল ছাল ৪০ তোলা, সৌবর্চ্চল ৮ তোলা, সৈন্ধব ৮ তোলা, বিট্‌লবণ ৮ তোলা, ঔদ্ভিদ্‌লবণ ৮ তোলা, সামুদ্রলবণ ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম ১২ পল (৯৬ তোলা), জামীরের রস ৮ সের, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিবে এবং শোধিত পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা এই উভয়ের কজ্জলী এবং বিষ (কাঠবিষ) চারিতোলা দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বদরী-বীজের ন্যায় (কুল আটীর ন্যায়) বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল, গুল্ম, অন্ত্রশূল, পক্তিশূল, হৃচ্ছূল, কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৭॥

একমাত্র যবের ছাতু মটরের যূষের সহিত সেবন করিয়া দিন যাপন করিলে পরিণাম শূল অন্তর্হিত হইয়া থাকে॥ ৮॥

লৌহভস্ম বা মণ্ডুর একতোলা, ত্রিফলা চূর্ণ মিলিত একতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া

বিলীঢ়ং মধুসর্পিষা। পরিণামশূলং শময়েত্তম্মলং বা প্রযোজিতম্ ॥৯॥

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্ ॥

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারৌ রুচকং রোমকং বিড়ম্। দন্তীলৌহরজঃকিট্টং ত্রিবৃচ্ছূরণকং সমম্ ॥ দধিগোমূত্রপয়সা মন্দপাকবিপাচিতম্। তদ্-যথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥ জীর্ণেঽজীর্ণে তু ভঞ্জীত মাংসাদিঘৃতসাধিতম্। নাভিশূলং প্লীহশূলং যকৃদ্গুল্মকৃতঞ্চ যৎ ॥ বিদ্রধ্যষ্ঠীলিকাং হন্তি কফবাতোদ্ভবং তথা। শূলানামপি সর্ব্বেষা-মৌষধং নাস্তি তৎ পরম্। পরিণামসমুত্থস্য বিশেষেণান্তকৃন্মতম্ ॥১০॥

নারিকেল লবণম্।

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতম্। বিপক্কমগ্নিনা সম্যক্ পরিণামজশূলনুৎ। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সন্নি-পাতিকম্ ॥ ১১ ॥

সপ্তামৃতলৌহম্।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণময়োরজঃ সমং লিহন্ ॥ মধুসর্পির্যুতং সম্যক্ গব্যং ক্ষীরং পিবেদনু। ছর্দ্দিং সতিমিরং শূলমম্লপিত্তং জ্বরং ক্লমম্ ॥ আনাহং মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথঞ্চৈব নিহন্তি সঃ ॥ ১২ ॥

লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য ৩।৪ রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।

সামুদ্র লবণ (করকচ লবণ), সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, রুচক-লবণ, রোমক লবণ বিট্‌লবণ, দন্তীমূল, লৌহভস্ম, মণ্ডূর, তেউড়ীরমূল, ওল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে, তদনন্তর উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ, দধি ও গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ একআনা পরিমাণ কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে এবং ঘৃত-পক্কমাংস প্রভৃতি সেবন করিবে। ইহাতে নাভি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম-শূল ও পরিণাম-শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

নারিকেল লবণ।

সুপক্ক নারিকেলের মুখ কাটিয়া তন্মধ্যে সৈন্ধব লবণ প্রবিষ্ট করিয়া দিবে, কিন্তু নারিকেলস্থ জল ফেলিবে না। পরে নারিকেলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র খণ্ড দ্বারা তাহার গাত্র আবৃত করিয়া উত্তম রূপে লেপন করিবে এবং আতপে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া ঘুঁইটার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। সম্যক্ দগ্ধ করিয়া শীতল হইলে উহার আবরণ পরিত্যাগ করিলে দেখা যাইবে, নারিকেল-শস্য ও লবণ উভয় পদার্থ একত্র হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সেই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক খলে চূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে। এই লবণ একআনা হইতে একসিকি পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই ঔষধ শীতল জলের সহিত সেব্য। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সপ্তামৃত লৌহ।

যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লৌহভস্ম এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য একআনা বা দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ পান করিবে। এইরূপে ঔষধ ব্যব-হৃত হইলে শূল, বমন, অম্লপিত্ত, জ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শোথ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

গুড়পিপ্পলীঘৃতম্।

সপিপ্পলী গুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে। বিনিহন্ত্যম্লপিত্ত শূলঞ্চ পরিণামজম্॥ ১৩॥

পিপ্পলীঘৃতম্।

ক্কাথেন কল্কেন চ পিপ্পলীনাং সিদ্ধং ঘৃতং মাক্ষিক সংপ্রযুক্তম্। ক্ষীরানুপানস্য নিহন্ত্যবশ্যং শূলং প্রবৃদ্ধং পরিণাম-সংজ্ঞম্॥ ১৪॥

বীজপুরাদ্যঘৃতম্।

বীজপূরকমেরণ্ডং রাস্নাং গোক্ষুরকং বলাম্। পৃথক্‌পঞ্চপলান্ ভাগান্ যবপ্রস্থসমাযুতান্॥ বারিদ্রোণেন সংসাধ্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্। ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতম্॥ তুম্বুরুণ্যভয়া ব্যোষং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং বিড়ম্। সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ সর্জ্জিকামম্লবেতসম্॥ পুষ্করং দাড়িমঞ্চৈব বৃক্ষাম্লং জীরকদ্বয়ম্। মস্তুপ্রস্থদ্বয়ং দত্ত্বা সর্ব্বং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥ ঘৃতমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্। বাতশূলং যকৃচ্ছূলং গুল্মপ্লীহাপহং পরম্॥ হৃচ্ছূল-

---

গুড়পিপ্পলী ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের, পিপুল অর্দ্ধসের, ইক্ষুগুড় অর্দ্ধসের, এই উভয় পদার্থ ঘৃতে দিবে এবং উহাতে যোলসের দুগ্ধ দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে পরিণাম শূল ও অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৩॥

পিপ্পলী ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। পিপুল ৮ সের ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্কাথ এবং পিপুল একসের ঘৃতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল ও অম্লপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

বীজপূরকাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—ধনিয়া, হরীতকী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল-লবণ, বিট্‌-লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অম্লবেতস (থৈকল), কুড়, দাড়িম, বৃক্ষাম্ল (মহাদা), জীরা ও কৃষ্ণজীরা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে ক্কাথার্থ—ছোলঙ্গলেবুর মূল (টাবালেবুর মূল), এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর, বেড়েলা প্রত্যেকে ৫ পল (৪০ তোলা), যব দুইসের, এই দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথ এবং দধির মাত আট-সের ঘৃতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ

পার্শ্বশূলঞ্চ অম্লশূলঞ্চ নাশয়েৎ। বলবর্ণকরং হৃদ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥ ১৫ ॥

কোলাদিমণ্ডূরম্ ॥

কোলাগ্রন্থিক শৃঙ্গবের চপলাক্ষারৈঃ সমং চূর্ণিতম্। মণ্ডূরং সুরভী-জলেঽষ্টগুণিতে পক্ত্বাথ সান্দ্রীকৃতম্ ॥ তৎখাদেদশনাদিমধ্যবিরতৌ প্রায়েণ দুগ্ধান্নভুক্। জেতুং বাতককাময়ান্ পরিণতৌ শূলঞ্চ শূলানি চ ॥ ১৬ ॥

ক্ষীরমণ্ডূরম্ ॥

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রার্দ্ধাঢ়কে পচেৎ। ক্ষীরপ্রস্থেন তৎসিদ্ধং পক্তিশূলহরং পরম্ ॥ ১৭ ॥

তারামণ্ডূর গুড়ঃ।

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চব্যং ত্রিফলাত্র্যূষণানি চ। নব ভাগানি চৈতানি লৌহকিট্টসমানি চ ॥ গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্ত্বা মূত্রার্দ্ধকগুড়ান্বিতম্। শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পক্ত্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডমাগতম্ ॥ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রয়া। প্রাগ্মধ্যান্তক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রযো-জিতম্ ॥ যোগোঽয়ং শময়ত্যাশু পক্তিশূলং সুদারুণম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দাগ্নিতামপি ॥ অর্শাংসি গ্রহণীরোগং ক্রিমি-গুল্মোদরানি চ। নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ স্থৌল্যঞ্চাপি নিযচ্ছতি ॥ বর্জ্জ-

প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কোলাদি মণ্ডূর।

কোলা (চই), পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, যবক্ষার, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৪ তোলা করিয়া গ্রহণ করিবে, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ যত, তত পরিমাণ মণ্ডূরভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডূরের আট-গুণ গোমূত্রের সহিত মণ্ডূর পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে চূর্ণ দ্রব্যগুলি দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইয়া লইবে। দুগ্ধান্নভোজী হইয়া এই ঔষধ এক আনা পরিমাণে সেবন করিলে পরিণামশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ক্ষীরমণ্ডূর।

মণ্ডূরভস্ম একসের, গোমূত্র ৮ সের, দুগ্ধ ৪ সের। প্রথমতঃ মণ্ডূর গোমূত্রের সহিত পাক করিতে থাকিবে, পরে দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে সেবন করিলে পরিণামশূল অন্ত-র্হিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

তারামণ্ডূর গুড়।

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতারমূল, চই, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; ইহারা প্রত্যেকে একতোলা, মণ্ডূরভস্ম ৯ তোলা, গোমূত্র ৩৬ তোলা, ইক্ষুগুড় ১৮ তোলা। প্রথমতঃ মণ্ডূর গুড় মিশ্রিত গোমূত্রের সহিত পাক করিতে থাকিবে, পরে উহা গাঢ় হইয়া আসিলে বিড়ঙ্গ প্রভৃতির চূর্ণ গুলি দিবে এবং উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। এক মাস দুগ্ধান্নভোজী হইয়া এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও পরে

য়েচ্চুক্রশাকানি বিদাহ্যম্লকটূনিচ। পক্তিশূলান্তকোহ্যেষ গুড়োমণ্ডূর-সংজ্ঞিতঃ॥ শূলার্ত্তানাং কৃপাহেতোস্তারয়া পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৮॥

শতাবরীমণ্ডূরম্।

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডূরস্য পলাষ্টকম্। শতাবরীরসস্যাষ্টৌ দধ্নশ্চ পয়সস্তথা॥ পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যস্য সর্পিষঃ। বিপচেৎ সর্ব্বমেকত্রং যাবৎপিণ্ডত্বমাগতম্॥ সিদ্ধন্তু ভক্ষয়েন্মধ্যে ভোজনস্যাগ্রাতোঽপি বা। বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজম্॥ নিহন্ত্যেব নিয়োগোঽয়ং মণ্ডূরস্য ন সশয়ঃ॥ ১৯॥

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডূরম্।

মণ্ডূরস্যাতিতপ্তস্য বরাক্কাথপ্লুতস্য চ। চূর্ণীকৃত্য পলান্যষ্টৌ শতাবরী-রসস্য চ॥ দধ্নশ্চ পয়সশ্চাষ্টাবামলক্যা রসস্য চ। চতুঃপলং ঘৃত-স্যাপি শাণমাত্রং বিনিক্ষিপেৎ॥ সিদ্ধে প্রত্যেকমেতেষামজাজীধান্য-মুস্তকম্। ত্রিজাতককণা পথ্যা উপযুক্তং নিহন্তি চ॥ শূলং দোষ-ত্রয়োদ্ভূতমম্লপিত্তঞ্চ দারুণম্। অরুচিঞ্চ বমিঞ্চৈব কাসশ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥ ২০॥

চতুঃসমমণ্ডূরম্।

সদ্যোলৌহমলাজ্যমাক্ষিকসিতাভাগাঃ সমমানতঃ, তাম্রময়ে দিনান্ত-মথিতং সংস্থাপয়েদাতপে। পশ্চাত্তদ্ঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং

সেবন করিবে। ইহাতে পরিণামশূল, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, গুল্ম, উদর, অম্লপিত্ত রোগ নিবারিত হয়॥ ১৮॥

শতাবরী মণ্ডূর।

মণ্ডূরভস্ম ৮ পল (একসের), শতমূলের রস একসের, দধি একসের, দুগ্ধ একসের, ঘৃত ৩২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য যথা নিয়মে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে ভোজনের আদিতে ও মধ্যে সেবন করিলে বায়ু ও পিত্তজনিত শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৯॥

বৃহচ্ছতাবরী মণ্ডূর।

মণ্ডূরভস্ম একসের গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে, পরে তুলিয়া লইবে; শতমূলের রস একসের, দধি একসের, দুগ্ধ একসের, আমলকীর রস একসের ঘৃত অর্দ্ধসের। এই দ্রব্যগুলি একত্র যথা নিয়মে পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে জীরা, ধনিয়া, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, পিপুল, হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উহাতে দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে সেবন করিলে দোষত্রয় জনিত শূল, অম্লপিত্ত, অরুচি, বমি, কাস ও শ্বাস রোগ নিবারিত হয়॥ ২১॥

চতুঃসমমণ্ডূর।

মণ্ডূরভস্ম ৮ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র তাম্রপাত্রে রাখিয়া লৌহ দণ্ড দ্বারা আলোড়ন পূর্ব্বক রৌদ্রে এক দিন রাখিবে, পরে এক

বহিঃ স্থাপয়েৎ, পাত্রে তাম্রময়ে নিধেয়মথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে ॥ পশ্চান্মাষচতুঃষ্টয়ং প্রতিদিনং জগ্ধ্বা জলং শীতলং, পেয়ং ভোজনপূর্ব্বমধ্যবিরতৌ স্বচ্ছন্দভোজ্যৈ র্নরৈঃ। জেতুং শূলং হুতাশমান্দ্যকসন-শ্বাসাম্লপিত্তজ্বরোন্মাদাপস্মৃতিমেহসর্ব্বজঠরাজীর্ণাদি-সর্ব্বারুজঃ ॥ ২১ ॥

রসমণ্ডূরম্।

কুড়বং পথ্যা চূর্ণং দ্বিপলং গন্ধাশ্মং লৌহকিট্টঞ্চ। শুদ্ধরসস্যার্দ্ধপলং ভৃঙ্গস্য রসং সকেশরাজস্য ॥ প্রস্থোন্মিতঞ্চ দত্ত্বা লৌহপাত্রে লৌহেনথ দণ্ডসংঘৃষ্টম্। শুষ্কং ঘৃতমধুযুক্তং মৃদিতং স্থাপ্যঞ্চ ভাজনে স্নিগ্ধে॥ উপযুক্তমেতদচিরান্নিহন্তি কফপিত্তজান্‌রোগান্। শূলং তথাম্লপিত্তং গ্রহণীঞ্চ কামলামুগ্রাম্ ॥ ২২ ॥

ধাত্রীলৌহম্।

ধাত্রীচূর্ণস্যাষ্টৌ পলানি চত্বারি লৌহচূর্ণস্য। যষ্টীমধুকরজশ্চ দ্বিপলং দদ্যাৎপটে ঘৃষ্টম্ ॥ অমৃতা-ক্বাথেন তচ্চূর্ণং ভাব্যঞ্চ সপ্তসপ্তাহম্ ॥ চণ্ডাতপেষু শুষ্কং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা নবে ঘটে স্থাপ্যম্। ঘৃতমধুমা সংযুক্তং ভক্তাদৌ মধ্যতস্তথান্তে চ ॥ ত্রীণপি বারান্ খাদেৎ পথ্যং দোষানু-বন্ধেন। ভক্তস্যাদৌ শময়তি রোগান্ পিত্তানিলোদ্ভূতান্ ॥ মধ্যেঽন্নে বিষ্টম্ভং জয়তি নৃণাং বিদহ্যতে চান্নম্। পানান্নকৃতান্

রাত্রিতে শিশিরে রাখিতে হইবে. এইরূপে ঔষধ প্রস্তুত হইলে ঘৃতের পাত্রে বা কাচপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে সেবন করিয়া শীতল জল পান করিবে। ইহা ভোজ-নের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে নানাবিধ শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

রসমণ্ডূর।

হরীতকী চূর্ণ ৩২ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক চূর্ণ ১৬ তোলা, বিশুদ্ধ পারদ ৪ তোলা, পারদ ও গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, মণ্ডূরভস্ম ১৬ তোলা, ভৃঙ্গরাজের রস ৪ সের, কেশুত্যার রস ৪ সের; এই দ্রব্যগুলি লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক লৌহদণ্ড দ্বারা আলো-ড়ন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতির রস অল্পে অল্পে দিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতির রস দুইসের করিয়া লইলেও শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না। এই ঔষধ একআনা পরিমাণে সেবন করিলে কফপিত্তজ-রোগ, শূল, অম্লপিত্ত, গৃধ্রসী, কামলারোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ধাত্রীলৌহ।

আমলকী চূর্ণ ৮ পল (একসের), লৌহভস্ম ৪ পল (৩২ তোলা), যষ্টিমধু চূর্ণ ১৬ তোলা, এই দ্রব্যগুলি আমলকীর ক্বাথে সাত দিবস সাতবার ভাবনা দিবে। এস্থলে অমৃতা শব্দে গুলঞ্চ ও আমলকী বুঝাইলেও গুলঞ্চের ক্বাথ না দিয়া আমলকীর ক্বাথেই ভাবনা দিবে। কাহারও মতে গুলঞ্চের ক্বাথ। ক্বাথার্থ—আমলকী ১৪ পল, পাকার্থ জল ১১২ পল, শেষ ১৪ পল। এইরূপে ঔষধ প্রস্তুত হইলে ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও

দোষান্ ভক্তান্তে শীলিতং জয়তি॥ এবং জীর্য্যতি চান্নং শূলং নৃণাং সুকষ্টমপি। হরতি চ সহসা যুক্তো যোগশ্চায়ং জ্বরৎপিত্তম্॥ চক্ষুষ্যঃ পলিতঘ্নঃ কফপিত্তসমুদ্ভবান্ জয়তি। (অত্র অমৃতা আমলকীতি ভানুদাসঃ, অন্যে গুড়ূচীমাহুঃ)॥ ২৩॥

ধাত্রীলৌহম্।

ষট্পলং শুদ্ধমণ্ডুরং যবস্য কুড়বং তথা। পাকায় নীরপ্রস্থার্দ্ধং দদ্যাৎপাদাবশেষিতম্॥ শতমূলীরসস্যাষ্টাবামলক্যারসস্তথা। তথা দধি পয়ো ভূমিকুষ্মাণ্ডস্য চতুঃপলম্॥ চতুঃপলং সর্পিরিক্ষুরসং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। প্রক্ষেপে জীরধন্যাকং ত্রিজাতং করিপিপ্পলী॥ মুস্তং হরিতকী চৈব লৌহমভ্রং কটুত্রিকম্। রেণুকং ত্রিফলা চৈব তালীশং নাগকেশরম্॥ এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈশ্চূর্ণয়িত্বা বিনিঃক্ষিপেৎ। ভোজনাদ্যবসানে চ মধ্যে চৈব সমাহিতঃ। তোলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু পেয়ং নিত্যং পয়স্তথা। শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥ বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। পরিণামভবং শূলমন্নদ্রবভবং তথা॥ দ্বন্দ্বজানপি শূলাংশ্চ অম্লপিত্তং সুদারুণম্। সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠং ধাত্রীলৌহমিদং শুভম্॥ ২৪॥

শর্করালৌহম্।

শতাবরীরসপ্রস্থে প্রস্থে চ সুরভীজলে। অজায়াঃ পয়সঃ প্রস্থে প্রস্থে

মধুর সহিত আহারের পূর্ব্বে, মধ্যে ও পরে সেবন করিবে। ভোজনের প্রথম সেবন করিলে পিত্তানিলজ রোগ বিনষ্ট হয়, ভোজনের মধ্যে সেবনে বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং ভোজনের অন্তে সেবনে পানান্ন কৃত দোষকে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ২৩॥

ধাত্রীলৌহ।

মণ্ডুরভস্ম ৬ পল (৪৮ তোলা), যবতণ্ডুল ৪ পল (৩২ তোলা) গ্রহণ পূর্ব্বক দুই সের জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। শতমূলের রস, আমলকীর রস, দধি, দুগ্ধ প্রত্যেকে ৮ পল (একসের), ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ঘৃত, ইক্ষুরস প্রত্যেকে ৪ পল (৩২ তোলা)। প্রথমতঃ মণ্ডূর যবের ক্বাথের সহিত পাক করিতে থাকিবে, পরে শতমূলের রস, আমলকীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, দুগ্ধ এবং সর্ব্বশেষ দধি দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে জীরা, ধনিয়া, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, গজপিপুল, মুথা, হরীতকী, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, রেণুকা, আমলকী, বহেড়া, তালীশপত্র ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইতোলা পরিমাণে উহাতে দিবে এবং উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ চারিআনা বা ছয়আনা পরিমাণে লইয়া ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও পরে সেবন করিবে এবং সেবনান্তে দুগ্ধ পান করিবে। ইহা নানাবিধ শূল ও অম্লপিত্ত নাশক॥ ২৪॥

শর্করালৌহ।

শতমূলের রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, মণ্ডূর ৮ পল (৬৪ তোলা), চিনি ১৬ পল (দুইসের), ঘৃত ৪ পল (৩২ তোলা)। প্রথমতঃ লৌহ-

ধাত্রীরসস্য চ॥ লৌহমলপলান্যষ্টৌ শর্করাপলষোড়শ। দত্ত্বাজ্য-কুড়বং তত্র শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥ সিদ্ধশীতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণী-মানি দাপয়েৎ। বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষযমানীগজপিপ্পলী॥ দ্বিজীরকং-ঘনং লৌহমভ্রং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্। খাদেদগ্নিবলাবেক্ষী ভোজনাদৌ বিচক্ষণঃ॥ শূলং সর্ব্বভবং হন্তি পিত্তশূলং বিশেষতঃ। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তি গুদে রুজম্॥ কাসং শ্বাসং তথা শোথং গ্রহণী-দোষমেব চ। যকৃৎ প্লীহোদরানাহ রাজযক্ষ্মবিনাশনম্॥ বিষ্টম্ভমামং দৌর্ব্বল্যমগ্নিমান্দ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ। এতান্‌রোগান্নিহন্ত্যাশু ভাস্কর-স্তিমিরং যথা॥ ২৫॥

খণ্ডামলকী।

স্বিন্ন-পীড়িত-কুষ্মাণ্ডাত্তুলার্দ্ধং ভৃষ্টমাজ্যতঃ। প্রস্থার্দ্ধে খণ্ডতুল্যস্তু পচেদামলকীরসাৎ॥ প্রস্থে সুস্বিন্নকুষ্মাণ্ডরসপ্রস্থে বিঘট্টয়ন্। দর্ব্ব্যাপাকং গতে তস্মিংশ্চূর্ণীকৃত্য বিনিঃক্ষিপেৎ॥ দ্বে দ্বে পলে কণাজাজীশুণ্ঠীনাং মরিচস্য চ। পলং তালীশধন্যাকচাতুর্জ্জাতক-মুস্তকম্॥ কর্ষপ্রমাণং প্রত্যেকং প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ। পক্তিশূলং

পাত্রে ঘৃত দিয়া অগ্নি সন্তাপে উত্তপ্ত করিবে, ঘৃত উত্তপ্ত হইলে মণ্ডুর দিয়া আলোড়ন করিয়া গোমূত্র দিবে, কিছুক্ষণ জাল হইলে শতমূলের রস ও দুগ্ধ দিবে, পরে আমলকীর রসের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া উহাতে দিবে; এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, গজ-পিপুল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, লৌহভস্ম ও অভ্রভস্ম প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ দুইআনা পরিমাণে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিবে, অথবা চিকিৎসক রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা স্থির করিয়া দিবেন। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার শূল বিশেষতঃ পিত্ত-জনিত শূল বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন হৃদয়ের শূল, পার্শ্ববেদনা, কুক্ষি, বস্তি ও গুহ্য স্থানের বেদনা, কাস, শ্বাস, শোথ, গ্রহণী, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, রাজযক্ষ্মা, বিষ্টম্ভ, দৌর্ব্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য অন্তর্হিত হইয়া থাকে॥ ২৫॥

খণ্ডামলকী।

পুরাতন চালকুমড়ার শস্য সওয়া ছয়সের গ্রহণ পূর্ব্বক যথা প্রয়োজন জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া কুমড়ার শস্যগুলি বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া নিষ্পীড়ন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে, পরন্তু উক্ত জল রাখিয়া দিবে। তদনন্তর কুষ্মাণ্ডের (কুমড়ার) শস্য দুইসের ঘৃতের সহিত মৃত্তিকা পাত্রে সাতলাইয়া তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত জলের সহিত চিনি সওয়া ছয়সের মিশ্রিত করিয়া দিবে এবং আমলকীর রস ৪ সের দিয়া পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পিপুল, জীরা, শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, তালীশপত্র, ধনিয়া, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, নাগকেশর ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইতোলা; এই সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিবে এবং উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু দুইসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মধু মিশ্রিত করিলে দুর্গন্ধ হয় বলিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যগণ মধু মিশ্রিত না করিয়া মধুর সহিত সেবন করিতে দিয়া থাকেন। এই ঔষধ এক-

নিহন্ত্যেতৎ দোষত্রয়ভবঞ্চ যৎ ॥ ছর্দ্দ্যম্লপিত্ত-মূর্চ্ছাশ্চ শ্বাসং কাস-মরোচকম্। হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ ॥ রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং খণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৬ ॥

নারিকেলখণ্ড।

কুড়বমিতমিহ স্যান্নারিকেলং সুপিষ্টং, পলপরিমিতসর্পিঃ পাচিতং খণ্ডতুল্যম্। নিজপয়সি তদেতৎ প্রস্থমাত্রে বিপক্বং, গুড়বদথ সুশীতে শানভাগান্ ক্ষিপেচ্চ ॥ ধন্যাকপিপ্পলিপয়োদতুগাদ্বিজীরান্, শানং ত্রিজাতমিভকেশরবহ্নিচূর্ণ্য। হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং ক্ষয়মস্রপিত্তং, শূলং বমিং সকলং পৌরুষকারিহারি ॥ ২৭।

বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ।

নারিকেলপলান্যষ্টৌ শর্করাপ্রস্থসম্মিতা। তজ্জলং পাত্রমেকন্তু সর্পি পঞ্চপলানি চ ॥ শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং প্রস্থার্দ্ধং ক্ষীরমেব চ। সর্ব্ব-মেকীকৃতং পাত্রে শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥ তুগাত্রিকটুকং মুস্তং চাতু-র্জ্জাতং সধান্যকম্। দ্বিকণা জীরকঞ্চৈব কর্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্ ॥ শ্লক্ষ্ণচূর্ণং বিনিঃক্ষিপ্য স্থাপয়েদ্ভাজনে মৃদঃ। খাদেৎপ্রতিদিনং শানং

তোলা পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে পরিণাম শূল, হৃদয় ও পৃষ্ঠশূল, অম্লপিত্ত, শ্বাস, কাস, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত বিনষ্ট হইয়া শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

নারিকেলখণ্ড।

সুপক্ব নারিকেলের শস্য পেষণ করিয়া জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ নারিকেল শস্য অর্দ্ধসের লইবে, পরে মৃত্তিকা পাত্রে অর্দ্ধপোয়া ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে নারিকেল-শস্য সাঁতলাইবে, পরে উহা মধুর বর্ণ হইলে তাহাতে ৪ সের ডাবের জলের সহিত চিনি অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া দিবে এবং মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে ধনিয়া, পিপুল, মুথা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেকে দুই-আনা; এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে শূল, অম্লপিত্ত, অরুচি, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও বমনরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড।

সুপক্ব নারিকেলের শস্য পেষণ করিয়া জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ নারিকেল শস্য ৮ পল (একসের), ঘৃত ৫ পল (৪০ তোলা), ডাব নারিকেলের জল ১৬ সের, চিনি ২ সের। প্রথমতঃ নারিকেলের শস্য ঘৃতের সহিত মৃত্তিকা পাত্রে ভাজিবে, যখন দেখিবে উহা মধুর বর্ণ হইয়াছে, তখন উহাতে চিনি মিশ্রিত ডাবের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে দুগ্ধ দুইসের এবং শুঁঠ চূর্ণ অর্দ্ধসের দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে বংশলোচন, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি, নাগকেশর, ধনিয়া, গজপিপুল ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ

যথেষ্টাহারবানপি ॥ সর্ব্বদোষভবং শূলমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা। পরিণামভবং শূলমম্লপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ ॥ বলপুষ্টিকরং হৃদ্যং বাজীকরণমুত্তমম্। রক্তপিত্তহরং শ্রেষ্ঠং ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশনম্ ॥ ধন্বন্তরিকৃতঞ্চৈতন্নারিকেলরসায়নম্ ॥ ২৮ ॥

নারিকেলামৃতম্।

নারিকেলফলপ্রস্থং সুপিষ্টং ভর্জ্জিতং ঘৃতে। প্রস্থে প্রস্থং সমাদায় শুণ্ঠীচূর্ণস্তু তৎসমম্ ॥ দ্বিপাত্রং নারিকেলাম্বু তৎসমং ক্ষীরমেব চ। ধাত্র্যাশ্চ স্বসরপ্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলাং ন্যসেৎ ॥ একীকৃত্য পচেৎসর্ব্বং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্। সিদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং সুশোভনম্ ॥ কটুত্রয়ং চতুর্জ্জাতং প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্। ধাত্রী জীরকযুগ্মঞ্চ ধান্যকং গ্রন্থিপর্ণকম্ ॥ তুগাপয়োদচূর্ণানি ত্রিকর্ষাণি পৃথক্ পৃথক্। চতুঃপলানি মধুনঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥ শিবং প্রণম্য সগণং ধন্বন্তরি মথাপরম্। কর্ষপ্রমাণং কর্ত্তব্যং মুদ্গযূষং পিবেদনু ॥ অম্লপিত্তং নিহন্ত্যুগ্রং শূলঞ্চৈব সুদারুণম্। পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ। অন্নদ্রবভবং শূলং পার্শ্বশূলং সুদুস্তরম্। অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্ ॥ মূত্রাঘাতমশেষঞ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ। পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং নাশয়েন্নিত্যসেবনাৎ ॥ রোগানীকবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতবে। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং নারিকেলামৃতং শুভম্ ॥ (অল্পবোধবোধার্থং পত্রী চ ক্রিয়তে ;—অত্র নারিকেলফলপ্রস্থং দ্বাত্রিংশৎপলমার্দ্রত্বাৎ। শুণ্ঠীচূর্ণস্য পুনঃ ষোড়শপলমেব প্রস্থ-

---

অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার শূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, ছর্দ্দি, হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা বল ও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

নারিকেলামৃত।

সুপক্ক নারিকেলের শস্য পেষণ করিয়া জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিবে ; এইরূপ নারিকেলশস্য দুইসের, ঘৃত ৪ সের, ডাব নারিকেলের জল ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস ৪ সের, চিনি সাড়ে বারসের, শুঁঠ চূর্ণ দুইসের। প্রথমতঃ নারিকেল শস্য ঘৃতের সহিত মৃত্তিকা পাত্রে ভাজিবে, যখন দেখিবে উহা মধুর বর্ণ হইয়াছে, তখন উহাতে ডাবের জল ও দুগ্ধের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ দিবে, এবং ঐ সময়ে শুঁঠ চূর্ণও দিবে। পরে আমলকীর রস দিয়া গাঢ় হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে। পরিশেষে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, গাঠিয়ান (গেঠেলা), বংশলোচন ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা, এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিবে এবং উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিয়া মুগের যূষ পান করিবে। ইহাতে পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত, অন্নদ্রবাখ্যশূল, পার্শ্ব ও

সাম্যাৎ। পাত্রং চতুঃষষ্টিপলং, দ্বিপাত্রং অষ্টাবিংশত্যধিকশতপলং স্যাৎ কিন্তু দ্রবদ্বৈগুণ্যেন নারিকেলজল-দুগ্ধ-ধাত্রীরসা গ্রাহ্যাঃ)॥ ২৯॥

হরীতকীখণ্ডঃ

চতুঃপলং হরীতক্যাস্ত্রিবৃতায়াশ্চতুপলম্। চতুর্জ্জাতং সমুস্তঞ্চ তালীশং জীরকং তথা॥ জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ লোহমভ্রঞ্চ টঙ্গণম্। প্রত্যেকং কর্ষমানেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥ প্রস্থেন গব্যদুগ্ধস্য পচেন্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক। শর্করায়া দশপলং পাকসিদ্ধিবিধানবিৎ॥ দর্ব্বীপ্রলেপাবস্থায়াং ক্ষিপেচ্চূর্ণং বিচক্ষণঃ। পূজয়েদ্ভাস্করং শম্ভুং দ্বিজাতীনভিবাদয়েৎ॥ শূলমষ্টবিধং হন্তি অম্লপিত্তং সুদুর্জ্জয়ম্। অম্লদ্রবভবং শূলং কাসং শ্বাসং তথা বমিম্॥ কান্তি-পুষ্টিকরো হৃদ্যো বলমেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ। খ্যাতো হরীতকীখণ্ডঃ সর্ব্বশূল-নিকৃন্তনঃ॥ ৩০॥

পূগখণ্ডঃ।

ছিন্নং পূগফলং দৃঢ়ং পরিণতং পক্ত্বা চ দুগ্ধাম্বুভিঃ প্রক্ষাল্যাতপশোষিতং বসুপলং গ্রাহ্যং ততশ্চূর্ণিতাৎ। তৎসর্পিঃ কুড়বে বিপাচ্য হি বরী ধাত্রীরসো দ্ব্যঞ্জলী দ্বে প্রস্থে পয়সঃ প্রদায় বিপচেন্মন্দং তুলার্দ্ধাংসিতাম্॥ হেমাম্ভোধর চন্দনং ত্রিকটুকং ধাত্রী পিয়ালাস্থিজৌ মজ্জানৌ ত্রিসুগন্ধি জীরকযুগং শৃঙ্গাটকং বংশজা। জাতী-

---

পৃষ্ঠদেশের শূল, মূত্রাঘাত, রক্তপিত্ত, পীনস, প্রতিশ্যায় বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শারীরিক বলবিধান করে॥ ২৯॥

হরীতকী খণ্ড।

হরীতকী চূর্ণ ৮ পল (একসের), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, নাগকেশর, যমানী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, ধনিয়া, মৌরী শুল্ফা, লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ী মূলের ছাল ও সোনামুখীর চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, উল্লিখিত সমস্ত পদার্থের দ্বিগুণ চিনি অর্থাৎ ৩২ পল (৪ সের)। প্রথমতঃ চিনি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া সূত্রবৎ আলোড়ন দণ্ডে জড়াইয়া ধরিলে তাহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহাতে শূল, অম্লপিত্ত; অর্শ, বাতজনিত রোগ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, কটীশূল, আনাহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

পূগখণ্ড।

সুপক্ক খোসা রহিত সুপারি খণ্ড খণ্ড করিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিয়া রৌদ্রে দিবে। তদনন্তর উহা চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ৮ পল (একসের) গ্রহণ পূর্ব্বক একসের পরিমাণ ঘৃতে সাতলাইয়া তাহাতে আমলকীর রস একসের ও শতমূলের রস একসের দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে দুগ্ধ ৮ সেরের সহিত চিনি ৫০ পল (সওয়া ছয়সের) মিশ্রিত করিয়া দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নাগকেশর, মুথা, রক্তচন্দন, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আমলকী-বীজের শস্য, পিয়ালফলের বীজের শস্য, দারুচিনি,

অথ আনাহে।

ত্রিবৃদ্ধরীতকী শ্যামাঃ স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। স্নুহীমূলস্য চূর্ণং বা পিবেদুষ্ণেণ বারিণা ॥ ৬ ॥

ত্রিকট্বাদিবর্ত্তিঃ।

বর্ত্তিস্ত্রিকটুকসৈন্ধবসর্ষপগৃহধূমকুষ্ঠ মদনফলৈঃ। মধুনি গুড়ে বা পক্ত্বা পায়ীরিতাঙ্গুষ্ঠপরিমাণা। বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ শনৈঃ প্রণিহিতা ঘৃতাভ্যক্তা ॥ আনাহোদাবর্ত্তপ্রশমনী জঠরগুল্মনিবারণী চ। (সর্ষপঃ শ্বেতঃ, মদনফলমেকং, ত্রিকট্বাদীনাং মিলিত্বা কর্ষঃ, মধুনঃ পলং, পক্ত্বা বর্ত্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যেকে॥ ত্রিকট্বাদি দ্রব্যং সংগৃহীত্বা গুড়ে দত্ত্বা পক্ত্বা বর্ত্তিকার্য্যেতি কেচিৎ) ॥ ৭ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং উদাবর্ত্তানাহ চিকিৎসা।

আনাহ চিকিৎসা।

তেউড়ীমূল চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ, শ্যামা (শ্যাম মূলা তেউড়ী), এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সিজের দুগ্ধে ভাবনা দিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে কিম্বা সিজের মূল চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে দাস্ত ও প্রস্রাব হইয়া আনাহ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ত্রিকট্বাদিবর্ত্তি।

ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল, শুঁঠ), সৈন্ধবলবণ, শ্বেত সর্ষপ, গৃহধূম (ঝুল), কুড়; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা; মদনফল (ময়না ফল) একটী, মধু বা গুড় ৮ তোলা, ত্রিকটু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি মধু বা গুড়ের সহিত পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া গুহ্য পথে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে আনাহ, উদাবর্ত্ত, উদর ও গুল্মরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

উদাবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসা সমাপ্ত।

গুল্মরোগ-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনম্। বৃংহণং যদ্ভবেৎসর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্ ॥ ১ ॥ সিদ্ধমেকাদশবিধং শৃণু মে গুল্মভেষজম্। স্নেহনং স্বেদনঞ্চৈব নিরূহমনুবাসনম্ ॥ বিরেকবমনে চোভে লঙ্ঘনং বৃংহণং তথা। শমনঞ্চাবসেকঞ্চ শোণিতস্যাগ্নিকর্ম্ম চ ॥ কারয়েদিতি গুল্মানাং যথারম্ভং চিকিৎসিতম্। ইতি হারীতঃ ॥ ২ ॥

গুল্মচিকিৎসা।

পেয়াদি লঘু আহার, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ু নাশক ও বলকারক দ্রব্য এবং লঙ্ঘন সর্ব্বপ্রকার গুল্ম রোগীর পক্ষেই হিতকর ॥ ১ ॥

স্নেহ, স্বেদ, নিরূহ, অনুবাসন, বমন, বিরেচন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, রক্তমোক্ষণ ও অগ্নিকর্ম্ম এই দশটী গুল্মরোগীর ঔষধ ॥ ২ ॥

গুল্মিনামনিলশান্তিরুপায়ৈঃ সর্ব্বশো বিধিবদাচরিতব্যা। মারুতে-হ্যবজিতেঽন্যমুদীর্ণং দোষমল্পমপি কর্ম্ম নিহন্ত্যাৎ ॥ ৩॥ স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে। স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বণম্। ভিত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মান্ ব্যপোহতি ॥ ৪॥ কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎকুশলোভিষক্। উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সুখোষ্ণাঃ শাল্বণাদয়ঃ॥ স্নানাবসেকে রক্তস্য বাহুমধ্যে সিরাব্যধঃ। স্বেদোঽনুলোমনঞ্চৈব প্রশস্তং সর্ব্বগুল্মিনাম্ ॥ ৫॥ পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধা কৌলত্থা ধান্বজা রসাঃ। খড়াঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ ॥ ৬॥ মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়-সৈন্ধবম্। সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহম্ ॥ ৭॥ নাগরার্দ্ধ-পলং পিষ্টং দ্বে পলে লুঞ্চিতস্য চ। তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরে-ণোষ্ণেণ পায়য়েৎ ॥ ৮॥ পিবেদেরণ্ডতৈলন্বা বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্। তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মো পিবেন্নরঃ ॥ ৯॥ সাধয়েচ্ছুদ্ধ-শুষ্কস্য লশুনস্য চতুঃপলম্। এবন্তু সাধিতে ক্ষীরে স্তোকমপ্যত্র দীয়তে ॥ সর্জ্জিকা কুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকীজোপি বা। তৈলেন পীতঃ শময়েদ্গুল্মং পবনসম্ভবম্ ॥ ১০॥

গুল্মরোগে প্রথমতঃ বায়ুর শান্তি করিবে, বায়ু প্রশমিত হইলে অল্পায়াসে অপরাপর দোষের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩॥

স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা গুল্মরোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া পেটে (গুল্মস্থানে) সেক দিবে। সেক দ্বারা শারীরিক স্রোতঃ সকল মৃদু হওয়ায় প্রবল বায়ুর শান্তি এবং মল তরল হইয়া গুল্মরোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৪॥

বায়ু নাশক দ্রব্যের উষ্ণ ক্বাথ বা কাঁজি প্রভৃতি দ্বারা মৃণ্ময় ঘট পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বরা সেক প্রদান করাকে কুম্ভীস্বেদ কহে। পাচিত মাংসাদির পিণ্ড দ্বারা সেক প্রদত্ত হইলে, তাহাকে পিণ্ডস্বেদ এবং ইষ্টক চূর্ণ উষ্ণ কাঁজিতে নিমগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা সেক দেওয়াকে ইষ্টকস্বেদ বলা যায়। এই ত্রিবিধ স্বেদ, সুখোষ্ণ প্রলেপ ও সন্তর্পণ দ্বারা গুল্ম রোগের শান্তি হইয়া থাকে। উল্লিখিত উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ না হইলে বাহু সন্ধির কিঞ্চিৎ নিম্নস্থ শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ৫॥

বায়ু নাশক ঔষধের সহিত পাচিত পেয়া, কুলত্থি কলাইয়ের যূষ, পঞ্চমূলের সহিত প্রস্তুতীকৃত ধান্বজা (ধনেষ পাখীর মাংসের) এবং জাঙ্গল প্রাণীর ক্বাথ গুল্ম রোগীর পক্ষে হিতকর ॥ ৬॥

ছোলঙ্গ লেবুর রস, হিঙ্গু, দাড়িমের রস, বিট্লবণ ও সৈন্ধবলবণ; এই দ্রব্যগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক সুরা মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বায়ুজনিত গুল্মের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৭॥

শুঁঠ ৪ তোলা, তিল ১৬ তোলা ইক্ষুগুড় ৮ তোলা এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮॥

এরণ্ডতৈল উষ্ণ দুগ্ধের সহিত বা বারুণী নামক মদ্যের সহিত পান করিলে বাতজ গুল্ম রোগ নিবারিত হয় ॥ ৯॥

রসোন অর্দ্ধসের, দুগ্ধ ৪ সের, জল ১৬ সের এই সমস্ত একত্র পাক করিতে থাকিবে, পরে আসন্ন পাকে সাচিক্ষার, কুড়চূর্ণ ও কেতকীজটার ক্ষার উপযুক্ত পরিমাণে দিয়া নামাইয়া গ্রহণ

আবস্থিকক্রিয়াসূত্রম্।

বাতগুল্মে কফে বৃদ্ধে বাস্তিশ্চূর্ণাদি চেষ্যতে। পিত্তে বিরেচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তস্য মোক্ষণম্॥ ১১॥ স্নিগ্ধোষ্ণেণোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতম্। রূক্ষোষ্ণেন তু সম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্॥ ১২॥ কাকোল্যাদিমহাতিক্তবাসাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মিনম্। স্নেহিতং স্রংসয়েৎ পশ্চাদ্‌যোজয়েৎ বস্তিকর্ম্মণা॥ ১৩॥ স্নিগ্ধোষ্ণজে পিত্তগুল্মে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ। রেচনার্থী রসং বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ॥ ১৪॥ পক্কে তু ব্রণবৎকার্য্যং ব্যাধিশোধন-রোপণম্॥ স্বয়মূর্দ্ধমধো বাপি স চেদ্দোষঃ প্রবর্ত্ততে। দ্বাদশাহ-মুপেক্ষেত রক্ষনন্যানুপদ্রবান্॥ ১৫॥ লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতে-ঽগ্নৌ সংবুভুক্ষিতে। ঘৃতং সক্ষারকটুকং পাতব্যং কফগুল্মিনা॥১৬॥ মন্দোঽগ্নির্ব্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা। সোৎক্লেশতা-রুচির্যস্য স গুল্মী বমনোপগঃ॥ ১৭॥ মন্দেঽগ্নাবনিলে মূঢ়ে জ্ঞাত্বা সস্নেহমাশয়ম্। গুড়িকাচূর্ণনির্য্যূহাঃ প্রযোজ্যাঃ কফগুল্মিনাম্॥ ১৮॥

করিবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বায়ুজনিত গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও গৃধ্রসীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

বায়ুজনিত গুল্মে শ্লেষ্মাধিক্য লক্ষিত হইলে রোগীকে বমন করাইবে, অপর চূর্ণ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ গুল্মে স্নিগ্ধ বিরেচক এবং রক্তগুল্মে যোনি পথ দ্বারা রক্তস্রাব কারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ১১॥

সর্ষপ প্রভৃতি ভক্ষণ জনিত পিত্ত প্রধান গুল্মে স্রংসন এবং রুক্ষ ও উষ্ণ কারণে উৎপন্ন গুল্ম রোগে ঘৃত প্রয়োগ হিতকর। অর্থাৎ যদি গুল্মের কারণ স্নিগ্ধ ও উষ্ণ সর্ষপাদি হয়,তাহাতে বিরেচন হিতকর, অপর যাহার কারণ রুক্ষতা ও উষ্ণতা, সেই গুল্মে রক্তপিত্তোক্ত ঘৃত পান হিতসাধক॥ ১২॥

পিত্তগুল্মীকে কাকোল্যাদিগণ-সাধিত অথবা কুষ্ঠাধিকারোক্ত মহাতিক্ত বাসাদি সাধিত তৈল পান করাইয়া দাস্ত করাইবে, পরে বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ১৩॥

সর্ষপ প্রভৃতি স্নিগ্ধ ও উষ্ণ কারণ জনিত পিত্তগুল্মে মধুর সহিত কমলা গুড়ি অথবা গুড়ের সহিত কিস্‌মিসের ক্বাথ সেবন করিলে উপকার দর্শে॥ ১৪॥

গুল্ম পাকিলে ব্রণবৎ কার্য্য করিবে, অর্থাৎ প্রথমতঃ ব্যধন (শস্ত্রকর্ম্ম) করিয়া পূয়াদি নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে, পরে ক্ষত শুষ্ক করণার্থ ব্রণরোপক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, পক্ক গুল্ম স্বয়ংই বিদীর্ণ হইয়া পূয়াদি নির্গত হইতে পারে, এজন্য দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে শোধনাদি ক্রিয়া হইতে বিরত থাকিবে। কেবল কোন রূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিবে॥ ১৫॥

কফগুল্মীর লঙ্ঘন, লেখন ও স্বেদক্রিয়া দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষারের সহিত ঘৃত পাক করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে॥ ১৬॥

যাহার অগ্নিমান্দ্য, বেদনার অল্পতা, কোষ্ঠের গুরুতা, গাত্রের আর্দ্রতা, উৎক্লেশ (বমনোদ্বেগ) এবং অরুচি উপস্থিত হয়, সেই গুল্মরোগী বমনের যোগ্য॥ ১৭॥

অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুর বিকৃতি দ্বারা রোগীর কোষ্ঠের স্নিগ্ধতা লক্ষিত হইলে গুড়িকা, চূর্ণ ও ক্বাথ সেবন দ্বারা দোষের পরিপাক করিয়া লইবে॥ ১৮॥

তিলৈরণ্ডাতসীবীজসর্ষপৈঃ পরিলিপ্য চ। শ্লেষ্মগুল্মময়ঃপাত্রৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বেদয়েদ্ভিষক্ ॥ যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতম্। পিবেৎসন্দীপনং বাতমূত্রবর্চ্চোঽনুলোমনম্ ॥ ২০ ॥ ব্যামিশ্রদোষে ব্যামিশ্রঃ সর্ব্ব এব ক্রিয়াক্রমঃ। সন্নিপাতোদ্ভবে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ ॥ ২১ ॥ বচাঽভয়াবিড়াঃ শুণ্ঠী-হিঙ্গুকুষ্ঠাগ্নি-দীপ্যকাঃ। দ্বিত্রিষট্ চতুরেকাষ্টসপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ ॥ চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোদরাপহম্। শূলার্শঃ শ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণীদীপনং পরম্ ॥ ২২ ॥ যমানীহিঙ্গুসিন্ধূত্থক্ষারসৌবর্চ্চলাভয়াঃ। সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূলনিসূদনাঃ ॥ ২৩ ॥

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্ ॥

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শটীম্। অজমোদাজগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ ॥ দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাম্। দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥ চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্যমনুপানেষ্বনত্যয়ম্। প্রাগুক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা ॥ পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে। আনাহে

তিল, এরণ্ডবীজ, তিসী (মসিনা) ও সর্ষপ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া গুল্ম স্থানে প্রলেপ দিয়া লৌহ নির্ম্মিত উত্তপ্ত হাতা তদুপরি লাগাইয়া দিবে, এইরূপে কিছুক্ষণ সেক দিলে শ্লেষ্ম গুল্মীর উপকার দর্শিয়া থাকে। ॥ ১৯ ॥

যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ তক্রের সহিত পান করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং বায়ু, মল ও মূত্রের সরলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

দ্বিদোষজ গুল্মে উভয় দোষজ ক্রিয়া এবং ত্রিদোষ জনিত গুল্মে দোষ ত্রয়ের মিশ্র ক্রিয়া করিবে ॥ ২১ ॥

বচ ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, বিট্‌লবণ ৬ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হিঙ্গু একভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতার মূল ৫ ভাগ ও যমানী ৫ ভাগ ; ইহাদের চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে পেষণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে মদ্য প্রভৃতির সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চললবণ ও হরীতকী ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে যথা প্রয়োজন মদ্যের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও শূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ।

হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আকনধ (আকান্দী), হবুষা, হরীতকী, শটী, বনযমানী, যমানী, তিন্তিড়ী (তেঁতুল), অম্লবেতস, দাড়িমের রস, কুড়, ধনিয়া, জীরা, চিতার মূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও চই ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ একআনা পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত সুরামাণ্ড বা মদ্য কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জনিত গুল্ম, পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তিশূল, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গ্রহণী, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, অরুচি, উরোবিবন্ধ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, গলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ চূর্ণ রূপে

মূত্রকৃচ্ছ্রেষু গুদযোনিরুজাসু চ ॥ গ্রহণ্যর্শো বিকারেষু প্লীহ্নি পাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ। উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং শ্বাসে কাসে গলগ্রহে ॥ ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা। বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কার্ষিকাঃ স্যুস্ততোধিকা ॥ (গুড়িকাপক্ষে এষাং সমভাগচূর্ণং সপ্তদিনং ছোলঙ্গরসেন ভাবয়িত্বা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ) ॥ ২৪ ॥

হিঙ্গু পুষ্করমূলানি তুম্বুরুণী হরীতকী। শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্ ॥ যবক্কাথোদকেনৈতদ্ঘৃতভৃষ্টন্তু পায়য়েৎ। তেনাস্য ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ ॥ ২৫ ॥

বচাদিচূর্ণম্।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবং সাম্লবেতসম্। যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেণ বারিণা ॥ এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্। ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নের্বৃদ্ধিং করোতি চ ॥ (এষাং সমভাগেন মিলিতং চূর্ণং মাষকচতুষ্টয়ং উষ্ণজলেন প্রাতঃপেয়ম্) ॥ ২৬ ॥

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্।

হিঙ্গ্ব্গ্রগন্ধাবিড়শুণ্ঠ্যজাজীহরীতকীপুষ্করম্। ভাগোত্তরং চূর্ণিতমেতদিষ্টং গুল্মোদরাজীর্ণবিসূচিকাসু ॥ ২৭ ॥

লবঙ্গাদিচূর্ণম্।

লবঙ্গদন্তীত্রিবৃতাযমানী শুণ্ঠীবচাধান্যকচিত্রকানি। পলত্রয়ং মাগ-

---

প্রয়োগ না করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। গুড়িকা করিতে হইলে ছোলঙ্গ লেবুর রস দ্বারা চূর্ণ গুলি ৭ দিবস ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে ॥ ২৪ ॥

হিঙ্গু, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), তুম্বুরু, হরীতকী, শ্যামা (তেউড়ীর মূল), বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪।৬ মাষক পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক যবের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে গুল্ম বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥ ২৫ ॥

বচাদিচূর্ণ।

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া চারি মাষক মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে গুল্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ।

হিঙ্গু একতোলা, বচ ২ তোলা, বিট্‌লবণ ৩ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, পুষ্কর মূল ৫ তোলা, কুড় ৬ তোলা, এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে কিম্বা প্রয়োজন অনুসারে তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, উদর, অজীর্ণ ও বিসূচিকা রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

লবঙ্গাদিচূর্ণ।

লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীর মূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনিয়া, চিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, কট্‌কী, কিস্‌মিস্, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, ছোট এলাচি, বনযমানী ও ইন্দ্রযব; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ

ধিকা চ কটুী দ্রাক্ষা চবী গোক্ষুর যাবশূকম্ ॥ এলাজমোদা কুটজস্য বীজং বিধায় চূর্ণানি সমান্যমীষাম্। খাদেত্ততঃ পাণিতলং হিতাশী কোষ্ণং জলং চানুপিবেৎ প্রযত্নাৎ ॥ নিহন্তি গুল্মং সরুজং সদাহমর্শাংসি শোথাংশ্চ তথামবাতম্। সর্ব্বোদরাণ্যেব চিরোত্থিতানি চূর্ণং লবঙ্গাদিকমাশু হন্তি ॥ ২৮ ॥

কাঙ্কায়নগুড়িকা ॥

শটী পুষ্করমূলঞ্চ দন্তী চিত্রকমাঢ়কীম্। শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ ॥ ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুর্য্যাত্রীণি চ হিঙ্গুনঃ। যবক্ষারং পলে দ্বে তু দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ ॥ যমান্যজাজী মরিচং ধান্যকঞ্চেতি কার্ষিকম্। উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং তথা চাষ্টমিকামপি ॥ মাতুলুঙ্গরসে চৈতা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্। আসাঞ্চৈকাং পিবেৎ তিস্রো বাথ সুখাম্বুনা ॥ অম্লৈর্ম্মদ্যৈশ্চ যূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা। এষা কাঙ্কায়নোক্তা গুড়িকা গুল্মনাশিনী ॥ অর্শো হৃদ্রোগশমনী ক্রিমীণাঞ্চ বিনাশিনী। গোমূত্রযুক্তা শময়েৎকফগুল্মং চিরোত্থিতম্ ॥ ক্ষীরেণ পিত্তগুল্মঞ্চ মদ্যৈরম্লৈশ্চ বাতিকম্। রক্তগুল্মে চ নারীণা মুষ্ট্রীক্ষীরেণ পায়য়েৎ ॥ ২৯ ॥

নারাচঘৃতম্।

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা কণ্টকারিকা। স্নুহীক্ষীরবিড়ঙ্গানি ঘৃতে দশমমুচ্যতে ॥ একৈকস্য চ কর্ষেণ ঘৃতস্য কুড়বং পচেৎ।

দ্রব্য চারি আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বেদনা ও জ্বালাযুক্ত গুল্ম, অর্শ, আমবাত ও উদর রোগ আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

কাঙ্কায়নগুড়িকা।

শটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), দন্তীমূল, চিতার মূল, অড়র, শুঁঠ, বচ ও তেউড়ীর মূল প্রত্যেকে আটতোলা, হিঙ্গু ২৪ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, অম্লবেতস ১৬ তোলা, যমানী, জীরা, মরিচ ও ধনিয়া প্রত্যেকে দুইতোলা, কৃষ্ণজীরা ও বনযমানী প্রত্যেকে ৪ তোলা; ইহাদের চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ছোলঙ্গলেবুর রসে পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গুড়িকা (বটিকা) প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই গুড়িকা দিবসে একটী, দুইটী বা অবস্থা বিশেষে তিনটী সেবন করিবে। উষ্ণ জল, কাঁজি, মদ্য মাংসযূষ, ঘৃত বা দুগ্ধের সহিত গুড়িকা সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে গুল্ম, অর্শ, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ঔষধ গোমূত্রের সহিত সেবনে শ্লেষ্ম-জনিত, দুগ্ধের সহিত পিত্তজ এবং মদ্যের সহিত সেবনে বাতজনিত গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে। রক্ত গুল্মে স্ত্রীলোকদিগকে উটের দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে ॥ ২৯ ॥

নারাচঘৃত।

ঘৃত ১ সের। কল্ক—চিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বেড়েলা, দন্তীমূল, তেউড়ীর মূল, কণ্টকারী, সিজের ক্ষীর ও বিড়ঙ্গ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে চারিসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে

অস্য মাত্রাং পিবেৎকালে পলার্দ্ধেনচ সম্মিতাম্ ॥ উষ্ণোদকঞ্চানুপিবেদ্বিরেকার্থং পিবেন্নরঃ। পিবেদ্‌যবাগূং সর্পিষা পেয়াম্বা ক্ষীরসাধিতাম্। রসেন জাঙ্গলানাম্বা ভোজয়েন্মতিমান্ ভিষক্ ॥ বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং প্লীহার্শো বৃধ্নকুণ্ডলম্। গ্রহণীং দীপয়েন্মন্দাং কুষ্ঠদোষাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ নারাচকমিদং সর্পিঃ খ্যাতং নারাচসন্নিভম্ ॥ ৩০ ॥

হবুষাদ্যং ঘৃতম্ ॥

হবুষা-ব্যোষ-পৃথ্বীকা-চব্য-চিত্রক-সৈন্ধবৈঃ। সাজাজী-পিপ্পলীমূল-দীপ্যকৈঃ পাচয়েদ্‌ঘৃতম্। তৎপরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিবন্ধনুৎ ॥ যোন্যর্শো গ্রহণীদোষশ্বাসকাসারুচিজ্বরান্। পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি ॥ ৩১ ॥

পঞ্চপলং ঘৃতম্।

পিপ্পল্যাঃ পিচুরধ্যর্দ্ধোদাড়িমাদ্‌দ্বিপলং পলম্। ধান্যাৎপঞ্চ ঘৃতাৎ শুণ্ঠ্যাঃ কর্ষঃ ক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥ সিদ্ধমেদ্‌ঘৃতং সদ্যো বাতগুল্মং চিকিৎসতি। যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাংসি বিষমজ্বরম্ ॥ ৩২ ॥

জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া নামাইবে। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ঘৃত পানান্তে উষ্ণ জল, ঘৃত মিশ্রিত যবাগূ, পেয়া বা জাঙ্গল মাংসের যূষ সেবন করিবে ॥ ৩০ ॥

হবুষাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—হবুষা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, ছোট এলাচি, চই, চিতার মূল, সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল ও যমানী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর শুষ্ক কুল (বদরীফল) ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; এই কাথ ঘৃতে দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে শুষ্ক মূলার কাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৪ সের, দাড়িমের রস ৪ সের ক্রমশঃ ঘৃতে দিয়া পাক করিবে, পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে বায়ু জনিত গুল্ম, শূল, আনাহ, বিবন্ধ, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তিশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

পঞ্চপল ঘৃত।

ঘৃত ৫ পল (৪০ তোলা)। কল্ক পিপুল ৩ তোলা, দাড়ীম বীজ ১৬ তোলা, ধনিয়া ৮ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা; এই দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে যথা প্রয়োজন জল দিয়া পাক করিয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, পরে দুগ্ধ ২০ পল (১৬০ তোলা) ঘৃতে দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে যথা প্রয়োজন উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতগুল্ম, যোনিশূল, শিরঃশূল, অর্শ ও বিষমজ্বর, বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ত্রায়মাণা ঘৃতম্।

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণা চতুঃপলম্। রোহিণী কটুকা মুস্তং ত্রায়মাণা দুরালভা। কল্কস্তামলকী বীরা জীবন্তী চন্দনোৎপলম্॥ রসস্যামলকীনাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ। পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্বিপাচয়েৎ॥ পিত্তগুল্মং রক্তগুল্মং বিষর্পং পৈত্তিকং জ্বরম্। হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেতদ্ঘৃতোত্তমম্॥ পলোল্লেখগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে। চত্বারিংশৎপলস্তেন তোয়ং দশগুণং ভবেৎ॥ ৩৩॥

ক্ষীরষট্পলকং ঘৃতম্।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ। পলিকৈঃ সযবক্ষারৈঃ সর্পিঃ প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ ক্ষীরপ্রস্থেন তৎসর্পি র্হন্তি গুল্মং কফাত্মকম্॥ গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্ন প্লীহকাসজ্বরাপহম্॥ ৩৪॥

ধাত্রীষট্পলকং ঘৃতম্।

ধাত্রীফলানাং স্বরসৈঃ ষড়ঙ্গং পাচয়েদ্ঘৃতম্। শর্করাসৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥ ৩৫॥

ত্রায়মাণাঘৃত।

ঘৃত একসের। কল্ক -কট্কী, মুথা, বলালতা (বলাডুমুর), দুরালভা, ভূমিআমলকী (ভুঁই আমলা). ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন, নীলোৎপল (অভাবে নীলসুঁদী), এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে চারিসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে বলালতা ৩২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক জল ৪০ পলের (৩২০ তোলার) সহিত সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিয়া উক্ত ঘৃতে দিবে, পরে আমলকীর রস একসের ও দুগ্ধ একসের দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনঃ ঘৃত পাক করিতে থাকিবে, পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তগুল্ম, রক্তগুল্ম, বিষর্প, পিত্তজ্বর, হৃদয়ের রোগ, কামলা ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

ক্ষীরষট্পলক ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে. পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ চারিসের দুগ্ধের সহিত পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কফগুল্ম, গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

ধাত্রীষট্পক ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ১৬ সের। কল্ক—পিপুল, পিপুলের মূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ ও যবক্ষার; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে

দন্তীহরীতকী।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ। দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ॥ তেনাষ্টভাগশেষেণ পচেদ্দন্তী সমং গুড়ম্। তাশ্চাভয়াস্ত্রিবৃচ্চূর্ণাৎ তৈলাচ্চাপি চতুঃপলম্॥ পলমেকং কণাশুণ্ঠ্যোঃ সিদ্ধে লেহে চ শীতলে। ক্ষৌদ্রং তৈলসমং দদ্যাচ্চাতুর্জ্জাতপলং তথা॥ ততো লেহপলং লীঢ্বা জগ্ধা চৈকাং হরীতকীম্। সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ঃ॥ প্লীহশ্বয়থুগুল্মার্শোহৃৎপাণ্ডুগ্রহণীগদাঃ। শাম্যন্ত্যুৎক্লেশবিষমজ্বরকুষ্ঠান্যরোচকাঃ॥ ৩৬॥

রসায়নামৃতলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্। যমানীদ্বয়ভূনিম্বং ত্রিবৃদ্দন্তীচ নিম্বকম্॥ সর্ব্বেষাং কার্ষিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমভ্রকম্। খণ্ডস্য ষোড়শপলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলম্॥ জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলং ষোড়শকং তথা। পাচ্যং সর্ব্বং প্রযত্নেন লৌহং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥ সিদ্ধে পাকে পুনর্দ্দেয়ং ঘৃতং পলচতুষ্টয়ম্। সর্ব্বরোগেষু সংযোজ্য মহামৃতরসায়নম্॥ গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরানি চ।

দিবে এবং উহাতে আমলকীর রস দিয়া পাক করিতে থাকিবে। কল্কপাকার্থ জল ১৬ সের দিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু জল না দিলেও আমলকীর রসেই পাক সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া গ্রহণ করিবে, এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার গুল্মরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

দন্তীহরীতকী।

হরীতকী ২৫টী একখানি বস্ত্র খণ্ডে শ্লথ পোট্‌লী বদ্ধ করিয়া দন্তীমূল ২৫ পল (২০০ তোলা) ও চিতার মূল ২৫ পলের সহিত ৬৪ সের জল দ্বারা পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত ২৫ পল ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫টী দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে তেউড়ীর চূর্ণ ৪ পল (৩২ তোলা), তিলতৈল ৩২ তোলা, শুঠচূর্ণ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। তদনন্তর মধু ৩২ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি ও নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা উহাতে প্রদান পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা ও হরীতকী একটী সেবন করিবে। এইরূপে কিছু দিন ঔষধ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গুল্ম, প্লীহা, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু, গ্রহণী, বিষমজ্বর, কুষ্ঠ, অরুচি ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

রসায়নামৃত লৌহ।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া সমস্তে দুইসের গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। জামীরের (গেড়োলেবুর) রস দুইসের, এই উভয়বিধ রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তৎসহ চিনি দুইসের মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ীর মূল, দন্তীমূল,

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা॥ রোগান্ সর্ব্বা-
ন্নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ৩৭॥

গুল্মোকালানলোরসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্গণং সমম্। তোলদ্বয়মিতং ভাগং
যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্॥ মুস্তকং পিপ্পলীশুণ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী।
হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ॥ সর্ব্বমেকীকৃতং
পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ। পর্পটিং মুস্তকং শুণ্ঠ্যপামার্গং
পাপচেলিকম্॥ তৎ পুনশ্চূর্ণয়েৎপশ্চাৎ সর্ব্বগুল্মনিবারণম্।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যনুপানতঃ॥ বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং
শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। দ্বন্দ্বজঞ্চ নিহন্ত্যাশু বাতগুল্মং বিশেষতঃ॥
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে॥ ৩৮॥

বৃহদ্গুল্মকালানলোরসঃ।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্গণং কটুকং বচাম্। দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং
ত্র্যূষণং সুরদারু চ॥ পত্রমেলাং ত্বচং নাগং খাদিরং সারমেব চ।
গৃহীত্বা সমভাগেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥ জয়ন্তী চিত্রকোন্মত্তকেশ-
রাজদলং তথা। নিষ্পীড্য স্বরসং নীত্বা ভাবয়েৎকুশলো ভিষক্॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাঃ কারয়েত্ততঃ। উত্থায় ভক্ষয়েৎপ্রাতরনু-
পানং জলং পয়ঃ॥ গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ।

নিমছাল, সৈন্ধবলবণ ও অভ্রভস্ম প্রত্যেকে দুইতোলা, লৌহভস্ম ১৬ তোলা, ঘৃত ৩২ তোলা উহাতে প্রদান পূর্ব্বক উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ ও জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৩৭॥

গুল্মকালানল রস।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, শোধিত হরিতাল, তাম্রভস্ম, সোহাগার খৈ ও যবক্ষার প্রত্যেকে দুইতোলা, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপুল, হরীতকী, বচ ও কুড় ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ক্ষেতপাপড়া, মুথা, আদা, আপাঙ্গ ও আকনাদ (আকন্দী লতা) ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাবিধি ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ একরতি বা দুইরতি পরিমাণে হরীতকীর জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

বৃহৎ গুল্মকালানলরস।

অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, কট্‌কী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, কুড়, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দেবদারু, তেজপত্র, ছোট এলাচি, দারুচিনি, নাগকেশর ও খদির; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিবে, তদনন্তর পারদ ও গন্ধক উভয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। তদনন্তর যথোক্ত পরিমাণে সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতুরা ও কেশুত্যা ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া দুই-রতি বা চারিরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুগ্ধ বা জলের সহিত প্রাতঃ-

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথঞ্চৈব সুদারুণম্॥ হলীমকং রক্তপিত্তং মন্দাগ্নিমরুচিং তথা। গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥ ৩৯॥

শিখিবাড়বোরসঃ।

মারিতং তাম্রসূতাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্। মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযুতং দিনম্। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ॥ বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ॥ ৪০॥

নাগেশ্বররসঃ।

শুদ্ধসূতস্তথা গন্ধো নাগবঙ্গৌ মনঃশিলা। নিশাদলঞ্চ ত্রিক্ষারং লৌহং শুল্বং তথাভ্রকম্॥ এতানি সমভাগানি স্নুহীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ। চিত্রকং বাসকং দন্তী ক্বাথেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ॥ দিনৈকন্তু প্রযত্নেন রসো নাগেশ্বরোমতঃ। গুল্মং প্লীহপাণ্ডুশোথানাধ্মানঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ ভক্ষয়েন্মাষমেকন্তু পর্ণখণ্ডেন গুল্মবান্॥ ৪১॥

রক্তগুল্মরোগ-চিকিৎসা।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে। স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায়ৈ দদ্যাৎ

কালে সেবন করিলে গুল্‌ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, হলীমক, রক্তপিত্ত, মন্দাগ্নি, অরুচি, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

শিখিবাড়ব রস।

তাম্রভস্ম, অভ্রভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, যবক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য একতোলা করিয়া লইবে এবং বিশুদ্ধ পারদ ও বিশুদ্ধ গন্ধক উভয়ে দুইতোলা লইয়া কজ্জলী করিবে; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ পানের রসের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে বাতগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

নাগেশ্বর রস।

বিশুদ্ধ পারদ, বিশুদ্ধ গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী), সীসভস্ম, রাঙ্গভস্ম, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খই, লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম ও অভ্রভস্ম; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সিজের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে, পরে চিতা, বাসক ও দন্তী একত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ দ্বারা একদিন ভাবনা দিবে, তদনন্তর কলাই প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ পানের সহিত সেবন করিলে গুল্‌ম, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, আধ্মানরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪১॥

রক্তগুল্‌ম চিকিৎসা।

রক্তগুল্‌ম ও গর্ভ উভয়ই প্রায় তুল্য লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্থূল বুদ্ধি চিকিৎসকগণ গুল্‌ম ভ্রমে গর্ভাবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে ভ্রূণ হত্যা ঘটিতে পারে, এই নিমিত্ত গর্ভকাল দশ মাস অতীত হইলে রক্তগুল্‌মের চিকিৎসা করা উচিত। পক্ষান্তরে সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক উভয়ের অসাধারণ লক্ষণ দর্শনে অনতিবিলম্বে গুল্‌ম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেও দশ মাস অতীত না হইতে ঔষধ প্রয়োগ নিরাপদ নহে। কারণ গুল্‌মের অপক্কাবস্থায় রক্তস্রাবাদি দ্বারা গর্ভাশয়ের বিকৃতি ঘটিতে পারে। সুতরাং যেমন নবজ্বরে সাত দিবসের পরে পাচন প্রয়োগের উপযুক্ত সময়, তদ্রূপ দশ মাস পরে রক্তগুলমের পক্কাবস্থাই ঔষধ প্রয়োগের

স্নিগ্ধং বিরেচনম্ ॥ ১ ॥ শতাহ্বা চিরবিল্বত্বক্ দারুভার্গী কণোদ্ভবঃ। কল্কঃ পীতোহরেদ্গুল্মং তিলক্বাথেন রক্তজম্ ॥ ২ ॥ তিলক্বাথো গুড়ব্যোষহিঙ্গুভার্গীযুতোভবেৎ। পানঃ রক্তভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্ ॥ ৩ ॥ সক্ষারং ত্র্যূষণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী ॥ ৪ ॥ পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা ॥ ৫ ॥ উষ্ণৈর্ব্বা ভেদয়েদ্ভিন্নে বিধিরাস্থগ্‌দরো হিতঃ ॥ ৬ ॥ ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং

উপযুক্ত সময়। অতএব যথাসময়ে রক্তগুল্ম রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ (ঘৃত) পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে, পরে গুল্ম স্থানে সেক প্রদান করিবে। এইরূপে উভয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্য সেবন করাইয়া দাস্ত করাইবে।

শুল্ফা, নাটাকরঞ্জার মূলের ছাল, দেবদারু, ব্রহ্মযষ্টির মূল ও পিপুল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। তিল দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত উক্ত চূর্ণ দ্রব্য দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

পুরাতন গুড়, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও ব্রহ্মযষ্টির মূল (বামনহাটীর মূল) ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, তদনন্তর তিলের ক্বাথের সহিত উক্ত চূর্ণ উপপুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যবক্ষার, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

যবক্ষার (সোরা) অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব হইয়া রক্তগুল্ম রোগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণ সোরা অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। এইরূপে তিন চারি দিন সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কৃত এবং রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় কোন২ স্ত্রীলোক গর্ভপাত করিবার মানসে উহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। এস্থলে জানা আবশ্যক, সোরা ২ তোলা হইতে চারিতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে বিশেষতঃ অল্প জলের সহিত প্রযুক্ত হইলে আমাশয়ে এবং অন্ত্র মধ্যে জ্বালা, বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, নাড়ীক্ষীণ, হস্ত পদ শীতল, পরিশেষে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কাহারও বা সেই মোহই চিরমোহে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা একতোলার অধিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এই পরিমাণে আবার ৩।৪ দিনের অধিক কাল ব্যবহার করা উচিত নহে। যদি ভ্রম বশতঃ একবারে অধিক পরিমাণ সোরা সেবন করান হয়, তাহা হইলে রোগীকে বমন করাইয়া আমাশয় হইতে সোরা নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে, এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করাইবে। শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৪ ॥

পলাশ ক্ষারের জল দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া তাহা সেবন করিলে রক্ত গুল্ম রোগের প্রতীকার হয় ॥ ৫ ॥

দন্তীগুড় প্রভৃতি উষ্ণ দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা গুল্ম (রক্তের চাপ) দ্রব করিয়া ফেলিবে, ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া গুল্ম বিনষ্ট হয়। রক্তস্রাব অধিক কাল স্থায়ী হইলে অসৃক্‌দর বিহিত (রক্তপ্রদর বিহিত) ক্রিয়া করিবে ॥ ৬ ॥

উল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা যদি গুল্ম দ্রব না হয়, তাহা হইলে যোনি-বিশোধন বর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা গুল্ম দ্রব করিবে।

দদ্যাদ্যোনিবিশোধনম্ ॥ ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ। রুধিরে তু প্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরী ক্রিয়া ॥ ৭ ॥ ভল্লাতকাৎ কল্ককষায়পক্ব সর্পিঃ পিবেচ্ছর্করয়া বিমিশ্রম্। তদ্রক্তগুল্মং বিনিহন্তি পীতং বলাসগুল্মং মধুনা সমেতম্ ॥ ৮ ॥

পঞ্চাননরসঃ।

পাদাংশকতুত্থঞ্চ গন্ধং জৈপালপিপ্পলী। আরগ্বধফলান্মজ্জ বজ্রী-ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ॥ ধাত্রীরসযুতং খাদেদ্রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে। চিঞ্চা-দলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্ ॥ ৯ ॥

বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলম্। ন খাদেচ্চালুকং গুল্মী মধুরাণি ফলানি চ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং গুল্মচিকিৎসা।

যোনি বিশোধন বর্ত্তি যথা—তিল চূর্ণ ও পলাশক্ষার কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিয়া কিম্বা তিল চূর্ণ ও পলাশক্ষার সিজের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিয়া যোনি পথে জবায়ুর মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে রক্তস্রাব হইতে থাকে। অধিক পরিমাণ রক্তস্রাবের জন্য রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে রক্তপিত্তোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে ॥ ৭ ॥

ভল্লাতকের (ভেলার) ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া চিনির সহিত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে রক্তগুল্ম এবং মধুর সহিত সেবন করিলে বায়ু জনিত গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পঞ্চানন রস।

পারদ, গন্ধক, তুঁতিয়াভস্ম, জয়পাল, পিপুল, সোনালুর আটা (সোঁদাইল ফলের মজ্জা) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সিজ ক্ষীরের সহিত পেষণ ও ভাবনা দিয়া একরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আমলকীর বা তেঁতুল পত্রের রসের সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বর্জ্জনীয় বিধি।

শুষ্কমাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, ডাইল, আলু ও মধুর রস বিশিষ্ট ফল সর্ব্ব প্রকার গুল্ম রোগী পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০ ॥

গুল্মরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতুরম্। দ্বিপঞ্চমূলীক্কাথেন সস্নেহ লবণেন চ॥ ১॥ পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্। সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠী অজমোদা চ চূর্ণিতম্॥ ফলং ধান্যাম্লকৌলত্থদধিমদ্যাসবাদিভিঃ। পায়য়েৎ শুদ্ধদেহঞ্চ স্নেহেনান্যতমেন বা॥ ২॥ নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্। কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্॥ ৩॥ শ্রীপর্ণীমধুকক্ষৌদ্রসিতাগুড়জলৈর্ব্বমেৎ। পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্॥

হৃদ্রোগ চিকিৎসা।

বায়ু জনিত হৃদ্রোগে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ (ঘৃতাদি) প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া লইবে, তদনন্তর বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগের মূলীভূত কারণ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে, ইহা বৃদ্ধ ঋষি সুশ্রুতের মত। কিন্তু মহর্ষি চরক বলেন - হৃদ্‌রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কোন অবস্থায়ই বমন করান উচিত নহে। এস্থলে প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে এইরূপ প্রতিপন্ন হয়, রস অবলম্বন করিয়া হৃদ্‌রোগ জন্মে, সেই রসের আধার হৃদয়। সুতরাং বমন দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির অত্যল্পই আশা করা যাইতে পারে।

হৃদ্‌রোগীকে বমন করাইতে হইলে পঞ্চকর্ম্মোক্ত বিধানানুসারে ঘৃতাদি পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে এবং দশমূলের ক্বাথের সহিত ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া বমন করাইবে। কেহ কেহ বলেন দশমূলের ক্বাথের সহিত মদন ফলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। বমনের জন্য ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে ক্বাথ্য দ্রব্য অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। পরে উক্ত ক্বাথ হইতে যথাপ্রয়োজন ক্বাথ লইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে॥ ২॥

বমন দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত হইলে পিপুল, ছোটএলাচি, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ (সচল লবণ), শুঁঠ ও যমানী; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ছোলঙ্গলেবুর রস, ধান্যাম্ল (কাঁজি), কুলত্থি কলাইয়ের যূষ, দধি ও মদ্যের সহিত কিম্বা ঘৃতাদির মধ্যে কোন এক স্নেহ পদার্থের সহিত সেবন করিবে॥ ২॥

অথবা শুঁঠ দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া সেই উষ্ণ ক্বাথ রোগীকে পান করাইলে অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কাস, শ্বাস, বায়ু, শূল হৃদ্‌রোগ বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৩॥

পিত্তজনিত হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা।

পিত্তজনিত হৃদ্‌রোগে গাম্ভারিফল ও যষ্টিমধু উভয়ে অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে, এই ক্বাথ অর্দ্ধসের বা একসের পরিমাণে লইয়া তাহাতে চিনি, গুড় ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। যদি ইহাতে বমন হয়, তবে আর ক্বাথ সেবন করাইবে না, যদি বমন না

ঘৃতং কষায়াংশ্চোদ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্॥ ৪॥ শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে। দ্রাক্ষা সিতাক্ষৌদ্রপরূষকৈঃ স্যাৎ শুদ্ধে চ পিত্তাপহমন্নপানম্॥ ৫॥ পিষ্ট্বা পিবেদ্বাপি সিতাজলেন যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিণীঞ্চ॥ ৬॥ অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদামযে। সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা॥ ৭॥ ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা। পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে। হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥ ৮॥ বচানিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে। বাতহৃদ্রোগহৃচ্চূর্ণং পিপ্পল্যাদিঞ্চ পায়য়েৎ॥ ৯॥ ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃ স্যাদন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ম্। হীনাতিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্॥ ১০॥ চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যান্মাক্ষিকেন সমাযুতম্। হৃচ্ছূলং শ্বাসকাসঘ্নং ক্ষয়হিক্কানিবারণম্॥ ১১॥

হয়, তাহা হইলে পুনঃ উক্ত রূপে ক্বাথ পান করাইবে। এইরূপে বমন দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ হইলে মধুর দ্রব্যের (কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের) সহিত পাচিত ঘৃত এবং পিত্তজ্বর নাশক কষায় পান করিতে দিবে॥ ৪॥

পিত্তজনিত হৃদরোগে হৃৎপিণ্ডোপরি শীতল প্রলেপ দিবে এবং বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ করিয়া কিস্‌মিস্, চিনি, পরুষকফল ও মধুর সহিত ভক্ষ্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে॥ ৫॥

অথবা চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু ও কট্‌কী পেষণ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া উপকার দর্শে॥ ৬॥

অর্জুন ছালের সহিত পাচিত দুগ্ধ অথবা স্বল্প পঞ্চমূল বা যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হৃদ্‌রোগীর পক্ষে হিতকর॥ ৭॥

ঘৃত, দুগ্ধ বা গুড় মিশ্র জলের সহিত অর্জুন ছাল চূর্ণ সেবন দ্বারা হৃদ্‌রোগ, জীর্ণজ্বর, রক্তপিত্ত দূরীভূত ও রোগী দীর্ঘজীবী হয়॥ ৮॥

কফজনিত হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা।

কফজনিত হৃদ্‌রোগে বচ ও নিমছাল উভয়ে সমভাগে অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ অর্দ্ধসের বা একসের পরিমাণে লইয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, যদি ইহাতে বমন হয়, তবে আর ক্বাথ পান করাইবে না, কিন্তু যদি উহাতে বমন না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইতে হইবে। এইরূপে বমন দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ হইলে বাতজহৃদ্‌রোগ নাশক পূর্ব্বোক্ত পিপ্পল্যাদি চূর্ণ (পিপুল, ছোটএলাচি, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সোবর্চ্চললবণ, শুঁঠ ও বনযমানী) সেবন করিতে দিবে॥ ৯॥

ত্রিদোষজ হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা।

সান্নিপাতিক হৃৎপিণ্ডের রোগে লঙ্ঘন ও ত্রিদোষ নাশক অন্ন ও পানীয় প্রথমতঃ ব্যবস্থা করিবে। তদনন্তর দোষ বিশেষের প্রবলতা, মধ্যাবস্থা ও হীনতা বিচার পূর্ব্বক ত্রিদোষেরই চিকিৎসা করিবে॥ ১০॥

পুষ্কর মূলের (অভাবে কুড়ের) চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যথাপ্রয়োজন মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের বেদনা, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, হিক্কা নিবারিত হয়॥ ১১॥

তৈলাজ্যগুড়বিপক্বং গোধূমপার্থজং বাপি। পিবতি পয়োঽনু চ স ভবেজ্জিতঃ সকলশ্বাসকাসহৃদাময়ঃ পুরুষঃ॥ ১২॥ মূলং নাগবলায়াস্তু চূর্ণং দুগ্ধেন পায়য়েৎ। হৃদ্রোগশ্বাসকাসঘ্নং ককুভস্য চ বল্কলম্॥ রসায়ন পরং বল্যং বাতজিৎ মাষযোজিতম্। সম্বৎসরপ্রয়োগেন জীবেদ্বর্ষশতং ধ্রুবম্॥ ১৩॥ হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়বিশ্বকৃষ্ণা কুষ্ঠাভয়া চিত্রক যাবশূকম্। পিবেৎস সৌবর্চ্চলপুষ্করাদ্যং যবাম্ভসা শূল-হৃদাময়ঘ্নম্॥ ১৪॥ দশমূলকষায়স্তু লবণক্ষারযোজিতম্। কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥ পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়াং সাম্লবেতসম্॥ শটীং পুষ্করমূলঞ্চ তিন্তিড়ীকং সদাড়িমম্। মাতুলুঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥ সুখোদকেন মদ্যৈর্ব্বা প্লুতান্যেতানি পায়য়েৎ। অর্শঃ শূলঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥ ১৫॥ পুটদগ্ধমশ্মপিষ্টং হরিণবিশাণং সর্পিষা পিবতঃ। হৃৎপৃষ্ঠশূলমুপ-শমমুপযাত্যচিরেণ কষ্টমপি॥ ১৬॥ ক্রিমিহৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎপিশিতৌদনম্। দধ্না চ পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাৎ

গোধূম চূর্ণ (ময়দা) ও অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ উভয়ে সমভাগে গ্রহণ করিবে এবং চূর্ণ দ্রব্যের সমান ইক্ষুগুড় এবং অল্প পরিমাণ তিল তৈল ও ঘৃতের সহিত পাক করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে হৃদ্‌রোগ, কাস ও শ্বাস প্রশমিত হয়॥ ১২॥

গোরক্ষ চাকুলের মূল চূর্ণ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে এবং অর্জুন ছাল চূর্ণ উক্ত পরিমাণে যথাপ্রয়োজন দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হৃদ্‌রোগ, কাস, শ্বাস বিনষ্ট হইয়া শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে। এই নিয়মে এক বৎসরকাল সেবিত হইলে শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায়। উল্লিখিত ঔষধ এক মাস সেবন করিলেই রোগ নাশক শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১৩॥

হিঙ্গু, বচ, বিট্‌লবণ, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, হরীতকী, চিতার মূল, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল লবণ ও পুষ্কর মূল এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যবের ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হৃদ্‌রোগ ও শূল নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

আকান্দীলতা (আকনদ), বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আমলকী, বহেড়া, শটী, পুষ্করমূল, তেঁতুল ছাল, দাড়িমের ছাল, ছোলঙ্গলেবুর মূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্রব্য দুইআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণজল বা মদ্যের সহিত সেবন করিলে হৃদ্‌রোগ, অর্শ, শূল ও গুল্মরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১৫॥

হরিণ শৃঙ্গ সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত করিয়া একটী মৃণ্ময় কৌটায় স্থাপন পূর্ব্বক মুখ রুদ্ধ করিয়া ঘুঁই-টার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গ্রহণ করিবে। উহা খলে উত্তম রূপে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ একআনা পরিমাণে যথাপ্রয়োজন ঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃৎপিণ্ড ও পৃষ্ঠশূল অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৬॥

ক্রিমিজনিত হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা।

ক্রিমিজনিত হৃদ্‌রোগে প্রথমতঃ দধি, তিল চূর্ণ এবং মাংসের সহিত অন্ন তিন দিবস পর্য্যন্ত

সুরসাদিনা। শিরোবিরেকদ্রব্যৈর্ব্বা সুখোষ্ণৈর্ম্মূত্রসংযুতৈঃ ॥ ৮ ॥ সংস্বেদ্য মূত্রপ্রভবাং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ। সেবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তাৎ বিধ্যেৎ ব্রীহিমুখেন বৈ॥ ৯ ॥ রাস্নাযষ্ট্যামৃতৈরণ্ডবলাগোক্ষুরসাধিতঃ। কাথোঽন্ত্রবৃদ্ধিং হন্ত্যাশু রুবুতৈলেন মিশ্রিতঃ ॥ ১০ ॥ তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধপয়োঽন্বিতম্। আধ্মানশূলাগ্নিমান্দ্যমন্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ ॥ ১১ ॥ ভৃষ্টোরুবুকতৈলেন কল্কঃ পথ্যাসমুদ্ভবঃ। কৃষ্ণাসৈন্ধবসংযুক্তো বৃদ্ধিরোগহরঃ পরঃ ॥ ১২ ॥ লজ্জা-গৃধ্রমলাভ্যাঞ্চ লেপো-বৃদ্ধিহরঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥

ব্রধ্ননিদানম্।

অত্যভিষ্যন্দি গুর্ব্বন্নসেবনান্নিচয়ং গতঃ ॥ করোতি গ্রন্থিবৎ শোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু। জ্বরশূলাঙ্গদাহাঢ্যং তং ব্রধ্নমিতি নির্দ্দিশেৎ॥১৪॥

বিল্বাদিচূর্ণম্।

মূলং বিল্বকপিত্থয়োররলুকস্যাগ্নে র্বৃহত্যোর্দ্বয়োঃ। শ্যামা পূতিকরঞ্জ-

---

শিরোবিরেচক দ্রব্য (পিপুল মরিচ ও আপাঙ্গ প্রভৃতি) গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ দিবে। ইহাতে প্রস্তাবিত রোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মূত্রজনিত কুরণ্ড চিকিৎসা।

অণ্ডকোষে মৃদু সেক দিয়া বস্ত্রদ্বারা উহা উত্তমরূপে বেষ্টন করিবে। তদনন্তর কোষের নিম্ন প্রদেশে সেবনীর (সেলাইর) পার্শ্বদেশ ব্রীহিমুখ অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিবে এবং সেই বিদ্ধ মুখে দুই মুখ বিশিষ্ট শলাকা প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত জল (মূত্র) নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে, এইরূপে কার্য্য শেষ করিয়া স্থগিকা নামক বন্ধন প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান শুষ্ক করিবে ॥ ৯ ॥

অন্ত্রবৃদ্ধি চিকিৎসা।

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েলা (বাইরকলী) ও গোক্ষুর ; ইহাদের সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত কাথের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল (রেড়ির তৈল) মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি আশু প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বেড়েলার (বাইরকলীর) সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল (রেড়ির তৈল) মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শূল ও আধ্মান যুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

এরণ্ডতৈলে হরীতকী ভর্জন করিয়া (ভাজিয়া) তৎসহ পিপুল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

লজ্জা (বরাহক্রান্তা) ও গৃধ্র পক্ষীর বিষ্ঠা একত্র পেষণ করিয়া কুরণ্ডে লেপন করিবে। এই রূপ প্রক্রিয়া কিছুদিন করিলে কুরণ্ডরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ব্রধ্নরোগের লক্ষণ।

(বাঘি)

অত্যন্ত অভিষ্যন্দী (ক্লেদজনক) ও গুরু দ্রব্য সেবনে দোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্ক্ষণ-সন্ধিস্থানে বেদনা ও জ্বালাযুক্ত গ্রন্থিবৎ যে শোথ উৎপাদন করে, সেই শোথকে ব্রধ্নরোগ (বাঘি) কহে ॥ ১৪ ॥

ব্রধ্নরোগ চিকিৎসা।

বিল্বাদি চূর্ণ।

বেলের মূল, কদ্‌বেলের মূল, শ্যোণার মূল (নাও শোণার মূল), রক্তচিতার মূল, বৃহতী মূল,

শিগ্রুকতরোর্ব্বিশ্বৌষধারুষ্করম্; কৃষ্ণাগ্রন্থিকচব্য পঞ্চলবণ ক্ষারাজ-মোদান্বিতং। পীতং কাঞ্জিককোষ্ণতোয়মথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রধ্নজিৎ॥ (বিল্বাদিচূর্ণে অরলুকঃ শ্যোণাকঃ অগ্নিশ্চিত্রকঃ। শ্যামা বৃদ্ধদারকঃ। পূতিকরঞ্জো নাটাকরঞ্জঃ। কাঞ্জিকোষ্ণতোয়মথিতানামন্যতমেন পানমিতি শিবদাসঃ)॥ ১৫॥

অজাক্ষীরেণ গোধুমকল্কং কুন্দুরুকস্য বা। প্রলেপনং সুখোষ্ণং স্যাদ্ব্রধ্নশূলহরং পরম্॥ ১৬॥ মৃতমাত্রে তু বৈ কাকে বিশস্তে তু প্রবেশয়েৎ। ব্রধ্নং মুহূর্ত্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজং ভবেৎ॥ ১৭॥ অজাজীহবুষাকুষ্ঠগোধূমবদরাণি চ। কাঞ্জিকেন সমং পিষ্ট্বা কুর্য্যাদ্ব্রধ্নে প্রলেপনম্॥ ১৮॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহ্বাং নিচুলং বচাম্। হ্রীবেরং মধুকং ভার্গীং দেবদারু সনাগরম্॥ কট্‌ফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শটীম্। বিড়ঙ্গাতিবিষাং শ্যামাং রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাম্॥ বিল্বাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চ দন্তীং রাস্নাং প্রপিষ্য চ। সাধ্যমেরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা কফবাতনুৎ॥ ব্রধ্নোদাবর্ত্তগুল্মার্শঃ প্লীহমেহাঢ্যমারুতান্॥ আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাত্তদনুবাসনাৎ॥ (সৈন্ধবাদ্য তৈলে নিচুলো

কণ্টকারী মূল, বৃদ্ধদারকের মূল (বিস্তাড়কের মূল), নাটাকরঞ্জার মূল, শজিনার মূল, শুঁঠ, ভেলা, পিপুল, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও যমানী; ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কাঁজি কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ব্রধ্নরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৫॥

ময়দা ও কুন্দুরুকচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন ও শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬॥

একটী কাকপক্ষী মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোড়দেশ বিদারণ করিয়া বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলে তৎক্ষণাৎ ব্রধ্নজনিত বেদনার শান্তি হইয়া থাকে॥ ১৭॥

কৃষ্ণজীরা, হবুষা (অভাবে ধনিয়া), কুড়, ময়দা ও শুষ্ক বদরীফল (পুরাতন কুল); এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কুঁচকিতে প্রলেপ দিলে ব্রধ্নরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১৮॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল।

তিলতৈল বা এরণ্ড তৈল চারি সের। কল্ক দ্রব্য,—সৈন্ধবলবণ, মদনফল (ময়নাফল), কুড়, শুল্‌ফা, নিচুল (বেতস), বচ, বালা, যষ্টিমধু, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), দেবদারু, শুঁঠ, কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), মেদ, চই, চিতার মূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আতুষ, তেউড়ী, রেণুকা, নীলবুহ্না, শালপর্ণী, বেলশুঁঠ, যমানী, পিপুল, দন্তীমূল ও রাস্না; ইহাদের সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং তাহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনঃ তৈল পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামা-

বেতসঃ। শ্যামা ত্রিবৃতেতি বৈদ্যপ্রসারক-সম্বাদাৎ। নীলিনী নীল-বৃহ্না। চতুর্গুণজলেন পাকঃ। তৈলং বেত্তি তিলতৈলং বেত্তি শিবদাসঃ) ॥ ১৯ ॥

ঘৃতং সৌরেশ্বরং যোজ্যং ব্রধ্নবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে ॥ ২০ ॥

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলম্।

শতমেরণ্ডমূলস্য পলং শুণ্ঠ্যা যবাঢ়কম্। তৈলপাদাবশেষেণ পয়সা তৎসমেন চ ॥ প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য তন্মূলাচ্চ চতুঃপলম্। ত্রিপলং শৃঙ্গবেরঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ ॥ তৎপিবেৎ প্রযতঃ শুদ্ধো নরঃ ক্ষীরান্নভুক্ সদা। অন্ত্রবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু তৈলং গন্ধর্ব্বহস্তকম্ ॥ ২১ ॥

শতপুষ্পাদ্যঘৃতম্।

শতপুষ্পাদেবদারু চন্দনং রজনীদ্বয়ম্। জীরকে দ্বে বচা নাগত্রিফলা-গুগ্গুলুত্বচম্ ॥ মাংসী সকুষ্ঠ পত্রৈলা রাস্না শৃঙ্গী চ চিত্রকম্। ক্রিমিঘ্নমশ্বগন্ধা চ শৈলেয়ং কটুরোহিণী ॥ সৈন্ধবং তগরঞ্চৈব কুষ্ঠ-জাতীবিসৈঃ সমৈঃ। এতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ বৃষমুণ্ডিতিকৈরণ্ডনিম্বপত্রভবো রসঃ। কণ্টকার্য্যাস্তথা প্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থং

ইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, শূল, অর্শ, প্লীহা, মেহ, আঢ্যবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

শ্লীপদ চিকিৎসোক্ত সৌরেশ্বর ঘৃত ব্রধ্ন ও কুরণ্ড রোগে প্রয়োগ করিবে। কারণ উক্ত ঘৃত ব্রধ্ন ও কুরণ্ড নাশক ॥ ২০ ॥

গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল।

এরণ্ড তৈল ৪ সের। কল্ক—এরণ্ড মূল ৩২ তোলা, আদা ২৪ তোলা, এই দ্রব্য গুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে এরণ্ড মূল সাড়ে-বারসের, শুঁঠ ৮ তোলা এবং যব আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ তৈলে দিবে, এইরূপ তৈল পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর তৈল পুনঃ পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে দুগ্ধ ষোলসের দিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। রোগী প্রযত (জিতেন্দ্রিয়) শুদ্ধাচারী ও একমাত্র দুগ্ধান্নভোজী হইয়া এই তৈল উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগকে আশু জয় করিতে পারে ॥ ২১ ॥

শত পুষ্পাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—শুল্ফা, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুগ্গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, ছোট-এলাচি, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতার মূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কট্কী, সৈন্ধব-লবণ, তগর-পাদিকা, কুড়, জাতীপুষ্প ও মৃণাল; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে বাসক, মুণ্ডিতিকা, এরণ্ড ও নিম ইহাদের পত্রের রস ৪ সের এবং কণ্টকারীর কাথ ৪ সের তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং

বিনিক্ষিপেৎ ॥ সিদ্ধমেতদ্‌ঘৃতং পীতমন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি। বাতবৃদ্ধিং পিত্তবৃদ্ধিং মেদোবৃদ্ধিমথাপি বা ॥ মূত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ যকৃৎপ্লীহানমেব চ। শতপুষ্পাদ্যমেতদ্বৈ ঘৃতং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

অপরযোগাঃ।

হরীতকীং মূত্রসিদ্ধাং সতৈলাং লবণান্বিতাম্। প্রাতঃপ্রাতশ্চ সেবেত কফবাতাময়াপহাম্ ॥ ২৩ ॥ গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। বাতবৃদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥২৪॥ নিষ্পিষ্ট-মারণালেন রূপিকামূলবল্কলম্। লেপো বৃদ্ধ্যাময়ং হন্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ম্ ॥ (শ্বেতার্কমূলবল্কলং কাঞ্জিকেন পিষ্ট্বা লেপো দেয়ঃ) ॥ ২৫ ॥ গব্যং ঘৃতং সৈন্ধবসংপ্রযুক্তং শম্বূকভাণ্ডনিহিতং তদেব। সপ্তাহ-মাদিত্যকরৈর্ব্বিপক্বং হন্যাৎকুরণ্ডং চিরজংপ্রবৃদ্ধম্ ॥ ২৬ ॥ সৈন্ধবং ঘৃতাভ্যক্তং তাম্রভাজনমাতপে। প্রতপ্তমূলতা ঘৃষ্টং তন্মলঞ্চ সমা-হরেৎ ॥ কুরণ্ডং ম্রক্ষয়েত্তেন সনির্ব্বিঘ্নং দিবানিশম্। কুরণ্ডং তেন সংলিপ্তং নাস্তীত্যাহ পুনর্ব্বসুঃ ॥ [তাম্রভাজনে ঘৃতং সৈন্ধবং দত্ত্বা রৌদ্রে তপ্তং কৃত্বা মেষলোমনুণ্ডিকয়া ঘৃষ্ট্বা মলগ্রহং কৃত্বা তেন ম্রক্ষয়েৎ] ॥ ২৭ ॥ গোমূত্রসিদ্ধাং রুবুতৈলভৃষ্টাং হরীতকীং সৈন্ধব-সম্প্রযুক্তাম্। পিবেন্নরঃ কোঞ্চজলানুপানং নিহন্তি বৃদ্ধিং চিরজাং

ঘৃত পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, আর উহাতে দুগ্ধ ৪ সের দিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপ-যুক্ত পরিমাণে পান করিলে সর্ব্ব প্রকার বৃদ্ধিরোগ শ্লীপদ, প্লীহা ও যকৃৎ রোগ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অপর যোগ সকল।

হরীতকী গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিবে, পরে উক্ত হরীতকী পেষণ করিয়া তৎসহ এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহাতে কফ ও বাতজনিত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

গুগ্‌গুলু অথবা এরণ্ড তৈল (রেড়ির তৈল) গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বায়ু জনিত কুরণ্ডরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

রূপিকা মূলের (শ্বেত আকন্দ মূলের) ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কোষে প্রলেপ দিলে চিরকাল ব্যাপী কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

গব্য-ঘৃত সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া জীবিত শম্বূকের (শাঁমুকের) খোলায় স্থাপন পূর্ব্বক রৌদ্রে রাখিবে। এইরূপ সপ্তাহকাল সূর্য্য পক্ব করিয়া লইবে। এই ঘৃত সেবন করিলে অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কুরণ্ডও আশু বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

তাম্রপাত্রে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া রৌদ্রে তপ্ত করিবে। পরে মেষলোমের নুণ্ডিকা (নুঁড়ি) দ্বারা উক্ত তাম্র পাত্র হইতে মল ঘর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিবে, উক্ত মল কুরণ্ডে মালিশ করিয়া দিন রাত্রি রাখিলে প্রস্তাবিত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা মহর্ষি পুনর্ব্বসু বলিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

হরীতকী গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত হরীতকী এরণ্ড তৈলের

প্রবৃদ্ধাম্ ॥ ২৮ ॥ ঐন্দ্রীমূলভবং চূর্ণং রুবুতৈলেন মর্দ্দিতম্। ত্র্যহাদ্গোপয়সা পীতং সর্ব্ববৃদ্ধিহরং পরম্ ॥ ২৯ ॥ বচা-সর্ষপকল্কেন লেপোবৃদ্ধি বিনাশনঃ ॥ ৩০ ॥ বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্ট্বা তচ্চার্দ্রকৈঃ সহ। কুরণ্ডং নাশয়েদ্ভদ্রে লেপনান্মাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ ঘৃতৈর্নীলোৎপলমূলং পিষ্ট্বা লিম্পেৎ কুরণ্ডকম্। অথবা লেপনং কুর্য্যাদ্গৃহমণ্ডূকশোণিতৈঃ ॥ ৩২ ॥

ভক্তোত্তরীয়ম্ ॥

অভ্রকং গন্ধকঞ্চৈব পিপ্পলী লবণানি চ। ত্রিক্ষারং ত্রিফলা চৈব হরিতালং মনঃশিলা ॥ পারদং অজমোদা চ যমানী শতপুষ্পিকা। জীরকং হিঙ্গু মেথী চ চিত্রকং চবিকা বচা ॥ দন্তী চ ত্রিবৃতা মুস্তা শিলা চ মৃতলৌহকম্। অঞ্জনং নিম্ববীজানি পটোলং বৃদ্ধদারকম্। সর্ব্বাণি চাক্ষমাত্রাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শতং কনকবীজানি শোধিতানি প্রযোজয়েৎ ॥ এতদগ্নিবিবৃদ্ধ্যর্থমৃষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্। শ্লীপদান্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ বাতবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্ ॥ অরুচিং চামবাতঞ্চ শূলং বাতসমুদ্ভবম্। গুল্মঞ্চৈবোদরব্যাধীন্নাশয়ত্যাশু তৎক্ষণাৎ ॥ ভক্তোত্তরমিদং চূর্ণমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥ ৩৩ ॥

(রেড়ির তৈলের) সহিত ভাজিয়া তাহার সহিত সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত অধিক দিন জাত কুরণ্ড প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

ঐন্দ্রিমূল (মাকালাড়ুর মূল) চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত তিন দিন সেবন করিলে কুরণ্ড-রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

বচ ও সর্ষপ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বহুবার বীজ ও আদা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া কুরণ্ডে লেপন করিলে নিশ্চয়ই উক্ত রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

নীলোৎপল মূল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুরণ্ডে লেপন করিলে প্রস্তাবিত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ভক্তোত্তরীয়।

কজ্জলী ৪ তোলা, অভ্রভস্ম, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খই, হরিতাল, মনঃশিলা, বনযমানী, যমানী, শুলফা, জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতার মূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ীর মূল, মুথা, শিলা (শিলাজতু), লৌহভস্ম, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোল পত্র ও বৃদ্ধদারকবীজ (বিস্তাড়ক বীজ); এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তদনন্তর সমস্ত চূর্ণ দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে শোধিত ধুতুরাবীজ এক শতটী গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শ্লীপদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, বাতজনিত বৃদ্ধি, অরুচি, আমবাত, বাতশূল, গুল্ম ও উদর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

বাতারিঃ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণোমতঃ। ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগাশ্চ চিত্রকাঃ। গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরণ্ডতৈলমর্দ্দিতঃ। ক্ষিপ্‌ত্বাত্র পূর্ব্বকং চূর্ণং তেনৈব সহ মর্দ্দয়েৎ॥ গুড়িকাং কর্ষমাত্রাস্তু ভক্ষয়েৎপ্রাতরেব হি। নাগরৈরণ্ডমূলানাং ক্বাথং তদনুপায়য়েৎ॥ অভ্যজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্। বিরেকে তেন সংজাতে স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ॥ বাতারিসংজ্ঞকোহ্যেষ রসো নির্ব্বাতসেবিতঃ। অন্ত্রবৃদ্ধিং নিহন্ত্যেব ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসরঃ॥ অনুপানঞ্চ তিলজমার্দ্দিকদ্রবসংযুতম্॥ ৩৪॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা।

বাতারি।

শোধিত পারদ একভাগ, শোধিত গন্ধক দুই ভাগ, ত্রিফলা তিনভাগ চিতার মূল চারি ভাগ, এরণ্ড তৈলে মর্দ্দিত গুগ্‌গুলু পাঁচভাগ। প্রথমতঃ পারদ গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, তদনন্তর কজ্জলী ও অপরাপর দ্রব্যের চূর্ণ গুগ্‌গুলুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক তোলা বা দুই তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। তদনন্তর শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ পান করিবে। তৎপরে রোগীর পৃষ্ঠদেশ এরণ্ড তৈলাক্ত করিয়া সেই স্থানে সেক দিবে। এইরূপ করিলে যদি বিরেচন (দাস্ত পরিষ্কৃত) হয়, তবে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য আহার করিতে দিবে। ইহাতে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তিলবাটা ও আদার রসের সহিত ঔষধ সেব্য॥ ৩৪॥

বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

গলগণ্ডরোগ-চিকিৎসা।

যবমুদ্গ পটোলানি কটুরুক্ষঞ্চ ভোজনম্। ছর্দ্দিং সরক্তমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ॥ ১॥ তণ্ডুলোদক-পিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ। হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি॥ ২॥ সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবান্। মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ॥

গলগণ্ড চিকিৎসা।

যব, মুগ, পটোল, কটু (ঝাল) ও রুক্ষদ্রব্য সেবন, বমন এবং রক্তমোক্ষণ; এই সকল গলগণ্ড রোগে ব্যবস্থেয়॥ ১॥

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া গলদেশে রোগস্থানে লেপন করিবে। ইহাতে প্রস্তাবিত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২॥

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, তিসী, যব ও মূলাবীজ (মূলাশাকের বীজ); এই দ্রব্য গুলি

গলগণ্ডা গ্রন্থয়শ্চ গণ্ডমালাঃ সুদারুণাঃ। প্রলেপাত্তেন শাম্যন্তি বিলয়ং যান্তি চাচিরাৎ ॥ ৩ ॥ জীর্ণকর্কারুকরসো বিড়সৈন্ধবসংযুতঃ। নস্যেন হন্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ জলকুম্ভীকজং ভস্ম পক্বং গোমূত্রগালিতম্। পিবেৎকোদ্রবভক্তাশী গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে ॥ ৫ ॥ সূর্য্যাবর্ত্তরসোনাভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনে। স্ফোটা স্রাবৈঃ শমং যান্তি গলগণ্ডা ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ তিক্তালাবুফলে পক্বে সপ্তাহমুষিতং জলম্। মদ্যং বা গলগণ্ডঘ্নং পানাৎপথ্যান্নসেবিনঃ ॥ ৭ ॥ কট্‌ফলচূর্ণান্তর্গল-ঘর্ষো গলগণ্ডাময়ং হন্তি ॥ ৮ ॥ ঘৃতবিমিশ্রং পীতমপি গিরিকর্ণিকা-মূলম্ ॥ ৯ ॥ মহিষীমূত্রবিমিশ্রং লৌহমলং সংস্থিতং ঘটে মাসম্। অন্তর্ধূমবিদগ্ধং লিহ্যান্মধুনাথ গলগণ্ডে ॥ ১০ ॥ জিহ্বায়াঃ পার্শ্বতো-ঽধস্তাচ্ছিরা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ। তাসাং স্থূলশিরে দ্বে ঽধশ্ছিন্দ্যাত্তে

সমভাগে লইয়া অম্লরস বিশিষ্ট তক্রের সহিত পেষণ করিয়া গলগণ্ডে লেপন করিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থিরোগ অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সুপক্ব তিতলাউয়ের রসের সহিত বিট্‌লবণ ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা টানিলে তরুণ গলগণ্ড রোগ নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

জলকুম্ভী (পানা) অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ভস্ম গ্রহণ করিবে। তদনন্তর পানীয় ক্ষারোদক প্রস্তুতের নিয়মানুসারে উক্ত ভস্ম গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া একুশবার ছাকিয়া ক্ষারোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। উহা গলগণ্ড রোগীকে পান করিতে দিয়া কোদ্রবান্ন (কোদধান্য-জাত তণ্ডুলের অন্ন) সেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্তাবিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

সূর্য্যাবর্ত্ত (হুলটে) ও রসুন সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া ব্যাধি স্থানে প্রলেপ দিলে ফোস্কা উঠিয়া গলগণ্ডরোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সুপক্ব তিক্ত লাউ (তিত-লাউ) জলে বা মদ্যে সাতদিন ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল বা মদ্য পান করিয়া হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহা গলগণ্ড রোগ নাশক ॥ ৭ ॥

কট্‌ফলের চূর্ণ গলগণ্ডে কিছুদিন ঘর্ষণ করিলে প্রস্তাবিত রোগের আক্রামণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল বাটিয়া উহা উপযুক্ত পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে গলগণ্ড রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মণ্ডূর (লৌহমল) মহিষের মূত্রে একমাস ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উক্ত মণ্ডূর অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া পেষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই মণ্ডূর চূর্ণ দুই রতি পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১০ ॥

অস্ত্র প্রয়োগ।

গলগণ্ডরোগ চিকিৎসার্থ যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইল, তাহা প্রয়োগে কোন ফল না দর্শিলে উপযুক্ত অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা উক্ত রোগের শান্তি করা কর্ত্তব্য। সুতরাং অস্ত্র চিকিৎসক রোগীর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ রোগীর মুখ ব্যাদান করিয়া জিহ্বা আকর্ষণ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে জিহ্বার তলপৃষ্ঠে অধোদিকে পার্শ্বদেশে বারটী শিরা দেখিতে পাইবেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যে দুইটী স্থূল শিরা আছে, সেই শিরাদ্বয় বড়িশ যন্ত্রদ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক কুশপত্রাখ্য অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া রক্ত নিঃসারিত করিবেন। এই রূপে যথাপ্রয়োজন রক্তস্রাব হইলে বেদনার শান্তির নিমিত্ত ইক্ষুগুড় ও আদা রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। তদনন্তর শ্লেষ্মনাশক দ্রব্যের

চ শনৈঃ শনৈঃ ॥ বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কুশপত্রেণ বুদ্ধিমান্। স্রুতে রক্তে ব্রণে তস্মিন্ দদ্যাৎ সগুড়মার্দ্রকম্ ॥ ভোজনঞ্চানভিষ্যন্দি যূষঃ কৌলত্থ ইষ্যতে ॥ ১১ ॥ কর্ণযুগ্মবহিঃ সন্ধি মধ্যাভ্যাসেস্থিতঞ্চ যৎ ॥ উপর্য্যুপরি তচ্ছিন্দ্যাৎ গলগণ্ডে শিরাত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥

তুম্বীতৈলম্।

বিড়ঙ্গক্ষারসিন্ধুত্থরাস্নাগ্নিব্যোষদারুভিঃ ॥ কটুতুম্বীফলরসে কটুতৈলং বিপাচিতম্। চিরোত্থমপি নস্যেন গলগণ্ডং বিনাশয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অমৃতাদ্যং তৈলম্।

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লি নিম্ব হিংস্রাভয়া বৃক্ষকপিপ্পলীভিঃ। সিদ্ধং বলা বেতস দেবদারু হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী ॥ ১৪ ॥

সংযোগে কুলত্থ কলাইয়ের যূষ প্রস্তুত করাইয়া রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবেন। এই রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা গলগণ্ডরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

এতদ্ভিন্ন কর্ণ দ্বয়ের পৃষ্ঠসমীপে উপর্য্যুপরি যে তিনটী শিরা আছে। তাহা কুশপত্রাখ্য অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিলেও গলগণ্ডরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

তুম্বী তৈল।

কটুতৈল (সর্ষপ তৈল) ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্কেন করিয়া নামাইবে। পরে তৈল কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাচা হলুদ এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া অল্প জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া লইয়া জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া কেওয়ার মূল বা বচ ও বালা পাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিবে। পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ,—বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বচ, রাস্না, চিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও হিঙ্গ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে এক সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে সুপক্ব তিত লাউয়ের রস ষোলসের দিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে অধিক দিন জাত গলগণ্ডরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অমৃতাদ্য তৈল।

তৈল চারিসের। প্রথমতঃ তৈল মৃদু অগ্নিতে নিষ্কেন করিয়া নামাইবে। উক্ত তৈল কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাচা হলুদ এক ছটাক গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত ও জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। পরে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপুয়া লইয়া একসের জলের সহিত তৈলে দিবে, তৎপরে লোধ, নালুকা, মুথা, ত্রিফলা (আমলকী, হরিতকী, বহেড়া) কেওয়ার মূল অভাবে (বচ) ও বালাপত্র; এই সকল দ্রব্য সমস্তে এক ছটাক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে, কিঞ্চিত জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, নিমছাল হংসপদী, কুরচি (কুটজ), পিপ্পলী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে এবং দেবদারু, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একসের কুট্টিত করিয়া তৈলে দিয়া ষোলসের জলের সহিত জ্বাল দিবে; তদনন্তর জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে

॥ ১৩ ॥ লেহয়েচ্ছুনাবালং নবনীতেন লেপিতম্। পুটকপত্রজরসে নোদ্বর্ত্তনঞ্চ তদ্ধিতম্॥১৪॥ তৈলস্য ভাগমেকং মূত্রস্য দ্বৌ দ্বৌ চ শিম্বিদলরসস্য। গব্যস্য পয়সশ্চতুর্গুণমেবং দত্ত্বা পচেত্তৈলম্॥ তেনাভ্যঙ্গঃ সততং রোগমনামাখ্যমপহরতি ॥ ১৫ ॥ অর্কতূলকমাবিকরোমাণ্যাদায় কেশরাজস্য। স্বরসেনাক্তে বস্ত্রে কৃত্বা বর্ত্তিঞ্চ তৈলাক্তাং। তজ্জাতকজ্জলাঞ্জিতলোচনযুগলোঽপ্যলঙ্কৃতো বালঃ। কষ্টমনামকরোগং ক্ষপয়তি ভূতাদিকঞ্চাপি ॥ ১৬ ॥ চালনিকাতলসংস্থিতবালং সংপ্লাব্য গব্যমূত্রেণ ওকোদশালিকায়াং রজকক্ষারোদকস্নানম্ ॥ ১৭ ॥ দাসক্রয়ণ শ্রাবণবটিকা রসেন্দ্রপূরিতা ধৃতা কণ্ঠে। নলিনীদলে চ শয়নং দৃন্টমনামাখ্যরোগহরম্ ॥ ১৮ ॥ ছুছুন্দরমলোমাষৌ হরিদ্রানিম্বপত্রকম্। ইন্দ্রসুরীষপত্রঞ্চ ধূপেন তৎপ্রযোজিতম্॥ নিহন্তি রোদনং রাত্রৌ বালকস্য নসংশয়ঃ॥ ১৯ ॥ তিলতণ্ডুলনাড়ীচ মূলাভ্যাং লেপনাৎ দ্রুতম্। বালানাং ব্রাহ্মণযষ্টীরোগঃ শাম্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ২০ ॥ ভদ্রমুস্তাভয়ানিম্ব পটোল মধুকৈঃ কৃতঃ ॥ ক্বাথঃ কোঞ্চস্তু বালানাম-

বালকের গাত্রে নবনীত লেপন পূর্ব্বক কুক্কুর দ্বারা লেহন করাইয়া পদ্মপত্র দ্বারা শিশুর অঙ্গ মর্দ্দন করিলে অনামিকারোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

তৈল ১ একভাগ, গোমূত্র ২ দুইভাগ, সিমপাতার রস ৩ তিনভাগ এবং গব্যদুগ্ধ ৪ চারিভাগ, এই সমুদায় বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল শিশুদিগের গাত্রে সর্ব্বদা মর্দ্দন করিলে উহাদের অনামিকা রোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

আকন্দের তুলা ও মেষের লোম সমভাগে লইয়া কেশুর্যার রস দ্বারা [illegible] বস্ত্র কর্ত্তৃক বেষ্টন পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি (সলিতা) তৈলাক্ত করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিবে। এবং উহা হইতে যথাবিধি কজ্জল গ্রহণ পূর্ব্বক বালকের চক্ষুতে প্রদান করিলে অনামিকারোগ ও [illegible]াদি দোষ নিবারিত হয় ॥ ১৬ ॥

[illegible]নীর নিম্নে বালককে শয়ন করাইয়া চালনীর উপরি গোমূত্র সেচন করতঃ স্নান করাইলে এবং ধোপার ক্ষারজল দ্বারা শিশুকে স্নান করাইলে বালকদিগের ওকদশালিকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

কপটবেশধারী পাষণ্ড যোগীর নিকট হইতে ভৃত্য দ্বারা বটিকা (কড়ি) ক্রয় করিয়া তন্মধ্যে পারদ (পারা) পূরিয়া বালকের কণ্ঠদেশে ধারণ করাইলে এবং পদ্মপত্রে বালককে শয়ন করাইলে অতি কষ্টপ্রদ অনামিকা রোগ ও উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ছুছুন্দর মলাদি।—ছুছুন্দর মল (ছুঁচার বিষ্ঠা), মাষকলায়, হরিদ্রা, নিমপাতা ও নিসিন্দাপাতা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উহাদের ধূপ প্রদান করিলে বালকদিগের রাত্রিকালীন রোদন নিবারিত হয় ॥ ১৯ ॥

তিলের দানা ও নালিতা মূল, এই উভয় দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শিশুদিগের ব্রাহ্মণযষ্টীরোগ (বামনদাড়া) রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ভদ্রাদি।—দেবদারু, মুথা, হরীতকী, নিমছাল, পলতা ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিলিত ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় শিশুদিগকে পান করাইলে উহাদের নানাবিধ জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শেষজ্বরনাশনঃ॥২১॥ নিমন্ত্রিতং পূর্ব্বংহরিপ্রিয়ায়া মূলং সমুদ্ধৃত্য দিনে রবেশ্চ॥ বদ্ধং শিখায়ামনুরক্তমেনং জ্বরঞ্চ হন্যাদভিমন্ত্রিতেন। ওং কুরু বন্দে অমুকস্য জ্বরং নাশয় নাশয় হ্রীং স্বাহা অনেন অষ্টোত্তরশত-বারানভিমন্ত্র্য বালস্য শিরসি বন্ধনীয়ম্। ওং ব্রহ্ম রুদ্র প্রভস্কন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবো হুতাশনঃ রক্ষন্তু জ্বরিতং বালং মুঞ্চ মুঞ্চ ইমং স্বাহা॥ ইতি সর্ষপমন্ত্রঃ। জ্বরে। রক্ষামন্ত্রো যথা। যথা বজ্রং যথা শূলং যথা চক্রং যথা হলম্। যথা চ শক্তিঃ স্কন্দস্য রক্ষাহেষা তথা স্তুতে॥ স্বস্তি তেষ-ন্মুখন্দেবা মহাভাগা চ রেবতী। দিশঃ সূর্য্যোঽন্তরীক্ষঞ্চ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু সর্ব্বদা॥ তেজসা ব্রহ্মণশ্চাথ বিষ্ণোরিন্দ্রস্য তেজসা। সিদ্ধানাং তেজসা চৈব রক্ষিতোঽসি সুখী ভব॥ রক্ষামন্ত্রং সামান্যে॥২২॥ ভেষজং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু। কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা চাত্র কনীয়সী॥২৩॥ প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোর্ভেষজরক্তিকা। অবলেহ্যা তু কর্ত্তব্যা মধুক্ষীরসিতা ঘৃতৈঃ। একৈকাং বর্দ্ধয়েত্তাবৎ যাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ। তদূর্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদ্যাবদাষোড়-শাব্দিকঃ॥২৪॥

হরিদ্রাদিঃ।

হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব সিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ। শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষনুৎ॥২৫॥

কর্কটাদিঃ।

কর্কটাতিবিষা শুণ্ঠী ধাতকী বিল্ববালকম্। মুস্তং মজ্জা চ কোলস্য

শনিবারে তুলসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস অর্থাৎ রবিবারে তাহার মূল উৎপাটন পূর্ব্বক উহা "ওং কুরু বন্দে অমুকস্য জ্বরং নাশয় নাশয় হ্রীং স্বাহা"॥ এই মন্ত্রটী দ্বারা ১০৮ বার অভি-মন্ত্রিত করিয়া বালকের শিখাদেশে বন্ধন করিয়া দিলে অথবা "ওং ব্রহ্ম-ইমং স্বাহা" এই মন্ত্রটী দ্বারা সর্ষপ অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা বালকের শরীরে নিক্ষেপ করিলে এবং "যথা বজ্রং যথা শূলং সুখী ভব" এই রক্ষামন্ত্র দ্বারা শিশুদিগকে রক্ষা করিলে বালকদিগের জ্বর নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া থাকে॥২২॥

পূর্ব্বে জ্বরাদি রোগে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে, বালকদিগকে সেই সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, তবে মাত্রা পক্ষে একটু কম পরিমাণ করিতে হইবেক জানিবে॥২৩॥

শিশুদিগের ঔষধ মাত্রা :—একমাস বয়স্ক শিশুদিগকে ১ রতি পরিমাণ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এবং উহাদিগকে মধু, দুগ্ধ, চিনি ও ঘৃত সংযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া দিবে। শিশুগণকে দ্বিতীয় মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ১ রতি করিয়া ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিবে, পরে ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ১ এক ১ এক মাষা করিয়া বৃদ্ধি করিবে, তদনন্তর ১৭ বৎসর বয়স হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যদিগের পূর্ব্বলিখিত জ্বরাদির মাত্রানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করিবে॥২৪॥

হরিদ্রাদি।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টিকারী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ /৵০ অর্দ্ধপোয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথ বালক-দিগকে পান করাইলে তাহাদের জ্বরাতিসার এবং ধাত্রীকে পান করাইলে স্তন্যদোষ দূরীভূত হইয়া থাকে॥২৫॥

মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥ হন্তি জ্বরমতীসারং দুর্ব্বারং গ্রহণীগদম্। ছর্দ্দিং রক্তস্রুতিং কাসং শ্বাসং পশ্চাদ্রুজং তথা ॥ ২৬ ॥

বালচতুর্ভদ্রিকা।

ঘনকৃষ্ণারুণা শৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্। শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং শ্বাসকাসবমীহরম্ ॥ ২৭ ॥

ধাতক্যাদিঃ।

ধাতকী বিল্ব ধন্যাক লোধ্রেন্দ্রযব বালকৈঃ। লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতীসারবান্তিজিৎ। এষাং সমভাগচূর্ণং মধুনা লেহ্যম্ ॥ ২৮ ॥

রজন্যাদিচূর্ণং।

রজনীদারুসরলং শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ম্। পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিক সর্পিষা। গ্রহণীদীপনং হন্তি মারুতার্ত্তিং সকামলাম্। জ্বরাতীসারপাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বরোগজিৎ ॥ ২৯ ॥ মিষি কৃষ্ণাঞ্জনং লাজা শৃঙ্গী মরিচমাক্ষিকৈঃ। লেহঃ শিশোর্ব্বিধাতব্য শ্ছর্দ্দিকাসজ্বরাপহঃ॥৩০

যোগদ্বয়ং।

শৃঙ্গীং সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য লেহং বিদধ্যান্মধুনা শিশূনাম্। কাস জ্বর ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং সমাক্ষিকাং বাতিবিষামথৈকাম্ ॥ ৩১ ॥ পীতং

কর্কটাদি।—কর্কট (কাঁকড়াশৃঙ্গী), অতিবিষা (আতইচ), শুণ্ঠী, ধাইফুল,বিল্ব (বেলশুঁঠ), বালক (বালা), মুথা ও কোলের মজ্জা (কুলআটীর শাঁস),এই সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম প্রকারে পেষণ করতঃ মধু সংযোগে লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে বালকদিগের জ্বর, অতীসার, দুর্ব্বার গ্রহণীরোগ, ছর্দ্দি (বমন), রক্তস্রাব, কাস, শ্বাস ও পশ্চাদ্রুজ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বালচতুর্ভদ্রিকা।— মুতো, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধু সংযুক্ত করতঃ সেবন করাইলে শিশুদিগের জ্বর, অতীসার, শ্বাস, কাস ও বমি নিবারিত হয় ॥ ২৭ ॥

ধাতক্যাদি।—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, এই সকল বস্তু সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভালরূপে গুঁড়া করিয়া মধু সহযোগে লেহবৎ করিয়া শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের জ্বর, অতীসার ও বমি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

রজন্যাদিচূর্ণ।—রজনী (হরিদ্রা), দারু (দেবদারু), সরল (সরল কাষ্ঠ), শ্রেয়সী (গজপিপুল), বৃহতী দ্বয় (ব্যাকুড় ও কণ্টকারী), পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে) ও শতাহ্বা (শলুফা), এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধু সহ সংযুক্ত করত শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের গ্রহণী, বাতরোগ, কামলা, জ্বর, অতীসার ও পাণ্ডুরোগাদি সর্ব্ববিধরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মিষ্যাদি।—মৌরী, পিপুল, রসাঞ্জন, খৈ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ, এই সমুদায় বস্তু সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম প্রকারে চূর্ণ করিয়া মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের বমি, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

যোগদ্বয়।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা ও আতইচ, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ একত্র করিয়া অথবা কেবল মাত্র আতইস চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে লেহন করাইলে কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

পীতং বমেদ্‌যস্তু স্তন্যং তন্মধুসর্পিষা। দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ ॥৩২॥ আম্রাস্থিলাজসিন্ধূত্থৈ র্লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ ছর্দ্দিনুৎ ॥৩৩॥ পিপ্পলী মরিচানাঞ্চ চূর্ণং সমধুশর্করম্। রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কা ছর্দ্দিনিবারণম্॥ ৩৪॥ পেটী পাঠামূলাৎ জম্ব্বাঃ সহকারবল্কলতঃ কল্কঃ॥ ইত্যেকশশ্চ পিণ্ডোবিধৃতো হৃন্নাভিতাল্বাদৌ। ছর্দ্দ্যতিসারজ-বেগং প্রবলং ধত্তে তদেব নিয়মেন॥ ৩৫॥ পত্রৈ র্ব্বদরচাঙ্গেরীকাক-মাচীকপিত্থজৈঃ। শিরোরুগ্বম্যতীসারনাশনং মূর্দ্ধলেপনম্॥৩৬॥ ক্ষীরা-দস্য শিশোরামং শুষ্কং দৃষ্ট্বা তু দারুণম্। মাষযূষং পিবেদ্ধাত্রী পিপ্পলী চূর্ণসংযুতম্॥ ৩৭॥ স্তন্যপস্য কুমারস্য সর্ব্বস্যামাতিসারিণঃ। ধাত্রীং বিলঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ দেহদোষাদ্যপেক্ষয়া। পঞ্চকোলকসিদ্ধং বা পেয়াদিঞ্চ প্রযোজয়েৎ॥ ৩৮॥

বচাদি হরিদ্রাদিশ্চ।

বচা মুস্ত ভদ্রদারু নাগরাতিবিষাগণঃ॥ হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব সিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ। এতৌ বচা হরিদ্রাদিগণৌ স্তন্যবিশোধনৌ। আমা-তিসারশমনৌ কফমেদোবিশোষণৌ। হরিদ্রা দারুহরিদ্রা যষ্টিমধু বৃহতী ইন্দ্রযব। হরিদ্রাদি পূর্ব্ববৎসাধ্যম্। ক্বাথজলং মাত্রা পেয়ং বালেঽপি কিঞ্চিদ্দেয়ম্॥ ৩৯॥

যে শিশুর স্তন্যপানান্তেই বমন হইয়া যায়, তাহাকে বৃহতী (ব্যাকুড়) ও কণ্টকারীর রস এবং পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুণ্ঠী, এই সকল চূর্ণ করিয়া মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করাইলে বিশেষ ফল দর্শে॥ ৩২॥

আঁবের আঁঠীর শাঁস, খৈ ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে লইয়া চূর্ণ করত মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহবৎ করিয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের বমি নিবারিত হয়॥ ৩৩॥

পিপুল ও মরিচ চূর্ণ করিয়া মধু, চিনি ও ছোলঙ্গলেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া বালক-গণকে সেবন করাইলে তাহাদের হিক্কা ও বমি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

ঝাঁপীপেটারী মূল, আকনাদী মূল, জামেরছাল ও আঁবের ছাল, এই সমুদায় বস্তু সমান পরি-মাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করতঃ তাহা শিশুদিগের হৃদয়, নাভি ও তালু প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিয়া রাখিলে তাহাদিগের বমি ও অতিসাররোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥৩৫॥

কুলপাতা, আমরুল শাকের পাতা, কাকমাচীর পাতা ও কয়েদ্‌বেলের পাতা, এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে লইয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শিশুগণের মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে অতী-সার ও বমি নিবারিত হয়॥ ৩৬॥

দুগ্ধপায়ী শিশুগণের অতিসারের আমাবস্থা শুষ্ক হইলে ধাত্রীকে পিপুল চূর্ণ সহ মাষ-কলায়ের যূষ পান করিতে দিবে॥ ৩৭॥

স্তন্যপায়ী শিশুগণের আমাতিসার রোগে ধাত্রীকে উপবাস প্রয়োগ করিবে এবং পিপুল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল ও শুণ্ঠী, ইহাদের সহিত সিদ্ধ পেয়াদি ধাত্রীকে পান করাইবে॥ ৩৮॥

বচাদি।—বচ, মুথা, দেবদারু, শুণ্ঠী ও আতইস, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।/০ অর্দ্ধপোয়া। শিশুকে পান করাইলে অতীসার, কফ ও মেদ বিনষ্ট হয় এবং ধাত্রীকে পান করাইলে স্তন্য বিশোধিত হইয়া থকে।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, বৃহতী, ইন্দ্রযব, এই সমস্ত বস্তু সমানভাগে ২ দুইতোলা,

মুস্তকাদিঃ।

মুস্তকাতিবিষা শুণ্ঠী বালকেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্॥ ক্বাথং শিশুঃ পিবেৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনম্। ক্বাথজলং মাত্রা পেয়ং বালেঽপি কিঞ্চিদ্দেয়ম্॥ ৪০॥

বিল্বাদি ক্বাথাবলেহৌ।

বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাং জলং সলোধ্রং গজপিপ্পলী চ। ক্বাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু॥ ৪১॥ আম্রাতকাম্রজম্বূনাং ত্বচমাদায় চূর্ণয়েৎ। মধুনা লেহয়েদ্বালমতীসার বিনাশনম্॥ ৪২॥ সিতজীরক সর্জ্জচূর্ণং বিল্বদলোত্থাম্বুমিশ্রিতং পীতম্। হন্ত্যামরক্তশূলং গুড়সহিতঃ শ্বেতসর্জ্জো বা॥ ৪৩॥ সমঙ্গা ধাতকী লোধ্র শারিবাভিঃ শৃতং জলম্। দুর্দ্ধরেঽপি শিশোর্দ্দেয়মতীসারে সমাক্ষিকম্॥ ৪৪॥ নাগরাতিবিষা মুস্ত বালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্। কুমারং পায়য়েৎপ্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥ ৪৫॥

সমঙ্গাদিযবাগূঃ।

সমঙ্গা ধাতকী পদ্ম বয়স্থা কচ্ছুরা তথা। পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদ্ ক্ষী-

পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৵০। শিশুকে পান করাইলে অতীসার, কফ ও মেদ নিবারিত হয় এবং ধাত্রীকে পান করাইলে স্তন্য বিশোধিত হয়॥ ৩৯॥

মুস্তকাদি।—মুথা, আতইস, শুণ্ঠী, বালা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুই-তোলা, অর্দ্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিয়া ।৵০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ প্রাতঃ-কালে ধাত্রীকে পান করাইলে স্তন্য বিশুদ্ধ হয় এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিশুকে পান করাইলে সকল প্রকার অতীসার নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

বিল্বাদি ক্বাথ।—বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ দুইতোলা, অর্দ্ধসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া শেষ ।৵০, মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে শিশুদিগের অতীসার নিবারিত হয়।

বিল্বাদিলেহ।—বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহবৎ করিয়া শিশুগণকে পান করাইলে তাহাদের অতীসাররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪১॥

আম্রাতকাদি।—আমড়ার ছাল, আঁমের ছাল ও জামের ছাল, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমপ্রকারে চূর্ণ করিয়া মধুসহ অবলেহ প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের অতীসাররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪২॥

যোগদ্বয়।—শ্বেতজীরা ও শ্বেতধুনা সমভাগে বিল্বপত্রের রসে মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে অথবা কেবলমাত্র শ্বেতধুনা গুড়ের সহিত সেবন করাইলে বালকদিগের আমরক্ত ও তজ্জনিত শূল (কামড়ানী) নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪৩॥

সমঙ্গাদি।—সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), ধাইফুল, লোধ ও শারিবা (অনন্তমূল), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমুদায়ে ২তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৵০ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। মধু প্রক্ষেপ দিয়া শিশুকে পান করাইলে অতীসাররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৪॥

নাগরাদি।—নাগর (শুণ্ঠী), অতিবিষা (আতইস), মুথা, বালা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৵০। বালকদিগকে পান করাইলে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অতীসার নিবারিত হয়॥ ৪৫॥

সারবিনাশিনী ॥ ৪৬ ॥ বিল্বমূলকষায়েণ লাজাংশ্চৈব সশর্করান্। আলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্দ্যতীসারনাশনং ॥ ৪৭ ॥ কল্কঃ প্রিয়ঙ্গু-কোলাস্থিমজ্জমুস্তরসাঞ্জনৈঃ। ক্ষৌদ্রলীঢ়ঃ কুমারস্য ছর্দ্দি তৃষ্ণাতি-সারনুৎ ॥৪৮॥ মোচরসঃ সমঙ্গা চ ধাতকী পদ্মকেশরম্। পিষ্টৈরেতৈ-র্যবাগূঃ স্যাদ্রক্তাতীসারনাশিনী ॥ ৪৯ ॥ লেহস্তৈলসিতাক্ষৌদ্রতিলযষ্ট্যাহ্ব কল্কিতঃ। বালস্য রুন্ধ্যান্নিয়তং রক্তস্রাবং প্রবাহিকাম্ ॥ ৫০ ॥ লাজা সযষ্টীমধুক শর্করা ক্ষৌদ্রমেব চ। তণ্ডুলোদকসংযুক্তং ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্ ॥ ৫১ ॥ অঙ্কোটমূলমথবা তণ্ডুলসলিলেন কুটজমূলং বা। পীতং হন্ত্যতিসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারম্ ॥ ৫২ ॥ মরিচমৌষধকুটজং দ্বিগুণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ। গুড় তক্রযুতমেতদ্গ্রহণীরোগং নিহ-ন্ত্যাশু ॥ ৫৩ ॥ বিল্বশক্রাম্বুমোচাব্দ সিদ্ধমাজং পয়ঃ শিশোঃ। সামাং সরক্তাং গ্রহণীং পীতং হন্যাত্ত্রিরাত্রতঃ ॥ ৫৪ ॥ তদ্বদজাক্ষীরসমো

সমঙ্গাদি যবাগূ।—বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকাষ্ঠ, আমলকী ও কচ্ছুরা (আলকুশীবীজ), এই সকল বস্তু সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তাহাদের অতীসার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিল্বমূলকষায়।—বিল্বমূলের ক্বাথ সহ খইচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া শিশুগণকে সেবন করাইলে তাহাদের বমি ও অতীসার নিবারিত হয় ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ঙ্গ্বাদি।—প্রিয়ঙ্গু, কুলআঁঠির শস্য, মুথা ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্যচতুষ্টয় একত্র পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের বমি, তৃষ্ণা ও অতীসাররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

মোচরসাদি যবাগূ।—মোচরস, বরাহাক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্মকেশর,এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া তদ্দারা যবাগূ প্রস্তুত করত শিশুদিগকে পান করাইলে তাহা-দের রক্তাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

তৈলাদিলেহ।—তিলতৈল, ইক্ষুচিনি, মধু, তিল ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে রক্তস্রাব ও প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

লাজাদি।—খই, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু, এই সকল বস্তু একত্র পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া বালকদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের প্রবাহিকারোগ (আমাশয়রোগ) শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

যোগদ্বয়।—অঙ্কোটমূল (আঁকোড়মূল) অথবা কুটজমূল (কুড়চিমূল) তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক শিশুগণকে সেবন করাইলে দুর্ব্বার অতিসার ও গ্রহণীরোগ নিশ্চয় বিনষ্ট হয় ॥ ৫২ ॥

মরিচাদি।—মরিচ ১ ভাগ,শুণ্ঠী ২ ভাগ এবং কুড়চিমূলের ছাল ৪ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক গুড় ও তক্র সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বালকগণের গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিল্বাদিক্ষীর।—বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা,মোচরস ও মুথা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমষ্টে ২ তোলা, জল ।৵০ দেড়পোয়া ও দুগ্ধ ।৵০। দুগ্ধাবশিষ্ট পাক করিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তিন দিবসের মধ্যে মাংস ও রক্তক্ষরণ সহিত গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তাহাদের গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

জম্বুত্বগুদ্ভবো রসঃ ॥ ৫৫ ॥ গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্। রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্ ॥ ৫৬ ॥

শিশুনাং পশ্চাদ্রুজলক্ষণং।

দুষ্টমন্নাদিভির্মাতুঃ স্তন্যং সম্পিবতঃ শিশোঃ। যদা প্রকুপিতং পিত্তং গুদং সমভিধাবতি। তদা সংজায়তে তত্র জলৌকোদরসন্নিভঃ। ব্রণঃ সদাহো ব্যক্তোষ্মা তদাস্য স্যাজ্জ্বরঃ পরঃ ॥ হরিতং পীতকং বাপি বর্চ্চস্তেন ভবেদ্ধ্রুবম্। ব্রণঃ পশ্চাদ্রুজো নাম ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ ॥৫৭॥

চন্দনাদি প্রলেপ লেহৌ।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খিনীতি সমাযুতৈঃ। পশ্চাদ্রুজে প্রলেপোঽয়মবলেহস্তু শস্যতে ॥ ৫৮ ॥ কণোষণ সিতা-ক্ষৌদ্র সূক্ষ্মৈলা সৈন্ধবৈঃ কৃতঃ। মূত্রগ্রহে প্রয়োক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥ ঘৃতেন সিন্ধুবিশ্বৈলা হিঙ্গু ভার্গী রজোলিহন্। আনাহং বাতিকং শূলং জয়েত্তোয়েন বা শিশুঃ ॥৬০॥ হরীতকী বচা কুষ্ঠ কল্কং মাক্ষিকসংযুতম্। পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুপাতনাৎ ॥ ৬১ ॥

বালকদিগের গুহ্যপাকরোগে পিত্তঘ্নক্রিয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য জানিবে। ইহাতে রসাঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া ও তাহা সেবন করান বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৫৬ ॥

পশ্চাদ্রুজ লক্ষণ।—মাতার দূষিত অন্নাদি ভোজন জন্য বিকৃত স্তন্যপানে শিশুদিগের দেহস্থিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে উপস্থিত হয়, তদ্দারা ঐ স্থানে জোঁকের উদর সদৃশ ব্রণ জন্মে এবং গুহ্যদেশে দাহ, উত্তাপ, মল হরিত বা পীতবর্ণ ও প্রবল জ্বর হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম পশ্চাদ্রুজ। ইহা অতীব কষ্টদায়ক জানিবে ॥ ৫৭ ॥

চন্দনাদিপ্রলেপ।—রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শঙ্খিনী (চোরহুলী), এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে জলসহ পেষণ করিয়া তদ্দারা গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে শিশুর পশ্চাদ্রুজরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দনাদিলেহ। রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও শঙ্খিনী (চোরহুলী), এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক শিশুকে লেহন করাইলে পশ্চাদ্রুজ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

কণাদিলেহ।—পিপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, ইক্ষুচিনি, মধু, ছোটএলাচি চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত পূর্ব্বক শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের মূত্ররোধ নিবারিত হয় ॥ ৫৯ ॥

সৈন্ধবাদি।—সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠি, ছোটএলাচি, হিং ও বামনহাটী, এই সকল সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহিত মিশ্রিত করতঃ শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের আনাহ ও বাতশূল নিবারিত হয়।

সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠি, ছোটএলাচি, হিং ও বামনহাটী, এই সমস্ত বস্তু সমভাগে সমুদায়ে ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৴০ অর্দ্ধপোয়া ক্বাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তাহাদের আনাহ ও বাতশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৬০ ॥

হরীতক্যাদি।—হরীতকী, বচ ও কুড়, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ পূর্ব্বক মধু ও স্তনদুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেবন করাইলে তালুপাত নিবারিত হয় ॥ ৬১ ॥

মুখপাক চিকিৎসা।—আঁবের আঁঠীর শাস, লৌহচূর্ণ, গেরীমাটী, মধু ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্য

মুখপাকচিকিৎসা।

মুখপাকে তু বালানাং সাম্রসারময়ো রজঃ। গৈরিকং ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং সরসাঞ্জনম্। অশ্বত্থত্বগ্দলৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্। দার্ব্বী যষ্ট্যাভয়া জাতীপত্রং ক্ষৌদ্রে স্তথাপরম্॥ ৬২॥ সহজম্বীর-রসেন স্মুদ্গদলরসধর্ষণং সদ্যঃ। কৃতমপহন্তি হি পাকং মুখজং বালস্য চাশ্বেব॥ ৬৩॥ লাবতিত্তিরিবল্লূররসঃ পুষ্পুরসান্বিতঃ। দ্রুতং করোতি বালানাং পুষ্পকেশরবন্মুখম্॥ ৬৪॥

দন্তোদ্ভেদচিকিৎসা।

দন্তোদ্ভবেষু রোগেষু ন বালমতিযন্ত্রয়েৎ। স্বয়মেবোপশাম্যন্তি জাত-দন্তস্য তে গদাঃ॥ ৬৫॥ বিভীতকফলং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা॥ এভিস্তৈলং বিপক্কব্যং বালানাং পূতিকর্ণকে॥ ৬৬॥ পঞ্চমূলী কষা-য়েণ সঘৃতেন পয়ঃ শৃতম্। সশৃঙ্গবেরং সগুড়ং শীতং হিক্কার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥ ৬৭॥ সুবর্ণগৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ। ঘৃত্বা মুখ-

---

সকল একত্র পেষণপূর্ব্বক শিশুদিগকে সেবন করাইলে বা অশ্বত্থের ছাল ও পত্র একত্র পেষণপূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রণ করিয়া শিশুদিগের মুখে প্রলেপ দিলে তাহাদের মুখপাক নিবারিত হয়।

দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মধু সহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা শিশুদিগের মুখে প্রলেপ দিলে তাহাদের মুখপাক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬২॥

জম্বীরলেবুর রস ও সিজপত্রের রস একত্র করিয়া শিশুদিগের মুখে প্রলেপ দিলে তাহাদের মুখপাকরোগ নিবারিত হয়॥ ৬৩॥

মুখশোথ চিকিৎসা।—লাব ও তিত্তির পক্ষীর মাংসের যূষ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশু-দিগকে পান করাইলে তাহাদের মুখশোথ নষ্ট হয়॥ ৬৪॥

দন্তোদ্ভেদ চিকিৎসা।

শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ কালে অর্থাৎ দাঁত উঠিবার সময়ে তাহাদের আক্ষেপাদি নানা প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়, সেই অবস্থায় কোন প্রকার চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে যন্ত্রণা দিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ তাহাদের দন্ত উঠিলে আপনি আপনিই উল্লিখিত পীড়া সকল নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৬৫॥

বিভীতকাদি তৈল। তিলতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—বহেড়া, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক পূর্ব্বক নিফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত তৈল সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রণ পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে শেষ-পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল বালকদিগের কর্ণে প্রয়োগ করিলে তাহাদের পূতিকর্ণ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৬৬॥

পঞ্চমূলের ক্বাথ ও ঘৃত সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শুঁঠ চূর্ণ ও গুড় সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা শিশুকে পান করাইলে হিক্কা বিনষ্ট হয়॥ ৬৭॥

মধুর সহিত স্বর্ণ গেরীমাটী চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ অবলেহ প্রস্তুত করিয়া শিশুকে সেবন করা-ইলে হিক্কা নিবারিত হয়॥ ৬৮॥

দ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। পূর্ব্ববৎক্ষারকল্কেন স্রাবয়ীত বিচক্ষণঃ॥ প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধাঞ্চ হরীতকীম্। তুল্যাম্বুভাগং গোমূত্রং সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥ কিঞ্চিৎসবাষ্পসান্দ্রে চ সম্যক্ সিদ্ধেঽবতারিতে। অজাজীত্র্যূষণং হিঙ্গুং যমানীপৌষ্করং শটীম্॥ এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ। অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্॥ ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমান্ অনুপানং যথাহিতম্॥ যে চ কোষ্ঠগতা রোগা স্তান্নিহন্তি নসংশয়ঃ॥ যকৃৎপ্লীহোদরানাহগুল্মাষ্ঠীলাগ্নিসাদজিৎ। হন্যাচ্ছিরোঽর্ত্তি হৃদ্রোগং শর্করাশ্মরীনাশনম্॥ ১৪॥

গুড়পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গং ত্র্যূষণং কুষ্ঠং হিঙ্গুর্লবণপঞ্চকম্। ত্রিক্ষারং ফেনকং বহ্নিঃ শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥ তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্য চ। অপামার্গস্য চিঞ্চায়াশ্চূর্ণানি চিক্কণানি চ॥ সর্ব্বচূর্ণসমং দেয়ং চূর্ণমত্র কণোদ্ভবম্। এতস্মাৎ দ্বিগুণাচ্চূর্ণাৎপুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ॥ মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ে পাত্রে মোদকানুপকল্পয়েৎ। ভক্ষয়েদুষ্ণতোয়েন প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্। যকৃতং পঞ্চগুল্মঞ্চ উদরং সর্ব্বরূপকম্। জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চবিধং তথা॥ অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা শ্রেষ্ঠা বালানাং গুড়পিপ্পলী॥ ১৫॥

হইতে সমভাগে সমস্তে দুইসের, সৈন্ধব লবণ দুইসের, হরীতকী চূর্ণ একসের, গোমূত্র ষোলসের এবং পূর্ব্বোক্ত ক্ষার জল; এই সমস্ত একত্র করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু, যমানী, কুড় ও শটী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও উদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। গোমূত্রাদির পাক করিবার সময়ে তৎসহযোগে ক্ষার দুইসের দিতে হয়, তাহার বিধান না থাকিলেও বৃদ্ধ ব্যবহার বশতঃ পরম্পরা উক্ত নিয়মেই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

গুড়পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু, কুড়, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, ঔদ্‌ভিদ লবণ, সামুদ্র (করকচ লবণ) যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খই, সমুদ্রফেনা, রক্তচিতার মূল, হরীতকী (শ্রেয়সী শব্দে গজপিপ্পলীকে বুঝায়, কিন্তু বৃদ্ধবৈদ্যগণ গজপিপ্পলী ব্যবহার করেন না, কারণ উহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে গেলে সম্যক্ রূপে চূর্ণ না হইয়া আলকুশীর শূঙ্গের অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া সেবনে গলদেশে পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। এজন্য উহার স্থানে হরীতকী দিয়া থাকেন), কৃষ্ণজীরা, তালজটার ক্ষার, চালকুমড়ার ডাটার ক্ষার, আপাঙ্গ মূলের ক্ষার ও তেঁতুল ছালের ক্ষার; ইহারা প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ পিপুলের গুড়া (১১ তোলা), পুরাতন গুড় ৪৪ তোলা; এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, পুরাতন জ্বর, শোথ ও কাসরোগ নিবারিত হয়, ইহা বালকের পক্ষেই সমধিক উপকারী॥ ১৫॥

পিপ্পলীবর্দ্ধমানানি।

ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশপিপ্পলিকং দিনম্। বর্দ্ধয়েৎপয়সা সার্দ্ধং তথৈবাপনয়েৎপুনঃ॥ জীর্ণেঽজীর্ণে চ ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা। পিপ্পলীনাং সহস্রস্য প্রয়োগোঽয়ং রসায়নঃ॥ দশ পৈপ্পলিকঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতঃ। যস্ত্রিপিপ্পলিপর্য্যন্তঃ প্রয়োগঃ সোবরঃ স্মৃতঃ॥ বৃংহণং বৃষ্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্। বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্॥ পঞ্চপিপ্পলিকশ্চাপি দৃশ্যতে বর্দ্ধমানকঃ। পিষ্টাস্তা বলিভিঃ পেয়া শৃতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ॥ শীতীকৃতা হ্রস্ববলৈ র্দেহ দোষাময়ান্ প্রতি॥ ১৬॥

পিপ্পলী বর্দ্ধমান।

প্রথম দিবস ১০টী পিপুল, দ্বিতীয় দিবস ২০টী, তৃতীয় দিবস ত্রিশটী, চতুর্থ দিবস চল্লিশটী, পঞ্চম দিবস ৫০টী, ষষ্ঠ দিবস ৬০টী, সপ্তম দিবস ৭০টী, অষ্টম দিবস ৮০টী, নবম দিবস ৯০টী এবং দশম দিবস ১০০টী পিপুল চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত প্লীহারোগী সেবন করিবে, এইরূপে প্রতিদিন দশটী করিয়া বৃদ্ধির নিয়মানুসারে একশতটী পিপুল সেবিত হইলে পুনঃ দশটী করিয়া দশ দিবস পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়া সেবন করা বিধেয়; পুনর্ব্বার উক্ত নিয়মে বৃদ্ধি করিবে, এই নিয়মে সহস্রটী পিপুল সেবন করার বিধান আছে। ঐ নিয়ম, প্রধান বল ও অগ্নি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে বুঝিতে হইবে, অতএব পিপুল দশটী করিয়া বৃদ্ধি করা প্রধান যোগ, ছয়টী করিয়া বৃদ্ধি করা মধ্য যোগ. তিনটী করিয়া বৃদ্ধি করা অধম যোগ বলিয়া অভিহিত হয়। এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, পিপুলের বৃদ্ধির সহিত দুগ্ধও বৃদ্ধি করিতে হইবে। পাঁচটী করিয়া বৃদ্ধি করিবার বিধিও দৃষ্ট হয়। বলবান্ ব্যক্তি উক্ত পিপুলের চূর্ণ, মধ্যবল ব্যক্তি পিপুলের কাথ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি পিপুলের শীত-কষায় পান করিবে। বর্ত্তমান সময়ের ব্যক্তিগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া উল্লিখিত কোন রূপ পরিমাণেই পিপুল ব্যবহার করা বিধেয় নহে, সুতরাং এইক্ষণে একটী বা দুইটী করিয়া প্রয়োগ ও বৃদ্ধি করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ষষ্টিক ধান্যজাত তণ্ডুলের অন্ন, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে প্লীহা প্রভৃতি রোগ অপনীত হইয়া বল, বীর্য্য ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিপুল অধিক দিন বা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে শারীরিক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ যথা,—"পিপ্পল্যো হি কটুকাঃ সত্যো মধুরবিপাকা গুর্ব্ব্যো নাত্যর্থং স্নিগ্ধোষ্ণাঃ, প্রক্লেদিন্যো ভেষজাভিমতাশ্চ, সদ্যঃ তাঃ শুভাশুভকারিণ্যো ভবন্তি আপত ভদ্রাঃ প্রয়োগসাদ্গুণ্যাৎ. দোষসঞ্চয়ানুবন্ধাঃ সততমুপযুজ্যমানা হি গুরুপ্রক্লেদিত্বাৎ শ্লেষ্মাণ মুৎক্লেশয়ন্তি ঔষ্ণ্যাৎ পিত্তং, ন চ বাতপ্রশমনায় উপকল্পন্তে অল্পস্নেহোষ্ণভাবাৎ। যোগবাহিন্যস্তু খলু ভবন্তি। তস্মাৎ পিপ্পলী র্নাত্যুপযুঞ্জীত।" চরক বিমান ১ম অধ্যায়।

উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই; পিপুল কটু (ঝাল) হইলেও উদরস্থ হইলে পাকে মধুর রস বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহা গুরু. অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও নয়, অত্যন্ত উষ্ণও নয়. লালা প্রভৃতি স্রাবকারী সুতরাং ঔষধোপযোগী। উহা সদ্যঃ শুভাশুভ ফলপ্রদ অর্থাৎ প্রয়োগের গুণে শুভফলপ্রদ, আপাত ভদ্র এবং প্রয়োগের দোষে অশুভ প্রফলপ্রদ হইয়া থাকে। পিপ্পলী নিরন্তর ব্যবহৃত হইলে লালাদি নিঃসারক ও গুরু বলিয়া দোষের সঞ্চয় ও অনুবন্ধকারী হয়। এই কারণ বশতই কফের উৎক্লেশক এবং উষ্ণতা হেতু পিত্তের উৎক্লেশকও হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উহা অল্পস্নিগ্ধ ও উষ্ণভাবাপন্ন বলিয়া বায়ুরও প্রশমক নহে। পিপুলের আর একটী গুণ এই যে, উহা যাহার সহিত যুক্ত হয়, তাহার গুণবর্দ্ধক হয়। অতএব এই সকল কারণে পিপুল অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে॥ ১৬॥

ব্রহ্মঘৃতম্।

শুণ্ঠী ব্যাঘ্রী কণা হিঙ্গু কালশাকং শিলাজতু। গুঞ্জা সপঞ্চলবণা পচেদেতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ॥ নরস্য সর্পিষঃ প্রস্থং গব্যমূত্রে চতুর্গুণে। ক্ষীরে চ দ্বিগুণে বৈদ্যো ব্রহ্মজুষ্টমিদং ঘৃতম্॥ পীতং প্লীহোদরং হন্তি দুষ্টোদরমপি ধ্রুবম্॥ ১৭॥

চিত্রকপিপ্পলীঘৃতম্।

পিপ্পলী চিত্রকাম্মূলং পিষ্ট্বা সম্যগ্বিপাচয়েৎ। ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষীরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহম্॥ ১৮॥

পিপ্পলীঘৃতম্।

পিপ্পলী কল্কসংযুক্তং ঘৃতং ক্ষীরচতুর্গুণম্। পচেৎপ্লীহাগ্নিসাদাদিযকৃদ্রোগহরং পরম্॥ ১৯॥

চিত্রকঘৃতম্।

চিত্রকস্য তুলা ক্বাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। আরনালং তদ্দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্॥ পঞ্চকোলকতালীশক্ষারৈর্লবণসংযুতৈঃ। দ্বিজীরকনিশাযুগ্মৈর্মরিচং তত্র দাপয়েৎ॥ প্লীহগুল্মোদরাধ্মানপাণ্ডু-

ব্রহ্মঘৃত।

শুণ্ঠী, কণ্টকারী, পিপ্পলী, হিং, কালশাক, (স্বনাম খ্যাত) শিলাজতু, গুঞ্জামূল (কুঁচের মূল), সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ্ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, নারী দুগ্ধজাত ঘৃত ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে প্লীহোদর এবং দুষ্ট উদররোগ নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৭॥

চিত্রক পিপ্পলী ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক পিপুল ও চিতার মূল উভয়ে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, পরে উহাতে দুগ্ধ ষোলসের প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। ইহা একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১৮॥

পিপ্পলীঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—পিপুল একসের, প্রথমতঃ পিপুলগুলি কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোল সের জল দিয়া জাল দিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে সিটে ছাকিয়া বাদ দিবে এবং উহাতে দুগ্ধ ষোল সের দিয়া শেষ পাক নিষ্পন্ন করিবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

চিত্রকঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের লইয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জাল দিতে থাকিবে, পরে ক্বাথার্থ চিতার মূল সাড়েবারসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত পাক

রোগারুচিজ্বরান্। বস্তি হৃৎপার্শ্বকট্যুরু শূলোদাবর্ত্ত পীনসান্॥ হন্যাৎপীতং তদর্শোঘ্নং শোথঘ্নং বহ্নিদীপনম্। বলবর্ণকরঞ্চাপি ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি॥ ২০॥

রোহীতকঘৃতম্।

রোহীতকত্ব চঃ শ্রেষ্ঠা পলানাং পঞ্চবিংশতিঃ। কোল দ্বিপ্রস্থসংযুক্তং কষায়মুপকল্পয়েৎ॥ পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈশ্চাপি তুল্যয়া। রোহীতকত্বচা পিষ্টে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ প্লীহাভিবৃদ্ধিং শময়েদেতমাশু প্রয়োজিতম্। তথা গুল্ম জ্বর শ্বাস ক্রিমিপাণ্ডুঞ্চ কামলাম্॥ ২১॥

মহারোহিতকঘৃতম্।

রোহিতকাৎপলশতং ক্ষোদয়েদ্বদরাঢকম্। সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥ ঘৃতপ্রস্থং সমাবাপ্য ছাগক্ষীরং চতুর্গুণম্। তস্মিন্‌দদ্যাদিমান্ কল্কান্ সর্ব্বাংস্তানক্ষসম্মিতান্॥ ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বুরুং বিড়ম্। অজাজী কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ। পুনর্নবা বিশালা চ যবক্ষারং সপৌষ্করম্। বিড়ঙ্গং চিত্রকঞ্চৈব হবুষা

করিবে এবং ষোলসের জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে দিয়া পাক করিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং উহাতে কাঁজি ৮ সের দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে দধির মাত ১৬ সের দিবে। এই-রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে॥ ২০॥

রোহিতক ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক দ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ ও রোহিতক ছাল (রয়ণাছাল); ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, তদনন্তর রোহিতক ছাল তিনসের অর্দ্ধ-পোয়া এবং পুরাতন কুল (বদরীফল) চারিসের ইহাদিগকে ৫৭ সের জলের সহিত পাক করিয়া অবশিষ্ট চৌদ্দসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে দিবে এবং পাক করিয়া জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, পরে ঘৃত পুনঃ পাক করিয়া নামাইবে। এই ঘৃত চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণ সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, কাস, শ্বাস, গুল্ম ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২১॥

মহারোহিতক ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হিঙ্গু, যমানী, ধনিয়া, বিট্‌লবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ (সৌবর্চ্চল), দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখালশসার মূল, যবক্ষার, পুষ্কর-মূল (অভাবে কুড়), বিড়ঙ্গ, চিতার মূল, হবুষা, চই ও বচ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে লইবে এবং উহা কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে, আর উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে, কিছু দিন (প্রায় সপ্তাহ) পরে উহা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ক্বাথার্থ রোহিতক (রয়ণাছাল) সাড়ে বারসের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং

চবিকা বচা ॥ এভির্ঘৃতং বিপক্কন্তু স্থাপয়েদ্ভাজনে শুভে। পায়য়েৎ ত্রিপলাং মাত্রাং ব্যাধিং বলমবেক্ষ্য চ। রসকেনাথ যূষেণ পয়সা বাপি ভোজয়েৎ ॥ উপযুক্তঘৃতে তস্মিন্ ব্যাধীন্ হন্যাদিমান্ বহূন্। যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব প্লীহং শূলং যকৃত্তথা ॥ কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছুলং পার্শ্বশূলমরোচকম্। বিবন্ধশূলং শময়েৎপাণ্ডুরোগং সকামলম্॥ ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং তন্দ্রীজ্বরবিনাশনম্। মহারোহীতকং নাম প্লীহানং হন্তি সুদারুণম্ ॥ ২২ ॥

প্লীহারীরসঃ।

পারদং গন্ধকং টঙ্গং বিষং ব্যোষং ফলত্রয়ম্। তোলকস্য সমোপেতং জৈপালঞ্চ তদর্দ্ধকম্॥ কিংশুকস্য রসেনৈব যামমাত্রন্তু মর্দ্দয়েৎ। গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়ায়াং শোষয়েত্ততঃ॥ বটীকৈকা প্রদাতব্যা শৃঙ্গবেররসেন চ। গুদাঙ্কুরে গুল্মশূলে প্লীহশোথকফাত্মকে ॥ উদাবর্ত্তে বাতশূলে শ্বাসকাসজ্বরেষু চ। রসঃ প্লীহারি নামায়ং কোষ্ঠাময়বিনাশনঃ॥ আমবাতগদচ্ছেদী শ্লেষ্মাময়বিনাশনঃ। (অত্র সর্ব্বেষামর্দ্ধং জয়পালম্) ॥ ২৩ ॥

বাসুকীভূষণোরসঃ ॥

সূতেন বঙ্গন্তু সমং নিযোজ্য তত্তুল্য শুল্বেন চ গন্ধকেন। বিমর্দ্দয়েদর্করসেন যামং মৃদা চ সংলিপ্য পুটং দদীত ॥ বাসারসৈস্তং পরিভাবয়েচ্চ রসোভবেদ্বাসুকিভূষণোঽয়ম্। প্লীহস্য গুল্মস্য চ শান্তয়েঽস্য বল্লঞ্চ দদ্যাদ্বসুচূর্ণযুক্তম্ ॥ ২৪ ॥

ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ ঘৃতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে শুষ্ক পুরাতন কুল (বদরী ফল) ৮ সের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জল সহযোগে পাক করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে দিবে। সর্ব্বশেষে ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের দিয়া পাক শেষ করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একতোলা হইতে তিনতোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। রোগী ঘৃত পান করিয়া মাংসরস, যূষ বা দুগ্ধের সহিত অন্ন সেবন করিবে ॥ ২২ ॥

প্লীহারি রস।

শোধিত পারদ একতোলা ও শোধিত গন্ধক একতোলা উভয়ে কজ্জলী করিবে সোহাগার খই একতোলা বিষ (কাঠবিষ) একতোলা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে একতোলা, শোধিত জয়পাল বীজ ৫ তোলা এই দ্রব্যগুলি পলাশ ছালের রসের সহিত পেষণ করিয়া একরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী আদার রসের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বাসুকীভূষণ রস।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা উভয়ে কজ্জলী করিবে, রাঙ্গভস্ম একতোলা ও তাম্রভস্ম একতোলা; এই দ্রব্যগুলি আকন্দ পত্রের রসের সহিত পেষণ করিয়া পুটপাকের নিয়মানুসারে পাক করিয়া লইবে। তদনন্তর বাসকের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া (বাসকের-রস সহযোগে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া) পরে দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া

বিদ্যাধরোরসঃ।

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা; শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েদ্দিনম্॥ পিপ্পল্যাশ্চ কষায়েণ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। বল্লঞ্চ ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রে গুল্মপ্লীহাদিকং জয়েৎ॥ রসো বিদ্যাধরো-নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু॥ ২৫॥

রসরাজঃ।

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং শুদ্ধগন্ধকতুল্যকম্। দ্বয়োঃ পাদং শুদ্ধরসং মর্দ্দয়েচ্ছুরণদ্রবৈঃ॥ পুটেদ্গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রেঃ প্লীহগুল্মবিনাশনম্॥ যকৃৎচ্ছূলং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ। রসরাজ ইতি খ্যাতো রোগবারণ-কেশরী॥ ২৬॥

প্লীহান্তকোরসঃ।

হর্ত্তশুল্বঞ্চ তারঞ্চ গগনায়সমুক্তিকা। দরদং পুষ্করং সূতং গন্ধকং নবমং তথা॥ গুগ্গলু স্ত্রিকটু রাস্না তথা জৈপালবীজকম্। ত্রিফলা কটুকা দন্তী দেবদানী তু সৈন্ধবম্॥ ত্রিবৃতা তু যবক্ষারং বাতারি-তৈলমর্দ্দিতম্। অষ্টোদরাণি পাণ্ডুত্ব মানাহং বিষমজ্বরম্॥ অজীর্ণ-মামং পিত্তঞ্চ কফঞ্চ সর্ব্বশূলকম্। কাসং শ্বাসঞ্চ শোথঞ্চ সর্ব্বমাশু ব্যপোহতি॥ প্লীহান্তকো রসোনাম প্লীহোদর বিনাশনঃ॥ ২৭॥

লইবে। এই ঔষধ সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৪॥

বিদ্যাধর রস।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে লইয়া কজ্জলী করিবে, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, তাম্রভস্ম ও মনঃশিলা প্রত্যেকে একতোলা; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পিপুলের ক্বাথে ও সিজের ক্ষীরে পেষণ ও ভাবনা দিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৫॥

রসরাজ।

শোধিত পারদ অর্দ্ধতোলা ও শোধিত গন্ধক একতোলা উভয়ে কজ্জলী করিবে, পরে গন্ধ-কের সহিত ভস্মীকৃত তাম্র একতোলা কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া পুটপাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে যকৃৎশূল, প্লীহা ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৬॥

প্লীহান্তক রস।

তাম্রভস্ম, রৌপ্যভস্ম, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, মুক্তাভস্ম, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক (উভয়ে কজ্জলী), গুগ্গুলু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না, জয়পাল বীজ, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, কট্কী, দন্তীমূল ঘোষলতা, সৈন্ধব লবণ, তেউড়ীর মূল ও যবক্ষার; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ পূর্ব্বক এরণ্ডতৈল সহযোগে মর্দ্দন করিয়া একরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, শোথ, আনাহ, বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর, শূল, কাস, শ্বাসরোগ অপনীত হইয়া থাকে॥ ২৭॥

লোকনাথো রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ। মৃতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈব মর্দ্দয়েৎ॥ রসত্রিগুণলৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকম্। বরাটিকায়া ভস্মাথ পারদাত্রিগুণং কুরু॥ নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েদযত্নতো ভিষক্। পুটেদ্গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥ মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং সগুড়াং বা হরীতকীম্। অজাজীং বা গুড়েনৈনং ভক্ষয়েদনুপানতঃ॥ যকৃৎগুল্মোদরহরঃ প্লীহশ্বয়থুনাশনঃ। জীর্ণজ্বরং তথা পাণ্ডুং কামলাঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ অগ্নিমান্দ্যঞ্চ শময়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ॥ ২৮॥

লোকনাথোরসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ কৃত্বা মর্দ্দয়েদ্ধযামকম্। রসতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং দ্বিগুণং লৌহতাম্রকম্॥ তাম্রস্য দ্বিগুণং ভস্ম কপর্দ্দকসমুদ্ভবম্। নাগবল্লীরসৈর্যামং মর্দ্দয়েদতি নির্জ্জনে॥ ততো লঘুপুটং দত্ত্বা সুশীতং গ্রাহয়েত্তথা। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রবৈঃ খদিরত্বগ্রসং পিবেৎ॥ যকৃৎপ্লীহোদরং শোথমগ্নিমান্দ্যাদিকং জয়েৎ। লোকনাথরসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥ (লৌহং তাম্রঞ্চ প্রত্যেকং রসদ্বিগুণম্। আর্দ্রকরসেন বটীং ভক্ষয়িত্বা খদিরং জলে সংস্থাপ্য তজ্জলং পশ্চাৎ পেয়ঃ ইতি বৃদ্ধব্যবহারঃ)॥ ২৯॥

বৃহল্লোকনাথরসঃ।

শুদ্ধ সূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লে কুর্ব্যাচ্চ কজ্জলম্। সূততুল্যং জারিতাভ্রং মর্দ্দয়েৎকন্যকাম্বুনা॥ ততো দ্বিগুণিতং দদ্যাত্তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ।

লোকনাথ রস।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে একতোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, অভ্রভস্ম একতোলা লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম ও কড়িভস্ম প্রত্যেকে তিনতোলা; এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া ও পানের রসে মর্দ্দন করিয়া পুটপাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে মধু ও পিপুলের গুড়ার সহিত বা পুরাতন গুড় ও জীরার চূর্ণের সহিত সেবন করবে। ইহা যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শোথ, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও অগ্নিমান্দ্য নাশক॥ ২৮॥

লোকনাথ রস।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে একতোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, অভ্রভস্ম একতোলা, লৌহভস্ম দুইতোলা, তাম্রভস্ম দুইতোলা ও কড়িভস্ম ৪ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পানের রসের সহিত পেষণ করিয়া পুটপাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে খদিরের জল সেবন করা উচিত। উহা প্লীহা ও যকৃৎ নাশক॥ ২৯॥

বৃহৎ লোকনাথ রস।

শোধিত পারদ একতোলা ও শোধিত গন্ধক দুইতোলা উভয়ের কজ্জলী, অভ্রভস্ম একতোলা এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে, পরে তাম্রভস্ম দুই তোলা, লৌহভস্ম দুইতোলা এবং কড়িভস্ম ৯ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কাক-

সূতাম্রবগুণংদেয়ং বরাটীসম্ভবং রজঃ॥ কাকমাচী রসেনৈব সর্ব্বং তদ্গোলকীকৃতম্। ততো গজপুটে পচেৎ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥ শিবং সংপূজ্য যত্নেন দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ। ভক্ষয়েদস্য চূর্ণস্য দ্বিগুঞ্জং মধুনা সহ॥ প্লীহানমগ্রমাসঞ্চ যকৃতং সর্ব্বরূপিণম্। জীর্ণজ্বরং তথা গুল্মং কামলাং হন্তি দারুণাম্॥ ৩০॥

রোহীতকলোহম্।

রোহীতকসমাযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতস্ত্বয়ঃ। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩১॥

যকৃৎপ্লীহারিলোহম্।

হিঙ্গুল সম্ভবং সূতং গন্ধকং লৌহমভ্রকম্। তুল্যং দ্বিগুণতাম্রস্য শিলা চ রজনী তথা॥ জয়পালং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু সমং রসাৎ। এতৎসর্ব্বং সমাহৃত্য চূর্ণীকৃত্য বিমিশ্রয়েৎ॥ দন্তীত্রিবৃচ্চিত্রকঞ্চ নির্গুণ্ডী ত্র্যষণং তথা। আর্দ্রকং ভৃঙ্গরাজশ্চ সমৈরেষাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ভাবয়িত্বা বটিং কুর্য্যাদ্বদরাস্থিমিতাং ভিষক্। প্লীহানং যকৃতঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্॥ একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব সর্ব্বদোষভবং তথা। হন্যাদষ্টোদরানাহজ্বরং পাণ্ডুঞ্চ কামলম্॥ শোথং হলীমকং হন্তি মন্দাগ্নিত্ব মরোচকম্॥ যকৃৎপ্লীহারিনামেদং লৌহং জগতি দুর্ল্লভম্॥ ৩২॥

যকৃদরিলোহম্।

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য গগনস্য পলার্দ্ধকম্। কর্ষশুদ্ধং মৃতং তাম্রং লিম্পাকাংঘ্রিত্বচঃ পলম্॥ মৃগাজিনভস্মপলং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।

মাচীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেব্য। ইহা প্লীহা, যকৃৎ জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর নাশক॥ ৩০॥

রোহিতক লৌহ।

রোহিতক ছাল (রয়ণাছাল), মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতার মূল প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিবে, এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহভস্ম; এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া পেষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ একআনা পরিমাণে সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও শোথ বিনষ্ট হয়॥ ৩১॥

যকৃৎপ্লীহারি লৌহ।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা উভয়ের কজ্জলী, লৌহভস্ম একতোলা, অভ্রভস্ম একতোলা, তাম্রভস্ম দুইতোলা, মনঃশিলা, হরিদ্রা, জয়পাল বীজ, সোহাগার খই, শিলাজতু প্রত্যেকে একতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিবে, পরে দন্তীমূল, তেউড়ীর মূল, চিতার মূল, নিশিন্দা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আদা ও ভীমরাজের রসে এবং যাহাদের রস অসম্ভ, তাহাদের ক্বাথে মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া বদরী বীজের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা প্লীহা, যকৃৎ, উদর, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, হলীমক, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি নাশক॥ ৩২॥

যকৃদরি লৌহ।

লৌহভস্ম ৪ তোলা, অভ্রভস্ম ৪ তোলা, তাম্রভস্ম ১ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮

নবগুঞ্জা-প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥ যকৃৎ প্লীহোদরঞ্চৈব কামলাঞ্চ হলীমকম্। কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি বলবর্ণাগ্নিবৰ্দ্ধনম্ ॥ যকৃদরিনামলৌহং সৰ্ব্বব্যাধিনিসূদনম্ ॥ ৩৩ ॥

মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহম্।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং জারিতাভ্রং সমং তথা। গন্ধস্য দ্বিগুণং লৌহং মৃততাম্রং চতুর্গুণম্ ॥ দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং বীটং বরাটীশঙ্খভস্মকম্। চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা ॥ রোহিতকং ত্রিবৃৎ চিঞ্চা বিশালা ধবলঙ্কঠম্। অপামার্গং তালরগুমল্লিকা চ নিশাদ্বয়ম্। প্রিয়ঙ্গিন্দ্রযবং পথ্যা চাজমোদা যমানিকা ॥ তুত্থকং শরপুঙ্খা চ যকৃন্মর্দ্দো রসাঞ্জনম্। প্রত্যেকং শাণমানেন ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ ॥ গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি মধুনঃ কুড়বার্দ্ধকম্। বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যো গুঞ্জাষ্টপ্রমিতাং পুনঃ ॥ অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধ্যা দোষানুসারতঃ। ভক্ষয়েৎপ্রাতরুত্থায় সৰ্ব্বরোগকুলান্তকম্ ॥ প্লীহানং জ্বরমুগ্রঞ্চ কাসঞ্চ বিষমজ্বরম্ ॥ আমবাতং যকৃচ্ছুলং শ্বাসমর্শঃ শিরোরুজম্। গুল্ম-শোথোদরানাহমগ্রমাংস যকৃৎক্ষয়ম্ ॥ সকামলং পাণ্ডুরোগমুদরঞ্চ সুদারুণম্। রোগানীকবিনাশায় কেশরী করিণো যথা ॥ মৃত্যুঞ্জয়ো মহালৌহঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ। প্রাণিনান্তু হিতার্থায় সম্ভুনা পরি-কীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সৰ্ব্বেশ্বরলৌহম্।

শুদ্ধসূতং পলং গন্ধং দ্বিপলন্তু মৃতাভ্রকম্। ত্রিপলং মৃততাম্রঞ্চ

তোলা ও কৃষ্ণসার মৃগ চর্ম্ম ভস্ম ৮ তোলা, এই দ্রব্য জলের সহিত পেষণ করিয়া ৯ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, হলীমক, কাস, শ্বাস ও জ্বর বিনাশক ॥ ৩৩ ॥

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী এক তোলা), অভ্রভস্ম অৰ্দ্ধ তোলা, লৌহভস্ম এক তোলা, তাম্রভস্ম দুই তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, কড়িভস্ম শঙ্খভস্ম, চিতার মূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গু, কট্‌কী, রোহিতক ছাল (রয়ণা-ছাল) তেউড়ী, তেঁতুল ছালভস্ম, রাখালশসার মূল, শ্বেত আকড়ার মূল, আপাঙ্গ ক্ষার, তাল-জটাক্ষার, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুঁতিয়া, শরপুঙ্খ (বননীল), যকৃন্মর্দ্দ (রয়ণাছাল), রসাঞ্জন, এই দ্রব্য গুলির চূর্ণ প্রত্যেকে অৰ্দ্ধ-তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আদার রসে ৭ বার এবং গুলঞ্চের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া তৎসহ-যোগে মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে তদনন্ত ৮ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া বায়ুরহিত স্থানে রাখিবে। ইহার এক একটী বটী প্রাতঃকালে উপযুক্ত পদার্থের সহিত সেবন করিবে, এই নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় সকলস্থলে ব্যবহার্য্য নহে। এই ঔষধ প্লীহা, জ্বর, কাস, বিষম জ্বর, আমবাত, যকৃতের বেদনা প্রভৃতি রোগ নিবারক ॥ ৩৪ ॥

সৰ্ব্বেশ্বর লৌহ।

শোধিত পারদ ৮ তোলা, শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, অভ্রভস্ম ১৬ তোলা, তাম্রভস্ম ২৪তোলা,

পলার্দ্ধং স্বর্ণমাক্ষিকম্ ॥ জৈপালং চিত্রকং মাণং শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্। গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং ত্রিবৃতাখরমুঞ্জরী ॥ দণ্ডোৎপলাবৃশ্চিকালী কুলিশং নাগদন্তিকা। সূর্য্যাবর্ত্তঞ্চ সংচূর্ণ্য কর্ষমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ ॥ আর্দ্রকস্য রসৈরেব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ। ত্রিপলং লৌহচূর্ণস্য ততঃ খাদেৎ শুভেঽহনি ॥ সম্পূজ্য ভাস্করং বিষ্ণুং গণনাথং দ্বিজোত্তমম্। মাষমাত্রঞ্চ মধুনা কৃত্বা শীতজলং পিবেৎ ॥ চূর্ণং সর্ব্বেশ্বরং নাম সর্ব্বরোগহরং ভবেৎ। কঠোরপ্লীহনাশায় গুল্মোদরহরং তথা ॥ কামলাং পাণ্ডুমানাহং যকৃৎ ক্রিমিকৃতাময়ান্। বিচর্চ্চিমম্লপিত্তঞ্চ কণ্ডুং কুষ্ঠং বিনাশয়েৎ ॥ প্লীহানমস্রপিত্তঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্। শ্রীকরং কান্তিজননং শুক্রায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৫ ॥

যকৃৎপ্লীহারিলৌহম্ ॥

লৌহার্দ্ধমভ্রকং শুদ্ধং সূতমপ্যর্দ্ধ ভাগিকম্। ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাং ত্রিফলাং সামুদ্রকাত্তথা ॥ দ্বিরষ্টবারিণো ভাগমষ্টশিষ্টন্তু কারয়েৎ। তেন চাষ্টাবশিষ্টেন সমেনাজ্যেন যত্নতঃ ॥ রসেন বহুপুত্রায়া দ্বিগুণ-ক্ষীরসংযুতম্। লৌহপাত্রে পচেদ্দর্ব্ব্যা লৌহমাত্রা বিধানতঃ ॥ অভ্রকং নিহিতং শুদ্ধং পারদঞ্চ সুমূর্চ্ছিতম্। অয়সোঽর্দ্ধমিতং চূর্ণংমন্দৌ পাকে বিনিক্ষিপেৎ ॥ কন্দং কপোলিকাং চব্যং বিড়ঙ্গং সবৃহদ্দলম্। শরপুঙ্খা চ পাঠা চ চিত্রকং সমহৌষধম্ ॥ লবণানি চ সর্ব্বাণি সক্ষারং বৃদ্ধদারকম্। দীপ্যকঞ্চ তথা শিকৃথং লৌহাভ্রকসমং ক্ষিপেৎ ॥ প্লীহোদর যকৃৎ গুল্মান্ হন্তি শস্ত্রাগ্নিভির্ব্বিনা। প্রয়োজ্যো-

স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ৪ তোলা, জয়পালবীজ, চিতার মূল, সুপক্কমাণ, ওল, ঘণ্টকর্ণের মূল, (খার-কন, পশ্চিমাঞ্চলে ঘেঁটকোল), পিপুল মূল, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, তেউড়ীর মূল, আপাঙ্গের মূল, দণ্ডোৎপল, বিছাটীর মূল, কুলিশ (হাড়ক্ষ), নাগদন্তিকা (নাগদানা নামান্তর দানাচেচানী) সূর্য্যাবর্ত্ত (হুলটে) ইহারা প্রত্যেকে দুই তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক লৌহভস্ম ২৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় অর্থাৎ এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত মাত্রার মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত সেব্য। ইহা প্লীহা, গুল্ম, উদর, কামলা, পাণ্ডু, আনাহ, যকৃৎ, ক্রিমি, অম্লপিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমক ॥ ৩৫ ॥

যকৃৎ প্লীহারিলৌহ।

লৌহ ভস্ম ৮ তোলা, অভ্রভস্ম ৪ তোলা, রসসিন্দূর ৪ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ১৬ তোলা, সামুদ্রলবণ (করকচ লবণ) ১৬ তোলা. এই দ্রব্যগুলি ১৬ সের জলের সহিত লৌহপাত্রে সিদ্ধ করিতে থাকিবে এবং দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে ঘৃত দুইসের শতমূলের রস দুই সের এবং দুগ্ধ ৪ সের দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে গাঢ় হইয়া আসিলে ওল, কাপালিকা, চই, বিড়ঙ্গ, বৃহৎদল (পট্টিকালোধ) শরপুঙ্খ (বননীল), আকন্দ, রক্তচিতার মূল, শুঁঠ, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদ, সামুদ্রলবণ, যবক্ষার, বৃদ্ধদারক (বিস্তাড়ক),

ইয়ং মহাবীর্য্যো লেহো লোহবিদাং বরৈঃ॥ প্লীহোদরবিনাশায় দদ্যাৎদ্বে দ্বে পুটে পৃথক্ ॥ ৩৬ ॥

মহাদ্রাবকরসঃ।

যবক্ষারস্য ভাগৌ দ্বৌ স্ফটিকারিস্ত্রয়োমতাঃ। একীকৃত্য প্রপিষ্যাপি মূত্রৈর্ব্বৎসতরীভবৈঃ। শুষ্কং কৃত্বা ক্ষিপেৎপাত্রে শৈশকে বস্ত্রলেপিতে। অন্য শীশকপাত্রন্তু দ্বিমুখং মেলয়েদ্বুধঃ॥ বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পচেৎপাত্রস্থমৌষধম্। ততোজ্বালাধতঃ স্থাপ্যং পাত্রান্যং লভতে রসম্॥ ততো রসং বিনিষ্কৃত্য স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে। লবঙ্গেন বটীং কুর্য্যাদথবা মৃততাম্রকৈঃ॥ প্লীহাদিস্থূলরোগেষু দাপয়েদ্রক্তিকাং ভিষক্। দূরীকরোতি রোগঞ্চ মহাদ্রাবকসংজ্ঞকঃ॥ শ্বিত্রে চ দদ্রুরোগে চ প্রলেপং দ্রাবকস্য চ। বহ্নিবজ্জ্বলনং তস্য দধি দত্ত্বা প্রলাপয়েৎ॥ ৩৭ ॥

মহাদ্রাবকম্।

বৃষশ্চিত্রমপামার্গং চিঞ্চা কুষ্মাণ্ডনাড়িকা। স্নুহী তালস্য পুষ্পঞ্চ বর্ষাভূর্ব্বেতসং তথা॥ এতেষাং ক্ষারমাহৃত্য নিম্পাকস্বরসেন চ। ক্ষালয়িত্বা ক্ষারতোয়ং বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ॥ চণ্ডাতপেন সংশোষ্য গ্রাহ্যং তদ্দ্রবণোচিতম্। এতস্য দ্বিপলং গ্রাহ্যং যবক্ষারপলদ্বয়ম্॥ স্ফটিকারিপলঞ্চৈব নরসারপলন্তথা। পলার্দ্ধং সৈন্ধবং গ্রাহ্যং টঙ্গং তোলকদ্বয়ম্॥ কাশীশং তোলকঞ্চৈব মুদ্রাশঙ্খঞ্চ তোলকম্। দারুমোচং কর্ষকঞ্চ তোলং সমুদ্রফেনকম্॥ সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য বক-

---

যমানী ও শিক্থ (মোম) এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে দিবে এবং উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। ইহা যকৃৎ ও প্লীহা নাশক॥ ৩৬॥

মহাদ্রাবক রস।

যবক্ষার দুইভাগ, ফট্‌কিরি তিনভাগ, এই পদার্থদ্বয় একত্র করিয়া বৎসতরীর মূত্রের সহ পেষণ ও শুষ্ক করিয়া বকযন্ত্রের সাহায্যে চোলাই করিয়া দ্রাবক গ্রহণ করিবে, পরে উহার সহিত লবঙ্গ বা তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ একরতি পরিমাণে সেবন করিলে প্লীহা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই ঔষধ শ্বিত্র ও দদ্রু স্থানে প্রলেপ দিলে অত্যন্ত জ্বালা উৎপন্ন হয়, এজন্য উহা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে॥ ৩৭॥

মহাদ্রাবক।

বাসক, চিতার মূল, আপাঙ্গ, তেঁতুল ছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেত; এই সকল দ্রব্য ক্ষার করিয়া লইতে হইবে, উক্ত ক্ষার সমভাগে লেবুর রসে দুই প্রহরকাল ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে এবং উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গাঢ় করিবে। ঐ ক্ষার জল ১৬ তোলা, সোরা ১৬ তোলা, ফিট্‌কারি ৮ তোলা, নিসাদল ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ চারিতোলা, সোহাগা ২ দুইতোলা, হীরাকস ১ একতোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ একতোলা, সেঁকো ২ দুইতোলা ও সমুদ্রফেন ১ একতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া বক যন্ত্রের সাহায্যে চুয়াইয়া লইবে। এই দ্রাবক ২।৩ ফোটা, একছটাক বা অর্দ্ধছটাক জলের সহিত

যন্ত্রেণ সাধয়েৎ। মহাদ্রাবকমেতদ্ধি যোজ্যঞ্চ রসজারণে॥ হন্তি গুল্মাদিকান্ রোগান্ যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ॥ ৩৮॥

শঙ্খদ্রাবকঃ।

অর্কঃ স্নুহী তথা চিঞ্চা তিলারগ্বধচিত্রকম্। অপামার্গভস্ম সমং বস্ত্রপূতং জলং হরেৎ॥ মৃদ্বগ্নিনা পচেত্তত্তু যাবল্লবণতাঙ্গতম্। লবণেন সমৌ গ্রাহ্যৌ দ্বৌ ক্ষারৌ টঙ্গণং তথা। দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলুঙ্গরসেন চ। কাচকূপ্যাস্তু সপ্তাহং বাসয়েদম্লযোগতঃ। শঙ্খচূর্ণপলং দত্ত্বা বারুণী-যন্ত্রমুদ্ধরেৎ॥ সর্ব্বধাতূন্ হরেচ্ছীঘ্রং বরাটীশঙ্খকাদিকান্। রোগাণা-মুদরাদিনাং সদ্যো নাশকরঃপরঃ॥ ৩৯॥

শঙ্খদ্রাবকোরসঃ।

যোগিনী ভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিমাদৌ প্রদাপয়েৎ। পশ্চাদ্যন্ত্রঞ্চ কর্ত্তব্য-মেবাহ পরমেশ্বরী॥ রসঃ শঙ্খদ্রবোনাম শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ। গুহ্যাদ্-গুহ্যতমং গুহ্যমিদানীং কথ্যতে ময়া॥ শঙ্খচূর্ণং যবক্ষারং সর্জ্জিকা-ক্ষারটঙ্গণম্। সমঞ্চ পঞ্চলবণং স্ফটিকারী নৃসাদরঃ॥ কাচকুপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ। যামার্দ্ধং দ্রাবয়ত্যেষঃ শঙ্খশুক্তি-বরাটকান্॥ অর্শাংসি নাশয়েৎ ষট্ চ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীং তথা। উদরাষ্ট-বিধং হন্তি গুল্মপ্লীহোদরাণি চ॥ অজীর্ণং নাশয়েচ্ছীঘ্রং গ্রহণীঞ্চ বিসূচিকাম্। ভুক্তশেষে চ ভোক্তব্যো মাষমত্রো রসোত্তমঃ॥ ক্ষণ-

সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, পুরাতন জ্বর, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

শঙ্খদ্রাবক।

আকন্দ, সিজ, তেঁতুলছাল, তিলনাল, সোনালুর ছাল (সোঁদাইল ছাল), চিতার মূল ও আপাঙ্গ; এই দ্রব্যগুলির পৃথক্ পৃথক্ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লইবে, পরে উক্ত ক্ষার সমভাগে একত্র করিয়া ক্ষার জলের বিধানানুসারে জল গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে ক্ষার গুলিয়া ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে, তদনন্তর ঐ ক্ষারজল পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে যে, উহা লবণবৎ হইয়াছে, তখন নামাইয়া রাখিবে। তদনন্তর ঐ পাচিত ক্ষার ৪ তোলা এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেনা, গোদন্ত হরিতাল, হীরাকস ও সোরা প্রত্যেকে ৪ তোলা, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্লবণ, ঔদ্ভিদ, সামুদ্র লবণ প্রত্যেকে ৮ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া কাচ পাত্রে ছোলঙ্গ লেবুর রসে (টাবালেবুর রসে) সপ্তাহ কাল ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে উহার সহিত শঙ্খ চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া বারুণী যন্ত্রে বা বকযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। এই দ্রাবক ২।৩ ফোটা, অর্দ্ধছটাক বা একছটাক জলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, উদর, গুল্ম, পাণ্ডু ও কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

শঙ্খদ্রাবক রস।

শঙ্খ চূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্লবণ, ঔদ্ভিদ্ লবণ, সামুদ্র-লবণ, ফট্‌কিরি ও নিশাদল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া বারুণী যন্ত্রে বা বকযন্ত্রের সাহায্যে চুলাইয়া লইবে। এই দ্রাবকে শঙ্খ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলে অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে উহা ভস্মীভূত হয় বলিয়া ইহার নাম শঙ্খদ্রাবক। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে আহারের পরে

মাত্রাদ্ভবেদস্য পুনর্ভোজনমিচ্ছতি॥ প্রত্যহং ভোজনান্তে চ সংসেব্যোঽয়ং রসোত্তমঃ। ন রুজায়াং ভয়ং ক্বাপি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ দদেয়ং যস্য কস্যাপি সদা গোপ্যঞ্চ কারয়েৎ। রসঃ শঙ্খদ্রবোনাম বৈদ্যানামুপকারকঃ॥ ৪০॥

মহাদ্রাবকরসঃ।

শুদ্ধং কাঞ্চনমাক্ষিকং মৃতুত্তরং কাংস্যাভিধং তত্তথা। সিন্ধূত্থং বিমলং রসাঞ্জনবরং ফেনঃ স্রবন্তীপতেঃ॥ ক্ষারৌ সর্জ্জিকসাম্ভলৌ সুবিমলৌ ভাগাস্ত্বমীষাং সমাঃ। সপ্তানাং সদৃশস্তু টঙ্গণমিহাস্যার্দ্ধো নৃসারঃ সিতঃ॥ তত্তুল্যা স্ফটিকারিকা ত্রিসদৃশঃ শুক্লো যবস্যাগ্রজঃ। কাসীস-ত্রিতয়ং জবাগ্রজসমং সংচূর্ণ্য সর্ব্বং ন্যসেৎ॥ পাত্রে কাচময়ে মৃদম্বর-বৃতে যন্ত্রে বকাখ্যে ভিষগ্। জ্বালেন ক্রমবর্দ্ধিনাত্যবহিতোঽমীষাং রসং পাতয়েৎ॥ যোগাদ্ভস্মবরাটিকাং প্রকুরুতে সোঽয়ং মহা-দ্রাবকঃ। কোবক্তুং প্রভবেদমুষ্য নিতরাং সম্যগ্গুণান্ ভূতলে॥ এতদ্বল্লচতুষ্টয়ং সহ গিলেৎ শুণ্ঠ্যা লবঙ্গেন বা। তৎপশ্চাৎপরি-বাসিতং বহুগুণং তাম্বূলকং ভক্ষয়েৎ॥ প্রাসঙ্গ্যাৎকথয়ামি তান্ শৃণু গুণানস্যৈব কাংশ্চিৎপরান্। নিঃশেষং বিনিহন্ত্যসৌ চিরভবান্যষ্টো-দরাণি ধ্রুবম্। গুল্মং হলীমকং সুকঠিনামষ্ঠীলিকাং কামলাম্। মন্দাগ্নিং বিষমাগ্নিতাং বহুবিধান্ শোথাংশ্চ শূলানপি। সর্ব্বার্শাংসি ভগন্দরান্ ক্রিমিগদান্ পঞ্চৈব কাসাংস্তথা। হিক্কাশ্লীপদকোষবৃদ্ধি-মরুচিং ব্যাধিং মহাদারুণম্॥ নব্যং বা চিরজং জ্বরং বহুবিধং ছর্দ্দিং ক্রিমীন্ বিংশতিম্। যক্ষ্মাণং চিরজামবাত পিড়কা বীসর্প বিস্ফোটকম্॥ উন্মাদং স্বরভেদমর্ব্বুদমপি স্বেদঞ্চ হৃৎপানিজম্। জিহ্বাস্তম্ভগলগ্রহং চিরভবং গ্রীবারুজামুল্বণাম্॥ নাসাকর্ণ-শিরোঽক্ষিবক্ত্রজগদান্ ক্ষুদ্রাময়াংশ্চাপরান্। হন্যাদেব চিরোত্থিতান্ বহুবিধানন্যাংশ্চ

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গুল্ম, প্লীহা, উদর, অর্শ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্লীহোদর, অজীর্ণ, গ্রহণী, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

মহাদ্রাবক রস।

শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, শোধিত কাংস্যমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেনা, যবক্ষার, সোহাগা, সাচিক্ষার, সাম্ভলক্ষার, ইহারা প্রত্যেকে সমান, এবং উক্ত সাতটী পদার্থ সমস্তে যত হইবে, তত পরিমাণ সোহাগা, সোহাগার অর্দ্ধ পরিমাণ নিশাদল, ফট্‌কিরি নিশাদলের সমান, সোহাগা, নিশাদল ও ফটকিরির তুল্য পরিমাণ যবক্ষার, ত্রিবিধ কাসীস (ধাতুকাসীস পদ্মকাসীস ও হিরাকাস) যবক্ষারের সমপরিমাণ; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। এই দ্রাবক তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—স্বল্প, মধ্য ও মহা। ফট্‌কিরি, সোহাগা, যবক্ষার ও হিসাকস; এই দ্রব্য চতুষ্টয় দ্বারা যে দ্রাবক হয়, তাহাকে স্বল্পদ্রাবক, সোহাগা, নিশাদল, ফট্‌কিরি, যবক্ষার ও ত্রিবিধ কাসীস দ্বারা যে

রোগানপি ॥ একঃ স্যাদপরো হি টঙ্গণমুখৈর্দ্রব্যৈঃপরৈঃ সপ্তকৈঃ। অন্যৈস্তু স্ফটিকারি টঙ্গণ যবক্ষারাগ্রকাশীশকৈঃ ॥ জানীয়াদ্‌গুরুতো বিভাগমনয়োর্যন্ত্রাদিকং চাপরম্। নির্দ্দিষ্টাস্ত্রয় এব ভেষজবরাঃ স্বল্পো মহামধ্যমাঃ ॥ টঙ্গণাদি কাশীশান্তৈঃ সপ্তদ্রব্যৈর্ম্মধ্যমঃ। স্ফটিকারিকাদি কাশীশাগুচতুর্দ্রব্যৈঃ স্বল্পঃ ॥ স্বর্ণমাক্ষিকাদিকাশীশত্রিতয়ান্তৈর্ম্মহান্ ॥ ৪১ ॥

মহাশঙ্খদ্রাবকঃ।

চিঞ্চাশ্বত্থ স্নুহীহর্কাপামার্গশ্চ হি পঞ্চম। পৃথগ্‌ভস্মজলং কৃত্বা তূদ্ধৃত্য লবণানি চ ॥ টঙ্গণঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জং লবণপঞ্চকম্। রামঠং তালকঞ্চৈব লবঙ্গং নরসাদরম্ ॥ জাতীফলঞ্চ গোদন্তা তাপ্যং গন্ধরসং তথা। বিষং সমুদ্রফেনঞ্চ সোহরা স্ফাটকারিকা ॥ শঙ্খচূর্ণং শঙ্খনাভীচূর্ণং পাষাণসম্ভবম্। মনঃশিলা চ কাশীশং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ ॥ ভাব্যান্তে বেতসরসৈঃ কাচকূপ্যাং ক্ষিপেত্ততঃ। অত্র দ্রব্যঞ্চ তদ্দত্ত্বা উষ্ণস্থানে চ ধারয়েৎ ॥ বস্ত্রেণাচ্ছাদিতস্তাবৎ যাবৎ স্যাৎসপ্তবাসরম্। পশ্চান্মন্দাগ্নিনা দেয়ং বারুণীযন্ত্র উদ্ধরেৎ ॥ কাচকূপ্যাং জলং ধার্য্যং রক্ষয়েদ্‌যত্নতঃ সুধীঃ। গুঞ্জৈকং পর্ণখণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥ কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং প্লীহমজীর্ণং গ্রহণীগদম্। রক্তপিত্তং ক্ষতং গুল্মমর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ ॥ অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা। আমবাতং রক্তপিত্তং খঞ্জবাতং ধনুস্তথা ॥ উদরাময়মামঞ্চ স্থূলতাং ক্রিমিকোষ্ঠতাম্। বাতপিত্তকফান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ভুক্তা চ কণ্ঠপর্য্যন্তং গুঞ্জৈকঞ্চ রসং লিহেৎ। তৎক্ষণাৎকারয়েদ্ভস্ম তুষরাশিমিবানলঃ ॥ যামার্দ্ধং দ্রাবয়েৎসর্ব্বং শঙ্খশুক্তিবরাটকম্। পূর্ব্বোক্তবিধিনা তত্র দদ্যান্নিশি চতুষ্পথে ॥ যোগিনীভৈরবীভ্যাঞ্চ বলিং মাষতিলানথ।

দ্রাবক প্রস্তুত হয়, তাকে মধ্যদ্রাবক, এবং স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যে দ্রাবক হয়, তাহাকে মহাদ্রাবক বলা যায়। এই মহাদ্রাবকে এক বা দুইটী লবঙ্গ আপ্লুত করিয়া সেবন করিয়া সুপারি ইত্যাদি সহ তাম্বুল ভক্ষণ করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, পাণ্ডু, হলীমক, অষ্ঠিলা, কামলা, অগ্নিমান্দ্য বিষমাগ্নি, শোথ, শূল, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

মহাশঙ্খদ্রাবক।

তেঁতুল ছাল, অশ্বত্থ ছাল, আকন্দ ও আপাঙ্গ, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে উক্ত ক্ষার দ্বারা যথাবিধানে জল প্রস্তুত করিয়া লইবে, তদনন্তর এই জল জ্বাল দিয়া গাঢ় করিবে, পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব লবণ, বিট্ লবণ, ঔদ্ভিদ লবণ, সামুদ্র লবণ (করকচ লবণ), হিঙ্গু, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্ত হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ (কাঠবিষ), সমুদ্রফেনা, সোরা, ফট্‌কিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভি চূর্ণ, প্রস্তর চূর্ণ, মনঃশিলা, হীরাকস, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে, তদনন্তর উহা বেতের রসে ভাবনা দিয়া কাঁচপাত্রে বস্ত্রাবৃত করিয়া সাতদিন রাখিয়া দিবে। পরে

মহাশঙ্খদ্রবো নাম্না শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ ॥ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং গোপ্যং পুত্রস্যাপি ন কথ্যতে। লোকানাং কৌতুকাৎকর্ত্তা প্রকাশ্যং রাজসন্নিধৌ ॥ ৪২ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং প্লীহরোগচিকিৎসা।

বারুণীযন্ত্রে বা বকযন্ত্রের সাহায্যে চুয়াইয়া লইবে। এই দ্রাবক উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ উদর, শোথ, গুল্ম, কামলা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

প্লীহ যকৃৎ চিকিৎসা সমাপ্ত।

শোথরোগ-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনং পাচনং শোথে শিরঃ কায়বিরেচনম্। বমনঞ্চ যথাসত্বং যথাদোষং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১ ॥ স্নেহোঽথ বাতিকে শোথে বদ্ধবিট্‌কে নিরূহণম্। পয়ো ঘৃতং পৈত্তিকে তু কফজে রুক্ষণক্রমঃ ॥ ২ ॥ অথামজং লঙ্ঘনপাচনক্রমৈর্বিশোধনৈরুল্বণদোষমাদিতঃ। শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধো বিরেচনৈরূর্দ্ধহরেস্তথোর্দ্ধগম্ ॥ ৩ ॥ উপাচরেৎ স্নেহভবং বিরুক্ষণৈঃ প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রুক্ষিতে ॥ ৪ ॥ দশমূলং সদা শস্তং বাতশোথে বিশেষতঃ। বাতজে তৈলমেরণ্ডং বিড়্‌গ্রহে

শোথ চিকিৎসা।

শোথরোগে চিকিৎসক রোগীর অবস্থা বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লঙ্ঘন, পাচন, নস্য, বিরেচন ও বমন ব্যবস্থা করিবেন। বিরেচন ও বমন দ্বারা রোগের মূলীভূত কারণ অতি সত্বর নিঃসারিত করা যায় বটে, কিন্তু দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে উহা নিতান্তই অনিষ্ট জনক। সুতরাং বলবান্ রোগীকেই বিরেচনাদি প্রয়োগ করা উচিত। পরন্তু দুর্ব্বল রোগীকে পাচন দ্বারা চিকিৎসা করা বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

বায়ুজনিত শোথে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, কোষ্ঠবদ্ধে নিরূহ (পিচ্‌কারী), পিত্তজ শোথে দুগ্ধ ও ঘৃত এবং শ্লেষ্মজনিত শোথে রুক্ষক্রিয়া হিতকর ॥ ২ ॥

আমজনিত (আমরসজ) শোথে লঙ্ঘন, পাচন ও বিশোধন দ্বারা উল্বন দোষের চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ শরীরের অধোগত শোথে বিরেচন, ঊর্দ্ধগত শোথে বমন এবং শিরোগত শোথে নস্য হিতকর ॥ ৩ ॥

স্নেহ প্রয়োগ জনিত শোথ রুক্ষক্রিয়া দ্বারা এবং রুক্ষতা হেতু শোথ স্নিগ্ধ দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ৪ ॥

বায়ুজ শোথ চিকিৎসা।

বাতজনিত শোথে দশমূলের ক্বাথ প্রশস্ত, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচনার্থ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল রোগীকে পান করিতে দিবে ॥ ৫ ॥

পয়সা পিবেৎ ॥ ৫ ॥ গোমূত্রস্য প্রয়োগো বা শীঘ্রং শ্বয়থুনাশনঃ। যবাগূর্ম্মাণকন্দশ্চ প্রায়শশ্চাতিশোথজিৎ ॥ ৬ ॥

সিংহাস্যাদি।

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকী ক্বাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম্। পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্ ॥ ৭ ॥

পুনর্নবাষ্টকঃ।

পুনর্নবা নিম্বপটোলশুণ্ঠী তিক্তামৃতা দার্ব্ব্যভয়া কষায়ঃ। সর্ব্বাঙ্গশোথোদরপার্শ্বশূল শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥ ৮ ॥

যোগানি।

বিল্বপত্ররসং পাতুং শোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে। বিট্‌সঙ্গে চৈব দুর্ণাম্নি বিদধ্যাৎকামলাসু চ ॥ ৯ ॥ ভূনিম্বদারুকল্কং জগ্ধ্বা পেয়ঃ পুনর্নবাক্বাথঃ। অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সর্ব্বাঙ্গিকং নৃণাম্ ॥ ১০ ॥ শোথনুৎকোকিলাক্ষস্য মূত্রেণ বাম্ভসা ॥ ১১ ॥ স্থলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ ॥ প্লীহাময়হরশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোথজিৎ॥ ১২॥

মাণমণ্ডঃ।

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃততণ্ডুলম্ ॥ সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যা-

গোমূত্র প্রতিদিন সেবন করিলে শীঘ্র বায়ুজনিত শোথ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন একমাত্র মাণমণ্ড কিছুদিন সেবন করিলে অতি প্রবল শোথও জয় করা যায় ॥ ৬ ॥

সিংহাস্যাদি।

সিংহাস্য (বাসক), গুলঞ্চ ও কণ্টকারী; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে শোথ কাস, শ্বাস, বমি ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৭॥

পুনর্নবাষ্টক।

শ্বেত পুনর্নবা, নিমছাল, পল্‌তা (পটোলপত্র) শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জল সহযোগে পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী শোথ, উদররোগ কাস, শ্বাস, শূল প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বেলপাতার রস দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে ত্রিদোষজ শোথ বিলয় প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন উহা কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ ও কামলা নাশক ॥ ৯ ॥

চিরতা ও দেবদারুর চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিয়া শ্বেত পুনর্নবার ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপি শোথ অপনীত হয় ॥ ১০ ॥

কোকিলাক্ষ ভস্ম গোমূত্র বা জলের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে কোকিলাক্ষকে কুলে খাড়া বলে ॥ ১১ ॥

স্থলপদ্ম (মাণ) পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও শোথরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মাণমণ্ড।

পুরাতন মাণের গুড়া যত, তাহার দ্বিগুণ চাউলের গুড়া, এই উভয়বিধ পদার্থ উপযুক্ত দুগ্ধ ও

কান্ জয়তি॥ ৫৩ ॥ হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব কালীয়ক কুচন্দনৈঃ। প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা পদ্মপত্রক কুঙ্কুমৈঃ॥ কপিত্থতিন্দুকপ্লক্ষ বটপত্রৈঃ পয়োঽন্বিতৈঃ। লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভি স্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জনং পচেৎ॥ পিপ্লবং নীলিকাং ব্যঙ্গাংস্তিলকালমুখবিদূষিকাম্। নিত্যসেবী জয়েৎ ক্ষিপ্রং মুখং কুর্য্যান্মনোরমম্॥ ৫৪॥

কনকতৈলম্।

মধুকস্য কষায়েণ তৈলস্য কুড়বং পচেৎ। কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোৎপলকেশরৈঃ। কনকং নাম তত্তৈলং মুখকান্তিকরং পরম্। আভীরু নীলিকা ব্যঙ্গশোধনং পরমার্চ্চিতম্॥ ৫৫॥

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গ সযষ্টিকম্। কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা॥ আজং পয় স্তদ্ দ্বিগুণং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥ মুখং প্রতন্নোপচিতং বলীপলিতবর্জ্জিতম্। সপ্তরাত্রপ্রয়োগেন ভবেৎ কনকসন্নিভম্॥ ৫৬॥

কুঙ্কুমাদ্যংতৈলম্।

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা। কালীয়ক মুশীরঞ্চ পদ্মকং নীলমুৎপলম্॥ ন্যগ্রোধপাদাঃ প্লক্ষস্য শুঙ্গাঃ পদ্মস্য কেশরম্। দ্বিপঞ্চ-

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালীয়ক, চন্দন, প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপত্র, কুঙ্কুম, কদবেলপত্র, গাবপত্র, পাকুড়পাতা ও বটপত্র; এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ রূপে প্রয়োগ করিলে কিম্বা এই সকল দ্রব্য কল্ক করিয়া তৈল পাক করিয়া তাহা মালিশ করিলে পিপ্লব, নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিলকালক ও মুখদূষিকা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৫৪॥

কনক তৈল।

তৈল অর্দ্ধসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া নামাইবে। পরে ক্বাথার্থ যষ্টিমধু একসের কুট্টিত করিয়া আটসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ তৈলে দিবে এবং প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন ও পদ্মকেশর প্রত্যেকের দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং জল দুইসের দিবে। এইরূপে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা আভীরু, নীলিকা ও ব্যঙ্গনাশক॥ ৫৫॥

মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল।

তৈল অর্দ্ধসের। ছাগ দুগ্ধ একসের। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, ছোলঙ্গ লেবুর মূল ও যষ্টিমধু (এস্থলে যষ্টিমধু দুইবার উল্লেখ থাকায় দুইভাগ দিতে হইবে), এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা, পাকার্থ—জল দুইসের বা চারিসের এই সমস্ত দ্বারা যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা পানীয় ও মালীশরূপে প্রযোজ্য। ইহাতে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়॥ ৫৬॥

কুঙ্কুমাদ্য তৈল।

তৈল অর্দ্ধসের। তৈল প্রথমতঃ কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং জল দুইসের দিয়া পাক করিতে থাকিবে। ক্বাথার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, লাক্ষা, যষ্টিমধু, কালীয়াকাষ্ঠ, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি,

মূলসহিতৈঃ কষায়ৈঃ পলিকৈঃ পৃথক্ ॥ জলাঢ়কং বিপক্তব্যং পাদশেষমথোদ্ধরেৎ। মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পত্তঙ্গ মধুযষ্টিকা ॥ কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ ॥ সম্যক্‌পক্কং পরং হ্যেতন্মুখবর্ণপ্রসাদনম্। নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ ॥ সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভম্। কুঙ্কুমাদ্য মিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥ ৫৭ ॥

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্।

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্। কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলঙ্গং সকেশরম্ ॥ কুসুম্ভঞ্চ মধুযষ্টী চ ফলিনী মদয়ন্তিকা। নিশে দ্বে রোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা ॥ কাকোল্যাদি সমাযুক্তৈ রেতৈরক্ষসমৈ র্ভিষক্। লাক্ষারস পয়োভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎকাঞ্চনোপমম্। করোতি বশনং সদ্যঃ পুষ্টি লাবণ্যকান্তিদম্ ॥ সৌভাগ্য লক্ষ্মীজননং বশীকরণমুত্তমম্ ॥৫৮॥

বর্ণকঘৃতম্।

মধুকং চন্দনং কঙ্গুং সর্ষপং পদ্মকং তথা। কালেয়কং হরিদ্রা চ লোধ্রমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ ॥ বিপচেদ্ধি ঘৃতং বৈদ্যস্তৎপক্কং বস্ত্রগালিতম্। পাদাংশং কুঙ্কুমং সিক্থং ক্ষিপ্ত্বা মন্দানলে পচেৎ ॥ তৎসিদ্ধং

পাকুড়ছাল পদ্মকেশর ও দশমূল প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিবে। পরে ছাঁকিয়া ছাগদুগ্ধ একসের দিয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা নীলিকা, পিড়কা ও মুখব্যঙ্গ প্রভৃতি প্রশমক ॥ ৫৭ ॥

কুঙ্কুমাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। পরে কল্কার্থ,—কুঙ্কুম, পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কালীয়া কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, ছোলঙ্গলেবুর কেশর, কুসুমফুল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, যুঁইপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোরোচনা, পদ্মপুষ্প, নীলোৎপল, মনঃশিলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, মেদ ও মহামেদ, প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে লাক্ষা ৪সের গ্রহণ পূর্ব্বক বস্ত্রখণ্ডে পুটুলী বদ্ধ করিয়া পাকপাত্রে ঝুলাইয়া দিবে এবং তাহাতে জল ৩২ সের দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ তৈলে দিবে। এইরূপে তৈল পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে ছাগ দুগ্ধ ৮ সের দিবে। এইরূপে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা মুখে মালীশ করিলে ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হইয়া মুখমণ্ডল শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

বর্ণকঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক,—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, কঙ্গু (কায়নী ধান্য), শ্বেতসর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কালীয়া কাষ্ঠ, হরিদ্রা ও লোধ; এই দ্রব্য সমূহ সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ

শিশিরে নীরে প্রক্ষিপ্যাকর্ষয়েত্ততঃ। তদেতদ্বর্ণকং নাম ঘৃতং বক্তু-প্রসাদনম্॥ অনেনাভ্যাসলিপ্তং হি বলীভূতমপি ক্রমাৎ। নিষ্কলঙ্কেন্দু-বিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতীমুখম্॥ ৫৯॥

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে শিরাব্যধেনাথ জলৌকয়া বা। নিম্বাম্বু-সিক্তে শিরসি প্রলেপো দেয়োঽশ্ববর্চ্চোরসসৈন্ধবাভ্যাম্॥৬০॥ পুরাণমথ পিণ্যাকঃ পুরীষং কুক্কুটস্য বা। মূত্রপিষ্টঃ প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্যাদরুংষিকাম্॥৬১॥ অরুংষিঘ্নং ভৃষ্টকুষ্ঠচূর্ণং তৈলেন সংযুতম্॥৬২॥

দ্বিহরিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রাদ্বয় ভূনিম্বত্রিফলারিষ্ট চন্দনৈঃ॥ এতত্তৈলমরুষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনে হিতম্॥ ৬৩॥

দারুণে তু শিরাং বিধ্যেৎ স্নিগ্ধস্বিন্নাং ললাটজাম্। অবপীড় শিরোবস্তীনভ্যঙ্গাংশ্চাবচারয়েৎ॥ ৬৪॥ কোদ্রবাণাং তৃণক্ষার পানীয়ং পরিধাবনে॥ ৬৫॥ কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ॥ পিয়ালবীজ মধুক কুষ্ঠমাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ। কাঞ্জিকস্থা স্ত্রিসপ্তাহং

অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া ঘৃত পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, আসন্ন পাকে কুঙ্কুম ও মোম প্রত্যেকে অর্দ্ধ পোয়া দিবে। এইরূপে পাক শেষ করিয়া শীতল জলে ঘৃত সহ পাক পাত্রটী স্থাপন করিবে। কিছুক্ষণ পরে উহা তুলিয়া লইবে। এই ঘৃত মুখে মালিশ করিলে নির্ম্মল চন্দ্রমার ন্যায় মুখকান্তি হইয়া থাকে॥ ৫৯॥

অরুংষিকা।—অরুংষিকা রোগে (মস্তকস্থ ব্রণ রোগে) প্রথমতঃ শিরা বিদ্ধ করিয়া বা জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে নিমছাল ৮ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই ক্বাথ দ্বারা মস্তকস্থ অরুংষিকা ধৌত করিয়া অশ্ব বিষ্ঠার রস ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে॥ ৬০॥

সর্ষপের পুরাতন খইল বা কুক্কুটের বিষ্ঠা গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অরুংষিকা রোগ অপনীত হয়॥ ৬১॥

কুড়চূর্ণ খোলায় ভাজিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকস্থ ব্রণে প্রলেপ দিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে॥ ৬২॥

হরিদ্রাদ্য তৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে কল্ক—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল অরুংষিকাহারক॥ ৬৩॥

দারুণক।—দারুণক রোগে ললাট প্রদেশে স্নেহ সেক দ্বারা তৎস্থানের শিরা কোমল করিয়া বিদ্ধ করিবে। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই রোগে অবপীড় (নস্য), শিরোবস্তি ও তৈল মালিশ ব্যবস্থেয়॥ ৬৪॥

কোদ্রবের (কোদ ধান্যের) তৃণ দগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষারজল প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর ঐ জল দ্বারা দারুণক ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত করিবে॥ ৬৫॥

পিয়াল বীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া মধু

মাষা দারুণকাপহাঃ ॥ ৬৬ ॥ সহ নীলোৎপলকেশর যষ্টীমধুতিল সম-মামলকম্। চিরজাতমপি শীর্ষে দারুণরোগং শমং নয়তি ॥ ৬৭ ॥

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলায়োরজ যষ্টী মার্কবোৎপল শারিবৈঃ। সসৈন্ধবৈঃ পচেত্তৈল-মভ্যঙ্গাদ্রুক্ষিকাং জয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

চিত্রকতৈলম্।

চিত্রকং দন্তিমূলঞ্চ কোষাতকি সমন্বিতম্। কল্কং পিষ্ট্বা পচেত্তৈলং কেশশত্রুবিনাশনম্ ॥ ৬৯ ॥

গুঞ্জাতৈলম্।

গুঞ্জাফলৈঃ পচেত্তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু। কণ্ডূদারুণজিৎকুষ্ঠ কাপালা-ব্যাধিনাশনম্ ॥ ৭০ ॥

স্বল্পভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরাজস্ত্রিফলোৎপলশারি লৌহ পুরীষ সমন্বিতকারি। তৈলমিদং পচ দারুণহারি কুঞ্চিত কেশ ঘন স্থিরকারি ॥ ৭১ ॥

সহযোগে প্রলেপ দিলে এবং মাষকলাই ২১ দিন পর্য্যন্ত কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে দারুণক বিনষ্ট হয় ॥ ৬৬ ॥

নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলকী সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে চিরোকালোৎপন্ন দারুণক অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

ত্রিফলাদ্য তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহভস্ম, যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ, নীলোৎপল, অনন্ত-মূল সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। এ স্থলে জানা আবশ্যক যে তৈল পাক হইয়া যাইলে লৌহ-ভস্ম দেওয়া উচিত। নতুবা পূর্ব্বে দিলে সিটের সহিত ফেলা গিয়া থাকে। এইরূপে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল দারুণক রোগ নাশক ॥ ৬৮ ॥

চিত্রকতৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে চিতার মূল, দন্তীমূল ও ঘোষাফল সমভাগে সমস্তে একসের, জল ১৬ সের, এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া লইবে। ইহা দারুণক রোগহারক ॥ ৬৯ ॥

গুঞ্জাতৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর গুঞ্জাফল (কুঁচ) একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ভৃঙ্গরাজের রস ষোলসের দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এইরূপে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল কণ্ডূ, দারুণক ও কুষ্ঠ নাশক ॥ ৭০ ॥

স্বল্প ভৃঙ্গরাজতৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। কল্ক—ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও মণ্ডূর ভস্ম সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ষোলসের জল উহাতে দিয়া পাক

ভৃঙ্গরাজতৈলম্।

আনূপদেশসম্ভূতং গৃহীত্বা মার্কবং শুভম্। সুধৌতং জর্জ্জরীকৃত স্বরসং তস্য চাহরেৎ॥ চতুর্গুণেন তেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ক্ষীরপিষ্টৈরিমৈর্দ্রব্যৈঃ সংযোজ্য মতিমান্ ভিষক্॥ মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রং চন্দনং গৈরিকং বলা। রজন্যৌ কেশরঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গু মধুযষ্টিকা॥ প্রপৌণ্ডরীকং গোপী চ পলিকান্যত্র দাপয়েৎ। সম্যক্ পক্বং ততো নীত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥ কেশপাতে শিরোদুষ্টে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে। শিরঃ কর্ণাক্ষিরোগেষু নস্যেঽভ্যঙ্গে চ যোজয়েৎ॥ কুঞ্চিতাগ্রানতিস্নিগ্ধান্ কচান্ কুর্য্যাদ্বহূংস্তথা। খালিত্যমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ তৈলমেতদ্ব্যপোহতি॥ ৭২॥

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যতৈলম্।

প্রপৌণ্ডরীক মধুক পিপ্পলী চন্দনোৎপলৈঃ। কার্ষিকৈ স্তৈলকুড়ব স্তৈ দ্বিরামলকীরসঃ। সাধ্যঃ সপ্রতিমর্ষঃ স্যাৎ সর্ব্বশীর্ষগদাপহঃ॥৭৩॥

মালত্যাদ্যং তৈলম্।

মালতী করবীরাগ্নি নক্তমাল বিপাচিতং। তৈলভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রলুপ্তাপহং পরম্। ইদং হি ত্বরিতং হন্তি দারুণং নিয়তং নৃণাম্॥ ৭৪॥

করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল দারুণকহারক ও কুঞ্চিতকেশ স্থিরকারী॥ ৭১॥

ভৃঙ্গরাজ তৈল।

তিলতৈল ৪ সের। কল্ক—মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গেরিমাটি, বাইরকলি (বেড়েলা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ ও শ্যামালতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধ সহযোগে পেষণ করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর ভৃঙ্গরাজের রস যোলসের দিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মস্তকে মালিশ করিলে কেশপতন, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, গলরোগ, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ, খালিত্য ও ইন্দ্রলুপ্ত রোগ নিবারিত হয়। সুতরাং কেশের গাঢ়তা ও স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হইয়া থাকে॥ ৭২॥

প্রপৌণ্ডরীক তৈল।

তিলতৈল অর্দ্ধসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে জল ২ সের এবং আমলকীর রস ২ সের দিয়া পাক করিবে। এইরূপে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার শিরোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৭৩॥

মালত্যাদ্যতৈল।

তিলতৈল অর্দ্ধসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে মালতীপত্র, করবীর মূল, চিতার মূল ও ডহর করঞ্জার বীজ প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে জল দুইসের বা ৪ সের দিয়া পাক করিবে

ধাত্র্যাম্রমজ্জলেপাৎস্যাৎ স্থিরোরুস্নিগ্ধকেশতা॥ ৭৫ ॥ ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলাকাশীশ তুত্থকৈঃ॥ লেপয়েৎপরিতঃ কল্কৈ স্তৈল-ঞ্চাভ্যঞ্জনে হিতম্। কুটন্নট শিখী জাতী করঞ্জ করবীরজৈঃ॥ ৭৬॥ অবগাঢ়পদঞ্চৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃ পুনঃ। গুঞ্জাফলৈশ্চিতং লিম্পেৎ কেশভূমিং সমন্ততঃ॥ ৭৭॥ হস্তিদন্ত মসীং কৃত্বা মুখ্যঞ্চৈব রসাঞ্জনম্। লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি ॥৭৮॥ ভল্লাতক বৃহতীফল গুঞ্জামূলফলেভ্য একেন। মধুসহিতেন বিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং যাতি॥ ৭৯॥ বৃহতীফলরসপিষ্টং গুঞ্জামূলং ফলমিন্দ্রলুপ্তস্য। কনক-ঘৃষ্টস্য সতোয়দাতব্যং প্রচ্ছিতস্য সদা॥ ৮০ ॥ ঘৃষ্টস্য কর্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তস্য গুণ্ডনম্। চূর্ণিতৈ র্মরিচৈঃ কার্য্যমিন্দ্রলুপ্তবিনা-শনম্॥ ৮১ ॥ ছাগক্ষীর রসাঞ্জন পুটদগ্ধ গজদন্ত মসীলিপ্তাঃ। জায়ন্তে সপ্তদিনাৎখল্যামপি কুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ॥ ৮২ ॥ মধুকেন্দীবর

এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। ইহা ইন্দ্রলুপ্ত ও দারুণরোগ নাশক॥ ৭৪॥

আমলকী বীজের মধ্যস্থ শস্য ও আমের আঁটীর মধ্যস্থিত শস্য পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত ও খালিত্য রোগ অপনীত হইয়া থাকে॥ ৭৫॥

ইন্দ্রলুপ্ত রোগে অর্থাৎ মস্তকে টাক পড়িলে মস্তকস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে এবং মনঃশিলা, হীরাকস ও তুঁতিয়া একত্র পেষণ করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিবে। এতদ্ভিন্ন মুথা, আপাঙ্গ, জাতীপত্র, ডহর করঞ্জার বীজ ও করবীর মূলের সহিত পক্বতৈল মালিশ করিতে দিবে। এই উপায়ে কেশ জন্মিয়া থাকে॥ ৭৬॥

টাক পড়া স্থানস্থ রোমকূপ সকল যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অস্ত্র দ্বারা বা ডুমুরপত্র দ্বারা চিরিয়া দিয়া তাহাতে গুঞ্জার (কুঁচের) প্রলেপ দিবে। ইহাতে কেশোদ্গম হইয়া থাকে॥ ৭৭॥

হাতীর দাঁত যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। তদনন্তর উহা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে, উক্ত দগ্ধ পদার্থ ও রসাঞ্জন সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে কেশোদ্গম হয়॥ ৭৮॥

ভেলা বৃহতীফল, গুঞ্জামূল বা গুঞ্জাফল, ইহাদের কোন একটী পদার্থ মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে টাক পড়া নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৭৯॥

গুঞ্জাফলের রসের সহিত গুঞ্জামূল (কুঁচের মূল) পেষণ করিয়া জল সহযোগে টাকপড়া স্থানে প্রলেপ দিবে। কিন্তু প্রলেপ দেওয়ার পূর্ব্বে সেইস্থান ধুতুরাফল দ্বারা আঁচড়াইয়া লওয়া আবশ্যক॥ ৮০॥

ইন্দ্রলুপ্ত রোগ প্রভাবে রোমকূপ সকল রুদ্ধ হইয়া গেলে ডুমুর বা শেওড়াপাতা দ্বারা রোগ স্থান ঘর্ষণ করিয়া, সেই স্থানে মরিচ চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে রোগের প্রভাব বিলুপ্ত হয়॥ ৮১॥

গজদন্ত অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া রসাঞ্জন ও ছাগ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে খালিত্যরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৮২॥

যষ্টিমধু, ইন্দীবর (নীলপদ্ম), মূর্ব্বা (সূচীমুখী, গোড়াচক্র), তিল ও ভৃঙ্গ (দারুচিনি); এই

মূর্ব্বা তিলাজ্য গোক্ষীর ভৃঙ্গলেপন। অচিরাদ্ভবন্তি কেশা ঘনদৃঢ়মূলায়ত্বানৃজবঃ ॥ ৮৩ ॥

স্নুহাদ্যতৈলম্।

স্নুহীপত্রং পয়োঽর্কস্য মার্কবো লাঙ্গলীবিষম্। মূত্রমাজং সগোমূত্রং রক্তিকা সেন্দ্রবারুণী ॥ সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং দত্বা বিচক্ষণঃ। বহ্নিনা মৃদুনা পক্বং তৈলং খালিত্যনাশনম্ ॥ কূর্ম্মপৃষ্ঠসমানাপি রুজ্যা যা রোমতস্করী। দিগ্ধাসনেন জায়েত ঋক্ষশারীরলোমশা ॥৮৪॥

সূর্য্যপক্বতৈলম্ ॥

বটাবরোহ কেশিন্যোশ্চূর্ণেনাদিত্যপাচিতম্। গুড়ূচী স্বরসে তৈলমভ্যঙ্গাৎকেশরোহণম্ ॥ ৮৫ ॥

চন্দনাদ্যংতৈলম্।

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্। কান্তা বটাবরোহশ্চ গুড়ূচী বিসমেব চ ॥ লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারিবে দ্বে তথৈব চ। মার্কবস্বরসেনৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। শিরস্যুপতিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘনকুঞ্চিতাঃ। স্নিগ্ধাশ্চ দৃঢ়মূলাশ্চ তথা ভ্রমরসন্নিভাঃ ॥ নস্যেনাকালপলিতং নিহন্যাত্তৈলমুত্তমম্ ॥ ৮৬ ॥

সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে প্রলেপ দিলে উৎকৃষ্ট কেশ জন্মে ॥ ৮৩ ॥

স্নুহাদ্য তৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কল্কার্থ—সিজের পাতা, আকন্দের ক্ষীর, ভৃঙ্গরাজ, লাঙ্গলী বিষ, গুঞ্জা (কুঁচ), ইন্দ্রবারুণী (রাখাল শসা), এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে গোমূত্র আটসের এবং ছাগমূত্র আটসের দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরন্তু তৈল পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে তৈল পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল খালিত্য নাশক ॥ ৮৪ ॥

সূর্য্যপক্ব তৈল।

সর্ষপতৈল অর্দ্ধসের বটের ঝুরি ও কেশিনী (জটামাংসী) প্রত্যেকে ৪ তোলা। ইহাদের চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং গুলঞ্চের রস দুইসের উহাতে দিয়া সূর্য্যাতপে রাখিবে। এইরূপে যত দিনে জলীয়াংশ নিঃশেষিত হইবে, তত দিন রৌদ্রে রাখিতে হইবে। এই তৈল কেশজনক ॥ ৮৫ ॥

চন্দনাদ্য তৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা (সূচীমুখী, গোড়াচক্র), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, কান্তা (প্রিয়ঙ্গু), বটাবরোহ (বটের ঝুরি), গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহভস্ম, ভূতকেশী, অনন্তমূল ও শ্যামালতা এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ভৃঙ্গরাজের রস ষোলসের দিয়া পাক করিবে। এইরূপে যথাবিধি তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মস্তকে মালিশ করিলে প্রচুর পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৮৬॥

যষ্টীমধ্বাদ্যংতৈলম্।

তৈলং যষ্টীমধুকৈঃ ক্ষীরে ধাত্রীফলৈঃ শৃতম্। নস্যে দত্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রূণি চাপ্যথ॥ ৮৭॥ ত্রিফলা নীলিনীপত্রং লোহং ভৃঙ্গরজঃ সমম্। অবিমূত্রেণ সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥ ৮৮॥ ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তং লোহচূর্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ। ঈষৎপক্কে নারিকেলে ভৃঙ্গরাজরসান্বিতে॥ মাসমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্‌গর্ত্তাৎসমুদ্ধরেৎ। ততঃ শিরোমুণ্ডয়িত্বা লেপং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ॥ সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈ র্মোচয়েৎসপ্তমে দিনে। ক্ষালয়েত্রিফলাক্কাথৈঃ ক্ষীরমাংসরসাশিনঃ। কপালরঞ্জনঞ্চৈতৎকৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥ ৮৯॥ উৎপলং পয়সাসার্দ্ধং মাংসভূমৌ নিধাপয়েৎ। কেশানাং কৃষ্ণীকরণং স্নেহনঞ্চ বিধীয়তে॥ ৯০॥ ভৃঙ্গপুষ্পং জবাপুষ্পং মেষদুগ্ধপ্রপেষিতম্। তেনৈবালোড়িতং লৌহপাত্রস্থং ভূম্যধঃকৃতম্। সপ্তাহাদুদ্ধৃতং পশ্চাদ্ভৃঙ্গরাজরসেন তু॥ আলোড্যাভ্যজ্যশিরো বেষ্টয়িত্বা বসেন্নিশাম্। প্রাতস্তু ক্ষালনং কার্য্যমেবং স্যান্মূর্দ্ধরঞ্জনম্॥ এবং সিন্দুরবালাভ্র

যষ্টিমধ্বাদ্য তৈল।

তৈল অর্দ্ধসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে যষ্টিমধু ও আমলকী প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং জল দুইসের দিয়া পাক করিবে, যখন দেখিবে যে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট আছে, তখন দুগ্ধ দুইসের দিবে। পরিশেষে তৈল নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনঃ তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল নাসিকা দ্বারা টানিলে কেশ ও শ্মশ্রু জন্মিয়া থাকে॥ ৮৭॥

ত্রিফলা, নীলিনী পত্র (নীল গাছের পাতা), লৌহ ও ভৃঙ্গরাজ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মেষমূত্র সহযোগে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়॥ ৮৮॥

কেশবন্ধক যোগ।

ঈষৎ পক্ক নারিকেলের মুখ কাটিয়া তাহার জল ফেলিয়া তন্মধ্যে ভৃঙ্গরাজের রস রাখিবে, পরে ত্রিফলা চূর্ণ ও লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেই নারিকেল মধ্যে পুরিবে। তদনন্তর উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া নারিকেলটী ভূগর্ত্তে পুতিয়া রাখিবে। একমাস পরে এই নারিকেল তুলিয়া তন্মধ্যস্থ পদার্থ গ্রহণ করিবে। রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া উক্ত ঔষধ দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং কলার কোমল পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিবে। এইরূপে ছয়দিন অতীত হইলে সপ্তম দিবসে বন্ধন মুক্ত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা মস্তক ধৌত করিবে। পরন্তু উল্লিখিত রূপ ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুগ্ধ ও মাংস সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা চুল কৃষ্ণ করণের উৎকৃষ্ট উপায়॥ ৮৯॥

একটী পাত্রে দুগ্ধ ও পদ্মপুষ্প রাখিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া ভূগর্ত্তে পুতিয়া রাখিবে, একমাস পরে উহা তুলিয়া পাত্রস্থ পদার্থ দ্বারা মস্তকে লেপন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৯০॥

ভৃঙ্গরাজ পুষ্প ও রক্তজবা পুষ্প মেষদুগ্ধের সহিত পেষণ ও তৎসহ আলোড়িত করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ভূগর্ত্ত মধ্যে রাখিয়া দিবে। সাত দিন পরে উহা গ্রহণ করিয়া পুনঃ ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে লেপন করিবে এবং রাত্রিতে কদলীপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে, পরদিন প্রাতঃকালে মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। এইরূপে মস্তক রঞ্জিত

গণ্ডমালা চিকিৎসা।

মাক্ষিকাদ্য সকৃৎপীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ। গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১ ॥ পীষ্ট্বা জ্যেষ্ঠাম্বুনা পীতা কাঞ্চনালত্বচঃ শুভাঃ। বিশ্বভেষজসংযুক্তা গণ্ডমালাপহাঃ পরাঃ ॥ ২ ॥ আরগ্বধশিফাং ক্ষিপ্রং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা। সম্যঙ্গস্যপ্রলেপাভ্যাং গণ্ডমালাং সমুদ্ধরেৎ ॥ গণ্ডমালাময়ার্ত্তানাং নস্যকর্ম্মাণি যোজয়েৎ। নির্গুণ্ড্যাস্তু শিফাং সম্যক্ বারিণা পরিপেষিতাম্ ॥ ৩ ॥ কোষাতকীনাং স্বরসেন নস্যং তুম্ব্যাস্তু বা পিপ্পলিসংযুতেন। তৈলেন বারিষ্টভবেন কুর্য্যাৎ গন্ডোপকুল্যেন সমাক্ষিকেন ॥ ৪ ॥ ঐন্দ্র্যা বা গিরিকর্ণ্যা বা মূল-গোমূত্রযোগতঃ। গণ্ডমালাং হরেৎপীতং চিরকালোত্থিতামপি ॥ ৫ ॥ অলম্বুষাদলোদ্ভূতস্বরসং দ্বিপলং পিবেৎ। অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্ ॥ ৬ ॥ গলগণ্ডগণ্ডমালাং কুরণ্ডঞ্চ বিনাশয়েৎ। পিষ্টং জ্যেষ্ঠাম্বুনা লেপাৎ মূলং ব্রাহ্মণযষ্টিজম্ ॥ ৭ ॥

নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে, পরে পুনঃ পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। উক্ত তৈল পান করিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

গণ্ডমালা চিকিৎসা।

বরুণ ছাল দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া চাউলের জলের সহিত পেষণ করিয়া তৎসহযোগে শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গণ্ডমালা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শোনালুর (সোঁদালের) মূল চাউলের জলের সহিত পেষণ করিয়া নাসিকা দ্বারা টানিলে বা প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা রোগ প্রশমিত হয়। এতদ্ভিন্ন নিশিন্দামূল চাউলের জলে পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

কোষাতকীর (ঘোষাফলের) রস অথবা তিতলাউয়ের রস কিম্বা পিপুল চূর্ণ যুক্ত নিমফলের তৈল বা মধুর সহিত বচ ও পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা টানিলে প্রস্তাবিত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রবারুণীর (মামালাড়ুর) মূল অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লইবে। উপযুক্ত পরিমাণে উহা সেবন করিলে অধিক দিন স্থায়ী গণ্ডমালা অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অলম্বুষা (মুণ্ডিরী, ভূকদম্ব) পত্রের রস পান করিলে গণ্ডমালা, অপচী ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার প্রাচীন কালের মাত্রা ১৬ তোলা, এক্ষণে চারিতোলা পর্য্যন্ত রস সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মযষ্টির (বামনহাটীর) মূল চাউলের জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও কুরণ্ড রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ছুছুন্দরীতৈলম্।

অভ্যঙ্গান্নাশয়েৎক্ষিপ্রং গণ্ডমালাং সুদারুণম্। ছুছুন্দর্য্যবিপক্কঞ্চ ক্ষণাৎ তৈলবরং ধ্রুবম্॥ ৮॥

শাখোটকবিম্ব্যাদি তৈলম্।

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটকত্বচা। বিম্ব্যাশ্মারনির্গুণ্ডী সাধিতং বাপিনা বনম্॥ ৯॥

নির্গুণ্ডীতৈলম্।

নির্গুণ্ডীস্বরসে বাথ লাঙ্গলীমূলকল্কিতম্। তৈলং নস্যান্নিহন্ত্যাশু গণ্ড-মালাং সুদারুণম্॥ ১০॥

ছুছুন্দরী তৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে তৈল কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত ও জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, তদনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া লইয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে। আর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী. আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরিশেষে জল অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ—ছুঁচার (চিকার) মাংস একসের লইয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে গণ্ডমালা রোগ ক্ষণকাল মধ্যে নিশ্চয়ই অপনীত হয়॥ ৮॥

শাখোটক তৈল।

তিলতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত কাঁচা হরিদ্রা এক ছটাক জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, পরে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কিঞ্চিৎ জল সহযোগে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল, বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিয়া উহাতে যোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং উক্ত তৈলে শাখোটকের (শেওড়া বৃক্ষের) ছাল একসের এবং জল যোলসের দিয়া পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিয়া জল অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনঃ তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল গণ্ডমালা নাশক॥

বিম্ব্যাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল নিষ্ফেন করিয়া মূর্চ্ছা দ্রব্যের সহিত মূর্চ্ছা পাক সম্পন্ন করিবে। পরে তেলাকুচার মূল, শ্বেত করবীর মূল ও নিসিন্দা পাতা; এই দ্রব্যগুলি কল্ক করিয়া যথা-বিধানে তৈল পাক করিবে। তদনন্তর কল্কদ্রব্য গুলি ছাকিয়া পুনঃ তৈলের শেষ পাক দিয়া লইবে। ইহা গণ্ডমালা নাশক॥ ৯॥

নির্গুণ্ডী তৈল।

তৈল ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক দিয়া লইবে, পরে নিসিন্দাপত্রের রস ১৬ সের

অপচীরোগ-চিকিৎসা।

বনকার্পাশিকামূলং তণ্ডুলৈঃ সহযোজিতম্। পক্ত্বা পূপলিকাঃ খাদেদপচীনাশনায় তু ॥১॥ শোভাঞ্জনং দেবদারু কাঞ্জিকেন তু পেষিতম্। কোষ্ণং প্রলেপতো হন্যাদপচীমতিদুস্তরাম্ ॥ ২ ॥ সর্ষপারিষ্টপত্রাণি দগ্ধ্বা ভল্লাতকৈঃ সহ। ছাগমূত্রেণ সংপিষ্টমপচীঘ্নং প্রলেপনম্ ॥ ৩॥ অশ্বত্থকাষ্ঠং নিচুলং গবাং দন্তঞ্চ দাহয়েৎ। বরাহমজ্জবসম্পৃক্তং ভস্ম-হন্ত্যপচীব্রণান্ ॥ ৪ ॥ পার্ষ্ণিংপ্রতি দ্বাদশ চাঙ্গুলানি ভিত্ত্বেন্দ্রবস্তিং পরিবর্জ্জ্য সম্যক্। বিদার্য্য মৎস্যাণ্ডনিভানি বৈদ্যো নিষ্কৃষ্য জ্বালান্যনলং বিদধ্যাৎ ॥ ৫ ॥ মণিবন্ধোপরিষ্টাদ্বা কুর্য্যাদ্রেখাত্রয়ং ভিষক্। অঙ্গুলান্তরিতং সম্যগপচীনাং প্রশান্তয়ে ॥ ৬ ॥ দণ্ডোৎপলাভবং মূলং বদ্ধং পুষ্যেঽপচীং জয়েৎ ॥ ৭ ॥ অপামার্গস্য বা ছিন্দ্যাজ্জিহ্বা তলগতে শিরে ॥ ৮ ॥

এবং লাঙ্গলীর মূল এক সেরের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈলে নস্য রূপে গ্রহণ করিলে সুদারুণ গণ্ডমালারোগ নিবারিত হয় ॥ ১০ ॥

অপচী চিকিৎসা।

বন কার্পাসের মূল চূর্ণ এক তোলা, চাউলের গুড়া ৩ তোলা, এই উভয় বিধ পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া লইবে, ইহা সেবনে অপচী রোগ বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

শজিনা ও দেবদারু ইহাদের ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অল্প উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে অতি কঠিন অপচীরোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

সর্ষপ, নিমপাতা ও ভেলা, ইহাদিগকে পৃথক পৃথক অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে, পরে ঐ ভস্ম সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগ মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে প্রস্তাবিত রোগ নিবারিত হয় ॥ ৩ ॥

অশ্বত্থ কাষ্ঠ, নিচুল (বেতস) ও গরুর দাঁত, ইহাদিগকে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত চূর্ণ শূকরের বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া অপচী নাশার্থ প্রলেপ দিবে ॥ ৪ ॥

অপচী রোগে অস্ত্র প্রয়োগ।

পদের দ্বাদশ অঙ্গুলী বিশিষ্ট পার্ষ্ণিদেশে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উভয় পার্ষ্ণিদেশের দশ অঙ্গুল পরিমিত স্থান বিদীর্ণ করিলে মৎস্যের অণ্ডাকৃতি মেদ-জাল দেখা যাইবে, তাহা বিদারণ পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিবে এবং ক্ষতস্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে অপচী রোগের মূলোচ্ছেদ হইলে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

কক্ষ ও কূর্পর সন্ধিস্থানস্থ অপচী রোগে মণিবন্ধের (হাতের কব্জির) উপরিভাগে পরস্পর এক অঙ্গুল অন্তর অস্ত্র দ্বারা তিনটী রেখা পাত করিবে। ইহাতে উল্লিখিত স্থানস্থ অপচীরোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

দণ্ডোৎপলের মূল পুষ্যানক্ষত্রে গ্রহণ করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলে প্রস্তাবিত রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ॥ ৭ ॥

আপাঙ্গের মূল ধারণ করিলে অথবা জিহ্বার তলস্থ শিরা ছেদন করিলে অপচী রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

ব্যোষাদ্যতৈলম্।

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ। তৈলমেভিঃ শৃতং নস্যাৎ কৃচ্ছ্রামপ্যপচীং জয়েৎ ॥ ৯ ॥

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং সাভয়া লাক্ষা বচা কটুকরোহিণী। এতৈস্তৈলং শৃতং পীতং সমূলামপচীং জয়েৎ ॥ ১০ ॥

গুঞ্জাদ্যং তৈলম্।

গুঞ্জাহয়ারি শ্যামার্কসর্ষপৈ র্মূত্রসাধিতম্। তৈলন্তু দশধা পশ্চাৎকণা-

ব্যোষাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাচাহলুদ এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা জল সংযোগে তৈলে দিবে, পরিশেষে লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা, ইহাদিগকে প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব লবণ ও দেবদারু; ইহাদিগকে সমভাগে সমস্তে একসের লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নাসিকা দ্বারা টানিলে অপচীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

চন্দনাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাচাহলুদ এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত ও জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমে ক্রমে দিবে এবং এক পোয়া কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা জলের সহিত তৈলে দিবে, তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; ইহাদিগকে প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদন্তর কল্কার্থ,—রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা ও কট্কী; এই দ্রব্য গুলি সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া যথাবিধি তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অপচী রোগ সমূলে অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

গুঞ্জাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, নিস্ফেন হইলে নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাচাহলুদ এক ছটাক কুট্টিত ও জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, পরে কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া জলের সহিত তৈলে দিবে। পরিশেষে লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জল অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে

লবণপঞ্চকম্ ॥ মরিচৈশ্চূর্ণিতৈর্যুক্তং সর্ব্বাবস্থাগতাং জয়েৎ। অভ্যঙ্গাদপচীং নাড়ীং বল্মীকার্শোঽর্ব্বুদব্রণান্ ॥ ১১ ॥

গ্রন্থিরোগ-চিকিৎসা।

গ্রন্থিষ্বামেষু কুর্ব্বীত ভিষক্ শোথপ্রতিক্রিয়াম্। পক্বানুৎপাট্য সংশোধ্য রোপয়েদ্ব্রণভেষজৈঃ ॥ ১২ ॥ হিংস্রা সরোহিণ্যমৃতাথ ভার্গী শ্যোনাক বিল্বাগুরু কৃষ্ণগন্ধাঃ। গোপিত্তপিষ্টাঃ সহ তালপর্ণ্যা গ্রন্থৌ বিধেয়োঽনিলজে প্রলেপঃ ॥ ১৩ ॥ জলায়ুকাঃ পিত্তকৃতে হিতাস্তু ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিষেচনঞ্চ। কাকোলিবর্গস্য তু শীতলানি পিবেৎকষায়াণি সশর্করাণি ॥ দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি চূর্ণং পিবেদ্বারি হরীতকীনাম্। মধূকজম্ব্বর্জ্জুনবেতসানাং ত্বগ্‌ভিঃ প্রদেহানবতারয়েচ্চ ॥ ১৪ ॥ হৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্ব্যা গ্রন্থৌ ভিষক্ শ্লেষ্মসমুদ্ভবে তু। স্বিন্নে তু বিম্লাপনমেব কুর্য্যাদঙ্গুষ্ঠবেণুদৃশদিস্থতৈস্তু ॥ ১৫ ॥ বিকঙ্কতারগ্বধকাকণন্তী কাকাদনী তাপসবৃক্ষমূলৈঃ। আলেপয়েদেনমলাবুভার্গী

ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ—গুঞ্জা মূল হয়ারির (করবীর মূল), বৃদ্ধদারক (বিস্তাড়ক), আকন্দের ক্ষীর ও সর্ষপ ; ইহাদিগকে সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে, পরে কল্ক ছাকিয়া ফেলিয়া গোমূত্র ষোল সের দিবে। এইরূপে তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া লইবে। এই তৈলের সহিত মরিচচূর্ণ, পঞ্চলবণ ও পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া শরীরে মালিশ করিলে অপচী, নাড়ী, বল্মিকার্শ, অর্ব্বুদ ও ব্রণরোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

গ্রন্থি চিকিৎসা।

গ্রন্থিরোগের প্রথমাবস্থায় (অপক্বাবস্থায়) ব্রণশোথোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করা বিধেয়। পক্বাবস্থায় অস্ত্রক্রিয়া করিয়া শোষক ঔষধ দ্বারা ক্ষত শুষ্ক করা উচিত ॥ ১২ ॥

হিংস্রা (কালাকড়া কেঁওকড়া), কট্‌কী, গুলঞ্চ, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), শ্যোনাক (নাও শোনা), বিল্ব, অগুরু, কৃষ্ণগন্ধা (শজিনা) ও তালমূলী এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া বাতজনিত গ্রন্থিতে প্রলেপ দিবে ॥ ১৩ ॥

পিত্তজ গ্রন্থিরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং দুগ্ধ মিশ্রিত জল সিঞ্চন হিতকারী। পরন্তু সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল পূর্ব্বক তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিম্বা কিস্‌মিসের ক্বাথ বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকীর চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন মধূক বৃক্ষের (মউয়া গাছের) ছাল, জামছাল, অর্জ্জুন ছাল ও বেতস ছাল একত্র পেষণ করিয়া গ্রন্থিস্থানে প্রলেপ দিবে ॥ ১৪ ॥

শ্লেষ্মজ গ্রন্থিরোগে বমনাদি ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা কফপ্রভৃতি দোষ ক্ষয় হইলে স্নেহ ও সেক আনুপূর্ব্বিক প্রয়োগ করিবে। সেকের সাহায্যে কোমলাবস্থাপন্ন হইলে অঙ্গুষ্ঠ, বেণু (বংশদণ্ড) বা দৃশদি-পুত্র (শিলাপুত্র, ক্ষুদ্রপ্রস্তর) দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গ্রন্থিকে অঙ্গে মিলন করিয়া দিবে, অর্থাৎ উহাকে বসাইয়া দিবে ॥ ১৫ ॥

বিকঙ্কত (বঁইচ), সোণালু (সোঁদাইল), গুঞ্জা, কাকাদনী (কাকতিন্দুক) ও তাপসবৃক্ষ (পুত্রঞ্জীব বৃক্ষ), ইহাদের মূল পেষণ করিয়া গ্রন্থি স্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে, কিম্বা তিক্ত-

করঞ্জকানামদনৈশ্চ বিদ্বান্ ॥ ১৬ ॥ দন্তী চিত্রকমূল ত্বক্ সৌধার্ক-পয়সী গুড়ঃ। ভল্লাতকাস্থিকাসীসং লেপাচ্ছিন্দ্যাচ্ছিলামপি ॥ ১৭ ॥ গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিজিল্লেপো মাতৃবাহককীটজঃ। স্বর্জ্জিকামূলকক্ষারঃ শঙ্খ-চূর্ণসমন্বিতঃ ॥ প্রলেপো বিহিতস্তীক্ষ্ণো হন্তি গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিকান্ ॥১৮॥ গ্রন্থীনমর্ম্মপ্রভবানপক্বানুদ্ধৃত্য চাগ্নিং বিদধীত বৈদ্যঃ॥ ক্ষারেণ চৈতান্ প্রতিসারয়েত্তু সংলিখ্য সংলিখ্য যথোপদেশম্ ॥ ১৯ ॥

অর্ব্বুদরোগ-চিকিৎসা।

গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাঞ্চ যতো বিশেষঃ প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদূষ্যৈঃ ॥ তত-শ্চিকিৎসেদ্ভিষগর্ব্বুদানি বিধানবিদ্গ্রন্থিচিকিৎসিতেন ॥ ১ ॥ বাতা-র্ব্বুদে চাপ্যুপনাহনানি স্নিগ্ধৈশ্চ মাংসৈরথবেসবারৈঃ ॥ স্বেদং বিদ-ধ্যাৎকুশলস্তু নাড্যাঃ শৃঙ্গেণ রক্তং বহুশো হরেচ্চ ॥২॥ স্বেদোপনাহা-মৃদবশ্চ পথ্যাঃ পিত্তার্ব্বুদে কায়বিরেচনঞ্চ ॥ ৩ ॥ বিঘৃষ্য চোডুম্বর-

লাউ, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), ডহরকরঞ্জ, দন্তী, কালা (কালা কড়া, কই ওকড়া) ও মদন-ফল (ময়নাফল) ইহাদিগকে পেষণ করিয়া গ্রন্থি স্থানে প্রলেপ দিলে উহা বিলীন প্রাপ্ত হয় ॥১৬॥

দন্তীমূলের ছাল, চিতার মূলের ছাল, সিজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, গুড়, ভেলা এবং হিরা-কস; এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া গ্রন্থি স্থানে প্রলেপ দিলে উহা বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥

মাতৃবাহক কীট পেষণ করিয়া গ্রন্থি স্থানে লেপন করিলে গ্রন্থিরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাচিক্ষার, মূলাশাকের ক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ; এই দ্রব্যগুলি একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে প্রস্তাবিত রোগ উপশমিত হয় ॥ ১৮ ॥

যদি মর্ম্ম-রহিত স্থানোৎপন্ন গ্রন্থি, প্রলেপাদি প্রয়োগে বসিয়া না যায়, তবে অস্ত্র চিকিৎ-সকের সাহায্য লইতে হইবে, কারণ অপক্বাবস্থাতেই বিদারণ করিয়া ক্ষত স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া বাতজ ও শ্লেষ্মজ গ্রন্থিতেই করিবে। কিন্তু পিত্তজ গ্রন্থিতে উক্ত অবস্থা ঘটিলে অস্ত্র দ্বারা লেখন করিয়া ক্ষার লেপন করিবে। এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অর্ব্বুদ চিকিৎসা।

প্রদেশ (স্থান), কারণ, আকৃতি, দোষ ও দূষ্য ইহাদিগের সহিত গ্রন্থি ও অর্ব্বুদের কোন প্রভেদ না থাকায় গ্রন্থি রোগোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে অর্ব্বুদ রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

বায়ুজনিত অর্ব্বুদ রোগে প্রলেপ, স্নিগ্ধ মাংস ও বেসবার দ্বারা সেক প্রদান কিম্বা নাড়ী স্বেদ প্রদান করিবে। এতদ্ভিন্ন শৃঙ্গ দ্বারা (শিঙ্গা দ্বারা) বারংবার রক্তস্রাব করিবে। নাড়ীস্বেদ যথা—স্বেক যোগ্য পদার্থের যথাযোগ্য ফল, মূল, পত্র এবং উষ্ণ বীর্য্য পশু ও পক্ষীর মাংস লইয়া উপযুক্ত রূপ অম্ল দ্রব্য, সৈন্ধবলবণ, ঘৃত এবং তৈল প্রভৃতির সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র বা দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী মৃৎপাত্রে (হাঁড়ীর মধ্যে) স্থাপন পূর্ব্বক উত্তম রূপে পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, কিছুকাল উত্তাপ দেওয়া হইলে শর-পত্র ও কুশপত্র প্রভৃতি দ্বারা নল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত হাঁড়ী হইতে ধূম গ্রহণ পূর্ব্বক রোগীর ব্যাধি স্থানে লাগাইবে। পরন্তু ধূম লাগাইবার পূর্ব্বে ব্যাধি স্থানে বায়ু নাশক তৈল প্রভৃতি মালিশ করিয়া লওয়া উচিত। এইরূপ সেক দেওয়াকে নাড়ীস্বেদ বলা যায় ॥ ২ ॥

বিধানজ্ঞ চিকিৎসক পিত্তজনিত অর্ব্বুদ রোগ মৃদুসেক, মৃদু প্রলেপ এবং বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ৩ ॥

শাকগোজী পত্রৈর্ঘৃষ্টং ক্ষৌদ্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ। শ্লক্ষ্ণীকৃতৈঃ সর্জ্জরস প্রিয়ঙ্গু পত্তঙ্গ লোধ্রাঞ্জনযষ্টিকাহ্বৈঃ॥ ৪॥ লেপনং শঙ্খচূর্ণেন সহ মূলকভস্মনা। কফার্ব্বুদাপহং কুর্য্যাদ্‌গ্রন্থ্যাদিষু বিশেষতঃ॥ ৫॥ নিষ্পাব-পিণ্যাক-কুলত্থকল্কৈর্মাংসপ্রগাঢ়ৈ র্দধিমর্দ্দিতৈস্তু। লেপং বিদধ্যাৎক্রিমরো যথাত্র মুঞ্চন্ত্যপত্যান্যথ মক্ষিকা বা॥৬॥ অল্পাবশিষ্ট-ক্রিমিভিঃ প্রজগ্ধং লিখেত্ততোঽগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ॥ ৭॥ যদল্পমূলং ত্রপুতাম্রশীশৈঃ সামুষ্টপত্রৈরথবায়সৈর্ব্বা॥ ৮॥ ক্ষারাগ্নি শস্ত্রাণ্যবতারয়েচ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ প্রাণমবেক্ষমাণঃ॥৯॥ যদৃচ্ছয়া চোপগতানি পাকং পাকক্রমেণোপচরেদ্‌যথোক্তম্॥ ১০॥ উপোদিকারসাভ্যক্তা স্তৎপত্র-পরিবেষ্টিতাঃ। প্রণশ্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পিড়কার্ব্বুদজাতয়ঃ॥ ১১॥ উপোদিকা কাঞ্জিক-তক্রপিষ্টা তয়োপনাহো লবণেন মিশ্রঃ। দৃষ্টোঽর্ব্বুদানাং প্রশমায় কৈশ্চিদ্দিনে দিনে বা ত্রিষু মর্ম্মজানাম্॥ ১২॥ লেপোঽর্ব্বুদজিৎরম্ভামোচকভস্মতুষশঙ্খচূর্ণকৃতঃ॥১৩॥ সরটরুধিরার্দ্র-

উড়ুম্বরপত্র, শাকপত্র (সেগুন বৃক্ষের পত্র) বা গোজিপত্র দ্বারা অর্ব্বুদ ঘর্ষণ করিয়া তাহার গাত্রস্থ ছাল তুলিয়া ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, পত্তঙ্গ (রক্ত চন্দন), লোধ, রসাঞ্জন এবং যষ্টিমধু; ইহাদিগকে প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া যথাপ্রয়োজন মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্ব্বুদে প্রলেপ দিবে॥ ৪॥

শঙ্খচূর্ণ ও মূলাশাক ভস্ম একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্ব্বুদে প্রলেপ দিলে কফার্ব্বুদ ও গ্রন্থি বিনষ্ট হয়॥ ৫॥

শ্বেত নিষ্পাব (সাদা শিমপত্র), পিণ্যাক (তিল বাটা, খইল), কুলথ কলাই ও মাংস সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদস্থ সকল কীট বিনষ্ট হয় অথবা মক্ষিকা পতন নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৬॥

উল্লিখিত উপায় প্রয়োগ করিলেও যদি অর্ব্বুদস্থ কীট অল্পাবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে অর্ব্বুদ লেখন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। এই উপায়ে উহার মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে॥ ৭॥

উপরোক্ত বিধানানুসারে অগ্নি কর্ম্ম সম্পাদিত হইলেও যদি অর্ব্বুদের মূল নিঃশেষিত রূপে উচ্ছিন্ন না হয়, তবে ত্রপু (রাঙ্গ) তাম্র, সীস, বা লোহের পাত দ্বারা উক্ত মূলদেশ বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এইরূপে উক্ত মূল ধ্বংশ হইয়া থাকে॥ ৮॥

চিকিৎসক প্রস্তাবিত রোগে ক্ষার অগ্নি ও শস্ত্র পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু রোগীর জীবনের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্যথা দুর্ব্বল রোগী হইলে উক্ত বিধ ক্রিয়া সকলের ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায়, তাহার জীবন রক্ষাই ভার হইয়া উঠে॥ ৯॥

অর্ব্বুদের পক্কাবস্থায় ব্রণশোথোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে। সুতরাং প্রথমত অস্ত্র দ্বারা পাটন, তৎপরে শোধন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা উহার শান্তি করিবে॥ ১০॥

পুইশাকের পাতার রস দ্বারা অর্ব্বুদ আর্দ্র করিয়া পুইপাতা দ্বারা উহা আবৃত করিয়া রাখিলে অর্ব্বুদ জনিত পিড়কার শান্তি হইয়া থাকে॥ ১১॥

পুইপাতা কাঁজি ও তক্রের সহিত পেষণ করিয়া তৎসহ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিবে, পরে উত্তপ্ত করিয়া অর্ব্বুদে প্রলেপ দিলে তিনদিনে মর্ম্মস্থান জাত অর্ব্বুদ প্রশান্ত হইয়া থাকে॥ ১২॥

কলার মোচা-ভস্ম, তুষ ও শঙ্খচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে প্রস্তাবিত রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

গন্ধকর্জবাগ্রজবিড়ঙ্গনাগরৈর্ব্বাথ ॥ ১৪ ॥ স্নুহী গণ্ডীরিকা-স্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানি চ। সীসকেনাথ লবণৈঃ পিণ্ডারকফলেন চ ॥ ১৫ ॥ হরিদ্রা লোধ্র পত্তঙ্গ গৃহধূম মনঃশিলা। মধুপ্রগাঢ়লেপোঽয়ং মেদার্ব্বুদহরঃ পরঃ ॥ এতামেব ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ শেষাং শর্করার্ব্বুদে ॥১৭॥

ইতি গলগণ্ডগণ্ডমালাঽপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদচিকিৎসা।

শরট (কৃকলাশ) প্রাণীর শোণিতের সহিত আদা, গন্ধক, যবক্ষার (সোরা), বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অর্ব্বুদে প্রলেপ দিলে উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সীজের ডাল উত্তপ্ত করিয়া সেক দিলে কিম্বা উত্তপ্ত সীসক দ্বারা কিম্বা উষ্ণ লবণ দ্বারা বা পিণ্ডারক ফল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্রখণ্ডে পোট্‌লী বদ্ধ করিয়া সেক দিলে প্রস্তাবিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

মেদোজনিত অর্ব্বুদরোগে হরিদ্রা, লোধ, পতঙ্গ (রক্তচন্দন), গৃহধূম (ঝুল) ও মনঃশিলা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুসহযোগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উল্লিখিত রোগ অন্তর্হৃত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

বিধানজ্ঞ বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক উল্লিখিত উপায় সকল দ্বারা শর্করার্ব্বুদরোগের চিকিৎসা করিবেন ॥ ১৭ ॥

গলগণ্ড-গণ্ডমালাদি রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনালেপন-স্বেদ-রেচনৈ রক্তসেচনৈঃ। প্রায়ঃ শ্লেষ্মহরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ ॥ ১ ॥ ধুস্তূরৈরণ্ড নিগুণ্ডী বর্ষাভূ শিগ্রু সর্ষপৈঃ। প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্ ॥ ২ ॥ নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্। প্রলেপাৎ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ম্ ॥ ৩ ॥ পিণ্ডারকতরুসম্ভব-বন্দাক-শিফা জয়তি সর্পিষা পীতা। শ্লীপদমুগ্রং নিয়তং বদ্ধা সূত্রেণ জঙ্ঘায়াম্ ॥ ৪ ॥ হিতশ্চালেপনে

শ্লীপদরোগ চিকিৎসা।

(গোদ)

লঙ্ঘন (উপবাস), প্রলেপ, স্বেদ (সেক), বিরেচন (দাস্তকারক দ্রব্য), রক্তমোক্ষণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা শ্লীপদরোগের (গোদের) চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

ধুতুরাপাতা, এরণ্ডমূল, নিসিন্দা-পাতা, পুনর্নবা, শজিনার ছাল ও সর্ষপ ; ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া গোদে প্রলেপ দিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

রূপিকামূলের (আকন্দ মূলের) ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া রোগ স্থানে প্রলেপ দিলে অধিক দিন জাত বদ্ধমূল গোদও নিবারিত হয় ॥ ৩ ॥

পিণ্ডারক বৃক্ষ জাত বন্দাকের (পরগাছার) মূল চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একতোলা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অথবা উক্ত পরগাছার মূল রক্তসূত্র দ্বারা রোগ যুক্ত জঙ্ঘাতে বন্ধন করিলে গোদরোগ অন্তর্হৃত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা। সিদ্ধার্থ শিগ্রু কল্কোবা সুখোষ্ণো মূত্রপেষিতঃ ॥ ৫ ॥ স্নেহ স্বেদোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্। কৃত্বা গুল্‌ফোপরি শিরাং বিধ্যেত্তু চতুরঙ্গুলে ॥ ৬ ॥ গুল্‌ফস্যাধঃ শিরাং বিধ্যেৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে। পিত্তঘ্নীঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎপিত্তার্ব্বুদ-বিসর্পবৎ ॥৭॥ মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্ণবাম্। পিষ্ট্বারনালে‌র্পোহ্যং পিত্তশ্লীপদশান্তয়ে ॥ ৮ ॥ শিরাং সুবিদিতাং বিধ্যেদঙ্গুষ্ঠে শ্লেষ্মশ্লীপদে। মধুযুক্তানি চাভীক্ষ্ণং কষায়াণি পিবেন্নরঃ ॥ পিবেৎসর্ষপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে। পুতিকবঞ্জচ্ছদজং রসম্বাপি যথা বলম্ ॥ ৯ ॥ অনেনৈব বিধানেন পুত্রঞ্জীবকজং রসম্। কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈর্ব্বা বৃদ্ধদারজম্ ॥ রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। বর্ষোত্থং শ্লীপদং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ গন্ধর্ব্বতৈলেন ভৃষ্টাং হরীতকীং গোজলেন যঃ পিবতি। শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ ॥ ১১ ॥ ধান্যাম্লং তৈলযুক্তঞ্চ কফবাতবিনাশনম্। দীপনঞ্চামদোষঘ্নমেতৎ শ্লীপদনাশনম্ ॥ ১২ ॥

রক্তচিতার মূল ও দেবদারু ছাল সমভাগে গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে প্রস্তাবিত রোগ বিলীন হইয়া যায়। সর্ষপ ও সজিনার উষ্ণ প্রলেপেও ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অস্ত্র প্রয়োগ।

চিকিৎসক বায়ু জনিত শ্লীপদে স্নিগ্ধ সেক ও প্রলেপ দিয়া গোদ যুক্ত স্থানের দৃঢ়তার হ্রাস করিবে, তদনন্তর গুল্‌ফের উপরিভাগে চারি অঙ্গুল পরিমিত স্থানস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া গোশৃঙ্গ নির্ম্মিত শিঙ্গা দ্বারা রক্তস্রাব করিবে ॥ ৬ ॥

পিত্তজ শ্লীপদে গুল্‌ফের নিম্ন প্রদেশের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে, তদনন্তর পিত্তজনিত অর্ব্বুদ ও বিসর্পোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। পিত্তজ শ্লীপদে রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে অলাবু যন্ত্র দ্বারা উহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। অলাবু যন্ত্র দ্বারা এইরূপ রক্ত মোক্ষণ করিতে হয়, যথা,— শিরার যে স্থান বিদ্ধ করা হয়, সেই স্থানে উক্ত যন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহার অভ্যন্তর প্রদেশে দীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিবে, এইরূপ করিলে কিছুক্ষণ পরে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর লঘুত্ব প্রযুক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকে ॥ ৭ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, হিংস্রা (কালাকড়া, কই ওকড়া) ও পুনর্ণবা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত একত্র পেষণ করিয়া কফজ গোদে প্রলেপ দিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কফজনিত গোদে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রধান শিরা বিদ্ধ করিবে এবং কফনাশক দ্রব্যের ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে, অথবা নাটাকরঞ্জার পত্রের রস সর্ষপ তৈলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শ্লীপদ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

উক্ত বিধানানুসারে পুত্রঞ্জীব বৃক্ষের ছালের রস পান করিলে কিম্বা কাঁজির সহিত বৃদ্ধদারকের (বিভাড়কার) চূর্ণ সেবন করিলে অথবা হরিদ্রাচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে সম্বৎসর জাত শ্লীপদ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

গন্ধর্ব্বতৈলে (এরণ্ডতৈলে) হরীতকী চূর্ণ ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে গোদ রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

ধান্যাম্ল (কাঁজি) সর্ষপ তৈলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন উহা বাতশ্লেষ্ম নাশক, অগ্নিদীপক এবং আমদোষ হারক ॥ ১২ ॥

গোধাবতীমূলযুক্তং খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ। জয়েৎশ্লীপদকোপোত্থং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ শ্লীপদঘ্নোরসোঽভ্যাসাদ্গুড়ূচ্যাস্তৈল-সংযুতঃ ॥ ১৪ ॥

বৃদ্ধদারকসমচূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং দার্ব্বী বরুণগোক্ষুরম্ ॥ অলম্বুষাং গুড়ূচীঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ। সর্ব্বেষাং চূর্ণমাহৃত্য বৃদ্ধদারস্য তৎসমম্ ॥ কাঞ্জিকেন চ তৎপেয়মক্ষমাত্রং প্রমাণতঃ। জীর্ণে চা পরিহারং স্যাদ্ভোজনং সর্ব্বকামিকম্ ॥ নাশয়েৎশ্লীপদস্থৌল্যমামবাতঞ্চ দারুণম্। গুল্ম-কুষ্ঠানিলহরং বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্ ॥ ১৫ ॥

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্।

পিপ্পলী ত্রিফলা দারু নাগরং সপুনর্নবম্। ভাগৈ দ্বি'পলিকৈরেষাং তৎসমং বৃদ্ধদারকম্ ॥ কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং কর্ষমাত্রং প্রমাণতঃ। জীর্ণে চা পরিহারং স্যাদ্ভোজনং সর্ব্বকামিকম্ ॥ শ্লীপদং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎপ্লীহানমেব চ। অগ্নিঞ্চ কুরুতে ঘোরং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি ॥১৬॥

কৃষ্ণাদ্যো মোদকঃ।

কৃষ্ণাচিত্রকদন্তীনাং কর্ষমর্দ্ধপলং পলম্। বিংশতিশ্চ হরীতক্যো গুড়স্য তু পলদ্বয়ম্ ॥ মধুনা মোদকং খাদন্ শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্ ॥ ১৭ ॥

গোধাপদীর (গোয়ালিয়ার) মূল একভাগ, মাষকলাই দুইভাগ একত্র পেষণ করিয়া যথা-নিয়মে মাষেণ্ডরী (পিষ্টক) প্রস্তুত করিয়া রোগী সেবন করিলে শ্লীপদ জনিত জ্বর নিশ্চয়ই নিবারিত হয় ॥ ১৩ ॥

গুলঞ্চের রসের সহিত সর্ষপতৈল কিছু দিন সেবন করিলে শ্লীপদ রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইতে পারা যায় ॥ ১৪ ॥

বৃদ্ধদারক চূর্ণ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, বরুণছাল, গোক্ষুর, অলম্বুষা (মুণ্ডিরী) ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ বৃদ্ধদারক বীজ চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে (একসিকি বা অর্দ্ধতোলা) কাঁজির সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ, বাতরোগ ও প্লীহা অন্তর্হ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ।

পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, শুঁঠ এবং পুনর্নবা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে ষোলতোলা পরিমাণে লইলে সমস্তে যত হইবে, তত পরিমাণ বৃদ্ধদারক বীজ চূর্ণ উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে, এই চূর্ণ ঔষধ একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে যথাপ্রয়োজন কাঁজির সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণাদ্য মোদক।

পিপুলচূর্ণ দুইতোলা, চিতার মূল চূর্ণ চারিতোলা দন্তীমূল চূর্ণ আটতোলা, হরীতকী কুড়িটী, ইক্ষুগুড় ষোলতোলা। হরীতকীগুলি কুট্টিত করিয়া ছাল গ্রহণ পূর্ব্বক উহা চূর্ণ করিবে, পরে সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া যথাপ্রয়োজন

সৌরেশ্বরঘৃতম্।

সুরসা দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটুত্রিফলে তথা। লবণান্যথ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গান্যথ চিত্রকম্॥ চবিকা পিপ্পলীমূলং গুগ্‌গুলু র্হবুষা বচা। যবাগ্রজঞ্চ পাঠা চ শট্যেলা বৃদ্ধদারকম্॥ কল্কৈশ্চ কার্ষিকৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। দশমূলকষায়েণ ধান্যযূষদ্রবেণ চ॥ দধিমস্তুসমাযুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্। পক্বং স্যাদুদ্ধৃতং কল্কাৎ পিবেৎ কর্ষত্রয়ং হবিঃ॥ শ্লীপদং কফবাতোত্থং মাংসরক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ। মেদঃশ্রিতঞ্চ বাতোত্থং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥ অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথার্ব্বুদম্। নাশয়েদ্‌গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং গুদজানি চ॥ পরমগ্নিকরং হৃদ্যং কোষ্ঠক্রিমিবিনাশনম্॥ ১৮॥

বিড়ঙ্গাদিতৈলম্।

বিড়ঙ্গ মরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা। ভদ্রদার্ব্বেলকাহ্বে চ সর্ব্বেষু লবণেষু চ॥ তৈলং পক্বং পিবেদ্বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥ ১৯॥

মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক পাকাইয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে দুঃসাধ্য শ্লীপদ রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

সৌরেশ্বর ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য—সুরস (তুলসী), দেবদারু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সামুদ্র (করকচ লবণ), সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, ঔদ্ভিদ লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, বিড়ঙ্গ, চিতার মূল, চই, পিপুলমূল, গুগ্‌গুলু, হবুষা (অভাবে ধনিয়া), বচ, যবক্ষার (সোরা), আক্‌নদ, শটী, ছোট এলাচি ও বৃদ্ধদারক বীজ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে দশমূল (বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) সমস্তে সমভাগে ৪ চারিসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে দিবে এবং কাঁজি চারিসের দিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে ঘৃত পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, সেই সময়ে ঘৃতে দধির মাত চারিসের দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেব্য। ইহা বাত-শ্লৈষ্মিক, মাংস রক্তাশ্রিত, মেদ ও পিত্তজ শ্লীপদ নাশক॥ ১৮॥

বিড়ঙ্গাদি তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া লইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কাঁচা হলুদ এক ছটাক কুট্টিত ও জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করিয়া জলের সহিত তৈলে দিবে, পরিশেষে লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বাবলাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দ মূল, শুঁঠ, চিতার মূল, দেবদারু, এলকাথা

নিত্যানন্দরসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্। কাংস্যং বঙ্গং হরিতালং তুত্থং শঙ্খং বরাটিকা॥ ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহো বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্। চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুষা চ বচা তথা॥ শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্। ত্রিবৃতা চিত্রকং দন্তী গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্॥ এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য গুড়কীকৃতম্। হরীতকীরসং দত্ত্বা দশ-গুঞ্জোন্মিতং শুভম্॥ একৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং শীতঞ্চানুপিবেজ্জলম্। শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ॥ মেদোগতং ধাতুগতং নিহন্তি নাত্র সংশয়ঃ। অর্ব্বুদং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং সুদারুণম্॥ কফবাতোদ্ভবং রোগমন্ত্রবৃদ্ধিং চিরন্তনীম্। বাতপিত্তে বাতকফে গুদরোগে ক্রিমৌ তথা॥ অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেব বলবর্ণঞ্চ সুস্থতাম্। শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিত বিশ্বসম্পদে॥ নিত্যানন্দরসশ্চায়ং মহা-শ্লীপদনাশনঃ। রক্তজে পিত্তজে চাপি শ্লীপদে যোজয়েদমুম্॥ নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে শ্লীপদাময়ে॥ ২০॥

শ্লীপদগজকেশরী॥

ব্যোষামৃতযমানী চ সূতোঽগ্নির্গন্ধকং শিলা। সৌভাগ্যং জয়পালঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥ ভৃঙ্গ গোক্ষুর জম্বীরার্দ্রকতোয়ৈ র্বিমর্দ্দয়েৎ।

(হোগলামূল), সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্, ঔদ্ভিদ্ ও সামুদ্রলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে একসের লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে তৈল ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে শ্লীপদরোগ অন্তর্হত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

নিত্যানন্দ রস।

হিঙ্গুল হইতে গৃহীত পারদ, শোধিত গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী), অভ্রভস্ম, কাঁসাভস্ম, হরি-তাল, তুঁতিয়া, শঙ্খভস্ম, বরাট, (কড়িভস্ম), মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহভস্ম, বিড়ঙ্গ, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্লবণ, ঔদ্ভিদ, সামুদ্র লবণ, চই, পিপুলমূল, হবুষা, বচ, শটী, আকন্দ (আকান্দী লতা), দেবদারু, ছোট এলাচি, বৃদ্ধদারক (বিস্তাড়ক বীজ), তেউড়ীর মূল, চিতার মূল ও দন্তীমূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক হরীতকীর ক্বাথ সহ মর্দ্দন করিয়া দশরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী একটী করিয়া প্রতিদিন শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, গণ্ডমালা, বাত-রক্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, গুদভ্রংশরোগ নাশক॥ ২০॥

শ্লীপদ-গজকেশরী।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিষ (কাঠবিষ), যমানী, শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী), চিতার মূল, মনঃশিলা, সোহাগার খই ও জয়পাল বীজ; এই দ্রব্যগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক

অস্য রক্তিদ্বয়ং খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ ॥ শ্লীপদং দুস্তরং হন্তি প্লীহানং হন্তি সেবিতঃ ॥ ২১ ॥

শ্লীপদারিঃ ॥

নিম্বং খদিরসারঞ্চ মধুনা চাষ্টমাষকম্। গবাং মূত্রেণ পিষ্ট্বা তু পিবেৎ শ্লীপদশান্তয়ে ॥ ২২ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা।

ভৃঙ্গরাজ, গোক্ষুর, জাম্বীর ও আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী একটী করিয়া প্রতিদিন উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ ও প্লীহারোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শ্লীপদারি।

নিম্ববৃক্ষ মূলের ছাল ও খদির এই উভয় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মধুর সহিত পেষণ করিবে, তদনন্তর এই ঔষধ আট মাষক (৮ মাষ কলাই) পরিমাণে গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২২ ॥

শ্লীপদ চিকিৎসা সমাপ্ত।

বিদ্রধিরোগ-চিকিৎসা।

জলৌকাপাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ। মৃদুর্ব্বিরেকো লঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোদ্ভবং বিনা ॥ ১ ॥ বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈলঘৃতান্বিতৈঃ। সুখোষ্ণোবহলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ ॥২॥ স্বেদোপনাহাঃ কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূলসমন্বিতাঃ। যবগোধূমমুদ্গৈশ্চ সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলে-

---

বিদ্রধিরোগ চিকিৎসা।

(ফোড়া)

জলৌকা পাতন, মৃদু বিরেচন ও লঘু অন্ন সকল প্রকার বিদ্রধি রোগেই প্রশস্ত। কিন্তু সেক, বায়ু ও শ্লেষ্ম জনিত বিদ্রধিতে প্রযোজ্য, অর্থাৎ বিদ্রধিরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মৃদু জোলাপ প্রয়োগ, লঘু পাকদ্রব্য ভোজনার্থ এবং পিত্তজ ভিন্ন অপর বিদ্রধিতে (ফোড়াতে) সেক দেওয়া যাইতে পারে ॥ ১ ॥

বাতঘ্ন মূলের কল্ক অর্থাৎ বেল, শ্যোনা (নাভশোনা), গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দশমূল সমভাগে একত্র পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত বসা, তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং উহা উত্তপ্ত করিয়া রুগ্ন স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে বিদ্রধিরোগ (ফোড়া) প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

প্রথমতঃ বেসবার ও পায়সাদি দ্বারা ফোড়ায় সেক দিবে, পরে যব, গোধূম (ময়দা) ও মুগ একত্র পেষণ করিয়া উহাতে প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আনূপ মাংস, কাকো-

পয়েৎ ॥ বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপক্কশ্চৈব বিদ্রধিঃ ॥ ৩ ॥ পুনর্নবা-দারুবিশ্বদশমূলাভয়াম্ভসা ॥ গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুত-বিদ্রধৌ ॥ ৪ ॥ পৈত্তিকং শর্করালাজমধুকৈঃ শর্করাযুতৈঃ ॥ প্রদিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্ব্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ ॥ ৫ ॥ পঞ্চবল্কলকল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনম্ ॥ ৬ ॥ যষ্ট্যাহ্ব শারিবা দূর্ব্বা নলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ। ক্ষীর-পিষ্টৈঃ প্রলেপস্তু পিত্তবিদ্রধিনাশনঃ ॥ ৭ ॥ ইষ্টকা সিকতা লৌহ-গোশকৃত্তুষপাংশুভিঃ। মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্ম-বিদ্রধিম্ ॥৮॥ পিত্তবিদ্রধিবৎসর্ব্বাং ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ। বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তু নিমিত্তয়োঃ ॥ ৯ ॥ শোভাঞ্জনকনির্যূহো হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতঃ। অচিরাদ্বিদ্রধিং হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ ॥ ১০ ॥ শিগ্রুমূলং জলে ধৌতং দরপিষ্টং প্রগালয়েৎ। তদ্রসং মধুনা পীত্বা হন্ত্যন্তর্ব্বিদ্রধিং নরঃ ॥ ১১ ॥ শ্বেতবর্ষাভুবো মূলং মূলং বরুণকস্য

ল্যাদিগণ, স্নেহ, লবণ এই সমস্ত দ্রব্য জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ বেলছাল, শোনা (নাওশোনা), পারুল, গণিয়ারি, শালপর্ণী, পৃশ্নি-পর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদিগকে সমভাগে সমস্তে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু বা এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বায়ু জনিত বিদ্রধি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

চিনি, খই, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল ; ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পিত্তজ ফোড়াতে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শিয়া থাকে, অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেণার মূল ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ বিদ্রধির শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস বৃক্ষের ছাল সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ঘৃতের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ বিদ্রধি নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বামূল, নলমূল ও চন্দন ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত বিদ্রধি নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, লৌহচূর্ণ গোময়, তুষচূর্ণ ও পাংশু চূর্ণ ; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত পেষণ করিবে এবং উহা উত্তপ্ত করিয়া এরণ্ড পত্রে স্থাপন পূর্ব্বক পোট্‌লী করিয়া বিদ্রধিতে সেক দিবে ইহাতে শ্লেষ্মজ বিদ্রধি প্রশমিত হয় ॥ ৮ ॥

শজিনার ক্বাথের সহিত হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ কিছুদিন সেবন করিলে বিদ্রধি আশু নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শজিনার মূল কুট্টিত করিয়া তাহা হইতে রস গ্রহণ করিবে, পরে উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শ্বেত পুনর্নবার মূল ও বরুণের মূল সমভাগে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। ইহা অপক্ক বিদ্রধি নাশক ॥ ১১ ॥

চ। জলেন ক্বথিতং পীতমপক্বং বিদ্রধিং জয়েৎ ॥ ১২ ॥ শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তণ্ডুলাম্ভসা পীতম্। অন্তর্ভূতং বিদ্রধিমুদ্ধত-মাশ্বেব মরুজস্য ॥ ১৩ ॥ অপক্বে ত্বেতদুদ্দিষ্টং পক্বে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া ॥ ১৪ ॥ স্রুতেঽপূর্দ্ধমধশ্চৈব মৈরেয়াম্লং সুরাসবৈঃ ॥ পেয়ো বরুণকাদিস্তু মধু শিগ্রুরসোঽথবা ॥ ১৫ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বিদ্রধিরোগ-চিকিৎসা।

বরুণাদিগণ (বরুণ, নীলঝিণ্টী, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জা, নাটা-করঞ্জা, মোরটা, গণিয়ারি, পীতঝিণ্টী, বিম্বী, রক্তঝিণ্টী, গজপিপুল, চিতার মূল, শতমূল, বেল, অজাশৃঙ্গী, দর্ভ, বৃহতী ও কণ্টকারী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয় ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। ইহা অন্তর্বিদ্রধি নাশক ॥ ১২ ॥

উষকাদিগণ (উষর) মৃত্তিকা, সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু, দ্বিবিধ হিরাকস, হিঙ্গু ও তুঁতিয়া; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রধিরোগের শান্তি হয় ॥ ১৩ ॥

আকনদের (আকান্দী লতার) মূল চূর্ণ চাউলের জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে কিঞ্চিৎ-মধুর সহিত সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধিরোগ আশু প্রশান্ত হয় ॥ ১৪ ॥

বিদ্রধি নাশক যে সমস্ত উপায় বর্ণিত হইল সেই সমস্ত অপক্ব বিদ্রধি রোগে ব্যবহার্য্য। পরন্তু বিদ্রধি পাকিলে ব্রণশোথোক্ত বিধানানুসারে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

অন্তর্বিদ্রধি পাকিয়া আপনা হইতে ফাটিয়া ঊর্দ্ধ (মুখ দ্বারা) বা অধোমার্গ (মলদ্বার) দ্বারা পুঁয নির্গত হইলে মৈরেয় (মদ্যবিশেষ); কাঁজি, সুরা এবং আসব রোগীকে পান করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন বরুণাদিগণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ এবং মধুশিগ্রুর (রক্তশজিনার) রস পান করিতে দিলেও উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

বিদ্রধি চিকিৎসা সমাপ্ত।

ব্রণশোথ-চিকিৎসা।

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাৎ দ্বিতীয়মবসেচনম্। তৃতীয়মুপনাহস্তু চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্ ॥ পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।

ব্রণশোথ চিকিৎসা।

ব্রণশোথের প্রথম অবস্থায় বিম্লাপন (ব্রণের শোথ নিবারণার্থ প্রলেপ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও বংশাদি দ্বারা মর্দ্দন), দ্বিতীয় অবস্থায় অবসেচন (বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ), তৃতীয় অবস্থায় উপ-নাহ (সেক), চতুর্থাবস্থায় পাটন (অস্ত্র দ্বারা গালিয়া দেওয়া), পঞ্চম শোধন (ক্ষত হইতে রস ও রক্তাদি নিঃসারণের উপায় অবলম্বন), ষষ্ঠ রোপণ (ক্ষত পূরণ বা শুষ্কীকরণ), সপ্তম বৈকৃতাপহ (শুষ্কব্রণ স্থানের বিকৃতি অর্থাৎ ত্বকের সমান বর্ণাদি করণোপায়) অবলম্বন করিবে। ব্রণশোথে উল্লিখিত রূপ বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা এই যে, বিম্লাপন দ্বারা ব্রণের শান্তি না হইলে অবসেচন ক্রিয়া করিবে; তাহাতেও শান্তি না হইলে উপনাহ দ্বারা ব্রণ পাকাইবে, এই

এতে ক্রমাৎ ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমো বৈকৃতাপহঃ ॥ ১ ॥ ব্রণে শ্বয়থু-রায়াসাৎ স চ রাগশ্চ জাগরাৎ। তৌ চ রুক্ চ দিবাস্বপ্নাত্তাশ্চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ ॥ ২ ॥ ধুস্তূরমূলং লবণং উষ্ণং ব্রণস্থিতারম্ভে। দত্তং লেপান্নিয়তং ব্রণশোথং হরতি বহুদুষ্টম্। (ধুস্তূরমূলং পিষ্ট্বা সসৈন্ধবং কৃত্বা কোষ্ণোলেপঃ) ॥ ৩ ॥
কল্কঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধশাখোটকত্বচঃ। সুপর্ণ ইব নাগানাং বাত-শোথবিনাশনঃ ॥ ৪ ॥ ন্যগ্রোধো ডুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষ-বেতস-বল্কলৈঃ ॥ সসর্পিষ্কৈঃ প্রলেপঃ স্যাৎ শোথনির্ব্বাপনঃ পরঃ। (সমভাগপিষ্টে ঘৃতমিশ্রে র্লেপঃ) ॥ ৫ ॥ ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাৎ দত্তঞ্চ পতিতং তথা; ন চ পর্য্যুষিতং শুষ্যমাণং নৈবাবধারয়েৎ ॥ শুষ্যমাণ-মুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতিঃ। নচাপি মুখমালিম্পেত্তেন দোষঃ প্রসিচ্যতে ॥ ৬ ॥ রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদাদাবেব বিচক্ষণঃ। শোথে মহতি সংবৃদ্ধে বেদনাবতি চ ব্রণে ॥৭॥ যো ন যাতি শমং লেপঃ-স্বেদঃ-

---

রূপে ব্রণ পাকিলে পাটনক্রিয়া করিবে; এই ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে ক্ষত পরিষ্কার করার জন্য শোধন ক্রিয়া অবলম্বন করিবে এইরূপে পর পর ক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ব্রণরোগাক্রান্ত ব্যক্তি পরিশ্রম করিলে ব্রণে শোথ জন্মে, রাত্রি জাগরণে ব্রণে শোথ ও রক্তিমা, দিবসে নিদ্রা যাইলে ব্রণে শোথ, রক্তিমা ও বেদনা উৎপন্ন হয় এবং স্ত্রীসংসর্গ করিলে শোথ, রক্তিমা, বেদনা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে ॥ ২ ॥

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় ধুতুরামূল ও সৈন্ধব লবণ পেষণ পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া ব্রণ শোথে প্রলেপ দিলে শোথের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাখোটক (শেওরা) বৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া ব্রণশোথে প্রলেপ দিলে বায়ু-জনিত ব্রণ শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতস; ইহাদিগের ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিবে, পরে উহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

রাত্রিকালে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না, যাহা দ্বারা একবার প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পতিত হইলে পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা প্রলেপ দিতে নাই। পর্য্যুষিত (বাসী) প্রলেপ ব্যবহার করিবে না, এবং প্রদত্ত প্রলেপ সম্যক্ শুষ্ক হইয়া গেলে তাহা তুলিয়া ফেলিবে। যে প্রলেপ পূয় প্রভৃতি নিঃসারণের নিমিত্ত দেওয়া হয়, তাহা শুষ্ক হইলেও তুলিয়া ফেলিবে না। এতদ্ভিন্ন প্রলেপ দেও-য়ার নিয়ম এই যে,—ব্রণের মুখ অনাবৃত (ফাঁক) রাখিয়া অপর সর্ব্বাবয়ব লেপন করিবে। ব্রণের মুখ অনাবৃত রাখার প্রয়োজন এই—ঐ স্থান দিয়া দোষ নিঃসৃত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ব্রণশোথ উৎপন্ন মাত্রেই অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে উহা হইতে রক্তমোক্ষণ করা উচিত। কারণ, প্রলেপ, সেক ও অপতর্পণ দ্বারা যে শোথের শান্তি না হয়, রক্তমোক্ষণ দ্বারা সেই শোথ আশু বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রক্তমোক্ষণের ফল অপর সমস্ত ক্রিয়া ফলের তুল্য, সুতরাং বহুবিধ কর্ম্ম করণাপেক্ষা একমাত্র রক্তস্রাব করানই সমধিক উপযোগী। শোণিত দূষিত হওয়া নিবন্ধন বেদনা ও শোথ (স্ফীতি) প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। আর একই দূষিত শোণিত নিঃসারিত করিয়া ফেলিলে রোগ ও রোগের উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রিয়া অবলম্বিত হইলেও যদি ব্রণ শোথ বসিয়া না যায়, তাহা হইলে পাচক

সেকাপতর্পণৈঃ। সোঽপি নাশং ব্রজত্যাশু শোথঃ শোণিত-মোক্ষণাৎ ॥ একতশ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ। রক্তং হি ব্যম্লতাং যাতি তচ্চেন্নাস্তি ন চাস্তি রুক্। য শ্চেদেবমুপাক্রান্তঃ শোথো ন প্রশমং ব্রজেৎ। তস্যোপনাহৈঃ পক্কস্য পাটনং হিত-মুচ্যতে ॥ ৮ ॥ বালবৃদ্ধাসহ-ক্ষীণ-ভীরূণাং যোষিতামপি। মর্ম্মো-

প্রলেপ দ্বারা পাকাইয়া অস্ত্র দ্বারা উহা গালিয়া দিবে। এই রূপে উহা বিদীর্ণ করিয়া পূয ও দূষিত রক্তাদি নিঃসারিত করিয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে। অস্ত্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং রোগী সম্বন্ধেও কতক নিয়ম জানা আবশ্যক। সুতরাং অস্ত্র চিকিৎসক অস্ত্রক্রিয়া করার পূর্ব্বে রোগীর বলাধানার্থহিতকর লঘু আহার প্রদান করিবে, আর যে রোগী অস্ত্রাঘাত জনিত বেদনা সহ্য করিতে পারিবে না, তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্য পান করিতে দিবে, এই রূপে রোগীর মদ্য সেবন জনিত ক্রিয়ার (নিশার) উদ্রেক হইলে অস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। তদনন্তর ফোঁড়া বন্ধন করিবে। বন্ধন করিতে এই সকল বস্তুর প্রয়োজন;—পট্টবস্ত্র (রেশমী কাপড়), সূতার কাপড়, কম্বল, আবিক (মেষ বা ছাগ-লোম নির্ম্মিত পদার্থ বিশেষ), রেশম, সূক্ষ্মবস্ত্র, চীনবস্ত্র, লাউয়ের খাপড়া, বল্কল, বাঁশের চটা ও রজ্জু। ইহাদের মধ্যে আবশ্যক মতে পট্টবস্ত্র বা সূতার কাপড়ের ফালী বন্ধনের যোগ্য করিয়া লইবে, পরে ফোড়ার মধ্যে বিকেশিকা (ঔষধ দ্রব্য ও ঘৃতাদি লিপ্ত বস্ত্রের বা সূতার বর্ত্তি) প্রবেশ করাইয়া বস্ত্রের ফালী দ্বারা ঘন ঘন জড়াইয়া বাম হস্তদ্বারা ঘুরাইয়া সরলভাবে ক্ষতস্থান এরূপে বন্ধন করিবে, যেন উক্ত বন্ধন শীথিল বা সঙ্কোচিত না হয়, অথচ বস্ত্রের কোমলতা থাকে ; আর ব্রণের উপর-বস্ত্রের গ্রন্থি (গাঁইট) না থাকে। স্ফোটকের আয়তন বিশেষে মোটামোটি তিন প্রকার বন্ধনের প্রয়োজন। তদনুসারে গাঢ়, শিথিল ও সমভেদে বন্ধন ত্রিবিধ। যে বন্ধনে পীড়া বোধ হয়, অথচ বেদনা জন্মে না, তাহাকে গাঢ়; যে বন্ধন উন্নত বা ফাঁপযুক্ত, তাহাকেশিথিল এবং যে বন্ধন শিথিলও নহে, গাঢ়ও নহে, এরূপাবস্থাপন্ন বন্ধনকে সমবন্ধন কহে। গাঢ়বন্ধন কুক্ষি, কক্ষা (বাহুমূল), স্ফিক্ (নিতম্বপ্রোথ), বঙ্ক্ষণ, বক্ষঃ এবং শিরোদেশে ব্যবহৃত হয়। চক্ষু ও সন্ধিস্থানে শিথিল বন্ধন এবং হস্ত, পদ, কণ্ঠ, আনন, কর্ণ, মেঢ় (লিঙ্গ), অণ্ডকোষ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে সমবন্ধন প্রযোজ্য। এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম এই,—ফোড়া পিত্তপ্রধান হইলে গাঢ় বন্ধনযোগ্য স্থানেও সমবন্ধন এবং সমস্থানে গাঢ়বন্ধন প্রয়োগ করিতে হয় ; আর শিথিল বন্ধনযোগ্য স্থানে বন্ধন প্রয়োগই করিবে না। এই নিয়ম দূষিত রক্তজনিত ব্রণপক্ষে, কিন্তু শ্লেষ্মজনিত ব্রণে শিথিল স্থানে সমবন্ধন, সমস্থানে গাঢ় বন্ধন এবং গাঢ় স্থানে গাঢ়তর বন্ধন প্রয়োগ করিবে। এই নিয়মে বায়ু জনিত ব্রণও বন্ধন করিতে হইবে। পিত্তজ ও রক্তজ ব্রণ শরৎ ও গ্রীষ্মকালে দিবসে দুইবার বন্ধন করিবে। কফজ ও বায়ুজ ব্রণ হেমন্ত ও বসন্তকালে তিন দিবস পরে বন্ধন করিবে। এইরূপ বিভিন্ন কারণে আবশ্যক বোধ হইলে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হয়। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, শিথিল বন্ধন যোগ্য স্থানে গাঢ় বন্ধন করিলে বিকেশিকার ক্রিয়া প্রকাশ না পাইয়া ব্রণে বেদনা জন্মিয়া থাকে। গাঢ় ও সমবন্ধন যোগ্যস্থানে শিথিল বন্ধন করিলে বিকেশিকা খসিয়া পড়িয়া যায়, বন্ধন বস্ত্রের ইতস্তত সঞ্চালন বশতঃ স্ফোটকের মুখ ঘর্ষিত হয়। পরন্তু গাঢ় ও শিথিল-বন্ধন যোগ্য স্থানে সমবন্ধন প্রয়োগ করিলে কোন উপদ্রব না ঘটিলেও বন্ধনজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিধি পূর্ব্বক বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে বেদনার শান্তি, শোণিতের প্রসন্নতা ও বন্ধনের কোমলতা সম্পাদিত হয়। ক্ষতস্থান বন্ধন না করিয়া অনাবৃত রাখিলে মক্ষিকা, তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড, ধূলী, শীত, বাত ও উত্তাপ প্রভৃতি দ্বারা অভিহত হইয়া ক্ষতস্থানে বেদনা ও নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পরি চ জাতে চ পক্কে শোথে চ দারণম্ ॥ ৯ ॥ গবাং দন্তং জলে ঘৃষ্টং বিন্দু মাত্রং প্রলেপনাৎ। অত্যন্তকঠিনে চাপি শোথে পাচন-ভেদনম্ ॥ ১০ ॥ কটুতৈলান্বিতৈ র্লেপাৎসর্পনির্ম্মোক ভস্মভিঃ। চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্য প্রকোপঃ স্ফুটতি দ্রুতম্ ॥ কপোত-গৃধ্র-কঙ্কানাং পুরীষমপি দারণম্ ॥ ১১ ॥

তিলাষ্টকম্।

তিলকল্কঃ সলবণো দ্বে হরিদ্রে ত্রিবৃদ্‌ঘৃতম্ ॥ মধুকং নিম্বপত্রঞ্চ লেপঃ স্যাদ্‌ব্রণশোধনঃ ॥ (সৈন্ধব মধুমিশ্রৈরেতৈর্লেপঃ) ॥ ১২ ॥

নিম্বপত্রং তিলা দন্তি ত্রিবৃৎ সৈন্ধবমাক্ষিকম্। দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী ॥ ১৩ ॥ একং বা শারিবা মূলং সর্ব্বব্রণবিশো-ধনম্ ॥ (অনন্তমূলেন লেপঃ) ॥ ১৪ ॥ সপ্তদলদুগ্ধকল্কঃ শময়তি দুষ্ট-ব্রণং লেপাৎ। (ছাতীক্ষীরেণ লেপঃ) ॥ ১৫ ॥ মধুযুক্তা শরপুঙ্খা দুষ্টব্রণরোপণী কথিতা ॥ [শরপুঙ্খামূল-মধুভ্যাং লেপঃ] ॥ ১৬ ॥ মানুষশিরঃকপালং তদস্থিলেপনং মূত্রেণ। রোপণমিদং ক্ষতানাং যোগশতৈরপ্যসাধ্যানাম্ ॥ ১৭ ॥ সুষবীপত্র পত্তুর কর্ণমোট কুঠে-

শিশু, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু, দুর্ব্বল, ভয়ালু ও অঙ্গনাদিগের ফোড়া এবং মর্ম্মস্থানজাত ফোড়া পাচক ঔষধ দ্বারা পাকাইয়া বিদীর্ণ কারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফাটাইয়া ফেলিবে ॥ ৯ ॥

গরুর দাঁত জলসহযোগে ঘসিয়া ফোড়ার উপরে একবিন্দু পরিমাণ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ উহা ফাটিয়া যায় ॥ ১০ ॥

সর্পের খোলস অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্ফোটকের মুখে লাগাইয়া দিলে উহা বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ পায়রা (কবুতর), শকুন ও কঙ্ক পক্ষীর বিষ্ঠা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলেও ফোড়া ফাটিয়া যায় ॥ ১১ ॥

নিমপাতা, তিল, দন্তীমূল ও তেউড়ীর মূল ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া সৈন্ধব ও মধু সহযোগে প্রলেপ দিলে দুষ্ট ক্ষত হইতে পূয প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া উহার শান্তি হইয়া থাকে। ইহা ব্রণশোধক ॥ ১২ ॥

তিলাষ্টক।

তিল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীর মূল, যষ্টিমধু, নিমপাতা সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত সহযোগে ফোড়ায় প্রলেপ দিবে। ইহা ব্রণ শোধক ॥ ১৩ ॥

একমাত্র অনন্তমূল পেষণ করিয়া ফোড়ায় প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষত হইতে পূয প্রভৃতি নিঃসারিত করিয়া বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ছাতিম বৃক্ষের ক্ষীর (আটা) ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে দূষিত ব্রণ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শরপুঙ্খার (বননীলের) মূল মধু সহযোগে পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

মনুষ্য মস্তকের খুলি বা নরদেহাস্থি গোমূত্রের সহিত ঘর্ষণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়। ইহা অতীব গুণ দায়ক, যে স্থলে শত শত ঔষধ নিষ্ফল হয়, সেই স্থলে ইহা দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥

রকাঃ পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণাঃ॥১৮॥ লৌহকুদ্দালকে ঘৃষ্ট্বা লিম্পাকফলবারিণা। শ্বেতার্কসম্ভবং মূলং লেপো দদ্যাৎক্ষতোপরি। অপি যোগশতাসাধ্যং ক্ষতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১৯॥ শ্বেতকরবীরমূলানাং স্বরসং দ্বিপলোন্মিতম্॥ পলাষ্টকমিতং গব্যক্ষীরমেকত্র মিশ্রয়েৎ। দধি কৃত্বা তদাবর্ত্ত্য নির্ম্মথ্য নবনীতকম্॥ গৃহীত্বা তেন লেপেন ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্॥ ২০॥ আস্ফোতোদ্ভবনির্যাসঃ ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্॥ ২১॥

ত্রিফলাগুগ্‌গুলুঃ।

যে ক্লেদপাকস্রুতিগন্ধবন্তো ব্রণা মহান্তঃ সরুজঃ সশোথাঃ। প্রযান্তি তে গুগ্‌গুলু-মিশ্রিতেন পীতেন শান্তিং ত্রিফলারসেন॥ ২২॥

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ব্যোষ চূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্। সর্পিসা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্বা হিতভোজনঃ॥ দুষ্টব্রণাপচীমেহকুষ্ঠনাড়ীবিশোধনঃ॥ ২৩॥

জাত্যাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

জাতীনিম্ব পটোলপত্র কটুকা দার্ব্বী নিশা শারিবা। মঞ্জিষ্ঠাভয়-

সুষবীপত্র (উচ্ছেপাতা), পত্তুর (সাচিশাক) কর্ণমোট ও তুলসীপত্র; ইহাদের কোন একটীর পত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গম্ভীরব্রণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শুষ্ক হয়॥ ১৮॥

শ্বেত আকন্দের মূল লৌহ নির্ম্মিত কোদালে লেবুর রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

শ্বেত করবীর মূলের রস ১৬ তোলা এবং দুগ্ধ একসের একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিলে যে দধি হইবে, সেই দধি মন্থন করিয়া নবনীত (মাখন) গ্রহণ করিবে। উক্ত নবনীত পুরাতন ক্ষতস্থানে দিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে॥ ২০॥

আস্ফোতার (হাপর মালীর) আটা পুরাতন ক্ষতে দিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে। (হাপরমালী নামক এক প্রকার লতা গাছ আছে, তাহার রস (আটা) ব্যবহার করিয়া বহু দিন জাত ক্ষত রোগ হইতে অনেককে মুক্তি পাইতে দেখা গিয়াছে)॥ ২১॥

ত্রিফলাগুগ্‌গুলু।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে; এই ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু চারি আনা বা আট আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শোথ, পাক ও স্রাবযুক্ত পুরাতন ক্ষত রোগের শান্তি হইয়া থাকে॥ ২২॥

সপ্তাঙ্গ গুগ্‌গুলু।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; ইহারা প্রত্যেকে একতোলা, গুগ্‌গুলু ৭ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা বা আট আনা পরিমাণে প্রাতঃকালে পথ্যাশী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেব্য। ইহা দুষ্টব্রণ, অপচী, মেহ কুষ্ঠ ও নাড়ীব্রণ শোধক॥ ২২॥

জাত্যাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক—জাতী (জাতীফুল গাছের পাতা), নিমপাতা, পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, সিক্‌থ (মোম), তুঁতিয়া, যষ্টিমধু ও নক্ত-

সিক্থমধুকৈর্নক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ॥ সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনা মর্ম্মাশ্রিতাঃ স্রাবিণঃ। গম্ভীরাঃ সরুজোব্রণাঃ সগতিকাঃ শুদ্ধ্যন্তি রোহন্তি চ॥ (এবং তৈলমপি) ॥ ২৪॥

গৌরাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেব চ। প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং সচন্দনম্॥ জাতী নিম্ব পটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী। মধূচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেদা তথৈবচ॥ পঞ্চবল্কলতোয়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। এষগৌরো মহাযোগঃ সর্ব্বব্রণবিশোধনঃ॥ আগন্তুঃ সহজাশ্চৈব সুচিরোত্থাশ্চ যে ব্রণাঃ। বিষমামপি নাড়ীঞ্চ শোধয়েৎ শীঘ্রমেব তু॥ গৌরাদ্যং জাতিকোদ্যঞ্চ তৈলমেবং প্রসাধ্যতি। তৈলং সূক্ষ্মাননে দুষ্টে ব্রণে গম্ভীর এব চ॥ ২৫॥

বৃহজ্জাতিকাদ্যংতৈলম্।

জাতীনিম্বপটোলানাং নক্তমালস্য পল্লবাঃ। সিক্থকং মধুকং কুষ্ঠং দ্বে নিশে কটুরোহিণী॥ মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রং অভয়া পদ্মকেশরম্। তুত্থকং শারিবা বীজং নক্তমালস্য দাপয়েৎ। এতানি সমভাগানি

মাল বীজ (ডহর করঞ্জার বীজ) ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে ; পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া পুনঃ ঘৃত পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারি আনা বা আট আনা পরিমাণে সেব্য। ইহা সূক্ষ্মমুখ বিশিষ্ট, মর্ম্মাশ্রিত, স্রাবযুক্ত ও গম্ভীর স্ফোটক (ফোড়া) শোধক ও রোপক। এইরূপে তৈলও পাক করিয়া লওয়া যাইতে পারে॥ ২৪॥

গৌরাদ্য ঘৃত ও তৈল।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য—গৌরা (হরিদ্রা), হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক, বালা, মুথা, রক্তচন্দন, জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জার বীজ, কট্‌কী, মধূচ্ছিষ্ট (মোমাকুল), যষ্টিমধু ও মহামেদ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে এবং উহাতে পঞ্চ বল্কলের ক্বাথ ষোলসের দিয়া পাক করিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। উল্লিখিত কল্ক দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। এই ঘৃত ও তৈল নানা প্রকার পুরাতন ব্রণ নাশক। পঞ্চবল্কল যথা—বট্, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস ; ইহাদের ছাল সমভাগে সমস্তে ৮ সের, জল ৬৪ সের, অবশিষ্ট ১৬ সের॥ ২৫॥

বৃহৎ জাতীকাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত হরিদ্রা এক ছটাক পরিমাণে লইয়া জল সিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া কুট্টিত করিয়া জলের সহিত তৈলে দিবে এবং লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোল-

পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ ॥ বিষব্রণে সমুৎপন্নে স্ফোটকে কুষ্ঠ-রোগিষু। দদ্রু বীসর্পরোগেষু কীটরোগেষু সর্ব্বশঃ ॥ সদ্যঃ শস্ত্র-প্রহারেষু দংষ্ট্রাবিদ্ধেষু চৈব হি। নক্ষদন্তক্ষতে দেহে দুষ্টমাংসা-পকর্ষণম্ ॥ ব্রক্ষণার্থমিদং তৈলং হিতং শোধন-রোপণম্ ॥ ২৬ ॥

বিপরীতমল্লতৈলম্।

সিন্দূরকুষ্ঠ বিষ হিঙ্গু রসোন চিত্র বাণাঙ্ঘ্রি লাঙ্গলিক-কল্ক-বিপক্ক-তৈলম্। প্রাসাদমন্ত্রযুতফুৎকৃতনুন্ন ফেনো দুষ্ট ব্রণ প্রশমনে বিপ-রীতমল্লঃ ॥ খড়্গাভিঘাত গুরুগণ্ডমহোপদংশ নাড়ীব্রণ ব্রণবিচর্চ্চি কুষ্ঠপামাঃ। এতান্নিহন্তি বিপরীতকমল্লনাম তৈলং যথেষ্ট শয়নাসন-ভোজনস্য ॥ ওং হাং হ্রীং হুং হোং শিবায় স্বাহা ইতি পঠিত্বা ফুৎকারেণ ফেনাবলোড়নং কার্য্যম্ ॥ ২৭ ॥

ব্রণরাক্ষসতৈলম্।

কুড়বং সার্ষপং তৈলং তদর্দ্ধং গোঘৃতস্য চ। একীকৃত্য পচেত্তু

সের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে কল্কার্থ—জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জার পাতা, সিক্থ (মোম), যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী, পদ্মকেশর, তুঁতিয়া, অনন্তমূল ও ডহরকরঞ্জার বীজ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং পুনঃ তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। ইহা বিষব্রণ, স্ফোটক, কুষ্ঠ, দদ্রু ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ২৬ ॥

বিপরীত মল্লতৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে এক ছটাক কুট্টিত কাচাহলুদ জলসিক্ত করিয়া তৈলে দিবে, তদনন্তর এক পোয়া কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা জলের সহিত তৈলে দিবে, পরে লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ—সিন্দূর, কুড়, বিষ, হিঙ্গু, রসুন, চিতার মূল, শরপুঙ্খার মূল (বন নীলের মূল), লাঙ্গলী মূল (ঈশনাঙ্গলা, বিষনাঙ্গলা), এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এই রূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নানাবিধ পুরাতন ক্ষত, নাড়ী ব্রণ, বিচর্চ্চি, কুষ্ঠ ও পামারোগ-নাশক ॥ ২৭ ॥

ব্রণ রাক্ষস তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ পল (৩২ তোলা), ঘৃত ২ পল (১৬ তোলা)। এই উভয় পদার্থ একত্র করিয়া লইবে। তদনন্তর কল্কার্থ চিতার পাতা ৮ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে আকন্দ পত্রের রস ৩ তিন সের দিয়া পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে যথাবিধি

সূর্য্যপত্ররসেন তু ॥ চিত্রপত্রপলং কল্কং দত্ত্বা তত্র বিপাচয়েৎ। তৎকল্কং স্রাবয়িত্বা তু চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ ॥ গন্ধকং শুদ্ধসিন্দূরং হরিতালং মনঃশিলা। হরিদ্রা গৈরিকং রাজী কর্ষার্দ্ধং প্রতিভাগিকম্ ॥ ভাগার্দ্ধং পারদঞ্চাপি কজ্জলীংকৃত্য মিশ্রয়েৎ। সুতপ্তে মিশ্রয়িত্বা তু তপ্তং কৃত্বা প্রলেপয়েৎ ॥ কণ্ডুং বিচর্চ্চিকাং পামাং ক্লেদং কুষ্ঠং সুদুস্তরম্। বাতরক্তং ব্রণান্ সর্ব্বান্ বিষবিস্ফোটদদ্রুকম্ ॥ নিহন্ত্যাশু মহাশ্বিত্রং তৈলন্তু ব্রণরাক্ষসম্ ॥ ২৮ ॥

ব্রণ রাক্ষস তৈলম্।

সূতকং গন্ধকং তালং সিন্দূরঞ্চ মনঃশিলা। রসোনঞ্চ বিষং তাম্রং প্রত্যেকং কর্ষমাহরেৎ ॥ কুড়বং সার্ষপং তৈলং সাধয়েৎ সূর্য্যতাপতঃ। নাড়ীব্রণঞ্চ বিস্ফোটমাংসবৃদ্ধিং বিচর্চ্চিকাম্ ॥ দদ্রুকুষ্ঠাপচী কণ্ডু মণ্ডলানি ব্রণাংস্তথা। ব্রণরাক্ষসনামেদং তৈলং হন্তি গদান্ বহূন্ ॥ ২৯ ॥

নবং ধান্যং মাষাস্তিল গুড় কুলত্থাম্ল কৃশরাঃ। সতীলা নিষ্পাবা হরিণকমাজানূপপিশিতম্। হিমাম্ভো বল্লূরং লবণকটুকং পিষ্টবিকৃতি-দধিক্ষীরং তক্রং ব্রণেষু সকলং দোষজননম্ ॥ ৩০ ॥

সদ্যোব্রণ-চিকিৎসা।

সদ্যঃক্ষতব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ। যষ্টীমধুকযুক্তেন কিঞ্চিদুষ্ণেণ সর্পিষা ॥ ৩১ ॥ অপামার্গস্য সংসিক্তং প্রত্রোত্থেন রসেন চ ॥ সদ্যোব্রণেষু রক্তন্তু প্রবৃত্তং পরিতিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥ কর্পূরপূরিতং

তৈল পাক করিয়া সিটে বাদ দিবে এবং উহাতে গন্ধক এক তোলা পারদ অর্দ্ধ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া লইবে, মেটে সিন্দুর, হরিতাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা, গেরিমাটি ও শ্বেত সর্ষপ প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া দিবে। ইহা কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, পামা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ব্রণ, বিস্ফোট, দদ্রু ও মহাশ্বিত্র রোগ হারক ॥ ২৮ ॥

ব্রণ রাক্ষস তৈল।

সর্ষপ তৈল ॥• অর্দ্ধসের। কল্ক;—পারদ দুই তোলা, গন্ধক দুই তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে. হরিতাল, মেটে সিন্দুর, মনঃশিলা, রসুন, বিষ ও তাম্রভস্ম প্রত্যেকে ২ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সূর্য্য পক্ক করিয়া লইবে। এই তৈল মালিশ করিলে নাড়ীব্রণ, (নালী ঘা), বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

পরিত্যাজ্য বিষয়।

নবান্ন, মাষকলাই, তিল, গুড়, কুলত্থকলাই, অম্ল, কৃশরা, মটর শিম. হরিণ, ছাগ ও আনূপ মাংস. শুষ্কমাংস, শীতল জল, লবণ, কটুদ্রব্য, পিষ্টকাদি, দধি, দুগ্ধ ও তক্র ; এই সমস্ত ব্রণ রোগীর পক্ষে দোষ জনক বলিয়া নিষিদ্ধ ॥ ৩০ ॥

সদ্য ব্রণ চিকিৎসা।

কোন স্থান বিদারণ হেতু যদি বেদনা জন্মে, তন্নিবারণার্থ যষ্টিমধুর সহিত পাচিত ঘৃত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

আদ্যাতাদি জনিত ব্রণ হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে এবং তাহা বন্ধ করিতে হইলে আপাঙ্গ পাতার রস ক্ষত স্থানে সেচন করিলে রক্তস্রাব রুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

বদ্ধং সঘৃতং সম্প্ররোহতি। সদ্যঃ শস্ত্রক্ষতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জ্জিতঃ॥ [কর্পূরচূর্ণেন শতধৌতঘৃতেন মিশ্রয়িত্বা খড়্গাদিক্ষতং প্রপূর্য্য বধ্নীয়াৎ]॥ ৩৩॥ শুনো জিহ্বাকৃতশ্চূর্ণঃ সদ্যঃ ক্ষত বিরোহনঃ॥ ৩৪॥ ইতি সাপ্তাহিকঃ কার্য্যঃ সদ্যোব্রণহিতো বিধিঃ। সপ্তাহাৎপরতঃ কুর্য্যাৎ শারীরব্রণবৎক্রিয়াৎ॥ ৩৫॥

অগ্নিদগ্ধ ব্রণ-চিকিৎসা।

প্রসঙ্গাদত্র অগ্নিদগ্ধ ব্রণচিকিৎসা লিখ্যতে।

পিত্তবিদ্রধিবীসর্প শমনং লেপনাদিকম্। অগ্নিদগ্ধব্রণে সম্যক্ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ॥ ১॥ তিলশ্চৈবাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্মসমন্বিতম্। অগ্নিদগ্ধব্রণং নশ্যাদনেনৈ বানুলেপনাৎ॥২॥ তিলতৈলৈ র্যবান্দগ্ধ্বা সমং কৃত্বা তু লেপয়েৎ। তেনৈব লেপনাদাশু বহ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ॥ ৩॥ সদ্যোদগ্ধঞ্চ মধুনা লেপং কৃত্বা ভিষগ্বরঃ। তৎপৃষ্ঠে যবচূর্ণেন লেপঃ স্যাদ্দাহশান্তয়ে॥ ৪॥ মাহিষীনবনীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েত্তিলম্। তেন লেপেন দগ্ধাঙ্গং সদাহং সুখমাপ্নুয়াৎ॥ ৫॥ মহারাষ্ট্রী জটা-

অস্ত্রাঘাত জনিত ক্ষত স্থানে কর্পূর ঘৃতের সহিত (শত ধৌত ঘৃতের সহিত) ক্ষতস্থানে স্থাপন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে সদ্যই ক্ষতস্থান পূর্ণ হয় এবং বেদনাও পাক উপস্থিত হইতে পারে না॥ ৩৩॥

কুকুরের জিহ্বা চূর্ণ করিয়া সদ্যজাত ক্ষত স্থানে দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে ক্ষত গহ্বর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

এইরূপ সদ্যব্রণ হিতকর কার্য্য সপ্তাহ পর্য্যন্ত করিবে। ইহার পরে প্রয়োজন হইলে সপ্তাহের পরে শারীর ব্রণোক্ত চিকিৎসা বিধি অবলম্বন করিবে॥ ৩৫॥

ব্রণশোথ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা।

বুদ্ধিমান চিকিৎসক, পিত্ত জনিত বিদ্রধি ও বিসর্প প্রশমক প্রলেপাদি অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রয়োগ করিবে॥ ১॥

বিশেষতঃ অগ্নিদগ্ধরোগে তিল ও যবভস্ম এই উভয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে লেপন করিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়॥ ২॥

যবভস্ম তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণ লেপন করিলে আশু উহার শান্তি হইয়া থাকে॥ ৩॥

যে অঙ্গে যখন অগ্নি বা উহার তাপ লাগিবে, তৎক্ষণাৎই সেই অঙ্গে মধু মাখাইয়া সেই লেপোপরি যবচূর্ণ অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ফোস্কাও উঠে না এবং জ্বালার শান্তি হইয়া থাকে॥ ৪॥

মহিষ দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ পূর্ব্বক মহিষ দুগ্ধ জাত নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৫॥

লেপো দগ্ধপিষ্টাবচূর্ণনম্। জীর্ণগেহতৃণচূর্ণং দগ্ধব্রণহরংপরম্ ॥ ৬ ॥ অন্তর্দগ্ধকুঠারকো দহনজং লেপান্নিহন্তি ব্রণম্। অশ্বত্থস্য বিশুষ্ক-বল্কলকৃতং চূর্ণং তথা গুণ্ঠনাৎ ॥ ৭ ॥ অভ্যঙ্গাদিবনিহন্তি তৈলমখিলং গণ্ডূপদৈঃ সাধিতম্ ॥ ৮ ॥ পিষ্ট্বা শাল্মলি তূলকৈ র্জলগতা লেপাত্তথা বালুকা ॥ ৯ ॥

জীরক ঘৃতম্।

কল্কপক্বং জীরকং সিক্থকসর্জ্জরসমিশ্রিতং হরতি। ঘৃতমভ্যঙ্গাৎ-পাবকদগ্ধজদুঃখং ক্ষণার্দ্ধেন ॥ ১০ ॥

পাটলীতৈলম্।

সিদ্ধং কল্ক কষায়াভ্যাং পাটল্যাঃ কটুতৈলকম্। দগ্ধব্রণরুজাস্রাব-দাহ বিস্ফোটনাশনম্ ॥ ১১ ॥

মহারাষ্ট্রীর মূল পেষণ পূর্ব্বক দগ্ধ স্থানে লেপন করিলে বা পিষ্টক দগ্ধ করিয়া তাহা লেপন করিলে কিম্বা পুরাতন গৃহের তৃণ চূর্ণ করিয়া লাগাইলে দগ্ধ জনিত ক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

কুঠারক বৃক্ষ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তাহার চূর্ণ ক্ষত স্থানে দিলে কিম্বা অশ্বত্থবল্কল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই চূর্ণ প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয় ॥ ৭ ॥

তৈল যত গ্রহণ করিবে, তাহার চারি ভাগের এক ভাগ গণ্ডূপদ (কেঁচুয়া, মহীলতা), গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলের চারিগুণ জলের সহিত তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল ক্ষত স্থানে মালিশ করিলে অতি দুঃসাধ্য অগ্নিদগ্ধনিত ক্ষত ও শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

নদী বা সরোবরস্থ বালুকা গ্রহণ পূর্ব্বক শিমূল তুলার সহিত পেষণ করিয়া দগ্ধ-ক্ষতস্থানে লাগাইলে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

জীরক ঘৃত।

ঘৃতের চারি ভাগের একভাগ জীরা গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসহযোগে ঘৃতের চারিগুণ জলের সহিত ঘৃত পাক করিবে। উক্ত ঘৃতের সহিত মোম ও ধূনা মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে মালিশ করিলে মুহূর্ত্তার্দ্ধ সময়ে অগ্নিদগ্ধজনিত দুঃখ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পাটলী তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া অগ্নিসন্তাপে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত এক ছটাক কাচাহলুদ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, তদনন্তর কুট্টিত এক পোয়া মঞ্জিষ্ঠা জল সহযোগে তৈলে দিবে। পরিশেষে লোধ, নালুকা, মুথা হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জলদিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর পারুল ছাল একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং পারুল ছাল ৮ সের লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া কাথ তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল দগ্ধ জনিত ক্ষতের বেদনা, আস্রাব ও জ্বালা হারক এবং বিস্ফোটক নাশক ॥ ১১ ॥

মঞ্জিষ্ঠাদ্যংতৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ। সর্ব্বেষামেবাগ্নি-দগ্ধানামেতদ্রোপনমিষ্যতে ॥ ১২ ॥

বৈকৃতাপহযোগাঃ।

কালীয়কলতাম্রাস্থি হেমকালারসোত্তমৈঃ। লেপঃ সগোময়রসঃ সবর্ণকরণঃ পরঃ ॥ [কালীয়েত্যাদি।—কালীয়কং কালিয়াকাষ্ঠং। লতা প্রিয়ঙ্গুঃ, দূর্ব্বেত্যন্যে। কালা মঞ্জিষ্ঠা। রসোত্তমঃ পারদঃ, ঘৃতমিত্যন্যে ইতি শিবদাসঃ] ॥ ১৩ ॥ চতুষ্পাদাং হি লোম ত্বক্ ক্ষুর শৃঙ্গাস্থিভস্মনা। তৈলাক্তা লেপিতা ভূমি র্ভবেদ্রোমবতী পুনঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ব্রণশোথ সদ্যব্রণচিকিৎসা।

মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে, পরে কুট্টিত এক ছটাক হরিদ্রা জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে, তদনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলের সহিত তৈলে দিবে; পরিশেষে লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। পরে মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্ব্বা (সূচীমুখী, গোরাচক্র) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে মালিশ করিলে উহা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বৈকৃতাপহ যোগ।

কালীয়ক (কালীয়া কাষ্ঠ), লতা (প্রিয়ঙ্গু), আম্রাস্থি, হেম (নাগকেশর), কালা (মঞ্জিষ্ঠা) ও পারদ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ গোময় রসের সহিত পেষণ করিয়া ব্রণের শুষ্কতা জনিত বিকৃত স্থানে লেপন করিলে ঐ স্থান ত্বকের সমান বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

চতুষ্পদ প্রাণীর চর্ম্ম, রোম, খুর, শৃঙ্গ ও অস্থি অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ পদার্থ সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দগ্ধজনিত লোম বিহীন স্থানে লেপন করিলে সেই স্থানে রোম জন্মিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ব্রণশোথ ও সর্ব্ব ব্রণ চিকিৎসা সমাপ্ত।

ভগ্নরোগ-চিকিৎসা।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েৎ শীতলাম্বুনা। পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্॥ সুশ্রুতোক্তন্তু ভগ্নেষু বীক্ষ্য বন্ধাদি-

ভগ্নরোগ চিকিৎসা।

শরীরের কোন অঙ্গ ভগ্ন হইলে (ভাঙ্গিয়া গেলে), প্রথমতঃ সেই ভগ্নস্থানে শীতল জল সেচন করিয়া পঙ্ক দ্বারা (পাঁক দ্বারা) লেপন করিবে এবং কুশের সহযোগে বন্ধন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ভগ্নস্থান সংযোজন বিষয়ে বন্ধনই মহৌষধ। সেই বন্ধন নানা প্রকার। সুতরাং সুশ্রুতোক্ত বন্ধনবিধি অনুসারে ভগ্নের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বন্ধন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভগ্ন স্থানের বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধি স্থান স্থির (ঠিক) থাকে না। গাঢ় বন্ধন হইলে চর্ম্মে স্ফীততা বেদনা উপস্থিত হয় এবং ভগ্নস্থান পাকিয়া উঠে, অতএব প্রস্তাবিত বিষয়ে সম-বন্ধনই উপযোগী। বালকের ভগ্নস্থান সহজেই অল্প সময়ে সংযোজিত হয়। রোগী স্বল্প দোষ বিশিষ্ট হয় এবং ভগ্নরোগ শীত ঋতুতে ঘটে, তাহা হইলে বাল্য বয়সে এক মাস, মধ্য বয়সে দুই মাসে বার্দ্ধকে তিন মাসে সন্ধিস্থান দৃঢ় হইয়া থাকে। দীর্ঘভাবে আকর্ষণ, পীড়ন, সঙ্কোচন ও বন্ধন দ্বারা শরীরস্থ সচল ও নিশ্চল সন্ধি সংস্থাপন করিবে। বন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইলে কোন রূপ আঘাত না লাগিলে ভগ্ন সন্ধি বন্ধনের গুণে আপনা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে। অতএব চিকিৎসক ভগ্ন স্থান উত্তম রূপে বন্ধন করিয়া সাবধানতার সহিত রোগীকে অবস্থান করিতে উপদেশ দিবে। উৎপিষ্ট হইয়া নখ সন্ধি স্থানে রক্ত সঞ্চিত হইলে "আরা" নামক অস্ত্র দ্বারা, উক্ত সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে; পরে তাহাতে শালী তণ্ডুল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অঙ্গুলি ভগ্ন বা সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইলে সন্ধিস্থান সম-ভাবে সংস্থাপিত করিয়া সূক্ষ্ম পট্ট জড়াইয়া তদুপরি ঘৃত সেচন করিবে। পদতল ভগ্ন হইলে ভগ্ন স্থানোপরি কুশ স্থাপন করিয়া তদুপরি ভাজ করা কাপড় রাখিয়া বন্ধন করিবে। কটী প্রদেশ ভগ্ন হইলে কটীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ আকর্ষণ পূর্ব্বক সন্ধি সংযোজিত করিয়া উত্তম রূপে বন্ধন করিবে এবং পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। পার্শ্ব দেশের অস্থি ভগ্ন হইলে রোগীকে দাঁড় করাইয়া ভগ্ন স্থানে ঘৃত মালিশ করাইবে, পরে যে পার্শ্বের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে, সেই পার্শ্বের ভগ্ন স্থান হস্ত দ্বারা মার্জিত করিবে; তদনন্তর ঐ স্থানে প্রলেপ দিয়া বন্ধন করিবে। অংশসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে তৈল পূর্ণ কটাহে রোগীকে শায়িত করিয়া রোগীর কক্ষা প্রদেশ (বাহু-মূল) ধরিয়া তুলিবে এবং স্বস্তিক বন্ধন প্রণালী অনুসারে বন্ধন করিবে। কূর্পরসন্ধি (কনুই) বিশিষ্ট হইলে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উক্ত সন্ধি মার্জ্জিত করিবে এবং প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া চাপিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিবে; তৎপরে উক্ত স্থানে ঘৃত সেচন করিতে থাকিবে। জানু, গুল্ফ বা মণিবন্ধ ভগ্ন হইলেও উল্লিখিত রূপে বন্ধন করিবে। ভগ্ন হস্ত ও পদতল সমভাবে বন্ধন পূর্ব্বক কাঁচা তৈল সেচন করিবে, হস্ততলে সংযোজিত হইলে ঐ যোজিত হস্ত দ্বারা প্রথ-মত: গোময় পিণ্ড, পরে মৃত্তিকা পিণ্ড, পরিশেষে পাষাণ খণ্ড গ্রহণ করিতে দিবে। গ্রীবা-দেশের "অক্ষক" নামক সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে ঐ স্থানে সেক দিয়া মূষল দ্বারা সন্ধিস্থ অস্থি উন্নত করিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিবে; পরে দৃঢ় বন্ধন করিয়া রাখিবে। গ্রীবাদেশ উঠিয়া পড়িলে বা অধোভাগে বসিয়া গেলে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের মধ্যদেশ হনুদ্বয় গ্রহণ করিয়া উন্নমিত করিবে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কুশ স্থাপন পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। তদনন্তর রোগীকে সাত দিন পর্য্যন্ত নিয়ত উত্তান ভাবে শায়িত করিয়া রাখিবে। হনু-সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে হনুর অস্থিদ্বয় সংস্থাপিত করিয়া সেক প্রদান করিবে, সেকান্তে পঞ্চাঙ্গী নামক বন্ধন

মাচরেৎ ॥ ১ ॥ অবনামিতমুন্নহ্যেদুন্নতঞ্চাবনাময়েৎ ॥ আঞ্ছেদতি-ক্ষিপ্তমধোগতঞ্চোপরিবর্ত্তয়েৎ। আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা-মধুকং চাম্ল-পেষিতম্ ॥ শতধৌত ঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্ঠঞ্চ লেপনম্ ॥ ২ ॥ সপ্তরাত্রাৎসপ্তরাত্রাৎসৈম্যেষৃতুষু মোক্ষণম্॥ কর্ত্তব্যং স্যাত্ত্রিরাত্রাচ্চ তথাগ্নেয়েষু জানতা। কালে চ সমশীতোষ্ণে পঞ্চরাত্রাদ্বিমোক্ষ-য়েৎ ॥ ৩ ॥ ন্যগ্রোধাদিকষায়ঞ্চ সুশীতং পরিসেচনে। পঞ্চমূলী বিপক্কন্তু ক্ষীরং দদ্যাৎসবেদনে॥ সুখোষ্ণমবচার্য্যস্থা তত্র তৈলং বিজানতা ॥ ৪ ॥ মাংসং মাংসরসঃ সর্পিঃ ক্ষীরং যূষঃ সতীলজঃ ॥ বৃংহণং চান্নপানঞ্চ দেয়ং ভগ্নায় জানতা ॥ ৫ ॥ গৃষ্টি-ক্ষীরং সস-র্পিষ্কং মধুরৌষধ-সাধিতম্ ॥ শীতলং লাক্ষয়া যুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ ॥ ৬ ॥ সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষা-গোধূমমর্জ্জুনম্ ॥

প্রণালী অনুসারে বন্ধন করিবে। যুবকদিগের দন্ত চালিত হইয়া শোণিত স্রাব হইতে থাকিলে সেই দন্ত চাপিয়া সঙ্কোচক দ্রব্যের শীতল আলেপন দিবে. উল্লিখিত অবস্থায় পদ্ম-নাল দ্বারা রোগীকে দুগ্ধ পান করাইবে। নাসাদণ্ড ভগ্ন হইয়া উঠিয়া বা নামিয়া পড়িলে শলাকা দ্বারা সমভাবে স্থাপিত করিয়া দ্বিমুখ বিশিষ্ট শলাকা উভয় নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক ঘৃত সেচন করিবে। কর্ণ ভগ্ন হইলে কর্ণ ঘৃতে আপ্লুত করিয়া সমভাবে সংস্থাপিত করিয়া বন্ধন করিবে, পরে সদ্যোব্রণোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। মস্তকঘৃতিকা (ঘিণ্) ভেদ না হইয়া কেবল কপাল ভেদ হইলে তাহাতে ঘৃত ও মধু প্রয়োগ করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে।

অস্থি চূর্ণিত, মথিত, ভগ্ন বা অতি পতিত হইলে এবং শিরা, স্নায়ু ছিন্ন হইলে বন্ধন দ্বারা শোথ আশু দূরীভূত হইয়া বিশ্লেষণাদির শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অস্থি ভগ্ন হইয়া নত হইয়া পড়িলে তাহাকে উন্নমিত করিবে এবং উন্নমিত হইলে তাহাকে নত (অবনমিত) করিবে, আর অতিক্ষিপ্ত হইলে (সন্ধিস্থান অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইলে সেই স্থান আঞ্ছিত (প্রসারিত) করিয়া সংযোজিত করিবে, তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু সমভাগে কাঁজির সহযোগে পেষণ পূর্ব্বক শত ধৌত ঘৃতের সহিত সন্ধিস্থানে প্রলেপ দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে ॥ ২ ॥

হেমন্ত বা শিশির ঋতুতে সাত দিন পরে, শরৎ বা বসন্ত কালে পাঁচ দিবস অন্তর এবং আগ্নেয় গ্রীষ্ম ঋতুতে তিন দিন অন্তর ভগ্ন স্থানের বন্ধন পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভগ্নস্থানের কোনও দোষ ঘটিলে উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা না করিয়াই বন্ধনের পরিবর্ত্তন করা উচিত ॥ ৩ ॥

ন্যগ্রোধাদিগণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ভগ্ন স্থানের সেচন কার্য্যে ব্যবহার করিবে। বেদনা যুক্ত ভগ্ন রোগীকে পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে, এতদ্ভিন্ন বেদনা স্থানে সদ্য নিষ্পীড়িত তৈল মালিশ করিতে দিবে ॥ ৪ ॥

মাংস, মাংসের ক্বাথ, ঘৃত, দুগ্ধ, বর্ত্তুলকলায়ের যূষ প্রভৃতি বলকর অন্ন ও পানীয় দ্রব্য ভগ্ন রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে ॥ ৫ ॥

মধুরগণোক্ত দ্রব্য সহ গৃষ্টি দুগ্ধ (একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ) পাক করিয়া লইবে, পরে উহার সহিত ঘৃত ও লাক্ষা মিশ্রিত করিয়া রোগী প্রাতঃকালে সেবন করিবে ॥ ৬ ॥

অস্থি সংহার (হাড়ভাঙ্গা লতা), লাক্ষা, গোধূম চূর্ণ (ময়দা) ও অর্জ্জুনছাল চূর্ণ ; ইহাদের

সন্ধিযুক্তেঽস্থিভগ্নে চ পিবেৎক্ষীরেণ মানবঃ ॥ ৭ ॥ রসোনমধুলাক্ষাজ্য-সিতাকল্কং সমশ্নুতাম্ ॥ ছিন্নভিন্নচ্যুতাস্থীনাং সন্ধানমচিরাদ্ভবেৎ ॥ ৮ ॥ পীতং বরাটিকাং চূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকম্ ॥ অপক্কক্ষীরপীতং স্যাদস্থিভগ্নপ্ররোহণম্ ॥ ৯ ॥ ক্ষীরং সলাক্ষা মধুকং সসর্পিঃ স্যাজ্জীবনীয়ঞ্চ সুখাবহঞ্চ। ভগ্নঃ পিবেত্ত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ ॥ ১০ ॥

লাক্ষাগুগ্গুলুঃ।

লাক্ষাস্থিসংহৃৎককুভাশ্বগন্ধা শ্চূর্ণীকৃতা নাগবলা পুরশ্চ। সংভগ্নযুক্তাস্থিরুজং নিহন্যাদঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি ॥ (অত্রান্যত্রোপদিষ্টত্বাত্তুল্যশ্চূর্ণেন গুগ্গুলুঃ) ॥ ১১ ॥

আভাগুগ্গুলুঃ।

আভাফলত্রিকব্যোষৈঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ। তুল্যো গুগ্গুলুরাযোজ্যো ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ ॥ ১২ ॥

সব্রণভগ্নচিকিৎসা।

সব্রণস্য তু ভগ্নস্য ব্রণং সর্পির্মধূত্তরৈঃ। প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ শেষং

কোন একটী পদার্থ বা সমস্ত পদার্থ ঘৃত ও দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন রোগী সেবন করিবে ॥ ৭ ॥

রসোন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি ; ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছিন্ন, ভিন্ন ও চ্যুত অস্থি শীঘ্র জোড়া লাগিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কড়ি অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে, উক্ত চূর্ণ পদার্থ দুই বা তিন রতি কাঁচা দুগ্ধ সহ পান করিলে ভগ্নরোগ অপনিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

যষ্টিমধু ও লাক্ষার সহিত পাচিত দুগ্ধ বা ঘৃত অথবা অর্জুন ছালের সহিত পাচিত দুগ্ধ ভগ্ন রোগী পান করিবে। ইহা জীবনীয় ও সুখপ্রদ ॥ ১০ ॥

লাক্ষাগুগ্গুলু।

লাক্ষা, অস্থিসংহৃৎ (হাড়ভাঙ্গা লতা), অর্জুন ছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষ চাউলা (গোরক চাকুলে) এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উক্ত সমস্ত চূর্ণের সম পরিমাণ শোধিত গুগ্গুলু একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে ভগ্নরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

আভাগুগ্গুলু।

আভা (স্বনাম খ্যাত), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ শোধিত গুগ্গুলু একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা হইতে এক তোলা পরিমাণে সেব্য। ইহা ভগ্নাস্থির সংযোজক ॥ ১২ ॥

ক্ষত যুক্ত ভগ্ন চিকিৎসা।

ভগ্ন স্থানে ক্ষত হইলে ন্যগ্রোধাদিগণোক্ত দ্রব্যের কল্কের সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লেপন করিবে। আহারাদির বিষয়ে ভগ্নরোগের অনুসরণ করিবে ॥ ১৩ ॥

ভগ্নবদাচরেৎ ॥ ১৩ ॥ ভগ্নং নেতি যথা পাকং প্রযত্নেত তথা ভিষক্। বাতব্যাধিবিনির্দ্দিষ্টান্ স্নেহানত্র প্রয়োজয়েৎ ॥ ১৪ ॥

গন্ধতৈলম্।

রাত্রৌ রাত্রৌ তিলান্ কৃষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে। দিবাদিবৈবং সংশোষ্য ক্ষীরেণ পরিভাবয়েৎ ॥ তৃতীয়ং সপ্তরাত্রন্তু ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা। ততঃ ক্ষীরং পুনঃ পীতান্ সুশুষ্কাং শ্চূর্ণয়েদ্ভিষক্ ॥ কাকোল্যাদি শ্বদংষ্ট্রাহ্বং মঞ্জিষ্ঠাং সারিবান্তথা। কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসীসুরদারুসচন্দনম্ ॥ শতপুষ্পাঞ্চ সংচূর্ণ্য তিলচূর্ণানি যোজয়েৎ। পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধৈঃ শৃতং পয়ঃ ॥ চতুর্গুণেন পয়সা তত্তৈলং পাচয়েৎ পুনঃ। এলামংশুমতীংপত্রং জীরকং তরগং তথা ॥ লোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুশারিবাম্। শৈলেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধুনিকাম্ ॥ পিষ্ট্বা শৃঙ্গাটকঞ্চৈব প্রাগুক্তান্যৌষধানি চ। এভিস্তদ্বিপচেত্তৈলং শাস্ত্রবিন্মৃদুনাগ্নিনা ॥ এতত্তৈলং সদা পথ্যং ভগ্নানাং সর্ব্ব-

ভগ্নস্থান পাকিলে চিকিৎসার অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে সুতরাং যাহাতে ভগ্ন স্থান না পাকে, তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যে সময় পর্য্যন্ত পাকিবার আশঙ্কা থাকে, সেই সময় অতীত হইলে বাত ব্যাধি অধিকারোক্ত তৈল ভগ্ন স্থানে মালিশ করিতে দিবে ॥ ১৪ ॥

গন্ধতৈল।

যে পরিমাণ তিল হইতে চারিসের তৈল প্রস্তুত হইতে পারে সেই পরিমাণ কৃষ্ণতিল গ্রহণ পূর্ব্বক বস্ত্রে পুটুলী বদ্ধ করিয়া রাত্রিকালে স্রোতো জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে এবং দিবসে সূর্য্য সন্তাপে শুষ্ক করিবে। এইরূপ সাত দিন করা হইলে রাত্রিতে তিলের সম পরিমাণ দুগ্ধের সহিত তিল ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবসে শুষ্ক করিবে। এইরূপ সাত দিন করা হইলে তিলের সম পরিমাণ যষ্টিমধু গ্রহণ পূর্ব্বক উহার আটগুণ জলের সহিত যষ্টিমধু পাক করিবে এবং অষ্টাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে, রাত্রিতে উক্ত ক্বাথে তিল ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবসে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপ সাত দিন করা হইলে পুনর্ব্বার রাত্রিতে তিলের সম পরিমাণ দুগ্ধ তিল ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবসে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ সাত দিন করা হইলে উক্ত তিল খোসা শূন্য করিয়া চূর্ণ করিবে, তদনন্তর কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য এবং গোক্ষুর, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, সর্জ্জরস (ধুনা), জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন, ও শুল্ফা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে সমস্তে তিল চূর্ণের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তিল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং সর্ব্ব গন্ধগণোক্ত (এলাদিগণোক্ত) দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া লইবে। সেই দুগ্ধ উক্ত চূর্ণ পদার্থে এই পরিমাণ দিবে, যাহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি আর্দ্র হয়। এলাদিগণ যথা—এলাচি, তগর পাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখী, পদ্মনখী, গাঠিয়ান (গেঠেলা), সরল কাষ্ঠ, চোঁচ খড়িকা, বালা, গুগ্‌গুলু ধূনা, শিলাজতু, কুন্দুরুখোটী, অগুরু, পৃক্কা (পিড়িংশাক), বেণার মূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও পুন্নাগ (বকুল); ইহাদের সহিত ক্ষীর পরিভাষার নিয়মানুসারে দুগ্ধ পাক করিয়া লইবে। এই রূপে দুগ্ধ দ্বারা তিলচূর্ণ সম্পূর্ণ রূপে আর্দ্রীভূত হইলে উহা নিষ্পীড়ন করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই রূপে প্রস্তুতীকৃত তৈল ৪ সের, কল্কদ্রব্য,—ছোট-এলাচি, অংশুমতী (শালপর্ণী), তেজপত্র, জীরা, তগর পাদুকা, লোধ, প্রপৌণ্ডরিক কাষ্ঠ,

কর্ম্মসু। আক্ষেপকে পক্ষাঘাতে তালুশোষে তথার্দ্দিতে॥ মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে। বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ॥ পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে বস্তিষু ভোজনে। গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধিরনেনৈবোপজায়তে॥ মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং স্যাৎসুগন্ধিসমীরণম্। গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥ রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ। তিলচূর্ণঞ্চতুর্থাংশং মিলিতং চূর্ণ মিষ্যতে॥ ১৫॥

লবণং কটুকং ক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপম্। ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নোরুক্ষান্নমেব চ॥ ১৬॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ভগ্নরোগ-চিকিৎসা।

কালানুসারি বা (তগর), শৈলেয়ক ক্ষীরশুক্লা (ক্ষীরবিদারী), অনন্তমূল মধুলিকা, শিঙ্গাড়া (পাণিফল) এবং পূর্ব্বোক্ত গোক্ষুর প্রভৃতি দ্রব্য ও কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর তৈলে ষোলসের দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ভগ্নরোগ নাশক। এতদ্ভিন্ন আক্ষেপক (অপতানকাদি), পক্ষাঘাত, অঙ্গশোষ, অর্দ্দিত, হনুগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, বধিরতা, কর্ণশূল, তিমিররোগ (চক্ষুরোগ বিশেষ) ও ক্ষীণ শুক্র রোগ হারক। এই তৈল পানীয় ও মালিশরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে॥ ১৫॥

অম্ল লবণ, কটু (ঝাল), ক্ষারদ্রব্য, রুক্ষান্ন, স্ত্রীসংসর্গ, আতপ ও ব্যায়াম; এই সমস্ত ভগ্নরোগীর পক্ষে অহিতকর॥ ১৬॥

ভগ্নরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

নাড়ীব্রণরোগ-চিকিৎসা।

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণোৎপাট্য কর্ম্মবিৎ। সর্ব্বব্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছোধনং রোপণাদিকম্॥ ১॥ নাড়ীং বাতকৃতাং সাধু পাটিতাং লেপয়েদ্ভিষক্। প্রত্যক্পুষ্পীফলযুতৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলে-

---

নাড়ীব্রণ চিকিৎসা।

(নালী ঘা)

চিকিৎসক ফোড়ার গতি অন্বেষণ করিয়া দেখিবে যে, কোন্‌দিকে কতদূর পর্য্যন্ত পূযের গতি (নালী) হইয়াছে। উহা যে দিকে যতদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হইবে, অস্ত্র দ্বারা ততদূর স্থান বিদারণ করিয়া (চিড়িয়া) শোধন ও রোপণাদি ক্রিয়া (ক্ষত শুষ্ককরণ ক্রিয়া) করিবে॥ ১॥

বায়ুজনিত নাড়ীব্রণে (নালী ঘায়ে) ঔষধ প্রয়োগের সুবিধার নিমিত্ত উহা বিদারণ করিয়া আপাঙ্গের বীজ ও তিল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে॥ ২॥

পয়েৎ ॥ ২ ॥ পৈত্তিকীং তিল মঞ্জিষ্ঠা নাগদন্তী নিশাদ্বয়ৈঃ ॥ ৩ ॥ শ্লৈষ্মিকীং তিলযষ্ট্যাহ্ব নিকুম্ভারিষ্ট সৈন্ধবৈঃ ॥ ৪ ॥ শল্যজাং তিল-মধ্বাজ্যৈ র্লেপয়েচ্ছিন্নশোধিতাম্ ॥ ৫ ॥ আরগ্বধ নিশাকালা চূর্ণাজ্য-ক্ষৌদ্রসংযুতা ॥ মূত্রবর্ত্তির্ব্রণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী ॥ ৬ ॥ ঘোণ্টাফলত্বঙ্মদনাৎ ফলানি পূগস্যচ ত্বগ্‌লবণঞ্চ মুখ্যম্ ॥ স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন সহৈব কল্কো বর্ত্তীকৃতোহন্ত্যচিরেণ নাড়ীম্ ॥ ৭ ॥ বর্ত্তীকৃতং মাক্ষিক-সম্প্রযুক্তং নাড়ীঘ্নমুক্তং লবণোত্তমং বা ॥ ৮ ॥ দুষ্টব্রণে যদ্বিহিতঞ্চ তৈলং তৎসেব্যমানং গতিমাশু হন্তি ॥ ৯ ॥ জাত্যর্কশম্পাককরঞ্জদন্তী সিন্ধূত্থসৌবর্চ্চল যাবশুকৈঃ ॥ বর্ত্তিঃ কৃতা হন্ত্যচিরেণ নাড়ীং স্নুক্ক্ষীর-পিষ্টা সহ মাক্ষিকেন ॥ ১০ ॥ মাহিষদধিকোদ্রবভক্তমিশ্রিতং হরতি চিরবিরূঢ়াঞ্চ। ভুক্তং কঙ্গুলিকামূলমতি দারুণাং নাড়ীম্ ॥ ১১ ॥ কৃশ-দুর্ব্বল ভীরূণাং গতি মর্ম্মাশ্রিতা চ যা। ক্ষার সূত্রেণ তাং ছিন্দ্যাৎ ন

পিত্তজনিত ব্রণে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, নাগদন্তী (দন্তী), হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ৩ ॥

কফজনিত ব্রণে তিল, যষ্টিমধু, নিকুম্ভা (দন্তী), নিমপাতা ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ৪ ॥

শল্যজ (কণ্টকাদি জনিত) নাড়ীব্রণ অস্ত্রের সাহায্যে বিদারণ করিয়া শল্য নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। পরে মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে ॥ ৫ ॥

শোনালু পত্র (সোঁদাইল), হরিদ্রা ও কালা (কালাকড়া, কইওকড়া) ইহাদের সমভাগে একত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মধু ও গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষত পরিষ্কৃত ও প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ঘোণ্টার (বন্যবদরী ফলের) ত্বক্, মদনফল (ময়নাফল), পূগফলের (কাচাসুপারি ফলের) ছাল ও সৈন্ধব লবণ, ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সিজের ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সন্তাপে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে নালী ক্ষত অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সন্তাপে জ্বালদিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষত প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

দুষ্ট ব্রণে যে সকল তৈল বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত তৈল নাড়ীব্রণে (নালী ক্ষতে) প্রয়োগ করিলে উক্ত রোগ আশু নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

জাতীপত্র, আকন্দমূল, শোণালুপত্র (সোঁদাইলের পাতা), ডহরকরঞ্জার বীজ, দন্তীমূল, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ ও যবক্ষার; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সিজের ক্ষীর ও মধুর সহিত অগ্নিতে জ্বাল দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত বর্ত্তি ক্ষতস্থানে লাগাইলে অচিরে প্রস্তাবিত রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মহিষ দুগ্ধ জাত দধি ও কোদ্রবান্নের (কোদধান্যজাত তণ্ডুলান্নের) সহিত কঙ্গুলিকার (কায়োনীর) মূল চূর্ণ সেবন করিলে অধিকদিন জাত দোষযুক্ত নালীক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের নাড়ীব্রণ এবং মর্ম্মস্থান জাত নাড়ীব্রণ অস্ত্রদ্বারা কদাচও ছেদন করিবে না; পরন্তু উহা ক্ষার সূত্রদ্বারা ছেদন করিবে।

ক্ষার সূত্র দ্বারা ছেদন প্রণালী এইরূপ;—প্রথমতঃ ক্ষত মধ্যে 'এষণী' নামক শলাকা প্রবিষ্ট

শস্ত্রেণ কদাচন ॥ এষন্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণীম্। সূচীং বিদধ্যাদভ্যন্তে চোন্নাম্য চাশু নির্হরেৎ। সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়ং বন্ধং সমাচরেৎ। ততঃ ক্ষীণবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্যং প্রবেশয়েৎ। ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্ন ছিদ্যতে গতিঃ। ভগন্দরেঽপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা ॥ ১২ ॥ অর্ব্বুদাদিষু চোৎক্ষিপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ। সূচীভির্যববক্ত্রাভিরাচিতম্বা সমন্ততঃ ॥ মূলসূত্রেণ বধ্নীয়াৎ ছিন্নে চোপাচরেদ্ব্রণম্ ॥ ১৩ ॥

সপ্তাঙ্গগুগ্গুলুঃ।

গুগ্গুলু ত্রিফলা ব্যোষৈঃ সমাংশৈ রাজ্যযোজিতঃ ॥ নাড়ীদুষ্টব্রণশূল-ভগন্দরবিনাশনঃ ॥ ১৪ ॥

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্।

স্বর্জ্জিকা সিন্ধুদন্ত্যগ্নিরূপিকা নলনীলিকা। খরমঞ্জরিবীজেষু তৈলং গোমূত্রপাচিতম্ ॥ দুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহম্ ॥ ১৫ ॥

করিয়া নালীর মুখ সকল অন্বেষণ করিয়া ঠিক করিবে। পরে সূচীতে (সূঁচে) ক্ষারসূত্র সংলগ্ন করিয়া উহা নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া নালীর অন্তসীমা ভেদ করিয়া সূচী বাহির করিয়া লইবে এবং ক্ষারসূত্রের দুইমুখ একত্র করিয়া রুদ্ধ করিবে। এই রূপে যতক্ষণে ছেদ হয়, ততক্ষণ বন্ধন করিয়াই রাখিতে হইবে। এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, যদি নালী অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে একবার সমস্ত স্থান উক্তরূপে বন্ধন না করিয়া ক্রমে ক্রমে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। অন্যথা সূত্র ছিন্ন হইতে পারে, অধিকন্তু ক্ষত স্থানে ক্ষার সূত্র অধিকক্ষণ থাকা প্রযুক্ত রোগী জ্বালা প্রভৃতি অতি ক্লেশদায়ক যাতনায় পীড়িত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অর্ব্বুদ প্রভৃতি ক্ষার সূত্র দ্বারা ছেদন করিতে হইলে এই নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে। যে অর্ব্বুদের মূলদেশ সূক্ষ্ম অর্থাৎ ক্ষীণ, সুতরাং দোদুল্যমান অর্ব্বুদকে সরলভাবে (স্থিরভাবে) স্থাপন করিয়া উহার মূলদেশ ক্ষার সূত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। এতদ্ভিন্ন যে অর্ব্বুদের মূল প্রদেশ স্থূল, তাহার মূলদেশ ক্ষার সূত্র যুক্ত যবের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ অর্ব্বুদের মূলদেশে সূচ প্রবিষ্ট করিয়া বাহির করিয়া লইবে, এইরূপ চারিদিক দিয়া সূত্র বাহির করিয়া পরে কাপড়ের সহিত জড়াইয়া দৃঢ় বন্ধন করিবে। অন্যথা উহা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবার সুবিধা হয় না। এইরূপে উহা ছিন্ন হইলে ক্ষত রোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে ঐ স্থান শুষ্ক করিবে ॥ ১৩ ॥

সপ্তাঙ্গগুগ্গুলু।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যে পরিমাণ হইবে, সেই পরিমাণ শোধিত গুগ্গুলু চূর্ণ পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং যথা প্রয়োজন ঘৃতের সহযোগে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ শূল ও ভগন্দর নাশক ॥ ১৪ ॥

স্বর্জিকাদ্য তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত একছটাক কাচাহলুদ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কুট্টিত এক পোয়া মঞ্জিষ্ঠা জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বাবলা পাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে যোগসের জল দিয়া পাক করিতে

কুম্ভীকাদ্যং তৈলম্ ॥

কুম্ভীকখর্জ্জূর কপিত্থ বিল্ব বনস্পতীনান্তু শলাটুবর্গৈঃ। কৃত্বা কষায়ং বিপচেত্তু তৈলমাবাপ্য মুস্তা সরলপ্রিয়ঙ্গুম্ ॥ সৌগন্ধিকা মোচরসা-হিপুষ্পাঃ লোধ্রাগ্নি দত্ত্বা খলু ধাতকীঞ্চ। এতেন শল্যপ্রভবা হি নাড়ী রোহেদ্ব্রণো বৈ মুখমাশু চৈব ॥ ১৬ ॥

ভল্লাতকাদ্যং তৈলম্।

ভল্লাতকার্কমরিচৈর্লবণোত্তমেন সিদ্ধং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়চিত্রকৈশ্চ। স্যান্মার্কবস্য চ রসেন নিহন্তি তৈলং নাড়ীং কফানিলকৃতামপচী-ব্রণাংশ্চ ॥ ১৭ ॥

থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থে —সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, দন্তীমূল, চিতারমূল, শ্বেতআকন্দের মূল, নলের মূল, নালিকা ও আপাঙ্গের বীজ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে গোমূত্র ষোলসের দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরিশেষে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামা-ইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। ইহা দুষ্টব্রণ ও কফজনিত নাড়ীব্রণ হারক ॥ ১৫ ॥

কুম্ভীকাদ্য তৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া লইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত এক ছটাক কাচাহলুদ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে ; পরে কুট্টিত একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা জল সহযোগে তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জলদিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ ;—কুম্ভী (কুম্ভারুলতা), খর্জ্জুর, কদবেল, বেলশুঁঠ এবং বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতি বৃক্ষের কোমল (কচি) ফল ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে আটসের লইয়া কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে এবং উক্ত ক্বাথ তৈলে দিবে। এতদ্ভিন্ন কল্ক,—মুথা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, অহিপুষ্প (নাগকেশর পুষ্প), লোধ ও ধাইফুল ; ইহাদিগের সম-ভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করিয়া তেলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। ইহা শল্যজনিত নাড়ীব্রণ নাশক ॥ ১৬ ॥

ভল্লাতকাদ্য তৈল।

সর্ষপ তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া নামাইবে, পরে হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপে যথানিয়মে তৈলের মূর্চ্ছাপাক দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ,—ভেলা, আকন্দ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতার মূল ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোল-সের ভৃঙ্গরাজের (ভীমরাজের) রসদিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক

নির্গুণ্ডীতৈলম্।

সমূলপত্রাং নির্গুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু। তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীব্রণবিশোধনম্॥ হিতং পামাপচীনাস্ত পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ। বিবিধেষু চ রোগেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ॥ ১৮॥

হংসপদীতৈলম্।

হংসপাদ্যরিষ্টপত্রং জাতীপত্রং ততো রসৈঃ। তৎকল্কৈশ্চ পচেৎ তৈলং নাড়ীব্রণবিরোহণম্॥ ১৯॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং নাড়ীব্রণরোগ চিকিৎসা।

করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। ইহা নাড়ীব্রণ ও বাতশ্লেষ্মজ অপচীরোগ প্রশমক॥ ১৭॥

নির্গুণ্ডী তৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে হরিদ্রা প্রভৃতি মূর্চ্ছাদ্রব্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত কুম্ভীকাদ্য তৈলের ন্যায় যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিয়া নামাইবে এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর নিসিন্দাপত্রের রস বা কাথ ষোলসের গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, পামা, অপচী ও নানাবিধ ক্ষতরোগ প্রশমক॥ ১৮॥

হংসপদাদি তৈল।

সর্ষপ তৈল ৫ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত এক ছটাক কাচাহলুদ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলী, বহেড়া, কেওয়ারমূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেক একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জলদিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর হংসপাদীর রস, নিমপাতার রস ও জাতীপত্রের রস সমভাগে সমস্তে ষোলসের লইয়া তৈলে দিবে এবং হংসাদীর নিম ও জাতীপুষ্পের মূল ও ছাল প্রভৃতি সমভাগে সমস্তে একসের লইয়া তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে. পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক সম্পন্ন করিয়া লইবে। এই তৈল নাড়ীব্রণ শোষক॥ ১৯॥

নাড়ীব্রণ চিকিৎসা সমাপ্ত।

ভগন্দররোগ-চিকিৎসা ।

গুদস্য শ্বয়থুং দৃষ্ট্বা বিশোষ্য শোধয়েত্ততঃ। রক্তাবসেচনং কার্য্যং যথা পাকং ন গচ্ছতি ॥ ১ ॥ বটপত্রেষ্টকা শুণ্ঠী গুড়ূচ্যঃ সপুনর্নবাঃ। সুপিষ্টাঃ পিড়কাবস্থে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে ॥ ২ ॥ পীড়কা নাম পক্কানামপতর্পণ-পূর্ব্বকম্। কর্ম্ম কুর্য্যাৎ বিরেকান্তং ভিন্নানাং বক্ষ্যতে ক্রিয়াম্ ॥ বিধায় ব্রণবৎ কার্য্যং যথাদোষং যথাক্রমম্ ॥ ৩ ॥ ত্রিবৃত্তিলা নাগদন্তী মঞ্জিষ্ঠা সহ সর্পিষা। উৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধব ক্ষৌদ্র সংযুতম্ ॥ ৪ ॥ স্নুহ্যর্কদুগ্ধ-দার্ব্বীভির্ব্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ। ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ॥ এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ তিলাভয়াকুষ্ঠমরিষ্টপত্রং নিশে বচা লোধ্রমগারধূমঃ। ভগন্দরে নাড্যুপদংশয়োশ্চ দুষ্টব্রণে শোধন-রোপণোঽয়ম্ ॥ (সমভাগং পিষ্টং লেপয়েদয়ম্) ॥ ৬ ॥ ত্রিফলারসসংযুক্তং বিড়ালাস্থি-প্রলেপনম্। ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরং ॥ (বিন্দুসারে "ভগন্দরং প্রত্যহন্তু সুধৌতং ত্রিফলাম্বুনা। ত্রিফলারসপিষ্টেন মার্জ্জারাস্থ্না চ লেপয়েৎ") ॥ ৭ ॥

ভগন্দর চিকিৎসা ।

মলদ্বারে ব্রণশোথ উৎপন্ন হইলে অনতিবিলম্বে উহার প্রতীকারের নিমিত্ত উপবাস প্রভৃতি দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন পূর্ব্বক আরাদি প্রদান করিয়া বিরেচন (দাস্ত) করাইবে। যদি উল্লিখত উপায় দ্বারা শোথের শান্তি না হয়, তাহা হইলে শোথে জলৌকা প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ১ ॥

বটবৃক্ষের কোমলপত্র, ইষ্টক, শুঁঠ গুলঞ্চ ও পুনর্নবা ; ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া মলদ্বারস্থ পীড়কাতে (ফুস্কুড়ীতে) প্রলেপ দিবে। ইহাতে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

প্রস্তাবিত পীড়কা (ফুস্কুড়ী) যতদিন না পাকে, ততদিন পর্য্যন্ত অপতর্পণ (উপবাসাদি শুষ্কীকরণ ক্রিয়া) ও বিরেচন ক্রিয়া করিবে। পরন্তু পীড়কা পাকিলে অস্ত্রক্রিয়া করিয়া ক্ষতের চিকিৎসা করিবে ॥ ৩ ॥

তেউড়ীর মূল তিল, নাগদন্তী ও মঞ্জিষ্ঠা ; সমভাগে একত্র পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত, সৈন্ধবলবণও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে প্রস্তাবিতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সিজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষার ও দারুহরিদ্রারসার ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর মলদ্বারস্থ ক্ষত হইতে কোন্‌দিকে শোষ (নালী) গিয়াছে, তাহা '' এষনী '' দ্বারা নির্ণয় করিয়া সেই পথে উক্ত বর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। ইহাতে নাড়ী (নালী ঘা) নিশ্চয়ই নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তিল, হরীতকী, লোধ, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, লোধ ও গৃহধূম (ঝুল) ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া মলদ্বারস্থ ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে নালী ঘা ও উপদংশ দূষিত ক্ষত অন্তর্হ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ত্রিফলার রসের সহিত বিড়ালের অস্থি ঘর্ষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে প্রস্তাবিত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

খরাস্রপক্কভূরোহচূর্ণলেপো ভগন্দরম্। হন্তি দন্ত্যগ্ন্যতিবিষা লেপস্তদ্বচ্ছুনোঽস্থি বা ॥ (গর্দ্দভরক্তপক্কংগণ্ডূপদচূর্ণং লেপঃ। তথা দন্তীমূল চিতামূল আতইচ ত্রিফলারসেন পিষ্ট্বা লেপঃ। তথা ত্রিফলারসেন শুনোঽস্থি পিষ্ট্বা লেপঃ ইতি মদুমঃ) ॥ ৮ ॥ জম্বুকমাংসং ভক্ষয়েৎ প্রকারে ব্যঞ্জনাদিভিঃ। অজীর্ণবর্জ্জী † মাসেন মুচ্যতে চ ভগন্দরাৎ ॥ ৯ ॥

নবকার্ষিকো গুগ্গুলুঃ।

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা। গুড়িকা শোথগুল্মার্শো ভগন্দরবতাং হিতা ॥ (ত্রিফলায়াঃ প্রত্যেকং কর্ষঃ, গুগ্গুলোঃ পঞ্চকর্ষঃ, পিপ্পল্যাঃ কর্ষৈকম্ ইতি নবকার্ষিকঃ) ॥ ১০ ॥

সপ্তবিংশতিকো গুগ্গুলুঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গামৃত চিত্রকম্। শট্যেলা পিপ্পলীমূলং হবুষা সুরদারু চ ॥ তুম্বুরু পুষ্করং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ম্। বিড়সৌবর্চ্চলে ক্ষারৌ সৈন্ধবং গজপিপ্পলী ॥ যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্দ্বিগুণ গুগ্গুলুঃ। কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্মধুনা সহ ॥ কাসং শ্বাসং তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তি-

গর্দ্দভের রক্তের সহিত ভূরুহ (কেচুয়া) পাক করিয়া চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বা দন্তীমূল, চিতার মূল, আতুষ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে ত্রিফলার রসের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়। কুকুরের অস্থি ত্রিফলার রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও পূর্ব্বং কার্য্য হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অজীর্ণবর্জ্জী (পথাশী ব্যক্তি) জম্বুকের (শৃগালের) মাংস যথাবিধানে পাক করিয়া একমাস কাল ভক্ষণ করিলে ভগন্দর রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। রোগী শৃগালের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, ইহা জানিতে পারিলে তাহার অপ্রীতিকর হইবে, এই নিমিত্ত চিকিৎসক রোগীর অভিভাবকদিগকে অগ্রে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন রোগী শৃগালের মাংস বলিয়া জানিতে না পারে। রোগীর অভ্যস্ত ছাগাদির মাংস বলিয়া তাহাকে আহারার্থ প্রদান করিতে হইবে। চিকিৎসাশাস্ত্র প্রয়োজন হইলে জাতি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্যই আহারার্থ ব্যবস্থা দিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

নবকার্ষিক গুগ্গুলু।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ১০ তোলা, পিপুলচূর্ণ ২ তোলা; এই দ্রব্যগুলি ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে ভগন্দর, অর্শ, শোথ ও গুল্মরোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতার মূল, শঠী, ছোটএলাচি, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, ধনিয়া, ভেলা, চই, বিশালা (রাখালশসা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও গজপিপ্পলী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা, গুগ্গুলু ৫৪ তোলা, প্রথমতঃ যথাপ্রয়োজন ঘৃতের সহিত গুগ্গুলু

† অজীর্ণবর্জ্জীতি;—অজীর্ণং অজীর্ণদ্রব্যং শাকাদি, তৎ বর্জ্জয়তি যঃ সঃ অজীর্ণবর্জ্জী পথ্যাশীত্যর্থঃ।

গুদে রুজম্ ॥ অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথা ক্রিমীন্। চির-জ্বরোপসৃষ্টানাং ক্ষয়োপহতচেতসাম্ ॥ আনাহঞ্চ তথোন্মাদং কুষ্ঠানি চোদরাণি চ। নাড়ীদুষ্টব্রণান্ সর্ব্বান্ প্রমেহং শ্লীপদং তথা ॥ সপ্তবিংশতিকো হন্তি সর্ব্বরোগনিসূদনঃ ॥ ১১ ॥

বিষ্যন্দনতৈলম্।

চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎ পাঠে মলপূ-হয়মারকৌ। সুধাং বচাং লাঙ্গ-লিকীং হরিতালং সুবর্চ্চিকাম্ ॥ জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংহৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ। এতদ্বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ভগন্দরে ॥ শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণং পরম্ ॥ ১২ ॥

করবীরাদ্যং তৈলম্ ॥

করবীর নিশা দন্তী লাঙ্গলী লবণাগ্নিভিঃ। মাতুলুঙ্গার্কবৎসাহ্বৈঃ পচেত্তৈলং ভগন্দরে ॥ ১৩ ॥

মিশ্রিত করিয়া তৎসহ চূর্ণ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধের মাত্রা চারি আনা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত মধুর সহিত সেব্য। ইহা ভগন্দর, কাস, শ্বাস, শোথ, অর্শ, হৃদয়ের শূল, পার্শ্বশূল, কুক্ষি, বস্তি ও মলদ্বারের শূল, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বিষ্যন্দন তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া নামাইবে, পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত এক ছটাক হরিদ্রা, জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত তৈলে দিবে। পরিশেষে লোধ মুথা, নালুকা, হরীতকী আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জলদিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ;—চিতারমূল, আকন্দমূল, তেউড়ীমূল, আকনদ (আকান্দীলতা), ডুমুরেরমূল, করবীমূল, সিজের মূল, বচ, বিষনাঙ্গলীয়া, হরিতাল, সাচিক্ষার ও লতাফট্‌কী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জলদিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া পুনঃ তৈল মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। ইহা ভগন্দরের ক্ষত শোধক ও রোপক ॥ ১২ ॥

করবীরাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিফেন করিয়া লইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত একছটাক কাচাহলুদ জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ নিক্ষেপ করিবে; তদনন্তর কুট্টিত এক পোয়া মঞ্জিষ্ঠা জলের সহিত তৈলে দিবে। পরিশেষে লোধ, মুথা, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জলদিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ,—করবীরমূল, হরিদ্রা, দন্তীমূল, ঈশনাঙ্গলীয়া, সৈন্ধবলবণ, চিতার মূল, ছোলঙ্গলেবুরমূল, আকন্দেরক্ষীর ও কুটজেরছাল (কুড়চির ছাল) এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ষোলসের জলদিয়া পাক করিতে

নিশাদ্যং তৈলম্।

নিশার্কক্ষীরসিন্ধ্বগ্নি পুরাশ্ব হনবৎসকৈঃ। সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈলং ভগন্দরবিনাশনম্॥ ১৪॥

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং দন্তী পলাশশ্চেন্দ্রবারুণী। গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা গ্রাহ্যমষ্টাবশেষিতম্॥ ক্বাথপাদং পচেত্তৈলং কল্কঃ কৃষ্ণায়সং মৃতম্। পচেত্তৈলাবশেষঞ্চ তেন লেপ্যং ভগন্দরম্॥ অসাধ্যং সাধয়ত্যাশু পক্কং ক্রিমিকুলান্বিতম্॥ ১৫॥

নবায়সোরসঃ।

দরদঃ পার্ব্বতীপুষ্পং কুনটীপুরুষো রসঃ। শোণিতং গন্ধকো দৈত্যঃ সৈন্ধবাতিবিষা চবী॥ শরপুঙ্খা বিড়ঙ্গশ্চ যমানী গজপিপ্পলী। মরিচার্কঞ্চ বরুণো ধূনকঞ্চ হরীতকী॥ সংমর্দ্দ্য কটুতৈলেন গুড়িকাং

থাকিবে। পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। ইহা ভগন্দর নাশক॥ ১৩॥

নিশাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর হরিদ্রা প্রভৃতি মূর্চ্ছা দ্রব্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মূর্চ্ছাপাক সম্পাদন করিয়া লইবে, পরে কল্কার্থ—হরিদ্রা, আকন্দেরক্ষীর, সৈন্ধবলবণ, চিতারমূল, গুগ্‌গুলু, করবীরমূল কুটজেরছাল (কুড়চির ছাল); এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে. পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। ইহা ভগন্দর হারক॥ ১৪॥

সৈন্ধবাদ্য তৈল।

তৈল ২ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত একছটাক হরিদ্রা জল সিক্ত করিয়া তৈলে দিবে, পরে কুট্টিত একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা জল সহযোগে তৈলে দিবে, পরিশেষে লোধ, নালুকা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে। পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ,—সৈন্ধব, চিতারমূল দন্তীমূল পলাশ, ইন্দ্রবারুণী (রাখাল শসার মূল); এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ৮ সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের গোমূত্রের সহিত পাক করিবে এবং আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ এবং লৌহ ভস্ম অর্দ্ধ সের তৈলে দিয়া পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। ইহা ভগন্দর নাশক॥ ১৫॥

নবায়স রস।

হিঙ্গুল, পার্ব্বতী (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা), পুষ্প (রসাঞ্জন), কুনটী (মনঃশিলা), পুরুষ (স্বর্ণভস্ম), পারদ, তাম্রভস্ম, শোধিত গন্ধক, দৈত্য (লৌহভস্ম), সৈন্ধবলবণ, আতুন. চই, শর-

কারয়েদ্ভিষক্। নাড়ীব্রণপ্রবাহঞ্চ গণ্ডমালাং বিচর্চ্চিকাম্ ॥ চিরদুষ্টব্রণং দদ্রু পূতিকর্ণং শিরোগদম্। হস্তপাদপরিস্ফোটং দুঃসাধ্যঞ্চ ভগন্দরম্ ॥ এতান্‌রোগান্নিহন্ত্যাশু প্রভিন্নমিব কেশরী ॥ ১৬ ॥

চিত্রভাণ্ডকোরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং কুমারীরসমর্দ্দিতম্। ত্র্যহান্তে গোলকং কৃত্বা তাম্রং তেন প্রলেপয়েৎ ॥ দ্বয়োঃ সমং ভস্মপূর্ণভাণ্ডে রুদ্ধা বিপাচয়েৎ। দ্বিয়ামান্তে সমুদ্ধৃত্য স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ ॥ জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধা সপ্তপুটে পচেৎ। গুঞ্জৈকং মধুনাজ্যেন লিহ্যাদ্ধন্তি ভগন্দরম্ ॥ মুষলী লশুনং চাম্ল চারনালযুতং পিবেৎ। কর্ত্তব্যো মধুরাহারো দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনম্ ॥ বর্জ্জয়েৎ শীতলাহারং রসে চিত্রকভাণ্ডকে ॥ ১৭ ॥

তাম্রপ্রয়োগঃ।

তাম্রপত্রং রবিক্ষীরে নির্গুণ্ডী-স্বরসে তথা। ত্রিকণ্টজে স্নুহীরসে তাম্রং দগ্ধ্বা ক্ষিপেত্রিধা ॥ রসস্যার্দ্ধপলং শুদ্ধং গন্ধকস্য পলং তথা। কর্জ্জল্যর্দ্ধেন জম্বীর প্লুতেন তাম্রতঃ পলম্ ॥ পরিলিপ্যান্ধমূষায়াং

পুঙ্খা (বননীল), বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী মরিচ, আকন্দমূল, বরুণ মূল, ধূনক (ধূনা), হরীতকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে, পরে সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা মধুর সহিত সেব্য এবং ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, গণ্ডমালা, বিচর্চ্চিকা ও দুষ্টব্রণ প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ১৬ ॥

চিত্রভাণ্ডক রস।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক দুই তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর শোধিত তামার পাত ৩ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত কজ্জলী ঘৃতকুমারীর রসের সাহায্যে তাহাতে মাখাইবে। পরে একটী হাঁড়ীমধ্যে ৬ তোলা ঘুইটের ছাই রাখিয়া তদুপরি উক্ত তাম্রপাত স্থাপন করিয়া পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া ঘুঁইটের অগ্নিতে দুই প্রহর পাক করিবে। পরে শীতল হইলে সেই তামার পাত গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে, এবং পুনঃ পাক করিবে, এইরূপ সাতবার পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে এবং সেবনান্তে তালমূলী ও রসুন কাঁজির সহিত ভক্ষণ করা উচিত। ইহা ভগন্দর হারক। এই ঔষধ সেবন কবিতে প্রবৃত্ত হইয়া মধুর দ্রব্য ও শীতল দ্রব্য সেবন, দিবানিদ্রা ও স্ত্রীসংসর্গ, পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৭ ॥

তাম্রযোগ।

তামার পাত ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া যথাক্রমে আকন্দের ক্ষীর, নিসিন্দা পত্রের রসে গোক্ষুরের ক্বাথ ও সিজের ক্ষীরে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ প্রত্যেক দ্রব্যের রসে ৩ বার করিয়া নিক্ষিপ্ত হইলে উহা বিশুদ্ধ হইবে। তদনন্তর শোধিত পারদ ৪ তোলা ও শোধিত গন্ধক ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী জামীরের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা লিপ্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত শোধিত তামার পাত একটী পাত্র

দদ্যাৎপঞ্চপুটান্ লঘূন্। ভগন্দরে সর্ব্বভবে কার্য্যং সর্ব্বব্রণেষু চ ॥ ১৮ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ভগন্দরচিকিৎসা।

মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উহার মুখ রুদ্ধ করিবে এবং পাত্রটী ঘুইটার অগ্নিতে স্থাপন পূর্ব্বক পুট প্রদান করিবে। এইরূপে পাঁচবার পুট প্রদত্ত হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ একরতি পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত সেব্য। ইহা ভগন্দর নাশক ॥ ১৮ ॥

ভগন্দর চিকিৎসা সমাপ্ত।

উপদংশরোগ-চিকিৎসা।

স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরস্য ধ্বজমধ্যে শিরা ব্যধঃ। জলৌকঃপাতনং বা স্যাদূর্দ্ধাধঃ শোধনং তথা ॥ সদ্যোনির্জ্জিতদোষস্য রুক্‌শোথাব্যুপশাম্যতঃ। পাকোরক্ষ্যঃ প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করো হি সঃ ॥ ১ ॥ ত্রিফলায়াঃ কষায়েন ভৃঙ্গরাজরসেন বা। ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদুপদংশপ্রশান্তয়ে ॥ ২ ॥ পচেৎকটাহে ত্রিফলাং সমাংশাং মধুসংযুতাম্। উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সদ্যোরোপয়তি ব্রণম্ ॥ (নূতনস্থাল্যাং সমভাগত্রিফলা শরাবেন পিধায় দগ্ধব্যা তদ্ভস্ম মধুনা সংনীয়োপদংশে লেপঃ) ॥ ৩ ॥ রসা-

উপদংশ চিকিৎসা।

(গরমি)

উপদংশ রোগে রোগীকে স্নেহ পানের বিধানানুসারে স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া শরীরে সেক প্রদান করিবে, তদনন্তর লিঙ্গ নালের মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া বা (অল্প দোষে) জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ রাখিবে। বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীরের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন প্রদেশের দোষ নিঃসারিত হইলে রোগ জনিত বেদনা ও শোথ উপশমিত হইয়া থাকে। দৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগী বমন ও বিরেচনের অযোগ্য হইলে দোষ নিঃসারণার্থ নিরূঢ় বস্তি (বিরেচক কষায় বস্ত দ্বারা পিচ্‌কারি) প্রয়োগ করিবে। উপদংশ রোগের জন্ম স্থান লিঙ্গস্থান, সুতরাং যাহাতে লিঙ্গস্থ শোথ না পাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ পাক দ্বারা লিঙ্গের ক্ষয় সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

উপদংশ জনিত ক্ষত শান্তির নিমিত্ত ত্রিফলার কাথ বা ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা প্রত্যহ ক্ষত ধৌত করিবে। কটাহে বা হাঁড়ীতে ত্রিফলা সমভাগে স্থাপন পূর্ব্বক হাঁড়ীর মুখ রুদ্ধ করিয়া অগ্নি সন্তাপে ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লইবে, উক্ত ক্ষার চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ২ ॥

শিরীষ ছাল বা হরীতকী পেষণ করিয়া তাহার সহিত রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেও উহা শুষ্ক হয় ॥ ৩ ॥

ঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া বা সমন্বিতম্। সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপোঽয়ং সর্ব্বলিঙ্গগদাপহম্ ॥ (শিরীষবল্কলং পিষ্ট্বা কিঞ্চিদ্রসাঞ্জনং দত্ত্বা লেপঃ। এবং হরীতকীং পিষ্ট্বা তত্র রসাঞ্জনম্ ॥ এবং মধুনা রসাঞ্জনেন) ॥ ৪ ॥ বব্বোলদলচূর্ণেন দাড়ীমত্বগ্ভবেন বা। গুণ্ডনং নৃস্থিচূর্ণেন উপদংশহরং পরম্ ॥ লেপঃ পূগফলেনাশ্বমারমূলেন বা তথা। সেবেন্নিত্যং যবান্নঞ্চ পানীয়ং কোষ্ণমেব চ ॥ ৫ ॥ জয়া জাত্যশ্বসারার্ক সম্পাকানাং দলৈঃ পৃথক্। কৃতং প্রক্ষালনে ক্বাথং মেঢ্রপাকে প্রয়োজয়েৎ ॥ ৬ ॥

ধূপঃ।

বদরার্কমপামার্গস্তথা ব্রাহ্মণযষ্টিকা। হিঙ্গুলঞ্চ সমং চৈষাং ভাগং কৃত্বা চ ধূপনম্ ॥ দোষজং কর্ম্মজং হন্যাদুপদংশাদিকং ব্রণম্ ॥ ৭ ॥

বর্জ্জনীয়বিধিঃ।

দিবানিদ্রাং মূত্রবেগং গুর্ব্বন্নং মৈথুনং গুড়ম্ ॥ আয়াসমম্লং তক্রঞ্চ বর্জ্জয়েদুপদংশবান্ ॥ ৮ ॥

ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতম্।

ভূনিম্ব-নিম্ব-ত্রিফলা-পটোল-করঞ্জ-জাতী-খদিরাশনানাম্ ॥ সতোয়কল্কে ঘৃতমাশু পক্বং সর্ব্বোপদংশাপহরং প্রদিষ্টম্ ॥ ৯ ॥

শিরীষ ও রসাঞ্জন বা হরীতকী ও রসাঞ্জন অথবা মধু ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে লিঙ্গনালস্থ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

বাবলাপাতার গুড়া ও দাড়িম ফলের খোসা চূর্ণ বা মনুষ্যাস্থি চূর্ণ ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়। এতদ্ভিন্ন সুপারিফল বা করবীর মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

জয়ন্তী, জাতী, করবী, আকন্দ ও শোণালু (সোঁদাইল) ইহাদের কোন একটীর পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে অনেক উপকার দর্শে ॥ ৬ ॥

ধূপ প্রয়োগ।

বদরীর (কুলের) মূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, আপাঙ্গ, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটীর মূল) ও হিঙ্গুল ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শুষ্ক ও কুট্টিত করিয়া তাহা অগ্নি সংযোগ করিলে যে ধূম নির্গত হইবে, সেই ধূম ক্ষতস্থানে লাগাইলে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বর্জ্জনীয় বিধি।– দিবা নিদ্রা, মূত্রবেগ ধারণ, গুরু অন্ন, স্ত্রীসংসর্গ, গুড়, পরিশ্রম, অম্লদ্রব্য ও তক্র (ঘোল) ; এই সমস্ত উপদংশ রোগী পরিত্যাগ করিবে ॥ ৮ ॥

ভূনিম্বাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য - চিরতা, নিমপাতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জার বীজ, জাতীপত্র, খদির বৃক্ষের ছাল, অশন ছাল (পীত সালের ছাল) ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ৮ সের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং চিরতা ও নিমপাতা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কাথ্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ পাক করিয়া লইবে। ইহা উপদংশ নাশক ॥ ৯ ॥

করঞ্জাদ্যং ঘৃতম্।

করঞ্জ-নিম্বার্জ্জুন-শালজম্বু-বটাদিভিঃ কল্ক-কষায়সিদ্ধম্। সর্পির্নিহন্যা-দুপদংশদোষং সদাহপাকং স্রুতিরাগযুক্তম্॥ ১০॥

অগারধূমাদ্যং তৈলম্।

অগারধূমো রজনী সুরাকিট্টঞ্চ তৈস্ত্রিভিঃ। ভাগোত্তরৈঃ পচেত্তৈলং কণ্ডু-শোথরুজাপহম্॥ শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণং তথা॥ ১১॥

ভৈরবরসঃ।

শুদ্ধসূতং গৃহীতব্যং রক্তিকাশতমাত্রকম্। ত্রিগুণাং শর্করাং লৌহে নিম্বদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ॥ যামমাত্রং তত্র দদ্যাচ্ছেতং খদিরচূর্ণকম্ সূততুল্যং ততঃ কুর্য্যান্মর্দ্দনাৎকজ্জলোপমম্॥ বিংশতি র্বটিকাঃ কার্য্যাঃ স্থাপ্যা গোধূমচূর্ণকে। নিঃশেষং নিঃসৃতা জ্ঞাত্বা পিড়কাস্তাঃ কলেবরে॥ ভৈরবং দেবমভ্যর্চ্য বলিং তস্মৈ প্রদায় চ বিধায় যোগিনীপূজাং দুর্গামভ্যর্চ্য যত্নতঃ॥ বটিকাস্তাঃ প্রয়োক্তব্যা ভিষজা জানতা ক্রিয়াম্। দিবসত্রিতয়ং দদ্যাত্তিস্রস্তিস্রো বিজানতা॥ চতুর্থা-হাৎসমারভ্য একামেকাং প্রযোজয়েৎ। এবং চতুর্দ্দশদিনৈ নীরোগো জায়তে নরঃ॥ পথ্যং শর্করাসার্দ্ধমুষ্ণান্নং ঘৃতগন্ধি চ। কুর্য্যাৎসাকা-

করঞ্জাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—ডহরকরঞ্জবীজ, নিমপাতা, অর্জ্জুনছাল, শালবৃক্ষের ছাল, জামছাল, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছাল; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ৮ সের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ ঘৃতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং কল্কার্থ—উক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ-পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। ইহা উপদংশ হারক॥ ১০॥

অগার ধূমাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—গৃহধূম (ঝুল) ১ পল, ১ কর্ষ, ৫ মাষা, ৩ রতি, হরিদ্রা ২ পল ২ কর্ষ, ১০ মাষা, ৬ রতি, মদ্যবীজ ৪ পল; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে, পরে ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ পাক করিয়া লইবে। এই তৈল উপদংশ নাশক॥ ১১॥

ভৈরব রস।

শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি; এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লৌহ-পাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ১০০ রতি খদির (খয়ের) দিয়া মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর উহা দ্বারা ২০টী বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং বটীগুলি ময়দার সহযোগে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর রোগীর গাত্রে উপদংশ জনিত পীড়কা সম্যক্ রূপে (নিঃশেষ রূপে) প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে। প্রথম তিন দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৩টী করিয়া বটী সেবন করিতে হইবে, চতুর্থ দিবস হইতে প্রতিদিন একটী করিয়া সেবন করিবে। এইরূপে ১৪ দিনে (দুই সপ্তাহে) সমস্ত বটীও নিঃশোষিত হইবে এবং রোগও বিনষ্ট হইবে। এই ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঘৃত ও চিনির সহযোগে উষ্ণ অন্ন আহার

ক্ষমুখ্যানং সকৃদ্ভোজনমিষ্যতে ॥ জলপানং জলস্পর্শং ন কদাচন কারয়েৎ। দুঃসহায়াস্তু তৃষ্ণায়ামিক্ষুদাড়িমকাদিকম্ ॥ শৌচকার্য্যেঽপ্যুষ্ণবারি বাসসা প্রোঞ্ছনং কৃতম্। বাতাতপাগ্নিসম্পর্কং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ মেঘাগমে বা শীতে বা কার্য্যমেতদ্বিজানতা ; মুখরোগে তু সংজাতে মুখরোগহরী ক্রিয়া ॥ শ্রমাধ্বভারাধ্যয়ন স্বপ্নালস্যং বিবর্জ্জয়েৎ। তাম্বূলং ভক্ষয়েন্নিত্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ॥ ক্রিয়া শ্লেষ্মহরী যুক্তা বাতপিত্তাবিরোধিনী। লবণং বর্জ্জয়েদম্লং দিবানিদ্রাং তথৈব চ ॥ রাত্রৌ জাগরণঞ্চৈব স্ত্রীমুখালোকনং তথা। সপ্তাহদ্বয়মুৎক্রম্য স্নানমুষ্ণাম্বুনাচরেৎ ॥ পথ্যং কুর্য্যাদ্ধিতমিতং জাঙ্গলানাং রসাদিভিঃ। ব্যায়ামাদ্যং বর্জ্জনীয়ং যাবন্ন প্রকৃতি র্ভবেৎ ॥ এবং কৃতবিধানস্তু যঃ করোত্যেতদৌষধম্। স এব পাপরোগস্য পারং জাতি জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ পিড়কা বিলয়ং যান্তি বলং তেজশ্চ বর্দ্ধতে। রুজা চ প্রথমং যাতি গ্রন্থিশোথশ্চ শাম্যতি ॥ অস্থ্নাং ভবতি দার্ঢ্যঞ্চ আমবাতশ্চ শাম্যতি। ভৈরবেণ সমাখ্যাতো রসোঽয়ং ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

রসগুগ্গুলুঃ।

গ্রাহ্যঃ পাতনযন্ত্রেণ শুদ্ধশ্চন্দ্রসমোরসঃ। রক্তিকাশতমেতস্য শর্করা ত্রিগুণা ভবেৎ ॥ ততশ্চতুর্গুণো গ্রাহ্যো গুগ্গুলু র্মহিষাক্ষকঃ। ঘৃতং রসসমং দদ্যান্মর্দ্দয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ॥ বিংশতি র্বটিকাঃ কার্য্যাস্তিস্রস্তিস্রো দিনত্রয়ম্। একাদশদিনৈরন্যা দেয়া একাদশৈব তাঃ ॥

করিবে। ইক্ষু রস ও দাড়িমাদির রস দ্বারা পিপাসা শান্তি করিবে, জল পান ও স্পর্শ এবং লবণ ও অম্ল ভোজন নিষিদ্ধ। মল-ত্যাগান্তে উষ্ণ জল দ্বারা শৌচ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মল দ্বার ও হস্তাদি পুঁছিয়া ফেলিবে। প্রবল বায়ু, আতপ ও অগ্নি সন্তাপ শরীরে লাগাইবে না, বর্ষা ও শীত ঋতুতে এই ঔষধ প্রযোজ্য। ঔষধ সেবন করিতে করিতে যদি মুখে ক্ষতাদি প্রকাশ পায়, তবে মুখরোগোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে উহার প্রতীকার করিবে। ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্রা ও স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত তাম্বূল সর্ব্বদা ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বায়ু ও পিত্তের অবিরোধী ভাবে কফনাশক ক্রিয়া করা উচিত। এই নিয়মের অধীন হইয়া দুই সপ্তাহ অতীত হইলে উষ্ণ জলে স্নান এবং জাঙ্গল প্রাণীর মাংসরস প্রভৃতি বলকারক দ্রব্যের সহযোগে অন্ন আহার, পরন্তু যে পর্য্যন্ত শরীর সম্পূর্ণ রূপ প্রকৃতিস্থ না হয়, সেই পর্য্যন্ত ব্যায়াম প্রভৃতি নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অধীন হইবে না। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঔষধ সেবিত হইলে উপদংশ ও তজ্জনিত পীড়কা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া বল, তেজ ও অস্থি দার্ঢ্য প্রভৃতি দৈহিক উৎকর্ষতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

রসগুগ্গুলু।

পাতন যন্ত্রে শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, শোধিত মহিষাক্ষ (রক্তবর্ণ) গুগ্গুলু ৪০০ রতি ও ঘৃত ১০০ রতি ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর প্রতিদিন তিনটী করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবে, পরে চতুর্থ

সপ্তাহদ্বয়মেবঞ্চ কারয়েদ্ভিষজাং বরঃ। লবণং বর্জ্জয়েৎপথ্যে পাদার্দ্ধাশনমিষ্যতে॥ দিনদ্বয়ে ব্যতীতে তু পাদোনং পথ্যমাচরেৎ। মসূরস্থূপং সগুড়ং ব্যঞ্জনং চাথ কল্পয়েৎ॥ পুনর্নবা পটোলানি তিক্তপত্রী চ গোক্ষুরম্। পুটপত্রীং কোকিলাক্ষং শাকার্থে ঘৃতভর্জ্জিতম্। শর্করা লবণস্থানে বেশবারে ধনীয়কম্। লবঙ্গাজাজী হিঙ্গুলি ধান্যকং জীরকাণি চ॥ পাকার্থে সম্প্রদাতব্যং সংস্কারার্থং ভিষম্বরৈঃ। ভৈরবস্য রসস্যান্যাঃ ক্রিয়া অত্র প্রযোজয়েৎ॥ রসগুগ্‌গুলুরেবং হি সর্ব্বান্ জিত্বাময়ানয়ম্। কুষ্ঠোপদংশনামানং ব্রণং বাতাদিসংযুতম্॥ কামদেবপ্রতীকাশশ্চিরজীবী ভবেন্নরঃ॥ ১৩॥

ধূমঃ।

রসং বঙ্গঞ্চ খদিরং হরীতক্যাশ্চ ভস্মকম্। কোমলকদলীভস্ম গুবাকফলভস্ম চ॥ এতত্তোলকমানং স্যাদ্ধিঙ্গুলং হরিতালকম্। গন্ধকং তুথকং চাপি পদ্মকং সরলং তথা॥ দ্বে চন্দনে দেবদারু বকমং কাষ্ঠমেব চ। তথা কেশরকাষ্ঠঞ্চ মাষমানং প্রকল্পয়েৎ॥ একীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা সর্ব্বং চাঙ্গেরিকাদ্রবৈঃ। তুলসীপত্রজরসৈঃ পুরাতনগুড়েন চ॥ ঘৃতেন সহ ষট্‌কার্য্যা বটিকা মন্ত্ররক্ষিতাঃ। বেদনায়ামুৎকটায়াং চতস্রঃ শুক্লবাস সা॥ বেষ্টয়িত্বা চ নির্ধূমাঙ্গারোপরি চ

দিবস হইতে একটী করিয়া ১১ দিনে ১১টী বটী প্রয়োগ করিবে; সুতরাং এইরূপে ১৪ দিনে কুড়িটী বটী সেবিত হইবে। লবণ বর্জিত মসুর যূষ ও ব্যঞ্জন গুড় সংযুক্ত করিয়া তৎসহ অন্ন সেবনীয়। আহারের আভাসিক মাত্রার চারি ভাগের একভাগ প্রথম দিবসে এবং তিনভাগ তৃতীয় দিনে সেব্য। পুনর্নবা, পটোলপত্র, তিলপত্রী, গোক্ষুর, পুটপত্রী ও কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া); ইহাদের শাক ঘৃতের সহিত ভর্জন করিয়া সেবন করিতে দিবে। লবণের পরিবর্ত্তে চিনি ব্যবহার্য্য। মসলার মধ্যে ধনিয়া, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), হিঙ্গু ও জীরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভৈরব-রসোক্ত সমস্ত নিয়ম প্রতি পালন করিতে হইবে। এই ঔষধ উপদংশ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নাশক॥ ১৩॥

ধূম প্রয়োগ।

শোধিত পারদ, বঙ্গ, শ্বেত খদির, হরীতকী ভস্ম, কোমল কদলীফল ভস্ম ও সুপারি ভস্ম; ইহারা প্রত্যেকে একতোলা, হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শ্বেত চন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ, নাগকেশর কাষ্ঠ; প্রত্যেকে এক মাষা (দুই আনা)। ইহাদের মধ্যে কঠিন দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া লইবে। তদনন্তর সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া লৌহ পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক লৌহ দণ্ড দ্বারা আমরুলের রস, তুলসীর রস, পুরাতন গুড় ও ঘৃত; ইহাদের সহিত যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া ৬টী বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। তদনন্তর রোগীর মুখ, কর্ণ, নাসিকা অনাবৃত রাখিয়া পদ হইতে গলা পর্য্যন্ত শুক্ল বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিবে, পরে একখানি পাত্রে ধূম শূন্য অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া তন্মধ্যে উক্ত বটী একটী নিক্ষেপ করিয়া রোগীর গাত্রাবরণের মধ্যে রাখিবে। এইরূপে সেই পাত্রস্থ অগ্নি হইতে যে ধূম নির্গত হইবে, তাহা সর্ব্বাঙ্গে লাগিবে। রোগের প্রাবল্য থাকিলে দুইটী বা ৪টীর ধূম গ্রহণ করান যাইতে পারে। এই ক্রিয়া প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে সম্পন্ন করাই বিধেয়। এইরূপে ধূম গ্রহণ করা হইলে

দাপয়েৎ। তং ধূমং পরিগৃহ্লীয়াৎ নরোবস্ত্রাদিবেষ্টিতঃ॥ মুখনাসা-কর্ণবহির্নিশ্বাসস্য বিরোধতঃ। স্বেদে জাতেঽস্য নৈরুজ্যং সায়ং প্রাতর্দ্দিনত্রয়ম্॥ মাষমাত্রন্তু পথ্যাশী শাকাম্লদধিবর্জ্জনম্। গুর্ব্বন্ন-পায়সাদীনি অপথ্যানি বিবর্জয়েৎ॥ দিনত্রয়ে ব্যতীতে তু স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ। এবং ধূমকৃতে শান্তির্ব্রণাশ্চ পিড়কা অপি। অথ শোথশ্চামবাতঃ খঞ্জতা পঙ্গুতাপি চ॥ কুষ্ঠোপদংশশান্ত্যর্থং ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪॥

লেপঃ।

বিষতিন্দুং লৌহপাত্রে মলাক্তে লিম্বুকদ্রবৈঃ। ঘর্ষেৎ কৃষ্ণসুধামূলং প্রত্যেকং মাষিকং দৃঢ়ম্॥ তুত্থং তদনুসূতঞ্চ লৌহদণ্ডেন তদ্‌যুতম্। সর্ব্বং তদেকতাং যাতং তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ॥ লেপে শুষ্কে পুনর্লেপং দদ্যাৎ শুষ্কে পুনস্তথা। শুষ্কং ন ভ্রংশয়েল্লেপং শুষ্কস্যোপরি দাপয়েৎ॥ ১৫॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামুপদংশচিকিৎসা।

শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা ঘর্ম্ম পুছিয়া ফেলিবে। এই উপায়ে তিন দিন ধূম গ্রহণ করিলেই রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, নিয়ত ধূম গ্রহণ করা উচিত নহে। ৫।৭ দিন অন্তর উহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ধূম গ্রহণ করিয়া একমাস পর্য্যন্ত পথ্যভোজী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। শাক, অম্ল, দধি, গুরুপাক দ্রব্য পায়সাদি পরিত্যাগ করিবে। ধূম গ্রহণ করার তিন দিন পরে উষ্ণ জলে স্নান করিবে। ইহা দ্বারা ব্রণ, পীড়কা, শোথে, আমবাত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪॥

প্রলেপ।

বিষ তিন্দুক (কুচিলা) প্রথমতঃ লোহার হামালদিস্তাতে কুট্টিত করিবে, পরে ময়লাধরা (মরিচাধরা) লোহার পাত্রে উহা রাখিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিতে থাকিবে, আর নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ক্রমশঃ উহাতে দিবে। সিজের মূল, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতিয়া ও পারদ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিতে করিতে মিশ্রিত হইলে তদ্দ্বারা লিঙ্গনালস্থ ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে। এইরূপে যাহা একবার দেওয়া হয়, তাহা শুষ্ক হইলে তদুপরি পুনঃ প্রলেপ দিবে, সুতরাং শুষ্ক প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে না। এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দেওয়াতে ক্ষত শুষ্ক হইলে আপনা হইতেই উহা উঠিয়া যাইবে॥ ১৫॥

উপদংশরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

শূকদোষ-চিকিৎসা।

হিতঞ্চ সর্পিষঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনম্॥ হিতংশোণিতমোক্ষশ্চ যচ্চাপি লঘুভোজনম্॥ ১॥ সর্ষপীং লিখিতাং সূক্ষ্মৈঃ কষায়ৈরব-চূর্ণয়েৎ। তৈরেবাভ্যঞ্জনং তৈলং সাধয়েদ্ব্রণরোপণম্॥ ২॥ ক্রিয়েয়মধিমন্থেঽপি রক্তস্রাব্যং তথোভয়োঃ॥ ৩॥ অষ্ঠীলায়াং কৃতে রক্তে শ্লেষ্মগ্রন্থিবদাচরেৎ॥ ৪॥ কুম্ভিকায়াং হরেদ্রক্তং পক্বায়াং শোধিতে ব্রণে। তিন্দুক-ত্রিফলা-লোধ্রৈ লেপস্তৈলঞ্চ রোপণম্॥ ৫॥ অলজ্যাং হৃতরক্তায়ামরমেব ক্রিয়াক্রমঃ॥ ৬॥ স্বেদয়েৎগ্রথিতং স্নিগ্ধং নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্॥ সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ॥ ৭॥ উত্তমাখ্যান্তু পিড়কাং সংছিদ্য বড়িশো-দ্ধৃতাম্॥ কল্কৈঃ শ্চূর্ণৈঃ কষায়ৈশ্চ ক্ষৌদ্রযুক্তৈরুপাচরেৎ॥ ৮॥ ক্রমঃ পিত্তবিসর্পোক্তঃ পুষ্করী মূঢ়য়োর্হিতঃ॥ ৯॥ ত্বক্‌পাকে স্পর্শ-হান্যাঞ্চ সেচয়েন্মৃদিতং পুনঃ। বলাতৈলেন কোষ্ণেন মধুরৈ শ্চোপ-

শূকদোষ চিকিৎসা।

উপযুক্ত ঔষধদ্রব্যের সহিত পাচিত ঘৃত সেবন, বিরেচক (দাস্তকারক) দ্রব্য, রক্তমোক্ষণ এবং লঘু আহার শূকদোষাক্রান্ত রোগীর পক্ষে হিতসাধক॥ ১॥

সর্ষপী নামক ফুস্কুড়িকে অস্ত্র দ্বারা লেখন করিয়া তাহাতে কষায়বর্গোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ লাগাইয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন উক্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মালিশ করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্তাবিত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২॥

উক্ত উপায়ে অধিমন্থেরও প্রতীকার করিবে। সর্ষপী ও অধিমন্থ, এই উভয় অবস্থাতেই রক্ত মোক্ষণ ব্যবস্থেয়॥ ৩॥

অষ্ঠীলা হইতে রক্তস্রাব করা হইলে কফ জনিত গ্রন্থির বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে॥ ৪॥

কুম্ভিকার আমাবস্থায় (অপক্কাবস্থায়) তাহা হইতে রক্তস্রাব করিবে। কিন্তু পক্কাবস্থায় রক্তস্রাব করিবে না। সুতরাং ব্রণশোষক দ্রব্য দ্বারা পক্কাবস্থায় চিকিৎসা করিবে। তিন্দুক (গাঁব), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লোধকাষ্ঠ; ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বা উহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া মালিষ করিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে॥ ৫॥

অলজী হইতে প্রথমতঃ রক্তস্রাব করিবে। পরে কুম্ভিকোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে॥ ৬॥

স্নেহ দ্বারা গ্রথিতাকে স্নিগ্ধ করিয়া নাড়ীস্বেদ দিবে। পরে স্নিগ্ধ ও অল্প উষ্ণ পদার্থ দ্বারা প্রলেপ দিবে। ইহাদ্বারা গ্রথিতার শান্তি হইয়া থাকে॥ ৭॥

উত্তমাখ্য শূকদোষ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া বড়িশ যন্ত্রদ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিবে। তদনন্তর কষায়বর্গোক্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে॥ ৮॥

পুষ্করী ও মূঢ়াখ্য শূক দোষে পিত্তজ বিসর্পোক্ত বিধানানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। এইরূপে উক্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে॥ ৯॥

নাহয়েৎ ॥ ১০ ॥ রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতা শতপোনকে। পৃথক্‌পর্ণ্যাদিসিদ্ধন্তু তৈলং দেয়মনন্তরম্ ॥ ১১ ॥ রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়া শোণিতজেঽর্ব্বুদে। কষায়কল্কসর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াম্ শোধনে রোপণে চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ ॥ ১২ ॥ অর্ব্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকম্ ॥ প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ তেষাং প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বেষাং শূকদোষাণাং ক্রিয়াং ব্রণবদাচরেৎ ॥ উপদংশাধিকারোক্তমৌষধং শূকদোষতঃ ॥ ১৪ ॥

দার্ব্বীতৈলম্।

দার্ব্বী-সুরস-যষ্ট্যাহ্ব গৃহধূমনিশাযুগৈঃ ॥ তৈলমভ্যঞ্জনে পানে মেঢ্র-রোগং নিবারয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শূকদোষচিকিৎসা।

ত্বক্ পাকিলে এবং স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত হইলে সদ্যোক্ত বলাতৈল পীড়িত স্থানে মালিশ করিবে। এতদ্ভিন্ন মধুর দ্রব্যদ্বারা প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১০ ॥

শতপোনক রোগ অস্ত্র দ্বারা লেখন করিয়া সালসারাদির সার, পটোল ও ত্রিফলা দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে। ইহার নাম রসক্রিয়া। তদনন্তর পৃথক্‌পর্ণ্যাদির সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১১ ॥

রক্তার্ব্বুদের চিকিৎসা-বিধানানুসারে শূকদোষ জনিত রক্তার্ব্বুদের চিকিৎসা করিবে। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে কল্ক, কষায় (ক্বাথ), তৈল, ঘৃত, চূর্ণ এবং সালসারাদি দ্বারা রসক্রিয়াও করা যাইতে পারে ॥ ১২ ॥

অর্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি এবং তিলকালক নামক শূকদোষ অচিকিৎসনীয়। অতএব চিকিৎসক উহাদের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে রোগীর অভিভাবকে রোগের অসাধ্যতার বিষয় জ্ঞাপন করিবে। তৎপরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। পরন্তু যে রোগ অসাধ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবে, তাহার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা কি? এই আপত্তি কাহারও মনে উদয় হইতে পারে। সেই আপত্তি ভঞ্জনার্থ ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত,—যে রোগ অন্তর্হিত হইবে না, তাহারও চিকিৎসা দ্বারা প্রাবল্য দূরীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাও রোগীর পরম লাভ ॥১৩॥

সর্ব্ব প্রকার শূকদোষেই ব্রণবৎ ক্রিয়া করিবে। বিশেষতঃ উপদংশোক্ত ঔষধ সমস্ত শূকদোষে প্রযোজ্য ॥ ১৪ ॥

দার্ব্বীতৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে নিফেন করিয়া নামাইবে। পরে কিঞ্চিৎ শীতল হইলে কুট্টিত একছটাক হরিদ্রা জলসিক্ত করিয়া তৈলে ক্রমশঃ দিবে। তদনন্তর কুট্টিত একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা জলের সহিত তৈলে দিবে। পরিশেষে লোধ, নালুকা, মুথা হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেওয়ার মূল বা বচ ও বালাপাতা প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ,—দার্ব্বী (দারু হরিদ্রা), তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহধূম (ঝুল), হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রা (এক জিনিশ দুইবার উল্লেখ থাকিলে দুইভাগ দিতে হয়); এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিবে। পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মালিশ ও পান করিলে লিঙ্গ নালস্থ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥১৫॥

শুকদোষ চিকিৎসা সমাপ্ত।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

চিকিৎসাসূত্রম্।

বাতোত্তরেষু সর্পি র্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু। পিত্তোত্তরেষু মোক্ষোরক্তস্য বিরেচনং চাগ্রম্॥ (বাতেত্যাদি;—বাতোত্তরেষু সর্পিরিত্যুপলক্ষণং, তেন তৈলাভ্যঙ্গোঽপি বোধ্যঃ। অগ্রমিতি সর্পিরাদিষু সর্পিরগ্রং প্রথমং কার্য্যং, তদনু বক্ষ্যমাণা চিকিৎসা কার্য্যা। বহুশ ইতি বলরক্ষণার্থং স্তোকং স্তোকং দোষনির্হরণেন পুনঃ পুনঃ শোধ্যঃ, একদা হি ভূরিদোষহরণেন বলক্ষয়ঃ প্রাণাত্যয়শ্চ ভবেদিতি)॥ ১॥

পথ্যম্।

পুরাণধান্যানি চ জাঙ্গলানি মাষানি মুদ্গাশ্চ পটোলযুক্তাঃ। যবাদয়শ্চাত্র হিতাঃ পুরাণা ঘৃতানি শাকানি চ তিক্তকানি। (অত্র পুরাণশব্দো ধান্য মাষ মুদ্গ যবাদিভিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে)॥ ২॥

তন্ত্রান্তরে।

পুরাণাঃ শালিগোধূমমুদ্গাদ্যাঃ কুষ্ঠিনোহিতাঃ। তিক্তশাকং জাঙ্গলঞ্চ পানাদৌ খদিরোদকম্॥ ৩॥ যে লেপাঃ কুষ্ঠানাং যুজ্যন্তে নির্গতাস্রদোষাণাম্। সংশোধিতাশয়ানাং সদ্যঃ সিদ্ধি র্ভবেত্তেষাম্॥ [যে লেপা ইত্যাদি;—নির্গতোঽস্রগতো দোষে যেষাং তে নির্গতাস্রদোষাঃ। সংশোধিতাশয়ানামিতি বমন-বিরেচনাভ্যাং সংশোধিত-

কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা।

চিকিৎসা সূত্র।

বায়ু প্রধান কুষ্ঠরোগে প্রথমতঃ ঔষধ সহযোগে পাচিত ঘৃত পান ও তৈলমালিশ প্রশস্ত। কফ প্রধান কুষ্ঠে বমন এবং পিত্ত প্রধান কুষ্ঠে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচনক্রিয়া (দাস্তকারক উপায়) হিতকর। এতদ্ভিন্ন অল্প কুষ্ঠে পুচ্ছন (অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব করণোপযোগী ক্রিয়াবিশেষ), মহা কুষ্ঠে শিরাব্যধন (শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ), বহুদোষ বিশিষ্ট কুষ্ঠে বলের অবিরোধী ভাবে পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় দোষ নিঃসারণার্থ সংশোধন ঔষধ (বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ) প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কিন্তু রোগী বমন ও বিরেচনের অযোগ্য হইলে (দৌর্ব্বল্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইলে) বমন ও বিরেচন ক্রিয়া হিতকর নহে॥ ১॥

পথ্য ব্যবস্থা।

পুরাতন শালিতণ্ডুল, মাষ, মুগ, যব এবং জাঙ্গলমাংস, পটোল ও তিক্তশাক (হিলেঞ্চা প্রভৃতি) কুষ্ঠ রোগীর আহারার্থ ব্যবস্থেয়॥ ২॥

গ্রন্থান্তরে এরূপ দৃষ্ট হয়,—পুরাতন শালি তণ্ডুল, গোধূম (ময়দা), মুগ, তিক্তশাক, জাঙ্গলমাংস এবং খদিরোদক কুষ্ঠ রোগীর পক্ষে হিতকর॥ ৩॥

যে কুষ্ঠ রোগীর রক্তমোক্ষণ ও রক্তগত দোষ নিঃসারিত করা হইয়াছে এবং বমন ও

ভুম্বী মৃগাদনী ॥ নিশা দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥ আরগ্বধো ভৃঙ্গরাজো জয়া
ধুস্তূর রাত্রয়ঃ। ইন্দ্রাশনাগ্নিখর্জ্জুরং গোময়ার্ক স্নুহীচ্ছদম্ ॥ তৈলতুল্যং
প্রদাতব্যং স্বরসঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। মহাকাল বচা ব্রহ্মী তুম্ব্যগ্নি গৃহ-
পুত্রিকা ॥ কুচেলা কুলকারাত্রি মেঘনামা চ গ্রন্থিকা। সম্পাকমর্ক-
ক্ষীরঞ্চ কাসুন্দেশ্বরমূলকম্ ॥ আচু জিঙ্গী মহাতিক্তা বিশালা ছুরিপত্র-
কম্। পূতিকাস্ফোতমূর্ব্বা চ সপ্তপর্ণ শিরীষকম্ ॥ কুটজং পিচুমর্দ্দশ্চ
মহানিম্বং তথৈব চ। গুড়ূচী চন্দ্ররেখা চ সোমরাট্ চক্রমর্দ্দকম্ ॥
তুম্বুরু ভৃঙ্গজষ্ট্যাহ্ব কন্দকং কটুরোহিণী। শটী দার্ব্বী ত্রিবৃৎপদ্ম-
গ্রন্থিকাগুরু পুষ্করম্ ॥ কর্পূরং কট্ফলং মাংসী মুরৈলাটরুষাভয়ম্।
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈ র্নাম্না কন্দর্প উচ্যতে ॥ অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং
গ্রন্থি মজ্জগতং তথা। হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধিগলিতং কূর্পসন্ধিষু ॥ অধি-
কানি চ মাংসানি যস্য গাত্রে ভবিষ্যতি। নাসাকর্ণাস্যবৈকল্যং ভেকা-
কার বপু স্ত্বচম্ ॥ শ্বেতং রক্তং তথা কুষ্ঠং নানাবর্ণং বিপাদিকম্।

নিক্ষেপ করিবে পরে কুট্টিত একপোয়া মঞ্জিষ্ঠা কিঞ্চিৎ জল সহযোগে দিবে, তদনন্তর লোধ, মুথা ও নালুকা প্রভৃতি মূর্চ্ছাদ্রব্যগুলি দিয়া ষোলসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। পরে মূর্চ্ছাদ্রব্য-গুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তৈলে কল্ক রূপে দিবে। তদ্ যথা,—মহাকাল (মাকালফল), বচ, ব্রহ্মীশাক, তিতলাউ, চিতার মূল, গৃহপুত্রিকা (জীবপত্রী), কুচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুথা, পিপুল মূল, শোণালুর (সোঁদাইলের) ছাল, আকন্দের ক্ষীর, কাল-কাসন্দার মূল, ঈশ্বরমূল (শিবজটার মূল), আচু (আকুচপত্র), জিঙ্গী (মঞ্জিষ্ঠা), মহাতিক্তা (কালমেঘ), রাখালশসা, ছুরিপত্র (কালবেত), পূতি (ডহরকরঞ্জার ছাল), আস্ফোতা (হাপরমালীর মূল), মূর্ব্বা (সূচীমুখী, গোরাচক্র) ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুটজের (কুড়চির ছাল), পিচুমর্দ্দ (নিমছাল), মহানিমের ছাল, গুলঞ্চ, চন্দ্ররেখা (হাকুচবীজ), সোম-রাজী, চাকুন্দ্যা (বনএলাইচ), তুম্বুরু, ভৃঙ্গরাজ, যষ্টিমধু, কন্দক (ওল), কট্কী, শটী, দারু-হরিদ্রার ছাল, তেউড়ীর মূল পদ্মকাষ্ঠ, গেঠেলা (গাঠিয়ান), অগুরু, কুড়, কর্পূর কট্ফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, ছোটএলাচি, বাসকমূল ও হরীতকী; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। ক্বাথার্থ—ছাতিমছাল, কালী (কালীয়ালতা), গুড়ূচী (গুলঞ্চ), নিমছাল, শিরীষছাল, মহাতিক্তা (মহানিম, কেহ কেহ বলেন কালমেঘ), জয়ন্তীপত্র, তুম্বী (তিতলাউ), মৃগাদনী (গোরক চাউলা, কেহ কেহ বলেন রাখালশসা) ও হরিদ্রা প্রত্যেকে ১০ পল (একসের একপোয়া) পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিবে, পরে গোমূত্র ষোলসের দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর শোণালুপত্রের (সোঁদা-ইল পাতার) রস ৪ সের, ভৃঙ্গরাজের রস ৪ সের, জয়ন্তীপত্রের রস ৪ সের, ধুতূরাপাতার রস ৪ সের, হরিদ্রার রস ৪ সের, সিদ্ধিপাতার রস (ভাঙ্গের রস) ৪ সের (সিদ্ধির রস অভাব হইলে ক্বাথ দেওয়া যাইতে পারে), চিতার রস ৪ সের, খেজুর পাতার রস (অভাবে ক্বাথ) ৪ সের, গোময় রস (গোবরের রস) ৪ সের, আকন্দ পত্রের রস ৪ সের এবং সিজপত্রের রস

শ্বিত্রং চতুর্ব্বিধঞ্চৈব বাতশোণিতমেব চ ॥ কাপালং ক্রিমিজং কুষ্ঠং কণ্ডু দদ্রুবিচর্চ্চিকাম্। পামাদি স্ফোটকা নীলী ক্রিমিবৃদ্ধিং তথৈবচ। কীটদদ্রু মসূরী চ কিটিমং রক্তমণ্ডলম্। কুষ্ঠমৌডুম্বরং পদ্মং মহাপদ্মং তথৈব চ॥ গলগণ্ডার্ব্বুদং হন্যাদ্‌গণ্ডমালাং ভগন্দরম্। বাতজং পিত্তজঞ্চৈব শ্লেষ্মজং সান্নিপাতিকম্॥ একোল্বনং দ্ব্যুল্বনঞ্চ কুষ্ঠং হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

কন্দর্পসার তৈলম্।

সপ্তপর্ণস্তথা কালী গুড়ূচী পিচুমর্দ্দকম্। শিরীষশ্চ মহাতিক্তা শটী তালী মৃগাদনী ॥ নিশা দশ পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। কটুতৈলস্য পাত্রার্দ্ধং গোমূত্রং তৎসমং ভবেৎ। আরগ্বধং ভৃঙ্গরাজং জয়া ধুস্তূর রাত্রায়ঃ ॥ ইন্দ্রাশনেন্দু খর্জ্জূর গোময়ার্ক স্নুহীচ্ছদং। তৈলতুল্যং প্রদাতব্যং স্বরসঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ মহাকালবচাব্রহ্মী তুম্ব্যগ্নি গৃহপুত্রিকা। কুচেলাকুলকং রাত্রির্মুস্তকং গ্রন্থিকং তথা ॥ সম্পাকমর্কক্ষীরঞ্চ কাসমর্দ্দেশ্বরী-জটা। আচু-জিঙ্গী মহাতিক্তা বিশালা ছুরিপত্রিকা ॥ উপোদিকাস্ফোতমূর্ব্বা সপ্তপর্ণা শিরীষকম্। কুটজঃ পিচুমর্দ্দশ্চ মহানিম্বস্তথৈব চ॥ গুড়ূচী চেন্দুলেখা চ মোর-টঞ্চক্রমর্দ্দকম্। তুম্বুরু-ভৃঙ্গ-যষ্ট্যাহ্ব কদরং বটরোহকম্ ॥ শটী দার্ব্বী ত্রিবৃৎ পদ্ম গ্রন্থিকাগুরু পুষ্করম্। কর্পূরং কট্‌ফলং মাংসী মূর্ব্বৈলা-রুষাভয়া ॥ এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈ র্নাম্না কন্দর্প মুচ্যতে ॥ ৬৬ ॥

---

৪ সের ক্রমশঃ তৈলে দিয়া পাক করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ অপনীত হইয়া থাকে।

(কন্দর্পসার তৈল কুষ্ঠরোগের একটী মহৌষধ। এই গ্রন্থে কুষ্ঠরোগে যত প্রকার তৈল উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কন্দর্পসার তৈলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এজন্যই শিক্ষিত ও বহুদর্শী চিকিৎসকগণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমরাও এই প্রস্তাবিত তৈল প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি) ॥ ৬৫ ॥

কন্দর্পসার তৈল।

কটুতৈল ৮ সের। কাথ্যদ্রব্য—ছাতিম, কালিয়ালতা, গুড়ূচী, নিমছাল, শিরীষ, (কালমেঘ, শটী, তালী (তালমূলী) মৃগাদনী (রাখালশসা), হরিদ্রা প্রত্যেকে ১ সের, জল ১।৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের।

স্বরস।—শোণালু, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তী, ধুতূরা, হরিদ্রা, ভাঙ্গ, ইন্দু (কুটজ), খেজুরপত্র, গোময়রস, আকন্দ, মনসা ইহাদের প্রত্যেকের রস ৮ সের।

কল্ক।—মহাকাল, বচ, ব্রহ্মীশাক, তিতলাউ, চিতার মূল, গৃহপুত্রিক (জীবপত্রী), কুচিলা, পলতা, হরিদ্রা, মুথা, পিপ্পলীমূল, সম্পাক (সোঁদাইল), আকন্দক্ষীর, কালকাসুন্দা, ঈশ্বরের-মূল (শিবজটা), হাকুচপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মহাতিক্তা (কালমেঘ), রাখালশসা, করবীর মূল, উপোদিকা (পুঁইশাক), হাপরমালী, সূচীমুখী, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুটজ, নিম, মহানিম্ব, গুলঞ্চ, সোমরাজী, মোরট (হস্তিপর্ণী), চাকুন্দ্যা, তুম্বুরু, ভৃঙ্গরাজ, যষ্টিমধু, বিট্‌খদির, বটের ঝুরি, শটী,

অমৃতভল্লাতকম্।

ভল্লাতকানাং পবনোদ্ধৃতানাং বৃন্তচ্যুতানাঞ্চ যদাঢ়কং স্যাৎ। তচ্চেষ্ট-চূর্ণ-কণৈর্ব্বিঘৃষ্য প্রক্ষালয়িত্বা বিসৃজেৎপ্রবাতে॥ শুষ্কং পুনস্তদ্দ্বিদলীকৃতঞ্চ ততঃ পচেদপ্সু চতুর্গুণাসু। তৎপাদশেষং পরিপূত শীতং ক্ষীরেণ তুল্যেন পুনঃ পচেত্তু॥ তৎপাদশেষং পুনরেব শীতং ঘৃতেন তুল্যেন পুনঃ পচেত্তু। তদর্দ্ধয়া শর্করয়া বিকীর্ণং ততঃ খজেনোম্মথিতং বিধায়॥ তৎসপ্তরাত্রাদুপজাতবীর্য্যং সুধারসাদপ্যধিকত্বমেতি। প্রাতর্ব্বিশুদ্ধঃ কৃতদেবকার্য্যো মাত্রাঞ্চ খাদেৎ স্বশরীরযোগ্যাম্॥ ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি। ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ। যথেষ্টচেষ্টোবিহিতোপযোগাদ্ভবেন্নরঃ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ॥ অনন্যমেধা নরসিংহতেজা হৃষ্টেন্দ্রিয়োঽব্যাহতবুদ্ধিসত্বঃ। দন্তাশ্চ শীর্ণাঃ পুনরুদ্ভবন্তি কেশাশ্চ শুক্লাঃ পুনরেব দিব্যাঃ॥ নীলাঞ্জনানাং প্রতিমা ভবন্তি ত্বচো বিবর্ণাঃ পুনরেব দিব্যাঃ। বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলিনাসিকোঽপি ক্রিম্যর্দ্দিতোভিন্নগলোঽপি কুষ্ঠী॥ শোঽপি ক্রমাদঙ্কুরিতাগ্রশাখ স্তরু র্যথা ভাতি নভোঽম্বুসিক্তঃ। উষ্ট্রান্ ময়ূরান্ জয়তি স্বরেণ বলেন নাগস্তুরগো জবেন॥ রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রসাদাদ্বৃহস্পতেরপ্যধিকোঽপি বুদ্ধ্যা। গ্রন্থান্ বিশালান্ পুনরুক্তিদোষান্ গৃহ্লাতি শীঘ্রং নচ নশ্যতে তু॥ কুর্বন্নিমং কল্পমনল্পবুদ্ধির্জীবেন্নরো বর্ষশতানি পঞ্চ। রাজা হ্যয়ং সর্ব্বরসায়নানাং চকার যোগং ভগবানগস্ত্যঃ॥ ৬৭॥

মহাভল্লাতকগুড়ঃ।

নিম্বং গোপারুণা কট্বী ত্রায়ন্তী ত্রিফলাঘনম্। পর্প্পটাবল্গুজানন্তা

দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, পদ্মকাষ্ঠ, গাঠিয়ান, অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্‌ফল, জটামাংসী, মূর্ব্বা, এলাচি, বাসক, হরীতকী প্রত্যেকে ২ তোলা॥ ৬৬॥

অমৃত ভল্লাতক।

বৃক্ষ হইতে (আপনা হইতে) পতিত সুপক্ব ভেলা আট্‌সের গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করিয়া ইষ্টক চূর্ণের সহিত আলোড়িত ও ঘর্ষিত করিয়া জলে ধোত করিবে, পরে প্রবল বায়ু যুক্ত-স্থানে রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। তদনন্তর ঐ ভেলা ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আট্‌সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে, পরে উক্ত কাথ ও দুগ্ধ আট্‌সের একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনঃ তাহাতে আট্‌সের ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং তাহাতে চারিসের চিনি মিশ্রিত করিবে এবং শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া বীর্য্য বর্দ্ধনার্থ ৭ দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর রোগীকে উপযুক্ত পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আহার বিহার সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। ইহা কুষ্ঠ ও গলিত কুষ্ঠ নাশক এবং ইহার অগ্নি বর্দ্ধক শক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকায় শরীরের লাবণ্য ও বুদ্ধির প্রখরতা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৬৭॥

মহাভল্লাতক গুড়।

নিমছাল, শ্যামলতা, আতুষ, কট্‌কী, বলালতা (বলাডুমুর), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

বচা খদিরচন্দনম্॥ পাঠা শুণ্ঠী শটী ভার্গীবাসা ভূনিম্ববৎসকম্। শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা বিড়ঙ্গেন্দ্র বিষানলম্॥ হস্তিকর্ণামৃতাদ্রেকা পটোল রজনীদ্বয়ম্। কণারগ্বধসপ্তাহ্ব কৃষ্ণবেত্রোচ্চটাফলম্॥ ভূকন্দং তৃণপর্ণঞ্চ জিহ্বা পদ্মা চ মূষলী। বিশ্বক্সেনা চ কৈটর্য্য শরপুঙ্খা চ কঞ্চুকী॥ এষাং দ্বিপলিকান্ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। অষ্ট-ভাগাবশেষস্তু কষায়মবতারয়েৎ॥ ভল্লাতকসহস্রাণি ত্রীণি ছিত্বা-র্ণেহম্মসি। চতুর্ভাভাবশেষস্তু কষায়মবতারয়েৎ॥ তৌ কষায়ৌ সমাদায় বস্ত্রপূতৌ চ কারয়েৎ। গুড়স্য তু তুলা তাভ্যাং কষায়ং বিপচেদ্ভিষক্॥ ভল্লাতকসহস্রাণাং মজ্জানং তত্র দাপয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং সৈন্ধবানাং পলং পলম্॥ দীপকস্য পলঞ্চৈব চাতু-র্জ্জাতং পলাংশিকম্। সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেদত্র গন্ধকঞ্চ চতুষ্পলম্॥ স্নিগ্ধ-ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্। মহাভল্লাতকোহ্যেষ মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥ জগতস্তু হিতার্থায় জয়েচ্ছীঘ্রং নিষেবিতঃ। শ্বিত্রমৌডুম্বর দদ্রুমৃষ্যজিহ্বং সকাকণম্॥ পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা। কণ্ডুং কপাল কণ্ডুঞ্চ পামানং সবিপাদিকম্॥ বাতরক্ত-মুদাবর্ত্তং পাণ্ডুরোগং ব্রণক্রিমীন্। অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্॥ সদাভ্যাসেন পলিতমামবাতং সুদুস্তরম্। অনুপানে প্রয়োক্তব্যং ছিন্নাক্বাথং পয়োহথ বা॥ ভোজনে চ সদা ভোজ্যমুষ্ণ-ঞ্চান্নং বিশেষতঃ॥ ৬৮॥

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, সোমরাজী, অনন্তমূল, বচ, খদির বৃক্ষের ছাল, রক্তচন্দন, আকনদ (আকন্দীলতা), শুঁঠ, শটী, ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী), বাসক, চিরতা, কুটজের ছাল (কুড়চি), বৃদ্ধদারক (বিস্তাড়ক), ইন্দ্রবারুণী (রাখাল শসা), মূর্ব্বা (সূচীমুখী, গোরাচক্র), বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতার মূল, হস্তিকর্ণ, পলাশের ছাল, গুলঞ্চ, মহানিম, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, শোণালুফল (সোঁদাইলের আটা), ছাতিম ছাল, কালিয়ালতা, ওকড়া, ওল, তৃণপর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দ্যা বীজ (বন এলাইচ বীজ), তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কট্ফল, শরপুঙ্খ (বননীল) ও শিরীষ ছাল; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া একত্র ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ভেলা ৩০০০টা গ্রহণ পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই উভয়বিধ ক্বাথ একত্র করিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড় সাড়ে বারসের মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং ভেলা একহাজার গ্রহণ করিয়া তাহার মজ্জা উহাতে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে, প্রক্ষেপার্থ,—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, মুথা, সৈন্ধবলবণ ও যমানী প্রত্যেকে ৮ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি ও নাগকেশর প্রত্যেকে দুইতোলা এবং গন্ধক ৩২ তোলা; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, পাণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, অর্শ, কাস, শ্বাস, ভগন্দর ও আমবাত নাশক। এই ঔষধ গুলঞ্চের রস বা দুগ্ধের সহিত সেব্য॥ ৬৮॥

অমৃতাঙ্কুরলৌহম্ ॥

হুতাশমুখসংশুদ্ধঃ পলমেকং রসস্য বৈ। পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ ॥ গন্ধকস্য পলঞ্চৈকমভ্রকস্য চ গুগ্‌গুলোঃ। হরীতকী-বিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ ॥ অষ্টমাষাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণি-তলানি ষট্। ঘৃতং দ্ব্যষ্টগুণং লোহাৎ দ্বাত্রিংশত্রিফলাজলম্ ॥ এবং কৃত্বা পচেৎপাত্রে লৌহে চ বিধিপূর্ব্বকম্। পাকমেতস্য জানিয়াৎ কুশলো লোহপাকবিৎ ॥ বিবুদ্ধঃ প্রাতরুত্থায় গুরু দেব দ্বিজার্চ্চকঃ। রক্তিকাদিক্রমেণৈব ঘৃতভ্রামরমর্দ্দিতম্ ॥ লৌহে লোহস্য দণ্ডেন কুর্য্যাদেতদ্রসায়নম্। অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ ॥ সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্। পাণ্ডুমেহামবাতঘ্নং বাত-রক্তরুজাপহম্ ॥ ক্রিমি-শোথাশ্মরী-শূল-দুর্নামবাতরোগনুৎ। ক্ষয়ং হন্তি মহাশ্বাসম্ অত্যর্থং শুক্রবর্দ্ধনম্ ॥ অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং কান্ত্যা-য়ুর্ব্বলবুদ্ধিকৃৎ। বিবর্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ সেব্যোরসো জাঙ্গলজা-বিকানাম্ ॥ শাল্যোদনং ষষ্টিকমাজ্যমুদ্গ ক্ষৌদ্রং গুড় ক্ষীরমিহ ক্রিয়ায়াম্। শালিঞ্চ গুর্ব্বাদি বৃহৎকরঞ্জ শিলাজতু ক্ষৌদ্রযুতং পয়শ্চ ॥ সর্পির্যুতং ভক্ষয়তোবিহঙ্গান্ প্রপূর্য্যতে দুর্ব্বলদেহধাতুঃ। কৃষ্ণস্য পক্ষস্য সিতে তু পক্ষে ত্রিপঞ্চরাত্রেণ যথা শশাঙ্কঃ ॥ পাক-লক্ষণং যথা।—বস্ত্রে নিষ্পীড়িতং সূক্ষ্মে স্থূলতন্তৌ ঘনে দৃঢ়ে। সমুদ্রং জায়তে ব্যক্তং ন নিঃসরতি সন্ধিভিঃ ॥ নচ শব্দায়তে বহ্নৌ তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ) ॥ ৬৯ ॥

অমৃতাঙ্কুর লৌহ।

অগ্নি শোধিত পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া প্রস্তরময় পাত্রে রাখিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং উত্তপ্ত তাম্রপাত্র দ্বারা সেই পিণ্ডের উপর চাপ দিবে। এইরূপ করিলে ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ পর্পটীর আকার ধারণ করিবে। তদনন্তর উহার সহিত সোহাগা একতোলা মিশ্রিত করিয়া একখানি মুছিতে রাখিয়া মুখ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া ঘুইটার অগ্নিতে স্থাপন করিবে। এইরূপে যতক্ষণ গন্ধকের গন্ধ বহির্গত না হইবে, ততক্ষণ অগ্নিতে রাখিবে। সুতরাং গন্ধকের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইলেই উহা তুলিয়া লইবে, পরে উক্ত মুছি হইতে পাচিত কজ্জলী বহিষ্কৃত করিয়া লইবে। তদনন্তর লৌহভস্ম ৮ তোলা, তাম্র-ভস্ম ৮ তোলা, শোধিত ভেলা ৮ তোলা, অভ্রভস্ম ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা, ঘৃত ১৬ পল (দুইসের) ও ত্রিফলার ক্বাথ ৪ সের: এই দ্রব্যগুলি একত্র পাক করিতে থাকিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে হরীতকী ও বহেড়া চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা, আমলকী চূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাষা উহাতে দিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ একরতি হইতে সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইবে এবং পরে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। মধুর সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করার পর দুগ্ধ বা নারিকেলের জল পান করিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ ও ব্রণ নাশক, বল, বর্ণ ও বীর্য্য বর্দ্ধক। শাক, অম্ল ও স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। জাঙ্গল ও আবিক (মেষ) মাংসের রস, শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত, মধু, গুড়, দুগ্ধ, মুগ এবং মসূর প্রভৃতি দাইলের যূষ সেব্য ॥৬৯॥

উদয়ভাস্করঃ।

গন্ধকেন হতং তাম্রং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ। উষণং পঞ্চভাগং স্যা-দমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকম্॥ দাতব্যং কুষ্ঠিনে সম্যগনুপানস্য যোগতঃ। গলিতে স্ফুটিতে চৈব বিপুলং মণ্ডলে তথা॥ বিচর্চ্চিকাঃ দদ্রুপামা সর্ব্বকুষ্ঠপ্রশান্তয়ে॥ ৭০॥

রসমাণিক্যম্।

তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ। সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্যাম্লেন তথৈব চ॥ শোধয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েত্তণ্ডুলাকৃতিঃ। ততঃ শরাবকে যন্ত্রে স্থাপয়েৎকুশলো ভিষক্॥ বদরীপল্লবোত্থেন লেপনং কারয়েত্ততঃ। অরুণাভমধঃ পাত্রং তাবৎজ্বালা প্রদীয়তে॥ স্বাঙ্গ-শীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভো ভবেদ্রসঃ। ঘৃতক্ষৌদ্রেণ সংমর্দ্দ্য খাদ-য়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্॥ সংপূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্বিমুচ্যতে। স্ফুটিতং গলিতং কুষ্ঠং বাতরক্তং ভগন্দরম্॥ নাড়ীব্রণং ব্রণং দুষ্টমুপদংশং বিচর্চ্চিকাম্। নাসাস্যসম্ভবান্ রোগান্ ক্ষতান্ হন্যাৎসুদারুণান্॥ পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা॥ ৭১॥

তালকেশ্বরঃ।

কুষ্মাণ্ডত্রিফলাতৈলকন্যাকাঞ্জিকভাবিতম্। তালকং তুল্যগন্ধং স্যা-দর্দ্ধপারদমর্দ্দিতম্॥ অজাক্ষীরেণ নিম্বূক কন্যা তোয়ৈ দিনত্রয়ম্। প্রত্যেকং ভাবয়েৎ শুষ্কং চক্রিকাকারতাং গতম্॥ বিপচেদ্ধাণ্ডিকা-

উদয়ভাস্কর।

গন্ধকের সহিত পুটিত তাম্রভস্ম ১০ তোলা, পিপুলমূল ৫ তোলা ও বিষ ২ তোলা; এই দ্রব্য-গুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ নাশক॥ ৭০॥

রসমাণিক্য।

বংশপত্রী হরিতাল চালকুমড়ার জলে এবং দধিতে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিয়া তণ্ডুলা-কৃতি চূর্ণ করিয়া লইবে, পরে শরাব যন্ত্রে যথাবিধি স্থাপন পূর্ব্বক পাক করিবে, পাত্রের নিম্ন-দেশ রক্তবর্ণ দেখা গেলে নামাইবে, পরে শীতল হইলে যন্ত্র হইতে মাণিক্য সদৃশ দীপ্তি নীল যে পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহাই রসমাণিক্য বলিয়া অভিহিত হয়। এই ঔষধ একরতি বা দুইরতি পরিমাণ যথাপ্রয়োজন মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭১॥

তালকেশ্বর।

হরিতাল চারি আনা গ্রহণ করিয়া চালকুমড়ার জল, ত্রিফলার জল, তিলতৈল, ঘৃতকুমারী ও কাঁজিতে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া লইবে। তদনন্তর শোধিত পারদ দুইআনা ও শোধিত (গন্ধক) চারিআনা একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং তৎসহ হরিতাল মিশ্রিত করিবে। পরে ছাগদুগ্ধে তিন দিন লেবুর রসে ৩ দিন এবং ঘৃত কুমারীর রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া উহা শুষ্ক ও চক্রাকার করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে পলাশক্ষার স্থাপন পূর্ব্বক তন্মধ্যে রাখিবে,

মধ্যে পলাশক্ষারমধ্যগম্। যামান্ দ্বাদশ শীতেঽস্মিন্ প্রযোজ্যং রক্তিকাদ্বয়ম্॥ হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি রোমবিধ্বংসনং তথা। দ্বিবিধং বাতরক্তঞ্চ নাড়ীদুষ্টব্রণানি চ॥ ৭২॥

তালকেশ্বরঃ।

দদ্রুঘ্ন বাণাংস্ত্রিরসং দত্ত্বা তালং সুচূর্ণিতম্। পুনঃ পুনশ্চ সংমর্দ্দ্য শুষ্কং কৃত্বা পুটে দহেৎ॥ দৃঢ়স্থাল্যাং ঘৃতং ক্ষারং পলাশঞ্চাপ্যুপর্য্যধঃ; ততো জ্বালা প্রদাতব্যা দিনরাত্রে মৃতং ভবেৎ॥ শুক্লবর্ণা যদা চ স্যাদগ্নৌ দত্তে ন ধূমকম্। তদা জ্ঞাতং মৃতং তালং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥ গলৎকুষ্ঠং বাতরক্তং তাম্রবর্ণঞ্চ মণ্ডলম্। শীতপিত্ত মহাদদ্রু ছুছুন্দরবিনাশনম্। পথ্যং মসূরং চণকং মুদ্গসূপং যথেচ্ছয়া॥ অতিদৃষ্টফলোঽয়ং তালকেশ্বরঃ॥ ৭৩॥

পরে উক্ত হাঁড়ী চুল্লীর (উননের) উপরে স্থাপন করিয়া বার প্রহর জ্বাল দিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে পলাশক্ষারের মধ্যস্থ সেই চক্রাকার পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক খলে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে সেবন করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণ বিনষ্ট হয়॥ ৭২॥

তালকেশ্বর।

বংশপত্র, হরিতাল, চাকুন্দ্যাপত্রের (বনএলাইচের) রসে শরপুঙ্খার (বননীলের) রসে মর্দ্দন ও পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া লইবে, পরে একটী মৃৎপাত্রে পলাশক্ষার রাখিয়া তন্মধ্যে উক্ত হরিতাল পিণ্ডাকার করিয়া এইরূপ ভাবে স্থাপন করিবে, যেন উহার নীচে ও উপরে পলাশক্ষার থাকে। তদনন্তর উক্ত পাত্রটী উত্তম রূপে রুদ্ধ করিয়া ঘুঁটার অগ্নিতে অহোরাত্র পাক করিবে। এইরূপে পাচিত হইলে হরিতাল ভস্ম হইয়া থাকে। উক্ত ভস্ম নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি উহা হইতে ধূম উত্থিত না হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত রূপ ভস্ম হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। ইহা দ্বারা গলিত কুষ্ঠ, তাম্রবর্ণ মণ্ড, বাতরক্ত, শীতপিত্ত ও মহাদদ্রু বিনষ্ট হয়। মসুর, ছোলা ও মুগের যূষ ইচ্ছানুরূপ সেব্য।

বংশপত্র হরিতাল সহজ উপায়ে ভস্ম হয় না, কেন না উহাতে তৈল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকায় তীব্র অগ্নি সংযোগে উহা প্রথমতঃ তরল হয়, পরে উড়িয়া যায়, এজন্য কবিরাজ সমাজে উহা ভস্মরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বংশপত্র—হরিতাল ভস্ম করিতে পারিলে উহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে উহা সংগ্রহ ও সেবন করিয়া উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাও দেখা যাইতেছে। ইহার মাত্রাও রোগীর পথ্য বিষয়ে সন্ন্যাসিগণের প্রয়োগপ্রণালী এবং পথ্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রের সহিত অনেক মতভেদ দেখা যায়। সন্ন্যাসিগণ হরিতালভস্ম কোথাও একরতির চারি ভাগের একভাগ প্রতিদিন সেবন করিতে দিয়া থাকেন, কোথাও বা একরতির ছয় ভাগের একভাগ দিয়া থাকেন। নিয়ত ৬।৭ দিন সেবন করাইয়া ২।৩ দিন বাদ দিয়া পুনঃ সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন, এইরূপে ১৫।২০ দিনের অধিক কাল সেবন করিতে দেন না। আহার সম্বন্ধে স্নিগ্ধদ্রব্য,—মোহনভোগ, লুচি, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে সেবন করিতে দিয়া থাকেন, অবস্থানুরূপ স্নানের ও ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রস্তাবিত ঔষধ সেবনের কিছুদিন পরে শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠে এবং গাত্র দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কারণে স্নিগ্ধ আহারের অভাব ঘটিলে অসহ্য জ্বালা ও নিদ্রাভাব উপস্থিত হইয়া রোগীকে অতি বিপন্ন করিয়া তুলে। সুতরাং স্নিগ্ধ আহার ও স্নানাদি প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। পরন্তু জ্বালা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে ভীত না হইয়া স্নিগ্ধ ভোজন ও স্নানাদি করিতে করিতে

মহাতালকেশ্বরঃ।

সংমর্দ্দ্য তালকং শুক্কং বংশপত্রাখ্যমুচ্চকৈঃ। কুষ্মাণ্ডনীরে সম্ভাব্য ত্রিদিনং শোষয়েৎপুনঃ॥ ঘৃতকন্যাদ্রবৈ র্ভূয়ো ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্। সংমর্দ্দ্য কাঞ্জিকেনৈব দধ্নাম্লেন বিমর্দ্দয়েৎ॥ সংমর্দ্দ্য চূর্ণং সলিলে রসে পুনর্নবে পুনঃ। ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বা তু কারয়েৎ খটিকাকৃতিম্॥ স্থাল্যাং দৃঢ়তরায়াস্তু পলাশক্ষারসঞ্চয়ম্। উপর্য্যধস্তালকস্য ক্ষারং দত্ত্বা শরাবকৈঃ॥ পিধায় লেপয়েদ্‌যত্নাৎপূরয়েৎক্ষারসঞ্চয়ম্। পুনরুদ্ধং শরাবেণ লেপয়েত্তৎ দৃঢ়ং ততঃ॥ দ্বাত্রিংশদ্‌যামপর্য্যন্তং বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে। এবং সিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ॥ দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণতাম্রং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ। অয়ং তালেশ্বরোনাম রসঃ পরমদুর্ল্লভঃ॥ হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বাতশোণিতনাশনঃ। রক্তমণ্ডলমত্যুগ্রং স্ফুটিতং গলিতং তথা॥ বহুরূপং সর্ব্বজাতং নাশয়েদবিকল্পতঃ। দুষ্টব্রণঞ্চ বীসর্পং ত্বগ্‌দোষঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ দুষ্টোবারসহস্রঞ্চ রোগবারণকেশরী॥ ৭৪॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং কুষ্ঠচিকিৎসা সমাপ্তা।

উহা আপনা হইতেই ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসে, উহার জন্য অন্য উপায় অবলম্বিত করিলেও কোন ফল দেখা যায় না॥ ৭৩॥

মহাতালকেশ্বর।

বংশপত্রী হরিতাল চূর্ণ করিয়া চালকুমড়ার রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা তিন দিন ভাবনা দিবে, পরে কাঁজি, অম্লদধি ও শ্বেতপুনর্নবার রস দ্বারা তিন দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। তদনন্তর একটী হাঁড়ীর মধ্যে পলাশের ক্ষার স্থাপন পূর্ব্বক সেই ক্ষারের মধ্যে উক্ত হরিতাল স্থাপন করিয়া হাঁড়ীর মুখ রুদ্ধ করিবে, পরে ঐ হাঁড়ীটী চুল্লীর উপরে স্থাপন পূর্ব্বক ৩২ প্রহর জ্বাল দিবে। এইরূপে হরিতাল ভস্ম হইয়া থাকে। সেই হরিতাল ভস্ম একভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ এবং তাম্রভস্ম দুইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিয়া পুনঃ বালুকাযন্ত্রে যথাবিধি পাক করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, দুষ্টব্রণ ও বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহার গুণ বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে॥৭৪॥

কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠরোগ-চিকিৎসা।

অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণাম্বুভিস্তথা। উদর্দ্দে বমনং কার্য্যং পটোলারিষ্টবারিণা॥ ত্রিফলা পুরকৃষ্ণাভি র্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।

শীতপিত্ত-উদর্দ্দ ও কোষ্ঠ চিকিৎসা।

শীতপিত্ত ও উদর্দ্দ রোগে সর্ষপতৈল মালিশ, উষ্ণ জলের সেক এবং বমন ও বিরেচন ব্যবস্থেয়। পটোলপত্র ও নিম্বপত্রের ক্বাথ রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে। বিরেচনার্থ

বিষর্পোক্তমমৃতাদিং ভিষগত্র প্রযোজয়েৎ ॥ ১ ॥ সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎপথ্যান্নভুঙ্‌নরঃ। তস্য নশ্যতি সপ্তাহাদুদর্দ্ধঃ সর্ব্বদেহজঃ॥২॥ দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কণ্ডূ পামাবিনাশনঃ। ক্রিমিদদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ ॥ ক্ষারসৈন্ধবতৈলেন গাত্রাভ্যঙ্গং প্রকারয়েৎ ॥ ৩ ॥ অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা ॥ শীতপিত্তোদর্দ্ধকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ॥ ৪ ॥ কুষ্ঠোক্তঞ্চ ক্রমং কুর্য্যাদম্লপিত্তঘ্নমেব চ ॥ সর্পিঃ পীত্বা মহাতিক্তং কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম্ ॥ ৫ ॥ কর্ষং গব্যঘৃতস্যাপি কর্ষার্দ্ধং মরিচস্য চ ॥ একীকৃত্য পিবেৎপ্রাতঃ শীতপিত্তবিনাশনম্ ॥ ৬ ॥

হরিদ্রাখণ্ডঃ।

হরিদ্রায়াঃ পলান্যষ্টৌ ষট্‌পলং হবিষস্তথা ॥ ক্ষীরাঢ়কেন সংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধশতং তথা। পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যো ভাজনে মৃণ্ময়ে দৃঢ়ে ॥ ত্রিকটুশ্চ ত্রিজাতঞ্চ ক্রিমিঘ্নং ত্রিবৃতা তথা। ত্রিফলা কেশরং মুস্তং লৌহং প্রতি পলং পলম্ ॥ সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেত্তত্র কর্ষমেকন্তু ভক্ষয়েৎ। কণ্ডূবিস্ফোট দদ্রূণাং নাশনং পরমৌষধম্ ॥ প্রতপ্তকাঞ্চনা-

(দাস্ত করনার্থ) ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তত করিয়া তাহাতে গুগ্‌গুলু ও পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ১ ॥

পুরাতন ইক্ষুগুড় ও যমানী উপযুক্ত পরিমাণে (উভয়ে একআনা বা দুইআনা পরিমাণে) সপ্তাহকাল সেবন করিলে উদর্দ্ধরোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ২ ॥

দূর্ব্বাঘাস ও কাঁচাহলুদ একত্র সমভাগে পেষণ করিয়া পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিবে এবং সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার মিশ্রিত তৈল গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। ইহাতে কণ্ডূ, পামা, ক্রিমি (কীট), দদ্রু ও শীতপিত্ত রোগ বিনাশ করে ॥ ৩ ॥

গণিয়ারির মূল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগ অন্তর্হ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শীতপিত্ত ও উদর্দ্ধ প্রভৃতি রোগে কুষ্ঠ ও অম্লপিত্তের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। রক্তমোক্ষণের প্রয়োজন হইলে মহাতিক্ত ঘৃত রোগীকে কিছুদিন সেবন করাইয়া রক্তমোক্ষণ করাইবে ॥ ৫ ॥

গব্যঘৃত দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসহ মরিচ চূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগ নিবারিত হয় ॥ ৬ ॥

হরিদ্রাখণ্ড।

হরিদ্রা চূর্ণ ৮ পল (৬৪ তোলা), ঘৃত ৬ পল (৪৮ তোলা), দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২ তোলা; ইহাদের মধ্যে হরিদ্রা চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীর মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নাগকেশর, মুথা ও লৌহভস্ম; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিবে এবং উত্তম

ভাসো দেহো ভবতি নান্যথা। শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ॥ হরিদ্রানামতঃ খণ্ডঃ কণ্ডূনাং পরমৌষধম্ ॥ ৭ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠচিকিৎসা।

রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ অদ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শীতপিত্ত প্রভৃতি চিকিৎসা সমাপ্ত।

অম্লপিত্তরোগ-চিকিৎসা।

বান্তিং কৃত্বাম্লপিত্তে তু বিরেকং মৃদু কারয়েৎ। সম্যগ্বান্তবিরিক্তস্য সুস্নিগ্ধস্যানুবাসনম্ ॥ আস্থাপনং চিরোদ্ভূতেদেয়ং দোষাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১॥ ক্রিয়াশুদ্ধস্য শমনী হ্যনুবন্ধব্যপেক্ষয়া ॥ দোষসংসর্গজে কার্য্যা ভেষজাহারকল্পনা ॥ ২ ॥ ঊর্দ্ধগং বমনৈর্ধীমানধোগং রেচনৈর্হরেৎ ॥ অম্লপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টপত্রকৈঃ। কারয়েন্মদনক্ষৌদ্রসিন্ধুযুক্তৈঃ কফোল্বণে ॥ বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণং মধুধাত্রীফলদ্রবৈঃ ॥ ৩ ॥ তিক্তকভূয়িষ্ঠাহারং পানঞ্চাপি প্রকল্পয়েৎ ॥ যবগোধূমবিকৃতাং তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জ্জিতান্। যথাস্বং লাজশক্তূন্ বা শিতামধুযুতান্ পিবেৎ ॥৪॥ নিস্তুষযববৃষধাত্রীক্বাথ স্ত্রিসুগন্ধিমধুযুতঃ পীতঃ। অপনয়ত্যম্লপিত্তং

অম্লপিত্ত চিকিৎসা।

অম্লপিত্ত রোগীকে প্রথমতঃ বমন ও মৃদু বিরেচন করাইবে। সম্যক্ বমন ও বিরেচনান্তে উহাকে স্নেহ পান করাইয়া সিদ্ধ করিবে, তদনন্তর অনুবাসন (পিচকারি) প্রয়োগ করিবে। চিরকালোৎপন্ন অম্লপিত্তে দোষানুযায়ী আস্থাপন (নিরূহবস্তি) প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

অম্লপিত্ত রোগীকে উল্লিখিত উপায়ে বিশুদ্ধ করিয়া রোগের অবস্থানুসারে (দোষাদির বিষয় বিবেচনা করিয়া) সংশমন আহার ও সংশমন ঔষধ দ্বারা উহার শান্তি করিবে ॥ ২ ॥

সুপণ্ডিত চিকিৎসক ঊর্দ্ধগ কফ প্রধান অম্লপিত্ত রোগ বমন দ্বারা এবং আগাধ বিবন্ধ যুক্ত অম্লপিত্ত বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। পরন্তু অম্লপিত্তে বমনার্থ পটোলপত্র, নিম্বপত্র ও মদনফলের ক্বাথের সহিত মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। বিরেচনার্থ আমলকীর ক্বাথের সহিত তেউড়ীর চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৩ ॥

প্রস্তাবিত রোগে তিক্ত প্রধান অন্ন ও পানীয় হিতকর। যব ও গোধূম কৃত অন্নের সহিত মধুর দ্রব্য (মিষ্টদ্রব্য) মিশ্রিত করিয়া রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে। কিন্তু উক্ত খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণে লবণ, ঝাল ও অম্লাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য সংযোগ করা ব্যবস্থেয় নহে। অথবা যে দোষ জনিত রোগ, সেই দোষ নাশক মধুর দ্রব্যের ক্বাথের সহিত খইয়ের গুড়া, চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ৪ ॥

তুষ রহিত যব, বাসকপত্র ও আমলকী সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া ; এই ক্বাথের সহিত দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র ও মধু উপযুক্ত পরিমাণে

যদি ভুঙ্‌ক্তেং মুগদযূষেণ ॥ ৫ ॥ কফপিত্তবমিকণ্ডূজ্বরবিস্ফোটদাহহা। পাচনো দীপনঃ ক্বাথঃ শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ ॥ ৬ ॥ পটোলং নাগরং ধান্যং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। কণ্ডুপামার্ত্তিশূলঘ্নং কফপিত্তাগ্নি-মান্দ্যজিৎ ॥ ৭ ॥ পটোল বিশ্বামৃত রোহিণীকৃতং জলং পিবেৎপিত্ত-কফাত্ত্রয়েষু। শূল ভ্রমারোচক বহ্নিমান্দ্য দাহ জ্বর ছর্দ্দিংনিবারণং তৎ ॥ ৮ ॥ যবকৃষ্ণা পটোলানাং ক্বাথং ক্ষৌদ্রংযুতং পিবেৎ। নাশ-য়েদম্লপিত্তঞ্চারুচিঞ্চ বমনং তথা ॥ ৯ ॥

দশাঙ্গঃ।

বাসামৃতা পর্পটকঞ্চ নিম্বভূনিম্ব মার্কবৈঃ। ত্রিফলা কুলকৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা ॥ ১০ ॥

ছিন্না খদিরযষ্ট্যাহ্ব দার্ব্যম্ভো বা মধুদ্রবম্। সদ্রাক্ষামভয়াং খাদেৎ সক্ষৌদ্রা সগুড়াঞ্চ তাম্॥ ১১॥ ছিন্নোদ্ভবা নিম্ব পটোলপত্রং ফলত্রিকং সুক্বথিতং সুশীতম্। ক্ষৌদ্রান্বিতং পীতমনেকরূপং সুদারুণং হন্তি তদম্লপিত্তম্ ॥ ১২ ॥ হিঙ্গু চ কতকফলানি চিঞ্চাত্বচো ঘৃতঞ্চ পুট-

---

মিশ্রিত করিয়া অম্লপিত্ত রোগীকে পান করিতে দিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে মুগের যূষ আহারার্থ প্রদান করিবে ॥ ৫ ॥

শুঁঠ ও পটোলপত্র সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ গাত্রদাহ, বমন, কণ্ডূ, জ্বর ও বিস্ফোট নাশক ॥ ৬ ॥

পটোলপত্র, শুঁঠ ও ধনিয়া সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ অগ্নিমান্দ্য, শূল, কণ্ডূ, পামা, পিত্তশ্লেষ্মজ ও অম্লপিত্ত নাশক ॥ ৭ ॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ, কট্‌কী সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধ-পোয়া; এই ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ, অম্লপিত্ত, শূল, ভ্রম, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, জ্বালা, বমন ও জ্বর হারক ॥ ৮ ॥

যব, পিপুল ও পটোলপত্র সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ মধুর সহিত সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত, অরুচি, বমি, হারক ॥ ৯ ॥

দশাঙ্গ।

বাসক, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পটোলপত্র; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ মধুর সহিত সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত নাশক ॥ ১০ ॥

গুলঞ্চ, খদিরবৃক্ষের ছাল, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রার ছাল সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধ-সের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ মধুর সহিত সেব্য। এতদ্ভিন্ন কিস্‌মিস্ ও হরীতকীর ক্বাথ মধু বা গুড়ের সহিত সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত হারক ॥ ১১ ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে সমস্তে দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ মধুর সহিত সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত হারক ॥ ১২ ॥

কতকযোগঃ।

হিঙ্গু একভাগ, নীর্ম্মলীফল ৩ ভাগ, তেঁতুল বৃক্ষের ছাল ৪ ভাগ ও ঘৃত ৮ ভাগ, এই দ্রব্য-গুলি একত্র করিয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিবে। তদনন্তর ঘুঁইটার অগ্নিতে

দগ্ধম্। শময়তি তদম্লপিত্তমম্ল ভুক্তো যদি যথোত্তরং দ্বিগুণম্ ॥ ১৩ ॥
কান্তপাত্রে বরাকল্কো ব্যুষিতোঽভ্যাসযোগতঃ। সিতাক্ষৌদ্র সমা-
যুক্তঃ কফপিত্তহরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চনিম্বাদিচূর্ণম্।

একোঽংশ পঞ্চ নিম্বানাং দ্বিগুণো বৃদ্ধদারকঃ। শক্তু র্দশগুণো দেয়ঃ
শর্করা মধুরীকৃতঃ ॥ শীতেন বারিণা পীতং শূলং পিত্তকফোচ্ছ্রিতম্।
নিহন্তি চূর্ণং সক্ষৌদ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্ ॥ ১৫ ॥
বাসাঘৃত তিক্তঘৃতং পিপ্পলীঘৃতমেব চ। অম্লপিত্তে প্রয়োক্তব্যং গুড়-
কুষ্মাণ্ডকং তথা ॥ পক্তি শূলাপহা যোগাস্তথা খণ্ডামলক্যপি ॥ ১৬ ॥
পিপ্পলীমধুসংযুক্তা অম্লপিত্তবিনাশিনী ॥ জম্বীরস্বরসঃ পীতং সায়ং
হন্ত্যম্লপিত্তকম্ ॥ ১৭ ॥

অবিপত্তিকরচূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং শুদ্ধঞ্চৈব বিড়ঙ্গকম্ ॥ এলাপত্রঞ্চ চূর্ণানি সম-
ভাগানি কারয়েৎ। সর্ব্বমেকীকৃতং যাবল্লবঙ্গং তৎসমং ভবেৎ ॥
সর্ব্বচূর্ণং দ্বিগুণিতং ত্রিবৃচ্চূর্ণং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্বমেকীকৃতং যাবত্তাব-

---

দগ্ধ করিয়া লইবে। এই ঔষধ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত নাশক ॥ ১৩ ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিবে, পরে তদ্দ্বারা কান্তলৌহ পাত্র লিপ্ত করিয়া এক রাত্রি রাখিবে, পর দিন প্রাতে সেই পাত্রস্থ ত্রিফলা গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে কিঞ্চিৎ চিনি ও মধুর সহিত কিছুদিন সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ দোষ বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

পঞ্চনিম্বাদি।

নিমের ছাল, পাতা, পুষ্প, ফল ও মূল সমস্তে একভাগ, বৃদ্ধদারক বীজ (বিস্তাড়ক) ২ ভাগ, যব চূর্ণ ১০ ভাগ; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে চূর্ণ করিয়া তৎসহ যথাপ্রয়োজন চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইআনা বা ততোধিক পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ নিবারিত হয় ॥ ১৫ ॥

বাসাঘৃত, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, পিপ্পলী ঘৃত, গুড় কুষ্মাণ্ডক, খণ্ডামলকী এবং পিত্তশূলোক্ত ঔষধ অম্লপিত্ত রোগে হিতকর ॥ ১৬ ॥

পিপ্পলী প্রয়োগ।

পিপুল চূর্ণ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যথাপ্রয়োজন মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥

জম্বীর প্রয়োগ।

জম্বীর রস (গোড়ালেবুর রস) একতোলা বা দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক সমপরিমাণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। (এই যোগটী বহুবার পরীক্ষা করিয়া ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে) ॥ ১৭ ॥

অবিপত্তিকর চূর্ণ।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিট্‌লবণ, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচি, তেজপত্র; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ লবঙ্গ চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ তেউড়ীর চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপে

চ্ছর্করয়ান্বিতম্ ॥ অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু বিবন্ধং মলমূত্রয়োঃ। অগ্নি-মান্দ্যভবান্‌রোগান্ নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥ প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব সর্ব্ব-দুর্নামনাশনম্। অবিপত্তিকরং চূর্ণমগস্ত্যবিহিতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

পিপ্পলীখণ্ডঃ।

কণাচূর্ণস্য কুড়বং ষট্‌পলং হবিষস্তথা। শতাবরীরসস্যাষ্টৌ পলান্যত্র প্রদাপয়েৎ। খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে পচেৎ ॥ ত্রিজাত মুস্ত-ধন্যাক শুণ্ঠী বাংশী দ্বিজীরকম্। অভয়ামলকঞ্চৈব চূর্ণং দ্বাদশমাষি-কম্ ॥ তদৰ্দ্ধং মরিচং চূর্ণং সারং খদিরমেব চ। পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ ॥ ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে। শূলারোচক হৃল্লাস ছর্দ্দিপিত্তাম্লশূলনুৎ ॥ অগ্নিসন্দীপনো হৃদ্যঃ খণ্ড-পিপ্পলিকোমতঃ ॥ ১৯ ॥

বৃহৎপিপ্পলীখণ্ডঃ।

পিপ্পল্যাঃ কুড়বং চূর্ণং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্। পলষোড়শিকং খণ্ডাদ্রসে বর্য্যাঃ পলাষ্টকে ॥ পলষোড়শিকে চৈব আমলক্যা রসস্য চ। ক্ষীর-প্রস্থদ্বয়ে সাধ্যং লেহীভূতে ততঃ ক্ষিপেৎ ॥ ত্রিজাতকাভয়াজাজী ধন্যাকং মুস্তকং শুভা। ধাত্রী চ কার্ষিকং চূর্ণং কর্ষার্দ্ধঞ্চাপি জীরকম্ ॥ কুষ্ঠনাগরকং নাগং সিদ্ধশীতেঽবচূর্ণিতম্। জাতীফলং সমরিচং মধু-নশ্চ পলত্রয়ম্ ॥ উপযুঞ্জ্যাত্ততো ধীমানম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে। হৃল্লাসা-

সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের পরিমাণ যত হইবে, তত পরিমাণ চিনি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা বা অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

পিপ্পলীখণ্ড।

পিপুল চূর্ণ ৪ পল (৩২ তোলা), ঘৃত ৬ পল (৪৮ তোলা), শতমূলের রস ৮ পল (৬৪ তোলা), চিনি দুইসের ও দুগ্ধ ৮ সের। প্রথমতঃ ঘৃতের সহিত পিপুল চূর্ণ অল্প ভাজিয়া তাহাতে শতমূলের রস দিবে, পরে দুগ্ধের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি, মুথা, ধনিয়া, শুঁঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১২ মাষা (দেড়-তোলা), মরিচ চূর্ণ ৬ মাষা (বারআনা) ও খদির (খয়ের) ৬ মাষা উহাতে দিয়া আলো-ড়ন পূর্ব্বক নামাইবে, পরে শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা বা আট আনা পরিমাণে সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত, শূল, অরুচি ও বমি প্রভৃতি অম্লজনিত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড।

পিপুল চূর্ণ অৰ্দ্ধসের (৩২ তোলা), ঘৃত একসের, চিনি দুইসের, শতমূলের রস একসের, ও দুগ্ধ আটসের। প্রথমতঃ পিপুল চূর্ণ ঘৃতে অল্প ভাজিয়া তাহাতে শতমূলের রস দিবে, পরে দুগ্ধের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, মুথা, বংশলোচন ও আমলকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইতোলা, জীরা, কুড়, শুঁঠ ও নাগকেশরের চূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা; এই সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া উহাতে দিবে এবং উত্তমরূপে আলোড়ন

রোচক ছর্দ্দি শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্ ॥ অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং পিপ্পলীখণ্ড-সংজ্ঞিতম্ ॥ ২০ ॥

শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ। দত্ত্বা দ্বিকুড়বং সর্পিঃ ক্ষীর-প্রস্থদ্বয়ে পচেৎ ॥ লেহেঽবতারিতে দদ্যাৎ ধাত্রী ধান্যক মুস্তকম্। অজাজী পিপ্পলী বাংশী ত্রিজাতং করবীশিরা ॥ ত্রিশাণং মরিচং নাগং ষণ্মাষস্তু পৃথক্ পৃথক্। পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ ॥ ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে। শূলহৃদ্রোগবমনৈরাম-বাতৈশ্চ পীড়িতঃ ॥ ২১ ॥

শতাবরীঘৃতম্।

শতাবরীমূলকল্কং ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃ সমম্। পচেন্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্ ॥ নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ বাতপিত্তোদ্ভবান্ গদান্। রক্ত-পিত্তং তৃষাং মূর্চ্ছাং শ্বাসং সন্তাপমেব চ ॥ ২২ ॥

নারায়ণঘৃতম্।

জলৈ র্দ্দশগুণৈঃ ক্বাথ্যং পিপ্পলীপলষোড়শ। পাদশেষং হরেৎক্বাথস্তৎ তুল্যং ঘৃতং বিপাচয়েৎ ॥ রসপ্রস্থং গুড়ূচ্যাশ্চ ধাত্র্যাঃ ষষ্টিপলং রসম্।

পূর্ব্বক নামাইবে, পরে শীতল হইলে জাতীফল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ ও মধু প্রত্যেকে ২৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত, বিবমিষা, অরুচি, বমি, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ প্রশমক ॥ ২০ ॥

শুণ্ঠীখণ্ড।

শুঁঠ চূর্ণ অর্দ্ধসের (৩২ তোলা), চিনি দুইসের, ঘৃত একসের এবং দুগ্ধ ৮ সের। এই দ্রব্যগুলি একত্র যথানিয়মে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে আমলকী, ধনিয়া, মুথা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী; প্রত্যেকে ইহাদের চূর্ণ দেড় তোলা, মরিচ চূর্ণ ও নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ মাষা (বার-আনা) উহাতে দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে, পরে শীতল হইলে উহার সহিত মধু ২৪-তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, বমি, অগ্নিমান্দ্য ও আমবাত নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক,—শতমূল একসের ও দুগ্ধ ষোলসের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে করিয়া অগ্নি সন্তাপ লাগাইয়া নামাইয়া তাহাতে কুট্টিত শতমূল ষোলসের জলের সহিত দিবে এবং উহা জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে উহাতে ষোলসের দুগ্ধ দিয়া পাক করিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত চারিআনা বা আটআনা পরিমাণে সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত, বাত-পিত্ত জনিত রোগ, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, পিপাসা, শ্বাস এবং জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

নারায়ণ ঘৃত।

ঘৃত ৫ সের। কল্ক,—কিস্‌মিস্, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁট, কট্‌কী ও বচ; এই দ্রব্য-গুলি প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ঘৃতে দিবে। ক্বাথ,—পিপুল

দ্রাক্ষা ধাত্রী পটোলঞ্চ বিশ্বঞ্চ কটুকা বচা॥ পলপ্রমাণ কল্কঞ্চ দত্ত্বা সর্পিঃ সমুদ্ধরেৎ। অম্লপিত্তহরং খাদেৎ দাহচ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥ অসাধ্যং সাধয়েৎসদ্যো নাম্না নারায়ণং ঘৃতম্॥ ২৩॥

সিতামণ্ডূরম্।

ধমনবিধি-বিশুদ্ধং গোজলে সপ্তবারান্ তরণিকিরণশুষ্কং শ্লক্ষ্মমণ্ডূর-চূর্ণম্। বিমলকপলমেক পঞ্চসংখ্যং সিতায়া অনবঘৃতপলাষ্টৌ দ্ব্যষ্টকং গব্যদুগ্ধম্॥ মৃদুদহনশিখাভি র্ম্মন্দমন্দং কটাহে বিগতশলিলশেষং পাচয়েৎপাকবিজ্ঞঃ। বিতরতি গুড়পাকে কিঞ্চিদুষ্ণেঽবতীর্ণে দৃশদি দৃঢ়মভীক্ষ্ণচূর্ণিতং দেয়মাশু॥ ত্রিকটুকমধুকৈলা যাসবৈড়ঙ্গসারং ত্রিফলগদলবঙ্গং কর্ষমেকৈকশশ্চ। তদনুশিশিরকালে দ্বে পলে মাক্ষিকস্য প্রতনুপটলিঘৃষ্টং গালিতং সম্প্রদদ্যাৎ॥ শুভতিথি দিবসাদৌ ভোজনাদৌ নিসেব্যং প্রথমদিবসমেকং শানমানং তদূর্দ্ধম্। অহরহরনুবৃদ্ধ্যা যাবদক্ষং প্রযোজ্যং হিমকররুচি শীতং গব্যদুগ্ধঞ্চ পেয়ম্॥ নিয়তময়মসাধ্যানম্লপিত্তোত্থশূলান্ বমিনিবহসদাহানাহ মোহ প্রমেহান্। বিবিধরুধির রোগান্ পিত্তযুক্তানশেষানপহরতি সিতাখ্যো দিব্যমণ্ডূরযোগঃ॥ ২৪॥

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদকম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা ভৃঙ্গ জীরকদ্বয়ধান্যকম্। কুষ্ঠাজমোদা লৌহাভ্রং শৃঙ্গী কট্‌ফলমুস্তকম্॥ এলা জাতীফলং মাংসীপত্রং তালীশকেশরম্। গন্ধ-

দুইসের, জল ২০ সের, শেষ ৫ সের, এই ক্বাথে দিবে, পরে গুলঞ্চের রস ৪ সের এবং আমলকীর রস ৬০ পল (/৭।০ সের) এবং উহাতে ২০ সের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং ঘৃত পুনঃ পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত একসিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, জ্বালা বমন ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৩॥

সিতামণ্ডূর।

মণ্ডূর যথাপ্রয়োজন গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ সাতবার করা হইলে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত মণ্ডূর চূর্ণ ৮ তোলা, চিনি ৫ পল (৪০ তোলা), পুরাতন ঘৃত ৮ পল (৬৪ তোলা) ও দুগ্ধ ১৬ পল (দুইসের)। প্রথমতঃ লৌহ কটাহে করিয়া ঘৃত উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে মণ্ডূর দিবে, উহা অল্প ভাজা হইলে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ তাহাতে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, ছোটএলাচি, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, কুড় ও লবঙ্গ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিবে এবং উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে, পরে শীতল হইলে উহার সহিত মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা দুইআনা হইতে চারিআনা পর্য্যন্ত॥ ২৪॥

সৌভাগ্য শুণ্ঠী মোদক।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ভৃঙ্গ (দারুচিনি), জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, ধনিয়া, অজমোদা (বনযমানী), লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, কাকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুথা, ছোট-

মাত্রা শটী যষ্টী লবঙ্গং রক্তচন্দনম্ ॥ এতানি সমভাগানি শুণ্ঠী চূর্ণন্তু তৎসমম্। সিতা দ্বিগুণিতা তত্র গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥ তোলপ্রমাণং দাতব্যং দুগ্ধেনাপি জলেন বা। অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেতদরোচকনিসূদনম্ ॥ শূলহৃদ্রোগ বমনং কণ্ঠদাহং নিযচ্ছতি। হৃদ্দাহঞ্চ শিরঃশূলং মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ হৃচ্ছূলং পার্শ্বকুক্ষিস্থবস্তিশূলং গুদে রুজম্। বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্ ॥ বিশেষাদম্লপিত্তঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরং ভ্রমম্। নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্কর স্তিমিরং যথা ॥ ২৫ ॥

অম্লপিত্তান্তকমোদকঃ।

নাগরস্য কণায়াশ্চ পলান্যষ্টৌ প্রদাপয়েৎ। গুবাকস্য পলান্যষ্টৌ সর্ব্বমেকত্র মারয়েৎ ॥ ঘৃতক্ষীরং ততঃ পশ্চাৎ প্রস্থং প্রস্থং প্রদাপয়েৎ। লবঙ্গং কেশরং কুষ্ঠং যমানী কারবী বচা। চন্দনং মধুকং রাস্না দেবদারুফলত্রিকম্ ॥ পত্রমেলা বরাঙ্গঞ্চ সৈন্ধবং হবুষং শটী ॥ মদনং কট্‌ফলং মাংশী গগনং বঙ্গরূপ্যকম্। তালীশং পত্রকং মূর্ব্বা সমঙ্গা বংশলোচনা ॥ গ্রন্থিকং শতপুষ্পা চ শতমূলী কুরুণ্ডকম্। জাতীফলং জাতিকোষং কক্কোলমম্বুদং কণা ॥ কর্পূরঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ অজমোদা বলামৃতা। মর্কটোক্ষুরবীজঞ্চ চন্দনং দেবতাড়কম্ ॥ লৌহং কাংস্যং প্রদাতব্যং কর্ষমাত্রং ভিষগ্বিদা। অন্যৎসর্ব্বং কর্ষমাত্রং কর্ষার্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্ ॥ চতুর্ধাতু বিধানেন মারিতং গ্রাহয়েৎ সুধীঃ। অম্লপিত্তা-

এলাচি, জাতীফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগকেশর, গন্ধমাত্রা (গন্ধবোন), শটী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ শুঁঠ চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপে সমস্ত চূর্ণের পরিমাণ যত হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি গ্রহণ করিবে। তদনন্তর সমস্ত পদার্থের চারিগুণ দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। প্রথমতঃ দুগ্ধের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে তাহাতে চূর্ণ দ্রব্যগুলি দিয়া উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে এবং উষ্ণ থাকিতে থাকিতে মোদক পাকাইয়া লইবে। এই ঔষধ চারিআনা হইতে একতোলা মাত্রায় সেব্য। ইহা অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, অরুচি, কণ্ঠজ্বালা, অগ্নিমান্দ্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অম্লপিত্তান্তক মোদক।

শুঁঠ ৮ পল (৬৪ তোলা), পিপুল, ৬৪ তোলা, সুপারি ৬৪ তোলা, ঘৃত ৪ সের ও দুগ্ধ ৪ সের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে শুঁঠ চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ ও সুপারি চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদান করিবে, পরে উহাতে দুগ্ধ দিয়া পাক করিতে থাকিবে, এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে লবঙ্গ, নাগকেশর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বচ, চন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, ছোট এলাচি, দারুচিনি, সৈন্ধব, হবুষা (অভাবে ধনিয়া), শটী মদনফল (ময়নাফল), কট্‌ফল, জটামাংসী, অভ্রভস্ম, রঙ্গভস্ম, রৌপ্যভস্ম, তালীশপত্র, তেজপত্র, মূর্ব্বা (সুচীমুখী, গোরাচক্র), বরাহক্রান্তা, বংশলোচন, গাঠিয়ান (গেঠেলা), শুল্‌ফা, শতমূল, কুরুণ্টক (পীতঝিণ্টী), জাতীফল, জয়ত্রী, কাকোলী, মুথা, পিপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা

স্তকোহেষ মোদকো মুনিভাষিতঃ॥ বান্তিং মূর্চ্ছাঞ্চ দাহঞ্চ কাসং শ্বাসং ভ্রমং তথা। বাতজং পিত্তজঞ্চৈব কফজং সান্নিপাতিকম্॥ সর্ব্ব-রোগং নিহন্ত্যাশু প্রমেহং সূতিকাগদম্। শূলঞ্চ বহ্নিমান্দ্যঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং গলগ্রহম্॥ ২৬॥

সর্ব্বতোভদ্রলৌহঃ।

লৌহচূর্ণং মৃতং তাম্রং অভ্রকঞ্চ পলং পলম্। শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং গন্ধকার্দ্ধপলং তথা॥ মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য কর্ষং শুদ্ধশিলাপরা। সার্দ্ধ-কর্ষং বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু তথাপরম্॥ গুগ্‌গুলোশ্চাপি কর্ষৈকং শাণ-মানং পরস্য চ। চূর্ণং বিড়ঙ্গভল্লাত বহ্নি শ্বেতার্কমূলজম্॥ করিকর্ণ-পলাশঞ্চ তালমূলী পুনর্নবা। ঘনামৃতা নাগবলা চক্রমর্দ্দক মুণ্ডিরী॥ ভৃঙ্গকেশ শতাবর্য্যো বৃদ্ধদারং ফলত্রয়ম্। ত্রিকটুশ্চাপি সর্ব্বেষাং প্রত্যেকঞ্চ নয়েদ্ভিষক্॥ সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ঘৃতেন মধুনা সহ। স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ততঃ কুর্য্যাদ্বিধানবিৎ॥ মাষকাদিক্রমেণৈব লৌহং সর্ব্বরসায়নম্। অম্লপিত্তং জয়েচ্ছীঘ্রং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥ তদ্ব-দর্শাংসি সর্ব্বাণি সর্ব্বমেব ভগন্দরম্। পক্তিশূলঞ্চ শূলঞ্চ তথামং কুক্ষিসম্ভবম্॥ বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। আম-বাতং তথা শোথমগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্॥ কামলাং বাতগুল্মঞ্চ পিড়কাগরগৃধ্রসী। কাসশ্বাসারুচিহরং বৃষ্যমেতদ্বিশেষতঃ॥ সর্ব্বব্যাধি-হরং প্রোক্তং যথেষ্টাহারসেবিনঃ। যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ বাতরোগং বিনাশয়েৎ॥ সংজ্ঞয়া সর্ব্বতোভদ্র লৌহরসবরঃ স্মৃতঃ। (যোগরত্ন-সমুচ্চয়স্যায়ম্) ॥ ২৭॥

(বাইরকলী), গুলঞ্চ, মর্কটী (আপাঙ্গবীজ), ক্ষুরবীজ (গোক্ষুর বীজ), রক্তচন্দন, দেবতাড়ক লৌহভস্ম ও কাংসভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুইতোলা পরিমাণে ও স্বর্ণভস্ম একতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে দিবে এবং উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, মূর্চ্ছা, জ্বালা, বমন, কাস শ্বাস, ভ্রম, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৬॥

সর্ব্বতোভদ্র লৌহ।

লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম ও অভ্রভস্ম প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত পারদ দুইতোলা, শোধিত গন্ধক ৪ তোলা (উভয়ে কজ্জলী), স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ২ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, শিলাজতু ৩ তোলা, গুগ্‌গুলু ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, ভেলা, চিতার মূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, তালমূলী, মুথা, গুলঞ্চ, শ্বেতপুনর্নবা, গোরক্ষ চাকুলে (গোরক্ চাউলা), চাকুন্দ্যাবীজ (বন-এলাইচের বীজ), মুণ্ডিরী (ভূকদম্ব), ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ (কেশুত্যা), শতমূলী, বিদ্ধাড়ক বীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ মাষা (অর্দ্ধ-তোলা), এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া যথাপ্রয়োজন ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধআনা বা একআনা পরিমাণে সেব্য। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, অর্শ, ভগন্দর, পাক্তশূল, শূল, বাতরক্ত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, কামলা, পাণ্ডু ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ অপ-নীত হয়॥ ২৭॥

পানীয়ভক্তবটী।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা। প্রত্যেকং কার্ষিকং দদ্যাৎ সূতগন্ধৌ তদর্দ্ধকৌ॥ লৌহাভ্রকবিড়ঙ্গানাং দদ্যাৎকর্ষদ্বয়ং তথা। ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়ীং কৃত্বা বিধানতঃ॥ তদেকাং ভক্ষয়েৎপ্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু। হন্তি শূলং ত্রিদোষোত্থমম্লপিত্তং বিশেষতঃ॥ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষি বস্তি গুদে রুজম্। শ্বাসং কাসং তথা কুষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশিনী॥ ২৮॥

পানীয়ভক্তবটিকা।

কৃষ্ণাভ্র লৌহমল কৃমিবিড়ঙ্গচূর্ণং প্রত্যেকমেকপলিকং বিধিবৎ বিধায়। চব্যং কটুত্রয় ফলত্রয় কেশরাজ দন্তী পয়োদ চপলানল ঘণ্টকর্ণাঃ॥ মাণোল্লশুক্ল বৃহতী ত্রিবৃতা সমূর্য্যাবর্ত্তাঃ পুনর্নবিকয়া সহিতাস্ত্বমীষাম্। মূলং প্রতি প্রতিবিশোধিতমক্ষমেকং চূর্ণং তদর্দ্ধ-রসগন্ধকমেকপ্রস্থম্॥ কৃত্বার্দ্রকীয় রসসম্বলিতঞ্চ ভূয়ঃ সংপিষ্য তস্য বটিকা বিধিবৎ বিধেয়া। হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাং দুর্নাম-কামলা ভগন্দর শোথগুল্মান্॥ শূলঞ্চ পাকজনিতং সততাগ্নিমান্দ্যং সদ্যঃ করোত্যুপচয়ং চিরনষ্টবহ্নেঃ। কুষ্ঠানি হন্তি পলিতঞ্চ বলিং প্রবৃদ্ধাং শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি। বার্য্যন্নমাংসদধিকাঞ্জিক-তক্রমৎস্য বৃক্ষাম্লতৈল পরিপক্ক ভূজো যথেষ্টম্। শৃঙ্গাট বিল্ব গুড়-

পানীয়ভক্ত বটী।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, তেউড়ীর মূল ও চিতার মূল প্রত্যেকে ২ তোলা, শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা, লৌহভস্ম, অভ্র-ভস্ম ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিফ-লার ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধআনা বা একআনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী একটী করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিয়া কাঁজি পান করিলে অম্লপিত্ত, শূল, শ্বাস, কাস, গ্রহণী ও কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ২৮॥

পানীয়ভক্ত বটিকা।

কৃষ্ণাভ্রভস্ম, মণ্ডূর ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৮ তোলা, চই, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আম-লকী, বহেড়া, কেশরাজের (কেশুত্যার) মূল, দন্তীমূল, মুথা, চপলা (পিপুল), অনল (চিতার-মূল), ঘণ্টাকর্ণ (থারকন্, ঘেঁটকোল), মাণ, ওল্ল (ওল), শ্বেতবৃহতীর মূল, তেউড়ীর মূল, সূর্য্যবর্ত্তের (শুল্টার) মূল ও পুনর্নবার মূল প্রত্যেকে ২ তোলা, শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা (উভয়ের কজ্জলী); এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক আদার রসের সহিত একত্র পেষণ করিয়া অর্দ্ধআনা বা একআনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অম্লপিত্ত, অরুচি, গ্রহণী, অর্শ, কামলা, ভগন্দর, শোথ, গুল্ম, শূল, অগ্নিমান্দ্য, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শ্বাস ও কাসরোগ প্রশমক। বার্য্যন্ন (জলযুক্ত ভাত), মাংস, দধি, কাঁজি, তক্র (ঘোল), মৎস্য, থৈকল, তৈল পক্ক দ্রব্য এই সমস্ত পথ্য; এতদ্ভিন্ন শৃঙ্গাট

কঙ্কট নারিকেল দুগ্ধানি সর্ব্বাণি বিদলানি বিবর্জ্জয়েত্তু। (এষা গ্রহণ্যামপি প্রশস্তা) ॥ ২৯ ॥

বৃহৎ ক্ষুধাবতীগুড়িকা।

গগনাৎ দ্বিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকম্। লৌহকিট্ট পলার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্ ॥ মণ্ডূকপর্ণীবশির তালমূলীরসৈ স্তথা। ভৃঙ্গরাজ কেশরাজ কালমারিষজৈরথ ॥ ত্রিফলা ভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্বিচূর্ণিতম্। রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ ॥ তন্মসৃণশিলাখল্লে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্। বচা চব্যং যমানী চ জীরকে শতপুষ্পিকা ॥ ব্যোষং বিড়ঙ্গ মুস্তঞ্চ গ্রন্থিকং খরমঞ্জরী। ত্রিবৃতা চিত্রকো দন্তী সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতস্তথা ॥ ভৃঙ্গমাণককন্দাংশ্চ ঘণ্টকর্ণক এব চ। দণ্ডোৎপলা কেশরাজ কালীকর্কটকোঽপি চ ॥ এষামর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পটঘৃষ্টং সুচূর্ণিতম্। প্রত্যেকং ত্রিফলায়াশ্চ পলার্দ্ধং পলমেব চ ॥ এতৎসর্ব্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে চ ভাবয়েৎ। আতপদগুসংঘৃষ্টমার্দ্রকস্য রসৈ স্ত্রিধা ॥ তদ্রসেন শিলাপিষ্টাং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্। বদরাস্থিনিভাং শুষ্কাং সুনিগুপ্তাং নিধাপয়েৎ ॥ এতৎপ্রাভর্ভোজনাদৌ সেবিতং গুড়িকাত্রয়ম্। অম্লোদকানুপানন্তু হিতং মধুরবর্জ্জিতম্ ॥ দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ। ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্লকাঞ্জিকম্ ॥ হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজম্। পাণ্ডুরোগঞ্চ গুল্মঞ্চ শোথোদরগুদাময়ান্ ॥ যক্ষ্মাণং পঞ্চ-

(শিঙ্গাড়া, পানিফল), বিল্বফল, গুড়, কঙ্কট (কাঁচড়া শাক), নারিকেল, দুগ্ধ ও সর্ব্ব প্রকার দাইল বর্জ্জনীয় ॥ ২৯ ॥

বৃহৎ ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

অভ্রভস্ম ১৬ তোলা, লৌহভস্ম ৮ তোলা ও মণ্ডূরভস্ম ৪ তোলা ; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিবে, পরে মণ্ডূকপর্ণী (থানকুনি), বশির (শ্বেত শুল্‌ট্যা) ও তালমূলীর রসে যথাবিধানে স্থালী পাক করিবে। ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ (কেশুত্যা) ও কালমারিষের (কাটালইটার) রসে দ্বিতীয় স্থালী পাক, ত্রিফলা ও মুথার রসে তৃতীয় স্থালী পাক করিবে। তদনন্তর শোধিত পারদ দুইতোলা ও শোধিত গন্ধক দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। এতদ্ভিন্ন বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুল্‌ফা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, মুথা, গ্রন্থিক (পিপুলমূল), খরমঞ্জরী (আপাঙ্গের মূল), তেউড়ীর মূল, চিতারমূল, দন্তীমূল, শ্বেত সূর্য্যাবর্ত্তের (শ্বেত শুল্‌ট্যার) মূল, ভৃঙ্গরাজের মূল, মাণ (মাণকচু), কন্দ (ওল), ঘণ্টাকর্ণ (ঘারকন্, ঘেট্‌কোল), দণ্ডোৎপলের মূল, কেশরাজের (কেশুত্যার) মূল, কালীকর্কট (কেলেকড়ার, কৈওকড়ার মূল) ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহারা প্রত্যেকে ৪ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একখানি লোহ পাত্রে রাখিয়া আদার রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করিবে। এইরূপ তিনবার করা হইলে বদরী বীজের ন্যায় (কুলের আটীর ন্যায়) বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটিকা প্রতিদিন তিনবারে তিনটী, প্রাতঃকালে ও ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেবন করিয়া অম্ল কাঁজি পান করিবে। ইহাতে দুগ্ধ ও নারিকেল নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন যাহা

কাসঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। প্লীহানং শ্বাসগানাহমামবাতং স্বরাময়ম্ ॥ গুড়ী ক্ষুধাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগনাশিনী ॥ ৩০ ॥

স্বল্পা ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

রসগন্ধকমভ্রাণি যমানী ত্র্যূষণং তথা। ত্রিফলা শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্ ॥ পুনর্নবা বচা দন্তী ত্রিবৃতা ঘণ্টকর্ণকম্। দণ্ডোৎপলা শারিবে দ্বে চাক্ষমাত্রাণি কারয়েৎ ॥ মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্ত্বা পেষণীয়ং প্রযত্নতঃ। আর্দ্রস্বরসকালোড্য গুড়িকাং কারয়েদ্বুধঃ ॥ প্রত্যহং ভক্ষয়েদেকাং ভক্তবারি পিবেদনু। বটী ক্ষুধাবতী নাম্না চাম্লপিত্তবিনাশিনী ॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলংতথা। প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবাতং বিনাশয়েৎ ॥ পরিণামভবং শূলং কাসং পঞ্চবিধং তথা। জগতস্তু হিতার্থায় বাভটেন প্রকীর্ত্তিতা ॥ (অত্র মণ্ডূরং ভাগদ্বয়ম্) ॥ ৩১ ॥

ক্ষুধাবতীগুড়িকা।

রসায়ো গন্ধকাভ্রাণি ত্র্যূষণং ত্রিফলা বচা। যমানী শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্ ॥ প্রত্যেকং পলমেষান্তু ঘণ্টকর্ণ পুনর্নবা। মাণকং গ্রন্থিকং চেন্দ্র কেশরাজ সুদর্শনা ॥ দণ্ডোৎপলা ত্রিবৃদ্দন্তী জামাতৃ রক্তচন্দনম্। ভৃঙ্গাপামার্গ কুলকা মণ্ডূকঞ্চ পলার্দ্ধকম্ ॥ আর্দ্রকস্বরসেনাথ গুড়িকাং সম্প্রকল্পয়েৎ। বদরাস্থিসমাং চৈষাং ভক্ষয়িত্বা পিবেদনু ॥ বারিভক্তজলঞ্চৈব প্রাতরুত্থায় মানবঃ। বটী ক্ষুধাবতী নাম সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী ॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।

ইচ্ছা, তাহা সেবনীয়। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, যক্ষ্মা, শূল, পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, শোথ, অর্শ, প্লীহা, শ্বাস ও আমবাত প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

স্বল্পক্ষুধাবতী গুড়িকা।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, অভ্রভস্ম, যমানী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুল্‌ফা, চই, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পুনর্নবা বচ, দন্তীমূল, তেউড়ীর মূল, ঘণ্টকর্ণ (থারকন্, ঘেঁটকোল,), দণ্ডোৎপল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে দুইতোলা, মণ্ডূরভস্ম ৪ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া অর্দ্ধআনা বা একআনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া কাঁজি পান করা উচিত। ইহা অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, শ্বাস, আনাহ, আমবাত ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, যমানী, শুল্‌ফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে ৮ তোলা, ঘণ্টাকর্ণ (থারকন্, ঘেঁটকোল), পুনর্ন্নবা, মাণ, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেশরাজ (কেশুত্যা), সুদর্শনা, দণ্ডোৎপল, তেউড়ীর মূল, দন্তীমূল, জামাতৃ (গুলটে), রক্তচন্দন, ভৃঙ্গরাজ আপাঙ্গ, কুলক পটোলপত্র), মণ্ডূক (থানকুনী, থুলকুড়ি); ইহারা প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া বদরী বীজের ন্যায় (কুলের

অম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামকৃতঞ্চ যৎ ॥ তৎসর্ব্বং শময়ত্যাশু ভাস্কর-স্তিমিরং যথা। মধুরং বর্জ্জয়েদত্র বিশেষাৎ ক্ষীরশর্করে ॥ ৩২ ॥

লীলাবিলাসঃ ॥

রসো বলি র্ব্যোম রবিস্তু লৌহং ধাত্র্যক্ষনীরৈ স্ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্য। তদ-ল্লঘৃষ্টং মৃদুনা করেণ সংমর্দ্দয়েদস্য হি বল্লযুগ্মম্ ॥ হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধপ্রকারং লীলাবিলাসো রসরাজ এষঃ। ছর্দ্দিং সশূলাং হৃদয়স্য দাহং নিবারয়েদেষ নসংশয়োহত্র ॥ দুগ্ধং সকুষ্মাণ্ডরসং সধাত্রীপলং সমেতং সসিতং ভজেদ্বা ॥ ৩৩ ॥

অম্লপিত্তান্তকঃ।

মৃতসূতার্কলৌহানাং তুল্যাং পথ্যাং বিমর্দ্দয়েৎ। মাষমাত্রং লিহেৎ-ক্ষৌদ্রৈরম্লপিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চাননগুড়িকা।

শুদ্ধসূতং পলার্দ্ধঞ্চ তৎসমং শুদ্ধগন্ধকম্। তয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং লিপ্ত্বা মূষোদরে ক্ষিপেৎ ॥ আচ্ছাদ্য পঞ্চলবণৈ র্লিপ্ত্বা গজপুটে পচেৎ। সিদ্ধং তাম্রং সমাদায় পত্রমেকং বিচূর্ণয়েৎ ॥ পারদস্য পল-শ্চৈকং গন্ধকস্য পলং তথা। পুটদগ্ধস্য লৌহস্য গগনস্য পলং পলম্ ॥ যমানী শতপুষ্পা চ ত্রিকটু ত্রিফলাপি চ। ত্রিবৃতা চবিকা দন্তী শিখর জীরকদ্বয়ম্ ॥ এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ র্ঘণ্টকর্ণক মাণকম্।

আটার ন্যায়) বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে, অর্থাৎ এক্ষণকার ব্যবহারিক অর্দ্ধআনা বা একআনা মাত্রায় প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনান্তে কাঁজি, জল ভাত সেবন করিতে হইবে; কিন্তু দুগ্ধ ও চিনি নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও পরিণাম শূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

লীলা বিলাস।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, অভ্রভস্ম, তাম্রভস্ম ও লৌহভস্ম; ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া আমলকীর রসে তিন দিন এবং বহেড়ার রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অম্লপিত্ত, বমি, বুকজ্বালা ও শূল নাশক ॥ ৩৩ ॥

অম্লপিত্তান্তক রস।

রসসিন্দূর, তাম্র ও লৌহভস্ম প্রত্যেকে ১ তোলা এবং হরীতকী চূর্ণ ৩ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ আনা পরিমাণে মধুসহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চাননগুড়িকা।

শোধিত পারদ ৪ তোলা, শোধিত গন্ধক ৪ তোলা, এই দ্রব্যদ্বয় একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। তদনন্তর আটতোলা পরিমাণ তাঁমার পাতে ঐ কজ্জলী লেপন করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে এবং পঞ্চলবণ দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিয়া পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিবে। এইরূপে তাম্রপত্র (তামার পাত) সংরক্ষিত হইলে গজপুটে দগ্ধ করিলে তাম্র ভস্ম হইবে। সেই তাম্র খলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। পরিশেষে উক্ত তাম্রের সহিত কজ্জলী ১৬তোলা, লৌহভস্ম, অভ্র, যমানী, শুলফা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

গ্রন্থিকং চিত্রকঞ্চৈব কুলিশানাং পলার্দ্ধকম্॥ আর্দ্রকস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকাং মাষসংমিতাম্। পঞ্চাননগুড়ী খ্যাতা সর্ব্বরোগবিনাশিনী॥ অম্লপিত্ত-মহাব্যাধিনাশিনী চ রসায়নী। মহাগ্নিকারিকা চৈষা পরিণামব্যথাপহা॥ শোথপাণ্ডুাময়ানাহ প্লীহগুল্মোদরাপহা। গুরু বৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসা হিতা॥ ৩৫॥

ভাস্করামৃতাভ্রম্।

বাসামৃতা কেশরাজ পর্প্পটী নিম্ব ভৃঙ্গকম্। মুস্তং বৃশ্চীর বৃহতী বাট্যালক শতাবরী॥ এষাং সত্ত্বৈঃ পলোন্মানৈঃ র্ম্মর্দ্দিতং বিমলাভ্রকম্। সহস্রপুটিতং তত্র শতাবর্য্যারসং ক্ষিপেৎ। বার দ্বাদশকং দত্ত্বা বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥ ভাস্করামৃতনামেদমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি। শূলমন্নদ্রবং শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্। ছর্দ্দিং হৃল্লাসমরুচিং তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্॥ হৃদ্গ্রহং কামলাং রক্তপিত্তং যক্ষ্মাণমেব চ। দাহং শোথং ভ্রমিং তন্দ্রাং বিস্ফোটং কুষ্ঠমেব চ॥ শ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ মন্দাগ্নিং যকৃৎপ্লীহোদরং তথা॥ ৩৬॥

পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

ঊর্দ্ধগে বমনং পূর্ব্বমধোগে তু বিরেচনম্। সর্ব্বত্র শস্যতে পশ্চাৎনিরূহশ্চাপি শালয়ঃ॥ যবগোধূম মুদ্গাশ্চ পুরাণা জাঙ্গলারসাঃ। জলানি তপ্তশীতানি শর্করা মধুশক্তবঃ॥ কর্কোটকং কারবেল্লং পটোলং হিলমোচিকা। বেত্রাগ্রং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং রম্ভাপুষ্পঞ্চ বাস্তুকম্॥ কপিত্থং

তেউড়ীরমূল, চই, দন্তীমূল, আপাঙ্গের মূল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ঘণ্টাকর্ণ (খারকন্, ঘেঁটকোল), মাণ, পিপুলমূল, চিতারমূল ও কুলিশের (হাড়ভাঙ্গার) মূলের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণদ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক ব্যবহারিক মাত্রায় অর্থাৎ অর্দ্ধআনা বা একআনা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক বলিয়া অম্লপিত্ত, অজীর্ণ প্রভৃতি সকল প্রকার উদরাময় প্রশমক হইয়া থাকে। ইহাতে মাংস প্রভৃতি গুরুপাক ও বলকর দ্রব্য পথ্য॥ ৩৫॥

ভাস্করামৃতাভ্র।

বাসকছাল, অমৃতা (গুলঞ্চ), কেশরাজ (কেশুত্যা), ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, বেড়েলা (বাইর কলী) ও শতমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের রস ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অভ্র মর্দ্দন করিয়া সহস্র পুট প্রদান করিবে (সহস্র বার দগ্ধ করিবে), এইরূপ অবস্থাপন্ন অভ্রকে শতমূলের রসে দ্বাদশ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি বা দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা অম্লপিত্তহারক॥ ৩৬॥

পথ্যবিধি।

ঊর্দ্ধগামী অম্লপিত্তে বমন এবং অধোগামী অম্লপিত্তে বিরেচন প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। পরে উভয়বিধ অবস্থাতেই নিরূহ বস্তি (পিচকারি প্রদান) হিতকর। প্রস্তাবিত রোগে আহারার্থ পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, ময়দা, মুগ, জাঙ্গল প্রাণীর মাংস, সিদ্ধ করা শীতল জল, চিনি, মধু খইয়ের ছাতু, কাকরোল, করলা, পটোল, বেতের ডগা, পুরাতন চালকুমড়া, হিলমোচিকা

দাড়িমং ধাত্রী তিক্তানি সকলানি চ। পানান্নানি সমস্তানি কফপিত্ত-হরাণি চ॥ অম্লপিত্তাময়ে নিত্যং সেবিতব্যানি মানবৈঃ ॥ ৩৭ ॥ নবান্নানি বিরুদ্ধানি কফপিত্তকরাণি চ॥ বমিবেগং তিলান্মাষান্ কুলত্থাংস্তৈলভক্ষণম্। অবিদুগ্ধঞ্চ ধান্যাম্লং লবণাম্লকটূনি চ॥ গুর্ব্বন্নং দধিমদ্যঞ্চ বর্জ্জয়েদম্লপিত্তবান্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামম্লপিত্তচিকিৎসা।

(হেলাঞ্চা, হিঞ্চেশাক), রম্ভাপুষ্প (মোচা), বাস্তুক (বেতোশাক), কদ্‌বেল, দাড়িমফল, আমলকী, তিক্তদ্রব্য এবং কফপিত্ত নাশক দ্রব্য ব্যবস্থেয় ॥ ৩৭ ॥

অপথ্যবিধি।

নবান্ন, পিত্তশ্লেষ্মকর দ্রব্য, তিল, মাষকলাই, কুলথকলাই, তৈল, মেষদুগ্ধ, কাঁজি, লবণ, অম্ল, কটু (ঝালদ্রব্য), গুরুদ্রব্য, দধি ও মদ্য অম্লপিত্তরোগে নিষিদ্ধ ॥ ৩৮ ॥

অম্লপিত্ত চিকিৎসা সমাপ্ত।

মসূরিকারোগ-চিকিৎসা।

চৈত্রাসিতভূতদিনে রক্তপতাকান্বিতা স্নুহী ভবনে। ধবলিতকলসে ন্যস্তা পাপরোগ দূরতো ধত্তে ॥ ১ ॥ নারীণাং নামপার্শ্বস্থং নরাণামপসব্যগম্। পাপরোগভয়ং দূরাৎ শিবাস্থি বিনিবারয়েৎ ॥ ২ ॥ জ্বরে জাতে স্পৃহেন্নাম্বু তিষ্ঠেন্নির্ব্বাতবেশ্মনি। ম্রক্ষয়েদ্বিজয়াচূর্ণৈ র্গাত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ ॥ ৩ ॥ রুদ্রাক্ষং মরিচৈ র্যুক্তং পীতং পর্য্যুষিতাম্ভসা। ত্র্যহাৎপাপরুজং হন্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বাসাং বমনং

মসূরিকা চিকিৎসা।

(বসন্ত)

চৈত্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে একটী কলসীর গাত্রে চূণ মাখাইয়া ঐ কলসীটী মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিবে। তৎপরে একখানি সিজের ডাল তাহাতে প্রোথিত করিবে (পুতিবে) এবং ডালে রক্তবর্ণ পতাকা যোগ করিবে। এইরূপে কলসীটী সুসজ্জিত হইলে উহা বাড়ীর বাহিরে রাস্তার ধারে রাখিবে। এইরূপ করিলে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না॥ ১ ॥

হরীতকীর অস্থি (বীজ) খণ্ড খণ্ড রূপে কাটিয়া স্ত্রীলোকে বামপার্শ্বে এবং পুরুষে দক্ষিণ পার্শ্বে ধারণ করিলে বসন্ত রোগ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২ ॥

জ্বর উৎপন্ন হইলে জল স্পর্শ করিবে না, নির্ব্বাত গৃহে বাস করিবে, গাত্রে জয়ন্তীপত্র চূর্ণ মালিশ করিবে এবং বস্ত্রদ্বারা শরীর বন্ধন করিয়া রাখিবে ॥ ৩ ॥

রুদ্রাক্ষচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া বাসি জলের সহিত সেবন করিলে তিন দিবস মধ্যে প্রস্তাবিত রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

সর্ব্ব প্রকার বসন্ত রোগেই বমন হিতকর। সুতরাং পটোলপত্র, নিম্বপত্র ও ইন্দ্রযব।

পথ্যং পটোলারিষ্টবৎসকৈঃ। কসায়ৈশ্চ বচাবৎস যষ্ট্যাহ্ব ফল-কল্কিতৈঃ ॥ ৫ ॥ সক্ষৌদ্রং পায়য়েদ্ব্রাহ্মীরসং বা হৈলমোচিকম্ ॥ ৬ ॥ বান্তস্য রেচনং দেয়ং শমনং চাবলে নরে ॥ ৭ ॥ সুষবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণ সংযুতম্। রোমান্তী জ্বরবিস্ফোট মসূরীশান্তয়ে পিবেৎ ॥ ৮ ॥ উষ্ট্রকণ্টকমূলং বাপ্যনন্তামূলমেব বা। বিধিগৃহীতং জ্যেষ্ঠাম্বু পীতং হন্তি মসূরিকাম্ ॥ ৯ ॥ তদ্বৎ শৃগালকণ্টকমূলঞ্চ ব্যুষিতাম্ভসা। নিশাচিঞ্চাচ্ছদে শীতবারি পীতে তথৈব চ ॥ ব্যুষিতাম্বু সমরিচং পিবেৎপীতং কপর্দ্দকম্ ॥ ১০ ॥ যাবৎসংখ্যা মসূর্য্যঙ্গে তাবদ্ভিঃ শেলুজৈর্দ্দলৈঃ ॥ ছিন্নৈরাতুরনাম্না তু গুণীব্যেতি ন বর্দ্ধতে ॥ ১১ ॥ ব্যুষিতং বারি সক্ষৌদ্রং পীতং দাহ গুণীহরম্ ॥ ১২ ॥ তর্পণং বাতজায়াং প্রাক্ লাজচূর্ণৈঃ সশর্করৈঃ। ভোজনং তিক্ত যূষৈশ্চ প্রতুদানাং রসেন বা ॥ ১৩ ॥

পটোলাদিঃ।

পটোল কুণ্ডলী মুস্ত বৃষ ধন্বযবাসকৈঃ। ভূনিম্ব নিম্বকটুকা পর্প-

বমনবিধির ব্যবস্থানুসারে জল ও পটোলপত্র প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফল (ময়না ফল) উপযুক্ত মাত্রায় পেষণ করিয়া উক্ত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে বমন হইয়া রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মীশাকের রস বা হিঞ্চার (হেলাঞ্চাশাকের রস) মধুর সহিত পান করিলে উক্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যে বসন্ত রোগীকে বমন করান হইয়াছে, সেই রোগী যদি সবল থাকে, তবে তাহাকে বিরেচক ঔষধ দ্বারা দাস্ত করাইবে। কিন্তু দুর্ব্বল হইলে সংশমন ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৭ ॥

সুষবীপত্রের (উচ্ছেপাতার) রসের সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রোমান্তিকা (হাম, লুন্তী), জ্বর, বিস্ফোট ও বসন্ত রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

উষ্ট্রকণ্টকের (গোক্ষুরের) মূল বা অনন্তমূল পেষণ করিয়া তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে বসন্ত রোগ নিবারিত হয় ॥ ৯ ॥

শৃগাল কণ্টকের (শিয়াল কাঁটার) মূল বাসি জল সহ, হরিদ্রা ও তেঁতুল পত্র শীতল জলের সহিত এবং মরিচ ও কড়িভস্ম বাসি জলের সহিত সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগ অপনীত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

রোগীর শরীরে যতগুলি বসন্ত প্রকাশ পায়, ততগুলি বহুবার বৃক্ষের পত্র রোগীর নাম করিয়া ছিন্ন করিলে আর নূতন বসন্ত জন্মিতে পারে না ॥ ১১ ॥

বাসি জল ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

বায়ু জনিত মসূরিকাতে প্রথমতঃ চিনির সহিত খইয়ের ছাতু রোগীকে সেবন করিতে দিবে। তদনন্তর তিক্ত দ্রব্যের যূষের সহিত কিম্বা পারাবত (কবুতর) প্রভৃতির মাংস যূষের সহিত অন্ন সেবন করিতে দিবে ॥ ১৩ ॥

পটোলাদি।

পলতা (পটোলপত্র), গুলঞ্চ, মুথা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটকী ও

টৈশ্চ শৃতং জলম্ ॥ মসূরীং শময়েদামাং পক্বাঞ্চৈব বিশোষয়েৎ। নাতঃপরতরং কিঞ্চিদ্বিস্ফোটজ্বরশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥
অমৃতাদিকষায়ঞ্চ বিসর্পোক্তং প্রযোজয়েৎ। (অমৃতাদি যথা।— অমৃত বৃষ পটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে। বিবিধবিষ বিসর্পান্ কুষ্ঠ বিস্ফোটকণ্ডূরপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ) ॥ ১৫ ॥ সৌবীরেণ তু সম্পিষ্টং মাতুলঙ্গস্য কেশরম্। প্রলেপাৎপাচয়ত্যাশু দাহঞ্চাশু নিযচ্ছতি ॥ ১৬ ॥ পাদদাহং প্রকুরুতে পিড়কা পাদসম্ভবা। তত্র সেকং প্রশংসন্তি বহুশ স্তণ্ডুলাম্বুনা ॥ ১৭ ॥ পাককালে তু সর্ব্বাস্তা বিশোষয়তি মারুতঃ। তস্মাৎ সংবৃংহণং কার্য্যং ন তু পথ্যং বিশোষণং ॥ ১৮ ॥ গুড়ূচীং মধুকং দ্রাক্ষাং মোরটং দাড়িমৈঃ সহ। পাককালে তুদাতব্যং ভেষজং গুড়সংযুতম্ ॥ তেন পাকং ব্রজত্যাশু নচ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ॥ ১৯ ॥ লিহেদ্বা বাদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু ॥ অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্তকফাত্মিকাঃ ॥ ২০ ॥ শূলাধ্মানপরীতস্য কম্পমানস্য বায়ুনা ॥ ধন্বমাংসরসাঃ শস্তা ঈষৎসৈন্ধবসংযুতাঃ ॥ ২১ ॥ পিবেদম্ভস্তপ্তশীতং ভাবিতং খদিরাশনৈঃ ॥ শৌচে বারি প্রযুঞ্জীত গায়ত্রীবহুবারজম্ ॥ ২২ ॥

ক্ষেতপাপড়া; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ অপক্ব ও পক্ব বসন্ত নাশক ॥ ১৪ ॥

বিসর্পরোগোক্ত অমৃতাদি পাচন এই প্রস্তাবিত রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সেই অমৃতাদি পাচন এই :— গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরবৃক্ষের ছাল, কালবেত, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এই দ্রব্যগুলি পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে ও নিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৫ ॥

ছোলঙ্গলেবুর (টাবালেবুর) কেশর কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত পাকে এবং তজ্জনিত জ্বালার শান্তি হয় ॥ ১৬ ॥

পাদতলস্থ বসন্তে জ্বালা উপস্থিত হইলে তাহাতে চাউলের জল সেচন করিলে উক্ত জ্বালার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বসন্ত পাকিবার সময়ে বায়ু দ্বারা উহা শুষ্ক হইতে থাকে। সুতরাং সেই সময়ে রোগীকে বায়ুনাশক পুষ্টিকর আহার দেওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥

বসন্ত পাকিবার সময়ে বা পাকিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্মিস্, ইক্ষুমূল ও দাড়িম; ইহাদের ক্বাথের সহিত গুড় সংযুক্ত ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্র বসন্ত পাকে। কিন্তু উহা বায়ুদ্বারা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

বদরীফলের (কুলের) গুঁড়া গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বসন্তই শীঘ্র পাকিয়া উঠে ॥ ২০ ॥

সৈন্ধবলবণের সহিত মাংস যূষ সেবন করিলে বসন্তরোগীর শূল, উদরাধ্মান ও কম্প নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

খদিরবৃক্ষের ছাল ও অশনছালসহ পাচিত জল শীতল করিয়া বসন্তরোগীকে পান করিতে দিবে এবং শৌচকার্য্য নির্ব্বাহার্থ খদির ও বহুবারপত্র সহ সিদ্ধ জল প্রদান করিবে ॥ ২২ ॥

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দার্ব্বী পূগফলং শমী॥ ধাত্রীফলং সমধুকং ক্বথিতং মধুসংযুতম্। মুখরোগে কণ্ঠরোগে গণ্ডূষার্থং প্রশস্যতে॥২৩॥ অক্ষ্ণোঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধু মধুকাম্বুনা॥ ২৪॥ পঞ্চবল্কলচূর্ণেন ক্লেদিনীমবচূর্ণয়েৎ॥ ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্গোময়রেণুনা॥২৫॥ ক্রিমিপাতভয়াচ্চাপি ধূপয়েৎ সরলাদিভিঃ॥ ২৬॥ বেদনা দাহশা-ন্ত্যর্থং ক্রুতানাঞ্চ বিশুদ্ধয়ে। সগুগ্গুলুং বরাক্বাথং যুঞ্জ্যাদ্বা খদিরা-ষ্টকম্॥ ২৭॥ কৃষ্ণাভয়ারজো লিহ্যান্মধুনা কণ্ঠশুদ্ধয়ে। তথাষ্টাঙ্গ-লেহশ্চ কবড়শ্চার্দ্রকাদিভিঃ॥ ২৮॥ পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জন-ভোজনৈঃ। কুর্য্যাদ্‌ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্॥ ২৯॥ ঘণ্টাকর্ণং শিবং গৌরীং বিষ্ণুং বিপ্রঞ্চ পূজয়েৎ। আচারজপহোমাদীন্ ব্রতং রোগহরং তথা॥৩০॥ অগদানি বিষঘ্নানি রত্নানি বিবিধানি চ। ধারয়েদ্বাচয়েচ্চাপি বৈনতেয়স্য সংহিতাম্॥ ৩১॥ দুষ্টব্রণেষু তাস্বেব জলৌকাভির্হরেদসৃক্। ব্রণশোথহরং যোগমাচরেত্তৎ প্রশান্তয়ে॥ ৩২॥

—

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রার ছাল, সুপারিফল, শমীবৃক্ষের ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক যথোপযুক্ত জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং এই জল মধু সহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা কুলী করিলে মুখের ক্ষত ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৩॥

গবেধু (গোরক চাউলা, গোরক্ষ চাকুলা) ও যষ্টিমধু সহযোগে সিদ্ধ জল চক্ষুতে সেচন করিলে নেত্রজাত বসন্তের শান্তি হইয়া থাকে॥ ২৪॥

বসন্ত পাকিয়া পূযযুক্ত হইলে পঞ্চবল্কলের (বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর, বেতসের) ছাল চূর্ণ করিয়া গাত্রে লাগাইলে পূয আকর্ষণ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া ফেলে। এইরূপ ঘুঁইটের ছাই বা চূর্ণ দ্বারাও কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ২৫॥

বসন্ত হইতে কীটাদি পতন নিবারণার্থ সরলকাষ্ঠাদি দ্বারা ধূম প্রদান করিবে॥ ২৬॥

ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্গুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পূয নিঃসৃত হইয়া বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন খদিরাষ্টক প্রয়োগ করিলেও উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে॥২৭॥

পিপুল ও হরীতকীর চূর্ণ মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে কিম্বা অষ্টাঙ্গাবলেহ ও আদা প্রভৃতি মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

পান, অভ্যঞ্জন (অভ্যঙ্গ) ও ভক্ষণার্থ পঞ্চতিক্ত (নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র ও কণ্ট-কারী) প্রশস্ত। বিশেষতঃ ব্রণোক্ত বিধান ইহাতে হিতকর। কিন্তু তৈল প্রভৃতি নিষিদ্ধ॥ ২৯॥

প্রস্তাবিত রোগে দেবতার সম্বন্ধ থাকে বলিয়া দৈবব্যপাশ্রয় ক্রিয়া অনুষ্ঠান করাও কর্ত্তব্য। তদনুসারে মহাদেব, পার্ব্বতী, বিষ্ণু, ঘণ্টাকর্ণ (শিবের গণ বিশেষ,—লোকে ঘেঁটু দেবতা বলে) ও ব্রাহ্মণের পূজা, আচার, জপ ও হোমাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি রোগনাশক উপায় অবলম্বন করিবে॥ ৩০॥

বসন্তরোগী বিষনাশক ঔষধ, বিবিধ রত্ন ধারণ এবং গরুড় সংহিতা পাঠ ও শ্রবণ করিবে॥ ৩১॥

বসন্তরোগ কঠিন হইলে দুষ্টব্রণবৎ ক্রিয়া অর্থাৎ জলৌকা প্রয়োগ দ্বারা বসন্ত হইতে রক্তস্রাব করিবে এবং ব্রণশোথহারক যোগ সকল প্রয়োগ করিবে॥ ৩২॥

বিষঘ্নৈঃ সিদ্ধমন্ত্রৈশ্চ প্রমৃজ্যাত্তু পুনঃ পুনঃ। ভক্ত্যা পঠেৎপাঠয়েচ্চ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মসূরিকারোগ চিকিৎসা।

বিষঘ্ন সিদ্ধমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বসন্তরোগীর গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিবে (হাত বুলাইবে) এবং ভক্তিপূর্ব্বক শীতলার স্তব পঠন ও পাঠন করিবে॥ ৩৩ ॥

মসূরিকা চিকিৎসা সমাপ্ত।

ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা।

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ। শুক্তি সৌরাষ্ট্রিকা ক্ষারকল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ ॥ ১ ॥ নবীনকণ্টকার্য্যাশ্চ কণ্টকৈর্ব্বেধমাত্রতঃ। কিমাশ্চর্য্যং বিপচ্যাশু প্রশাম্যন্ত্যজগল্লিকাঃ ॥ ২ ॥ বৃষমূলবিশালাভ্যাং লেপো হন্ত্যজগল্লিকাম্ ॥ ৩ ॥ কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্ ॥৪॥ শ্লেষ্মবিদ্রধিকল্পেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্ ॥৫॥ বিবৃতামিন্দ্রবৃদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্। ইরিবেল্লিকাং গন্ধমালাং জয়েৎপিত্তবিসর্পবৎ। মধুরৌষধসিদ্ধেন সর্পিষা শময়েদ্‌ব্রণম্ ॥ ৬ ॥ রক্তাবসেকৈর্ব্বহুভিঃ স্বেদনৈরপতর্পণৈঃ ॥ জয়েদ্বিদারিকাং লেপৈঃ

ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা।

অজগল্লিকারোগের আমাবস্থায় জলৌকা (জোঁক) প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন শুক্তিভস্ম (ঝিণুক ভস্ম), সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও যবক্ষার একত্র পেষণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে। ইহাতে উহা মিলিয়া যায় ॥ ১ ॥

বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তরুণ কণ্টকারী বৃক্ষের কাঁটা দ্বারা অজগল্লিকাকে বিদ্ধ করিলে উহা পাকিয়া শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বাসকমূল ও রাখালশসার মূল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া প্রয়োগ দিলে অজগল্লিকা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অজগল্লিকা অত্যন্ত কঠিন হইলে ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা উহাকে বিদীর্ণ করিবে। এইরূপ করিলে উহা হইতে রস প্রভৃতি স্রাব হইয়া প্রশমিত হয় ॥ ৪ ॥

অনুশয়ীরোগে শ্লেষ্মবিদ্রধির বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ কফজ বিদ্রধির চিকিৎসা যে উপায়ে সম্পাদিত হয়, ইহার চিকিৎসাও তদনুরূপ ॥ ৫ ॥

বিবৃতা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গর্দ্দভিকা, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগের চিকিৎসা পিত্তজ বিসর্প রোগের বিধানানুসারে করিবে। বিশেষতঃ মধুর দ্রব্যের (কাকোলী প্রভৃতির) সহিত ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত শুষ্ক করিবে ॥ ৬ ॥

বিদারিকারোগে পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব, স্বেদ, অপতর্পণ (লঙ্ঘনাদি) এবং শজিনার ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ হিতকর ॥ ৭ ॥

শিগ্রুদেবদ্রুমোদ্ভবৈঃ ॥৭॥ পনসিকাং কচ্ছপিকামনেন বিধিনা ভিষক্ ॥ সাধয়েৎ কঠিনানন্যান্ শোথান্ দোষসমুদ্ভবান্ ॥ ৮ ॥ অন্ত্রালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষাণগর্দ্দভম্ ॥ সুরদারু শিলা কুষ্ঠৈঃ স্বেদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ। কফমারুতশোথঘ্নো লেপঃ পাষাণগর্দ্দভে ॥ ৯ ॥ শস্ত্রে-ণোদ্ধৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ। বল্মীকং নাশয়েত্তদ্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুদ্রবম্ ॥ ১০ ॥ সশোথং ব্রণগন্ধঞ্চ প্রবৃদ্ধং মর্ম্মসু স্থিতম্। হস্তপাদস্থিতঞ্চাপি বল্মীকং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥ পাদদারীষু তু শিরাং বেধয়েত্তলশোধনীম্। স্নেহস্বেদোপপন্নৌ তু পাদৌ চালেপয়েন্মুহুঃ ॥ মধূচ্ছিষ্টবসামজ্জ ঘৃতক্ষারৈর্ব্বিমিশ্রয়েৎ॥১২॥গুড়লবণঘৃতং চেত্তিন্তিড়ী যুক্তমেতৎ। দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্মূত্রমেকত্র কৃত্বা ॥ দিনকতিচিদথেদং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ। স্ফুটিতপদতলং স্যাৎপদ্মপত্রাভমাশু ॥১৩॥ সর্জ্জাখ্য সিন্ধূদ্ভবয়োশ্চূর্ণং মধুঘৃতাপ্লুতম্ ॥ নির্ম্মথ্যং কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জ্জনম্ ॥ ১৪ ॥ উপোদিকা সর্ষপনিম্বমোচকর্কারুকে-র্ব্বারুকভস্মতোয়ে। তৈলং বিপক্বং লবণং সকল্কং তৎপাদদারীং বিনিহন্তি শীঘ্রম্ ॥ ১৫ ॥ অলসেঽম্লৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরি-

পনসিকা, কচ্ছপিকা এবং অন্যান্য কঠিন শোথ, উপরোক্ত রক্তস্রাব প্রভৃতি উপায় দ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ৮ ॥

অন্ত্রালজী, কচ্ছপিকা ও পাষাণগর্দ্দভরোগে প্রথমতঃ সেক প্রদান করিবে, পরে দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বিশেষতঃ পাষাণ গর্দ্দভে বাতশ্লেষ্মজ শোথ নাশক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ॥ ৯ ॥

বল্মীক নামক রোগ অস্ত্রের সাহায্যে উৎপাটন করিবে, পরে অবশিষ্টাংশ ক্ষার দ্বারা নিঃশে-ষিত করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। এইরূপ প্রণালীতে বহুছিদ্র ও পূয বিশিষ্ট বল্মীক বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শোথ ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত বল্মীক এবং মর্ম্মস্থানোৎপন্ন হস্ত বা পদজাত বল্মীক অসাধ্য বলিয়া জানিবে ॥ ১১ ॥

পাদদারীরোগে তলশোধিনী নামক শিরা বিদ্ধ করিয়া স্নেহ দ্বারা সেক দিবে। তদনন্তর মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও ক্ষার সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। এই-রূপ করিলে উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

গুড়, সৈন্ধবলবণ, ঘৃত ও তেঁতুলছাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিলে সমস্তে যত হইবে, তাহার দ্বিগুণ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। উহা দ্বারা পাদে প্রলেপ দিলে পাদদারী নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

সর্জ্জ (ধূনা) ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত মন্থন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। পরে উহা দ্বারা পাদস্থ বিদীর্ণ স্থানে প্রলেপ দিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪॥

উপোদিকা (পুঁই), শ্বেতসর্ষপ, নিমছাল, মোচা, কর্কারু (কুমড়া ডাঁটা), এর্ব্বারু (কাঁকু-ড়ের ডাটা); এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে। পরে সেই ক্ষার সিদ্ধ করিয়া জল প্রস্তুত করিয়া লইবে। সেই ক্ষারজল ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে তৈল পাক করিয়া পাদে মালিশ করিলে পাদদারী নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অলসরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অম্লরসে অধিকক্ষণ পাদ ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উক্ত পদে পটোল-

লেপয়েৎ। পটোলারিষ্টকাশীশ ত্রিফলাভির্ম্মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৬ ॥ করঞ্জ-বীজং রজনী কাশীশং মধুকং মধু। রোচনা হরিতালঞ্চ লেপোঽয়-মলসে হিতঃ ॥ ১৭ ॥ লাক্ষাভয়া রসালেপঃ কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষ-ণম্। বৃহত্যোরসসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য বুদ্ধিমান্ ॥ শিলারোচন কাশীশ চূর্ণৈর্বা প্রতিসারয়েৎ ॥১৮॥ দহেৎকদরমুদ্ধৃত্য তৈলেন দহ-নেন বা ॥ ১৯ ॥ চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা স্বিন্নমুৎকৃত্যাভ্যজ্য তং ব্রণম্। দত্ত্বা সর্জ্জরসং চূর্ণং বুদ্ধা ব্রণবদাচরেৎ ॥ ২০ ॥ স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণায়সেঽভয়াম্। ঘৃষ্ট্বা তজ্জেন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্পং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥২১॥ নখকোটিপ্রবিষ্টেন টঙ্গণেন প্রশাম্যতি। কুনখশ্চেত্তদা ভ্রাতঃ শৈলো-ঽপি প্লবতে জলে ॥ ২২ ॥ কাশ্মর্য্যাঃ সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরি-বেষ্টিতঃ। অঙ্গুলীবেষ্টকঃ পুংসো ধ্রুবমাশু ব্যপোহতি ॥ এতদ্বচনদ্বয়ং সংগ্রহবৃন্দধৃতম্ ॥ ২৩ ॥ নিম্বোদকেন বমনং পদ্মিনীকণ্টকে হিতম্। নিম্বোদককৃতং সর্পিঃ সক্ষৌদ্রং পানমিষ্যতে ॥ ২৪ ॥ পদ্মনালকৃতঃ ক্ষারঃ পদ্মিনীং হন্তি লেপনাৎ। নিম্বারগ্বধকল্কৈর্ব্বা মুহুরুদ্বর্ত্তনং

পত্র, হীরাকস ও ত্রিফলা সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ডহরকরঞ্জার বীজ, হরিদ্রা হীরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অলসরোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥১৭॥

লাক্ষার কাথ, হরীতকীর রস লেপন, রক্তমোক্ষণ, বৃহতীর কাথ সহ পাচিত তৈল মালিশ, মনঃশিলা, গোরোচনা ও হীরাকস ; ইহাদের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ, এই সমস্ত উপায়ে অলসরোগ নিবা-রিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

অস্ত্র দ্বারা কদর উৎপাটন করিয়া উষ্ণ তৈল বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। ইহাতে কদর-রোগের (জামড়া রোগের) শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

চিপ্প চিকিৎসা,—চিপ্পরোগ উষ্ণ জলে সেক দিয়া অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিবে, পরে ক্ষত শুষ্ক করিবার জন্য ক্ষত স্থানে তৈল মালিশ করিয়া ধূনার গুঁড়া লাগাইয়া দিবে অথবা আবশ্যক হইলে ক্ষতশোধক চিকিৎসা করিবে ॥ ২০ ॥

হরিদ্রার রস লৌহ পাত্রে রাখিয়া তাহাতে হরীতকী ঘর্ষণ করিলে চন্দনের ন্যায় যে গাঢ় পদার্থ পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা চিপ্প স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

কুনখ চিকিৎসা—সোহাগা চূর্ণ নখপার্শ্বস্থ ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে উক্ত ক্ষত প্রশ-মিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অঙ্গুলিবেষ্টক চিকিৎসা।—গাম্ভারীর কোমলপাতা ৭টী লইয়া তদ্দ্বারা অঙ্গুলি বন্ধন করিয়া রাখিলে অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ ক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

পদ্মিনীকণ্টক।—বমনবিধি অনুসারে নিমছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা রোগীকে বমন করাইবে। তদনন্তর নিমের কাথ সহ পাচিত ঘৃত মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে ॥ ২৪ ॥

পদ্মের নাল (ডাঁটা) দগ্ধ করিয়া ক্ষার করিবে, সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলে কিম্বা নিমপাতা ও শোণালুপাতা (সোঁদাইলের পাতা) পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিলে পদ্মিনী কণ্টক রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

হিতম্ ॥ ২৫ ॥ নীলী পটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্। জালগর্দ্দভরোগে তু সদ্যো হন্তি চ বেদনাম্ ॥ ২৬ ॥ অহিপূতনকে ধাত্র্যাঃ পূর্ব্বং স্তন্যং বিশোধয়েৎ। ত্রিফলা খদির ক্বাথৈর্ব্রণানাং ধাবনং সদা ॥২৭॥ করঞ্জ ত্রিফলা তিক্তৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং শিশোর্হিতম্। রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্ ॥ ২৮ ॥ গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যান্তঃ প্রবেশয়েৎ। প্রবিষ্টে স্বেদয়েচ্চাপি বদ্ধং গোস্ফণয়া ভৃশম্ ॥ ২৯ ॥ কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্। এতন্নিশ্চিত্য নির্দ্দিষ্টং ন তস্য গুদনির্গমঃ ॥ ৩০ ॥ বৃক্ষাম্লানল চাঙ্গেরী বিশ্ব পাঠা যবাগ্রজম্। ক্ষারেণ শীলয়েৎপায়ুভ্রংশার্ত্তোঽনলদীপনম্ ॥ ৩১ ॥ গুদঙ্ক গব্যবসয়া ভ্রক্ষয়েদবিশঙ্কিতঃ। দুষ্প্রেবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাশু ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ মূষিকাণাং বসাভির্ব্বা গুদে সম্যক্ প্রলেপনম্। সিদ্ধমূষিকমাংসেন অথবা স্বেদয়েদ্গুদম্ ॥ ৩৩ ॥ গোতৈলাভ্যক্তঃ শীঘ্রং বৈ প্রবিশেন্নির্গতো গুদঃ। (ইদং পদ্যার্দ্ধং সংগ্রহবৃন্দধৃতম্) ॥ ৩৪ ॥

জালগর্দ্দভ।—নীলগাছের মূল ও পটোলের মূল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে প্রলেপ দিলে জালগর্দ্দভ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অহিপূতনক।–বালকদিগের মলদ্বারে ক্ষত হইলে, প্রথমতঃ স্তন্যপায়ীরোগীর ধাত্রীর (মাতার) স্তন দুগ্ধের দোষ অপনয়ন করিবে, পরে ত্রিফলা ও খদিরছাল জাত ক্বাথ দ্বারা ক্ষত স্থান পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবে। ইহাতে অহিপূতনক রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ডহরকরঞ্জার বীজ, ত্রিফলা ও তিক্ত দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া তাহা অহিপূতনক রোগে মালিশ করিবে এবং সেবনার্থ রসাঞ্জন (রসোত, রসদ) উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। পরন্তু উক্ত রসদ্ দ্বারা প্রলেপও দেওয়া যাইতে পারে ॥ ২৮ ॥

গুদভ্রংশ।—মলদ্বার স্থানচ্যুত হইলে প্রথমতঃ মলনলীর যে অংশ বাহিরে নির্গত হইয়া পড়িয়াছে, সেই অংশ তৈল মাখাইয়া অভ্যন্তরে যত্ন পূর্ব্বক প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। এইরূপ করা হইলে গোস্ফণা গুহ্যস্থানে বন্ধন করিবে। গোস্ফণাবন্ধনের তাৎপর্য্য এই,—সচ্ছিদ্র চর্ম্ম দ্বারা গুহ্য দ্বারে কৌপীন পরিধান করিলে উক্ত ছিদ্র পথ দ্বারা মল নিঃসৃত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

পদ্মের কোমল পত্র একতোলা পরিমাণে পেষণ পূর্ব্বক চিনি সহযোগে সেবন করিলে গুদভ্রংশ ও তজ্জনিত বেদনা আশু নিবৃত্তি পাইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বৃক্ষাম্ল (মহাদা), চিতার মূল, চাঙ্গেরী (আমরুল শাক), শুঁঠ, আকনদ্ (আকান্দী লতা) ও খোসা রহিত যব; এই অগ্নিদীপক দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে যবক্ষারের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মলনলীনির্গমন (হালিশ) রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

মলনলীতে গরুর বসা (চর্ব্বি) মাখাইয়া প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে অবলীলাক্রমে উহা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ইন্দুরের চর্ব্বি মলনলীতে মালিশ অথবা ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা সেক দিলে উহা স্বস্থানস্থ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

গরুর চর্ব্বি মলনলীতে মালিশ করিলে অতি শীঘ্র উক্ত নলী অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

চাঙ্গেরীঘৃতম্।

চাঙ্গেরী কোলদধ্যম্ল নাগরক্ষীরসংযুতম্। ঘৃতমুৎক্বথিতং পেয়ং গুদ-ভ্রংশরুজাপহম্॥ শুণ্ঠী ক্ষারাবত্র কল্কৌ শিষ্টন্তু দ্রবমিষ্যতে॥ ৩৫॥

মূষিকাদ্যং তৈলম্।

ক্ষীরে মহৎপঞ্চমূলং মূষিকামন্ত্রবর্জ্জিতাম্। পক্ত্বা তস্মিন্ পচেত্তৈলং বাতঘ্নৌষধসংযুতম্॥ গুদভ্রংশমিদং তৈলং পানাভ্যঙ্গাৎপ্রসাধয়েৎ॥৩৬॥ চর্ম্মকীলং জতুমণিং মশকাংস্তিলকালকান্। উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ॥ ৩৭॥ রুবুনালস্য চূর্ণেন ঘর্ষো মশকনাশনঃ। নির্ম্মোকভস্মঘর্ষাদ্বা মশঃ শান্তিং ব্রজেৎ দ্রুতম্॥ ৩৮॥ যুবানপিড়-কান্যচ্ছ নীলিকা ব্যঙ্গ শর্করাঃ। শিরাবেধৈঃ প্রলেপৈশ্চ জয়েদভ্যঙ্গনৈ-স্তথা॥ ৩৯॥ লোধ্রধান্য বচালেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ। তদ্বদ্গোরো-চনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনম্॥ ৪০॥ বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু পিড়কাং যৌবনোদ্ভবান্॥ ৪১॥ ব্যঙ্গেষু চার্জ্জুনত্বগ্বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা॥ লেপঃ সনবনীতা বা শ্বেতাশ্বখুরজা মসী॥ ৪২॥ রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা

চাঙ্গেরী ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের। কল্ক,—শুঁঠ অর্দ্ধসের এবং যবক্ষার অর্দ্ধসের, আমরুল শাকের রস ১৬ সের, কুলের (বদরী ফলের) ক্বাথ ১৬ সের, অম্লদধি ১৬ সের, কল্ক ও এই তরল দ্রব্যগুলি ক্রমশঃ ঘৃতে দিয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত প্রয়োজনানুসারে অল্প পরিমাণেও প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কারণ প্রস্তাবিত রোগের ঘৃতের প্রয়োজন অত্যল্পই হইয়া থাকে॥৩৫॥

মূষিকাদ্য তৈল।

তৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে, পরে বিল্ব, শ্যোণা (নাওশোনা), পারুল, গণিয়ারি, গাম্ভারী এবং মূষিকমাংস সমভাগে সমস্তে ৮ সের গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষীর পরিভাষার নিয়মানুসারে জল ও দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া, বাতনাশক ঔষধ কল্করূপে তৈলে দিয়া পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল গুদ-ভ্রংশনাশক॥ ৩৬॥

চর্ম্মকীলক, জতুমণি, মশক ও তিলকালক ; এই সমস্ত রোগ অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিয়া ফেলিবে, পরে ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা উহাদের মূলপ্রদেশকে সম্যক্ রূপে ক্ষয় করিয়া অগ্নি দ্বারা ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। এইরূপ করিলে পুনর্ব্বার আর জন্মে না॥ ৩৭॥

এরণ্ডনাল চূর্ণ বা সর্পের খোলশভস্ম মশকরোগস্থানে ঘর্ষণ করিলে উহার শান্তি হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

যুবানপিড়কা (মুখব্রণ), ন্যচ্ছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করারোগে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ, প্রলেপ এবং তৈলাদি মালিশ দ্বারা উহাদের শান্তি করিবে॥ ৩৯॥

মুখব্রণ.—লোধ, ধনিয়া ও বচ বা গোরোচনা ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা প্রলেপ দিলে যৌবন কাল-জাত মুখব্রণ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

মুখব্রণরোগে রোগীকে বিধি পূর্ব্বক বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে, ইহা-তেও উহার শান্তি হইয়া থাকে॥ ৪১॥

ব্যঙ্গ।—অর্জ্জুনছাল ও মধু, বা মধু ও মঞ্জিষ্ঠা কিম্বা শ্বেত অশ্বের খুরভস্ম ও নবনীত (মাখন) দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪২॥

কুষ্ঠ লোধ্র প্রিয়ঙ্গবঃ ॥ বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ॥৪৩॥ ব্যঙ্গানাং লেপনং শস্তং রুধিরেণ শশস্য চ ॥ ৪৪ ॥ কেবলান্ পয়সা পিস্ট্বা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলীকণ্টকান্। আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎপদ্মো-পমং মুখম্ ॥ ৪৫ ॥ মসূরৈঃ সর্পিষা ভৃষ্টৈ র্লিপ্তমাস্যং পয়োঽন্বিতৈঃ। সপ্তরাত্রাদ্ভবেৎসত্যং পুণ্ডরীকদলপ্রভম্ ॥ ৪৬ ॥ মাতুলুঙ্গজটা সর্পিঃ শিলা গোশকৃতো রসঃ। মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কা তিল-কালজিৎ ॥ ৪৭ ॥ নবনীত গুড় ক্ষৌদ্র কোলমজ্জপ্রলেপনম্। ব্যঙ্গ-জিদ্বরুণত্বগ্বা ছাগক্ষীরপ্রপেষিতা ॥ ৪৮ ॥ জাতীফলকল্কলেপো নীলী-ব্যঙ্গাদিনাশনঃ। সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যঙ্গো বক্তুপ্রসাধনঃ ॥ ৪৯ ॥ কালীয়কোৎপলাময় দধিসর বদরাস্থিমধ্যফলীভিঃ। লিপ্তং ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ ॥ ৫০ ॥ তুষরহিতমসৃণ যবচূর্ণ সমযষ্টি-মধুক লোধ্রলেপেন। ভবতি মুখং পরিনির্জ্জিত চামীকর চারু সৌভা-গ্যম্ ॥৫১॥ রক্ষোঘ্ন শর্ব্বরীদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা গৈরিকাজ্য বস্তপয়ঃ। সিদ্ধেন লিপ্তমানন মুদ্যদ্বিধুবিম্ববদ্বিভাতি ॥ ৫২ ॥ পরিণতদলশরপুঙ্খৈঃ কুবলয়দলকুষ্ঠ চন্দনোশীরৈঃ। মুখকমল কান্তিকারীভ্রূকুটীতিলকাল-

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুষ্ঠ (কুড়), লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর (বটের ঝুরি) ও মসূর দাইল ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা ব্যঙ্গঘ্ন ও মুখের কান্তিপ্রদ ॥ ৪৩ ॥

শশকের রক্ত লেপন করিলে ব্যঙ্গরোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইতে পারা যায় ॥ ৪৪ ॥

শাল্মলিবৃক্ষের (শিমুল গাছের) তীক্ষ্ণ কাঁটা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তিন দিন প্রলেপ দিলে প্রস্তাবিত রোগ অপনীত হয় এবং মুখ পদ্মের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

মসূর দাইল ঘৃতের সহিত ভাজিবে, পরে দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তিন দিন প্রলেপ দিলে ৭ সাত দিনের মধ্যে ব্যঙ্গরোগ অপনীত হইয়া মুখ পদ্মসদৃশ নির্ম্মল হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ছোলঙ্গলেবুর মূল, মনঃশিলা ও গোবরের রস একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা প্রলেপ দিবে। ইহা পিড়কা ও তিলকালক নাশক ও মুখের কান্তি-জনক ॥ ৪৭ ॥

গুড়, মধু ও বদরীবীজের মধ্যস্থ শস্য ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া তৎসহ মাখন মিশ্রিত করিয়া লইবে, পরে উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে কিম্বা বরুণের ছাল ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

জাতীফল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ অপনীত হয়। পরন্তু সন্ধ্যাকালে মুখে সর্ষপতৈল মালিশ করিলে মুখ উজ্জ্বল হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

কালীয়ক, উৎপল, কুড়, দধির সর, বদরী বীজের শস্য ও প্রিয়ঙ্গু ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ৭ সাত দিনের মধ্যে মুখ পরিষ্কৃত হয় ॥ ৫০ ॥

যবের চূর্ণ, যষ্টিমধু ও লোধ সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মুখকান্তি সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গেরিমাটী, ঘৃত ও ছাগ দুগ্ধ ;— এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বালচন্দ্রমার ন্যায় মুখকান্তি হয় ॥ ৫২ ॥

শরপুঙ্খা (বননীল), উৎপল, কুড়, চন্দন ও বেণার মূল ; এই দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মুখশ্রী পরিবর্দ্ধিত হয় ॥ ৫৩ ॥

বিপক্কম্ লশুনসরলযষ্টীকুষ্ঠসিদ্ধ্ৰথযুক্তং দহনতিমিরকৃষ্ণাকল্কযুক্তং সুসিদ্ধম্। হরতি সকলবাতান্ ঘোররূপানসাধ্যান্ প্রতিদিনমনু-লেপাৎ সুপ্তবাতস্য জন্তোঃ॥ কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং দ্বিবিধং বাতশোণি-তম্। বৈবর্ণ্যং ত্বগ্‌গতান্ দোষান্ নাশয়ত্যাশু মর্দ্দনাৎ॥ ১৫॥

রুদ্রতৈলম্।

পুনর্ণবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকুর্বৃহতীত্বচম্। কণ্টকারী করঞ্জঞ্চ নির্গুণ্ডী বৃষমূলকম্॥ অপামার্গং পটোলঞ্চ ধুস্তূরং দাড়িমীফলম্। জয়ন্তী-মূলকং দন্তী প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্॥ ত্রিফলানাং প্রদাতব্যং দ্বিক-র্ষঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। দত্ত্বা ছিন্নরুহায়াশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চ পলানি চ॥ পাচয়েৎ ভাজনং তোয়ং চতুর্ভাগাবশেষিতম্। কটুতৈলস্য চ প্রস্থং দুগ্ধঞ্চ তৎসমং ভবেৎ॥ বাসকস্বরসপ্রস্থং মন্দমন্দেন বহ্নিনা। গন্ধ-শটী চ কাকোলী চন্দন-গ্রন্থিকং নখী॥ পূতিকং কেশরং কুষ্ঠং হন্ত্যস্মিমঙ্গজগং পুনঃ। হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধিগলিতং স্ফুটিতং তথা॥ কৃষ্ণশ্বেতং তথারক্তং নানাবর্ণং সদাহকম্। পামাং বিচর্চ্চিকাং কণ্ডুং

(হরিদ্রা) ও পিপুল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে একসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। ক্বাথার্থ—কুচিলা ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক (অত্যন্ত কঠিন বলিয়া) ৬৪ সের জলের সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং শজিনাছালের রস ৪ সের, লক্‌চের (ডেউয়ার) রস ৪ সের, ধুতূরার রস ৪ সের, বকণের রস ৪ সের, চিতাপত্রের রস ৪ সের, নিশিন্দাপত্রের রস ৪ সের, মনসাসিজের রস ৪ সের, অশ্বগন্ধার রস ৪ সের এবং জয়ন্তীপত্রের রস ৪ সের ক্রমশঃ তৈলে দিবে। এই-রূপে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল শরীরে মালিশ করিলে অসাধ্য সুপ্ত-বাত, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শরীরের বিবর্ণতা, চর্ম্মগত দোষ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫॥

রুদ্রতৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং কাঁচা হলুদ, লোধ, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বালা ও কেওয়ারমূল প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোলসের জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। কল্কার্থ—পুন-র্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বৃহতী, কণ্টকারী, ডহরকরঞ্জারছাল, নিশিন্দাপাতা, বাস-কেরমূল, আপাঙ্গ, পটোলপত্র, ধুতূরারমূল, দাড়িমফল, জয়ন্তীমূল, দন্তীমূল, হরীতকী, আম-লকী ও বহেড়া প্রত্যেকে চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে, এবং পাকার্থ জল ষোলসের দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর গুলঞ্চ ৩২ পল (৪ সের) গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথ তৈলে দিয়া পুনঃ পাক করিতে থাকিবে এবং উহাতে দুগ্ধ ১ সের প্রদান করিবে। পরে গন্ধার্থ—গন্ধশটী, কাকোলী, চন্দন, গাঠিয়ান, নখী, খট্টাসী, নাগ-কেশর যথাপ্রয়োজন মাত্রায় তৈলের আসন্ন পাকের সময়ে দিবে, শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ

ছায়াত্বচঞ্চ কালিনীম্ ॥ মসূরিকাং মণ্ডলঞ্চ জ্বলনঞ্চ বিসর্পকম্। নাড়ী-ব্রণং মর্ম্মহীনং গাত্রবৈবর্ণ্যদদ্রুকম্ ॥ নিহন্তি রক্তদোষঞ্চ ভাস্কর-স্তিমিরং যথা ॥ ১৬ ॥

মহারুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকুদাড়িমীফলম্ ॥ বৃহত্যৌ পূতিকামূলং বাসকং সিন্ধুবারকম্। পটোলপত্রং ধুস্তূরমপামার্গজয়ন্তিকা ॥ দন্তী বরা পৃথক্ সর্ব্বং কর্ষদ্বয়মিতং পুনঃ। বিষস্য দ্বিপলং দেয়ং পৃথগ্-ব্যোষং পলত্রয়ম্ ॥ প্রস্থঞ্চ সার্ষপং তৈলং প্রস্থাম্বুবৃষপত্রজম্। গুড়ূচ্যাস্ত চতুঃষষ্টিপলক্বাথরসেন চ ॥ বারিপ্রস্থেন পক্তব্যং মহারুদ্র-মিদং শুভম্। বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুদ্ভবম্ ॥ অষ্টাদশ-বিধং কুষ্ঠং হন্তি বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। ক্রিমিদুষ্টব্রণঞ্চৈব দাহং কণ্ডূং নিহন্তি চ। অস্বেদনং মহাস্বেদং অভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি ॥ ১৭ ॥

কৈশোরগুগ্গুলুঃ।

বরমহিষলোচনোদরসন্নিভবর্ণস্য গুগ্গুলোঃ প্রস্থম্। প্রক্ষিপ্য

পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে অস্থি ও মজ্জাগত কুষ্ঠ, হস্ত, পদ, অঙ্গুলী ও সন্ধিগলিত ও স্ফুটিত প্রভৃতি অতি অসাধ্য কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

মহারুদ্রতৈল।

সর্ষপতৈল ৪ সের। প্রথমতঃ তৈল মৃদু অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া জলে ভিজাইয়া কুট্টিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল সহ তৈলে দিবে এবং কাঁচা হলুদ, লোধ, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বালা ও কেওয়ারমূল, এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে একছটাক পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ষোল-সের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর কল্কার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, দাড়িম-ফল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জার মূল, বাসক, নিসিন্দাপত্র, পটোলপত্র, ধুতুরাপত্র, আপাঙ্গ, জয়ন্তীপত্র, দণ্ডীমূল, বরা (ত্রিফলা) প্রত্যেকে চারিতোলা, কাঠবিষ ১৬ তোলা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ প্রত্যেকে ২৪ তোলা, এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া তৈলে দিয়া চারিসের জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর গুলঞ্চ আটসের গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া ৩২ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ তৈলে দিবে। অপর বাসকপাতা ৪ সের লইয়া ১৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং উহা ছাকিয়া ক্বাথ তৈলে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সিটে বাদ দিবে এবং তৈল পুনঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, পরে পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল শরীরে মালীশ করিলে সর্ব্ব প্রকার বাতরক্তরোগ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন উহা বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ১৭ ॥

কৈশোর গুগ্গুলু।

রক্তবর্ণ গুগ্গুলু দুইসের, ত্রিফলা প্রত্যেকে দুইসের সুতরাং মোটে ৬ সের, গুলঞ্চ ৪

* তোয়রাশৌ ত্রিফলাঞ্চ যথোক্তপরিমাণাম্ ॥ দ্বাত্রিংশৎ ছিন্নরুহ্‌-পলানি দেয়ানি যত্নেন। বিপচেদপ্রমত্তোদর্ব্ব্যা সঙ্ঘট্টয়ন্মুহুর্যাবৎ ॥ অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়ং জাতং জ্বলনস্য সম্পাকাৎ। অবতার্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপি সম্পাদয়েৎ পাত্রে ॥ সান্দ্রীভূতে তস্মিন্নবতার্য্য হিমো-পলপ্রক্ষ্যে। ত্রিফলাচূর্ণার্দ্ধপলং ত্রিকটোশ্চূর্ণং ষড়ক্ষপরিমাণম্ ॥ ক্রিমিরিপুচূর্ণার্দ্ধপলং কর্ষং কর্ষং ত্রিবৃদ্দন্ত্যোঃ। পলমেকঞ্চ গুড়ূচ্যা দত্ত্বা সংচূর্ণ্য যত্নেন ॥ উপযুজ্য চানুপানং যূষং তোয়ং সুগন্ধি সলিলঞ্চ। ইচ্ছাহারবিহারী ভেষজমুপযুজ্য সর্ব্বকালমিদম্ ॥ তনুরোধিবাতশোণিতমেকজমথদ্বন্দ্বজং চিরোত্থঞ্চ। জয়তি দ্রুতপরি-শুষ্কং স্ফুটিতং চাজানুজঞ্চাপি ॥ ব্রণকাসকুষ্ঠগুল্মশ্বয়থুদরপাণ্ডু-মেহাংশ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ বিবন্ধং প্রমেহপিড়কাশ্চ নাশয়ত্যাশু ॥ সততং নিষেব্যমানঃ কালবশাদ্ধন্তি সর্ব্বগদান্। অভিভূয় জরাদোষং প্রয়াতি কৈশরকং রূপম্ ॥ প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থো জলমত্র ষড়াঢ়কম্। পাকায়ত্তং ফলং পাকে ক্বাথে পাকং প্রধানতা ॥ তস্মাৎ ক্বাথবিধৌ নিত্যং যতিতব্যং চিকিৎসকৈঃ ॥ ১৮ ॥

রসাভ্রগুগ্‌গুলুঃ।

কর্ষদ্বয়ং পারদস্য লৌহং গন্ধঞ্চ তৎসমম্ ॥ লৌহগন্ধসমং চাভ্রং গুগ্‌গুলুং কুড়বদ্বয়ম্। অমৃতায়া রসপ্রস্থে রসপ্রস্থে ফলত্রিকে ॥ সান্দ্রী-

সের। গুগ্‌গুলু বস্ত্রখণ্ডে পুটুলী বদ্ধ করিয়া লইবে, পরে সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র ৯৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে, জলীয়াংশ ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া গুগ্‌গুলুর পুট্টলীটী পৃথক স্থানে রাখিবে এবং অপর দ্রব্যগুলি ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া লৌহ পাত্রে পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে ত্রিফলা চূর্ণ ১২ তোলা, ত্রিকটু চূর্ণ ৬ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীর মূল চূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চ চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিয়া যূষ, শীতল জল বা সুগন্ধি জল পান করিবে। এই ঔষধসেবী ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে আহার বিহার করিতে পারে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, কাস, মন্দাগ্নি, পাণ্ডু, গুল্ম, শোথ, উদর, শূল প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

রসাভ্রগুগ্‌গুলু।

শোধিত পারদ ৪ তোলা, শোধিত গন্ধক ৪ তোলা উভয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, লৌহভস্ম ৪ তোলা, অভ্রভস্ম ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু একসের, গুলঞ্চের ক্বাথ

* গুগ্‌গুলু গুড়ূচীভ্যাং অথ ষন্নবতি ক্বাথ্যপলানি ভবন্তি অতোঽষ্টগুণেন ষন্নবতি জলশরাবাদেয়াঃ। তোয়রাশাবিতি বহুত্বোপলক্ষণপরং নতু দ্রোণাভিধায়কং ইতি ভানুঃ। অত্র বয়ং ক্রমঃ গুগ্‌গুলোঃ ষোড়শপলং ত্রিফলায়াঃ প্রত্যেকং ষোড়শপলং সমুদায়েন চতুষষ্টি পলমত্র দ্রোণপ্রমাণং জলমুক্তং এতদনুসারেণ দ্বাত্রিংশৎপলং গুড়ূচ্যা অনুক্তমপি জলং দেয়ং অষ্টগুণত্বাৎ দ্বাত্রিংশৎ শরারকং অতএব জলমত্র ষড়াঢ়কমিতি চক্রেনোক্তম্।

ভূতে রসে তস্মিন্ গর্ভং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ। ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী গুড়ূচী চেন্দ্রবারুণী। বিড়ঙ্গং নাগপুষ্পঞ্চ ত্রিবৃতা চ সুচূর্ণিতম্॥ প্রত্যেকং কর্ষমাদায় সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রন্তু ছিন্ন-ক্বাথানুপানতঃ॥ বাতরক্তং জ্বালাঘোরং স্ফুটিতং গলিতং জয়েৎ। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং ক্রিমিরোগাশ্মরীং তথা॥ ভগন্দরং গুদভ্রংশং শ্বেতকুষ্ঠং সকামলম্। অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ পামাকণ্ডুবিচর্চ্চিকাঃ॥ চর্ম্মকীলং মহাদদ্রুং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ বাতরক্তবিনাশায় ধন্বন্তরি-কৃতঃ পুরা। রসাভ্রগুগ্গুলুঃ খ্যাতো বাতরক্তামৃতোপমঃ॥ ১৯॥

বাতরক্তান্তকোরসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহং ঘনং তালং মনঃশিলা। শিলাজতু পুরং শুদ্ধং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥ বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষমহিফেনং পুনর্নবা। দেব-দারু চিত্রকঞ্চ দার্ব্বীশ্বেতাপরাজিতা॥ চূর্ণমেষাং পৃথক্ তুল্যং সর্ব্ব-মেকত্র ভাবয়েৎ। ত্রিফলাভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা॥ সম্ভাব্য ভক্ষয়েৎ পশ্চান্মাষমাত্রং দিনে দিনে। কৃত্বানুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমম্॥ শাণমাত্রং ঘৃতৈঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্ববাতবিকার-নুৎ। বাতরক্তং মহাঘোরং গম্ভীরং সর্ব্বজং জয়েৎ॥ সর্ব্বোপদ্রব-সংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যয়ম্॥ ২০॥

---

৪ সের, ত্রিফলার ক্বাথ ৪ সের। প্রথমতঃ গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত সময়ে গুগ্গুলু একখানি বস্ত্রখণ্ডে পুটুলী বদ্ধ করিয়া ক্বাথ্যবস্তুর সহিত দিবে, তদনন্তর ক্বাথ ছাকিবার সময়ে উক্ত পুটুলীটী তুলিয়া রাখিবে, পরে উভয়বিধ ক্বাথ একত্র করিয়া তাহার সহিত গুগ্গুলু মিশ্রিত করিয়া উহা পুনঃ পাক করিতে থাকিবে, পরে গাঢ় হইয়া আসিলে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীরমূল, গুলঞ্চ, রাখালশসা (মামালাড়ু), বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, তেউড়ীরমূল এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উল্লিখিত গাঢ় ক্বাথে প্রদান করিবে এবং উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণে সেবন করিয়া গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্ব-প্রকার বাতরক্ত, জ্বালা, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অশ্মরী, ভগন্দর, গুদভ্রংশ, শ্বেতকুষ্ঠ, কামলা, অপচী, গণ্ডমালা, পামা, বিচর্চ্চিকা, চর্ম্মকীল, দদ্রুরোগ নিশ্চয়ই প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

বাতরক্তান্তক রস।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা উভয়ে কজ্জলী করিবে, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, শোধিত গুগ্গুলু, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, অহিফেন, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতারমূল, দারুহরিদ্রা, শ্বেত-অপরাজিতারমূল, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, তদনন্তর ত্রিফলার রস (অভাবে ক্বাথ) দ্বারা তিনবার এবং ভৃঙ্গ-রাজের রসে তিনবার ভাবনা দিয়া গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ এক বা দুই আনা পরিমাণে সেবন করিবে। তদনন্তর নিমেরপাতা, পুষ্প ও ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা চারিআনা পরিমাণে যথোপযুক্ত ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ ও বাতরক্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২০॥

দ্বাদশায়সঃ।

গরুত্মান্ দরদস্তীক্ষ্ণং সর্ব্বাখ্যোবঙ্গশক্তিকে॥ শূলঞ্চ গগনং ফেনং রুধিরঞ্চ ত্রিনেত্রকম্। পতালনৃপতিশ্চৈব বহ্নিমূলং সরামঠম্॥ ত্রিকটুত্রিফলাশিগ্রু চাজমোদা যমানিকা। পিপ্পলীমূলভার্গীচ লশুনং জীরকদ্বয়ম্॥ আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। বাতরক্তং মহাকুষ্ঠং গলিতাঙ্গং ত্রিদোষজম্॥ শোথং কণ্ডুঞ্চ রুধিরং সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি। মন্দানলামবাতঞ্চ শ্লেষ্মাণঞ্চ জলোদরম্। ঘ্রাণাক্ষিকর্ণজিহ্বানাং সর্ব্বরোগং বিনাশয়েৎ॥ (অত্র গরুত্মান্ স্বর্ণমাক্ষিকং, সর্ব্বাখ্যোরসঃ, শক্তিকা গন্ধকং, রুধিরং গৈরিকম্, পাতালনৃপতিঃ শীষকং, ত্রিলোচনং স্বুবর্ণম্)॥ ২১॥

ছিন্নোদ্ভবাকষায়েন সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু। পঞ্চকর্ম্মবিশুদ্ধেন বাতরক্তপ্রশান্তয়ে॥ ২২॥ কুষ্ঠোক্তোঽপ্যত্র দাতব্যঃ শ্রীমহাতালকেশ্বরঃ॥ সর্ব্বেশ্বরশ্চ দাতব্যস্তস্মিন্ কুর্য্যাদিমং বিধিম্॥ ২৩॥ রক্তাধিক্যে রক্তমোক্ষঃ পাদে বাহৌ ললাটকে। কর্ত্তব্যো রক্তরোগেষু কুষ্ঠিনাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ২৪॥ বলিনো বহুদোষস্য বয়ঃস্থস্য শরীরিণঃ। পরং প্রমাণমিচ্ছন্তি প্রস্থং শোণিতমোক্ষণে॥ ২৫॥ তালেন নিহিতং তাম্রং রসগন্ধকসংযুতম্। বদ্ধ্বা পুটিতং তালং বাতরক্তে মহৌষধম্॥ ২৬॥

দ্বাদশায়স।

শোধিত পারদ একতোলা, শোধিত গন্ধক একতোলা উভয়ে একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, লৌহভস্ম, রঙ্গভস্ম, তাম্রভস্ম, অভ্রভস্ম, সীসকভস্ম স্বর্ণভস্ম, অহিফেন হিঙ্গুল, গৈরিক (গেরীমাটী), চিতারমূল, হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শজিনা বীজ, যমানী, বনযমানী, পিপুলমূল, ব্রহ্মযষ্টিরমূল (বামনহাটীর মূল), রসোন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক দুই রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ কিছুদিন সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শোথ, কণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, জলোদর এবং শ্লেষ্মজনিত রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২১॥

পঞ্চকর্ম্মোক্ত বিধানানুসারে শরীর সংশোধন করিয়া শোধিত শিলাজতু গুলঞ্চের ক্কাথের সহিত সেবন করিলে বাতরক্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২২॥

কুষ্ঠাধিকারোক্ত শ্রীমহাতালকেশ্বর এবং সর্ব্বেশ্বর রস বাতরক্ত রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে॥ ২৩॥

বাতরক্ত রোগীর রক্তাধিক্য লক্ষিত হইলে রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ অত্যন্ত কঠিন বাতরক্ত রোগে রোগীর পাদ ও ললাট দেশ উত্তপ্ত লৌহ দণ্ড দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিলে উপকার দর্শিয়া থাকে॥ ২৪॥

বহুদোষ বিশিষ্ট বলবান্ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রস্থ পরিমাণের অধিক রক্ত মোক্ষণ করা উচিত নহে॥ ২৫॥

পারদ ও গন্ধক সংযুক্ত তাম্র, হরীতাল পিণ্ড মধ্যে স্থাপন করিয়া বহুবার পুট প্রদান (দগ্ধ) করিয়া লইবে। উহা বাতরক্ত রোগের মহৌষধ॥ ২৬॥

গুড়ূচীলোহম্ ॥

গুড়ূচীসারসংযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতন্ত্বয়ঃ। বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্ব-রোগহরং পরম্ ॥ (সর্ব্বসমলোহম্) ॥ ২৭ ॥

বর্জ্জনীয়বিধিঃ।

দিবাস্বপ্নাগ্নিসন্তাপং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা। কটূষ্ণগুর্ব্বভিষ্যন্দিলবণাম্লানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বাতরক্তচিকিৎসা।

গুড়ূচী লোহ।

গুলঞ্চের সার (পালো), ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিলে যত হইবে, তত পরিমাণ লোহভস্ম উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাতরক্তরোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বাতরক্ত চিকিৎসা সমাপ্ত।

ঊরুস্তম্ভ-চিকিৎসা।

চিকিৎসা সূত্রম্।

শ্লেষ্মণঃ ক্ষপণং যৎস্যান্নচ মারুতকোপনম্। তৎসর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্ ॥ ১ ॥ তস্য ন স্নেহনং কার্য্যং ন বস্তির্ন-বিরেচনম্। সর্ব্বো রূক্ষঃ ক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ ॥ পশ্চাদ্বাত-বিনাশায় কৃৎস্নঃ কার্য্যক্রিয়াক্রমঃ ॥ ২ ॥

সংশমনযোগাঃ।

শিলাজতুং গুগ্গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্। ঊরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈ-

ঊরুস্তম্ভ চিকিৎসা।

চিকিৎসা সূত্র।

যে সমস্ত দ্রব্য ও উপায় কফনাশক অথচ বায়ু বর্দ্ধক নহে, তৎসমুদায়ই ঊরুস্তম্ভ রোগের ঔষধ। কিন্তু প্রনিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে বস্তু শ্লেষ্ম-নাশক অথচ তাহাই বায়ু বর্দ্ধক হইবে। কারণ রুক্ষদ্রব্য কফ প্রশমক ও বায়ু বর্দ্ধক, অপর স্নিগ্ধ দ্রব্য বায়ু প্রশমক ও কফ বর্দ্ধক হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা একের প্রশমক হইয়া অপরের উত্তেজক না হয়, এরূপ ঔষধ অতি বিরল। অতএব এরূপ জটিল স্থলে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

ঊরুস্তম্ভ রোগে তৈলাদি মালিশ বা স্নেহবস্তি (অনুবাসন) ও বিরেচন বা বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। এমতাবস্থায় উক্ত রোগে প্রথমতঃ শ্লেষ্মনাশক রুক্ষ দ্রব্য প্রয়োগ, পরে বায়ু নাশক ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

সংশমনযোগ।

শোধিত শিলাজতু ও শোধিত গুগ্গুলু গোমূত্রের সহিত অথবা পিপুল ও শুঁঠের গুড়া

র্দ্দশমূলীরসেন বা ॥৩॥ ভল্লাতকামৃতা শুণ্ঠী দারুপথ্যা পুনর্নবা। পঞ্চমূলী-দ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হনাঃ ॥ ৪ ॥ পিপ্পলীপিপ্পলীমূলভল্লাতক্কাথ এব বা। কল্কোবা সমধুর্দ্দেয় উরুস্তম্ভবিনাশনঃ ॥ ৫ ॥ ত্রিফলা চব্যকটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ। উরুস্তম্ভবিনাশায় পুরং মূত্রেণ বা পিবেৎ ॥৬॥ লিহ্যাদ্বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাযুতম্ ॥ ৭ ॥ সুখাম্বুনা পিবে-দ্বাপি চূর্ণং ষড্ধরণং নরঃ। পিপ্পলীবর্দ্ধমানোবা মাক্ষিকেন গুড়েন বা ॥ ৮ ॥ স্নেহবর্জী পিবেদত্র চূর্ণং ষড়ূষণং নরঃ। হিতমুষ্ণাম্বুনা তদ্বৎ পিপ্পল্যাদিগণৈঃ কৃতম্ ॥ ৯ ॥ ক্ষৌদ্রসর্ষপবল্মীকমৃত্তিকসংযুতং ভিষক্। গাঢ়মুৎসাদনং কুর্য্যাদুরুস্তম্ভে প্রলেপনম্ ॥ (ধুস্তূরপত্ররসেন

উপযুক্ত পরিমাণে দশমূলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শোধিত ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, পুনর্নবা, হরীতকী, দশমূল (বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিলে উরুস্তম্ভ রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পিপুল, পিপুলেরমূল ও শোধিত ভেলা, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া কিম্বা উক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক এক রতি বা দুই রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে, উক্ত বটী প্রতিদিন একটী করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভরোগ নিবারিত হয় ॥ ৫ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, কটুক (এস্থলে কটুক শব্দে ত্রিকটু বুঝিতে হইবে) সুতরাং মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, গ্রন্থিক (পিপুলমূল), এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইআনা বা চারিআনা পরিমাণে প্রতিদিন মধুর সহিত সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে। গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুল সেবন করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগের শান্তি হইয়া থাকে। এস্থলেও "কটুকা" শব্দে ত্রিকটু বুঝিয়া লইতে হইবে, যেহেতু চক্রদত্ত নামক সংগ্রহের টীকা-কার শিবদাস সেনের তাহাই অভিমত। আবশ্যক হইলে কটুকা শব্দে কট্‌কীও গ্রহণ করা যাইতে পারে ॥ ৭ ॥

বাতব্যাধি অধিকারোক্ত ষড়্ধরণ যোগ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে কিম্বা জ্বরাধিকা-রোক্ত পিপ্পলী বর্দ্ধমান নিয়মানুসারে মধু বা গুড়ের সহিত পিপুলের গুড়া সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতারমূল, শুঁঠ ও মরিচ, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া একআনা বা দুইআনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপে পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ শীতল জলের সহিত রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এস্থলে বিশেষ নিয়ম এই যে, উক্ত উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগ সময়ে রোগীকে স্নেহ দ্রব্য (তৈলাদি) ব্যবস্থা করিবে না। সুতরাং উহারা যথানিয়মে সেবিত হইলে উরুস্তম্ভরোগ বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মধু ও বল্মীক মৃত্তিকা (উইটিপির মাটী) সর্ষপ সম পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ধুতুরা বা সীজের

স্নুহীপত্ররসেন বা সর্ব্বম্ পিষ্ট্বা গাঢ়ং প্রলিপ্য বস্ত্রাদিনা সংবেষ্ট্য বন্ধয়েৎ) ॥ ১০ ॥

গুঞ্জাভদ্রোরসঃ।

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কদ্বাদশ গন্ধকম্। গুঞ্জাবীজঞ্চ ষড়্নিষ্কং নিষ্কং জৈপালবীজকম্ ॥ জয়াজম্বীরধুস্তূরকাকমাচীদ্রবৈর্দ্দিনম্। ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা ঘৃতৈর্গুঞ্জাচতুষ্টয়ী ॥ গুঞ্জাভদ্রোরসোনাম্না হিঙ্গুসৈন্ধব-সংযুতম্। শময়ত্যেব নোচিত্রমূরুস্তম্ভং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ঊরুস্তম্ভ চিকিৎসা।

পাতার রসের সহিত পেষণ করিয়া পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে উরুস্তম্ভরোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

গুঞ্জাভদ্র রস।

শোধিত পারদ তিন নিষ্ক (দেড়তোলা), শোধিত গন্ধক ৬ তোলা উভয়ে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে, গুঞ্জাবীজ ৩ তোলা, শোধিত জয়পাল বীজ অৰ্দ্ধতোলা ; এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ন্তী, জামীর, ধুতূরা ও কাকমাচির রসে পেষণ ও ভাবনা দিয়া চারিরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

উরুস্তম্ভ চিকিৎসা সমাপ্ত।

আমবাতরোগ-চিকিৎসা।

চিকিৎসা সূত্রম্।

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটূনি চ। বিরেচনং স্নেহপানং বস্তয়শ্চামমারুতে ॥ ১ ॥

আমবাত চিকিৎসা।

লঙ্ঘন (উপবাস বা লঘু ভোজন), স্বেদক্রিয়া, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক দ্রব্য, কটু (ঝাল) দ্রব্য এবং বিরেচন, স্নেহপান ও শোধন বস্তি আমবাত রোগের প্রথমাবস্থায় হিতকর। অর্থাৎ প্রস্তাবিত রোগের আভ্যন্তর কারণ আমরস বলিয়া ঐ আমরসের ক্ষয় সম্পাদন করা চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং আমরসের পরিপাক সম্পাদন বিষয়ে লঙ্ঘন (উপবাস বা লঘু ভোজন) মহোপকারী ; মহোপকারী হইলেও একমাত্র লঙ্ঘনে সর্ব্বত্র আম রসের পরিপাক সম্পাদিত হয় না, তন্নিবন্ধন তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্য রোগীকে সেবন করাইয়া দোষ নিঃসারিত করিয়া ফেলিতে হয়। রোগী দুর্ব্বল হইলে দাস্ত না করাইয়া স্বেদ জনক (ঘর্ম্মজনক) ঔষধ বা প্রক্রিয়া দ্বারা ঘর্ম্ম উৎপাদন করিলে এবং বস্তি (পিচকারী) দ্বারা দাস্ত করাইলে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে। পরন্তু এস্থলে স্নেহপানের অর্থ এই বিরেচনার্থ এরণ্ডতৈল (রেড়ীরতৈল) পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা লঙ্ঘন ও বিরেচনাদি দ্বারা যে রোগীর বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে বায়ু শান্তির নিমিত্ত ঘৃত পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

শঙ্খ ভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়া ॥ ৯১ ॥ নবদগ্ধ শঙ্খচূর্ণ কাঞ্জিকরসসংযুতং হি শীশকং ঘৃষ্ট্বা ॥ লেপাৎকচানর্কদলাববদ্ধান্ শুভ্রান্ করোতি নীলতরান্ ॥ ৯২ ॥ লোহমলকল্কৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদাস্নায়ী ॥ পলিতানীহ ন পশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীব নরকাণি ॥ ৯৩ ॥ নিম্বস্য বীজানি হি ভাবিতানি ভৃঙ্গস্য তোয়েন তথাশনস্য ॥ তৈলন্তু তেষাং বিনিহন্তি নস্যাৎ দুগ্ধান্নভোক্তুঃ পলিতং সমূলম্ ॥ ৯৪ ॥ নিম্বস্য তৈলং প্রকৃতিস্থমেব নস্যো নিষিক্তং বিধিনা যথাবৎ ॥ মাসেন গোক্ষীরভুজো নরস্য যবাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি ॥ ৯৫ ॥

ভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ক্ষীরাৎ সমার্কবরসাৎ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎপলে ॥ তৈলস্য কুড়বং পক্কং তন্নস্যং পলিতাপহম্ ॥ ৯৬ ॥

মহানীলতৈলম্।

আদানীবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণস্য শৈরীকস্য চ। সুরসস্য চ পত্রাণি পত্রং কৃষ্ণশণস্য চ। মার্কব কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ ॥ পৃথগ্দশপলাংশানি পিপ্পল্য স্ত্রিফলাঞ্জনম্। প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধং কৃষ্ণাগুরূৎপলম্ ॥ আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণো মৃণালী রক্তচন্দনম্। নীলী-

---

হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়মে সিন্দূর, কোমল আম্র (কচি আম) ও শঙ্খভস্ম ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৯১ ॥

শঙ্খভস্ম কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে তাহার সহিত সীসক (সীসধাতু) ঘর্ষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ মস্তকে লেপন পূর্ব্বক আকন্দপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে শুক্লবর্ণ কেশও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ॥ ৯২ ॥

মণ্ডূর ও রক্তজবাকুসুম (জবাফুল) একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রতিদিন দিয়া যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার কেশ শুভ্রবর্ণ হয় না ॥ ৯৩ ॥

নিম্ববীজ ও অশনবীজ ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া তাহাদের তৈল গ্রহণ করিবে। দুগ্ধান্নভোজী উক্ত তৈল নাসিকা দ্বারা টানিলে তাহার শুভ্রকেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ॥ ৯৪ ॥

দুগ্ধভোজী ব্যক্তি একমাস কাল নিমের তৈল নাসিকা দ্বারা টানিলে পলিত রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইতে পারে ॥ ৯৫ ॥

ভৃঙ্গরাজ তৈল।

তৈল একসের, দুগ্ধ একপ্রস্থ (৪ সের), ভৃঙ্গরাজের রস ৪ সের ও মধু একসের। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল নাসিকা দ্বারা টানিলে পলিতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯৬ ॥

মহানীল তৈল

বহেড়াবীজ হইতে জাত তৈল ১৬ সের। কল্ক—আদানীবল্লীর মূল (ঘোষালতার মূল), কৃষ্ণঝিণ্টীর মূল (কালঝাঁটীর মূল), কালশণের ফল, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু প্রত্যেকে ১০ পল (একসের একপোয়া), পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট অগুরু, নীলোৎপল, আম্রবীজের শস্য, কৃষ্ণকর্দ্দম, মৃণালী (পদ্ম), রক্তচন্দন, নীলী (নীলবৃক্ষ), ভেলা, কাশীশ (হীরাকস), মদয়ন্তিকা

ভল্লাতকাস্থীনি কাশীশং মদয়ন্তিকা॥ সোমরাজ্যশনং শস্ত্রং কৃষ্ণৌ-পিণ্ডীতচিত্রকৌ। পুষ্পাণ্যর্জ্জুনকাশ্মর্য্যোরাম্রজম্বূফলানি চ॥ পৃথক্ পঞ্চপলৈর্ভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ। বিভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রী-রসচতুর্গুণং॥ কুর্য্যাদাদিত্যপাকং বা যাবৎ শুষ্কো ভবেদ্রসঃ। লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধমুপযোজয়েৎ॥ পানে নস্তক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোভ্যঙ্গে তথৈব চ। এতচ্চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ॥ মহানীলমিতি খ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্॥ ৯৭॥

ভৃঙ্গরাজঘৃতম্॥

ভৃঙ্গরাজরসে পক্বং শিখিপিত্তেন কল্কিতম্। ঘৃতং নস্যেন পলিতং হন্যাৎ সপ্তাহযোগতঃ॥ ৯৮॥
কাঞ্জিকপিষ্ট শেলুফলমজ্জানি সচ্ছিদ্রলৌহগে। যদর্কতাপাৎপততি তৈলং তন্নস্য ম্রক্ষণাৎ॥ কেশানিনীল সঙ্কাশাঃ সদ্য স্নিগ্ধা ভবন্তি চ। নয়ন শ্রবণ গ্রীবা দন্তরোগাংশ্চ হন্ত্যদঃ॥ ৯৯॥ কাশীশরোচনা তুত্থ হরিতাল রসাঞ্জনৈঃ। অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং বৃষণকচ্ছুহিপূ-তয়োঃ॥ ১০০॥ পটোলপত্র ত্রিফলা রসাঞ্জনবিপাচিতম্। পীতং ঘৃতং নাশয়তি কৃচ্ছ্রামপ্যহিপূতনাম্॥১০১॥ রজনীমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন

(মল্লিকাপুষ্প), সোমরাজী, অশন (পীতশালের ছাল), লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণপিণ্ডীত, কৃষ্ণচিতা, অর্জ্জুনবৃক্ষের পুষ্প, গাম্ভারী পুষ্প, কচি আম্র ও জাম প্রত্যেকে ৫ পল (৪০ তোলা); এই দ্রব্যগুলি যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে আমলকীর রস ৬৪ সের দিয়া পাক করিবে, পরে জলীয়াংশ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া তৈল পুনঃ পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে তৈল পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অগ্নিতে পাক না করিয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া লইলেও উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। ইহা চক্ষুর হিতকারী, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শিরোরোগ ও পলিতরোগ নাশক॥ ৯৭॥

ভৃঙ্গরাজ ঘৃত।

তৈল একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে, পরে ভৃঙ্গরাজের রস ৪ সের ও ময়ূরপিত্ত ১৬ তোলা তৈলে দিয়া যথাবিধি নিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল পলিতরোগ নাশক॥ ৯৮॥

শেলুফলের (বহুবার ফলের) মজ্জা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সচ্ছিদ্র লৌহ পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক রৌদ্রে রাখিবে। এইরূপ করিলে তাহা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইয়া পাত্রান্তরে পতিত হইবে, সেই তৈল চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতির পীড়া নাশক এবং কেশের নীলতাসম্পাদক॥৯৯॥

বৃষণকচ্ছু।—হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতিয়া, হরিতাল ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃষণকচ্ছু ও অহিপূতন রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে॥ ১০০॥

অহিপূতনক।—পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও রসাঞ্জন; ইহাদের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। ইহা পান করিলে অহিপূতন রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১০১॥

বারিণাতুল্যম্ ॥ হন্তি বিসর্পং লেপাদ্বরাহদশনাহ্বয়ং ঘোরম্ ॥ ১০২ ॥ নাড়ীচ বীজকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ ॥ শময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহ পাকজ্বরং ঘোরম্ ॥ ১০৩॥ বিসর্পোক্ত প্রতীকারঃ কার্য্যঃ শূকর-দংষ্ট্রকে ॥ ১০৪ ॥

প্রসঙ্গাদত্র শয্যামূত্রচিকিৎসা।

কৃতমূত্রার্দ্র ভূভাগ মৃদমাকৃষ্য খোলকে। সংভর্জ্জ্য মধুসর্পিভ্যাং লেহয়েন্মূত্রিতং জনম্॥ শয্যায়াং মূত্ররোধঃ স্যান্মূত্রিতস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১০৫ ॥ শয্যাতলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা খোলকে ভর্জ্জয়িত্বা ঘৃত-মধুভ্যাং লেহয়েৎ ॥ ১০৬ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসা।

শূকরদংষ্ট্র।—হরিদ্রা ও ভৃঙ্গরাজের মূল শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শূকরদংষ্ট্ররোগ অন্তর্হিত হয় ॥ ১০২ ॥

নালিতাশাকের বীজ পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে জ্বালা ও জ্বরযুক্ত শূকরদংষ্ট্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥

বিসর্পোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে শূকরদংষ্ট্ররোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ॥ ১০৪ ॥

শয্যামূত্র চিকিৎসা।

যে ব্যক্তি শয্যায় প্রস্রাব করে, তাহার শয্যাতলস্থ মূত্রযুক্ত মৃত্তিকা খোলায় ভাজিবে, পরে উহা ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্রাবকারী ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ করিলে শয্যামূত্ররোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১০৫ ॥

রোগীর শয্যাতলস্থ মৃত্তিকা (মাটী) দুইতোলা পরিমাণ গ্রহণপূর্ব্বক খোলায় ভাজিয়া তাহা ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রস্তাবিত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

মুখরোগ-চিকিৎসা।

চলদন্তস্থিরকরং কার্য্যং বকুলচর্ব্বণম্ ॥ ১ ॥ আর্ত্তগলদলক্বাথ গণ্ডুষো দন্তচালনুৎ ॥ ২ ॥ দন্তচালে হিতং শ্রেষ্ঠং তিলোগ্রা চর্ব্বণং সদা ॥ ৩ ॥ দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্ ॥ সপঞ্চলবণক্ষারং সক্ষৌদ্রং

মুখরোগচিকিৎসা।

বকুলফল চর্ব্বণ করিলে চালিত দন্ত দৃঢ় হয়। বকুলের সূক্ষ্ম শাখা দ্বারা দন্ত ধাবন করিলেও প্রায় তদনুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

আর্ত্তগলের (নীলঝিণ্টীর) পাতার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কবল (কুলী) করিলে চালিত দন্ত দৃঢ় হয় ॥ ২ ॥

তিল এবং বচ সর্ব্বদা চর্ব্বণ করিলে দন্তমূল দৃঢ় হয় এবং মুখগহ্বরস্থ রোগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

দন্তপুপ্পুটরোগের প্রথমাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগস্থানে লাগাইয়া দিবে ॥ ৪ ॥

প্রতিসারণম্ ॥ ৪ ॥ দন্তানাং তোদহর্ষে চ বাতঘ্নাঃ করণা হিতাঃ ॥ ৫ ॥ মাক্ষিকং পিপ্পলী সর্পির্ম্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে। দন্তশূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্ ॥ ৬ ॥ বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণস্তু প্রতিসারয়েৎ। লোধ্র পত্তঙ্গ মধুক লাক্ষাচূর্ণৈ র্ম্মধুত্তরৈঃ ॥ গণ্ডূষে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্রঘৃতশর্করাঃ ॥ ৭ ॥ শৌশিরে হৃতরক্তে তু লোধ্রমুস্তরসাঞ্জনৈঃ ॥ সক্ষৌদ্রৈঃ শস্যতে লেপো গণ্ডূষে ক্ষীরিণো হিতাঃ ॥৮॥ ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাৎ শীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ ॥ ৯ ॥ সংশোধ্যোভয়তঃ কায়ং শিরশ্চোপকুশে ততঃ। কাকোড়ুম্বরিকা গোজী পত্রৈর্ব্বিস্রাবয়েদস্থক্ ॥ ১০ ॥ ক্ষৌদ্রযুক্তৈশ্চ লবণৈঃ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ ॥ ১১ ॥ পিপ্পল্যঃ সর্ষপাঃ শ্বেতা নাগরং নৈচুলং ফলম্ ॥ সুখোদকেন সংমর্দ্দ্য কবড়স্তস্য যোজয়েৎ ॥ ১২ ॥ শস্ত্রেণ দন্তবৈদর্ভে দন্তমূলানি শোধয়েৎ। ততঃ ক্ষারং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ ॥ ১৩ ॥ উদ্ধৃত্যাধিকদন্তন্তু ততোঽগ্নিমবচারয়েৎ। ক্রিমিদন্তকবচ্চাত্র বিধিঃ কার্য্যো বিজানতা ॥ ১৪ ॥ ছিত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রৈরেতৈশ্চূর্ণৈ-রুপাচরেৎ। পাঠা বচা তেজোবতী স্বর্জিকা যাবশূকজৈঃ ॥ ক্ষৌদ্র

বাতনাশক উপায় অবলম্বিত হইলে দন্তহর্ষ ও দন্তশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

পিপুল চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে রাখিলে দাঁতের শূল প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

দন্তবেষ্টে ক্ষত হইলে লোধ, পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন), যষ্টিমধু ও লাক্ষাচূর্ণ একত্র করিয়া পেষণপূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে এবং উহা মুখে ধারণ করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন গণ্ডূষার্থ ক্ষীরবৃক্ষের ক্কাথ সহ ঘৃত, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ৭ ॥

শৌশির রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া পরে লোধ, মুথা ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুসহ প্রলেপ দিবে। পরন্তু গণ্ডূষার্থ ক্ষীরবৃক্ষের ক্কাথ প্রয়োগ করিবে ॥ ৮ ॥

পরিদর নামক দন্তরোগে শীতাদে বিহিত বিধি অনুসারে উহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৯ ॥

উপকুশ রোগে রোগীকে বমন ও বিরেচন দ্রব্য সেবন করাইয়া তাহার শরীর বিশুদ্ধ করিবে এবং শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিয়া মস্তক পরিষ্কার করাও আবশ্যক। তদনন্তর কাকডুমুরের বা গোজীয়া পাতা দ্বারা ব্যাধিস্থান হইতে আঁচাড়াইয়া রক্তস্রাব করিবে ॥ ১০ ॥

মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধু ও লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগস্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে অতিমাত্র লালাস্রাব হওয়ায় উপকুশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ, নৈচুলফল (হিজল বীজ), এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণজলের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কবল (কুলী) করিলে উপকুশরোগের শান্তি হয় ॥ ১২ ॥

দন্তবৈদর্ভরোগে অস্ত্রদ্বারা দন্তমূল হইতে পূয ও রক্তাদি নিঃসারিত করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিয়া শৈত্যক্রিয়া করিতে থাকিবে ॥ ১৩ ॥

অধিদন্তক রোগে অস্ত্রদ্বারা নবজাত অধিক দন্তটী উত্তোলন করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ করিবে। তদনন্তর ক্রিমিদন্তোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে ॥ ১৪ ॥

অধিমাংসরোগে অস্ত্রদ্বারা অধিকমাংস ছেদন করিয়া আকনদ (আকান্দীলতা), বচ, চই,

দ্বিতীয়াঃ পিপ্পল্যঃ কবলশ্চাত্র কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৫ ॥ পটোল নিম্বত্রিফলা কষায়শ্চাত্র ধারণে। শিরোবিরেকশ্চ হিতো ধূমো বৈরেচনশ্চ যঃ ॥ ১৬ ॥ নাড়ীব্রণহরং কর্ম্মদন্তনাড়ীষু কারয়েৎ। যং দন্তমধিজায়েত নাড়ী তং দন্তমুদ্ধরেৎ ॥ ছিত্ত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরিজো ভবেৎ। শোধয়িত্বা দহেচ্চাপি ক্ষারেণ জ্বলনেন বা ॥ ১৭ ॥ গতির্হি নন্তি হন্বস্থি দশনে সমুপেক্ষিতে। তস্মাৎ সমূলং দশনং নির্হরেদ্ভগ্নমস্থি চ ॥ ১৮ ॥ উদ্ধৃতে তূত্তরে দন্তে শোণিতং সম্প্রসিচ্যতে। রক্তাতিযোগাৎপূর্ব্বোক্তা ঘোরা রোগা ভবন্তি চ ॥ চলমপ্যুত্তরং দন্তমতোনোপহরেদ্ভিষক্ ॥ ১৯ ॥ কষায়ং জাতিমদন কটুক স্বাদুকণ্টকৈঃ ॥ লোধ্রখদির মঞ্জিষ্ঠা যষ্ট্যাহ্বৈ শ্চাপি যৎকৃতম্। তৈলং সংশোধনং তদ্ধি হন্যাদন্তর্গতাং গতিম্ ॥ ২০ ॥ সুখোষ্ণাঃ স্নেহকবলাঃ সর্পিষস্ত্রৈবৃতস্য বা। নির্যূহাশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষপ্রমর্দ্দনাঃ ॥ স্নৈহিকশ্চ হিতো ধূমো নস্যং স্নৈহিকমেব চ ॥ ২১ ॥ অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ভিষক্ ॥ লাক্ষাচূর্ণৈর্ম্মধুযুতৈ স্তুতস্তাং প্রতিসারয়েৎ। দন্তহর্ষক্রিয়া-

---

সাচিক্ষার ও যবক্ষার সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া মধুসহ দন্তে ঘর্ষণ করিবে। এতদ্ভিন্ন পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কবল করিবে ॥ ১৫ ॥

প্রস্তাবিতরোগে পল্তা, নিমপাতা ও ত্রিফলা, এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া যথাপ্রয়োজন জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। এতদ্ভিন্ন নস্য ও কফনিঃসারক ধূম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

দন্তনাড়ী রোগে অর্থাৎ দন্তে নালী হইলে নাড়ীব্রণোক্ত চিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। যে দন্তে নালী হয় সেই দন্ত তুলিয়া ফেলা উচিত। কিন্তু উপরের পাটীর দাঁত উৎপাটন করা অবিধেয়। অস্ত্রদ্বারা সেই স্থলে মাংসচ্ছেদন পূর্ব্বক পূয প্রভৃতি নিঃসারিত করিয়া ক্ষার বা অগ্নি প্রয়োগ করিবে ॥ ১৭ ॥

দন্তনালী উপেক্ষা করিলে নালীক্ষত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া হনুস্থ অস্থি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া ফেলে। সুতরাং এইরূপ অনিষ্ট নাশক উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥

উপরের পাটীর দাঁত উৎপাটন করিলে অতিমাত্র রক্তস্রাব হওয়ায় অত্যন্ত উৎকট রোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং উপরের দাঁত সঞ্চালিত হইলেও উহা উৎপাটন করা উচিত নহে ॥ ১৯ ॥

জাতীপত্র, মদনছাল (ময়না ছাল), কটকী স্বাদুকণ্টক (বঁইচ), এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। উক্ত কাথ দ্বারা কুলী করিলে এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধুর সহিত পাচিত তৈল দ্বারা কুলী করিলে দন্তনালী প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

দন্তহর্ষরোগ। ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা, মিলিত এই সকল দ্রব্যের অথবা ইহাদের প্রত্যেকের কুলি করিলে কিম্বা সুশ্রুতোক্ত অপতানকরোগে লিখিত ত্রৈবৃতঘৃতের কবল ধারণ করিলে বা ভদ্রদার্ব্বাদি, দশমূলাদি বাতঘ্নদ্রব্যের কাথ দ্বারা কুলি করিলে দন্তহর্ষ (দাঁতশিউরণ) রোগ বিনষ্ট হয় এবং ঘৃত তৈলাদি স্নেহদ্রব্যের ধূম ও নস্য প্রয়োগ করিলে দন্তহর্ষরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

দন্তশর্করা।—দন্তমূলে কোন প্রকার আঘাতাদি না লাগে এমন ভাবে দন্তমূল ছেদন পূর্ব্বক

শ্চাপি কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ ॥ ২২ ॥ কপালিকা কৃচ্ছ্রসাধ্যা তত্রাপ্যেষা ক্রিয়া হিতা ॥ ২৩। জয়েদ্বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং ক্রিমিদন্তকং ॥ তথা-বপীড়ৈর্ব্বাতঘ্নৈঃ স্নেহ গণ্ডুষধারণৈঃ। ভদ্রদার্ব্বাদি বর্ষাভূ লেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ ॥ হিঙ্গুসোষ্ণন্তু মতিমান্ ক্রিমিদন্তেষু দাপয়েৎ॥২৪॥

বৃহত্যাদিকষায়ঃ।

বৃহতীভূমিকদম্ব পঞ্চাঙ্গুল কণ্টকারিকা ক্বাথঃ। গণ্ডূষস্তৈলযুতঃ ক্রিমি-দন্তকবেদনাশমনঃ ॥ ২৫ ॥

নীলীবায়সজঙ্ঘা স্নুক্ দুগ্ধীনান্ত মূলমেকৈকম্ ॥ সংচর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশন ক্রিমিপাতনং প্রাহুঃ। চলমুদ্ধৃত্য বা স্থানং দহেত্তু শুষি-রস্য বা ॥ ২৬ ॥

বিদার্য্যাদিতৈলং।

ততো বিদারী যষ্ট্যাহ্ব শৃঙ্গাটক কশেরুভিঃ। তৈলং দশগুণং ক্ষীরং সিদ্ধং নস্যে তু পূজিতম্ ॥ ২৭ ॥
হনুমোক্ষে সমুদ্দিষ্টা কার্য্যা চার্দ্দিতবৎক্রিয়া ॥ ২৮ ॥

শর্করা (পাথরী) উদ্ধৃত করিবে। তৎপরে লাক্ষাচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রণপূর্ব্বক উহাতে ঘর্ষণ করিবে। দন্তশর্করা রোগে দন্তহর্ষোক্ত ক্রিয়াও প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ২২ ॥

কপালিকারোগ।—কপালিকারোগ (দাঁতের পাথ্রী) কষ্টসাধ্য হইলেও উহাতে দন্তহর্ষোক্ত ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩ ॥

কৃমিদন্তকরোগ।—কৃমিদন্তক রোগে প্রথমতঃ স্বেদ প্রদান করিয়া দন্ত দৃঢ় হইলে, তৎপরে রক্ত (ক্রিমি দূষিত রক্ত) মোক্ষণ, অবপীড়ন (নস্য বিশেষ) ও বাতঘ্ন দ্রব্য কৃত স্নৈহিক গণ্ডুষ ধারণ হিতকর বলিয়া জানিবে। ভদ্রদার্ব্বাদিগণ ও শ্বেত পুনর্নবা একত্র পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ, স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন এবং ঈষদুষ্ণ হিঙ্গুর প্রলেপ দ্বারাও ক্রিমিদন্তক রোগ বিনষ্ট হয় ॥২৪॥

বৃহত্যাদি কষায়।

বৃহতী (ব্যাকুড়), ভূমিকদম্ব (কদম্ব বিশেষ), এরণ্ড এবং কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ সহ তৈল মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে ক্রিমিদন্তক রোগ জনিত বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে।২৫॥

নীলগাছ, কাকজঙ্ঘা, মনসাসিজ ও দুধলে গাছ, ইহাদের যে কোন একটীর মূল চর্ব্বণ করতঃ দন্ত দ্বারা ধারণ করিয়া রাখিলে দন্তের ক্রিমি সকল পতিত হইয়া যায়। ক্রিমিভক্ষণ জনিত চলিত দন্ত (নড়া দাঁত) তুলিয়া সেই স্থান দগ্ধ করিয়া অথবা দন্ত না তুলিয়া কেবল মাত্র ক্রিমি-ভক্ষণ জনিত ছিদ্র স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে ॥ ২৬ ॥

বিদার্য্যাদি তৈল।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানীফল ও কেশুর, কল্কার্থ এই সকল দ্রব্য কুট্টিত যত পরিমাণ, তাহার চতুর্গুণ তৈল এবং তৈলের ১০ দশগুণ দুগ্ধ একত্র যথাবিধানে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে ক্রিমিদন্তাদি সর্ব্ব প্রকার দন্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

হনুমোক্ষ রোগ।—অর্দ্দিতরোগোক্ত ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিলে হনুমোক্ষ রোগ (দন্তরোগ বিশেষ) বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৮ ॥

দন্তরোগিণাং পরিত্যাজ্যানি।

ফলান্যম্লানি শীতাম্বু রুক্ষান্নং দন্তধাবনম্॥ তথাতিকঠিনান্ ভক্ষ্যান্ দন্তরোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৯॥

ওষ্ঠকোপে ত্বনিলজে যদুক্তং প্রাক্চিকিৎসিতম্॥ কণ্টকেষ্বনিলোত্থেষু তৎকার্য্যং ভিষজা খলু॥ ৩০॥ পিত্তজেষু নিঘৃষ্টেষু নিঃস্রুতে দুষ্টশোণিতে॥ প্রতিসারণগণ্ডূষ নস্যঞ্চ মধুরং হিতম্॥ কণ্টকেষু কফোত্থেষু লিখিতেষ্বসৃজঃ ক্ষয়ে॥ পিপ্পল্যাদি র্মধুযুতঃ কার্য্যস্তু প্রতিসারণঃ। গৃহ্নীয়াৎ কবলঞ্চাপি গৌরসর্ষপ সৈন্ধবৈঃ॥ পটোল নিম্ব বার্ত্তাকু ক্ষারযূষৈশ্চ ভোজয়েৎ॥ ৩২॥ জিহ্বাজাড্যং মাণকভস্ম লবণতৈলঘর্ষণং ঘ্নন্তি। ঈষৎস্নুক্ক্ষীরাক্তং জম্বীরাদ্যম্লচর্ব্বণং বাপি॥ ৩৩॥ কর্কটাঙ্ঘ্রি ক্ষীরপক্ক ঘৃতাভ্যঙ্গেন নশ্যতি॥ দন্তশব্দঃ কর্কটাঙ্ঘ্রি লেপাদ্বা দন্তযোজিতাৎ॥ ৩৪॥ চরণৌ কর্কটস্যাপি গোক্ষীরেণ বিপাচয়েৎ। ঘনতাঞ্চ গতে তস্মিন্ রাত্রৌ চরণলেপনাৎ। দন্তানাং কড়মড়ীং হন্তি সত্যং সত্যঞ্চ পার্ব্বতি॥ কাঁকড়াচরণদ্বয়ং পিষ্ট্বা গব্যদুগ্ধেন পক্ত্বা ঘনতাংগতে লেপঃ। ইতি শিবদাসসংগ্রহে লিখিতম্॥ ৩৫॥

কৃষ্ণবর্ণাশ্বপুচ্ছস্য সপ্তকেশেন বেণিকা। তাং বদ্ধ্বা চ গলে দন্তকড়-

---

দন্তরোগীর পরিত্যাজ্য।

অম্লরস বিশিষ্ট ফল সকল, শীতল জল, রুক্ষান্ন, দন্ত ধাবন (দন্ত কাষ্ঠাদি দ্বারা দন্তমূলাদি ঘর্ষণ পূর্ব্বক দাঁত মুখাদি ধোওয়া) এবং অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ, এই সকল দন্তরোগী পরিত্যাগ করিবে॥ ২৯॥

কণ্টকরোগ চিকিৎসা।

বাতজ কণ্টকরোগে বাতজনিত ওষ্ঠ প্রকোপের চিকিৎসা করিতে হয় জানিবে॥ ৩০॥

পিত্তজনিত কণ্টকরোগে দূষিত রক্ত নিঃসারণ পূর্ব্বক মধুর ঔষধ দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ), গণ্ডূষ ও নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ৩১॥

শ্লেষ্মজনিত কণ্টকরোগে রক্তমোক্ষণ, মধু সংযুক্ত পিপুল চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ, শ্বেত সরিষা ও সৈন্ধব লবণের কবল ধারণ এবং পটোল, নিম, বেগুণ ও ক্ষারযূষ ভোজনার্থ প্রযোজ্য জানিবে॥ ৩২॥

জিহ্বাজাড্যরোগ।

জিহ্বাজাড্য রোগে (জিহ্বার জড়তায়) মাণক (মাণকচু) ভস্ম, সৈন্ধবলবণ ও তৈল দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ এবং জম্বীরলেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্য অল্প সিজের আঠার সহিত মিশাইয়া চর্ব্বণ করিতে দিবে॥ ৩৩॥

কাঁকড়ার পদ (পা, ঠ্যাং) ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দন্ত মর্দ্দন করিলে অথবা কাঁকড়ার পা বাটিয়া তদ্দ্বারা দন্তে প্রলেপ দিলে দন্তশব্দ নিবারিত হয়॥ ৩৪॥

কাঁকড়ার পাদদ্বয় গব্য দুগ্ধ সহ পাক করিয়া রাত্রিতে রোগীর পাদদ্বয়ে প্রলেপ দিলে দন্তকড়মড়ী (দাঁত কড়মড়ানী) নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পুচ্ছের ৭ গাছী চুল (বালাঞ্চী) দ্বারা বেণী প্রস্তুত করিয়া তাহা গলদেশে বন্ধন করিয়া দিলে দন্তকড়মড়ী বিনষ্ট হয়॥ ৩৬॥

মড়ীং হন্তি মানবঃ॥৩৬॥ উপজিহ্বান্তু সংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ। শিরোবিরেকগণ্ডূষ ধূমৈশ্চৈনামুপাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥ ব্যোষ ক্ষারাভয়া বহ্নি চূর্ণমেতৎপ্রঘর্ষণম্। উপজিহ্বা প্রশান্ত্যর্থমেতৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ॥৩৮॥ ছিত্বা ঘর্ষেদ্গলশুণ্ডীং ব্যোষোগ্রাক্ষৌদ্র সিন্ধুজৈঃ। কুষ্ঠোষণ বচা সিন্ধুকণা পাঠা প্লবৈরপি ॥ সক্ষৌদ্রৈর্ভিষজা কার্য্যং গলশুণ্ড্যাঃ প্রঘর্ষণম্ ॥৩৯॥ উপনাসা ব্যধো হন্তি গলশুণ্ডীং বিশেষতঃ ॥ গলশুণ্ডীহরং তদ্বচ্ছেফালীমূলচর্ব্বণম্ ॥ ৪০ ॥

বচাদিকষায়ঃ।

বচামতিবিষাং পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্ ॥ নিঃক্বাথ্য পিচুমর্দ্দশ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ। ক্ষারসিদ্ধেষু মুদ্গেষু যূষশ্চাপ্যশনে হিতঃ॥৪১॥ তুণ্ডিকের্য্যধ্রুষে কূর্ম্মে সংঘাতে তালুপুপ্পুটে। এষ এব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্ম চ॥৪২॥ তালুপাকে তু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্। স্নেহস্বেদৌ তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ ॥ ৪৩ ॥ সাধ্যানাং রোহিণীনান্তু হিতং শোণিতমোক্ষণম্। ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডূষো নস্তকর্ম্ম চ ॥ ৪৪ ॥ বাতিকীন্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।

উপজিহ্বারোগ।

ক্ষার দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ), নস্য, গণ্ডূষ ও ধূম প্রয়োগ দ্বারা উপজিহ্বারোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতামূল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে উপজিহ্বা রোগ নিবারিত হয়। উল্লিখিত শুণ্ঠী প্রভৃতি দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক পূর্ব্বক তাহা প্রয়োগ করিলেও উপজিহ্বারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৮ ॥

গলশুণ্ডীরোগ।

গলশুণ্ডী ছেদন করিয়া শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বচ ও সৈন্ধবলবণ অথবা কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, আকনাদি ও কেউটামুথা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিলে গলশুণ্ডীরোগ (তালুগত রোগ বিশেষ) নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

উপনাসা (নাসিকার সমীপদেশ) বিদ্ধ করিলে অথবা শেফালীর (শিউলীর) মূল চর্ব্বণ করিলেই গলশুণ্ডী নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

বচাদি কষায়।

বচ, অতিবিষা (আতাইচ), পাঠা (আকনাদী), রাস্না, কটুকরোহিণী (কট্‌কী) ও পিচুমর্দ্দ (নিমছাল), ইহাদের ক্বাথ দ্বারা কবল গ্রহণ করিলে অথবা যবক্ষারের সহিত সিদ্ধ মুগযূষ পান করিলে গলশুণ্ডী রোগ নিবারিত হয়। ৪১ ॥

তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্ম, সংঘাত ও তালুপুপ্পুট নামক এই সকল রোগে পূর্ব্বোক্ত বিধি ও শস্ত্র ক্রিয়া প্রযোজ্য ॥ ৪২ ॥

তালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এবং স্নেহ, স্বেদ ও বায়ু নাশক চিকিৎসা দ্বারা তালুশোষ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪৩ ॥

রোহিণীরোগ সাধ্য হইলে, তাহাতে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষ ও নস্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৪ ॥

সুখোষ্ণৈস্তৈলকবলান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৪৫ ॥ পত্তঙ্গ শর্করা ক্ষৌদ্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ। দ্রাক্ষা পরুষক ক্বাথো হিতশ্চ কবড়গ্রহে ॥ ৪৬ ॥

শ্বেতাদ্যং তৈলম্।

অগারধূম কটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ। শ্বেতাবিড়ঙ্গ দন্তীযু সিদ্ধং তৈলং সসৈন্ধবম্ ॥ নস্তকর্ম্মণি দাতব্যং কবড়ঞ্চ কফোচ্ছ্রয়ে ॥ ৪৭ ॥ পিত্তবৎ সাধয়েদ্বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাম্ ॥ ৪৮ ॥ বিস্রাব্য কণ্ঠশালূকং সাধয়েত্তুণ্ডিকেরীবৎ। এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জীত স্নিগ্ধমল্পশঃ ॥ ৪৯ ॥ উপজিহ্বিকবচ্চাপি সাধয়েদিরিবেল্লিকাম্। উন্নাম্য জিহ্বামাকৃষ্য বড়িশেনাধিজিহ্বকম্ ॥ ছেদয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণোষ্ণৈ র্ঘর্ষণাদিভিঃ। একবৃন্দন্তু বিস্রাব্য বিধিশোধনমাচরেৎ ॥ ৫০ ॥ শিলায়ুশ্চাপি যো ব্যাধি স্তঞ্চ শস্ত্রেণ সাধয়েৎ। অমর্ম্মস্থং সুপকঞ্চ ভেদয়েদ্গলবিদ্রধিম্ ॥ ৫১ ॥ কণ্ঠরোগেষ্বসৃঙ্মোক্ষ তীক্ষ্ণৈর্নস্যাদি কর্ম্ম চ। ক্বাথপানস্তু দার্ব্বীত্বঙ্নিম্বদ্রাক্ষাকলিঙ্গতঃ ॥ হরীতকীকষায়ো বা পেয়ো মাক্ষিকসংযুতঃ ॥ ৫২ ॥

বাতজনিত রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সৈন্ধবলবণ দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) এবং ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা কবল প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৫ ॥

রক্তচন্দন, ইক্ষুচিনি ও মধু দ্বারা প্রতিসারণ প্রয়োগ করিলে অথবা দ্রাক্ষা (কিসমিস্) ও পরুষফলের ক্বাথের কবল গ্রহণ করিলে পিত্তজনিত রোহিণী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

শ্বেতাদ্যতৈল।

আগার ধূম (গৃহঝুল) ও কট্কী দ্বারা প্রতিসারণ করিলে অথবা অপরাজিতার মূল, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা নস্ত ও কবল প্রয়োগ করিলে কফজনিত রোহিণীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

রক্তজন্য রোহিণীরোগে পৈত্তিক রোহিণীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৮ ॥

কণ্ঠশালূকরোগ।—দুষ্টরক্তাদি নিঃসারণ পূর্ব্বক তুণ্ডিকেরীর ন্যায় চিকিৎসা করিলে এবং রোগীকে একবেলা অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ যবান্ন পথ্যরূপে প্রদান করিলে কণ্ঠশালূক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ইরিবেল্লিকা রোগে উপজিহ্বক রোগের ন্যায় চিকিৎসা প্রয়োগ করিবে। অধিজিহ্বক রোগে জিহ্বা ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া মণ্ডলাগ্র (যাহার অগ্রভাগ গোলাকার) বড়িশ দ্বারা রোগস্থান ছেদন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য দ্বারা সেই স্থান ঘর্ষণ করিবে। একবৃন্দ রোগে রক্তস্রাব করাইয়া শোধন ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৫০ ॥

শিলায়ুরোগে শস্ত্র কার্য্য প্রযোজ্য জানিবে। গলবিদ্রধি যদ্যপি মর্ম্মস্থানগত না হয়, তবে সুপক্ব অবস্থায় ছেদন করিবে ॥ ৫১ ॥

রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্য এবং দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নিমছাল, কিসমিস্ ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পানার্থ প্রদান করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

হরীতকীর ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলেও কণ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

কটুকাদিকাথঃ।

কটুকাতিবিষা দারু পাঠা মুস্তকলিঙ্গকাঃ॥ গোমূত্রক্কথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ॥ ৫৩॥

দন্তরোগাশনিচূর্ণম্॥

জাতীপত্র পুনর্নবা তিলকণা কৌরুণ্টমুস্তা বচাঃ। শুণ্ঠী দীপ্য হরীতকী চ সঘৃতং চূর্ণং মুখে ধারয়েৎ। বাতঘ্নং ক্রিমিকণ্ডুশূলদহনং সর্ব্বাময়-ধ্বংসনং দৌর্গন্ধ্যাদি সমস্তদোষহরণং দন্তস্য রোগাশনিঃ॥ এষাং সম-ভাগচূর্ণং ঘৃতম্রক্ষিতং কৃত্বা অস্য কিঞ্চিন্মুখে ধার্য্যম্॥ ৫৪॥

কালকং চূর্ণম্।

গৃহধূমো যবক্ষারঃ পাঠা ব্যোষং রসাঞ্জনম্। তেজোহ্বা ত্রিফলালৌহং চিত্রকঞ্চেতি চূর্ণকম্॥ সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতদ্গলরোগবিনাশনম্। কালকং নাম তচ্চূর্ণং দন্তাস্যগলরোগনুৎ॥ ৫৫॥

পীতকচূর্ণম্।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্। দার্ব্বীত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেন সমাযুতম্॥ মূর্চ্ছিতং ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ। মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্॥ ৫৬॥

যবাগ্রজাদিচূর্ণং।

যবাগ্রজং তেজোবতীং সপাঠাং রসাঞ্জনং দারুনিশাং সকৃষ্ণাম্। ক্ষৌদ্রেণ কুর্য্যাদ্গুড়িকাং মুখেন তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েষু॥ ৫৭॥

কটুকাদি ক্বাথ।

কটুকা (কট্‌কী), অতিবিষা (আতৈস), দারু (দেবদারু), পাঠা (আকান্দীলতা), মুথা, কলিঙ্গক (ইন্দ্রযব), এই সকল পদার্থ গোমূত্র সহ সিদ্ধ করিয়া তাহা পান করিলে কণ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

দন্তরোগাশনি চূর্ণ।

জাতীপত্র (জাতী ফুলের পাতা), পুনর্নবা তিল, কণা (পিপুল), ঝিণ্টী, মুথা, বচ, শুণ্ঠি, যমানী ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত মিশ্রণ পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে দন্তের ক্রিমি, কণ্ডু, শূল ও দৌগন্ধ্যাদি সর্ব্ব প্রকার দন্তগত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫৪॥

কালক চূর্ণ।

গৃহধূম (ঝুল), যবক্ষার, আকনাদী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, চই, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ ও চিতামূল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ, গলরোগ ও মুখরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৫॥

পীতক চূর্ণ।

মনঃশিলা (মনছাল), যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মধু সহ মিশ্রিত করতঃ ঘৃতে মূর্চ্ছিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ ও মুখরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে॥ ৫৬॥

যবাগ্রজাদি চূর্ণ।

যবাগ্রজ (যবক্ষার), তেজোবতী (চই), আকনাদী লতা, রসাঞ্জন, দারুনিশা (দারুহরিদ্রা) ও কৃষ্ণা (পিপুল), এই সমুদায় দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর

দশমূলং পিবেদুষ্ণং যূষং মূলকুলথয়োঃ। ক্ষীরেক্ষুরসগোমূত্র দধিমস্তক-কাঞ্জিকৈঃ॥ বিদধ্যাৎকবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈলং ঘৃতৈরপি॥ ৫৮॥

ক্ষারগুড়িকা।

পঞ্চকোলকতালীশপত্রৈলা মরিচত্বচঃ॥ পলাশমুষ্ককক্ষার যবক্ষারাশ্চ চূর্ণিতাঃ। গুড়ে পুরাণে ক্বথিতে দ্বিগুণে গুড়িকাঃ কৃতাঃ॥ কর্কন্ধু-মাত্রা সপ্তাহং স্থিতা মুস্ককভস্মনি। কণ্ঠরোগেষু সর্ব্বেষু ধার্য্যাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥ ৫৯॥

মূত্রসিদ্ধাং শিবাং তুল্যাং মধুরী কুষ্ঠবালকৈঃ। অভ্যস্য মুখরোগাংস্তু জয়েদ্বিরসতামপি॥৬০॥ বাতাৎ সর্ব্বসরং চূর্ণৈ র্লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ। তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবলনস্যয়োঃ॥ ৬১॥ পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ। সর্ব্বঃ পিত্তহরঃ কার্য্যো বিধির্ম্মধুর-শীতলঃ॥ ৬২॥ প্রতিসারণগণ্ডুষান্ ধূমং সংশোধনানি চ। কফাত্মকে সর্ব্বসরে ক্রমং কুর্য্যাৎ কফাপহম্॥ ৬৩॥ মুখপাকে শিরাবেধঃ শিরঃ-কায়বিরেচনম্। কার্য্যঞ্চ বহুধা নিত্যং জাতীপত্রস্য চর্ব্বণম্॥ ৬৪॥

সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ মুখে ধারণ করিলে সর্ব্ববিধ গলরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৫৭॥

বেলমূলের ছাল, শোণাছাল, গাম্ভীরছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারি ছাল, চাকুলে, শালপাণী, গোক্ষুর, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী, ইহাদের উষ্ণ কাথ, মূলা ও কুল্থি কলায়ের যূষ এবং দোষানু-সারে দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধির মাত, অম্লকাঁজি, তৈল ও ঘৃত, ইহাদের কবল ধারণ (কুলি) করিলে গলরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৮॥

ক্ষার গুড়িকা।

পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, তেজপত্র, বড়এলাচি, মরিচ, দারুচিনি, পলাশক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম-রূপে চূর্ণ করিয়া দ্বিগুণ গুড় সহ পাক পূর্ব্বক কুল প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ৭ সাত দিবস ঘণ্টাপারুলের ক্ষার মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্ব প্রকার কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫৯॥

হরীতকী, মৌরী, কুড় ও বালা, এই সমুদায় দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্র সহ সিদ্ধ করিয়া প্রতিদিন সেবন করিলে মুখরোগ ও মুখের বিরসতা বিনষ্ট হয়॥ ৬০॥

সর্ব্বসর রোগ।

সৈন্ধবলবণ চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) এবং বাতনাশক ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈলের কবল ও নস্য প্রয়োগ করিলে বাতিক সর্ব্বসর রোগ (সর্ব্বমুখে রোগ) বিনষ্ট হয়॥ ৬১॥

বিরেচন বা বমন দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া মধুর শীতল প্রভৃতি পিত্তনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত সর্ব্বসর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬২॥

প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম, সংশোধন (বমন, বিরেচন) ও কফনাশক চিকিৎসা দ্বারা কফজনিত সর্ব্বসর রোগের চিকিৎসা করিতে হয়॥ ৬৩॥

শিরাবেধ, নস্য, বিরেচন এবং পুনঃ পুনঃ জাতীপত্র চর্ব্বণ করিলে মুখপাক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৪॥

জাতীপত্রাদিক্বাথঃ।

জাতীপত্রামৃতা দ্রাক্ষা পাঠা দার্ব্বী ফলত্রিকৈঃ। ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডূষো মুখপাকনুৎ ॥ ৬৫ ॥

পটোলাদিকষায়ঃ।

পটোলনিম্বজম্ব্বাম্র মালতী নবপল্লবৈঃ। পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে ॥ পঞ্চবল্ক কষায়ো বা ত্রিফলাক্বাথ এব বা। মুখপাকেষু সক্ষৌদ্রঃ প্রযোজ্যো মুখধাবনে ॥ ৬৬ ॥

দার্ব্বীক্বাথঃ।

স্বরসঃ ক্বথিতো দার্ব্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া। সক্ষৌদ্রা মুখরোগাস্থক্ দোষনাড়ীব্রণাপহা ॥ ৬৭ ॥

সপ্তচ্ছদাদিঃ।

সপ্তচ্ছদোশীর পটোল মুস্ত হরীতকী তিক্তকরোহিণীভিঃ। যষ্ট্যাহ্ব রাজদ্রুম চন্দনৈশ্চ ক্বাথং পিবেৎ পাকহরং মুখস্য ॥ ৬৮ ॥

পটোলাদিঃ।

পটোল শুণ্ঠী ত্রিফলা বিশালা ত্রায়ন্তি তিক্তা:দ্বিনিশামৃতানাম্। পীতঃ কষায়ো মধুনা নিহন্তি মুখে স্থিতশ্চাস্য গদানশেষান্ ॥ ৬৯ ॥

পটোলাদি ক্বাথ।

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা (কিসমিস্), আকান্দী, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই সকল দ্রব্যের শীতল ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখপাক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

পটোলাদি কষায়।

পটোল, নিম, জাম, আম্র ও মালতী, ইহাদের নূতন পত্রের ক্বাথ বা বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, এই সকল দ্রব্যের ছালের ক্বাথ কিম্বা হরীতকী, আম্‌লা ও বহেড়া, ইহাদের ক্বাথ মধু-সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মুখ ধৌত করিলে মুখপাক আরোগ্য হয় ॥ ৬৬ ॥

দার্ব্বী ক্বাথ।

দারুহরিদ্রার ক্বাথ ঘনীভূত করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহন করিলে মুখরোগ, রক্ত-দোষ ও নাড়ীব্রণ (নালীঘা) নষ্ট হয় ॥ ৬৭ ॥

সপ্তচ্ছদাদি।

সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) ছাল, বেণার মূল, পল্‌তা, মুথা, হরীতকী, তিক্তকরোহিণী (কট্‌কী), যষ্ট্যাহ্ব (যষ্টিমধু), শোণালু পত্র ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের ও শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ পান করিলে মুখপাক নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

পটোলাদি কষায়।

পটোলপত্র, শুণ্ঠী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিশাল (রাখালশশা, মামালাড়ু) মূল, ত্রায়ন্তী (বলালতা), তিক্তা (কট্‌কী), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও অমৃতা (গুলঞ্চ), এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক পান করিলে বা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ সকল নষ্ট হয় ॥ ৬৯ ॥

ত্রিফলাদিকষায়ঃ।

ক্বথিতা ত্রিফলা পাঠা মৃদ্বীকা জাতিপল্লবাঃ। নিষেব্যা ভক্ষণীয়া বা ত্রিফলা মুখপাকহা ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণজীরককুষ্ঠেন্দ্রযবচর্ব্বণতস্ত্র্যহম্। মুখপাক ব্রণক্লেদ দৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি ॥ ৭১ ॥ তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ। সক্ষৌদ্রো দগ্ধবক্ত্রস্য গণ্ডূষো দাহপাকহা ॥৭২॥ তৈলেন কাঞ্জিকেনাথ গণ্ডূষশ্চূর্ণদাহহা ॥ ৭৩॥ ঘনকুষ্ঠৈলা ধান্যক যষ্টীমধ্বেলবালুকাকবড়ঃ ॥ বদনৈতিপূতিগন্ধং হরতি সুরালশুনগন্ধঞ্চ ॥ ৭৪ ॥

সহাচরতৈলম্।

তুলাং ঘৃতাং নীলসহাচরস্য দ্রোণেহম্ভসঃ সংশ্রপয়েদ্যথাবৎ ॥ পূতে চতুর্ভাগরসে তু তৈলং পচেৎ শনৈরর্দ্ধপলপ্রমাণৈঃ। কল্কৈরনন্তা খদিরারিমেদ জম্ব্বাম্রযষ্টীমধুকোৎপলানাম্ ॥ তত্তৈলমাশ্বেব ঘৃতং মুখেন স্থৈর্য্যং দ্বিজানাং বিদধাতি সদ্যঃ ॥ ৭৫ ॥

অরিমেদাদ্যংতৈলম্।

অরিমেদত্বক্ পলশতমভিনবমাপোথ্য খণ্ডশঃ কৃত্বা। তোয়াঢ়কৈশ্চতুর্ভি র্নিঃক্বাথ্য চতুর্থশেষেণ ॥ ক্বাথেন তেন মতিমান্ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং

ত্রিফলাদি কষায়।

ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), আকনাদী, মৃদ্বীকা (কিসমিস্) ও জাতিপত্র, সমস্তে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে অথবা ত্রিফলা ভক্ষণ করিলে মুখপাক নিবারিত হয় ॥ ৭০ ॥

পিপুল, জীরক (জীরা), কুড় ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া চর্ব্বণ করিলে ৩ তিন দিনের মধ্যেই মুখের ক্ষত, ব্রণ, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য বিনষ্ট হয় ॥ ৭১ ॥

ক্ষারাদি দ্বারা মুখ দগ্ধ হইলে তিলের ক্বাথ, নীলোৎপলের ক্বাথ, ঘৃত, চিনি বা দুগ্ধ মধু সহ মিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিতে হয়। ইহাতে মুখগত দাহ ও পাক বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

তৈলের বা কাঁজির গণ্ডূষ ধারণ করিলে চূর্ণ (চূণ) ভক্ষণ জনিত মুখের দাহ (জ্বালা) নিবারিত হয় ॥ ৭৩ ॥

ঘন (মুথা), কুড়, এলাচি, ধান্যক (ধনে), যষ্টিমধু ও এলবালুকা, এই সকল দ্রব্য চর্ব্বণ করিলে মুখের পূতিগন্ধ (দুর্গন্ধ বা পচাগন্ধ) এবং সুরাপান ও রসুন ভক্ষণ জনিত দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

সহাচর তৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের। ক্বাথার্থ—নীলঝাঁণ্টী ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—অনন্তমূল, খদির কাষ্ঠ, অরিমেদ (গুয়ে বাবলার ছাল), জামছাল, আম্রছাল, যষ্টিমধু ও উৎপল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে দন্ত সকল দৃঢ় (শক্ত) হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

অরিমেদাদ্য তৈল।

তিলতৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ—গুয়েবাবলার ছাল /১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের। কল্কার্থ - মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, অরিমেদ (গুয়ে বাবলা) ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কট্‌ফল, লাক্ষা,

শনৈর্ব্বিপচেৎ। কল্কৈরক্ষসমাংশৈ র্মঞ্জিষ্ঠালোধ্রমধুকানাম্॥ অরি-মেদখদির কট্‌ফল লাক্ষান্যগ্রোধমুস্তক্ষৌমলা। কর্পূরাগুরু পদ্মলবঙ্গ কক্কোলজাতীনাম্॥ ফলপত্তঙ্গ গৈরিক বরাঙ্গ গজকুসুম ধাতকীনাঞ্চ। সিদ্ধং ভিষগ্বিধ্যাদিদং মুখোত্থেষু রোগেষু॥ পরিশীর্ণদন্তবিদ্রধি শৌশির শীতাদদন্তহর্ষেষু। ক্রিমিদন্তদরণ চলিত প্রহৃষ্টমাংসাব-শীর্ণেষু॥ মুখদৌর্গন্ধ্যেষু চ কার্য্যং প্রাগুক্তেম্বাময়েষু তৈলমিদম্॥৭৬॥

লাক্ষাদ্যং তৈলম্।

তৈলং লাক্ষারসং ক্ষীরং পৃথক্‌প্রস্থং সমং পচেৎ। চতুর্গুণেরিমক্কাথে দ্রব্যৈশ্চ পলসংমিতৈঃ॥ লোধ্রকট্‌ফলমঞ্জিষ্ঠা পদ্মকেশরপদ্মকৈঃ। চন্দনোৎপলযষ্ট্যাহ্বৈ স্তৈলং গণ্ডূষধারণম্॥ দালন দন্তচালঞ্চ দন্ত-মোক্ষং কপালিকাম্। শীতাদং পূতিরক্তঞ্চ অরুচিং বিরসাস্যতাম্॥ হন্যাদাশু গদানেতান্ কুর্য্যাদ্দন্তানপি স্থিরান্॥ ৭৭॥

বকুলাদ্যং তৈলম্।

বকুলস্য ফলং লোধ্রং বজ্রবল্লীং কুরুণ্টকম্। চতুরঙ্গুল বব্বোল বাজি-কর্ণারিমাশনম্॥ এষাং কষায়কল্কাভ্যাং তৈলং পক্কং মুখে ধৃতম্। স্থৈর্য্যং করোতি চলতাং দন্তানাং নাবণেন চ॥ ৭৮॥

বটের ছাল, ছোটএলাচি, কর্পূর, অগুরু কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কাঁকলা, জায়ফল, ফল (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন), গৈরিক (গেরীমাটী), বরাঙ্গ (দারুচিনি), গজকুসুম (নাগকেশের ফুল) ও ধাতকী (ধাইফুল). এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সর্ব্ববিধ মুখরোগ এবং দন্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭৬॥

লাক্ষাদ্যতৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের। লাক্ষারস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ চারিসের। ক্কাথার্থ—অরিম (গুয়ে-বাব্‌লা) ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—লোধ, কট্‌ফল (কায়ফল), মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), চন্দন (রক্তচন্দন), উৎপল (সুঁদি, নাল) ও যষ্টিমধু. এই সকল বস্তু কুট্টিত বা পেষিত প্রত্যেকে ১ পল (৮ তোলা)। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে দালন, দন্তচাল, দন্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গন্ধ্য, অরুচি এবং মুখবৈরস্য নিবারিত হইয়া দন্ত সকল দৃঢ়মূল হয়॥ ৭৭॥

বকুলাদ্য তৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের। ক্কাথার্থ—বকুলফল, লোধ, বজ্রবল্লী (হাড়ভাঙ্গা), কুরুণ্টক (নীলঝিণ্টী), সোণালু পাতা, বব্বোল (বাব্‌লা) ছাল, বাজিকর্ণ (শালবৃক্ষ) ছাল, গুয়ে-বাব্‌লার ছাল, ও অশনবৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে কুট্টিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পূর্ব্বোক্ত বকুল ফলাদি ক্কাথ্য দ্রব্য সকল সমান ভাগে সমস্তে মিলিত /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল প্রস্তুত পূর্ব্বক মুখে ধারণ বা নস্য গ্রহণ করিলে চলিত দন্ত সমূহ সুদৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৭৮॥

স্বল্পখদিরবটিকা।

খদিরস্য তুলাং সম্যক্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাপং প্রদাপয়েৎ॥ জাতী কর্পূর পূগানি বব্বোল ফলকানি চ। ইত্যেষা গুড়িক কার্য্যা মুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী॥ দন্তৌষ্ঠ মুখরোগেষু জিহ্বাতাল্বাময়েষু চ॥ ৭৯॥

বৃহৎ খদিরবটিকা।

গায়ত্রিসারতুলয়ারিমবল্কলানাং সার্দ্ধং তুলাযুগলমম্বুঘটৈশ্চতুর্ভিঃ। নিঃক্বাথ্য পাদমবশিষ্য সুবস্ত্রপূতং ভূয়ঃ পচেদথ শনৈর্ম্মৃদুপাবকেন॥ তস্মিন্ ঘনত্বমুপগচ্ছতি চূর্ণমেষাং শ্লক্ষ্ণং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানাম্। এলা মৃণাল সিতচন্দন চন্দনাম্বু শ্যামা তমাল বিকষা ঘন লৌহযষ্টী॥ লজ্জা ফলত্রয় রসাঞ্জন ধাতকীভ-শ্রীপুষ্প গৈরিক কটঙ্কট কট্ফলানাম্। পদ্মাট লোধ্র বটরোহ যবাসকানাং মাংসী নিশাসুরভিবল্কলসংযুতানাম্॥ কক্কোল জাতিফল কোষ লবঙ্গকানি চূর্ণীকৃতানি বিদধীত পলাংশকানি। শীতেঽবতার্য্য ঘনসার চতুষ্পলঞ্চ ক্ষিপ্ত্বা কলায়সদৃশী গুড়িকাঃ প্রকুর্য্যাৎ॥ শুষ্কা মুখেবিনিহিতা বিনিবারয়ন্তি রোগান্ গলৌষ্ঠরসনা দ্বিজতালুজাতান্। কুর্য্যুর্মুখে সুরভিতাং রুচিঞ্চ স্থৈর্য্যং পরং দশনগং রসনালঘুত্বম্॥ ৮০॥

মুখরোগহরো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ তাভ্যাং দ্বিগুণঞ্চ শিলাজতু। গোমূত্রেণ বিমর্দ্দ্যাথ

স্বল্পখদির বটিকা।

ক্বাথার্থ—খদির ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে জৈত্রী, কর্পূর, সুপারী, বাব্‌লা পত্র ও জায়ফল, ইহাদের চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ উচিত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা ও তালুর পীড়া নিবারিত হয়॥ ৭৯॥

বৃহৎ খদিরবটিকা।

ক্বাথার্থ—খদির ১২॥০ সের, গুয়েবাব্‌লার ছাল ৩১॥০ সের, পাকনিমিত্ত জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহার সহিত ছোটএলাচি, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, অনন্তমূল, তমালছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, লৌহ, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, রসাঞ্জন, ধাইকুল, নাগকেশর, লবঙ্গ, গেরিমাটী, কটঙ্কট (দারুহরিদ্রা), কট্ফল, পদ্মাট (চাকুন্দেবীজ), লোধ, বটরোহ (বটের কুঁড়ি), যবাসক (দুরালভা), মাংসী (জটামাংসী), নিশা (হরিদ্রা), সুরভিবল্কল (দারুচিনি), ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কাক্‌লা, জায়ফল, জৈত্রী ও লবঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। তদনন্তর নামাইয়া শীতল হইলে কর্পূর /॥০ অর্দ্ধসের মিশাইয়া কলায় প্রমাণ গুড়িকা শুষ্ক করিয়া মুখে ধারণ করিলে গল, ওষ্ঠ, দন্ত ও তালুসম্বন্ধীয় ব্যাধি সমূহ নিবারিত হইয়া মুখ সুগন্ধি, সুরস ও দন্ত সকল দৃঢ় এবং জিহ্বার জড়তা নষ্ট হইয়া আহারে রুচি জন্মে॥ ৮০॥

মুখরোগহর রস।

পারদ (পারা) ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও শিলাজতু ৪ তোলা, এই দ্রব্যত্রয় একত্র মিশ্রিত

সপ্তধার্কদ্রবেণ চ॥ জাতীনিম্ব মহারাষ্ট্রীরসৈঃ সিধ্যতি পাকহা। কণামধুযুতা হন্তি মুখপাকং সুদারুণম্॥ গুঞ্জাষ্টকং ঘৃতে বক্ত্রে সদ্যো হন্তি বটী গদান্। মহারাষ্ট্র্যাশ্চ কল্কেন মুখঞ্চ প্রতিসারয়েৎ॥ ধারণাৎ সেবনাদেব বটী হন্তি মুখাময়ান্॥ ৮১॥

মুখরোগিণাং পরিত্যাজ্যানি।

দন্তকাষ্ঠং স্নানমম্লং মৎস্যমানূপমামিষম্। দধিক্ষীরং গুড়ং মাষং রুক্ষান্নং কঠিনাশনম্॥ অধোমুখেন শয়নং গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ। মুখরোগেষু সর্ব্বেষু দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৮২॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মুখরোগচিকিৎসা।

করিয়া গোমূত্র, আকন্দপাতার রস, জাতীপত্র রস, নিমপাতার রস ও মহারাষ্ট্রীর (গজপিপুলের) রস দ্বারা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ৮ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ মুখে ধারণ করিলে অথবা গজপিপ্পলী বাটিয়া তদ্দ্বারা মুখ ঘর্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮১॥

মুখরোগীর পরিত্যজ্য।

দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্লদ্রব্য, মৎস্য (মাছ), আনূপমাংস (কচ্ছপাদি), দধি, ক্ষীর (দুধ), গুড়, মাষকলাই, রুক্ষান্ন কঠিন দ্রব্য (লাড়ু প্রভৃতি) ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরুদ্রব্য ভোজন, কফজনক দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা, এই সকল মুখরোগী অবশ্য২ পরিত্যাগ করিবে॥ ৮২॥

ইতি মুখরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা।

কপিত্থ মাতুলুঙ্গাম্ল শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ। সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎকর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥ ১॥ শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ। কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দ্দেয়মেতদ্বা বেদনাপহম্॥ ২॥ লশুনার্দ্রক শিগ্রূণাং স্বরসো মূলকস্য চ। কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে। সমুদ্র-ফেনচূর্ণেন যুক্ত্যা বাপ্যবচূর্ণয়েৎ॥ ৩॥ আর্দ্রক সূর্য্যাবর্ত্তক শোভা-

---

কর্ণরোগ চিকিৎসা।

কপিত্থ (কদ্‌বেল), মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ লেবু) এবং শৃঙ্গবের (আদা), ইহাদের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়॥ ১॥

আদা, মধু, সৈন্ধবলবণ ও তৈল, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক অল্প উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কাণের বেদনা নষ্ট হয়॥ ২॥

রসুন, আদা, সজিনাছাল, মূলা ও কদলী (কলা), এই সকল দ্রব্যের রস ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা দূর হয়। এবং সমুদ্রফেনা চূর্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলেও কর্ণ-গত বেদনা বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

ঞ্জনমূলক স্বরসাঃ ॥ মধুতৈলসৈন্ধবযুতাঃ পৃথগুক্তাঃ কর্ণশূলহরাঃ ॥ ৪ ॥ শোভাঞ্জনকনির্য্যাস স্তিলতৈলেন সংযুতঃ ॥ ব্যক্তোষ্ণঃ পুরণঃ কর্ণে কর্ণশূলোপশান্তয়ে ॥ ৫ ॥ অষ্টানামপি মূত্রাণাং মূত্রেনান্যতমেন বৈ ॥ কোষ্ণেন পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে ॥ ৬ ॥ অশ্বত্থপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকম্ ॥ তৈলাক্তমঙ্গারপূর্ণং নিদধ্যাৎ শ্রবণোপরি। যত্তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারতাপিতাৎ ॥ তৎপ্রাপ্তং শ্রবণ-স্রোতঃ সদ্যো গৃহ্ণাতি বেদনাম্ ॥ ৭ ॥ অর্কপত্রপুটে দগ্ধঃ স্নুহীপত্রো-দ্ভবো রসঃ ॥ কদুষ্ণঃ পূরাণদেব কর্ণশূলনিবারণঃ ॥ ৮ ॥

দীপিকাতৈলং।

মহতঃ পঞ্চমূলস্য কাণ্ডান্যষ্টাঙ্গুলানি চ ॥ ক্ষৌমেণাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপয়েত্ততঃ। যত্তৈলং চ্যবতে তেভ্যঃ সুখোষ্ণং তৎ প্রযোজয়েৎ ॥ জ্ঞেয়ং তদ্দীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহ্ণাতি দেবনাম্। এবং কুর্য্যাদ্ভদ্রকাষ্ঠে কুষ্ঠে কাষ্ঠে চ সারলে। মতিমান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশূল নিবারণম্ ॥ ৯ ॥

অর্কস্য পত্রং পরিণাম পীত মাজ্যেন লিপ্তং শিখিনাবতপ্তম্ ॥ আপীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ ॥ ১০ ॥ তীব্রশূলো-

---

আদা, সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে, শুল্‌টা), শোভাঞ্জন (সজিনা) অথবা মূলা, ইহাদের রস মধু তৈল ও সৈন্ধবলবণ সহ মিশ্রিত করিয়া কর্ণমধ্যে প্রদান করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয় ॥ ৪ ॥

সজিনাছালের রস ও তিলতৈল একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণ-শূল নষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

গোমূত্র, অশ্বমূত্র, গর্দ্দভমূত্র, নরমূত্র, নারীমূত্র, হস্তিশিশুমূত্র, মহিষীমূত্র ও মেষীমূত্র, এই অষ্টবিধ মূত্রের যে কোন মূত্র অল্প উষ্ণ করিয়া কর্ণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

কতিপয় অশ্বত্থ পত্র দ্বারা পুট প্রস্তুত করিয়া, তাহা তৈলাক্ত ও অঙ্গারাগ্নিপূর্ণ করতঃ কর্ণের উপরি স্থাপন করিলে, অঙ্গারের উত্তাপে কর্ণমধ্যে তৈল বিন্দু সকল পতিত হইবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ কর্ণের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

উক্ত রূপে আকন্দপাতার পুটে সীজপত্র ঝলসাইয়া, তাহার অল্পোষ্ণ রস কর্ণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল নষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

দীপিকাতৈল।

মহৎ পঞ্চমূলের ৮অঙ্গুলী পরিমাণ কাষ্ঠ খণ্ড সকল ছেদন পূর্ব্বক তাহা পট্টবস্ত্র (চেলী প্রভৃতি) খণ্ডে বেষ্টিত ও তৈলে সিক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিবে, ইহাতে যে সকল তৈল বিন্দু পতিত হইবে, তাহা ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কর্ণে প্রয়োগ করিলে সদ্যই কর্ণের বেদনা নষ্ট হয়। ইহাকে দীপিকাতৈল বলে। এই প্রকারে দেবদারু, কুড় ও সরলকাষ্ঠ দ্বারা দীপিকাতৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূলাদি বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

পক্ক আকন্দপাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক রস লইয়া কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল ও তজ্জনিত বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

স্তরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি। বস্তমূত্রং ক্ষিপেৎ কোষ্ণং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্ ॥ ১১ ॥

বংশাবলোকাতৈলং।

বংশাবলোকা সংযুক্তং মূত্রে চাজাবিকে ভিষক্ ॥ তৈলং পচেত্তেন কর্ণং পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ ॥ ১২ ॥

হিঙ্গ্বাদিতৈলং।

হিঙ্গুতুম্বুরু শুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপম্ ॥ কর্ণশূলে প্রধানন্তু পূরণং হিতমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

ক্ষারতৈলম্।

বালমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু সনাগরম্। শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারু শিগ্রু রসাঞ্জনম্ ॥ সৌবর্চ্চল যবক্ষার স্বর্জিকোদ্ভিদ সৈন্ধবম্ ॥ ভূর্জ্জ গ্রন্থি বিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণম্। মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদল্যা রস এব চ ॥ তৈলমেভির্বিপক্তব্যং কর্ণশূলহরং পরম্। বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূযাস্রাবশ্চ দারুণঃ ॥ পূরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ঃ কর্ণসংশ্রিতাঃ। ক্ষিপ্রং বিনাশং গচ্ছন্তি কৃষ্ণাত্রেয়স্য শাসনাৎ ॥ ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তাময়াপহম্। মধুশুক্তং—মধুপ্রধানং শুক্তন্তু মধুশুক্তং তথাপরম্ ॥ জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীগ্রন্থিসংযুতম্। মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ ॥ মাসেন তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্ ॥ ১৪ ॥

সৈন্ধবলবণ চূর্ণ ও ছাগমূত্র একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণগত তীব্রশূল, শব্দ ও ক্লেদ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বংশাবলোকাতৈল।

বংশলোচন ও মেষীমূত্র সহযোগে তিলতৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

হিঙ্গ্বাদি তৈল।

হিং, ধনে ও শুঁঠ, এই দ্রব্যত্রয় সহ সর্ষপ তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ক্ষারতৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের। মধু শুক্ত ১৬ সের, ছোলঙ্গলেবুর রস ১৬ সের, কদলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ—বালাক্ষার, মূলাক্ষার, শুণ্ঠিক্ষার, হিং, শুণ্ঠি, শলুফা, বচ, কুড়, দারুহরিদ্রা, সজিনা ছাল, রসাঞ্জন, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, উদ্ভিদলবণ, সৈন্ধবলবণ, ভূর্জ্জপত্র, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ ও মুথা, এই সমস্ত পদার্থ কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, বধিরতা, কর্ণনাদ, পূযস্রাব, ক্রিমি, মুখরোগ ও দন্তরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মধুশুক্ত প্রস্তুত।

মধু প্রধান শুক্তকে মধুশুক্ত কহে। জম্বীরলেবুর রস ১৬ সের, পিপুল মূল /৪ চারি সের ও মধু /৭ সের, একত্র একটী মৃণ্ময় কলসীমধ্যে পূরিয়া ধান্যরাশির ভিতরে ১ একমাস রাখিলে মধুশুক্ত প্রস্তুত হয় ॥ ১৪ ॥

কটুতৈল পূরণং।

কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে কটুতৈলেন পূরণম্। নাদবাধির্য্যয়োঃ কুর্য্যাদ্বাত-শূলোক্তমৌষধম্॥ ১৫॥

অপামার্গক্ষারতৈলম্।

অপামার্গক্ষারজলেন চ তৎকৃতকল্কেন সাধিতং তৈলম্। অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যঞ্চাপি পূরণতঃ॥ ১৬॥

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্।

স্বর্জ্জিকা মূলকং শুষ্কং হিঙ্গু কৃষ্ণা মহৌষধম্। শতপুষ্পা চ তৈ স্তৈলং পক্বং শুক্তচতুগুর্ণম্॥ প্রণাদ শূলবাধির্য্যং স্রাবঞ্চাশু ব্যপোহতি॥ ১৭॥

দশমূলীতৈলম্।

দশমূলী কষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। এতৎ কল্কং প্রদায়ৈব বাধির্য্যে পরমৌষধম্॥ ১৮॥

বিল্বতৈলম্।

ফলং বিল্বস্য মূত্রেণ পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ। সাজক্ষীরং তদ্বিতরে-দ্বাধির্য্যে কর্ণপূরণে॥ ১৯॥

কর্ণনাদ চিকিৎসা।

এষ এব বিধিঃ কার্য্যঃ প্রণাদে নস্যপূর্ব্বকঃ। গুড় নাগরতোয়েন নস্যং স্যাদুভয়োরপি॥ ২০॥

কটুতৈল পূরণ।

কর্ণমধ্যে কটুতৈল (সর্ষপ তৈল) প্রয়োগ করিলে কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগ বিনষ্ট হয় এবং বাতশূলোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বধিরতা ও কর্ণনাদ নিবারিত হয়॥ ১৫॥

অপামার্গক্ষার তৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের। আপাংক্ষার /২ দুইসের, জল ১৬ সের, ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে। এবং কল্কার্থ—আপাংক্ষার /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণনাদ এবং বাধির্য্য বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬॥

স্বর্জ্জিকাদ্য তৈল।

তিলতৈল /৪ সের। কাঁজি /১৬ সের। কল্কার্থ—সাচিক্ষার, শুষ্কমূলা, হিং, পিপুল, শুণ্ঠি ও শলুফা, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বাধির্য্য ও পূযস্রাব নিবারিত হয়॥ ১৭॥

দশমূলী তৈল।

তিলতৈল /৪ সের। কাথার্থ -দশমূল মিলিত /১২॥০ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—কুট্টিত দশমূল /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে বধিরতা (কালা হওয়া) নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১৮॥

বিল্বতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—গোমূত্র সহ পেষিত বেলশুঁঠ /১এক-সের। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে পূরণ করিলে বাধির্য্য নষ্ট হয়॥ ১৯॥

কর্ণনাদ রোগের চিকিৎসা।

কর্ণনাদ রোগে প্রথমে নস্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত বিল্বতৈলাদির ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন গুড় ও শুণ্ঠীর নস্য প্রয়োগ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা বিনষ্ট হয়॥ ২০॥

(তন্ত্রান্তরে) বিল্বতৈলম্।

বিল্বগর্ভং পচেত্তৈলং গোমূত্রাজপয়োঽন্বিতম্। বাধির্য্যে পূরয়েত্তেন কর্ণে স কফবাতজিৎ ॥ ২১ ॥

লশুনাদ্যং তৈলম্।

লশুনামলকং তালং পিষ্ট্বা তৈলে চতুর্গুণে। তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং পাচ্যং তৈলাবশেষকম্॥ তত্তৈলং পূরয়েৎ কর্ণে বাধির্য্যং পরিনাশয়েৎ ॥ ২২ ॥

বাতোক্তং মাষতৈলাদি বাধির্য্যাদৌ তু যোজয়েৎ ॥ ২৩ ॥

বাধির্য্যরোগীর পরিত্যাজ্যানি।

বর্জ্জয়েন্মৈথুনং ক্রোধং রুক্ষং বাধির্য্যপীড়িতঃ ॥ ২৪ ॥ চূর্ণং পঞ্চকষায়াণাং কপিত্থরসসংযুতম্। কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ॥২৫॥ মালতীদলরসং মধুনা পূরিতমথবা গবাং মূত্রৈঃ। দূরেণ বিভজ্যতে বৈ শ্রবণযুগং পূতিরোগেণ ॥ ২৬ ॥ হরিতালং সগোমূত্রং পূরণং পূতিকর্ণজিৎ ॥ ২৭ ॥ সর্জ্জত্বক্চূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজো রসঃ। মধুনা সংযুতঃ সাধু কর্ণস্রাবে প্রশস্যতে ॥ ২৮ ॥

(তন্ত্রান্তরে) বিল্বতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের ও গোমূত্র /৪ সের। কল্কার্থ—বেলশুঁঠ /১ সের। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে পূরণ করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত বধিরতা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

লশুনাদ্যতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—রসুন, আমলকী ও হরিতাল, মিলিত /১ সের। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

বাতব্যাধিতে কথিত মাষতৈলাদি প্রয়োগ করিলে বধিরতা, কর্ণনাদ, কর্ণশূল প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বাধির্য্যরোগীর পরিত্যাজ্য।

মৈথুন, ক্রোধ ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, এই সকল বাধির্য্যরোগী সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৪ ॥

পঞ্চকষায় অর্থাৎ জামছাল, সিমুলছাল, বেড়েলা, বকুল ও কুল, এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ কয়েদবেলের রস ও মধু সহ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

মালতীপত্রের রস মধু সহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা কেবল মাত্র গোমূত্র দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ (কাণপচা) আরোগ্য হয় ॥ ২৬ ॥

গোমূত্র সহিত হরিতাল ঘসিয়া, তাহা কর্ণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণ রোগ নিবারিত হয় ॥ ২৭ ॥

শালবৃক্ষের ছাল সহ কার্পাস ফলের রস ও মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয় ॥ ২৮ ॥

কচি জামপত্র, কচি আম্রপাতা, কদ্‌বেল, কার্পাসফল ও আদা, এই সকল দ্রব্যের রস মধুর সহিত মিশাইয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

জম্ব্বাদ্যং তৈলম্।

জম্ব্বাম্রপত্রং তরুণং সমাংশং কপিত্থকার্পাসফলঞ্চ সার্দ্রম্॥ কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং স্রাবাপহং তং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। এতৈঃ শৃতং নিম্বকরঞ্জতৈলং সসার্ষপং স্রাবহরং প্রদিষ্টম্॥ ২৯॥

পুটপাকবিধিঃ স্বিন্নো হস্তিবিড়্জাতছত্রজঃ। রসঃ সতৈলসিন্ধূত্থঃ কর্ণস্রাবহরঃ পরঃ॥ ৩০॥

শম্বূক্ তৈলম্।

শম্বূকস্য চ মাংসেন কটুতৈলং বিপাচিতম্। তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণ-নাড়ী প্রশাম্যতি॥ ৩১॥

নিশাদ্যং তৈলম্।

নিশা গন্ধপলে পক্বং কটুতৈলং পলাষ্টকম্। ধুস্তূরপত্রজরসে কর্ণ-নাড়ীজিদুত্তমম্॥ ৩২॥

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

কুষ্ঠ হিঙ্গু বচা দারু শতাহ্বা বিশ্বসৈন্ধবৈঃ। পূতিকর্ণাপহং তৈলং বস্তমূত্রেণ সাধিতম্॥ ৩৩॥

কর্ণপ্রতীনাহচিকিৎসা।

অথ কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহস্বেদৌ সমাচরেৎ। ততো বিরিক্তশিরসঃ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং সমাচরেৎ॥ ৩৪॥

জম্বাদ্য তৈল।

উপর্য্যুক্ত কচি জামপত্রাদি সহযোগে নিম্বতৈল, করঞ্জতৈল বা সর্ষপতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূযস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৯॥

হস্তিবিষ্ঠায় সঞ্জাত ছত্র (মূল ও পত্র সহ বচাকার বৃক্ষ বিশেষ) পুট পাক দ্বারা দগ্ধ করিয়া, তাহা হইতে রস বাহির করিয়া, সেই রস সহ তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ মিশাইয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণস্রাব নষ্ট হয়॥ ৩০॥

শম্বূকতৈল।

শামুকের মাংস সহ কটুতৈল সিদ্ধ করিয়া, সেই তৈল কর্ণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণনালী সারে॥ ৩১॥

নিশাদ্যতৈল।

সর্ষপতৈল /৪ চারিসের। ধুতুরা পাতার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—কুট্টিত হরিদ্রা /॥০ অৰ্দ্ধ-সের ও গন্ধক /॥০ অৰ্দ্ধসের। যথাবিধি এই তৈল পাক পূৰ্ব্বক কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণনালী আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ৩২॥

কুষ্ঠাদ্য তৈল।

তিলতৈল /৪ সের। ছাগমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, শলুফা, শুঠী ও সৈন্ধবলবণ, সমভাগে সমস্তে /১ একসের। এই তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণ বিনষ্ট হয়॥ ৩৩॥

কর্ণপ্রতীনাহ চিকিৎসা।

কর্ণপ্রতীনাহ রোগে প্রথমতঃ স্নেহ, স্বেদ ও শিরোবিরেচন (নস্য) প্রয়োগ করিয়া পরে অন্য প্রকার চিকিৎসা প্রয়োগ করিবে॥ ৩৪॥

কর্ণপাকচিকিৎসা।

কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ ক্ষতবিসর্পবৎ। বিধিশ্চ কফহা সর্ব্বঃ কর্ণকণ্ডুং ব্যপোহতি ॥ ৩৫ ॥

কর্ণগূথ-চিকিৎসা।

ক্লেদয়িত্বা তু তৈলেন স্বেদেন প্রবিবাপ্য চ। শোধয়েৎ কর্ণগূথন্তু ভিষক্ সম্যক্ শলাকয়া ॥ ৩৬ ॥

পূতিকর্ণ চিকিৎসা।

নির্গুণ্ডীস্বরস স্তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ। পূরণাৎ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ ॥ ৩৭

জাতীপত্ররসে তৈলং বিপক্বং পূতিকর্ণজিৎ। বরুণার্ককপিথাম্র জম্বুপল্লবসাধিতম্ ॥ পূতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসোঽথবা ॥ ৩৮॥

ক্রিমিকর্ণ চিকিৎসা।

সূর্য্যাবর্ত্তকস্য রসং সিন্ধুবাররসং তথা ॥ লাঙ্গলীমূলজরসং ত্র্যূষণেনাবচূর্ণিতম্। পূরয়েৎ ক্রিমিকর্ণন্তু জন্তূনাং নাশনং পরম্ ॥ এবমপরং প্রতিবোধ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

ক্রিমিকর্ণবিনাশায় ক্রিমিঘ্নং যোজয়েদ্বিধিম্। বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সর্ষপস্নেহ এব চ ॥ হলী সূর্য্যাবর্ত্তক ব্যোষ স্বরসেনাতিপূরিতে। কর্ণে

কর্ণপাক চিকিৎসা।

ক্ষত ও বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিলে কর্ণপাক (কাণপাকা) রোগ এবং কফনাশক চিকিৎসা করিলে কর্ণকণ্ডূ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

কর্ণগূথ চিকিৎসা।

কর্ণগূথ রোগে তৈল সেচন ও স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে শলাকা (শলা) দ্বারা পূযাদি বাহির করিবে ॥ ৩৬ ॥

পূতিকর্ণ চিকিৎসা।

নিসিন্দা পাতার রস, তৈল, সৈন্ধবলবণ, ঝুল, পুরাণ গুড় ও মধু একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

জাতীপত্রের রসে তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে প্রদান করিলে পূতিকর্ণরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এই প্রকার বরুণপাতা, আকন্দপাতা, কদ্‌বেল পাতা, আম্রপাতা ও জামপাতা, ইহাদের রস সহযোগে তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণ পূরণ করিলে পূতিকর্ণ বিনষ্ট হয়। কিম্বা কেবল মাত্র জাতীপত্রের রস কাণে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

ক্রিমিকর্ণ চিকিৎসা।

সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে) রস অথবা নিসিন্দারস বা ইসলাঙ্গলিয়ার রস ১ তোলা, ৪ রতি ত্রিকটু চূর্ণ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণের ক্রিমি সকল নিবৃত্ত হইয়া ক্রিমিকর্ণ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

ক্রিমিনাশক চিকিৎসা দ্বারা কর্ণের ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। বেগুনের ধূম ও সরিষারতৈল কর্ণে প্রদান করিলেও ক্রিমিকর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়। ঈসলাঙ্গলিয়া, হুড়হুড়ে, শুণ্ঠি, পিপুল ও মরিচ ইহাদের রস কর্ণে পূরণ করিলে কাণের ক্রিমিসকল নিবারিত হয় ॥ ৪০ ॥

পতন্তি সহসা সর্ব্বাস্ত ক্রিমিজাতয়ঃ ॥ ৪০ ॥ ঘৃষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্। প্রশস্যতে চিরোত্থেঽপি সাস্রাবে পূতিকর্ণকে ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং কর্ণরোগচিকিৎসা।

স্তনদুগ্ধ সহ রসাঞ্জন ঘর্ষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে বহুকালীন পূযাদি স্রাব সংযুক্ত পূতিকর্ণ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

কর্ণরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নাসারোগ-চিকিৎসা।

সর্ব্বেষু পীনসেষ্বাদৌ নির্ব্বাতাগারগো ভবেৎ। স্নেহ স্বেদ প্রধমনং ধূমগণ্ডূষধারণম্ ॥ ১ ॥ বাসো গুরূষ্ণ শিরসঃ সুঘনং পরিবেষ্টনম্। লঘ্বম্ললবণ স্নিগ্ধমুষ্ণভোজনমদ্রবম্ ॥ ২ ॥ পঞ্চমূলী শৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রকহরীতকী। সর্পির্গুড়ঃ ষড়ঙ্গশ্চ যূষঃ পীনসশান্তয়ে ॥ ৩ ॥

ব্যোষাদ্যং চূর্ণং।

ব্যোষ চিত্রক তালীশ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসম্। সচব্যাজাজিতুল্যাংশমেলা ত্বক্ পত্রপাদিকম্ ॥ ব্যোষাদিকং চূর্ণমিদং পুরাণগুড়সংযুতম্। পীনস শ্বাসকাসঘ্নং রুচিস্বরকরং পরম্ ॥ ৪ ॥

পাঠাদিতৈলম্ ॥

পাঠা দ্বিরজনী মূর্ব্বা পিপ্পলী জাতিপল্লবৈঃ। দন্ত্যা চ তৈলং সংসিদ্ধং নস্যং সম্পক্কপীনসে ॥ ৫ ॥

নাসারোগ চিকিৎসা।

সর্ব্ব প্রকার পীনসরোগে প্রথমতঃ নির্ব্বাত (বায়ুশূন্য) গৃহে অবস্থান, স্নেহ, স্বেদ, প্রধমন (শিরোবিরেচক নস্য), ধূম ও গণ্ডূষ ধারণ ব্যবস্থা করিবে ॥ ১ ॥

পীনসরোগীর চক্ষে গুরু (পুরু) ও উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবরণ এবং লঘু, উষ্ণ, লবণরস, ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

পঞ্চমূল সহ সিদ্ধ দুগ্ধ, চিত্রক, হরীতকী, সর্পিগুড় ও ষড়ঙ্গ যূষ, এই সকল ব্যবহার করিলে পীনসরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

বোষাদ্য চূর্ণ।

শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, চিতা, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল প্রত্যেকে ১ তোলা, ছোটএলাচি, তেজপত্র ও দারুচিনি, প্রত্যেকে ২ মাষা, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উচিত মাত্রায় পুরাতন গুড় সহ সেবন করিলে পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট এবং রুচি ও স্বর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পাঠাদি তৈল।

কটুতৈল /৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—আকনাদী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সুচমুখী, পিপুল, জাতীপত্র ও দন্তীমূল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে পক্কপীনস রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

ব্যাঘ্রাদিতৈলম্।

ব্যাঘ্রী দন্তী বচা শিগ্রুসুরসা ব্যোষ সৈন্ধবৈঃ। পাচিতং নাবণং তৈলং পূতিনাসাগদাপহম্ ॥ ৬ ॥

ত্রিকটুকাদ্যতৈলং।

ত্রিকটুক বিড়ঙ্গ সৈন্ধব বৃহতীফল শিগ্রুদন্তীভিঃ। তৈলং গোজলসিদ্ধং নস্যং স্যাৎ পূতিনস্যস্য ॥ ৭ ॥

কলিঙ্গ হিঙ্গু মরিচ লাক্ষা স্বরস কট্‌ফলৈঃ। ব্যোষোগ্রা শিগ্রুজন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে। তৈরেব মূত্রসংযুক্তৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। অপীনসে পূতিনস্যে শমনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮ ॥

নাসাপাকচিকিৎসা।

নাসাপাকে পিত্তহরং বিধানং কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। হৃত্বা রক্তং ক্ষীরিবৃক্ষত্বচশ্চ যোজ্যাঃ সেকে সর্পিষশ্চ প্রদেহাঃ ॥৯॥ পূযাস্রে রক্তপিত্তঘ্নাঃ কষায়া লাবণানি চ ॥ ১০ ॥

শুণ্ঠ্যাদিতৈলং।

শুণ্ঠী কুষ্ঠ কণা বিল্ব দ্রাক্ষা কল্ক কষায়বৎ ॥ সাধিতং তৈলমাজ্যং বা নস্যং ক্ষবথুরুক্‌প্রণুৎ ॥ ১১ ॥

ব্যাঘ্রাদি তৈল।

কটুতৈল /৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, কৃষ্ণ-তুলসী, শুঠী, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে /১ সের। যথা-বিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনাসা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ত্রিকটুকাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ব্যাকুড়ফল, সজিনা-ছাল ও দন্তীমূল, এই সকল দ্রব্য /১সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনস্য রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষার ক্বাথ, কট্‌ফল, শুঠী, পিপুল, মরিচ, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অবপীড় (নস্য) প্রয়োগ করিলে পীনস এবং পূতিনস্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কলিঙ্গাদি তৈল।

কটুতৈল /৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষারস, কট্‌-ফল, শুঠী, পিপুল, মরিচ, বচ, সজিনাছাল এবং বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমুদায়ে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য প্রদান করিলে পীনস ও পুতিনস্য রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

নাসাপাক চিকিৎসা।

বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পিত্তনাশক ক্রিয়া ও রক্তমোক্ষণ করিয়া বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষসমূহের ছাল বাটিয়া ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে নাসাপাক নিবারিত হয় ॥ ৯ ॥

নাসিকা দিয়া পূয ও রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্তপিত্তনাশক কষায় (পাচন) ও নস্য প্রয়োগ করিবে ॥ ১০ ॥

শুণ্ঠ্যাদিতৈল ও ঘৃত।

তিলতৈল বা গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শুঠী, কুড়, পিপুল, বেলশুঁঠ ও কিসমিস্, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের। ক্বাথার্থ—শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বেলশুঁঠ ও

দীপ্তরোগচিকিৎসা।

দীপ্তরোগে পৈত্তিকে পৈত্তিকন্তু কার্য্যং কুর্য্যান্মধুরং শীতলঞ্চ॥ নাসাদাহে স্নেহপানং প্রধানং স্নিগ্ধা ধূমা মূর্দ্ধবস্তিশ্চ নিত্যম্॥ ১২॥

প্রতীশ্যায়চিকিৎসা।

বাতিকে তু প্রতিশ্যায়ে পিবেৎ সর্পি র্যথাবলম্। পঞ্চভি র্লবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গলেন চ। নস্যাদিষু বিধিং কৃৎস্নমবেক্ষেতার্দ্দিতেরিতম্॥ ১৩॥ পিত্তরক্তোত্থয়োঃ পেয়ং সর্পির্ম্মধুরকৈঃ শৃতম্॥ পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ কুর্য্যাদপি চ শীতলান্॥ ১৪॥ কফজে সর্পিষা স্নিগ্ধং তিলমাষবিপক্কয়া॥ যবাগ্বা বাময়িত্বা বা কফঘ্নং ক্রমমাচরেৎ॥ ১৫॥ দার্ব্বীঙ্গুদী নিকুম্ভৈশ্চ কিণিহ্যাঃ স্বরসেন চ। বর্ত্তয়োঽথ কৃতা যোজ্যা ধূমপানে যথাবিধি॥ ১৬॥ অথবা সঘৃতান্ শক্তূন্ কৃত্বামলকসংপুটে। নবপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ॥১৭॥ যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নারূঢ়ঃ সুশীতলং ভূরি॥ সলিলং পীনসে যুক্তো মুচ্যতে তেন রোগেণ॥ ১৮॥ পুটপক্বং জয়াপত্রং সিন্ধুতৈলসমাযুতম্॥ প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীলিতং পরমৌষধম্॥ ১৯॥

কিসমিস্, এই এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১২॥০ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথাবিধি এই তৈল বা ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে ক্ষবথুরোগ (অত্যাধিক হাঁচি হওয়া) বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১১॥

দীপ্তরোগের চিকিৎসা।

পিত্তনাশক মধুর শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত দীপ্তরোগ (নাসিকায় অত্যন্ত দাহ ও নাসিকা হইতে ধূমনির্গমনবৎ জ্ঞান) বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং স্নেহপান, স্নিগ্ধধূম ও শিরোবস্তি প্রয়োগ করিলে নাসাদাহ নিবারিত হয়॥ ১২।

প্রতিশ্যায় চিকিৎসা।

বাতজন্য প্রতীশ্যায় রোগে প্রথমতঃ সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পানার্থ এবং অর্দ্দিতরোগে কথিত নস্যাদি প্রয়োগ করিবে॥ ১৩॥

পিত্তজনিত ও রক্তজনিত প্রতীশ্যায় রোগে কাকোল্যাদি মধুরগণীয় দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান, শীতল পরিষেক ও শীতল প্রলেপ বিশেষ হিতকারী বলিয়া জানিবে॥ ১৪॥

শ্লেষ্মজন্য প্রতীশ্যায় রোগীকে ঘৃত সহযোগে সিদ্ধ তিল ও মাষকলায়ের সহিত যবাগূ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং অন্যান্য কফঘ্ন ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১৫॥

দারুহরিদ্রা, ইঙ্গুদী, দন্তী ও আপাঙ্গ, ইহাদের রস দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে প্রতীশ্যায় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬॥

আমলকীপাতার পুট মধ্যে ঘৃত মিশ্রিত ছাতু রাখিয়া তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে নূতন প্রতীশ্যায় রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি শয়ন কালে শয্যারূঢ় হইয়া প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করে, তাহার নিশ্চয় পীনসরোগ নষ্ট হয়॥ ১৮॥

পুটপক জয়ন্তীপত্র, সৈন্ধবলবণ ও তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে প্রতীশ্যায় রোগ সারে॥ ১৯॥

সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধদধ্যম্লভোজনম্ ॥ নবপ্রতিশ্যায়হরং বিশেষাৎকফপাচনম্ ॥ ২০ ॥ প্রতিশ্যায়ে নবে শস্তো যূষশ্চিঞ্চাচ্ছদোদ্ভবঃ ॥ ততঃ পক্কং কফং জ্ঞাত্বা হরেচ্ছীর্ষবিরেচনৈঃ। শিরসোঽভ্যঞ্জন স্বেদনস্য কটম্লভোজনৈঃ ॥ বমনৈর্ঘৃতপানৈশ্চ তান্ যথা সমুপাচরেৎ॥২১॥ ভক্ষয়েত্তু ভুক্তমাত্রে সলবণ সুস্বিন্নমাষমত্যুষ্ণম্। স জয়তি সর্ব্বসমুত্থং চিরজাতঞ্চ প্রতিশ্যায়ম্ ॥ ২২ ॥ পিপ্পল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গং মরিচানি চ ॥ অবপীড়ঃ প্রশস্তোঽয়ং প্রতিশ্যায়নিবারণঃ ॥ ২৩ ॥ সমূত্রপিষ্টাশ্চোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিমিষু যোজয়েৎ। ধাবনার্থং ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্। শেষাণাস্তু বিকারাণাং যথাস্বং স্যাচ্চিকিৎসিতম্ ॥ ২৪ ॥

করবীরাদ্যং তৈলম্।

রক্তকরবীরপুষ্পং জাত্যাস্তথাশনমল্লিকাশ্চ। এতৈঃ সমস্তু তৈলং নাশার্শোনাশনং পরম্ ॥ ২৫ ॥

গৃহধূমাদ্যং তৈলম্।

গৃহধূম কণাদারু ক্ষারনক্তাহ্ব সৈন্ধবৈঃ। সিদ্ধং শিখরীবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্ ॥ ২৬ ॥

মরিচ ও গুড় সহযোগে স্নিগ্ধ দধি ও অম্ল ভোজন করিলে নূতন প্রতীশ্যায় রোগ (সর্দ্দি) বিনাশ এবং কফের পরিপাক হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নূতন সর্দ্দিতে তেঁতুল পত্র সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে এবং কফ পক্ক হইলে নস্য, মস্তকে কফ নিঃসারক তৈলাদি মর্দ্দন, স্বেদ, কটু ও অম্লদ্রব্য ভোজন, বমন ও ঘৃত পান বিধান করিবে ॥ ২১ ॥

আহারের অব্যবহিত পরেই লবণ সহযোগে সুসিদ্ধ অত্যুষ্ণ মাষকলায় ভক্ষণ করিলে নূতন বা পুরাতন সর্ব্ব প্রকার প্রতীশ্যায় নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তদ্দারা নস্য প্রয়োগ করিলে প্রতীশ্যায় বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

নাসিকায় ক্রিমি জন্মিলে, ক্রিমি নাশক ঔষধ গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক তাহা নাসিকায় প্রয়োগ করিবে। এবং ক্রিমিনাশক ঔষধ সহ জল সিদ্ধ করিয়া তদ্দারা নাসিকা ধৌত করিলে নাসিকা সম্বন্ধীয় অপরাপর রোগে দোষানুসারে যথাবিধি চিকিৎসা করিবে ॥ ২৪ ॥

করবীরাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—লালকরবী পুষ্প, জাতীপুষ্প, অশনপুষ্প ও মল্লিকাপুষ্প; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। জল ১৬ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকার অর্শরোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

গৃহধূমাদ্য তৈল।

তৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—ঝুল, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ এবং আপাংবীজ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকার অর্শ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৬ ॥

চিত্রকতৈলম্।

শিখরি চিত্রক চবিকা দীপ্যক নিদিগ্ধিকা করঞ্জবীজ লবণার্কৈঃ। গোমুত্রযুতৈঃ সিদ্ধং তৈলং নাসার্শসাং শান্ত্যৈ॥ ২৭॥

চিত্রকহরীতকী।

চিত্রকস্যামলক্যাশ্চ গুড়ূচ্যা দশমূলজম্। শতং শতং রসং দত্বা পথ্যাচূর্ণাঢ়কং গুড়াৎ॥ শতং পচেদ্ঘনীভূতে পলদ্বাদশকং ক্ষিপেৎ। ব্যোষত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাৎ পলার্দ্ধমপরেঽহনি॥ প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দত্বা যথাগ্ন্যদ্যাদযন্ত্রণঃ। মন্দাগ্নিঞ্চ ক্ষয়ং কাসং পীনসং দুস্তরং ক্রিমীন্। গুল্মোদাবর্ত্ত দুর্নাম শ্বাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥ ২৮॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং নাসারোগচিকিৎসা।

চিত্রকতৈল।

তৈল /৪ চারিসের। গোমূত্র ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—আপাং, রক্তচিতা, চই, যমানী, করঞ্জবীজ, কণ্টকারী, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দপাতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে নাসার্শ প্রশমিত হয়॥ ২৭॥

চিত্রকহরীতকী।

পুরাতন গুড় ১২॥ সের, চিতার ক্বাথ ১২॥ সের, আমলকীর রস ১২॥ সের এবং দশমূলের ক্বাথ ১২॥০ সের। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পাক পূর্ব্বক ছাঁকিয়া /৮ সের হরীতকী চূর্ণ দিয়া পাক করিবে। পাকাবশিষ্ট কালে শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল ও যবক্ষার চূর্ণ ৪তোলা উহার সহিত মিশাইয়া লইবে এবং শীতল হইলে মধু /১ সের মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ জঠরাগ্নির বলাবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নি উদ্দীপ্ত এবং ক্ষয়, কাস, পীনস, ক্রিমি, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, অর্শ ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৮॥

ইতি নাসারোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নেত্ররোগ-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনালেপন স্বেদ শিরাব্যধ বিরেচনৈঃ। উপাচরেদভিষ্যন্দানঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ॥ ১॥ শ্রীবাসাতিবিষা লোধ্রৈ শ্চূর্ণিতৈরল্পসৈন্ধবৈঃ। অব্যক্তেঽক্ষিগদে কার্য্যং প্রোতস্থৈ গুণ্ঠনং বহিঃ॥ ২॥

চক্ষুরোগের চিকিৎসা।

লঙ্ঘন, প্রলেপ, স্বেদ, শিরাবেধ, বিরেচন, অঞ্জন ও আশ্চোতন দ্বারা অভিষ্যন্দ রোগ নিবারিত হয়॥ ১॥

দেবদারু, আতৈস ও লোধ, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে চূর্ণ করিয়া অল্প সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা পোট্‌লী বদ্ধ করিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে বুলাইলে অভিষ্যন্দ রোগ নষ্ট হয়॥ ২॥

অক্ষিকুক্ষিভবা রোগাঃ প্রতিশ্যায় ব্রণ জ্বরাঃ। পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ ॥ ৩ ॥ স্বেদঃপ্রলেপ স্তিক্তান্নং সেকোদিনচতুষ্টয়ম্। লঙ্ঘনঞ্চাক্ষিরোগাণামামানাং পাচনানি ষট্ ॥ অঞ্জনং পূরণং ক্বাথপানমামেন শস্যতে ॥ ৪ ॥ ধাত্রীফলনির্য্যাসো নবস্বকৃকোপং নিহন্তি পূরণতঃ। সক্ষৌদ্রসৈন্ধবো বাপি শিগ্রুত্বরসসেকঃ ॥৫॥ দার্ব্বী রসাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণম্ ॥ নিহন্তি শীঘ্রং দাহাশ্রুবেদনা স্যন্দসম্ভবাঃ ॥ ৬ ॥ করবীর তরুণকিশলয়চ্ছেদোদ্ভব সলিলসম্পূর্ণম্ ॥ নয়নযুগং ভবতি দৃঢ়ং সহসৈব তৎক্ষণাৎ কুপিতম্ ॥ ৭ ॥ শিখরীজমূলং তাম্রভাজনকে স্তোকসৈন্ধবোম্মিশ্রম্ ॥ মস্তুনি ঘৃষ্টং ভরণাৎ হরতি চ নবনোচনোৎকোপম্ ॥ ৮ ॥ সৈন্ধব দারুহরিদ্রা গৈরিকপথ্যা রসাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ ॥ ততো বহিঃ প্রলেপো ভবত্যশেষাক্ষিরোগহরঃ। তথা সাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকঃ ॥ কার্য্যা হরীতকী তদ্‌ঘৃতভৃষ্টা বিড়ালকঃ। (বিড়ালকঃ)—শালক্যেক্ষোর্ব্বহির্লেপো বিড়ালকঃ উদাহৃতঃ ॥ ৯ ॥ গিরিমৃচ্চন্দননাগরখটিকাংশযোজিতো বহির্লেপঃ। কুরুতে বচয়ামিশ্রো লোচন মগদং ন সন্দেহঃ ॥ ১০ ॥

চক্ষুরোগ, কুক্ষিরোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর, এই ৫ প্রকার রোগ ৫ রাত্রি উপবাস দিলেই প্রশমিত হয় ॥ ৩ ॥

স্বেদ, প্রলেপ, তিক্তান্ন, সেক, লঙ্ঘন দ্বারা এবং ৪ দিন অতীত হইলে চক্ষুরোগের আমাবস্থা দূরীভূত হইয়া দোষের পরিপাক হয়। চক্ষুরোগে আমাবস্থায় অঞ্জন, পূরণ ও ক্বাথ পান বিধেয় জানিবে ॥ ৪ ॥

আমলকী ফলের রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথবা সজিনাছালের রস মধু ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া, তাহা চক্ষুতে সেচন করিলে নেত্রকোপ নিবারিত হয় ॥ ৫ ॥

দারুহরিদ্রার ক্বাথ অথবা রসাঞ্জন চূর্ণ সংযুক্ত স্তনদুগ্ধ চক্ষুতে পূরণ করিলে অভিষ্যন্দজনিত দাহ, অশ্রু নির্গম ও বেদনা বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

করবীর কচিপাতা ছেদন পূর্ব্বক তাহা হইতে রস বাহির করিয়া, সেই রস চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে নেত্রকোপ তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

আপাং গাছের মূল অল্প সৈন্ধবলবণ সহযোগে মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া দধির মাত সহ ঘর্ষণ পূর্ব্বক চক্ষুতে প্রদান করিলে নূতন নেত্রকোপ নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

সৈন্ধব লবণ, দারুহরিদ্রা, গেরীমাটী, হরিতকী ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুতে প্রলেপ দিলে সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। সাবরলোধ ঘৃত সহ ভর্জ্জন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুর বর্হির্ভাগে প্রলেপ দিলে নেত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। হরীতকী ঘৃত সহ ভাজিয়া তদ্দ্বারা বিড়াড়ক প্রদান করিলে অর্থাৎ চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে নেত্র প্রকোপ বিনষ্ট হয়।

বিড়ালক।

শালক্য চিকিৎসায় কথিত আছে যে, চক্ষুর বর্হিভাগে যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহাকে বিড়ালক কহে ॥ ৯ ॥

গেরীমাটী, রক্তচন্দন, শুণ্ঠি, খড়ী ও বচ, এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

ভূম্যামলকীঘৃষ্টা সৈন্ধব গৃহবারিযোজিতা তাম্রে। যাতা ঘনত্বমক্ষ্ণোর্জ্জয়তি বহির্লেপতঃ পীড়াম্ ॥ (সামান্যাভিষ্যন্দে) ॥ ১১ ॥
আশ্চোতনং মারুতজে ক্বাথো বিল্বাদিভির্হিতঃ। কোষ্ণঃ সৈরণ্ড বৃহতী তর্কারী মধুশিগ্রুভিঃ ॥ এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচি বাজপয়ঃ শৃতম্। কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্ ॥ ১২ ॥ সম্পক্বেঽক্ষিগদে কার্য্যমঞ্জনাদিকমিষ্যতে। প্রশস্তবর্ত্মতা চাক্ষ্ণোঃ সংরম্ভাস্রুপ্রশান্ততা ॥ মন্দবেদনতা কণ্ডূঃ পক্বাক্ষিগদলক্ষণম্। অঞ্জনাদিবিধিস্তাগ্রে নিখিলেনাভিধাস্যতে ॥ ১৩ ॥

বৃহত্যাদিবর্ত্তিঃ।

বৃহত্যেরণ্ডমূলত্বক্ শিগ্রোর্ম্মূলং সসৈন্ধবম্। অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাদ্বর্ত্তির্ব্বাতাক্ষিরোগনুৎ ॥ ১৪ ॥

হরিদ্রাদিবর্ত্তিঃ।

হরিদ্রে মধুকং দ্রাক্ষাং দেবদারু চ পেষয়েৎ। আজেন পয়সাশ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদঞ্জনম্ ॥ ১৫ ॥

গৈরিকাদি গুড়িকা।

গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা তগরঞ্চ যথোত্তরম্। পিষ্টং দ্বিরংশতোঽদ্ভির্ব্বা গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভুঁই আমলার মূল কাঁজির সহিত ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নেত্রের বহির্দ্দেশে প্রলেপ দিলে অভিষ্যন্দরোগ নিবারিত হয় ॥ ১১ ॥

বস্ত্রের পুঁটলী দ্বারা স্বেদ এবং এরণ্ডবৃক্ষের মূল, ব্যাকুড়, জয়ন্তী, রক্তসজিনা ও বিল্বাদির ক্বাথ প্রয়োগ করিলে বাতজনিত অভিষ্যন্দ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এরণ্ডবৃক্ষের পত্র, মূল, বা ছাল কণ্টকারীর মূল সহযোগে ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে সেচন করিলে অভিষ্যন্দ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

চক্ষুরোগের পক্বাবস্থায় অঞ্জনাদি বিধান করিতে হয়। এই অঞ্জনাদির নিয়ম প্রথমতঃ বিস্তারিত রূপে কথিত হইয়াছে। পক্ব চক্ষুরোগের লক্ষণ—চক্ষুবর্ত্মের প্রশস্ততা, শোথের হ্রাস, অল্পাশ্রু পতন, বেদনার উপশম ও কণ্ডূ ॥ ১৩ ॥

বৃহত্যাদি বর্ত্তি।

বৃহতী (ব্যাকুড়), এরণ্ডমূলের ছাল, সজিনাছাল ও সৈন্ধব, এই সকল পদার্থ একত্র ছাগদুগ্ধ সহ বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে বাতজ অভিষ্যন্দ রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

হরিদ্রাদি বর্ত্তি।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কিসমিস্ ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অভিষ্যন্দ রোগ নিবারিত হয় ॥ ১৫ ॥

গৈরিকাদিগুড়িকা।

গেরীমাটী ১ ভাগ, সৈন্ধব লবণ ৩ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ এবং তগরপাদিকা ৭ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র জল সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, তাহার অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে নেত্ররোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

প্রপৌণ্ডরীকাদিসেকঃ।

প্রপৌণ্ডরীকং যষ্ট্যাহ্ব নিশামলকপদ্মকৈঃ। শীতৈর্ম্মধুসমাযুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগনুৎ ॥১৭॥ দ্রাক্ষাদিস্বেদঃ।

দ্রাক্ষা মধুক মঞ্জিষ্ঠা জীবনীয়ৈঃ শৃতং পয়ঃ। প্রাতরাশ্চ্যোতনং শস্তং শোথশূলাক্ষিরোগিণাম্ ॥ ১৮ ॥

নিম্বস্য পত্রৈঃ পরিলিপ্য লোধ্রং স্বেদ্যাগ্নিনা চূর্ণমথাপি কল্কম্। আশ্চ্যোতনং মানুষীদুগ্ধযুক্তং পিত্তাস্র বাতাপহ মগ্র্যমুক্তম্ ॥ ১৯ ॥ কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো নস্যং তিক্তান্নভোজনম্। তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনং কুর্য্যাত্তীক্ষ্ণৈশ্চৈবোপনাহনম্ ॥ ২০ ॥ ফণিজ্ঝকাস্ফোত কপিত্থ বিল্ব পত্তূর পীলু সুরসার্জ্জভঙ্গৈঃ। স্বেদং বিদধ্যাদথবা প্রলেপং বর্হিষ্ঠ শুণ্ঠী সুরদারু কুষ্ঠৈঃ ॥ ২১ ॥ শুণ্ঠী নিম্বদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বল্প-সৈন্ধবৈঃ। ধার্য্যশ্চক্ষুষি সঙ্ক্ষেপাৎ শোথকণ্ডূব্যথাপহঃ ॥ ২২ ॥ বল্কলং পারিজাতস্য তৈলকাঞ্জিক সৈন্ধবম্। কফোদ্ভূতাক্ষিশূলঘ্নং তরুঘ্নং কুলিশং যথা ॥ ২৩ ॥ সসৈন্ধবং লোধ্রমথাজ্যভৃষ্টং সৌবীরপিষ্টং সিত-বস্ত্রবদ্ধম্। আশ্চ্যোতনং তন্নয়নস্য কার্য্যং কণ্ডুঞ্চ দাহঞ্চ রুজাঞ্চ হন্যাৎ ॥ ২৪ ॥ স্নিগ্ধৈরুষ্ণৈশ্চ বাতোত্থঃ পিত্তজো মৃদুশীতলৈঃ। তীক্ষ্ণরূক্ষোষ্ণবিষদৈঃ প্রশাম্যতি কফাত্মকঃ ॥ তীক্ষ্ণোষ্ণ মৃদুশীতানাং

প্রপৌণ্ডরীকাদি সেক।

পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্য শীতল জল সহ পেষণ পূর্ব্বক মধু সহ মিশাইয়া, তদ্দ্বারা চক্ষুতে সেক প্রদান করিলে পিত্তজন্য চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

দ্রাক্ষাদি স্বেদ।

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনীয়গণ সহ সিদ্ধ দুগ্ধ দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে শোথ, শূল ও চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

লোধকাষ্ঠ ও নিমপাতা দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক অগ্নির তাপে গরম করিয়া, তাহার চূর্ণ বা কল্ক স্তন্যদুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে স্বেদ প্রয়োগ করিলে পিত্ত, রক্ত ও বাত নিমিত্তক অক্ষিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

কফজ নেত্ররোগে লঙ্ঘন, স্বেদ, নস্য, তিক্তান্ন ভোজন, তীক্ষ্ণ নস্য ও তীক্ষ্ণ প্রধমন (ধূম) ব্যবস্থা করিবে ॥ ২০ ॥

নাগদানা, আকন্দছাল, কয়েদবেল, বেলছাল, পত্তূর (রক্তচন্দন), পীলুছাল, কৃষ্ণতুলসী, বাবুইতুলসী, ভঙ্গা (বৃক্ষ বিশেষ) ছাল, বালা, শুণ্ঠী, দেবদারু ও কুড়, এই সকল দ্রব্যের স্বেদ অথবা প্রলেপ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ অক্ষিরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

শুণ্ঠী ও নিমপাতা সমভাগে লইয়া অল্প পরিমাণ সৈন্ধবলবণ সহযোগে ঈষদুষ্ণ করিয়া চক্ষুর উপরি ধারণ করিলে চক্ষুর শোথ, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারিত হয় ॥ ২২ ॥

পারিজাত বৃক্ষের (পালিদা মাদার গাছের) ছাল, তৈল, কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুতে প্রলেপ দিলে কফজনিত চক্ষুশূল বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

লোধকাষ্ঠ ঘৃত সহ ভাজিয়া সৈন্ধবলবণ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক কাঁজি সহ বাটিয়া তাহার স্বেদ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চক্ষুর কণ্ডূ, দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় ॥ ২৪ ॥

বাতজনিত চক্ষুরোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণক্রিয়া, পিত্তজনিত অক্ষিরোগে মৃদু ও শীতল ক্রিয়া,

ব্যত্যাসাৎ সান্নিপাতিকঃ ॥ ২৫ ॥ তিরীট ত্রিফলা যষ্টী শর্করা ভদ্র-মুস্তকৈঃ। পিষ্টৈঃ শীতাম্বুনা সেকো রক্তাভিষ্যন্দনাশনঃ। কশেরু মধুকানাঞ্চ চূর্ণমম্বরসংবৃতম্ ॥ ন্যস্তমপ্স্বান্তরীক্ষা তু হিতমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

দার্ব্ব্যাদিরসক্রিয়া।

দার্ব্বী পটোলং মধুকং সনিম্বং পদ্মকোৎপলম্। প্রপৌণ্ডরীকং চৈতানি পচেত্তোয়ে চতুর্গুণে। বিপাচ্য পাদশেষন্তু তৎপুনঃ কুড়বং পচেৎ। শীতীভুতে তত্র মধু দদ্যাৎ পাদাংশিকং ততঃ। রসক্রিয়ৈষা দাহাশ্রুরাগশোথরুজাপহা ॥ ২৭ ॥

তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বহুশশ্চ বিরেচনম্। অক্ষোরপি সমন্তাচ্চ পাতনন্তু জলৌকসঃ॥ পিত্তাভিষ্যন্দশমনো বিধিশ্চাপ্যুপপাদিতঃ॥২৮॥ শিগ্রুপল্লব নির্য্যাসঃ সুঘৃষ্ট স্তাম্রসংপুটে। ঘৃতেন ধূপিতো হন্তি শোথ-ঘর্ষাশ্রুবেদনাঃ ॥ ২৯ ॥ পিষ্টৈর্নিম্বস্য পত্রৈরতিবিমলতরৈর্জ্জাতি সিন্ধূত্থমিশ্রৈ রন্তর্গর্ভং দধানা পটুতরগুড়িকা পিষ্টলোধ্রেন ভৃষ্টা। চূর্ণৈঃ সৌবীরসান্দ্রৈরতিশয়মৃদুর্ভির্ব্বেষ্টিতা সাসমন্তাৎ। চক্ষুঃকোপং প্রশান্তিং চিরমুপরিদৃশোর্ভ্রাম্যমাণা করোতি ॥ ৩০ ॥

বিল্বাঞ্জনম্।

বিল্বপত্ররসঃ পূতঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতঃ। শুল্বে বরাটিকা ঘৃষ্টো ধূপিতো

কফজনিত নেত্ররোগে তীক্ষ্ণ, বিষদ ও উষ্ণক্রিয়া এবং সান্নিপাতিক চক্ষুরোগে দোষানুসারে পূর্ব্বোক্ত স্নিগ্ধ শীতাদি মিশ্রিত ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ২৫ ॥

লোধ, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, যষ্টিমধু, চিনি ও মুথা, এই সকল পদার্থ শীতল জল সহ পেষণ পূর্ব্বক চক্ষুতে সেক প্রদান করিলে রক্তাভিষ্যন্দ রোগ নষ্ট হয়। এবং কেশুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা পুটুলী করিয়া জল সহ নিষিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে স্বেদ প্রদান করিলে রক্তাভিষ্যন্দ রোগ নিশ্চয় নিবারিত হয় ॥ ২৬ ॥

দার্ব্ব্যাদি রসক্রিয়া।

দারুহরিদ্রা, পল্তা, যষ্টিমধু, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল ও পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে অর্দ্ধসের, পাকার্থ জল /২ দুইসের, শেষ অর্দ্ধসের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক পূর্ব্বক ঘন হইলে সিকিভাগ মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে চক্ষুর দাহ, অশ্রুপাত, শোথ ও বেদনা বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

তিক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান, পুনঃপুনঃ বিরেচন, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে জলৌকা (জোঁক) বসান এবং পিত্তাভিষ্যন্দ নাশক অন্যান্য ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে রক্তাভিষ্যন্দ নিবারিত হয় ॥ ২৮ ॥

সজিনাপাতার রস তাম্রপাত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত শোথ, কণ্ডু, অশ্রুপতন ও বেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

নিমপাতা, জাতীপাতা, সৈন্ধবলবণ ও লোধ, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক ভাজিয়া কাঁজির সহিত মিশ্রিত করতঃ পুটুলী করিয়া চক্ষুর উপরি বুলাইলে নেত্রকোপ নষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

বিল্বাঞ্জন।

বেলপাতার রস, সৈন্ধবলবণ ও গব্যঘৃত, এই দ্রব্যত্রয় উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাম্র-পাত্রে রাখিয়া কড়ি দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ পূর্ব্বক ঘনীভূত করিবে। তৎপরে ঘুঁটের আগুণে

গোময়াগ্নিনা। পয়সালোড়িতশ্চাক্ষ্ণোঃ পূরণাচ্ছোথশূলনুৎ। অভিষ্য-ন্দেঽধিমন্থে চ স্রাবে রক্তে চ শস্যতে ॥ ৩১ ॥

বিল্বপত্ররসং সাম্লং নিঘৃষ্টং তাম্রভাজনে। সিন্ধূত্থ কটুতৈলাক্তং কুর্য্যা-ন্নেত্রস্রবাদিষু ॥ ৩২ ॥ সলবণকটুতৈলং কাঞ্জিকং কাংশ্যপাত্রে ঘনিত-মুপলঘৃষ্টং ধূপিতং গোময়াগ্নৌ। সপবনকফকোপং ছাগদুগ্ধাবসিক্তং জয়তি নয়নশূলং স্রাবশোথং সরাগম্ ।। ৩৩ ।। তরুস্থ বিদ্ধামলকরসঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ। পুরাণং সর্ব্বথা সর্পিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহম্ ।। ৩৪ ।। অয়মেষ বিধিঃ সর্ব্বো মন্থাদিষ্বপি শস্যতে। অশান্তৌ সর্ব্বথা মন্থে ভ্রুবোরুপরি দাহয়েৎ ॥৩৫॥ জলৌকঃপাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিরে-চনম্। শিরাবেধং প্রকুর্ব্বীত সেকলেপাংশ্চ শুক্রবৎ ॥ ৩৬ ॥

বিভীতকাদিকাথঃ।

বিভীতক শিবাধাত্রী পটোলারিষ্টবাসকৈঃ। ক্বাথো গুগ্গুলুনা পেয়ঃ শোথপাকাক্ষিশূলহা ॥ পিল্লঞ্চ সব্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চাপি নাশয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

ষড়ঙ্গঘৃতগুগ্গুলুঃ।

এতৈশ্চাপি ঘৃতং পক্বং রোগাংস্তাংশ্চ ব্যপোহতি ॥ ৩৮ ॥

সন্তপ্ত করতঃ স্তনদুগ্ধ সহ মিশাইয়া তরল করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে চক্ষুর শোথ, শূল, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ ও রক্তস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৩১ ॥

বেলপাতার রস, কাঁজি, সৈন্ধবলবণ ও কটুতৈল (সরিষার তৈল), এই সকল পদার্থ একত্র তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চক্ষুস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৩২ ॥

সৈন্ধবলবণ, সর্ষপতৈল ও কাঁজি, এই দ্রব্যত্রয় একত্র কাঁসার পাত্রে পাষাণখণ্ড দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘন করিবে। তৎপরে ঘুঁটের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া ছাগদুগ্ধ সহ মিশাইয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত চক্ষুশূল, স্রাব ও শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

বৃক্ষস্থ আমলকী ফল বিদ্ধ করতঃ তাহার রস নেত্রে দিলে অথবা পুরাতন ঘৃত চক্ষুতে প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হয় ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত রূপ চিকিৎসা দ্বারা চক্ষুজাত মন্থাদি রোগ নষ্ট হয়। ইহাতে উপশম না হইলে ভ্রুদ্বয়ের উপরিভাগ দগ্ধ করিবে ॥ ৩৫ ॥

জলৌকা পাতন দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বিরেচন (জোলাপ), শিরাবেধ এবং শুক্র রোগোক্ত সেক ও প্রলেপ প্রয়োগ করিলে চক্ষুপাক বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

বিভীতকাদিকষায়।

বয়ড়া, হরীতকী, আমলকী, পলতা, নিমছাল এবং বাসকছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাক নিমিত্ত জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে উপযুক্ত মাত্রায় গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চক্ষুর শোথ, পাক, শূল, পিল্ল, ব্রণ, শুক্ররোগ ও রাগাদি নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ষড়ঙ্গঘৃত গুগ্গুলু।

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পলতা, নিমছাল, বাসকছাল এবং গুগ্গুলু, এই সকল দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত চক্ষুর শোথ, পাক ও শূলাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৮ ॥

বাসকাদিঃ।

অটরুষভয়া নিম্বধাত্রী মুস্তাক্ষকুলকৈঃ। রক্তস্রাবং কফং হন্তি চক্ষুষ্যং বাসকাদিকম্ ॥ ৩৯ ॥

বৃহদ্বাসকাদিঃ।

বাসা ঘন নিম্ব পটোলপত্রং তিক্তামৃতা চন্দনবৎসকত্বক্। কলিঙ্গদার্ব্বী দহনানি শুণ্ঠী ভূনিম্ব ধাত্র্যাবভয়া বিভীতম্। শ্যামা যবঃ ক্বাথমষ্টভাগং পিবেদিমং পূর্ব্বদিনে কষায়ম্। তৈমির্য্যকণ্ডূ পটলার্ব্বুদঞ্চ শুক্রং তথা সব্রণমব্রণঞ্চ॥ নিহন্তি সর্ব্বাময়নাময়াংশ্চ ভৃগূপদিষ্টং নয়নাময়েষু ॥ ৪০ ॥

হরীতক্যাদিঃ।

পথ্যাস্তিস্রো বিভতক্যঃ ষট্ ধাত্র্যো দ্বাদেশব তু। প্রস্থার্দ্ধে সলিলক্বাথমষ্টভাগাবশেষিতম্ ॥ পীত্বাভিষ্যন্দমাস্রাবং রাগঞ্চ তিমিরং জয়েৎ। সংরম্ভরাগশূলাস্রনাশনং দৃক্প্রসাদনম্ ॥ নেত্রে ত্বভিহতে কুর্য্যাচ্ছীতমাশ্চ্যোতনাদিকম্ ॥ ৪১ ॥

দৃষ্টিপ্রসাদজননং বিধিমাশু কুর্য্যাৎ স্নিগ্ধৈ র্হিমৈশ্চ মধুরৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ। স্বেদাগ্নিধূমভয়শোকরুজাভিতাপৈরভ্যাহতানপি তথৈব ভিষক্ চিকিৎসেৎ ॥৪২॥ আগন্তু দোষং প্রসমীক্ষ্য কার্য্যং বক্ত্রোষ্মণা স্বেদনমাদিতশ্চ। আশ্চোতনং স্ত্রীপয়সা চ সদ্যো যচ্চাপি পিত্তক্ষতজাপহং স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥ সূর্য্যোপরাগানলবিদ্যুতামাং বিলোকনেনোপ-

বাসকাদি।

বাসকছাল, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুথা, বহেড়া ও পল্‌তা, এই সকল পদার্থ সমানভাগে সমুদায়ে ২ দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া শীতল হইলে পান ও চক্ষুতে সেক প্রদান করিলে চক্ষুগত রক্তস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৩৯ ॥

বৃহদ্বাসকাদি।

বাসকছাল, মুথা, নিমছাল, পল্‌তা, কট্‌কী, গুলঞ্চ রক্তচন্দন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুণ্ঠি, চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্যামালতা ও যব, এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল /১ একসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। ইহাদের বাসী ক্বাথ পান করিলে তৈমির্য্য, কণ্ডূ, শুক্র, পটলার্ব্বুদ প্রভৃতি বিবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

হরীতক্যাদি।

হরীতকী ৩টী, বহেড়া ৬টী এবং আমলকী ১২টী, পাকার্থ জল /১ একসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ পান করিলে চক্ষুর অভিষ্যন্দ, শোথ ও শূলাদি বিনষ্ট হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহে শীতল স্বেদাদি বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৪১ ॥

ঘর্ম্ম, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক, রোগ ও সন্তাপ, এই সকল কারণে চক্ষুরোগ জন্মিলে, যাহাতে দৃষ্টি প্রসন্ন থাকে এমন ক্রিয়া এবং স্নিগ্ধ, শীতল ও মধুর ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৪২ ॥

আগন্তুক দোষে চক্ষুতে প্রথমতঃ মুখের উষ্মা (মুখের হাই বা ভাব) দ্বারা স্বেদ প্রদান এবং তৎপরেই স্তনদুগ্ধ দ্বারা আশ্চোতন প্রয়োগ করিলে পিত্ত ও ক্ষত জনিত চক্ষুর পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪৩ ॥

হতেক্ষণস্য। সন্তর্পণং স্নিগ্ধহিমাদি কার্য্যং সায়ং নিষেব্যো ত্রিফলা-প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥ নিশাব্দ ত্রিফলা দার্ব্বী সিতামধুকসংযুতম্। অভি-ঘাতাক্ষিশূলঘ্নং নারীক্ষীরেণ পূরণম্ ॥ ৪৫ ॥

মধুরাদিঘৃতং।

আজং ঘৃতং ক্ষীরপাত্রং মধুকং চোৎপলানি চ। জীবকর্ষভকৌ চাপি পিষ্ট্বা সর্পির্ব্বিপাচয়েৎ ॥ সর্ব্বনেত্রাভিঘাতেষু সর্পিরেতৎ প্রশ-স্যতে ॥ ৪৬ ॥

সৈন্ধবং দারুশুণ্ঠী চ মাতুলুঙ্গরসো ঘৃতম্। স্তন্যোদকাভ্যাং কর্ত্তব্যং শুক্রপাকে তদঞ্জনম্ ॥ ৪৭ ॥ বাতাভিষ্যন্দবচ্চাপি বাতে মারুত-পর্য্যয়ে। পূর্ব্বভক্তং হিতং সর্পিঃ ক্ষীরং বাপ্যথ ভোজনে ॥ ৪৮ ॥

বৃক্ষাদন্যাদি ঘৃতং।

বৃক্ষাদন্যাং কপিত্থে চ পঞ্চমূলে মহত্যপি ॥ সক্ষীরং কর্কটরসে সিদ্ধ-ঞ্চাপি পিবেদ্ ঘৃতম্ ॥ ৪৯ ॥

অভিষ্যন্দমধিমন্থং রক্তোত্থমথবার্জ্জুনম্। শিরোৎপাতং শিরাহর্ষমন্যাং-শ্চাস্রভবান গদান্। স্নিগ্ধস্যাজ্যেন কৌম্ভেন শিরাবেধৈঃ শমং নয়েৎ ॥ ৫০ ॥ অম্লাধ্যুষিতশাস্ত্যর্থং কুর্য্যাল্লেপান্ সুশীতলান্। তৌলৈকং ত্রৈফলং সর্পি র্জীর্ণং বা কেবলং হিতম্ ॥ শিরাবেধং বিনা কার্য্যঃ

সূর্য্যোপরাগ (সূর্য্যগ্রহণ), অগ্নি বা বিদ্যুৎ দর্শন হেতু চক্ষুরোগ জন্মিলে তাহাতে স্নিগ্ধ ও শীতলক্রিয়া প্রযোজ্য এবং সায়ংকালে ত্রিফলা সেবনীয় ॥ ৪৪ ॥

হরিদ্রা মুথা, হরীতকী, আমলকী. বহেড়া, দারুহরিদ্রা, ইক্ষুচিনি ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র স্তন্যদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক ছাঁকিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে অভিঘাতজনিত আগন্তুক চক্ষুশূল নিবারিত হয় ॥ ৪৫ ॥

মধুরাদিঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, উৎপল, জীবক ও ঋষভক সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অভিঘাতজনিত নেত্ররোগ নষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, শুণ্ঠি, ছোলঙ্গলেবুর রস ও ঘৃত, এই সকল দ্রব্য স্তনদুগ্ধ ও জল সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুর শুক্রপাক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

আহারের পূর্ব্বে ঘৃত পান এবং আহারের সহিত দুগ্ধপান করিলে বাতজনিত সর্ব্ব প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

বৃক্ষাদন্যাদি ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। এবং কল্কার্থ—বৃক্ষাদনী (বন্দা, পরগাছা), কদ্‌বেল ও মহৎ পঞ্চমূল সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হয় ॥ ৪৯ ॥

রক্তজনিত অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, অর্জ্জুন, শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ এবং অন্যান্য রক্তজনিত চক্ষু-রোগি সমূহকে পুরাতন ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া ললাটস্থ শিরা বিদ্ধ করতঃ রক্তমোক্ষণ করিবে॥৫০॥

অম্লাধ্যুষিত নামক চক্ষুরোগে শীতল প্রলেপ, ত্রিফলা সহ সিদ্ধ তৈল, পুরাণ ঘৃত এবং শিরা-বেধ ব্যতীত পিত্তাভিষ্যন্দোক্ত অন্যান্য চিকিৎসা দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে ॥ ৫১ ॥

পিত্তস্যন্দহরো বিধিঃ ॥ ৫১ ॥ সর্পিঃ ক্ষৌদ্রাঞ্জনঞ্চ স্যাচ্ছিরোৎপাতস্য ভেষজম্ ॥ তদ্বৎ সৈন্ধবকাশীশং স্তন্যপিষ্টঞ্চ পূজিতম্ ॥ ৫২ ॥ শিরাহর্ষেঽঞ্জনং কুর্য্যাৎ ফাণিতং মধুসংযুতম্ ॥ মধুনা তার্ক্ষ্যশৈলম্বা কাশীশং বা সমাক্ষিকম্। (সর্ব্বজেষু) ॥ ৫৩ ॥ ব্রণশুক্রপ্রশান্ত্যর্থং ষড়ঙ্গং গুগ্‌গুলুং পিবেৎ। করঞ্জস্য ফলং শঙ্খং তিন্দুকং রূপ্যমেব চ ॥ কাংস্যে নিঘৃষ্টং স্তন্যেন ক্ষতশুক্রাক্ষিরোগজিৎ ॥ ৫৪ ॥

ব্রণশুক্রহরীবর্ত্তিঃ।

চন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতীকলিকাঃ সমাঃ ॥ ব্রণশুক্রহরী বর্ত্তিঃ শোণিতস্য প্রসাদনী ॥ ৫৫ ॥

শিরয়া বাহয়েদ্রক্তং জলোকাভিশ্চ লোচনাৎ। অক্ষমজ্জাঞ্জনং সায়ং স্তন্যেন শুক্রনাশনম্ ॥ ৫৬ ॥ একস্মা পুণ্ডরীকঞ্চ ছাগক্ষীরাবসেচিতম্। রাগাস্রবেদনাং হন্যাৎ ক্ষতপাকাত্যয়াঞ্জকাঃ ॥ তুত্থকং বারিণা যুক্তং শুক্রং হন্ত্যক্ষিপূরণাৎ ॥ ৫৭ ॥ সমুদ্রফেন দক্ষাণ্ডত্বক্ সিন্ধুথৈশ্চ সমাক্ষিকৈঃ ॥ শিগ্রুবীজযুতৈর্ব্বর্ত্তিঃ শুক্রঘ্নী শিগ্রুবারিণা ॥ ৫৮ ॥

ধাত্রীফলাদিকষায়ঃ।

ধাত্রীফলং নিম্ব কপিত্থপত্রং যষ্ট্যাহ্ব লোধ্রং খদিরং তিলাশ্চ। ক্বাথঃ সুশীতো নয়নে নিষিক্তঃ সর্ব্বপ্রকারং বিনিহন্তি শুক্রম্ ॥ ৫৯ ॥

ঘৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা সৈন্ধব লবণ ও হিরাকস একত্র স্তন্য দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শিরোৎপাত নামক নেত্ররোগ নষ্ট হয় ॥ ৫২ ॥

রসাঞ্জন, হিরাকস অথবা ফাণিত (ইক্ষুরস বিশেষ) সহ মধু মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার শিরাহর্ষ নেত্রব্যাধি নিবারিত হয় ॥ ৫৩ ॥

উপযুক্ত মাত্রায় ষড়ঙ্গ গুগ্‌গুলু সেবন করিলে ব্রণ শুক্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অথবা করঞ্জফল, শঙ্খচূর্ণ, তিন্দুক (রক্তলোধ) ও রৌপ্যভস্ম,এই দ্রব্য চতুষ্টয় একত্র কাঁসার পাত্রে স্তনদুগ্ধ সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক অক্ষিতে প্রয়োগ করিলে ব্রণশুক্র রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥

ব্রণশুক্রহরীবর্ত্তি।

রক্তচন্দন, গেরীমাটী, লাক্ষা ও মালতী ফুলের কলি, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে ব্রণশুক্র রোগ বিনষ্ট ও রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

চক্ষুর শিরায় জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিলে অথবা সায়ংকালে বহেড়া ফলের মজ্জা স্তনদুগ্ধ সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শুক্র নামক অক্ষিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

ছাগদুগ্ধ সহ পদ্মপুষ্প বাটিয়া চক্ষুতে সেচন করিলে চক্ষুর রক্তবর্ণতা, অশ্রুপতন, বেদনা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং জল সহ তুঁতেভস্ম বাটিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে শুক্ররোগ নিবারিত হয় ॥ ৫৭ ॥

সমুদ্রফেন,কুঁকড়ার ডিমের খোসা,সৈন্ধবলবণ, মধু ও সজিনাবীজ,এই সকল দ্রব্য সমানভাগে একত্র সজিনাছালের রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শুক্ররোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

ধাত্রীফলাদি কষায়।

আমলকীফল, নিমপাতা, কদ্‌বেলের পাতা, যষ্টিমধু, লোধ, খদির ও তিল, এই সকল দ্রব্য

ক্ষুণ্ণ পুন্নাগপত্ত্রেণ পরিভাবিতবারিণা। শ্যামা ক্বাথাম্বুনা বাথ সেচনং কুসুমাপহম্ ॥ ৬০ ॥ দক্ষাণ্ডত্বক্ শিলাশঙ্খ কাচচন্দনগৈরিকৈঃ। তুল্যৈরঞ্জনযোগোঽয়ং পুষ্পার্ম্মাদিবিলেখনঃ ॥ ৬১ ॥ শিরীষবীজমরিচ-পিপ্পলীসৈন্ধবৈরপি। শুক্রে প্রঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেন চ ॥ ৬২ ॥ বহুশঃ পলাশকুসুমস্বরসৈঃ পরিভাবিতা জয়ত্যচিরাৎ। নক্তাহ্ব বীজ-বর্ত্তিঃ কুসুমচয়ং দৃক্ষু চিরজমপি ॥ ৬৩ ॥ সৈন্ধব ত্রিফলা কৃষ্ণা কটুকা শঙ্খনাভয়ঃ। সতাম্ররজসো বর্ত্তিঃ পিষ্টা শুক্রবিনাশিনী ॥ ৬৪ ॥ চন্দনং সৈন্ধবং পথ্যা পলাশতরুশোণিতম্। ক্রমবৃদ্ধমিদং চূর্ণং শুক্রা-র্ম্মাদিবিলেখনম্ ॥ ৬৫ ॥

দন্তবর্ত্তিঃ।

দন্তৈর্দ্দন্তি বরাহোষ্ট্র গবাশ্বাজ খরোদ্ভবৈঃ। সশঙ্খমৌক্তিকাম্ভোধি-ফেনৈর্ম্মরিচপাদিকৈঃ ॥ ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দন্তবর্ত্তির্নিবর্ত্তয়েৎ ॥৬৬॥ শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বার স্ততোঽর্দ্ধেন মনঃশিলা। মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচার্দ্ধেন সৈন্ধবম্ ॥ এতচ্চূর্ণাঞ্জনং শ্রেষ্ঠং শুক্রয়ো স্তিমিরেষু চ॥৬৭॥

সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ শীতল করিয়া চক্ষুতে সেচন করিলে সর্ব্ব প্রকার শুক্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

কুট্টিত পুন্নাগপত্র দ্বারা ভাবিত জল অথবা শ্যামালতার ক্বাথ চক্ষুতে সেচন করিলে সর্ব্ব প্রকার শুক্ররোগ নষ্ট হয় ॥ ৬০ ॥

কুঁকড়ার ডিমের খোসা, মনছাল,শঙ্খ, কাচ, রক্তচন্দন এবং গেরীমাটী,এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে কুসুম, অর্ম্মাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

শিরীষবীজ, মরিচ, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা কেবল মাত্র সৈন্ধব লবণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে শুক্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬২ ॥

ডহরকরঞ্জের বীজ চূর্ণ পলাশ পুষ্পের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে বহুকালোৎপন্ন পুরাতন কুসুমরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, পিপুল, শঙ্খনাভি ও তাম্রচূর্ণ একত্র পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে শুক্ররোগ নষ্ট হয় ॥ ৬৪ ॥

রক্তচন্দন ১ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ এবং পলাশ বৃক্ষের আঠা ৪ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে শুক্র, অর্ম্মাদিরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৫ ॥

দন্তবর্ত্তি।

হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গোরু, অশ্ব ও গর্দ্দভ, ইহাদের দন্ত, শঙ্খ, মুক্তা ও সমুদ্রফেন, এই সকল বস্তু সমভাগ এবং মরিচ সিকিভাগ, একত্র করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুক্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

শঙ্খচূর্ণ ৪ ভাগ, মনছাল ২ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ এবং সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধভাগ, এই সকল পদার্থ একত্র চূর্ণ করিয়া মধুসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে শুক্র ও তিমিররোগ দূরীভূত হয় ॥ ৬৭ ॥

তাপ্যং মধুকসারো বা বীজমক্ষস্য সৈন্ধবম্ ॥ মধুনাঞ্জনযোগাঃ স্যু শ্চত্বারঃ শুক্রশান্তয়ে ॥ ৬৮ ॥ বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষ্ণং কর্পূরজং রজঃ ॥ ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রঞ্চাতিঘনোন্নতম্ ॥ ৬৯ ॥

তালাঙ্কুরাদি চূর্ণং।

তালস্য নারিকেলস্য তথৈবারুষ্করস্য চ। করীবরস্য তু বংশানাং কৃত্বা ক্ষারং পরিস্রুতম্। করভাস্থিকৃতং চূর্ণং ক্ষারেণ পরিভাবিতম্ ॥ সপ্ত-কৃত্বোঽষ্টকৃত্বা বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু কারয়েৎ। এতচ্ছুক্রেষু সাধ্যে কৃষ্ণীকরণ-মুত্তমম্ ॥ যানি শুক্রাণ্যসাধ্যানি তেষাং পরমমঞ্জনম্ ॥ ৭০ ॥

পটোলাদ্যং ঘৃতম্।

পটোলং কটুকা দার্বী নিম্বং বাসাফলত্রিকম্ ॥ দুরালভাং পর্পটকং ত্রায়ন্তীঞ্চ পলোন্মিতাম্। প্রস্থমামলকানাঞ্চ কাথয়েন্নল্বণেঽম্ভসি ॥ পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। কল্কে ভূর্নিম্বকুটজ মুস্ত যষ্ট্যাহ্ব চন্দনৈঃ। সপিপ্পলীকৈস্তৎসিদ্ধং চক্ষুষ্যং শুক্রয়োর্হিতম্। ঘ্রাণ কর্ণাক্ষিবর্ত্মত্বঙ্ মুখরোগব্রণাপহম্ ॥ কামলা কুষ্ঠাবিসর্প গণ্ড-মালাপহং পরম্ ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণাদ্যং তৈলম্।

কৃষ্ণা বিড়ঙ্গ মধুযষ্টিক সিন্ধুজন্ম বিশ্বৌষধৈঃ পয়সি সিদ্ধমিদং ছগল্যাঃ। তৈলং নৃণাং তিমির শিরোঽক্ষিশূল পাকাত্যয়ান্ নস্যবিধৌ প্রযু-ক্তম্ ॥ ৭২ ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, মৌলসার, বহেড়ার বীজ অথবা সৈন্ধবলবণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে শুক্ররোগ সারে ॥ ৬৮ ॥

বটের আঠার সহিত কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত ঘন ও উন্নত শুক্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৯ ॥

তালাঙ্কুরাদি চূর্ণ।

তালাঙ্কুর, নারিকেলাঙ্কুর, ভল্লাতক ও বাঁশের কোঁড়, ইহাদের ক্ষার প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষারজল প্রস্তুত পূর্ব্বক সেই ক্ষার জল দ্বারা করভের (হস্তি শাবকের) দন্ত চূর্ণ ৭ বা ৮ বার ভাবনা দিয়া, তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অসাধ্য শুক্ররোগ বিনষ্ট হইয়া শুক্রে কৃষ্ণবর্ণতা জন্মে ॥ ৭০ ॥

পটোলাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—পল্‌তা, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও বলাডুমুর প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং আমলকী /২ দুইসের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—চিরতা, কুটজ-ছাল, মুথা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে /১ একসের মাত্র। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে শুক্ররোগ, নাসারোগ, কর্ণরোগ, চক্ষুবর্ত্মরোগ, মুখরোগ, ব্রণরোগ, কামলা, কুষ্ঠ, বিসর্প ও গণ্ডমালারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণাদ্যতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ

অঞ্জকাং পার্শ্বতো বিদ্ধ্বা সূচ্যা বিস্রাব্য চোদকম্। ব্রণং গোময়চূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা সহ॥ সৈন্ধবং বাজিপাদঞ্চ গোরোচনাসমন্বিতম্। শেলুত্বগ্রসসংযুক্তং পূরণং চাজকাপহম্॥ ৭৩॥

শশকাদ্যং ঘৃতম্।

শশকস্য শিরঃ কল্কে শেষাঙ্গকথিতে জলে। ঘৃতস্য কুড়বং পক্বং পূরণঞ্চাজকাপহম্॥ ৭৪॥

দ্বিতীয়শশকাদ্যং ঘৃতম্।

শশকস্য কষায়ে তু সর্পিষঃ কুড়বং পচেৎ। যষ্টী প্রপৌণ্ডরীকস্য কল্কেন পয়সা সমম্॥ ছগল্যাঃ পূরণাচ্চক্ষুক্রক্ষতপাকাত্যয়াজকাঃ। হন্তি ভ্রূশঙ্খশূলঞ্চ দাহরাগং বিশেষতঃ॥ (কৃষ্ণজেযু)॥ ৭৫॥

ত্রিফলা ঘৃত মধুযবাঃ পাদাভ্যঙ্গঃ শতাবরী মুদ্গাঃ। চক্ষুষ্যঃ সংক্ষেপাদ্বর্গঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিরয়ম্॥ ৭৬॥ লিহ্যাৎ সদা বা ত্রিফলাং সুচূর্ণিতাং ঘৃতপ্রগাঢ়াং তিমিরেঽথ পিত্তজে। সমীরজে তৈলযুতাং কফাত্মকে মধুপ্রগাঢ়াং বিদধীত যুক্তিতঃ॥ ৭৭॥ কল্কঃ ক্কাথোঽথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিতম্। মধুনা সর্পিষা বাপি সমস্ততিমিরা-

---

ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে তিমির, শুক্র, শিরঃশূল, চক্ষুঃশূল ও অক্ষিপাকাত্যয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭২॥

চক্ষুর পার্শ্বস্থ শিরা বিদ্ধ করতঃ রস নিঃসারণ পূর্ব্বক ঘৃত ও গোবর চূর্ণ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে অজকারোগ সারে। অথবা সৈন্ধবলবণ, গোক্ষুর ও গোরোচনা, এই দ্রব্যত্রয় বহুবার-বৃক্ষের ছালের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক চক্ষুতে পূরণ করিলে অজকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৭৩॥

শশকাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত /১ একসের। ক্কাথার্থ—মস্তক ব্যতীত একটী শশকের অবশিষ্টাঙ্গ এবং কল্কার্থ—সেই শশক (খরগোস,খয়রা) মস্তক। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক চক্ষুতে পূরণ করিলে অজকা-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৭৪॥

দ্বিতীয় শশকাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /১ সের। শশক মাংসের ক্কাথ /৪ সের ও ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ও পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, মিলিত /।॰ একপোয়া। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক চক্ষুতে পূরণ করিলে শুক্র, অজকা, অক্ষিপাকাত্যয়, ভ্রূশূল, শঙ্খশূল ও দাহরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৭৫॥

ত্রিফলা, ঘৃত, মধু, যব, পাদাভ্যঙ্গ (পদদ্বয়ে তৈলাদি মর্দ্দন), শতমূলী ও মুগ, এই সকল চক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে॥ ৭৬॥

ত্রিফলা চূর্ণ ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক অবলেহ করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত তিমির রোগ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলা চূর্ণ তৈলসহ মিশাইয়া সেবন করিলে বাতজনিত তিমির রোগ নিবারিত হয়। এবং ত্রিফলাচূর্ণ মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে কফজাত তিমিররোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭৭॥

ত্রিফলার কল্ক, ক্কাথ বা চূর্ণ মধু কিম্বা ঘৃতসহ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭৮॥

পহম্ ॥৭৮॥ যস্ত্রৈফলং চূর্ণমপথ্যবর্জ্জী সায়ং সমশ্নাতি হবির্ম্মধুভ্যাম্। স মুচ্যতে নেত্রগতৈর্ব্বিকারৈ[illegible]ক্ষীণধনো মনুষ্যঃ॥ ৭৯॥

ত্রিফলা[illegible]।

সঘৃতং বা বরাক্কাথং শীলয়েত্তিমিরা[illegible]। জাতা রোগা বিনশ্যন্তি ন ভবন্তি কদাচন। ত্রিফলায়াঃ ক[illegible] প্রাতর্নয়নধাবনাৎ॥ ৮০॥ জলগণ্ডূষৈঃ প্রাতর্ব্বহুশোঽম্ভোভিঃ [illegible]পূর্ণমুখরন্ধ্রম্॥ নির্দ্দয় মুক্ষমক্ষি ক্ষপয়তি তিমিরাণি না সদ্যঃ। ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষো দীয়তে যদি। অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি বপোহতি॥ ৮১॥

সুখাবতী বর্ত্তিঃ।

কতকস্য ফলং শঙ্খং ত্র্যূষণং সৈন্ধবং সিতা। ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা। কুক্কুটাণ্ডকপালানি বর্ত্তিরেষা ব্যপোহতি॥ তিমিরং পটলং কাচ মর্ম্মশুক্রং তথৈব চ। কণ্ডূক্লেদার্ব্বুদং হন্তি মল ঞ্চাশু সুখাবতী॥ ৮২॥

চন্দ্রোদয়াবর্ত্তিঃ।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ। বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভি র্ম্মনঃশিলা॥ সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য ছাগক্ষীরেণ পেষয়েৎ। নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডূং পটলান্যর্ব্বুদানি চ॥ অধিকানি চ মাংসানি যচ্চ

কুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সুপথ্যের সহিত যে ব্যক্তি প্রত্যহ সায়ংকালে ঘৃত ও মধু সহ ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করিয়া থাকে, তাহার সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭৯॥

ত্রিফলাক্কাথ।

ত্রিফলার কাথ ঘৃত প্রক্ষেপে পান করিলে তিমিররোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ত্রিফলার কাথ দ্বারা নেত্র ধৌত করিলে সর্ব্ব প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় এবং আর কখন জন্মিতে পারে না॥ ৮০॥

প্রাতঃকালে জল গণ্ডূষ দ্বারা মুখরন্ধ্র পূর্ণ করিয়া উত্তমপ্রকারে নেত্র ধৌত করিলে তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অথবা আহারান্তে হস্ততল ধৌত করিয়া সেই জল নেত্রে দিলে নিশ্চয়ই তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৮১॥

সুখাবতীবর্ত্তি।

কতক (নির্ম্মলি) ফল, শঙ্খ, ত্র্যূষণ (শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ), সৈন্ধবলবণ, ইক্ষুচিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনছাল ও কুঁকুড়ার ডিমের খোসা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে তিমির, পটল, কাচ, অর্ম্ম, শুক্র, কণ্ডূ, ক্লেদ, অর্ব্বুদ ও মল নিবারিত হয়॥ ৮২॥

চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি।

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা (মনছাল), এই সকল পদার্থ সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে

রাত্রৌ ন পশ্যতি। অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন নশ্যতি॥ বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টিপ্রসাদনী॥ ৮৩॥

বৃহচ্চন্দ্রোদয়াবর্ত্তিঃ।

রসাঞ্জনমথৈলা চ কুঙ্কুমং সমনঃশিলম্। শঙ্খনাভি শিগ্রুবীজং শর্করা চাত্র সপ্তমী॥ এষা চন্দ্রোদয়া নাম বর্ত্তিশ্চক্ষুঃপ্রসাদনী। হন্যাৎ-পিচ্ছঞ্চ কণ্ডুঞ্চ তিমিরঞ্চাপি কর্ষতি॥ ৮৪॥

হরীতক্যাদিবর্ত্তিঃ।

হরীতকী হরিদ্রা চ পিপ্পল্যো লবণানি চ। কণ্ডূতিমিরজিদ্বর্ত্তি র্ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে ৮৫॥

কুমারিকাবর্ত্তিঃ।

অশীতি স্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলীতণ্ডুলাঃ। জাতীপুষ্পাণি পঞ্চাশ-ন্মরিচানি চ ষোড়শ। এষা কুমারিকাবর্ত্তির্গতং চক্ষুর্নিবর্ত্তয়েৎ॥ ৮৬॥

দৃষ্টিপ্রদাবর্ত্তিঃ।

ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাশীশময়সোরজঃ। নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাংপতেঃ। আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েত্তাম্রভাজনে। সপ্তরাত্রস্থিতং ভূয়ঃ পিষ্টং ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ॥ এষা দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিরন্ধস্য ভিন্নচক্ষুষঃ॥ ৮৭॥

অঞ্জন দিলে নেত্রজাত তিমির, কণ্ডূ, পটল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, রাত্র্যন্ধতা ও কুসুমরোগ বিনষ্ট হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন হয়॥ ৮৩॥

বৃহচ্চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি।

রসাঞ্জন, এলাচি, কুঙ্কুম, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, সজীনাবীজ ও সিতা (চিনি), এই ৭ সাতটী দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে নেত্র প্রসন্ন এবং পিচ্ছ, কণ্ডূ ও তিমিররোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৮৪॥

হরীতক্যাদি বর্ত্তি।

হরীতকী, হরিদ্রা (হলুদ, হল্‌দী), পিপুল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ সচললবণ, শাম্ভরীলবণ ও করকচলবণ, এই সকল পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ত্তি করিয়া তদ্দারা নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নেত্রের কণ্ডূ ও তিমিররোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৮৫॥

কুমারিকাবর্ত্তি।

৮০টী তিলপুষ্প, ৬০টী পিপুলদানা, ৫০টী জাতীপুষ্প এবং ১৬টা মরিচ একত্র পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে নষ্টনেত্র পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে॥ ৮৬॥

দৃষ্টিপ্রদাবর্ত্তি।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুঁকুড়ার ডিমের খোসা, হিরাকস, লৌহচূর্ণ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে ছাগদুগ্ধে সাতদিন ভাবনা দিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার ছাগদুগ্ধসহ মিশ্রিত করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ নেত্রে প্রয়োগ করিলে নেত্রের পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৮৭॥

চন্দনাদ্যাবর্ত্তিঃ।

চন্দনং ত্রিফলা পূগ পলাশতরুশোণিতৈঃ। জলপিষ্টৈরিয়ং বর্ত্তিরশেষতিমিরাপহা॥ ৮৮ ॥

ত্র্যূষণাদ্যাবর্ত্তিঃ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা বল্ক সৈন্ধবানি মনঃশিলা। ক্লেদোপদেহকণ্ডূঘ্না বর্ত্তিঃ শস্তা কফাপহা॥ ৮৯ ॥

নয়নসুখাবর্ত্তিঃ।

একগুণা মাগধিকা দ্বিগুণা চ হরীতকী সলিলপিষ্টা। বর্ত্তিরিয়ং নয়নসুখা তিমিরার্ম্মপটলকাচাশ্রুহরী॥ ৯০ ॥

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তিঃ।

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা। বিভীতকস্য মধ্যন্তু শঙ্খনাভির্মনঃশিলা॥ এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ। ছায়া শুষ্কাং কৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ॥ অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাম্। অধিমাংসার্ম্মণী চৈব যচ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি॥ বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভা নাম জাতান্ধ্যমপি নাশয়েৎ॥ ৯১ ॥

পঞ্চশতিকাবর্ত্তিঃ।

নীলোৎপলপত্রশতং মুদ্গশতং যবশতঞ্চ নিস্তুষং গ্রাহ্যম্। মালত্যাঃ কুসুমশতং পিপ্পলী তণ্ডুলশতঞ্চ॥ পঞ্চশতৈর্বিহিতাঽঞ্জনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মকে নয়নে। তিমিরাশ্রু কাচ পটলে নাস্ত্যপরঃ সাধনোপায়॥৯২॥

চন্দনাদ্যাবর্ত্তি।

রক্তচন্দন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সুপারী ও পলাশের আঠা একত্র জলসহ পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে দিলে সর্ব্ব প্রকার তিমিররোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৮৮ ॥

ত্র্যূষণাদ্যাবর্ত্তি।

শুণ্ঠি, পিপুল মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, দারুচিনি, সৈন্ধবলবণ ও মনছাল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে ক্লেদ, কণ্ডূ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়॥৮৯॥

নয়নসুখাবর্ত্তি।

পিপুল ১ ভাগ ও হরীতকী ২ ভাগ একত্র জলসহ পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে তিমিররোগ, অর্ম্ম, পটল, কাচ ও অশ্রুপাত দূরীভূত হয়॥ ৯০ ॥

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি।

অঞ্জন (সুর্ম্মা, রশোত), সজিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার মজ্জা, নাভিশঙ্খ ও মনছাল, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অর্ম্ম, রাত্র্যন্ধতা ও জন্মান্ধতা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯১ ॥

পঞ্চশতিকাবর্ত্তি।

নীলোৎপল পত্র ১০০ একশতটা, মুগ ১০০ টা, নিস্তুষ যব ১০০ টা, মালতীপুষ্প ১০০টা ও পিপুলদানা ১০০টা, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে দিলে তিমির, অশ্রুপাত, কাচ ও পটলরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৯২ ॥

ব্যোষোৎপলাভয়া কুষ্ঠ তার্ক্ষ্যৈর্বর্ত্তিঃ কৃতা হরেৎ। অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরার্ম্মাস্রুনিঃস্রুতিম্ ॥ ৯৩ ॥

নাগার্জ্জুনাঞ্জনম্।

ত্রিফলা ব্যোষ সিন্ধুত্থ যষ্টীতুত্থ রসাঞ্জনম্। প্রপৌণ্ডরীকং জন্তুঘ্নং লোধ্রং তাম্রং চতুর্দ্দশ ॥ দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যা নভোঽম্বুনা। নাগার্জ্জুনেন লিখিতা তন্ত্রে পাটলিপুত্রকে ॥ নাশিনী তিমিরাণাঞ্চ পটলানাং বিশেষতঃ। সদ্যঃ প্রকোপং স্তন্যেন স্ত্রিয়া বিজয়তে ধ্রুবম্ ॥ কিংশুকস্বরসেনাথ পৈল্যং পুষ্পঞ্চ রক্ততাম্। অঞ্জনাল্লোধ্রতোয়েন আসন্নতিমিরং জয়েৎ ॥ চিরং সংছাদিতে নেত্রে বস্তমূত্রেণ সংযুতা। উন্মীলয়ত্যকৃচ্ছ্রেণ প্রসাদঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৯৪ ॥

নিশাদ্বয়াভয়া মাংসী কুষ্ঠ কৃষ্ণা বিচূর্ণিতাঃ। সর্ব্বনেত্রাময়ান্ হন্যাদেতৎসৌগতমঞ্জনম্ ॥ ৯৫ ॥ পিপ্পলীসতগরোৎপল পলমাত্রাং বর্ত্তয়েৎ সমধুকাং সহরিদ্রাম্। এতয়া সততমঞ্জয়িতব্যং যঃ সুপর্ণসমমিচ্ছতি চক্ষুঃ ॥ ৯৬ ॥

কোকিলাবর্ত্তিঃ।

ব্যোষাযশ্চূর্ণসিন্ধূত্থত্রিফলাঞ্জনসংযুতা। ত্রিফলাজলসংপিষ্টা কোকিলা তিমিরাপহা ॥ ৯৭ ॥

ত্রীণি কটূনি করঞ্জফলানি দ্বে চ নিশে চ সহ সৈন্ধবঞ্চ। বিল্বতরো

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, উৎপল, হরীতকী, কুড় ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ম্ম ও অশ্রুপাত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

নাগার্জ্জুনাঞ্জন।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠি পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তুঁতেভস্ম, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, লোধ এবং তাম্র, এই ১৪টী দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বৃষ্টির জল সহ পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি স্তন্য দুগ্ধ সহ মিশাইয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমির ও পটলরোগ; পলাশ পত্রের রসের সহিত ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পৈল্য, পুষ্প ও রক্তনেত্রতা ও লোধের কাথের সহিত মিশাইয়া অঞ্জন দিলে আসন্ন তিমিররোগ নষ্ট হয় এবং ছাগমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক অক্ষিতে অঞ্জন প্রদান করিলে চিরকালীন সংছাদিত নেত্র উন্মীলিত ও প্রসন্ন হয় ॥ ৯৪ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড় এবং পিপুল, এই সকল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্ব প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯৫ ॥

পিপুল, তগরপাদিকা, উৎপল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে গরুড়ের ন্যায় চক্ষুর দীপ্তি বর্দ্ধিত হয় ॥ ৯৬ ॥

কোকিলাবর্ত্তি।

শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, হরীতকী, আমলা, বয়ড়া ও সুর্ম্মা, এই সকল বস্তু সম পরিমাণে লইয়া ত্রিফলার জল সহ পেষণ পূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, করঞ্জফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেলমূল, বরুণমূল, সৈন্ধবলবণ ও

র্ব্বরুণস্য চ মূলং বারিচরং দশমং প্রবদন্তি ॥ হন্তি তমস্তিমিরং পটলঞ্চ পিচ্চটং শুক্রমথার্ব্বুদকঞ্চ। অঞ্জনকং জনরঞ্জনকঞ্চ দৃষ্ট্যা বিনশ্যতি বর্ষশতেঽপি ॥ ৯৮ ॥ নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি পিপ্পলী রক্তচন্দনম। অঞ্জনং সৈন্ধবঞ্চৈব সদ্যস্তিমিরনাশনম্ ॥ ৯৯ ॥ পত্রগৈরিককর্পূরযষ্টী-নীলোৎপলাঞ্জনম্। নাগকেশরসংযুক্তমশেষতিমিরাপহম্ ॥ ১০০ ॥ শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বার স্ততোঽর্দ্ধেন মনঃশিলা। মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচার্দ্ধেন পিপ্পলী ॥ বারিণা তিমিরং হন্তি অর্ব্বুদং হন্তি মস্তুনা ॥ পিচ্চটং মধুনা হন্তি স্ত্রীক্ষীরেণ তদুত্তমম্ ॥ ১০১ ॥

হরিদ্রাদি গুড়িকা।

হরিদ্রা নিম্বপত্রাণি পিপ্পল্যো মরিচানি চ। ভদ্রমুস্তং বিড়ঙ্গানি সপ্তমং বিশ্বভেষজম্ ॥ গোমূত্রেণ গুড়ী কার্য্যা ছাগমূত্রেণ চাঞ্জনাৎ। জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্তি ভূতাবেশং তথৈব চ ॥ বারিণা তিমিরং হন্তি মধুনা পটলং তথা। নক্তান্ধ্যং ভৃঙ্গরাজেন নারীস্তন্যেন পুষ্পকম্ ॥ শিশিরেণ পরিস্রাবমর্ব্বুদং পিচ্চটং কর্জ্জলং তথা ॥ ১০২ ॥

সংগৃহ্যোপরতালক্তকরসেন মর্জ্জগণ্ডূপদান্ লাক্ষারঞ্জিত তূলবর্ত্তি-নিহিতান্ যষ্টীমধুমিশ্রিতান্। প্রজ্জ্বাল্যোত্তমসর্পিষানলশিখাসন্তানজং কজ্জলং। দূরাসন্ননিশান্ধ্যকাচ তিমিরপ্রধ্বংসকৃচ্চোদিতম্ ॥ ১০৩ ॥

শেওলা, এই ১৪টী দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তমঃ (অন্ধকার দর্শন), তিমির, পটল, পিচ্চট, শুক্র ও অর্ব্বুদরোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥

নীলোৎপল (নীলসুঁদি), বিড়ঙ্গ, পিপুল, রক্তচন্দন, সূর্ম্মা ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল পদার্থ একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সদ্যই তিমিররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯৯ ॥

তেজপত্র, গেরীমাটী, কর্পূর, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, সূর্ম্মা ও নাগকেশর, এই সকল পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার তিমিররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০০ ॥

শঙ্খ ৪ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, মনছাল ২ ভাগ ও পিপুল অর্দ্ধভাগ, এই সকল বস্তু একত্র করিয়া জল সহ তাহার অঞ্জন দিলে তিমিররোগ, দধির মাত সহ বাটিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পটল এবং নারীদুগ্ধ সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পিচ্চট রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

হরিদ্রাদি গুড়িকা।

হরিদ্রা, নিমপাতা, পিপুল, মরিচ, মুথা বিড়ঙ্গ ও শুণ্ঠী, এই ৭ সাতটী দ্রব্য সমান মাত্রায় লইয়া গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক গুড়ী প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা ছাগমূত্র সহ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে জ্বর ও ভূতাবেশ, জল সহ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমিররোগ, মধু সহ অঞ্জন দিলে পটলরোগ, ভৃঙ্গরাজের রস সহ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধতা, স্তনদুগ্ধ সহ নেত্রে অঞ্জন দিলে পুষ্পকরোগ এবং শিশির-জলের সহিত চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে পরিস্রাব, অর্ব্বুদ ও পিচ্চটরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০২ ॥

কজ্জল (কাজল)।

গণ্ডূপদের (কেঁচোর) মজ্জা অলক্তক (আল্‌তা) রসের সহিত বাটিয়া লাক্ষা ও মঞ্জিষ্ঠার দ্বারা রঞ্জিত করতঃ তুলায় মাথাইয়া বর্ত্তি (সলিতা) প্রস্তুত করিবে। তৎপরে প্রদীপে উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ও এই সলিতা দিয়া অগ্নির দ্বারা জ্বালাইবে। এই দীপশিখা দ্বারা কজ্জল (কাজল) প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে রাত্র্যন্ধতা ও তিমিররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৩ ॥

ভূমৌ নিঘৃষ্টয়াঙ্গুল্যাঞ্জনং সংশমনং তয়োঃ। তিমিরকাচার্ম্মহরং ধূমিকয়োশ্চ নাশনম্‌ ॥ ১০৪ ॥ ত্রিফলা ভৃঙ্গমহৌষধমধ্বাজ্যছাগপয়সি গোমূত্রে। নাগং সপ্তনিষিক্তং করোতি গরুড়োপমং চক্ষুঃ ॥ ১০৫ ॥ ত্রিফলসলিলযোগে ভৃঙ্গরাজদ্রবে চ হবিংষি চ বিষকল্কে ক্ষীরআজে মধূগ্রে। প্রতিদিনমথ তপ্তং সপ্তধা সীসমেকং প্রণিহিতমথপশ্চাৎ-কারয়েত্তচ্ছলাকাম্‌ ॥ সবিতুরুদয়কালে সাঞ্জনা ব্যঞ্জনা বা কনকনিভ সমেতানর্ম্মপৈচ্চিট্যরোগান্। অসিতসিতসমুত্থান্ সন্ধিমর্ম্মাভিজাতান্ হরতি নয়নরোগান্সেব্যমানা শলাকা ॥ ১০৬ ॥ চিঞ্চাপত্ররসং বিধায় বিমলেম্বৌডুম্বরে ভাজনে মূলং তত্র নিঘৃষ্য সৈন্ধবযুতং গৌঞ্জং বিশোষ্যাতপে। তচ্চূর্ণং বিমলাঞ্জনেন সহিতং নেত্রাময়ে শস্যতে কাচার্ম্মার্জ্জুনপিচ্চটে সতিমিরে স্রাবঞ্চ নির্নাশয়েৎ ॥ ১০৭ ॥ চিত্রা যষ্টীযোগে সৈন্ধবমমলং বিচূর্ণ্য তেনাক্ষি। সমমঞ্জয়তস্তিমিরং গচ্ছতি বর্ষাদ-সাধ্যমপি ॥ ১০৮ ॥ দদ্যাদুশীরনির্য্যূহে চূর্ণিতং কণসৈন্ধবম্‌। তৎ-শ্রুতে সঘৃতং তত্র ভূয়ঃ ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্ঘনে ॥ শীতে চাস্মিন্ হিতমিদং সর্ব্বজে তিমিরেঽঞ্জনম্‌ ॥ ১০৯ ॥ ধাত্রীরসাঞ্জনক্ষৌদ্র সর্পির্ভিস্তু রসক্রিয়া ॥ পিত্তানিলাক্ষিরোগঘ্নী তৈমির্য্যপটলাপহা ॥ ১১০ ॥

ভূমিতে অঙ্গুলি ঘর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তিমির, কাচ, অর্ম্ম ও ধূমিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৪ ॥

ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, শুষ্ঠির ক্বাথ, মধু, ঘৃত, ছাগমূত্র ও গোমূত্র, এই সকল দ্রব্যে ৭ সাতবার সীসক নিষিক্ত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে গরুড়পক্ষীর ন্যায় চক্ষুর দীপ্তি উজ্জ্বল হয় ॥ ১০৫ ॥

ত্রিফলার জল, ভৃঙ্গরাজের রস, ঘৃত, বিষকল্ক, ছাগদুগ্ধ ও মধু, এই সমুদায় পদার্থে, একখণ্ড সীসা প্রতিদিন সন্তপ্ত করিয়া ৭ সাতবার নিষিক্ত করিয়া, সেই সীসক খণ্ড দ্বারা শলাকা প্রস্তুত করতঃ প্রাতঃকালে অঞ্জনের সহিত অথবা কেবলমাত্র তাহাই চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অর্ম্ম, পিচ্চট প্রভৃতি নানা প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৬ ॥

ডুমুরকাষ্ঠের পাত্রে তেঁতুল পাতার রস রাখিয়া, তাহাতে কুঁচের মূল মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া, তৎসহ সূর্ম্মা চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে কাচ, অর্ম্ম ও অর্জ্জুনরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৭ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব একত্র চূর্ণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তিমিররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৮ ॥

বেণামূলের ক্বাথে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহার সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করতঃ শীতল হইলে তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

আমলকী চূর্ণ, রসাঞ্জন চূর্ণ, মধু ও ঘৃত, এই দ্রব্য সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার পৈত্তিক ও বাতিক নেত্ররোগ, তিমির ও পটলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১০ ॥

শৃঙ্গবেরং ভৃঙ্গরাজং যষ্টীতৈলেন মিশ্রিতম্॥ নস্যমেতেন দাতব্যং মহাপটলনাশনম্॥ ১১১॥

লিঙ্গনাশচিকিৎসা।

লিঙ্গনাশে কফোদ্ভুতে যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্। বিদ্ধা দৈবকৃতে ছিদ্রে নেত্রং স্তন্যেন পূরয়েৎ। ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ॥ নয়নং সর্পিষাভ্যজ্য বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ। ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এব চ॥ উদ্গার কাস ক্ষবথু ষ্ঠীবনোৎকম্পনানি চ। তৎকালং নাচরেদূর্দ্ধং যন্ত্রণা স্নেহপীতবৎ॥ ত্র্যহাৎত্র্যহাদ্ধারয়েত্তৎ কষায়ৈরনিলাপহৈঃ। বায়োর্ভয়াৎ ত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ॥ দশরাত্রস্তু সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্। পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া॥ রাগতোয়োহর্ব্বুদং শোথং বুদ্বুদং কেকরাক্ষতা। অধিমন্থাদয়শ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্দৃষ্টিবেধজাঃ॥ অহিতাচারতো বাপি যথাস্বং তানুপাচরেৎ। রুজায়ামক্ষিরাগে বা ভূয়ো যোগান্নিবোধ মে॥ ১১২॥

কল্কিতা সঘৃতা দূর্ব্বা যবগৈরিকশারিবা। মুখালেপে প্রয়োক্তব্যা রুজা রাগোপশান্তয়ে॥১১৩॥ পয়স্যা শারিবাপত্র মঞ্জিষ্ঠা মধুকৈরপি। অজাক্ষীরান্বিতৈ র্লেপঃ সুখোষ্ণঃ পথ্য উচ্যতে॥ ১১৪॥

কাকোল্যাদি ঘৃতং।

বাতঘ্নসিদ্ধে পয়সি সিদ্ধং সর্পি শ্চতুর্গুণে। কাকোল্যাদি প্রতীবাপং তদ্যুঞ্জ্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ১১৫॥

শুণ্ঠি, ভৃঙ্গরাজ ও যষ্টিমধু চূর্ণ তৈল সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে মহাপটল রোগ নষ্ট হয়॥ ১১১॥

লিঙ্গনাশরোগের চিকিৎসা।

কফজনিত লিঙ্গনাশ রোগে ব্যাধিকৃত ছিদ্র মধ্যে যথাবিধি শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা সেই ছিদ্র পূরণ করিবে। তদনন্তর রূপ দর্শন (দৃষ্টিশক্তি) জন্মিলে, ক্রমে ক্রমে শলাকাটী উত্তোলন করতঃ নেত্র ঘৃতাক্ত ও বস্ত্রের পটী দ্বারা বাঁধিয়া, রোগীকে নির্জ্জন ও উৎপাতশূন্য গৃহমধ্যে উত্তানভাবে (চিতভাবে) শয়ন করাইয়া রাখিবে। সেই সময় রোগীর উদ্গার, কাসী, হাঁচী ও কম্পনাদি যাহাতে না হয়, তৎপক্ষে সাবধান থাকিতে হইবে। রোগীকে তিন দিন অন্তর বাতঘ্ন কষায় ও স্বেদ প্রদান করিবে। দশ রাত্রির পরে দৃষ্টির প্রসন্নতাজনক ঔষধাদি বিধান করিবে। রোগীকে লঘু অন্ন পথ্য দিবে। ইহাতে নেত্রের রক্তিমা, শোথ, বুদ্বুদ, কেকরাক্ষতা, অধিমন্থাদি নানা প্রকার অক্ষিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১১২॥

দূর্ব্বা, যব, গেরীমাটী ও অনন্তমূল, এই দ্রব্য চতুষ্টয় একত্র বাটিয়া ঘৃতসহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা অক্ষিতে প্রলেপদিলে চক্ষের বেদনা ও রক্তবর্ণতা নিবারিত হয়॥ ১১৩॥

ক্ষীরাই, অনন্তমূলপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, এই সকল বস্তু সমভাগে ছাগদুগ্ধ সহ বাটিয়া নেত্রে অল্লোষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে নেত্র সুস্থ থাকে॥ ১১৪॥

কাকোল্যাদি ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ এরণ্ডমূল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ কাকো-

শ্চাম্যত্যেবং নচেচ্ছূলং স্নিগ্ধস্বিন্নস্য মোক্ষয়েৎ। ততঃ শিরাং দহে-চ্চাপি মতিমান্ কীর্ত্তিতং যথা॥ দৃষ্টেরথ প্রসাদার্থমঞ্জনং শৃণু মে শুভে। মেষশৃঙ্গস্য পুষ্পাণি শিরীষধবয়োরপি॥ মালত্যাশ্চাপি পুষ্পাণি মুক্তা বৈদূর্য্যমেব চ। অজাক্ষীরেণ সংপিষ্য তাম্রে সপ্তাহ মাবপেৎ॥ প্রবিধায়ত্তু তদ্বর্ত্তী র্যোজয়েদঞ্জনে ভিষক্। স্রোতোজং বিদ্রুমং ফেন সাগরস্য মনঃশিলা। মরিচানি চ তাং বর্ত্তীং কারয়েদ্বাপি পূর্ব্ববৎ॥ ১১৬॥ রসাঞ্জনং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং তালীশং স্বর্ণগৈরিকম্। গোশকৃদ্রস-সংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টয়ে॥১১৭॥ নলিনোৎপলকিঞ্জল্কং গোশকৃদ্রস-সংযুতম্॥ গুড়িকাঞ্জনকে তৎ স্যাৎ দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতম্॥ ১১৮॥ নদীজশঙ্খত্রিকটূন্যথাঞ্জনং মনঃশিলা দ্বে চ নিশে গবাং শকৃৎ। সচন্দ-নেয়ং গুড়িকাথবাঞ্জনে প্রশস্যতে রাত্রিদিনেষ্বপশ্যতাম্॥ ১১৯॥ কণা ছাগযকৃন্মধ্যে পক্ত্বা তদ্রসপেষিতা। অচিরাদ্ধন্তি নক্তান্ধ্যং তদ্বৎ-সক্ষৌদ্রমুষণম্॥ ১২০॥ পচেত্তু গোধং হি যকৃৎপ্রকল্পিতং সুপূরিতং মাগধিকাভিরগ্নিনা। নিষেবিতং তদযকৃদঞ্জনেন নিহন্তি নক্তান্ধ্যম-সংশয়ং খলু॥১২১॥ দধ্না নিঘৃষ্টং মরিচং রাত্র্যন্ধ্যাঞ্জনমুত্তমম্॥ ১২২॥

ল্যাদিগণ /১ সের। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১১৫॥

পূর্ব্বোল্লিখিত চিকিৎসা দ্বারা চক্ষুশূল প্রশমিত না হইলে, রোগীকে স্নেহ স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধান রক্তমোক্ষণ ও শিরা দগ্ধ করিবে। অনন্তর দৃষ্টি প্রসাদনার্থ মেষশৃঙ্গীর পুষ্প, শিরীষ-পুষ্প, ধবপুষ্প, মালতীপুষ্প, মুক্তা ও বৈদূর্য্য, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করতঃ তাম্রপাত্রে ৭ সাত দিবস রাখিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই প্রকার সুর্ম্মা, প্রবাল, সমুদ্রফেন, মনছাল ও মরিচ, সমভাগে এই সকলের বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ তাহার অঞ্জন নেত্রে প্রযোজ্য॥ ১১৬॥

রসাঞ্জন, ঘৃত, মধু, তালীশপত্র ও স্বর্ণগেরীমাটী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া গোময়-রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ নেত্রে প্রয়োগ করিলে পিত্ত কর্ত্তৃক দৃষ্টিদোষ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১১৭॥

পদ্মকেশর ও উৎপলকেশর সমভাগে লইয়া গোময়রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ নেত্রে প্রয়োগ করিলে দিবান্ধ্য ও রাত্র্যন্ধতা দূরীভূত হয়॥ ১১৮॥

সুর্ম্মা, শঙ্খ, শুণ্ঠি, মরিচ, পিপুল, কৃষ্ণসুর্ম্মা, মনছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোময় ও রক্ত-চন্দন, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে রাত্র্যন্ধতা ও দিনান্ধ্য নিবারিত হয়॥ ১১৯॥

ছাগলের যকৃৎ মধ্যে পিপুল পূরিয়া অগ্নি সংযোগে পাক করতঃ উক্ত যকৃতের রসের সহিত সেই পিপুল পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে রাত্র্যন্ধ্য বিনষ্ট হয়। তদ্রূপ ছাগ যকৃৎযোগে মধু ও মরিচের অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নেত্রে দিলেও রাত্র্যন্ধতা নষ্ট হয়॥ ১২০॥

গোধার যকৃৎ মধ্যে পিপুল স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া, উক্ত যকৃৎ সেবন এবং পিপুল দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই রাত্র্যন্ধতা বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২১॥

দধির সহিত মরিচ পেষণ পূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১২২॥

তাম্বূলযুক্তখদ্যোত ভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ ॥ ১২৩ ॥ শফরীমৎস্য ক্ষারো নক্তান্ধ্যমঞ্জনাদ্বিনিহন্তি। তদ্বদ্রামঠটঙ্গণ কর্ণমলৈকৈকশো মধুনা ॥ ১২৪ ॥ কেশরাজান্বিতং সিদ্ধং মৎস্যাণ্ডং হন্তি ভক্ষিতম্। নক্তান্ধ্যং নিয়তং নৃণাং সপ্তাহাৎ পথ্যসেবিনাম্॥ ১২৫ ॥

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলাক্বাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্। তিমিরাণ্যচিরাদ্ধন্তি পীতমেতন্নিশামুখে ॥ ১২৬ ॥

মহাত্রিফলাদ্যঘৃতম্।

ত্রিফলায়ারসপ্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরজস্য চ। বৃষস্য চ রসপ্রস্থং শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমম্ ॥ অজাক্ষীরং গুড়ূচ্যাশ্চ আমলক্যা রসং তথা। প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভি র্ঘৃতং পচেৎ ॥ কল্কঃ কণাসিতা দ্রাক্ষা ত্রিফলা-নীলমুৎপলম্। মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা ॥ তৎসাধু-সিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। ঊর্দ্ধপানমধঃপানং মধ্যে পানঞ্চ শস্যতে॥ যাবন্তো নেত্ররোগাস্তান্ পানাদেবাপকর্ষতি। সরক্তে রক্তদুষ্টে চ রক্তে চাতিস্রুতেঽপি চ॥ নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে। অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষ্মকোপে চ দারুণে॥ নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ। অদৃষ্টিং মন্দ-দৃষ্টিঞ্চ কফবাতপ্রদুষিতাম্। স্রবতো বাতপিত্তাভ্যাং সকণ্ডূাসন্নদূরদৃক্।

তাম্বূলের সহিত খদ্যোত (জোনাকীপোকা) সেবন করিলে রাত্র্যন্ধতা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২৩ ॥

পুঁটিমাছের ক্ষার মধু সহযোগে নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ হিং, সোহাগা ও কর্ণমল. ইহাদের যে কোন একটী দ্রব্য মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক নেত্রে প্রয়োগ করিলে রাত্র্যন্ধতা নষ্ট হয় ॥ ১২৪ ॥

মাছের ডিম কেশুর্য্যা রস সহ সিদ্ধ করতঃ সপ্তাহ ভক্ষণ করতঃ সুপথ্য সেবন করিলে রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয় ॥ ১২৫ ॥

ত্রিফলাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—মিলিত ত্রিফলা /৮ আটসের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের। গব্যদুগ্ধ /৪ চারিসের। কল্কার্থ—মিলিত ত্রিফলা /১ একসের। যথা-বিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। ত্রিফলার ক্বাথ /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের রস /৪ চারিসের, বাসকের রস /৪ চারিসের, শতমূলীর রস /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের. গুলঞ্চরস /৪ চারি-সের ও আমলকীর রস /৪ চারিসের। কল্কার্থ—পিপুল. চিনি, কিসমিস্, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারী ছাল এবং কণ্টকারী, এই সকল কুট্টিত দ্রব্য মিলিত /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক ভোজনের পূর্ব্বে.পরে বা মধ্যে পান করিলে রক্তদোষ, রক্তস্রাব, নক্তান্ধ্য, তিমির, কাচ, নীলিকা, পটল, অর্ব্বুদ, অভিষ্যন্দ, অধি-

গৃধ্রদৃষ্টিকরং সদ্যো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥ সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাত্রিফলাদ্যং মহাঘৃতম্ ॥ ১২৭ ॥

ত্রিফলাঘৃতম্।

ত্রিফলা ত্র্যূষণং দ্রাক্ষা মধুকং কটুরোহিণী। প্রপৌণ্ডরীকং সূক্ষ্মৈলা বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্ ॥ নীলোৎপলং শারিবে দ্বে চন্দনং রজনীদ্বয়ম্। কার্ষিকৈঃ পয়সাতুল্যং ত্রিগুণং ত্রিফলাসম্ ॥ ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতৎসর্ব্বনেত্ররুজাপহম্। তিমিরং দোষমাস্রাবং কামলাং কাচমর্ব্বুদম্ ॥ বিসর্পং প্রদরং কণ্ডূরক্তং শ্বয়থুমেব চ। খালিত্যং পলিতঞ্চৈব কেশানাং পতনং তথা ॥ বিষমজ্বরমর্ম্মাণি শুক্রঞ্চাশু ব্যপোহতি। অন্যে চ বহবো রোগা নেত্রজা যে চ বর্ত্মজাঃ ॥ তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং যথা। নচৈতস্মাৎপরং কিঞ্চিদৃষিভিঃ কাশ্যপাদিভিঃ ॥ দৃষ্টিপ্রসাদনং দৃষ্টং যথা স্যাৎ ত্রৈফলং ঘৃতম্ ॥ ১২৮ ॥

ত্রিফলাদ্যংঘৃতম্।

ফলত্রিকং ভীরুকষায় সিদ্ধং কল্কেন যষ্টীমধুকস্য যুক্তম্। সর্পিঃসমং ক্ষৌদ্র চতুর্থভাগং হন্যাত্রিদোষং তিমিরং প্রবৃদ্ধম্ ॥ ১২৯ ॥

ভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে যষ্টীমধুপলেন চ। তৈলস্য কুড়বং পক্বং সদ্যো দৃষ্টিং প্রসাদয়েৎ ॥ নস্যাদ্বলীপলিতঘ্নং মাসেনৈতন্নসংশয়ঃ ॥ ১৩০ ॥

মন্থ, পক্ষ্মকোপ, অদৃষ্টি, মন্দদৃষ্টি, কণ্ডূ ও দূরদৃষ্টি দোষ নিবারিত হইয়া, গৃধ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১২৭ ॥

ত্রিফলাঘৃত।

ঘৃত /৪ চারিসের। দুগ্ধ /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—মিলিত ত্রিফলা /৬ ছয়সের, পাক নিমিত্ত জল ৪৮ সের. শেষ ১২ বারসের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, ছোটএলাচি, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকে ২ তোলা। উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে তিমির, বিসর্প, প্রদর, শোথ, খালিত্য, বিষমজ্বর, অর্ম্ম ও শুক্র প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২৮ ॥

ত্রিফলাদ্যঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—শতমূল /৮ আটসের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও যষ্টিমধু /১ একসের। নামাইয়া মধু /১ একসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সান্নিপাতিক তিমিররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২৯ ॥

ভৃঙ্গরাজতৈল।

তিলতৈল ৪ পল। ভৃঙ্গরাজের রস /৪ চারিসের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ একপল। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক তাহার নস্য গ্রহণ করিলে সদ্যই দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। এবং এক মাসের মধ্যে বলী ও পলিত নষ্ট হইয়া দিব্যকান্তি হয় ॥ ১৩০ ॥

গোময়তৈলম্।

গবাং শকৃৎ ক্বাথ বিপক্কমুত্তমং হিতঞ্চ তৈলং তিমিরেষু নস্ততঃ। ঘৃতং হিতং কেবলমেব পৈত্তিকে তথাশ্বতৈলং পবনাসৃগুত্থয়োঃ ॥ ১৩১ ॥

নৃপবল্লভং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

জীবকর্ষভকৌমেদা দ্রাক্ষাংশুমতী নিদিগ্ধিকা বৃহতী। মধুকং বলা বিড়ঙ্গং মঞ্জিষ্ঠা শর্করা রাস্না ॥ নীলোৎপলং শ্বদংষ্ট্রা প্রপৌণ্ডরীকং পুনর্নবা লবণম্। পিপ্পল্যঃ সর্ব্বেষাং ভাগৈরক্ষাংশিকৈঃ পিষ্টৈঃ ॥ তৈলং বা যদি সর্পি র্দত্বা ক্ষীরং চতুর্গুণং পক্কম্। আত্রেয়নির্ম্মিতমিদং তৈলং নৃপবল্লভং সিদ্ধম্ ॥ তিমিরং পটলং কাচং নক্তান্ধ্যং চার্ব্বুদং দিবান্ধ্যঞ্চ। শ্বেতঞ্চ লিঙ্গনাশং নাশয়তি চ নীলিকাব্যঙ্গম্ ॥ মুখনাসা-দৌর্গন্ধ্যং পলিতঞ্চাকালজং হনুস্তম্ভম্। শ্বাসং কাসং শোষং হিক্কা স্তম্ভং তথাত্যয়ং নেত্রে ॥ মুখজৈহ্ম্যমর্দ্ধমেদং রোগং বহুগ্রহং শিরঃ-স্তম্ভম্। রোগানথোর্দ্ধজত্রোঃ সর্ব্বানচিরেণ নাশয়তি ॥ পক্তব্যং কুড়বং তৈলং নস্যার্থং নৃপবল্লভে। অক্ষাংশৈঃ শাণিকৈঃ কল্কৈরন্যে ভৃঙ্গাদিতৈলবৎ ॥ ১৩২ ॥

অজিতং তৈলম্।

তৈলস্য পচেৎ কুড়বং মধুকস্য পলেন কল্কপিষ্টেন। আমলকরসপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুতং কৃত্বা ॥ অজিতং নাম্না তৈলং তিমিরং হন্যান্নিমি-প্রোক্তম্। বিমলাং কুরুতে দৃষ্টিমপ্যানয়েত্তদ্বৎ। দৃষ্টিজেষু ॥ ১৩৩ ॥

গোময়তৈল।

গোময়ের ক্বাথ সহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে সর্ব্ব প্রকার তিমির-রোগ বিনষ্ট হয়। পিত্তজনিত তিমিররোগে কেবল ঘৃত এবং বাতজনিত ও রক্তজনিত তিমির-রোগে সুশ্রুতোক্ত অশ্বতৈল বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১৩১ ॥

নৃপবল্লভতৈল ও ঘৃত।

তিলতৈল বা গব্যঘৃত /১ একসের। দুগ্ধ /৪ চারিসের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, দ্রাক্ষা, শালপাণী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, ইক্ষুচিনি, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা (তৈলপক্ষে ২৷৷০ আড়াই তোলা)। যথাবিধি এই তৈল বা ঘৃত পাক পূর্ব্বক তৈলের নস্য বা ঘৃত সেবন করিলে তিমির, পটল, কাচ, রাত্র্যন্ধ্য, অর্ব্বুদ, দিবান্ধ্য, শ্বেত, লিঙ্গনাশ, নীলিকা, ব্যঙ্গ, মুখদৌর্গন্ধ্য, নাসাদৌর্গন্ধ্য, অকালজাত পলিত, হনুস্তম্ভ, মুখজৈহ্ম্য, অর্দ্ধাব-ভেদক, শ্বাস, কাস, শোষ, হিক্কা, স্তম্ভ, নেত্রাত্যয়, বাহুগ্রহ, শিরঃস্তম্ভ এবং জত্রুর ঊর্দ্ধগরোগ সকল অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

অজিততৈল।

তিলতৈল /১ একসের। আমলকীর রস /৪ চারিসের ও দুগ্ধ /৪ চারিসের। কল্কার্থ—যষ্টি-মধু কুট্টিত ১ একপল। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক তাহার নস্য গ্রহণ করিলে তিমি-রাদিরোগ নষ্ট হইয়া চক্ষুর দীপ্তি উজ্জ্বল হয় ॥ ১৩৩ ॥

অর্ম্ম তু ছেদনীয়ং স্যাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তং ভবেদ্‌যদা। বড়িশবিদ্ধ মুন্নম্য ত্রিভাগঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ পিপ্পলী ত্রিফলালাক্ষা লৌহচূর্ণং সসৈন্ধবম্। ভৃঙ্গরাজরসে পিষ্টং গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে ॥ অর্ম্ম সতিমিরং কাচং কণ্ডুং শুক্রং তথার্জ্জুনম্। অঞ্জনাৎ নেত্ররোগাংশ্চ হন্যান্নিরবশেষতঃ ॥১৩৫॥ পুষ্পাখ্য তার্ক্ষজ সিতোদধিফেন শঙ্খসিন্ধূত্থ গৈরিকশিলামরিচৈঃ সমাংশৈঃ। পিষ্টৈস্তু মাক্ষিকরসেন রসক্রিয়েয়ং হন্ত্যর্ম্মকাচ তিমিরার্জ্জুন বর্ত্মরোগান্ ॥ ১৩৬ ॥ কৌম্ভস্য সর্পিষঃ পানৈর্বিরেকালেপসেচনৈঃ। স্বাদুশীতৈঃ প্রশময়েৎ শুক্তিকা মঞ্জনৈস্তথা ॥ ১৩৭ ॥ প্রবালমুক্তা বৈদুর্য্য শঙ্খ স্ফটিকচন্দনম্। সুবর্ণরজত ক্ষৌদ্র মঞ্জনং শুক্তিকাপহম্ ॥১৩৮॥ শঙ্খঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তঃ কতকঃ সৈন্ধবেন বা। সিতয়ার্ণবফেনো বা পৃথগঞ্জনমর্জ্জুনে ॥ পৈত্তং বিধিমশেষেণ কুর্য্যাদর্জ্জুনশান্তয়ে ॥ ১৩৯ ॥ বৈদেহী শ্বেতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমম্ ॥ মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টমঞ্জনং পিষ্টকাপহম্। (শুক্রজেষু) ॥ ১৪০ ॥ ভিত্ত্বোপনাহং কফজং পিপ্পলী মধুসৈন্ধবৈঃ। বিলিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ প্রচ্ছয়িত্বা সমন্ততঃ ॥ ১৪১ ॥

অর্ম্ম চক্ষুর কৃষ্ণভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে, সূচ্যগ্র দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক বড়িশ দ্বারা বিদ্ধ করিবে। এবং তৃতীয়াংশ (কনীনিকা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিবে ॥ ১৩৪ ॥

পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লাক্ষা, লৌহচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসে পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অর্ম্ম, তিমির, কাচ, কণ্ডু, শুক্র, অর্জ্জুন প্রভৃতি নানা প্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হয় ॥ ১৩৫ ॥

পুষ্পকাসীস, রসাঞ্জন, চিনি, সমুদ্রফেন, শঙ্খ, সৈন্ধবলবণ, গেরীমাটী, মনছাল ও মরিচ, এই সকল পদার্থ সমাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অর্ম্ম, কাচ, তিমির, অর্জ্জুন ও বর্ত্মরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩৬ ॥

পুরাতন ঘৃত পান, বিরেচন, প্রলেপ, সেচন, স্বাদুশীতল দ্রব্য ও অঞ্জন, এই সমুদায় দ্বারা শুক্তিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩৭ ॥

প্রবাল, মুক্তা, বৈদূর্য্য, শঙ্খ, স্ফটিক, চন্দন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মধু, এই সকলের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শুক্তিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩৮ ॥

মধুর সহিত শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ সহ নির্ম্মলীফল চূর্ণ অথবা চিনির সহিত সমুদ্রফেন চূর্ণ, ইহাদের অঞ্জন প্রস্তুত পূর্ব্বক নেত্রে দিলে অর্জ্জুনরোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ পিত্তঘ্ন চিকিৎসা দ্বারা অর্জ্জুনরোগের উপশম হয় ॥ ১৩৯ ॥

পিপুল, সজিনাবীজ, সৈন্ধবলবণ ও শুণ্ঠি, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া ছোলঙ্গলেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে পিষ্টকারোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৪০ ॥

কফজাত উপনাহে ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা ভেদ করিয়া পিপুল, সৈন্ধব ও মধু একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিবে কিম্বা মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা তাহার চতুঃপার্শ্ব বিলেখন বা পুচ্ছন্ন করিবে ॥ ১৪১ ॥

পথ্যাবীজাদিবর্ত্তিঃ।

পথ্যাক্ষ ধাত্রীফলমধ্যবীজৈ স্ত্রিদ্ব্যেকভাগৈর্বিদধীত বর্ত্তিম্। তয়াঞ্জয়েদস্রমতিপ্রগাঢ়ং অক্ষোঃ হরেৎকোপমতিপ্রবৃদ্ধম্॥ ১৪২॥

ত্রিফলাক্কাথঃ।

স্রাবেষু ত্রিফলাক্কাথং যথাদোষং প্রযোজয়েৎ। ক্ষৌদ্রেণাজ্যেন পিপ্পল্যা মিশ্রং বিধ্যেৎ শিরাং তথা॥ ১৪৩॥

ত্রিফলাদিলেহঃ।

ত্রিফলাতুত্থকাশীশসৈন্ধবৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ। রসক্রিয়া ক্রিমিগ্রন্থৌ ভিন্নে স্যাৎ প্রতিসারণম্। সন্ধিজেষু॥ ১৪৪॥.

সপ্তামৃতলোহম্।

ত্রিফলাত্বচমায়সচূর্ণং সহযষ্টিমধুকং সমাংশযুক্তম্। মধুনা সর্পিষা দিনান্তে পুরুষো নিষ্পরিহারমাদদীত॥ তিমির ক্ষত রক্তরাজি কণ্ডূ ক্ষণদান্ধ্যার্ব্বুদ তোদদাহশূলান্। পটলং সহ কাচ পিল্লকং শময়ত্যেব নিষেবিতঃ প্রয়োগঃ॥ নচ কেবলমেব লোচনানাং বিহিতো রোগনিবর্হণায় পুংসাম্। দশন শ্রবণোর্দ্ধকণ্ঠজানাং প্রশমে হেতুরয়ং মহাগদানাম্॥ পলিতানি বিনাশয়েত্তথাগ্নিং চিরনষ্টং কুরুতে রবিপ্রচণ্ডম্॥ দয়িতা ভুজপঞ্জরোগগূঢ়ঃ স্ফুটচন্দ্রাভরণাস্থ যামিনীষু॥ সুরতানি চিরং নিষেবতেঽসৌ পুরুষো যোগবরং বিষেবমাণঃ। মুখেন নীলোৎপলচারুগন্ধিনা শিরোরুহৈরঞ্জনমেচকপ্রভৈঃ॥ ভবেচ্চ গৃধ্রস্য সমানলোচনঃ সুখৈর্নরো বর্ষশতঞ্চ জীবতি। সংগ্রহবৃন্দধৃতমিদম্॥ ১৪৫॥

মধুকাদ্যং লৌহম্।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণং লৌহচূর্ণং তথৈব চ। ভক্ষয়েন্মধুসর্পির্ভ্যামক্ষিরোগ-প্রশান্তয়ে ॥ ১৪৬ ॥

নয়নচন্দ্রলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী শটী রাস্না মহৌষধম্। দ্রাক্ষা নীলোৎপলঞ্চৈব কাকোলী মধুযষ্টিকা ॥ বাট্যালকং কেশরঞ্চ কণ্টকারীদ্বয়ং তথা। লৌহাভ্রয়োঃ পলং দত্বা ভাবয়েদৌষধৈরিমৈঃ। ত্রিফলাক্বাথতৈলেন ভৃঙ্গরাজরসেন চ। ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা বদরাস্থিমিতা শুভা। যাবন্তো নেত্ররোগাংশ্চ তান্নিহন্তি ন সংশয়ঃ। অত্র সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহাভ্রম্ ॥ ১৪৭ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং নেত্ররোগ-চিকিৎসা।

মধুকাদ্য লৌহ।

যষ্টিমধু ১ ভাগ, হরীতকী ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, বহেড়া ১ ভাগ এবং লৌহ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ শয়নকালে ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে বিবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৪৬ ॥

নয়নচন্দ্র লৌহ।

শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, দ্রাক্ষা (কিস্মিস্), নীলোৎপল, কাঁকলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগকেশর, কণ্টকারী ও বৃহতী (ব্যাকুড়), এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা, লৌহ ৮ তোলা ও অভ্র ৮ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া ক্রমান্বয়ে ত্রিফলার ক্বাথ, তিলতৈল ও ভৃঙ্গরাজের রসে ১ একবার করিয়া ভাবনা দিয়া কুল আঁঠির প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার নেত্ররোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪৭ ॥

চক্ষুরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শিরোরোগ-চিকিৎসা।

বাতিকে শিরসোরোগে স্নেহ স্বেদান্ সলাবণান্। পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান্ ॥১॥ কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ লেপাৎ কাঞ্জিকযোজিতম্। শিরোঽর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু চূর্ণং বা মুচকুন্দজম্ ॥ ২ ॥

শিরোরোগের চিকিৎসা।

বাত জনিত শিরোরোগে স্নেহ, স্বেদ, নাবণ (নস্য), বাতনাশক অন্নপান এবং উপনাহ (প্রলেপ) বিধান করিবে ॥ ১ ॥

কুড় এবং এরণ্ডমূল, এই উভয় দ্রব্য একত্র অথবা কেবল মাত্র মুচকুন্দ ফুল কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শিরোবস্তিঃ।

আশিরোব্যায়তং চর্ম্ম কৃত্বাষ্টাঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্। তেনাবেষ্ট্য শিরোঽধস্তাৎ মাষকল্কেন লেপয়েৎ। নৈশ্চল্যোনোপবিষ্টস্য তৈলৈরুষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ। ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যামং যামার্দ্ধমেববা। শিরোবস্তিৰ্জ্জয়ত্যেষ শিরোরোগং মরুদ্ভবম্। হনুমন্যাক্ষিকর্ণার্ত্তি মারুতং মস্তকম্পনম্ ॥ ৩ ॥

পৈত্তে ঘৃতং পয়ঃ সেকাঃ শীতলেপাঃ সলাবণাঃ। জীবনীয়ানি সর্পিংষি পানান্নঞ্চাপি পিত্তনুৎ ॥ ৪ ॥ কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো রুক্ষোষ্ণৈঃ পাচনাত্মকৈঃ। তীক্ষ্ণাবপীড়ধূমাশ্চ তীক্ষ্ণাশ্চ কবড়গ্রহাঃ ॥ ৫ ॥

শারিবাদিলেপঃ।

শারিবোৎপলকুষ্ঠানি মধুকং চাম্লপেষিতম্। সর্পিস্তৈলযুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ। শারিবাদিভিঃ সমভাগৈঃ কাঞ্জিকপিষ্টৈ ঘৃততৈলসহিতৈ র্লেপঃ ॥ ৬ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং তদ্রসেন সুপেষিতম্। বেদনানাশনো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ ॥ ৭ ॥ সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্যকর্ম্মাদি ভেষজম্। পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পি ঘৃ্তপূরাংশ্চ ভক্ষয়েৎ ॥ ৮ ॥ সূর্য্যাবর্ত্তে

শিরোবস্তি।

মস্তক সদৃশ আয়ত ৮ অঙ্গুলি উন্নত একটী চর্ম্মবেষ্টন দ্বারা রোগীর মস্তক বেষ্টন পূর্ব্বক ঐ বস্তির নিম্নে মস্তকের উপরিভাগে মাষকলায় বাটিয়া প্রলেপ দিবে। তৎপরে ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মবস্তিটী পূর্ণ করিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী সুস্থতা লাভ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত বস্তিটী ঐরূপে মস্তকে ধরিয়া রাখিবে অর্থাৎ এক প্রহর বা অর্দ্ধ প্রহরকাল পর্য্যন্ত উক্ত প্রকারে বস্তি ধরিয়া নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট থাকিতে হইবে। ইহাতে বাতজনিত শিরোরোগ এবং হনু, মন্যা, চক্ষু ও কর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩॥

পিত্তজনিত শিরোরোগে ঘৃত, দুগ্ধ, জলসেক, শীতল প্রলেপ, নস্য, জীবনীয় গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত এবং পিত্তঘ্ন অন্নপান ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪ ॥

কফজনিত শিরোরোগে লঙ্ঘন, স্বেদ, রুক্ষোষ্ণ পাচন, তীক্ষ্ণনস্য, ধূম ও তীক্ষ্ণকবল প্রয়োগ করিবে ॥ ৫ ॥

শারিবাদি লেপ।

অনন্তমূল, উৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত বাটিয়া ঘৃত ও তৈল সহ মিশ্রণ করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত (সূর্য্যবেদী) ও অর্দ্ধভেদ (আধ কপালিয়া), শিরোরোগ (মাথাব্যথা) বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তের (হুড়হুড়ের) বীজ সূর্য্যাবর্ত্তের (সুল্‌টার) রস সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তকে ও কপালে প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ নিবারিত হয় ॥ ৭ ॥

সূর্য্যবর্ত্তরোগীকে প্রথমে নস্যাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক পশ্চাৎ গুড় মিশ্রিত ঘৃত ও ঘৃত সংযুক্ত পিষ্টক (পিটা) ভোজন করিতে দিবে ॥ ৮ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তরোগে শিরাবিদ্ধ করতঃ রক্তমোক্ষণ ও দুগ্ধ সংযোগে ঘৃতের নস্য ব্যবস্থা করিবে।

শিরাবেধো লাবণং ক্ষীরসর্পিষা। হিতঃ ক্ষারঘৃতাভ্যাসস্তাভ্যাঞ্চৈব বিরেচনম্॥ ৯॥

নবনীতঘৃতং।

কৃতমালপল্লবরসে খরমঞ্জরিকল্কসিদ্ধনবনীতম্। নস্যেন জয়তি নিয়তং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারম্॥ ১০॥

দশমূলীকষায়ঃ।

দশমূলী কষায়ন্তু সর্পিঃ সৈন্ধবসংযুতম্। নস্যমর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্ত-শিরোঽর্ত্তিজিৎ॥ ১১॥

শিরীষমূলকবীজৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ। অবপীড়ো হিতো বাস্যাদ্বচা পিপ্পলীভিঃ কৃতঃ॥ ১২॥ জাঙ্গলানি চ মাংসানি কারয়েদুপনাহকম্। তেনাস্য শাম্যতে ব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ॥ ১৩॥ ভৃঙ্গরাজরসশ্ছাগক্ষীরান্তরোঽর্কতাপিতঃ। সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্যেনৈব প্রয়োগরাট্॥ ১৪॥ এষ এব বিধিঃ কৃৎস্নঃ কার্য্যশ্চার্দ্ধাবভেদকে॥ ১৫॥ পিবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্॥ সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্ব্বা নস্ততস্তয়োঃ॥ ১৬॥ তিলাৎ কল্কং সনলদং সক্ষৌদ্রং লবণান্বিতম্॥ তেনাস্য লেপয়েৎ শীর্ষমর্দ্ধভেদং ব্যপোহতি। নিস্তুষ কৃষ্ণ-

প্রত্যহ যবক্ষার ও ঘৃত ভোজন এবং মধ্যে মধ্যে উহা দ্বারা (যবক্ষার ও ঘৃত দ্বারা) বিরেচন দিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগে বিশেষ উপকার দর্শে॥ ৯॥

নবনীতঘৃত।

নবনীত (মাখন, ননী) /৪ চারিসের। সোনালু পাতার রস /৪ চারিসের। কল্কার্থ—আপাংবীজ কুট্টিত /১ একসের। যথাবিধি ইহা পাক করতঃ নস্য প্রয়োগ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত (সূর্য্যবেদী) রোগ নষ্ট হয়॥ ১০॥

দশমূলীকষায়।

বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপাণী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ /৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রদান করিলে অর্দ্ধাবভেদ ও সূর্য্যাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়॥ ১১॥

শিরীষছাল ও মূলার বীজ একত্র অথবা বচ ও পিপুল একত্র চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য প্রদান করিলে অর্দ্ধাবভেদ ও সূর্য্যাবর্ত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ১২॥

বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত শশকাদি জাঙ্গল পশ্বাদির মাংস সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণ ও তিলতৈল সহ মিশ্রিত করতঃ তাহার প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়॥ ১৩॥

ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমানভাগে লইয়া সূর্য্যাতপে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা নস্য দিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

সূর্য্যাবর্ত্তরোগের ন্যায় অর্দ্ধাবভেদক রোগের চিকিৎসা করিতে হয় জানিবে॥ ১৫॥

চিনির সহিত দুগ্ধ নারীকেলের জল ও শীতল পানীয় দ্রব্য (সরবত প্রভৃতি) পান এবং ঘৃত দ্বারা নস্য প্রদান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগ নিবারিত হয়॥ ১৬॥

নিস্তুষ কৃষ্ণতিল, জটামাংসী, মধু ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে অর্দ্ধভেদ রোগ নিবারিত হয়॥ ১৭॥

তিলমাংসীভ্যাং মধুসৈন্ধবযুতাভ্যাং শিরোলেপঃ ॥ ১৭ ॥ সবিড়ঙ্গং তিলং কৃষ্ণং সমং কৃত্বা প্রলেপয়েৎ। নস্যকর্ম্মাণি দাতব্যমর্দ্ধভেদং বিনাশয়েৎ। আভ্যাং সমভাগং পিষ্ট্বা উষ্ণোদকেন গোলয়িত্বা নস্যম্ ॥ ১৮ ॥ দগ্ধচুল্লী মৃত্তিকাচূর্ণং মরিচচূর্ণয়োঃ সমাংশং মিলিতং কৃত্বা নস্যম্। যোগিমতম্ ॥১৯॥ অনন্তবাতে কর্ত্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তহিতো বিধিঃ। শিরাবেধশ্চ কর্ত্তব্যো হ্যনন্তবাতপ্রশান্তয়ে॥ আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্তবিনাশনঃ। মধুমস্তকসংযাব সর্পিঃপূরৈশ্চ যঃ ক্রমঃ ॥ ২০ ॥ সূর্য্যাবর্ত্তে হিতং যচ্চ শঙ্খকে স্বেদ বর্জ্জিতম্। ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নস্তঃ পানঞ্চ শঙ্খকে ॥ ২১ ॥ শতাবরী কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলম্। দূর্ব্বা পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধ্ববতারয়েৎ। শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান্ ॥ ২২ ॥ কল্কৈশ্চ ক্ষীরিবৃক্ষাণাং শঙ্খকস্য প্রলেপনম্। পিষ্টবটাদিবল্কলেন লেপঃ ॥ ২৩ ॥ ক্রৌঞ্চ কাদম্বহংসানাং শরার্য্যাঃ কচ্ছপস্য চ। রসৈঃ সংবৃংহিতস্যাথ তস্য শঙ্খকসন্ধিজাঃ ॥ ঊর্দ্ধাস্তিস্রঃ শিরাঃ প্রাজ্ঞোভিদ্যাদেব ন তাড়য়েৎ॥২৪॥ গিরিকর্ণীফলরসং মূলঞ্চ নস্যমাচরেৎ ॥ মূলস্যা বন্ধয়েৎ কর্ণে শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্ ॥২৫॥ নাগরকল্ক বিমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতং পুংসাং॥ নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্ ॥২৬॥

বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণোদক সহ মিশ্রিত করতঃ তাহার নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ উপশম প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

দগ্ধ চুল্লীর মৃত্তিকা (উনুনের পোড়ামাটী) চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া (আধকপালিয়া মাথাব্যথা) নষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

শিরাবেধ, বাতপিত্ত নাশক আহারাদি, সূর্য্যাবর্ত্ত রোগোক্ত বিধি প্রয়োগ, মধুমস্তক (ভক্ষ্যদ্রব্য বিশেষ), সংযাব (খাদ্য বিশেষ) এবং ঘৃতপূর (খাদ্য), অনন্তবাত শিরোরোগে বিশেষ হিতকর ॥ ২০ ॥

স্বেদক্রিয়া ভিন্ন সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত সমস্ত ক্রিয়া এবং দুগ্ধোত্থ ঘৃতের (দুগ্ধ মথিত ঘৃতের) নস্য প্রয়োগ দ্বারা শঙ্খক নামক শিরোরোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শতাবরী, নিস্তুষ কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে এবং শীতল জল ও দুগ্ধ দ্বারা সেক প্রদান করিলে শঙ্খক রোগ প্রশান্ত হয় ॥ ২২ ॥

বট, অশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষ সমূহের ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে শঙ্খকরোগ নিবারিত হয় ॥ ২৩ ॥

ক্রৌঞ্চ (বক), কাদম্ব (কলহংস), হংস (হাঁস), শরারী (শরাই, সরালপাখী) ও কচ্ছপ, এই সমুদায় জন্তুর মাংসরস পান করাইয়া শঙ্খ (ললাটাস্থি) সন্ধির ঊর্দ্ধস্থ তিনটী শিরা বিদ্ধ করিলে শঙ্খকরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

অপরাজিতা ফলের রসের নস্য গ্রহণ করিলে অথবা উহার শিকড় (মূল) কর্ণে বাঁধিলে শিরোরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

শুণ্ঠী পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধসহ মিশ্রণ করতঃ তাহার নস্য গ্রহণ করিলে নানাবিধ শিরঃপীড়া উপশমিত হয় ॥ ২৬ ॥

ষড়্‌বিন্দুতৈলম্‌।

এরণ্ডমূলং তগরং শতাহ্বা জীবন্তি রাস্না সহ সৈন্ধবঞ্চ। ভৃঙ্গং বিড়ঙ্গং মধুযষ্টিকা চ বিশ্বৌষধং কৃষ্ণতিলস্য তৈলম্‌॥ আজং পয়স্তৈলবিমিশ্রিতঞ্চ চতুর্গুণে ভৃঙ্গরসে বিপক্বম্‌। ষড়্‌বিন্দবো নাসিকয়া বিধেয়া নিহন্তি শীঘ্রং শিরসো বিকারান্‌॥ চ্যুতাংশ্চ কেশান্‌ চলিতাংশ্চ দন্তান্‌ দুর্ব্বদ্ধমূলাংশ্চ দৃঢ়ীকরোতি। সুপর্ণদৃষ্টিপ্রতিমঞ্চ চক্ষুর্ব্বাহ্বো র্ব্বলঞ্চাপ্যধিকং দদাতি॥ ২৭॥

ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্‌।

দশমূলী বলা রাস্না মধুকৈ স্ত্রিপলৈঃ সহঃ। ময়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্রযকৃৎ-পাদাস্যবর্জিতম। জলে পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্‌ ক্ষীরসমং পচেৎ। মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্‌। কর্ণনাসাক্ষি-জিহ্বাস্যগলরোগবিনাশনম্‌। ময়ূরাদ্যমিদং সর্পিরুর্দ্ধজত্রু গদাপহম্‌। আখুভিঃ কুক্কুটৈ র্হংসৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান্‌। কল্কেনানেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধগদাপহম্‌। দশমূলাদিনা তুল্যো ময়ূর ইহ গৃহ্যতে। অন্যেত্বাকৃতিমানেন ময়ূরগ্রহণং বিদুঃ ২৮॥

দ্বিতীয় ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্‌।

শতং ময়ূরমাংসস্য দশমূলবলাং তুলাম্‌। দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ক্ষুত্বা তস্মিন্‌ পাদস্থিতে ততঃ॥ নিষিচ্য পয়সো দ্রোণং পচেত্তত্র ঘৃতাঢ়কম্‌।

ষড়্‌বিন্দুতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের। ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শলুফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুণ্ঠি সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট এবং কেশদন্তাদি দৃঢ় হইয়া দৃষ্টিশক্তি ও বাহুবল বৃদ্ধি পায়॥ ২৭॥

ময়ূরাদ্যঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—দশমূল প্রত্যেকে ৩ পল, বেড়েলা, রাস্না ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে ২৪ তোলা এবং পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, বিষ্ঠা, যকৃৎ, পাদ ও মুখ পরিত্যক্ত ময়ূরের মাংস ৩ পল (মতান্তরে একটী ময়ূরের মাংস যত পরিমাণ), পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের। দুগ্ধ /৪ চাঁরিসের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ককোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী, এই সকল মধুরগণীয় দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে শিরোরোগ, কর্ণরোগ, গলরোগ প্রভৃতি উর্দ্ধজত্রুগত রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ময়ূরাদ্য ঘৃতের ন্যায় ইন্দুর, কুক্কুট, হংস ও শশক, ইহাদের মাংস সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও শিরোরোগাদি বিনষ্ট হয়॥ ২৮॥

দ্বিতীয় ময়ূরাদ্যঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ১৬ ষোলসের। প্রথমতঃ কটাহে ঘৃত দিয়া অগ্নি সংযোগে জ্বাল দিয়া নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে কল্কার্থ—পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে

প্রপৌণ্ডরীকং বর্গোক্তৈ জীবনীয়ৈশ্চ ভেষজৈঃ ॥ মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকর-মূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্। মায়ূরমেতন্নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বানিলহরং পরম্॥ মন্যা-কর্ণ শিরো নেত্ররুজাপস্মারনাশনম্। বিষবাতাময়শ্বাস বিষমজ্বর-কাসনুৎ ॥ ২৯ ॥

গুঞ্জাতৈলম্।

বিশুদ্ধং তিলতৈলঞ্চ তৎসমং কাঞ্জিকং ভবেৎ। আরনালসমং ভৃঙ্গদ্রবং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ ॥ মন্দাগ্নিনা ততঃ পাচ্যং যাবত্তৈলং স্থিতং ভবেৎ। তৈলমধ্যে প্রদাতব্যং পিষ্ট্বা গুঞ্জা পলদ্বয়ম্ ॥ উত্তার্য্য তৈলশেষন্তু দিনৈকং তত্তু রক্ষয়েৎ। শিরোরোগেষু দুষ্টেষু অর্দ্ধশীর্ষে সুদারুণে। ভ্রূশঙ্খকর্ণপীড়াশ্চ নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ। গুঞ্জাতৈলমিতি খ্যাতং দত্তং হন্তি শিরোব্যথাম্ ॥ ৩০ ॥

বৃহদ্দশমূলতৈলম্।

পঞ্চপঞ্চপলং নীত্বা পঞ্চমূলীযুগাৎপৃথক্। বিপাচয়েজ্জলদ্রোণে চাষ্ট-ভাগাবশেষিতম্ ॥ আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থং নির্গুণ্ড্যাস্তৎসমং ভবেৎ। পঞ্চ-কোলঞ্চ ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়সর্ষপম্। সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং ত্রিবৃতা চ নিশাদ্বয়ম্। তোয়ঞ্চ দ্বিগুণং দত্বা কল্কমক্ষসমং বিদুঃ ॥ সর্ব্বৈরেভিঃ

/৪ চারিসের মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুটিয়া ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন ছাঁকিয়া উহাতে ক্রমান্বয়ে ময়ূর মাংসের কাথ, দশমূলের কাথ, বেড়েলার কাথ ও দুগ্ধ ১৬ সের দিয়া পাক পূর্ব্বক নির্জ্জল হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কাথার্থ—তরুণ ময়ূর মাংস ১২॥০ সের,পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল অর্থাৎ বেলছাল, শোণাছাল, গণীয়ারী ছাল, পারুলছাল, গাম্ভারীছাল, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ১২॥০ সাড়ে-বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের এবং বেড়েলা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ঘৃত প্রত্যহ।০ সিকিতোলা মাত্রায় সেবন করিলে মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দ্বারা উদ্ধজত্রুগত রোগ, বায়ু, মন্যারোগ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, অপস্মার, বিষ, বাতব্যাধি, শ্বাস, বিষমজ্বর ও কাসরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

গুঞ্জাতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের। কাঁজি /৪ চারিসের, ভীমরাজের রস /৪ চারিসের। কল্কার্থ—কুট্টিত কুঁচের ফল ২ দুইপল। প্রথমতঃ তৈল কটাহে চড়াইয়া অগ্নি সংযোগে জ্বাল দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেন করিয়া নামাইবে। পরে উক্ত তৈল মধ্যে কুঁচফল কুটিয়া নিক্ষেপ করতঃ পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা ছাঁকিয়া তাহাতে ক্রমান্বয়ে কাঁজি ও ভীমরাজের রস দিয়া পাক পূর্ব্বক নির্জ্জল হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। একদিন পরে উক্ত তৈল মর্দ্দন করিলে শিরোরোগ, অর্দ্ধাবভেদক রোগ, ভ্রূরোগ, শঙ্খরোগ, কর্ণরোগ ও মাথাব্যথা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বৃহদ্দশমূলতৈল।

কটুতৈল /৪ সের। জল /৮ সের, আদার রস /৪ সের, নিসিন্দাপাতার রস /৪ সের। কাথার্থ—দশমূল অর্থাৎ বেলছাল, পারুলছাল, শোণাছাল,গণিয়ারীছাল, গাম্ভারীছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপাণী ও চাকুলে মিলিত সমভাগে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের।

পচেত্তৈলং শিরোরোগং ব্যপোহতি। ঊর্দ্ধজক্রুজরোগঘ্নং বাতশ্লেষ্ম-গদাপহম্। একজে দ্বন্দ্বজে চৈব তথৈব সান্নিপাতিকে। অর্দ্ধাবভে-ভেদকে চৈব সূর্য্যাবর্ত্তে প্রশস্যতে॥ পানাভ্যঞ্জননস্যেন কর্ণরোগে চ শস্যতে। সিদ্ধফলমিদম্॥ ৩১॥

মহাদশমূলতৈলম্।

দশমূলং পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ কটু-তৈলাঢ়কং পচেৎ॥ জম্বীরার্দ্রক ধুস্তূর স্বরসং তৈলতুল্যতঃ। কল্কঃ কণামৃতা দার্ব্বী শতপুষ্পা পুনর্নবা। শিগ্রু পিপ্পলিকা তিক্তা করঞ্জং কৃষ্ণজীরকম্। সিদ্ধার্থকং বচা শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী॥ দেবদারু বলা রাস্না সূর্য্যাবর্ত্তক কট্‌ফলম্। নির্গুণ্ডী চবিকা গৈরী গ্রন্থিকং শুষ্কমূলকম্॥ যমানী জীরকং কুষ্ঠমজমোদা চ তাড়কম্। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ র্বিপচেন্মতিমান্‌ভিষক্॥ হন্তি শ্লেষ্মাণমভ্যঙ্গাৎপানাৎ কাসং ব্যপোহতি। নিহন্তি বিবিধান্ ব্যাধীন্ কফবাতসমুদ্ভবান্॥ শিরোমধ্যগতান্ রোগং শোথান্ হন্তি ব্রণানপি॥ ৩২॥

কল্কার্থ - পিপুল পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুণ্ঠি, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসরিষা, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, তেউড়ীরমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ দুইতোলা। প্রথমে তৈল কটাহে চড়াইয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে জ্বাল দিয়া নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে উক্ত তৈল মধ্যে পিপুলাদি কল্কদ্রব্য সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক /৮ সের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়া অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা ছাঁকিয়া ক্রমান্বয়ে আদার রস, নিসিন্দাপাতার রস ও দশমূলের ক্বাথ দিয়া পাক করতঃ নির্জ্জল হইলে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে শিরোরোগ, ঊর্দ্ধজক্রজরোগ, বাতশ্লেষ্মরোগ, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সন্নিপাতজ অর্দ্ধাবভেদক রোগ, সূর্য্যাবর্ত্তরোগ এবং কর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩১॥

মহাদশমূলতৈল।

বটুতৈল ১৬ ষোলসের। জম্বীরলেবুর (জামীর লেবুর) রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরার রস ১৬ সের। ক্বাথার্থ—পারুলছাল, গাম্ভারীছাল, বেলমূলের ছাল, গোক্ষুর, শোণাছাল, গণিয়ারী ছাল, বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, শালপাণী ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ১২॥• সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ষোলসের। কল্কার্থ—পিপুল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, শলুফা, পুনর্নবা, সজিনাছাল, পিপুল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসরিষা, বচ, শুণ্ঠি, পিপুল, চিতামূল, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে), কট্‌ফল, নিসিন্দা, চই, গেরীমাটী, পিপুলমূল, শুষ্কমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিস্তাড়ক, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ১ পল (৮ তোলা)। প্রথমতঃ তৈল কটাহ মধ্যে ঢালিয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে উহার সহিত পিপুলাদি কল্ক মিশ্রিত করতঃ মৃদু অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে ছাঁকিয়া, পুনরায় উহাতে ক্রমান্বয়ে দশমূলের ক্বাথ, জম্বীরলেবুর রস, আদার রস ও ধুতুরার রস দিয়া পাক করিতে থাকিবে, এবং নির্জ্জল হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে এই মহাদশমূল তৈল অভ্যঙ্গ ও পানরূপে ব্যবহার করিলে কফ, কাস, বাতশ্লেষ্মজরোগ, শিরোরোগ, শোথ ও ব্রণরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩২॥

মহামহাদশমূলতৈলম্।

দশমূলীশতং গ্রাহ্যং তথা ধুস্তূরকস্য চ॥ শতং পুনর্নবায়াশ্চ নিগু‌র্ণ্ড্যাশ্চ শতং তথা। এতৈঃ কষায়ৈ র্বিপচেৎ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্॥ বাসা বচা দেবদারু শটি রাস্না সযষ্টিকা। মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী কারবী কট্‌ফলং তথা॥ করঞ্জ শিগ্রুকুষ্ঠঞ্চ চিঞ্চা চ বনশিম্বিকা। চিত্রকঞ্চ পৃথগ্‌ভাগান্ দত্বা চৈষাং পলোন্মিতান্। শ্লৈষ্মিকং সন্নিপাতোত্থং বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা। কর্ণশূলং শিরঃশূলং নেত্রশূলঞ্চ দারুণম্॥ নিহন্তি দশমূলাখ্যং তৈলমেতন্নসংশয়ঃ॥ ৩৩॥

দশমূলতৈলম্।

দশমূলক্বাথকল্কাভ্যাং নিগু‌র্ণ্ডী রসসংযুতম্। কটুতৈলং সমাদায় পচেৎপ্রস্থং ভিষগ্বরঃ। সন্নিপাতং হরেদেতৎ শিরোরোগং তথৈব চ। অস্থি সন্ধি কফপ্রায়ান্ রোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩৪॥

মহামহাদশমূল তৈল।

কটুতৈল (সর্ষপতৈল) ১৬ ষোলসের, জল ৩২ বত্রিশসের। ক্বাথার্থ—পারুলছালাদি দশমূল সমভাগে সমস্তে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধুতুরাপত্র কুট্টিত ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; নিসিন্দাপাতা কুট্টিত ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসকছাল, বচ, দেবদারু, শঠী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুণ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জবীজ, সজিনাছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম ও চিতারমূল, এই সকল পদার্থ কুট্টিত প্রত্যেকে ১ একপল। প্রথমতঃ তৈল কটাহ মধ্যে ঢালিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে উহার সহিত জল ১৬ ষোলসের এবং বাসকাদি কল্ক মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা নামাইয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ক্রমান্বয়ে দশমূলাদির ক্বাথ দিয়া নির্জ্জল হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গরূপে ব্যবহার করিলে শ্লৈষ্মিকরোগ, সান্নিপাতিকরোগ, বাতশ্লৈষ্মিকরোগ, কর্ণশূল, শিরঃশূল ও চক্ষুশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

দশমূলতৈল।

কটুতৈল ৴৪ চারিসের। নিসিন্দাপাতার রস ১৬ সের। জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—গাম্ভারীছাল, গণিয়ারীছাল, পারুলছাল, শোণাছাল বেলমূলের ছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপাণী ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ১২॥০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ পূর্ব্বোক্ত গাম্ভারীছালাদি দশমূল কুট্টিত মিলিত সমভাগে সমুদায়ে ৴১ একসের মাত্র। প্রথমে তৈল কটাহে ঢালিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন পূর্ব্বক পাক করিয়া নামাইবে। তৎপরে উহাতে জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি দিয়া অল্প জলীয়াংশ থাকা পর্য্যন্ত পাক পূর্ব্বক নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর উহার সহিত ক্রমান্বয়ে দশমূলের ক্বাথ ও নিসিন্দাপাতার রস মিশ্রিত করতঃ নির্জ্জল করিয়া পাক সমাপ্তি করিয়া বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈলের মর্দ্দন দ্বারা সন্নিপাত, শিরোরোগ, অস্থিগত কফরোগ ও সন্ধিগত কফরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

দ্বিতীয় দশমূলতৈলম্ ।

দশমূলক্বাথ কল্কাভ্যাং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। চতুর্গুণং পয়ো দত্ত্বা শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্‌ ॥ দশমূলমিতি খ্যাতং শোথং হন্তি সুদারুণম্ । নস্যেনাকালপলিতং জ্বরারোচকনাশনম্ ॥ অভ্যঙ্গেনৈব সর্ব্বঞ্চ শিরঃ-শূলং বিনাশয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

দশমূলীতৈলম্ ।

দশমূলী কষায়েণ অষ্টাঙ্গকল্কসংযুতম্ । ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা তৈল-প্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ শিরোর্ত্তিং নাশয়েদেতদ্ভাস্করস্তিমিরং যথা। বাত-শূলং পিত্তশূলং কফশূলং ত্রিদোষজম্ । সূর্য্যাবর্ত্তমভিষ্যন্দং জল-দোষঞ্চ নাশয়েৎ। দশমূলমিদং তৈলং শিরোরোগনিসূদনম্ ॥ ৩৬ ॥

স্বল্পদশমূলতৈলম্ ।

দশমূলক্বাথ কল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। সন্নিপাতজ্বরশ্বাসকাসং হন্তি সুদারুণম্ ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয় দশমূলতৈল ।

কটুতৈল /৪ চারিসের। গব্যদুগ্ধ ১৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—গোক্ষুর, পারুলছাল, গণিয়ারী-ছাল, শালপাণী, গাম্ভারীছাল, শোণাছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, বেলছাল ও চাকুলে, এই দশটী দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ১২॥০ সাড়ে বারসের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। জল ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—দশমূল মিলিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন পাক করিয়া নামাইবে পরে উহার সহিত জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশাইয়া পাক করিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ আছে, তখন উহা নামাইয়া ছাঁকিয়া তৎসহ দুগ্ধ ও দশমূলের ক্বাথ মিশ্রিত করতঃ পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈলের নস্য দ্বারা জ্বর ও অরুচি এবং মর্দ্দন দ্বারা শিরঃশূল নষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

দশমূলীতৈল ।

কটুতৈল /৪ সের। জল ১৬ সের, দুগ্ধ /৮ আট সের। ক্বাথার্থ - বেলমূলের ছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, কণ্টকারী ও বৃহতী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১২॥০ সাড়েবার সের, পাকনিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, এই অষ্টবর্গীয় দ্রব্য সকল কুট্টিত সমভাগে সমুদায়ে /১ একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে ঢালিয়া নিস্ফেন পাক করিয়া নামাইবে। পরে উক্ত তৈলসহ কল্কদ্রব্যগুলি ও জল মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ শেষ আছে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিটে গুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার সহিত ক্রমান্বয়ে দুগ্ধ ও ক্বাথ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে এবং শেষ পাকের লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইলে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল নস্য ও মর্দ্দনাদি দ্বারা ব্যবহার করিলে শিরোরোগ, বাতশূল, পিত্তশূল, কফশূল, ত্রিদোষজশূল, সূর্য্যাবর্ত্ত, অভিষ্যন্দ ও জলদোষ রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

স্বল্পদশমূলতৈল ।

কটুতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ - বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে সমস্তে ১২॥ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—বেল-

ধুস্তূরতৈলম্।

ধুস্তূরক্কাথ কল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। সন্নিপাতজ্বরশ্লেষ্ম-শোথশীর্ষার্ত্তিদাহনুৎ॥ কর্ণগ্রহহরং চাস্থিসন্ধিগ্রহবিনাশনম্॥ ৩৮॥

মধ্যমদশমূলতৈলম্।

দশমূলী করঞ্জশ্চ নির্গুণ্ডী চ জয়ন্তিকা। ধুস্তূরঃ ষট্পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষে রসে তৈলং কটুপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। তৎকল্কান্ দাপয়েত্তত্র ভাগান্ ষট্ তোলকান্ পৃথক্। বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং শিরোরোগং ব্যপোহতি॥ কাসং পঞ্চবিধং শোথং জীর্ণজ্বর মপোহতি। দশমূলমিদং তৈলং শিরঃকর্ণাক্ষিরোগনুৎ। মন্যাস্তম্ভমন্ত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ বিনাশয়েৎ। দশমূলমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥৩৯॥

ছাল শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। প্রথমে তৈল কটাহে ঢালিয়া নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। পরে উক্ত তৈলসহ জল ও কল্কদ্রব্যগুলি মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। তদনন্তর এই তৈল সহিত দশমূলের ক্বাথ মিশ্রিত করতঃ পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল মর্দ্দন ও নস্য দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস ও কাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

ধুস্তূরতৈল।

কটুতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ ধুতুরা কুট্টিত ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ধুতুরা কুট্টিত /১ একসের। প্রথমে তৈল কটাহে ঢালিয়া নিস্ফেন পাক করিয়া নামাইবে। তৎপরে এই তৈল সহ জল ও কল্কদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া উক্ত তৈলসহ ক্বাথ মিশাইয়া পুনরায় পাক করিতে থাকিবে এবং শেষপাকের লক্ষণ লক্ষিত হইলে উহা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, অস্থিগত বেদনা ও সন্ধিগতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

মধ্যম দশমূল তৈল।

কটুতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—বেলছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, শালপানী, চাকুলে, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপাতা, জয়ন্তীপাতা ও ধুতুরাপাতা, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৬ ছয়পল. পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—পূর্ব্বোক্ত বেলছালাদি ক্বাথ্য দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৬ পল। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া নিস্ফেন পাক করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ততৈলে জল ও কল্কদ্রব্যগুলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল লইয়া, উহার সহিত পুনরায় ক্বাথ মিশাইয়া পাকপূর্ব্বক নির্জ্জল হইলে বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে বাতশ্লেষ্মিত শিরোরোগ, পঞ্চবিধ কাস, শোথ, পুরাতনজ্বর, অক্ষিরোগ, কর্ণরোগ, মন্যাস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি (একশিরা, কোষবৃদ্ধি) ও শ্লীপদ (গোদ) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

কনকতৈলম্।

কনকার্কবলা দূর্ব্বা বাসকো বৈজয়ন্তিকা। নিগুণ্ডী পূতিকা ভার্গী শাখোটক পুনর্নবা॥ বদরী বিজয়াপত্রং শ্রীফলং বৃহতী তথা। চিত্রকঞ্চ স্নুহীমূলমগ্নিমন্থো ব্যড়ম্বকম্। ত্রিবৃদ্দন্তী মাগধী চ পত্রমারগ্বধস্য চ। প্রত্যেকং দ্বিপলঞ্চৈষাং গৃহ্নীয়াত্তৎক্ষণাদপি॥ জলদ্রোণে বিপক্কব্যং যাবৎপাদাবশেষিতম্। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য পাচয়েত্তীব্রবহ্নিনা॥ দ্রব্যাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কল্কিতানি প্রদাপয়েৎ। চক্ষুঃশূলং শিরঃশূলং শ্লীপদং মাংসরক্তজম্। আমবাতঞ্চ হৃচ্ছূলং বৃদ্ধিঞ্চ গলগণ্ডকম্। শোথং বাধির্য্যমুদরং কাসং হন্তি নসংশয়ঃ। দূর্ব্বায়াং পতিতে বিন্দৌ শুষ্কতাং যাতি তৎক্ষণাৎ। কনকাখ্যমিদং তৈলং কফরোগকুলান্তকম্॥ ৪০॥

(তন্ত্রান্তরে) মহাকনকতৈলম্।

কনকস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বর্ষাভুব স্তথা। নিগুণ্ডী স্বরসপ্রস্থং দশমূলরসস্য চ। তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্যত্নাদ্বিপাচয়েৎ। কল্কৈরর্দ্ধপলৈরেতৈঃ শুণ্ঠী মরিচসৈন্ধবৈঃ। পুনর্নবা কর্কটক শেলুত্বক্ পিপ্পলীযুগৈঃ। তৎসাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে পাত্রে নিধাপয়েৎ। বাতশ্লেষ্মকৃতং সর্ব্ব-

---

কনকতৈল।

কটুতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। ক্কাথার্থ—কনকধুতুরা, বেড়েলা (বাহিরকলী), আকন্দমূল, দূর্ব্বা, কনকছাল, জয়ন্তীপত্র, নিসিন্দাপাতা, ডহরকরঞ্জার ছাল, বামনহাটী, শেওড়াছাল, পুনর্নবা, কুলপাতা, সিদ্ধিপত্র, বেলমূলেরছাল, বৃহতী (ব্যাকুড়), চিতারমূল, মনসাসিজের মূল, গণীয়ারী মূল, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, ভণ্ডী (ভাঁটী), পিপুল ও সোঁদালপাতা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে কুট্টিত ২ পল বা ১৬ তোলা, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—পূর্ব্বোক্ত কনকধুতুরাদি ক্কাথ্যদ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। প্রথমতঃ তৈল কটাহে ঢালিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিয়া নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত তৈলসহ জল ও কল্কদ্রব্য গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সংযোগে পাক করিতে থাকিবে যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৈল লইয়া, পুনরায় ঐ তৈল সহিত ক্কাথ মিশ্রিত করতঃ পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে ছাকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে চক্ষুশূল, শিরঃশূল, শ্লীপদ, আমবাত, হৃদয়শূল, বৃদ্ধিরোগ, গলগণ্ডরোগ, শোথ, বাধির্য্য, উদররোগ, কাস ও কফরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে॥ ৪০॥

মহাকনকতৈল।

তন্ত্রান্তরে।

কটুতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ ষোলসের। কনকধুতুরাপাতার রস /৪ চারিসের, পুনর্নবার রস /৪ চারিসের, নিসিন্দাপাতার রস /৪ চারিসের, দশমূলের ক্কাথ /৪ চারিসের, পালিদামাদারের ক্কাথ /৪ চারিসের ও বরুণছালের ক্কাথ/৪ চারিসের। কল্কার্থ—শুণ্ঠি, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পুনর্নবা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পালিদাবৃক্ষের ছাল, পিপুল ও পিপুলমূল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৪ তোলা। প্রথমে তৈল কটাহে ঢালিয়া নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উক্ত তৈল সহ জল ও কল্কদ্রব্য সকল মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, যখন

মামবাতং ভগন্দরম্ ॥ সন্নিপাতভবং রোগং শোথমাশু বিনাশয়েৎ। যে কেচিদ্ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লৈষ্মিকাঃ সান্নিপাতিকাঃ ॥ তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ। ॥ ৪১ ॥

রুদ্রতৈলম্।

জৈপাল দ্রোণ ধুস্তূর শিগ্রুশক্রাশনস্য চ। সূর্য্যাবর্ত্তস্য সূর্য্যস্য পত্রাণাং স্বরসং পৃথক্। জম্বীর শৃঙ্গবেরস্য রসং দত্ত্বা সমং সমম্। কটুতৈলস্য পাত্রন্তু শোধয়িত্বা পচেদ্ভিষক্ ॥ রজনীদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা কট্ফলং কৃষ্ণজীরকম্। ত্রিকটুঃ পিপ্পলীমূলং শারীবে দ্বে বিড়ঙ্গকম্ ॥ রাস্না দারু বলা নিম্বং মুস্তকং চন্দনং তথা। পরুশূ দ্বৌ স্নুহীমূলং মূর্ব্বাপামার্গমূলকম্ ॥ স্বরসদ্রব্যমেতেষাং কল্কং দত্ত্বা তু পাদিকম্। মৃৎপাত্রে সুদৃঢ়ে চৈব পাচয়েত্তীব্রবহ্নিনা। বলাশমূর্দ্ধগণ্ডৈশ্চৈব নাশয়েত্রিদিনাৎ ধ্রুবম্ ॥ মুখকর্ণাক্ষিরোগাংশ্চ কফশোণিতসংস্রবান্ ॥ শিরোরোগ সন্নিপাতং শ্লীপদং গলগণ্ডকম্। অভ্যঙ্গান্নাশয়েদেতান্ পানাৎ কাসং ব্যপোহতি। কালাগ্নিরুদ্রেণ প্রোক্তং রুদ্রতৈলমিদং পুরা ॥ ৪২ ॥

দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল লইয়া ক্রমান্বয়ে কনক ধুতুরাপাতার রস প্রভৃতি তরল দ্রব্যগুলি দিয়া নির্জ্জল পাক পূর্ব্বক লইবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে বাতশ্লৈষ্মিকরোগ, আমবাত ভগন্দর, সান্নিপাতিকব্যাধি, শোথ, কফজনিতরোগ সকল এবং সন্ধিস্থানগত ব্যাধি সমূহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪১ ॥

রুদ্রতৈল।

কটুতৈল ১৬ সের। জল ১৬ সের। জয়পালের পাতার রস ১৬ ষোলসের, দ্রোণপুষ্পীর (ঘলঘসের) রস ১৬ সের, ধুতুরার রস ১৬ সের, সজিনাছালের রস ১৬ সের, সিদ্ধিপাতার রস বা কাথ ১৬ সের, জম্বীরলেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, হুড়হুড়ের রস ১৬ সের ও আকন্দপাতার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্ফল, কৃষ্ণজীরা, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল অনন্তমূল, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুথা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, মনসাসিজের মূল, সুচমুখী, আপাঙ্গমূল, গুন্ধমূলা, জয়পালমূল, দ্রোণপুষ্প, ধুতুরাপাতা, সজিনাপাতা, সিদ্ধিপাতা, হুড়হুড়েপাতা, আকন্দপাত্র, জম্বীরনেবু ও আদা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে কুট্টিত /৪ চারিসের। প্রথমে তৈল কটাহে চড়াইয়া নিস্ফেন পাক করিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত তৈলসহ জল ও কল্কদ্রব্য গুলি মিশ্রিত করতঃ পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ শেষ আছে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে ছাকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় উহার সহিত জয়পালের পাতার রসাদি তরল দ্রব্য সমুদায় ক্রমান্বয়ে মিশ্রিত করতঃ পাক করিতে করিতে নির্জ্জল অর্থাৎ শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গ দ্বারা কফ, ঊর্দ্ধগুরোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, কফজাতরোগ, রক্তজরোগ, শিরোরোগ, সন্নিপাত, শ্লীপদ, গলগণ্ডরোগ এবং পান করিলে কাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

তপ্তরাজতৈলম্।

নবনীনাং রসপ্রস্থং শিগ্রুধুস্তূরয়োস্তথা। বাসকস্য রসপ্রস্থং তথা নির্গুণ্ডিকার্কয়োঃ। দশমূলরসপ্রস্থং করঞ্জবলয়োস্তথা। পৃথগেতৈঃ পচেদ্ধীমান্ তৈলপ্রস্থঞ্চ সার্ষপম্॥ কল্কঃ কণা বলা শুণ্ঠী পিপ্পলীমূল-চিত্রকম্। কট্ফলং কনকং চব্যং জীরঞ্চ শতপুষ্পিকা। পুনর্নবা হরিদ্রা চ দেবদারু চ লাঙ্গলী। শুষ্কমূলক কুষ্ঠঞ্চ যাসকং কৃষ্ণজীর-কম্॥ স্নুহ্যর্কক্ষীরজৈপালমূলং নাগাদনং তথা। বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং ক্ষারং চন্দনং শিগ্রুমুৎপলম্। মরিচং মধুকং রাস্না শৃঙ্গীব্যাঘ্রী বরুণকম্। এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈ র্বিপচেৎ পাকবিদ্ভিষক্॥ অভ্যঙ্গাৎ শ্লৈষ্মিকং হন্তি পানাৎ কাসং ব্যপোহতি। শ্বয়থুশ্চোদরং শূলং শিরোরোগং সুদু-স্তরম্॥ শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্। ত্রয়োদশসন্নিপাতান্ বাতশ্লেষ্মগলগ্রহান্॥ একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্। সর্ব্বং শোথং নিহন্ত্যেব জ্বরং প্লীহানমেব চ॥ শ্লেষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং যথা। তপ্তরাজমিদং তৈলমূর্দ্ধজক্রগদাপহম্॥ (চিকিৎসারত্ন-সংগ্রহধৃতং॥) ৪৩॥

দ্বিতীয় তপ্তরাজ তৈলম।

ধুস্তূরং পূতিকং পীতা জয়ন্তী সিন্ধুবারকম্। শিরীষং হিজ্জলং শিগ্রু দশমূলং সমং ভবেৎ। প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় কটুতৈলং সমাংশকম্। জল-

---

তপ্তরাজতৈল।

(চিকিৎসারত্ন সংগ্রহ)।

সর্ষপতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। নবনী (নোয়াড়) রস /৪ সের, সজিনাছালের রস /৪ সের, ধুতুরাপাতার রস /৪ সের, বাসকছালের ক্বাথ /৪ সের, নিসিন্দাপাতার রস /৪সের, আকন্দপাতার রস /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ /৪ সের, করঞ্জার রস /৪ সের এবং বেড়েলার রস /৪ সের। কল্কার্থ - পিপুল, বেড়েলা, শুণ্ঠি, পিপুলমূল, চিতার মূল, কট্ফল, ধুতুরা, চই, জীরা, শলুফা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈষলাঙ্গুলিয়া, শুষ্কমূলা, কুড়, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, জয়পালের মূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, রক্তচন্দন, উৎপল, সজিনাছাল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণবৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। প্রথমে তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি দ্বারা পাক পূর্ব্বক নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উহার সহিত জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রণ পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উহার সহিত নোয়াড়-রসাদি তরল পদার্থগুলি দিয়া ক্রমান্বয়ে নির্জ্জল করিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। এই তৈল গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে কফরোগ এবং পান করিলে কাস, শোথ, উদররোগ, শূল, কর্ণশূল, সর্ব্ব প্রকার সন্নিপাত, বাতশ্লৈষ্মিকরোগ, বাতজ, পিত্তজ ও কফজাদিরোগ, শোথ, জ্বর, প্লীহা ও শ্লেষ্মরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়॥ ৪৩॥

দ্বিতীয় তপ্তরাজতৈল।

কটুতৈল /৪ সের। জল /৬ সের। ধুতুরাপাতা, ডহরকরঞ্জা, ঝিণ্টী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরীষ, হিজল, সজিনা এবং বেলছাল, শোণাছাল, গোক্ষুর, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী-

দ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥ গোমূত্রঞ্চাঢ়কং দত্ত্বা শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। মদনং ত্র্যূষণং কুষ্ঠমজাজী বিশ্বভেষজম্। কট্‌ফলং বরুণং মুস্ত হিঙ্গুলং বিল্বমেব চ। হরিতালং জবাপুষ্পমমৃতং কুনটী তথা। কর্কটং চন্দনং শিগ্রু যমানী ব্যাঘ্রপাদপি। এতেষাং কার্ষিকৈ র্ভাগৈঃ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ॥ তপ্তরাজমিতি খ্যাতং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্। সন্নিপাতং মহাঘোরং শিরোরোগং মহোত্তরম্॥ শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্। জ্বরং দাহং মহাঘোরং স্বেদঞ্চৈব মহোত্তরম্॥ কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমপীনসম্। ত্রয়োদশসন্নিপাতং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ॥ ৪৪॥

বৃহৎকিঙ্কিণীতৈলম্॥

কিঙ্কিণীপ্রস্থমেকঞ্চ প্রস্থং সহচরস্য চ। কৃষ্ণধুস্তুরকপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ সিন্ধুবারকম্॥ পঞ্চপাত্রং জলং দত্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ। তৈলপ্রস্থং বিপক্তব্যং দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥ যষ্টিকণা পয়োদঞ্চ গন্ধকং কুষ্ঠমেব চ। সমুদ্রান্তা তথা শৃঙ্গী কিঙ্কিণীবীজস্বর্ণকম্॥ রাস্না মধুরিকা ঝিণ্টী মূলমীশ্বরমেব চ। বিষমাধুকমঞ্জিষ্ঠাশোভাঞ্জনত্বচং তথা॥ এষাং কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব পিষ্টা চৈব সমাবপেৎ। নিহন্তি পূতি-

ছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই দশমূল প্রত্যেকে /২ দুই সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—মদনফল, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুণ্ঠী, কটফল, বরুণবৃক্ষের ছাল, মুথা, হিঙ্গুল, বেলমূলের ছাল, হরিতাল, জবাপুষ্প, অমৃত বিষ, মনঃশিলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বঁইচমূল, এই সকল বস্তু সমানভাগে প্রত্যেকে ২ দুইতোলা। প্রথমতঃ তৈল কটাহে চড়াইয়া মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন পাক করিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত তৈল সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশাইয়া পাক করিতে করিতে যখন অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ক্বাথ সহ পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গ দ্বারা সন্নিপাত, শিরোরোগ, শিরঃশূল, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জ্বর, দাহ, ঘর্ম্ম, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক ও পীনসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪০॥

বৃহৎ কিঙ্কিণীতৈল।

সর্ষপতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—হুড়হুড়ে /২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের; ঝিণ্টী /২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের, শেষ /৪ সের; কালধুতুরা /২ দুইসের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; নিসিন্দা /২ দুইসের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ চারিসের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল, মুথা, গন্ধক, কুড়, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, হুড়হুড়েবীজ, ধুতুরাবীজ, রাস্না, মৌরী, ঝিণ্টীমূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বিষমাধুক (বিগমা), মঞ্জিষ্ঠা ও সজিনাছাল, এই সকল কুট্টিত প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা। প্রথমতঃ তৈল কটাহে ঢালিয়া অগ্নিতে নিষ্ফেন পাক করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত তৈলসহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করতঃ পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে। অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার হুড়হুড়ে প্রভৃতির ক্বাথ সহিত পাক পূর্ব্বক নির্জ্জল হইলে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল

কর্ণঞ্চ কর্ণস্রাবং সকণ্ডুকম্ ॥ কর্ণনাদং কর্ণশোথং বাধির্য্যং দারুণং তথা। শিরোরোগং নেত্ররোগং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্ ॥ ৪৫ ॥

অৰ্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বরঃ।

বরাটং টঙ্গণং শুদ্ধং পঞ্চভাগসমন্বিতম্। নবভাগং মরিচস্য বিষভাগত্রয়ং মতম্ ॥ স্তন্যেন বটিকাং কৃত্বা নস্যং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। শিরোবিকারান্ বিবিধান্ হন্তি শ্লেষ্মোত্তরানপি ॥ নস্যে প্রযোজ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররসঃ।

পলং রসং পলং গন্ধং পলং লৌহং পলং রবিঃ। গুগ্‌গুলোঃ পলচত্বারি তদৰ্দ্ধং ত্রিফলারজঃ ॥ কুষ্ঠং মধুকণা শুণ্ঠী গোক্ষুরং ক্রিমিনাশনম্। দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং তোলকং বস্ত্রশোধিতম্ ॥ ক্বাথেন দশমূল্যাশ্চ যথাংশং পরিভাবয়েৎ। ঘৃতযোগাৎ প্রকর্ত্তব্যা মাষিকা বটিকা শুভা ॥ ছাগীদুগ্ধানুপানেন পয়সামধুনাথ বা। শিরঃশূলাদ্রিবজ্রোঽয়ং চণ্ডনাথেন ভাষিতঃ ॥ একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজনিতং তথা। বাতিকং পৈত্তিকং সর্ব্বং শিরোরোগং বিনাশয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রসঃ।

গন্ধকং পারদং চাভ্রং ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়ং। শটী শৃঙ্গী যমানী চ পুষ্করং রামঠং তথা। সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ টঙ্গণং গজপিপ্পলী। জাতীকোষাজমোদা চ লৌহং যাস লবঙ্গকম্ ॥ ধুস্তূরবীজ জৈপালং কটফলং

ব্যবহার করিলে পূতিকর্ণ, কর্ণস্রাব, কণ্ডু, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, বাধির্য্য, শিরোরোগ, নেত্ররোগ মন্যাস্তম্ভ ও গলগ্রহ নিবারিত হয় ॥ ৪৫ ॥

অৰ্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বর।

কড়িভস্ম চূর্ণ ২৷৷৹ তোলা, সোহাগার খৈচূর্ণ ২৷৷৹ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪৷৷৹ সাড়ে চারিতোলা ও অমৃতবিষ চূর্ণ ১৷৷৹ দেড়তোলা,। এই সকল মিশ্রণ পূর্ব্বক স্তনদুগ্ধ সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক এক-আনা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকার নস্য গ্রহণ করিলে কফজাত শিরোরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

শিরঃশূলাদ্রিবজ্র রস।

পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা অর্থাৎ কজ্জলী ১৬ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তাম্রভস্ম ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ৪ চারিপল অর্থাৎ ৩২ তোলা, ত্রিফলা চূর্ণ ১৬ তোলা, কুড় ১ তোলা, যষ্টিমধু ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, শুন্ঠি ১ তোলা, গোক্ষুর ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, বেলছাল ১ তোলা, শোণাছাল ১ তোলা, গাম্ভারী ১ তোলা, পারুল ১ তোলা, গণিয়ারী ১ তোলা, বৃহতী ১ তোলা, চাকুলে ১ তোলা, কণ্টকারী ১ তোলা, শালপাণী ১ তোলা এবং গোক্ষুর ১ তোলা,এই সকল একত্র চূর্ণ করতঃ উত্তমরূপে মৰ্দ্দন পূর্ব্বক দশমূলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ঘৃত সহ পেষণ করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ছাগদুগ্ধ, জল অথবা মধু অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস।

গন্ধক, পারদ, অভ্র, শুন্ঠি, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, (যৈন), পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, গজপিপুল, জৈত্রী, বনযমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুতুরাবীজ, জয়পালবীজ, কট্‌ফল ও চিতামূল,

চিত্রকং তথা। প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ। পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্টং পাষাণমুদ্গরৈঃ। বিল্বমূলরসং দত্বা চার্কচিত্রকদন্তিকা॥ শিখরী ফঞ্জিকা বাসা নির্গুণ্ডী গণিকারিকা। ধুস্তূর কৃষ্ণজীরঞ্চ পারিভদ্রকপিপ্পলী॥ কণ্টকার্য্যার্দ্রয়োশ্চৈব মূলান্যেতানি দাপয়েৎ। এষাং মূলরসং দত্বা ঘৃষ্টমাতপশোষিতম্॥ গুঞ্জা প্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্। চতুর্ব্বিধবটীং খাদেন্নিত্যমার্দ্রকবারিণা। উষ্ণোতোয়ানুপানেন শ্লেষ্মব্যাধিং ব্যপোহতি। বিংশতি শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব শিরোরোগাংশ্চ দারুণান্। প্রমেহান্ বিংশতিশ্চৈব পঞ্চগুল্মনিসূদনম্। উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চাপ্যামবাতবিনাশনম্॥ পঞ্চপাণ্ড্বাময়ান্ হন্তি ক্রিমিস্থৌল্যাময়াপহম্। সোদাবর্ত্তং জ্বরং কুষ্ঠং গাত্রকণ্ড্বাময়াপহম্। যথা শুষ্কেন্ধনে বহ্নি স্তথা বহ্নিবিবর্দ্ধনঃ। শ্লেষ্মাময়িকৃপাহতো রসেন্দ্রো মুনিভাষিতঃ॥ শ্লেষ্মশৈলেন্দ্রকো নাম রসেন্দ্রো গুড়িকাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৮॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শিরোরোগ চিকিৎসা।

এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করতঃ বেলমূলের রসে মর্দ্দন করিবে; তৎপরে আকন্দ, চিতা, দন্তী, আপাং, বামনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, গনিকারী, ধুতুরা, কৃষ্ণজীরা, পালিদামাদার, পিপুল, কণ্টকারী ও আদা, ইহাদের প্রত্যেকের মূল ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মর্দ্দিত দ্রব্য সহ মিশ্রিত করিয়া আকন্দ, চিতা প্রভৃতির মূলের রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক আতপে শুষ্ক করতঃ ১ পল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী ৪টী মাত্র আদার রসের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ উষ্ণজল সহ পান করিলে ২৯ প্রকার শ্লেষ্মরোগ, শিরোরোগ সকল, ২০ প্রকার প্রমেহ, ৫ প্রকার গুল্ম, উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি (কোষবৃদ্ধি), আমবাত, পাণ্ডু, ক্রিমি, স্থৌল্য (মেদ), উদাবর্ত্ত, জ্বর, কুষ্ঠ ও গাত্রকণ্ডু (চুলকনা) বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

ইতি শিরোরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা।

আদৌ প্রদরে।

দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলম্। পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥১॥ পিবেদৈণেয়কং রক্তং শর্করা মধুসংযুতম্॥২॥

স্ত্রীরোগাধিকার।

প্রদররোগের চিকিৎসা।

সচল লবণ, জীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় দধি ও মধু সহ সেবন করিলে বাতজনিত প্রদররোগ বিনষ্ট হয়॥ ১॥

এণের (হরিণ বিশেষের) রক্ত চিনি ও মধু সহ পান করিলে ৩ দিনের মধ্যে প্রদররোগ বিনষ্ট হয়॥ ২॥

কুশমূলং সমুদ্ধৃত্যং পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা এতৎপীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

দার্ব্ব্যাদিঃ।

দার্ব্বী রসাঞ্জন বৃষাব্দ কিরাতবিল্বভল্লাতকৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ। পীতো জয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলং পীতো সিতারুণবিলোহিতনীল-শুক্লম্ ॥ ৪ ॥

অশোকক্ষীরং।

অশোকবল্কলক্কাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্। যথাবলং পিবেৎপ্রাতস্তীব্রা-সৃগ্দরনাশনন্ ॥ ৫ ॥
ক্ষৌদ্রযুক্তং ফলরসং কোষ্ঠোডুম্বরজং পিবেৎ। অসৃগ্দরবিনাশায় সশর্করপয়োঽন্নভুক্ ॥ ৬ ॥ প্রদরং হন্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন সংযুতং পীতম্ ৭ ॥ কুশবাট্যালকমূলং তণ্ডুলসলিলেন রক্তাখ্যম্ ॥ ৮ ॥ গুড়েন বদরীচূর্ণমসৃগ্দরবিনাশনম্ ॥ ৯ ॥ গুড়েন বদরীচূর্ণং মোচমামং তথা পয়ঃ। পীতা লাক্ষা চ সঘৃতা পৃথক্ প্রদরনাশনা ॥ ১০ ॥ রক্ত-পিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ। রক্তাতিসারবচ্চাথ রক্তার্শোব-ত্তথৈব চ ॥ ১১ ॥ অসৃগ্দরে বিশেষেণ কুটজাষ্টক ইষ্যতে ॥ ১২ ॥

কুশের মূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে ৩ দিনের মধ্যেই প্রদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

দার্ব্ব্যাদি।

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসকমূলের ছাল, মুথা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও শোধিত ভেলার আঠী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ক্কাথ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অত্যন্ত প্রবল সশূল পীতবর্ণ, রক্তবর্ণাদি সর্ব্ব প্রকার প্রদর নিবারিত হয় ॥ ৪ ॥

অশোকক্ষীর।

কুট্টিত অশোকমূলের ছাল ২ দুইতোলা, জল ।।৵০ দেড়পোয়া, দুগ্ধ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া। ইহা দুগ্ধাবশিষ্ট পাক করিয়া, তাহা পান করিলে প্রবল প্রদররোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যজ্ঞডুমুর ফলের রস মধুর সহিত পান করিলে এবং চিনি ও দুগ্ধ সহযোগে অন্নভোজন করিলে প্রদররোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বেড়েলার মূল ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে প্রদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥৭॥

কুশমূল ও বেড়েলার মূল সমান ভাগে লইয়া তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করতঃ সেবন করিলে রক্তপ্রদর রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

কুলশুঁঠ চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্রদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গুড়ের সহিত কুলশুঁঠ চূর্ণ সেবন করিলে অথবা কাঁচাকদলী দুগ্ধসহ সেবন করিলে কিম্বা ঘৃত সহযোগে লাক্ষা সেবন করিলে প্রদররোগ নিবারিত হয় ॥ ১০ ॥

প্রদররোগে রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার ও রক্তার্শের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয় জানিবে ॥১১॥

অতিসারোক্ত কুটজাষ্টক ঔষধ প্রদররোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

রোহিতকমূলকল্কং পাণ্ডুরেঽসৃগ্দরে পিবেৎ ॥ ১৩ ॥ জলেনামলকীবীজকল্কং বা সসিতামধু ॥ ১৪ ॥ ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যা মধুদ্রবম্। কাকজানুকমূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা। পাণ্ডুপ্রদর শান্ত্যর্থং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা ॥ ১৫ ॥ শর্করা মধুকং শুণ্ঠী তৈলং দধি চ তৎসমম্। খজেন মথিতং পীতং হন্যাদ্বাতোত্থিতং রজঃ ॥ ১৬ ॥ বাসকস্বরসং পিত্তে গুড়ূচ্যা রসমেব বা ॥ ১৭ ॥ ধাত্রীরসং সিতাযুক্তং যোনিদাহাপহং পিবেৎ ॥১৮॥ ভূম্যামলকচূর্ণন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা। দিনত্রয়ান্তরেণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৯ ॥

অশোকঘৃতম্।

অশোকবল্কলপ্রস্থং তোয়াঢ়কবিপাচিতম্। পাদশেষেন ঘৃতপ্রস্থং জীরকক্কাথসংযুতম্। তণ্ডুলাম্বুত্বজাক্ষীরং ঘৃততুল্যং প্রদাপয়েৎ। তথৈব কেশরাজস্য প্রস্থমেকং ভিষগ্বরঃ। জীবনীয়ৈঃ পিয়ালৈস্তু পরূষৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ। যষ্ট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ মৃদ্বীকা চ শতাবরী। তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কল্কৈরেভিঃ পলার্দ্ধিকৈঃ ॥ শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ সিদ্ধশীতে

রোহিতক (রয়না, রোড়া) বৃক্ষের মূল জল সহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে পাণ্ডুবর্ণ প্রদর উপশমিত হয় ॥ ১৩ ॥

আমলকীবীজ জল সহ বাটিয়া চিনি ও মধু সহযোগে সেবন করিলে পাণ্ডু প্রদর নিবারিত হয় ॥ ১৪ ॥

২ দুইতোলা ধাইফুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বা ২ তোলা আমলকী চূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে কিংবা কাকজঙ্ঘার মূল চূর্ণ ২দুইতোলা তণ্ডুলোদক সহ অথবা ২ দুইতোলা কার্পাসের মূল তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে পাণ্ডুপ্রদর উপশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু চূর্ণ, শুণ্ঠীচূর্ণ, তিলতৈল ও দধি, এই সকল সমান ভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ মন্থন করিয়া সেবন করিলে বাতজ প্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

বাসকপাতার রস ২ তোলা অথবা গুলঞ্চের রস ২ তোলা পান করিলে পিত্তজনিত প্রদররোগ নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥

আমলকীর রস ২ দুই তোলা মাত্রায় চিনির সহিত পান করিলে যোনিদাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ভুঁই আম্‌লা চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে তণ্ডুলোদক (চাউল ভিজান, চালনীজল) জল সহযোগে সেবন করিলে শীঘ্র প্রদরাদি স্ত্রীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অশোকঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। জল ১৬ ষোলসের। ক্কাথার্থ—অশোকছাল /২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের; জীরা /২ দুইসের. জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, তণ্ডুলোদক /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, কেশুরিয়ার রস /৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, রসাঞ্জন, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী মাষাণী, জীবন্তী, পিয়ালবীজ, পরূষফল, কিসমিস্, যষ্টিমধু, শতাবরী ও চাঁপানটের মূল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা এবং চিনি /১ একসের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে চাপাইয়া মৃদু অগ্নি দ্বারা নিস্ফেন পাক করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উক্ত ঘৃতসহ কল্কদ্রব্য সকল ও জল মিশাইয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্পমাত্র জলীয়াংশ আছে, তখন উহা

প্রদাপয়েৎ। পীতমেতদ্ ঘৃতং হন্তি সর্ব্বদোষসমুদ্ভবম্॥ শ্বেতং নীলং তথা কৃষ্ণং প্রদরং হন্তি দুস্তরম্। কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥ মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃশতাং শ্বাসকাসকম্। আয়ুঃ পুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥ দেয়মেতৎপরং সর্পি র্বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥ ২০॥

ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতম্।

ন্যগ্রোধাশ্বত্থপার্থামৃতবৃষ কটুকা প্লক্ষজম্বু পিয়ালাঃ। শ্যোণাকোড়ুম্বরাখ্যা মধুকতরুবলা বেতসং কেন্দুনীপৌ। রোহিতং পীতসারং বিধিবিহিতমতং সর্ব্বমেষাং তরূণাং। প্রত্যেকং বল্কলং তদ্দ্বগপলমখিলং ক্ষোদয়িত্বা ভিষগ্ভিঃ। ক্বাথ্যং দ্রোণাম্ভসা তৎদৃঢ়বিমলকটাহেঽপি পাদাবশেষং। সর্পিঃ প্রস্থস্তু পাচ্যং পচনকুশলিনা মন্দমন্দানলেন॥ প্রস্থং ধাত্রীরসানাং বিধিবিহিতজলপ্রস্থমেকঞ্চ শালে। দত্ত্বা ত্র্যক্ষস্তু কল্কং মধুকমপিমধোঃ পুষ্পখর্জ্জুরদার্ব্বী। জীবন্তী কাশ্মরীণাং ফলমপি কাকোলীযুগ্মং রক্তাখ্যং। চন্দনং যত্তদপরমমলং চাঞ্জনং শারিবা চ। ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতং হ্যেতৎ দেহং প্রাপ্যামৃতায়তে॥ দুস্তরং প্রদরং হন্তি নীলং রক্তং সিতাসিতম্। যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্। অঙ্গদাহং যোনিদাহমক্ষিকুক্ষিভবঞ্চ যম্। মন্দদৃষ্টিমশ্রুপাতং তিমিরং বাতসম্ভবম্॥ আধ্মানানাহ শূলঘ্নং বাতপিত্তপ্রকোপজিৎ।

ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার সহিত অশোক ছালের কাথাদি তরল দ্রব্যগুলি ক্রমান্বয়ে দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইলে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত /১ একসের চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত অগ্নির বলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বদোষজ নীল, পীত, শ্বেতাদি প্রদর, কুক্ষিশূল, কটীশূল, যোনিশূল, মন্দাগ্নি, অরুচি, পাণ্ডু, কৃশতা, শ্বাস ও কাশরোগ বিনষ্ট হইয়া আয়ু, পুষ্টি, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে জানিবে॥ ২০॥

ন্যগ্রোধাদ্যঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪সের। জল ১৬ সের। আমলকীর রস /৪ সের। শালিধান্যের মূলের কাথ /৪ সের। ক্বাথার্থ—বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, শোণাক, যজ্ঞডুমুর, মৌলবৃক্ষ, বেড়েলা, বেতস, কেন্দু, কদম, রোহিতক (রয়না), পীতসার (পিয়াসাল), এই সকলের প্রত্যেকের ছাল কুট্টিত ২ দুইপল, জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মধুপুষ্প (মোয়াফুল, মৌলফুল), পিণ্ডখেজুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তী, গাম্ভারীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসাঞ্জন ও অনন্তমূল, এই সকল পদার্থ কুট্টিত প্রত্যেকে ৬ ছয়তোলা। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে চড়াইয়া নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে জল ও কল্কদ্রব্য উক্ত ঘৃতে দিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার আমলকীর রসাদি তরল দ্রব্যগুলি সহ ক্রমান্বয়ে পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, অঙ্গদাহ,-যোনিদাহ, অক্ষিরোগ, কুক্ষিরোগ, মন্দবৃদ্ধিতা, অশ্রু-

অম্লপিত্তঞ্চ পিত্তঞ্চ যোনিরোগং বিনাশয়েৎ। দৃষ্টিপ্রসাদজননং বল-বর্ণাগ্নিকারকম্। পৈত্তিকে ॥ ২১ ॥

চন্দনাদিচূর্ণম্।

চন্দনং নলদং লোধ্রমুশীরং পদ্মকেশরম্। নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্র-মুস্তঞ্চ শর্করা ॥ হ্রীবেরঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলং ত্বচম্। শৃঙ্গবেরং সাতিবিষা ধাতকী চ রসাঞ্জনম্ ॥ আম্রাস্থি জম্বুসারাস্থি তথা মোচ-রসোদ্ভবঃ। নীলোৎপলং সমঙ্গা চ সূক্ষ্মৈলা দাড়িমোদ্ভবম্। চতুর্ব্বিং-শতিমেতানি সমভাগানি কারয়েৎ। তণ্ডুলোদকসংযুক্তং মধুনাসহ যোজয়েৎ। চতুঃপ্রকারং প্রদরং রক্তাতীসারমুল্বণম্। রক্তার্শাংসি নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং যথা ॥ অশ্বিন্যোঃ সম্মতো যোগো রক্তপিত্ত-নিবর্হণঃ। (এতানি চূর্ণানি সমভাগানি একীকৃত্য মাষকচতুষ্টয়ং কৃত্বা তণ্ডুলোদকেন মধুনা চ সহ যোজয়েৎ) ॥ ২২ ॥

প্রদরারিলৌহম্।

বৎসকস্য তুলাং সম্যক্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ ॥ বস্ত্রপূতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ। সমঙ্গা শাল্মলং পাঠা বিল্বং মুস্তঞ্চ ধাতকী ॥ অরুণাব্যোমকং লৌহং প্রত্যেকন্তু পলং পলম্। কোলমাত্রাং প্রযুঞ্জীত কুশমূলং প্রয়োহ্বনু ॥ শ্বেতং রক্তং তথা নীলং পীতং প্রদরদুস্তরম্। কুক্ষিশূলং কটীশূলং দেহ-শূলঞ্চ সর্ব্বগম্ ॥ প্রদরারিরয়ং লৌহো হন্তি রোগান সুদুস্তরান্। আয়ুঃপুষ্টিকরশ্চৈব বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৩ ॥

পাত, বাতজতিমির, আধ্মান, আনাহ, শূল, বাতপিত্ত প্রকোপ, অম্লপিত্ত ও পিত্তরোগ নিবারিত হইয়া দৃষ্টিপ্রসন্ন ও বলবর্ণাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

চন্দনাদিচূর্ণ।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণারমূল, পদ্মকেশর, নাগকেশর, বেলশুঁঠ, মূথা, চিনি, বালা, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, শুণ্ঠী, আতৈস, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আঁবের আঠী, জামের আঠি, মোচরস, নীলোৎপল, বরাক্রান্তা, ছোটএলাচি ও দাড়িমফলের ছাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ ৪ মাষা পরিমাণে মধু ও তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে চারি প্রকার প্রদর, রক্তাতিসার, রক্তার্শ এবং রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

প্রদরারি লৌহ।

কুড়চি ছাল ১২॥০ সাড়ে বার, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ৵৮ আটসের, এই ক্বাথ বস্ত্র দ্বারা উত্তম রূপে ছাকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে যখন লেহবৎ ঘন হইবে, তখন উহার সহিত বরাহক্রান্তা, মোচরস, আকনাদী, বেলশুঁঠ, মুথা, ধাইফুল, অরুণা (আতইচ), ব্যোমক (অভ্র) ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ আলোড়ন করিয়া লইবে। এই প্রদরারি লৌহ ঔষধ কুলআটীর প্রমাণ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কুশের মূল জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, নীলপ্রদর, পীতপ্রদর, কুক্ষিশূল, কটীশূল ও দেহশূল বিনষ্ট হয় এবং আয়ু, পুষ্টি, বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

পুষ্যানুগং চূর্ণম্।

পাঠা জম্ব্বাম্রয়োর্ম্মধ্যং শিলাভেদং রসাঞ্জনম্। অম্বষ্ঠকী মোচরসঃ সমঙ্গা পদ্মকেশরং। বাহ্লীকাতিবিষা মুস্তং বিল্বং লোধ্রং সগৈরিকং। কট্‌ফলং মরিচং শুণ্ঠী মৃদ্বিকা রক্তচন্দনং। কট্বঙ্গবৎসকানন্তা ধাতকীমধুকার্জ্জুনং। পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥ তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তং পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা। অসৃগ্দরাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে। দোষাগন্তুকৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চ নাশয়েৎ। যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতং নীলং সপীতকং॥ স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ তৎপ্রসহ্য নিবর্ত্তয়েৎ। অর্শঃসু চাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥ চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয়পূজিতম্। অম্বষ্ঠা দক্ষিণে খ্যাতা গৃহ্নন্ত্যন্যে তু লক্ষণাম্॥ ২৪॥

শীতকল্যাণকং ঘৃতম্।

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমং রক্তশালয়ঃ। মুদ্গপর্ণী পয়স্যা চ কাশ্মরী মধুযষ্টিকা॥ বলাতিবলয়োর্ম্মূলমুৎপলং তালমস্তকম্। বিদারী শতপুত্রী চ শালপর্ণী সজীবকা॥ ফলং ত্রপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলম্। এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্। পানীয়ং দ্বিগুণং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। প্রদরে রক্তগুল্মে চ রক্তপিত্তে হলীমকে॥ বহুরূপঞ্চ যৎপিত্তং কামলাবাতশোণিতে। অরোচকে জ্বরে জীর্ণে

পুষ্যানুগচূর্ণ।

আকনাদী, আঁবের আঁটীর শস্য, জামের আঁটীর শাঁস, পাষাণভেদী, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠকী (অভাবে আকনাদী বা লক্ষণামূল), মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, বাহ্লীক (কুঙ্কুম), আতইস, মুথা, বেলশুঁঠ, লোধ, গেরিমাটী, কট্‌ফল, মরিচ, শুণ্ঠি, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোণাছাল, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু, কুড়চিছাল ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, এই সকল পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ /০ এক আনা মাত্রার মধু ও তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে অসৃগ্দর, রক্তাতিসার, দোষজ বা আগন্তুক স্ত্রীরোগ সমূহ, যোনিদোষ, শ্বেত, নীলাদি রজোদোষ ও অর্শ প্রভৃতিরোগ বিনষ্ট হয়। ২৪।

শীতকল্যাণকঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। জল /৮ আটসের। গব্যদুগ্ধ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ রক্তকুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, গোধূম, রক্তশালিধান্যের মূল, মুগানী, পয়স্যা (ক্ষীরকাকালী), গাম্ভারী ফল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, অতিবলা (গোরক্ষ চাকুলের মূল), নীলোৎপল, তালমস্তক (তালেরমাথী), বিদারী (ভূঁইকুমড়া), শতপুত্রী (শতাবরী), শালপর্ণী (শালপানী), জীবক, ফল অর্থাৎ ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া), ত্রপুষবীজ (শশারদানা) ও অপক্ককদলী ফল, এই সকল পদার্থ কুট্টিত সমান ভাগে সমস্তে ৪ তোলা। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে চাপাইয়া নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উক্ত ঘৃত সহ জল ও কল্কদ্রব্য গুলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহা বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া সিটে গুলি বাদ দিয়া পুনর্ব্বার দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ করতঃ ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত ।• সিকি তোলা পরিমাণে দুগ্ধাদি

পাণ্ডুরোগে মদে ভ্রমে ॥ তরুণী চাল্পপুষ্পা যা যা চ গর্ভং ন বিন্দতি। অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং ভবতি প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৫ ॥

মধুকাদ্যবলেহঃ।

মধুকং চন্দনং লাক্ষাং রক্তোৎপলরসাঞ্জনম। কুশবীরণয়োর্ম্মূলং বলা-বাসকয়ো স্তথা। কোলমজ্জাম্বুদং বিল্বং পিচ্ছা দার্ব্বী চ ধাতকী। অশোকবল্কলং দ্রাক্ষা জবাকুসুমমস্ফুটম্। আম্রজম্বুকিশলয়ং কোমলং নলিনীদলম্ ॥ শতাবরী বিদারী চ রজতং লৌহমভ্রকং ॥ এষাং কোলমিতং চূর্ণং দ্বিগুণা সিতশর্করা। বরীরসস্য প্রস্থার্দ্ধে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা। ঘনীভূতে ক্ষিপেচ্চূর্ণং শীতীভূতে পলং মধু। মধুকাদ্য-বলেহোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ ॥ দুস্তরং প্রদরং হন্তি নানাবর্ণং সবেদনং। যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহং। রক্তাতিসারং রক্তার্শো রক্তপিত্তং চিরোদ্ভবং। মূত্ররোগানশেষাংশ্চ দাহং মোহং বমিং ভ্রমিং ॥ নাশয়েন্নাত্রসন্দেহো ভাস্কর স্তিমিরং যথা ॥ ২৬ ॥ বাসাকষায়সহিতং রসভস্মপ্রযোজিতম্। প্রদরং হন্তি বেগেন সক্ষৌদ্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ রক্তপিত্তহরঃ সর্ব্বঃ প্রদরে নূতনে বিধিঃ। রক্তাতিসারযোগশ্চ সর্ব্বমত্র প্রযোজয়েৎ। ইতি সারকৌমুদ্যাম্ ॥ ২৮ ॥

উৎপলাদিঃ।

কন্দঃ রক্তোৎপলস্যাথ রক্তকার্পাসমূলকম্। করবীরস্য চ মূলানি তথা

অনুপানে সেবন করিলে প্রদর, রক্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, হলীমক, বহুরূপ পিত্ত, কামলা, বাতরক্ত, অরুচি, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুরোগ, মদাত্যয় ও ভ্রমরোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহাদ্বারা অল্পরজঃসম্পন্না ও বন্ধ্যানারীগণের সমধিক উপকার সংসাধিত ও প্রতিনিয়ত আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। ২৫।

মধুকাদ্যবলেহ।

৫২ তোলা ইক্ষুচিনি ও /২ দুইসের শতাবরীর রস একত্র পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে উহা লেহবৎ ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা, রক্তোৎপল,রসাঞ্জন, কুশের মূল, বীরণ (বেণা) মূল, বেড়েলার মূল, বাসকমূল, কুলের মজ্জা, মুথা, বেলশুঁঠ, মোচরস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল অশোক ছাল, দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্), জবাফুলের কুড়ি, আঁবের কচিপাতা, জামের কচিপাতা, কোমলপদ্মপাতা, শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রৌপ্য, লৌহ ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ কোল (১ তোলা) মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিয়া লইবে। এবং শীতল হইলে উহার সহিত ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই মধুকাদ্যব-লেহ ঔষধ প্রত্যহ ।০ সিকি তোলা পরিমাণে দুগ্ধাদি অনুপান সহ সেবন করিলে নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বাতশূল, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, মূত্ররোগ, দাহ, মোহ, বমি ও ভ্রমিরোগ বিনষ্ট হয়। ২৬।

কুট্টিত বাসক মূলের ছাল ২ দুইতোলা, পাকনিমিত্ত জল অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক তৎসহ ২ দুইরতি রসসিন্দুর মিশ্রিত করত মধুপ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই প্রদররোগ প্রশমিত হয়। ২৭।

প্রদররোগের প্রথমাবস্থায় রক্তপিত্তনাশক ও রক্তাতিসারনাশক চিকিৎসা করিতে হয় ॥ ২৮ ॥

উৎপলাদি।

রক্তোৎপলের মূল, রক্তকাপাসের মূল, রক্তকরবীরের মূল, রক্তজবাফুলের মূল, বকুলবৃক্ষের

রক্তোড়ুম্বমূলকম্ ॥ বকুলস্য তথা মূলং গন্ধমাতৃকজীরকৌ। রক্তচন্দনকং চৈব সমভাগঞ্চ কারয়েৎ ॥ তণ্ডুলোদকসংপিষ্টং রক্তমূত্রায় দাপয়েৎ। যোনিশূলং কটীশূলং কুক্ষিশূলঞ্চ নাশয়েৎ। যোনিশূলহরঃ প্রোক্ত উৎপলাদি র্ন সংশয়ঃ। তণ্ডুলোদকেন গোলয়িত্বা পেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

মূলঞ্চ শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা। পীত্বা চ কর্ষমাত্রস্তু অতিরক্তং প্রশান্তয়েৎ ॥ ৩০ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং প্রদররোগচিকিৎসা।

মূল, গন্ধমাতৃকা (সুগন্ধিবণিকদ্রব্যবিশেষ), জীরক ও রক্তচন্দন, এই সকল সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ তণ্ডুলোদক সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে রক্তমূত্র, যোনিশূল, কটী-শূল ও কুক্ষিশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

শরপুঙ্খার মূল ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করতঃ সেবন করিলে অত্যন্ত রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

ইতি প্রদররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

যোনিব্যাপৎ-চিকিৎসা।

যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্ম বাতজিৎ। বস্ত্যভ্যঙ্গ পরীষেক প্রলেপ পিচুধারণম্ ॥ ১ ॥

বচাদিঃ।

বচোপকুঞ্চিকাজাজী কৃষ্ণা বৃষকসৈন্ধবম্। অজমোদাযবক্ষারচিত্রকং শর্করান্বিতম্ ॥ পিষ্ট্বা প্রসন্নয়ালোড্য খাদেত্তদ্‌ঘৃতভর্জ্জিতম্। যোনি-ব্যাপত্তিহৃদ্রোগ গুল্মার্শো বিনিবৃত্তয়ে ॥ ২ ॥ গুড়ূচী ত্রিফলা দন্তী-ক্বাথৈশ্চ পরিষেচনম্ ॥ ৩ ॥

যোনিব্যাপৎ (যোনিজাত রোগ সমূহ) চিকিৎসা।

যোনিব্যাপৎ অর্থাৎ যোনিজাত রোগে বায়ু নাশক চিকিৎসা, বস্তি (উত্তর বস্তি), অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও যোনি মধ্যে নিম্ব তৈলাক্ত পিচু (তুলা বা বস্ত্রখণ্ড) ধারণ প্রযোজ্য ॥ ১ ॥

বচাদি।

বচ, উপকুঞ্চিকা (কৃষ্ণজীরা), আজাজী (জীরা), কৃষ্ণা (পিপুল), বাসকমূল, সৈন্ধবলবণ, অজমোদা (বনযমানী), যবক্ষার, চিতার মূল ও ইক্ষুচিনি, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করতঃ প্রসন্না (মদ্যোপরিস্থ স্বচ্ছভাগ) সহ আলোড়ন করিয়া ঘৃতে সন্তলন পূর্ব্বক সেবন করিলে যোনিব্যাপৎ, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও দন্তীমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুই তোলা, পাক নিমিত্ত জল অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধি এই ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনি নিষিক্ত করিলে যোনিব্যাপৎ নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

নতাদিতৈলং।

নতবার্ত্তাকিনী কুষ্ঠ সৈন্ধবামরদারুভিঃ। তৈলাৎ প্রসাধিতাদ্ধার্য্যঃ পিচু র্যোনৌ রুজাপহঃ॥ ৪॥
পিত্তলানাস্তু যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচুক্রিয়াঃ॥ শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ॥৫॥ যোন্যাং বলাশদুষ্টায়াং সর্ব্বং রুক্ষো-ষ্ণমৌষধম্॥৬॥

পিপ্পল্যাদি বর্ত্তিঃ।

পিপ্পল্যা মরিচৈ র্মাষৈঃ শতাহ্বাকুষ্ঠ সৈন্ধবৈঃ। বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধিনী॥ ৭॥
হিংস্রা কল্কন্তু বাতার্ত্তা কোষ্ণমভ্যজ্য ধারয়েৎ। পঞ্চবল্কস্য পিত্তার্ত্তা শ্যামানাঞ্চ কফোত্তরা॥ ৮॥ মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্। অভ্যঙ্গাদ্ধন্তি যোন্যর্শঃ স্বেদস্তন্মাংসসৈন্ধবৈঃ॥ ৯॥ গোপিত্তে মৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং সপ্তাহভাবিতম্। মধুনা কিণ্বচূর্ণং বা দদ্যাদ-

---

নতাদিতৈল।

তৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—তগরপাদিকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব-লবণ ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমানভাগে সমস্তে /১ একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া অগ্নিপাক দ্বারা নিস্ফেন করতঃ নামাইবে। তৎপরে উহার সহিত জল ও কল্ক-দ্রব্যগুলি মিশাইয়া পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট কালে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ সকল অবলোকিত হইলে, নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল দ্বারা পিচু অর্থাৎ তুলা বা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে যোনিবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে॥ ৪॥

পিত্তজনিত যোনিরোগে সেক, অভ্যঙ্গ, পিচুক্রিয়া ও পিত্তনাশক শীতলক্রিয়া এবং স্নেহনার্থ ঘৃত প্রয়োগ করিবে॥ ৫॥

কফকর্ত্তৃক যোনি দূষিত হইলে সর্ব্ববিধ রুক্ষ ও উষ্ণ ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে॥ ৬॥

পিপ্পল্যাদি বর্ত্তি।

পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শলুফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদেশিনী (তর্জ্জনী) অঙ্গুলী প্রমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে প্রয়োগ করিলে যোনি বিশুদ্ধ হয়॥ ৭॥

বায়ু দূষিত যোনিতে কণ্টকারী পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ ঘৃত মাখাইয়া ঈষ-দুষ্ণ করতঃ যোনিতে ধারণ করিবে। পিত্ত দূষিত যোনিতে পঞ্চবল্কল অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, পাকুড় ও বেত, এই পঞ্চবৃক্ষের ছাল সমানভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে প্রয়োগ করিবে। এবং কফ দূষিত যোনিতে শ্যামবর্ণ মূল বিশিষ্ট তেউড়ীমূল পেষণ পূর্ব্বক তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক যোনিতে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে জানিবে॥ ৮॥

সিকিভাগ মূষিক (ইন্দুর) মাংস সংযুক্ত তৈল ৭ দিবস রৌদ্র পক্ক করিয়া সেই তৈল যোনিতে মর্দ্দন করিলে অথবা ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডপত্র-যোগে তাহা দ্বারা যোনিতে স্বেদ প্রদান করিলে যোনিজাত অর্শরোগ নিবারিত হয়॥ ৯॥

গোপিত্তে অথবা মৎস্যপিত্তে ক্ষৌম (সূক্ষ্ম মসৃণ) বস্ত্র ৩ সপ্তাহ অর্থাৎ ২১ দিবস পর্য্যন্ত

চরণাপহম্। স্রোতসাং শোধনং কণ্ডূক্লেদশোথহরঞ্চ তৎ ॥ ১০ ॥
বামিন্যাঃ পূতিযোন্যাশ্চ কর্ত্তব্যো স্বেদনোঽপি বা। ক্রমঃ কার্য্যস্ততঃ স্নেহ পিচুভিস্তর্পণং ভবেৎ ॥ ১১ ॥

বিপ্লুতহরতৈলং।

শল্লকী জিঙ্গিনী জম্বু ধবত্বক্ পঞ্চবল্কলৈঃ। কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ ॥ ১২ ॥

কুষ্ঠাদিবর্ত্তিঃ।

কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠ পিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ। বস্তমূত্রে কৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ কফনুদ্ধিতম্ ॥ ১৩ ॥
ত্রৈবৃতং স্নেহনং স্বেদ উদাবর্ত্তানিলার্ত্তিষু ॥ তদেব চ মহাযোন্যাং স্রস্তায়াঞ্চ বিধীয়তে ॥ ১৪ ॥

মূষিকমাংসতৈলং।

আখোর্ম্মাংসংসপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং তৎ। তৈলে পাচ্যং ভবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্। তত্তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা। হন্তি বীড়াকর ভগফলং নাত্র সন্দেহবুদ্ধিঃ ॥ ১৫ ॥

আর্দ্র করিয়া ঐ বস্ত্রখণ্ড যোনিদেশে প্রয়োগ করিলে অথবা কিণ্বীজ (মুরাবীজ, বাখর) চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা যোনিতে প্রয়োগ করিলে অচরণা নামক যোনিরোগ, কণ্ডূ, স্বেদ ও শোথ বিনষ্ট ও যোনিস্রোত বিশোধিত হয় ॥ ১০ ॥

বামিনী নামক যোনিরোগে ও পূতিযোনি রোগে (উপপ্লুতা ও পরিপ্লুতা যোনিতে) স্বেদ বিধান করিবে, অনন্তর ক্রমান্বয়ে স্নেহাক্ত পিচুক্রিয়াদি দ্বারা তর্পণ ব্যবস্থা করিবে ॥ ১১ ॥

বিপ্লুতহরতৈল।

তৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—শল্লকী ছাল, জিঙ্গিনীছাল, জামেরছাল, ধববৃক্ষের ছাল, বটের ছাল, অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল, পাকুড়ছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল ও বেতসবৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে ঢালিয়া নিস্ফেন পাক পূর্ব্বক নামাইবে। তৎপরে উক্ত তৈল সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি বাদ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল দ্বারা পিচু অর্থাৎ তুলা বা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে বিপ্লুতরোগ (পূতি-যোনি বা যোনিপাক রোগ) বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কুষ্ঠাদিবর্ত্তি।

কুড়, পিপুল, আকন্দপল্লব ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগ-মূত্র সহ পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে কর্ণিনী নামক যোনি-রোগ ও কফরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তেউড়ী মিশ্রিত স্নেহস্বেদ যোনিতে প্রয়োগ করিলে উদাবর্ত্তা, বাতিক, মহাযোনি ও স্রস্তা-যোনিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মূষিকমাংস তৈল।

ইন্দুর সদ্যই খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই মাংস সহ তৈল পাক করিতে থাকিবে এবং মাংসগুলি

শতপুষ্পাতৈললেপাদ্বদরীদলজাত্তথা। পেটিকামূললেপেন যোনি-র্ভিন্না প্রশাম্যতি ॥১৬॥ সুষবীমূললেপেন প্রবিষ্টা তু বহির্ভবেৎ ॥১৭॥

ইন্দুরবসাভ্যঙ্গঃ।

যোনির্ম্মূষাবসাভ্যঙ্গান্নিঃসৃতা প্রবিশেদপি ॥ ১৮ ॥

লোধ্র তুম্বীফলালেপো যোনিদার্ঢ্যং করোতি চ ॥ ১৯ ॥ বেতসমূল নিক্বাথ ক্ষালনেন তথৈব চ ॥ ২০ ॥ মূষিকাবাগুলিবসা অক্ষণং যোনি-দার্ঢ্যদম্ ॥ ২১ ॥ বচা নীলোৎপলং কুষ্ঠং মরিচানি তথৈব চ। অশ্ব-গন্ধা হরিদ্রা চ গাঢ়ীকরণমুত্তমম্ ॥ ২২॥ পলাশোডুম্বরফলং তিলতৈল-সমন্বিতম্ ॥ মধুনা যোনিমালিপ্য গাঢ়ীকরণমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥ মদনফল-মধুকর্পূরপ্রপূরিতং ভবতি কামিনীজনস্য। চিরগলিতযৌবনস্য চ বরাঙ্গমতিগাঢ়সুকুমারম্ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চপল্লবাদি ঘৃতং।

পঞ্চপল্লব যষ্ট্যাহ্ব মালতী কুসুমৈর্ঘৃতম্। রবিপক্কমন্যথা বা যোনিগন্ধ-নিবারণম্ ॥ ২৫ ॥

সম্যক্ প্রকারে গলিয়া যাইলে নামাইয়া রাখিবে। অনন্তর উক্ত তৈল দ্বারা বস্ত্র সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে যোনিকন্দ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শলুফা অথবা কুলের পাতা তৈল সহ পেষণ পূর্ব্বক তাহা যোনিতে লেপন করিলে অথবা পেটিকার (ঝাঁপীটেপারীর) মূল পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনিদেশে প্রলেপ দিলে ভিন্না (বিদীর্ণা) যোনিরোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

সুষবীর (করলার) মূল পেষণ পূর্ব্বক তাহা যোনিতে লেপন করিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

ইন্দুরবসাভ্যঙ্গ।

ইন্দুরের বসা অর্থাৎ মাংসস্নেহ যোনিতে মর্দ্দন করিলে বহির্গত যোনি প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রস্রংসিনী নামক যোনিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

লোধ ও তিৎলাউ বীজ একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনির দৃঢ়তা জন্মে ॥ ১৯ ॥

কুট্টিত বেতসমূল ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ যথাবিধি প্রস্তুত পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনি ধৌত করিলে যোনি দৃঢ় হয় ॥ ২০ ॥

ইন্দুরের বসা ও বাগুলী (হুতুমপেঁচা) পক্ষীর বসা যোনিতে মর্দ্দন করিলে যোনির দৃঢ়তা জন্মে ॥ ২১ ॥

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনিতে প্রলেপ দিলে অথবা ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহা যোনিতে ঘর্ষণ করিলে যোনি দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পলাশবীজ ও যজ্ঞডুমুর ফল একত্র সমানভাগে তিলতৈল সহ পেষণ পূর্ব্বক মধুসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি লেপন করিলে যোনি দৃঢ় হয় ॥ ২৩ ॥

মদনফল ও কর্পূর একত্র মধু সহ পেষণ পূর্ব্বক তাহা যোনিতে পূরণ করিলে চিরবিগলিত-যৌবনা কামিনীরও যোনি দৃঢ় ও সুকোমল হয় ॥ ২৪ ॥

পঞ্চপল্লবাদি ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের এবং কল্কদ্রব্য—পঞ্চপল্লব অর্থাৎ আঁব, জাম, কদ্বেল, ছোলঙ্গ-লেবু ও বিল্ব ইহাদের পল্লব, যষ্টিমধু ও মালতীফুল সমভাগে সমস্তে /১ একমাত্র লইয়া উত্তম-

ইক্ষ্বাকুবীজাদি বর্ত্তিঃ।

ইক্ষ্বাকুবীজদন্তী চপলা গুড়মদনফলকিণ্বযষ্ট্যাহ্বৈঃ॥ সস্নুক্‌ক্ষীরৈর্ব্বর্ত্তি যোনিগতা কুসুমসঞ্জননী॥ ২৬॥
সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিষ্মতীদলম্। দূর্ব্বাপিষ্টঞ্চ সম্প্রাশ্য বনিতা স্বার্ত্তবং লভেৎ॥ দূর্ব্বাপিষ্টতণ্ডুলযোগাৎ॥ ২৭॥
ধাত্র্যঞ্জনাভয়া চূর্ণং তোয়পীতং রজোহরেৎ॥২৮॥ শেলুচ্ছদমিশ্রপিষ্ট ভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ॥ ২৯॥ পাঠাপত্রং ঋতুস্নাতা পীত্বা গর্ভং ন ধারয়েৎ॥ ৩০॥ রসাঞ্জনং হৈমবতী বয়স্থা চূর্ণীকৃতং শীতজলেন পীতম্। রজোবিনাশং নিয়তং করোতি শঙ্কাত্র কা গর্ভসমাগমস্য॥৩১॥ পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষণায়াশ্চক্রাঙ্গায়াস্তু কন্যয়া। পিষ্টং মূলং দুগ্ধঘৃতপীতমৃতৌ তু পুত্রদম্॥ ৩২॥ সুবর্ণস্য রূপ্যকস্য চূর্ণে তাম্রস্য চাজ্য সংমিশ্রে।

রূপে কুট্টিত করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রপক্ক করিয়া লইবে। অথবা প্রথমতঃ ঘৃত নিস্ফেন পাক করিয়া তৎসহ ১৬ সের জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সংযোগে পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ থাকিতে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার নির্জ্জল পাক পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত যোনিতে প্রয়োগ করিলে যোনির দুর্গন্ধ নিবারিত হয়॥ ২৫॥

ইক্ষ্বাকুবীজাদি বর্ত্তি।

ইক্ষ্বাকুবীজ (তিক্তলাউ বীজ), দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, মদনফল, কিণ্ব (সুরাবীজ. বাখর) ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া সমলের সমান মনসাসিজের আঠার সহিত অগ্নি যোগে পাক পূর্ব্বক তদ্দারা বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ সেই বর্ত্তি যোনি মধ্যে প্রয়োগ করিলে রজঃ প্রবৃত্তি হয়॥ ২৬॥

জবাপুষ্প কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে অথবা লতাফট্‌কীর পাতা ভর্জ্জন করিয়া সেবন করিলে কিম্বা দূর্ব্বা ও তণ্ডুল একত্র করিয়া তদ্দারা পিষ্টক (পিঠা) প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বালাগণের রজঃ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ২৭॥

আমলকী, রসাঞ্জন ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তোলা পরিমাণে জলের সহিত সেবন করিলে স্ত্রীদিগের আর্ত্তব নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

শেলুচ্ছদ অর্থাৎ চালিতার পাতা ও তণ্ডুল একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা পিষ্টক (পিটা) প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্ত্রীলোকের আবর্ত্ত নিবৃত্ত হয়॥ ২৯॥

আকনাদী লতার পাতা জল সহ পেষণ পূর্ব্বক ঋতুস্নানান্তে সেবন করিলে নারীগণের গর্ভ হইতে পারে না॥ ৩০॥

রসাঞ্জন, হৈমবতী (হরীতকী) ও বয়স্থা (আমলকী), এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে স্ত্রীদিগের রজঃ বন্ধ হয় এবং গর্ভ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না॥ ৩১॥

পুষ্যানক্ষত্রে চক্রচিহ্নবিশিষ্ট পত্রযুক্ত লক্ষণার মূল উৎপাটন পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত বা দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া ঋতুস্নানান্তে ৩ তিন দিবস পান করিলে গর্ভ হইয়া সন্তান উৎপন্ন হয়॥ ৩২॥

স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা তাম্র, ইহাদের যে কোন একটীর চূর্ণ গব্যঘৃত সহ সেবন করিলে স্ত্রীদিগের ক্ষেত্র (জরায়ু) বিশুদ্ধ ও গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

পীতে শুদ্ধেক্ষেত্রে ভেষজযোগাস্তবেদ্গর্ভঃ ॥ ৩৩॥ কৃত্বা শুদ্ধৌ স্নানং বিলঙ্ঘ্য দিবসান্তরে ততঃ প্রাতঃ। স্নাত্বা দ্বিজায় দত্ত্বা ভক্ত্যা সংপূজ্য লোকনাথেশম্। শ্বেতবলাঙ্ঘ্রি যষ্টী কর্ষং কর্ষং পলন্তু শর্করায়াঃ। পিষ্টৈকবর্ণজীবদ্বৎসায়া গোস্তু দুগ্ধেন। সমধিকঘৃতেন পেয়ং নাত্র দিনে দেয়মন্যচ্চ। ক্ষুধিতে সদুগ্ধমন্নং দদ্যাদাপুরুষসন্নিধেস্তস্যাঃ। সমদিবসে শুভযোগে দক্ষিণপার্শ্বাবলম্বিনী ধীরা। ত্যক্তস্ত্র্যন্তরসঙ্গ-প্রহৃষ্টমনসোঽতিবৃদ্ধধাতোঃ। পুংসঃ সঙ্গমমাত্রাল্লভতে পুত্রং ততো নিয়তম্ ॥ ৩৪ ॥ গোষ্ঠজাতবটস্য প্রাগুত্তরশাখজে শুঙ্গে। মাষৌ দ্বৌ চ তথা গৌরসর্ষপৌ দধিযোজিতৌ। পুষ্যাপীতৌ দ্রুতাপন্ন-সত্ত্বায়াঃ পুত্রকারকৌ ॥ ৩৫ ॥ কানকান্ রাজতান্ বাপি লোহান্ পুরুষকাণূন্। ধ্মাত্বাগ্নিবর্ণান্ পয়সো দধ্নো বাপ্যুদকস্য বা। ক্ষিপ্ত্বাঞ্জলৌ পিবেৎ পুষ্যে গর্ভপুত্রত্বকারকান্ ॥ ৩৬ ॥
পত্রমেকং পলাশস্য গর্ভিণী পয়সান্বিতম্। পীত্বা চ লভতে পুত্রং রূপবন্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ফলকল্যাণঘৃতম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা। মেদে পয়স্যা কাকোলী-মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্। অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গুঃ কটুকরোহিণী। উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ চন্দনদ্বয়ম্। এতেষাং কার্ষিকৈ-

নারীগণ ঋতুস্নান করিয়া সেই দিবস উপবাস করিবে এবং পর দিবস প্রাতঃকালে স্নান করতঃ ভক্তি পূর্ব্বক লোকনাথের পূজা ও ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি বিতরণ করিবে। তদনন্তর শ্বেতবেড়েলার মূল ২ দুইতোলা ও যষ্টিমধু ২ দুইতোলা এবং ইক্ষুচিনি ৮ তোলা একত্র পেষণ পূর্ব্বক একবর্ণা জীবিতবৎসা গাভীর দুগ্ধ ও প্রচুর ঘৃত সহ একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এবং ঐ দিবস অন্য কোন প্রকার অন্নাদি আহার না করিয়া অত্যন্ত ক্ষুধা হইলে কেবল মাত্র দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে। অনন্তর যুগ্ম দিবসে শুভক্ষণে স্থিরভাবে স্বামীর দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া অন্য স্ত্রী সহবাস বিরত, প্রহৃষ্ট মানস ও প্রবৃদ্ধধাতু এমন পতির সহিত সঙ্গম করিলে নিশ্চয়ই সন্তান জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

গোষ্ঠস্থান (পর্ব্বত বা উপবন) জাত বটবৃক্ষের ঈশান কোণের শাখা হইতে ২ দুইটী শুঙ্গা, মাষকলাই ২টী এবং শ্বেতসরিষা ২টী গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র দধির সহিত পেষণ করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে পান করিলে নারীগণের অচিরে গর্ভোৎপন্ন হইয়া পুত্র প্রসব হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য বা লৌহ দ্বারা অতি ক্ষুদ্র পুরুষাকৃতি প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে উহা অগ্নিবর্ণ হইয়াছে, তখন ঐ সকল পদার্থ ক্রমান্বয়ে অঞ্জলি প্রমাণ দুগ্ধ, দধি ও জল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পুষ্যানক্ষত্রে উক্ত দুগ্ধ, দধি ও জল পান করিলে স্ত্রীগণের গর্ভ জন্মিয়া পুত্র প্রসব হয় ॥ ৩৬ ॥

গর্ভবতীনারী একটী পলাশের পাতা উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই তাহার রূপবান্ পুত্র জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ফলকল্যাণঘৃত।

একবর্ণা জীবিতবৎসা গাভীর দুগ্ধের উৎকৃষ্ট ঘৃত /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। শতাবরীর রস ১৬ সের ও গব্য দুগ্ধ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা (হরীতকী,

র্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতাবরীরসক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্। সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে। পুত্রান্ সংজনয়েন্নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্॥ যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাদ্‌যা চ বা জনয়েন্মৃতম্। অল্পায়ুষং বা জনয়েদ্‌যা চ কন্যাং প্রসূয়তে। যোনিদোষে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে। প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্। নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্। অনুক্তং লক্ষ্মণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ। জীববৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্র তু গৃহ্যতে। অরণ্যগোময়েনাপি বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে॥ ৩৮॥

ক্কাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ। ঋতুস্নাতাবলা পীত্বা গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ॥ ৩৯॥ পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং নাগকেশরম্। ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্॥ ৪০॥

সোমঘৃতম্।

সিদ্ধার্থকং বচা ব্রহ্মী শঙ্খপুষ্পী পুনর্নবা। পয়স্যাময়যষ্ট্যাহ্বং কটুকা চ ফলত্রয়ম্॥ শারিবে রজনী পাঠা ভৃঙ্গদারু সুবর্চ্চলাঃ। মঞ্জিষ্ঠা

আমলকী ও বহেড়া), শর্করা (চিনি), বেড়েলামূল, মেদ, মহামেদ, পয়স্যা (ক্ষীরবিদারী), কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড, (কাল ভুঁই কুমড়া), ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধার মূল, অজমোদা (যমানী), হরিদ্রাদ্বয় (হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা), হিং, কটুকরোহিণী (কট্‌কী), নীলোৎপল, কুমুদফুল, লক্ষণামূল (অভাবে শ্বেত কণ্টকারীমূল), দ্রাক্ষা (কিসমিস্), ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী এবং চন্দনদ্বয় (রক্তচন্দন ও শ্বেত চন্দন), এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ দুইতোলা। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে করিয়া বন্য ঘুঁটের মৃদু অগ্নিতে পাক পূর্ব্বক নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিলিত করিয়া বন ঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার ক্রমান্বয়ে দুগ্ধ ও শতাবরীর রস দিয়া পাক করিতে করিতে শেষপাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া উত্তমরূপে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ফলকল্যাণ ঘৃত প্রত্যহ সিকিতোলা মাত্রায় সেবন করিলে পুরুষগণ নিত্য স্ত্রী সহবাস করিতে পারে এবং স্ত্রীগণ মেধাবী ও প্রিয়দর্শন তনয় প্রসব করিতে সক্ষমা হয়। ইহা অস্থিরগর্ভা, মৃৎবৎসা, কন্যাপ্রসূতা ও অল্পায়ুপুত্রপ্রসূতা স্ত্রীদিগের পক্ষে এবং যোনিদোষে, রজোদোষে ও পরিস্রাবে বিশেষ হিতকর। এবং ইহা পুত্রজনক, আয়ুস্কর ও সর্ব্ব প্রকার গ্রহ বিনাশক বলিয়া জানিবে॥ ৩৮॥

কুট্টিত অশ্বগন্ধামূল ২দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল ।৵৹ দেড়পোয়া ও দুগ্ধ ।৵৹ অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধানে দুগ্ধাবশিষ্ট ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া ঋতুস্নানান্তে পান করিলে নারীদিগের নিশ্চয়ই গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

পিপুল শুণ্ঠি, মরিচ ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ পান করিলে বন্ধ্যানারীরও গর্ভ জন্মিয়া থাকে॥ ৪০॥

সোমঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ।৪ চারিসের। জল ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ - শ্বেতসরিষা, বচ, ব্রহ্মীশাক, শঙ্খপুষ্পী (চোরহুলি), পুনর্নবা, পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), আময় (কুড়), যষ্টিমধু, কটুকা (কট্‌কী), ফলত্রয় (দ্রাক্ষা, গাম্ভারী ও পরুষফল), শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আকান্দীলতা,

ত্রিফলা শ্যামা বৃষপুষ্পং সগৈরিকম্। ধীমান্ পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং সম্যঙ্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। দ্বিমাষগর্ভিণী নারী ষণ্মাষানুপযোজয়েৎ॥ সর্ব্বজ্ঞং জনয়েৎ পুত্রং সর্ব্বাময়বিবর্জিতম্। অস্য প্রয়োগাৎ কুক্ষিস্থঃ স্ফুটবাগ্ব্যাহরত্যপি। যোনিদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ। স্ত্রীণাং পুংসাং দোষহরং ঘৃতমেতদনুত্তমম্॥ বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমানিনম্। জড়গদ্গদমূকত্বং পানাদেবাপকর্ষতি॥ সপ্তরাত্রপ্রয়োগেন নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ। নাগ্নির্দহতি তদ্বেশ্ম ন বজ্রমুপহন্তি চ। ন তত্র ম্রিয়তে বালো যত্রাস্তে সোমসংজ্ঞিতম্। অত্র ফলত্রয়ং দ্রাক্ষা কাশ্মরী পরুষকানি শ্যামা প্রিয়ঙ্গু শেষং সুবোধম্॥ মন্ত্রশ্চায়ং যদাহ সুশ্রুতঃ। যত্র নোদীরিতং মন্ত্রং যোগেষু যেষু সাধনে। সর্ব্বত্র গদিতা তত্র গায়ত্রী ফলসিদ্ধিদা॥

মন্ত্রশ্চায়ম্।

ওং নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা ইতি সপ্তধা মন্ত্রয়েৎ। ইতি গ্রন্থান্তরদৃষ্টং লিখিতম্॥৪১॥

কুমারকল্পদ্রুমঘৃতম্।

পঞ্চাশচ্ছাগমাংসস্য দশমূল্যা স্তথৈব চ। জলমষ্টগুণং দত্বা ক্বাথেন মৃদুনাগ্নিনা॥ চতুর্ভাগাবশেষঞ্চ ক্বাথং গৃহ্ণীয়াৎ প্রযত্নতঃ। গব্যং প্রস্থদ্বয়ং সর্পি র্গৃহ্ণীয়াৎকুশলো ভিষক্॥ ক্ষীরং ঘৃতসমং দদ্যান্নারায়ণ্যা রসং

দারুচিনি, দেবদারু, সুবর্চ্চলা (হুড়হুড়ে), মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু), বাসকের ফুল ও গেরীমাটী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমুদায়ে /১ একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উক্ত ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশাইয়া পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট সময়ে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূলে লিখিত "ওঁ নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা" এই মন্ত্রটী দ্বারা ৭ সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। (যে ঔষধ প্রস্তুত মধ্যে কোন মন্ত্রের উল্লেখ না থাকে, তাহাতে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক ঔষধ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হয় জানিবে)। এই সোমঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় দ্বিমাষগর্ভবতী নারী ৬ ছয়মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরোগবর্জ্জিত পুত্র প্রসব করিতে পারে। যে নারীর যোনি দূষিত ও রজঃ দূষিত, সেই নারী এই ঘৃত পান করিলে অথবা বন্ধ্যানারী ইহা সেবন করিলেও সুন্দর তনয় প্রসব করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা ৭ সাত রাত্রির মধ্যে জড়তা, গদ্গদতা ও মূকতা বিনষ্ট হয় ও অত্যন্ত শ্রুতিধর হওয়া যায়॥ ৪১ ॥

কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ /৪ চারিসের ও শতাবরীর রস /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—ছাগমাংস /৬।০ সওয়া ছয়সের ও বেলমূলাদি দশমূল মিলিত /৬।০ সওয়া ছয়সের, পাক নিমিত্ত জল ১০০ একশত সের অর্থাৎ ২॥০ আড়াই মণ, শেষ ক্বাথ ২৫ সের মাত্র। কল্কার্থ-কুড়, শঠী, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), দেবদারু, তেজপাতা, এলাচি, শতাবরী, গাম্ভারীছাল, যষ্টিমধু, ক্ষীর-

তথা। তাম্রে বা মৃণ্ময়ে পাত্রে তদেকত্র পচেৎ শনৈঃ॥ কুষ্ঠং শটী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা। প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা দারু পত্রমেলা শতাবরী॥ কাশ্মরী মধুকং ক্ষীরকাকোলী মুস্তমুৎপলম্। জীবনীচন্দনঞ্চৈব কাকোলী শারিবাযুগম্॥ শ্বেতবাট্যালজং মূলং মূলঞ্চ শরপুঙ্খজম্। বিদারীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা পর্ণিনীদ্বয়মেব চ॥ নাগপুষ্পং তথা দারুহরিদ্রা রেণুকং তথা। জ্যোতিষ্মতীভবং মূলং শঙ্খিনী নীলিনী বচা॥ অগুরু ত্বক্ লবঙ্গঞ্চ কুঙ্কুমং নিক্ষিপেত্ততঃ। এতেষাং কার্ষিকং কল্কং দত্ত্বা শুভদিনে সুধীঃ॥ শুভনক্ষত্রযোগে চ সংপূজ্য গণনায়কম্। শঙ্করঞ্চ মৃড়ানীঞ্চ নমস্কৃত্যাতিভক্তিতঃ। পাকং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিজানন্ মন্ত্রপূর্ব্বকম্। সিদ্ধশীতে ক্ষিপেত্তত্র পারদং পরিনির্ম্মলম্। সুজীর্ণং শোধিতঞ্চাভ্রং গন্ধকং কার্ষিকং ন্যসেৎ। ততঃ পুষ্পরসং তত্র প্রস্থার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ॥ কাচসম্পুটকে বান্যে পাত্রে বা স্থাপয়েৎ সুধীঃ। পরাশরমুনিঃ প্রীতিকরুণাবারিধির্ম্মুদা॥ বন্ধ্যাময়বিনাশায় শিশুকল্পদ্রুমং ঘৃতম্। কুমারস্য প্রসাদেন জন্মবন্ধ্যা লভেৎ সুতম্। খাদেৎ কর্ষদ্বয়ং সর্পির্দ্দত্ত্বা বিপ্রায় সাদরম্। অনুপানং প্রকুর্ব্বীত পয়শ্ছাগং বিশেষতঃ। গব্যং বাপি পিবেৎক্ষীরং শীতং পলযুগং তথা। ঘৃতস্যাস্য সুসিদ্ধস্য গুণান্ শৃণু সমাহিতঃ। অস্য প্রসাদাৎ যত্নেঽপি বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতান্। রজোদোষেণ যা দুষ্টা শুক্রদোষেণ যাপি চ। স্ত্রীভগস্থগদেনৈব পীড়িতায়া চ সর্ব্বদা। যা চ পুষ্পং ন বিন্দেত ঋতুনা পীড়িতা চ যা॥ ভূত্বা ভূত্বা চ নশ্যন্তি সুতা যাসাং মুহুর্ম্মুহুঃ। অনেনৌষধযোগেন মন্ত্রযোগেন বা পুনঃ। অনেকব্রতযোগেন যাসাং পুত্রো ন জায়তে। তাসাং কামসমাঃ পুত্রা জায়ন্তে চিরজীবিনঃ॥ এতদ্‌ঘৃতং গৃহে যস্য ন

কাকোলী, মুথা, নীলোৎপল, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতবেড়েলার মূল, শরপুঙ্খার মূল, শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, মুগানী, মাষাণী, নাগকেশের পুষ্প, দারুহরিদ্রা, রেণুকা, লতাফট্‌কীর মূল, শঙ্খিনী (চোরপুষ্পী), নীলিনী (নীলগাছ), বচ, অগুরুকাষ্ঠ, দারুচিনি, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা, এবং পাকান্তে শীতল হইলে পারদ, অভ্র ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ দুইতোলা ও মধু /১ একসের। প্রথমতঃ ঘৃত তাম্র বা মৃণ্ময় কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক পূর্ব্বক নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃত সহিত জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করতঃ পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনরায় উহার সহিত ক্রমান্বয়ে শতাবরীর রস ও দুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইলে অর্থাৎ শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘৃত গ্রহণ করিবে এবং উহা শীত হইলে তৎসহ পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা এবং মধু /১ একসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। বন্ধ্যারোগ বিনাশার্থ পরাশর মুনি করুণাপরবশ হইয়া এই কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই ঘৃত প্রত্যহ ।• সিকিতোলা মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ অনুপান করিলে বন্ধ্যা নারীও

তস্য কুলিশাস্তুয়ম্। ন রাক্ষসৈঃ পিশাচৈশ্চ গৃহ্যতে তস্য বালকঃ॥
নোপসর্পতি সর্পোঽপি দর্পাত্তস্য গৃহান্তরম্॥ ৪২॥
ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা।

পুত্র প্রসব করিতে পারে। এবং ইহা রজোদোষ, শুক্রদোষ, যোনিরোগ, ঋতুদোষ, মৃতবৎসা দোষ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪২॥

ইতি যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ লোমশাতনবিধিঃ।

হরিতালচূর্ণ কালকালেপাত্তপ্তেন বারিণা সদ্যঃ। নিপতন্তি লোমনিচয়াঃ কৌতুকমিদমদ্ভুতং মন্যে॥১॥ দগ্ধ্বা শঙ্খং ক্ষিপেদ্রম্ভাস্বরসে তচ্চ পেষিতম্। তুল্যালং লেপতো হন্তি লোমগুহ্যাদিসম্ভবম্॥ ২॥ রক্তাঞ্জনাপুচ্ছচূর্ণযুক্তং তৈলন্তু সার্ষপম্। সপ্তাহমুষিতং হন্তি মূলাদ্রোমাণ্যসংশয়ম্॥ ৩॥ পলাশভস্মান্বিত তালমূলৈরম্ভাম্বুমিশ্রৈরুপলিপ্য ভূয়ঃ। কন্দর্পগেহে মৃগলোচনানাং রোমানি রোহন্তি কদাপি নৈব॥ ৪॥ একঃ প্রদেয়ো হরিতালভাগঃ পঞ্চপ্রদেয়ো জলজস্য ভাগাঃ। রক্ষস্তরোর্ভস্মন এব পঞ্চপ্রোক্তাশ্চ ভাগাঃ কদলীজলার্দ্রাঃ। সমিশ্রপাত্রেষু সপ্তাহমাত্রং কৃত্বা স্মরাগারবিলেপনঞ্চ। রোমাণি সর্ব্বাণি বিলাসিনীনাং পুনর্নবো হন্তি কদাচিদেব॥ ৫॥ রম্ভাজলে সপ্তদিনং বিভাব্য ভস্মানি কম্বোর্ম্মসৃণানি পশ্চাৎ। তালেন যুক্তানি বিলেপনেন লোমানি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন॥ ৬॥ ভুজঙ্গতৈলং কটুতৈলমধ্যে সপ্তাহমাদিত্যকরে নিধেয়ম্। তত্তৈলযোগেন বিলাসি-

লোমশাতন বিধি।

হরিতাল চূর্ণ ও কালক (শাকশাক, নরচাশাক), এই দুই দ্রব্য একত্র গরমজল সহ মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে যোনি প্রভৃতি স্থানের লোম সকল পতিত হইয়া যায়, আর কখন উঠে না॥ ১॥

শঙ্খ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কদলীরসে নিক্ষেপ করতঃ সমভাগে হরিতাল সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে গুহ্যাদিসম্ভূত লোম সকল পড়িয়া যায়॥ ২॥

রক্তবর্ণ অঞ্জনা (আঁজনে) জন্তুর পুচ্ছ চূর্ণ করিয়া ৭ সাত দিবস সর্ষপতৈলে রাখিয়া তদ্দ্বারা যোনি প্রভৃতির উপরিভাগে ঘর্ষণ করিলে লোম সমূহ পতিত হয়॥ ৩॥

পলাশভস্ম ও তালমূলী একত্র কদলী রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনিদেশে প্রলেপ প্রয়োগ করিলে লোম সকল উঠিয়া যায় এবং আর কখন হয় না॥ ৪॥

হরিতাল চূর্ণ ১ভাগ, শঙ্খচূর্ণ ৫ ভাগ ও রক্ষস্তরুর ছাল ভস্ম ৫ ভাগ এবং কদলীর জল ১১ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনি দেশে প্রলেপ দিলে লোম সকল পড়িয়া যায়॥ ৫॥

শঙ্খভস্ম চূর্ণ ৭ সাতবার কদলী জলে ভাবনা দিয়া হরিতাল সহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ যোনি প্রভৃতির লোম সমূহ উঠিয়া যায়॥ ৬॥

ভুজঙ্গতৈল (সর্পতৈল) কটুতৈল অর্থাৎ সরিষার তৈল মধ্যে রাখিয়া ৭ সাত দিবস আতপে পাক করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে যোনির উপরের লোম সকল পড়িয়া যায়॥ ৭॥

নীনাং লোমানি নশ্যন্তি সমূলমেব ॥৭॥ কুসুম্ভতৈলাভ্যঙ্গো বা রোম্না-মুৎপাটিতেঽন্তকৃৎ ॥ ৮ ॥

আরগ্বধাদিতৈলম্।

আরগ্বধমূলপলং কর্ষদ্বিতয়ং হি শঙ্খচূর্ণস্য। হরিতালস্য চ খরজে মূত্রপ্রস্থে তু কটুতৈলম্। পক্বং তৈলং তদথো শঙ্খ হরিতালচূর্ণিতং লেপাৎ। নির্ম্মূলয়তি লোমান্যন্যেষাং সম্ভবো নৈব ॥ ৯ ॥

কর্পূরাদি তৈলং।

কর্পূর ভল্লাতক শঙ্খচূর্ণং ক্ষারো যবানাঞ্চ মনঃশিলা চ। তৈলং সুপক্বং হরিতালমিশ্রং লোমানি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন ॥ ১০ ॥

ক্ষারতৈলম্।

শুক্তি শম্বুক শঙ্খানাং দীর্ঘবৃন্তাৎসমুষ্ককাৎ। দগ্ধ্বা ক্ষারং সমাদায় খরমূত্রেণ ভাবয়েৎ ॥ ক্ষারাষ্টাভাগং বিপচেত্তৈলং বৈ সার্ষপং বুধঃ। ইদমন্তপুরে ঃদেয়ং তৈলমাত্রেয়পূজিতম্। বিন্দুরেকপতেদ্যত্র তত্র লোম ন পুনর্ভবেৎ। মদনাদি ব্রণে তৈলমশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ অর্শসাং কুষ্ঠরোগ ণাং পামাদদ্রুবিচর্চ্চিনাম্। ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্লেদরুজাপহম্ ॥ ১১ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং লোমশাতন বিধিঃ।

কুসুমফুলের তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিলে যোনির উপরের লোম সমূহ উঠিয়া যায় ॥ ৮ ॥

আরগ্বধাদিতৈল।

কটুতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ যোলসের। গর্দ্দভ মূত্র /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—শোণালু মূল ৮ তোলা, শঙ্খচূর্ণ ৪ চারিতোলা ও হরিতাল চূর্ণ ৪ চারিতোলা। প্রথমতঃ কটাহে করিয়া তৈল মৃদু অগ্নি দ্বারা নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে জল ও কল্ক দ্রব্য সহ তৈল পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পুনর্ব্বার গর্দ্দভমূত্র দিয়া পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইলে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল শঙ্খ ও হরিতাল চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে যোনি প্রভৃতি স্থানের লোম সমূহ উঠিয়া যায় ॥ ৯ ॥

কর্পূরাদিতৈল।

কটুতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ যোলসের। কল্কার্থ—কর্পূর, ভেলা, শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার ও মনছাল সমভাগে সমস্তে /১ একসের। প্রথমতঃ এই তৈল নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উহার সহিত জল ও কল্ক দ্রব্য দিয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া পুনর্ব্বার যথাবিধানে পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইলে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈলসহ হরিতাল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে যোনি দেশের লোম সকল পড়িয়া যায় ॥ ১০ ॥

ক্ষারতৈল।

কটুতৈল /৪ চারিসের। ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, শোণাছাল ও ঘণ্টাপারুলের ছাল, ইহাদের ভস্ম ৩২ সের গর্দ্দভমূত্রে ভাবনা দিয়া, সেই ক্ষারসহ তৈল পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে যোনি প্রভৃতি স্থানের লোম উঠিয়া যায় এবং ইহা দ্বারা বয়সফোড়া, অর্শ, কুষ্ঠ, পাচড়া, দাদ, বিচর্চ্চিকা, সর্ব্ববিধ ক্লেদ ও বেদনা অপনীত হয় ॥ ১১ ॥

ইতি লোমশাতন বিধি সমাপ্ত।

অথ গর্ভিণীচিকিৎসা।

চন্দনাদিঃ। (১)

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা। চন্দনং শতপুত্রী চ শর্করা মদয়ন্তিকা ॥ এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা। পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্ ॥ ১ ॥

তিলাদিঃ (২)

তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শালূকং শালিতণ্ডুলান্। ক্ষীরেণ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ সিতাক্ষৌদ্রান্বিতেন চ। আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। তস্মিন্ সুজীর্ণে দাতব্যং ভোজনং ক্ষীরসংযুতম্ ॥ ২ ॥

উৎপলাদিঃ। (১)

দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা। তদোৎপলস্য কল্কন্তু শৃঙ্গাটককশেরুকম্ ॥ তণ্ডুলোদকপিষ্টন্তু পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা। নিবার্য্য গর্ভশূলঞ্চ স্থিরং গর্ত্তং করোতি চ ॥ ৩ ॥

নীলোৎপলাদিঃ। (২)

নীলোৎপলঞ্চ শালূকং শৃঙ্গাটককশেরুকম্। সমং সিতোপপিষ্টঞ্চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। সুখং সম্পদ্যতে গর্ভঃ শূলঞ্চাশু ব্যপোহতি ॥ ৪ ॥

গর্ভিণী চিকিৎসা।

গর্ব্বিণীর প্রথম মাসের ঔষধ। চন্দনাদি। (১)

গর্ভিণী নারীর গর্ভের প্রথম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে চন্দন (শ্বেতচন্দন), শতপুষ্পা (শুল্ফা), শর্করা ও মদয়ন্তিকা (মল্লিকা), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদক সহপেষণ করতঃ দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে ॥ ১ ॥

তিলাদি। (২)

তিল, পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), শালূক (পদ্মের গেঁড় অর্থাৎ মূল) ও শালিতণ্ডুল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করতঃ গর্ভিণী নারীকে পান করাইলে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইলে গর্ভের প্রথম মাসের গর্ভজনিত বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসের ঔষধ। উৎপলাদি। (১)

গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে গর্ত্ত বেদনা উপস্থিত হইলে উৎপল, শৃঙ্গাটক (পানীফল) ও কশেরুক (কেশুর), এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদক সহ সেবন করাইলে গর্ভশূল বিনষ্ট হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

নীলোৎপলাদি। (২)

নীলোৎপল, শাব্‌ক, পানীফল ও কেশুর, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক সমাংশ চিনি সহপেষণ করতঃ দুগ্ধ সহ মিশাইয়া সেবন করাইলে গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসের গর্ত্তশূল নিবারিত হইয়া গর্ত্ত সুস্থ থাকে ॥ ৪ ॥

ক্ষীরকাকোল্যাদিঃ। (১)

তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীফলম্। পিষ্টমুষ্ণোদকেন তৎ-পায়য়েদ্গর্ভিণীং ভিষক্। শাল্যন্নং পয়সাজীর্ণে ভোজয়েদনুগর্ভিণীম্॥৫॥

পদ্মাদিঃ। (২)

তথা পদ্মোৎপলংকুষ্ঠং শালূকঞ্চ সমাংশিকম্। সিতোদকেন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। তেন শূলং নিবর্ত্তেত ন গর্ভো ব্যথতে ধ্রুবম্ ॥ ৬ ॥

উৎপলাদিঃ। (১)

চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদ্দিদমৌষধম্। পিষ্টোৎপলঞ্চ শালূকং কণ্টকারী ত্রিকণ্টকম্॥ যথাগ্নি মাত্রয়া কালে গর্ভিণীং পয়সাসহ॥৭॥

গোক্ষুরকাদিঃ। (২)

তথা গোক্ষুরকং সিংহী বালকং নীলমুৎপম্। পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্॥ ৮ ॥

নীলোৎপলাদিঃ। (১)

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা। তত্র নীলোৎপলং বীরাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাচনম্। ঘৃতক্ষৌদ্রান্বিতং পীত্বা গর্ভস্য চ রুজাং হরেৎ॥ ৯ ॥

নীলোৎপলাদ্যং। (২)

তথা নীলোৎপলং নারী কাকোলী সমভাগিকম্। শীততোয়েন

গর্ভিণীর তৃতীয় মাসের ঔষধ। ক্ষীরকাকোল্যাদি। (১)

ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও আমলকী (আম্‌লা) ফল, এই দ্রব্যত্রয় সমান ভাগে সংগ্রহ করিয়া পেষণ করতঃ উষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে গর্ভিণীর তৃতীয় মাসের গর্ভশূল নিবারিত হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে রোগিণীকে শালি তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ সহ ভোজন করিতে দিবে॥ ৫॥

পদ্মাদি। (২)

পদ্ম, উৎপল, কুড় ও শালূক, এই দ্রব্য চতুষ্টয় চিনির জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত গুলিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে গর্ভিণীর তৃতীয় মাসের গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির থাকে॥ ৬॥

গর্ভিণীর চতুর্থ মাসের ঔষধ। উৎপলাদি। (১)

উৎপল, শালূক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া দুগ্ধে গুলিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে চতুর্থ মাসের গর্ভ জনিত শূল নিবারিত হয়॥ ৭॥

গোক্ষুরকাদি। (২)

গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালক (বালা) ও নীলোৎপল, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র বাটিয়া দুগ্ধের সহিত পান করাইলে চতুর্থ মাসের গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে॥৮॥

গর্ভিণীর পঞ্চম মাসের ঔষধ। নীলোৎপলাদি। (১)

নীলোৎপল ও বীরা (ক্ষীরকাকোলী): এই দুই দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করতঃ দুগ্ধ সহ পাক পূর্ব্বক ঘৃত ও মধুসহ পান করাইলে গর্ভিণীর পঞ্চম মাসের গর্ভবেদনা উপশমিত হয়॥ ৯॥

পিষ্ট্বা চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। অনেন বিধিনা গর্ভঃ স্থিরঃ স্যাৎ রুক্ প্রশাম্যতি ॥ ১০ ॥

মাতুলুঙ্গবীজাদিঃ। (১)

ষষ্ঠেমাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তদা। মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু-চন্দনোৎপলম্। ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্ ॥ ১১ ॥

পিয়ালবীজাদিঃ। (২)

তথাপিয়ালবীজানি মৃদ্বীকা লাজশক্তবঃ। এতৎ সুশীতলং কালে পীত্বা চ সুখমশ্নুতে ॥ ১২ ॥

শতপুত্র্যাদিঃ। (১)

সপ্তমে শতপুত্রীঞ্চ মৃণালসহিতাং পিবেৎ। পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ শূলার্ত্তা গর্ভিণী যা সুখার্থিনী ॥ ১৩ ॥

কপিত্থাদিঃ। (২)

কপিত্থ ক্রমুকামূলং সলাজং শর্করাযুতম্। শীততোয়েন সংপিষ্টং ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। পীত্বা হন্ত্যবলা শীঘ্রং শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্ ॥ ১৪ ॥

ধন্যাকম্। (১)

অষ্টমে তু যদা মাসে গর্ভে ভবতি বেদনা। তদা পিষ্ট্বা তু ধন্যাকং পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা। শূলং নিবর্ত্ততে তেন গর্ভঃ সংধার্য্যতে স্ত্রিয়াঃ॥১৫॥

নীলোৎপলাদ্য। (২)

নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু ও কাকোলী সমানভাগে লইয়া শীতল জলের সহিত বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করাইলে গর্ভিণীর পঞ্চম মাসের গর্ভশূল দূরীভূত হইয়া গর্ভ স্থির থাকে ॥ ১০ ॥

গর্ভিণীর ষষ্ঠ মাসের ঔষধ। মাতুলুঙ্গবীজাদি। (১)

গর্ভিণীর ষষ্ঠ মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে ছোলঙ্গলেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতচন্দন ও উৎপল, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করাইলে ষষ্ঠ মাস জনিত গর্ভ শূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পিয়ালবীজাদি। (২)

পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা (কিসমিস্) ও লাজশক্তু (খৈচূর্ণ), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে গর্ভিণীর ষষ্ঠ মাসের গর্ভশূল দূরীভূত হইয়া গর্ভ স্থিরভাবে থাকে ॥ ১২ ॥

গর্ভিণীর সপ্তম মাসের ঔষধ। শতপুত্র্যাদি। (১)

শতপুত্রী (শতাবরী) ও মৃণাল (পদ্মমূল, মোলাম), এই দ্রব্যদ্বয় তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উত্তম প্রকারে বাটিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করতঃ গর্ভবতীকে পান করাইলে সপ্তম-মাসীয় গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

কপিত্থাদি। (২)

কয়েদবেল, সুপারিমূল, লাজ (খৈ) ও শর্করা (চিনি), এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সহিত একত্র পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে সপ্তম মাসের গর্ভশূল নিবারিত হয় ॥ ১৪ ॥

পলাশদলম্। (২)

এবং পলাশস্য দলং সুপিষ্টং সংপীয় তোয়েন সুশীতলেন। অত্যন্ত-ঘোরাষ্টমাসগর্ব্ভব্যথাতুরা যান্তি সুখং তরুণ্যঃ ॥ ১৬ ॥

এরণ্ডমূলাদিঃ। (১)

গর্ভিণ্যা নবমে মাসে যদা ভবতি বেদনা। এরণ্ডমূলং কাকোলীং পিষ্ট্বা শীতোদকেন চ। পীত্বা শূলাদ্বিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পলাশবীজাদিঃ। [২]

তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকোলীকুরুণ্টকম্। ভক্তেন বারিণা পিষ্ট্বা গর্ভশূলং ব্যপোহতি ॥ ১৮ ॥

নীলোৎপলাদিঃ। [১]

অথবা দশমে মাসে বেদনা জায়তে যদা। তদা নীলোৎপলং যষ্টী-মধুকং মুদ্গসংযুতম্। সসিতং চাম্ভসা পীত্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। দোষঞ্চ নাশয়েদেষ শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্ ॥ ১৯ ॥

মধুকাদিঃ। [১]

তথাচৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা। মধুকং পদ্মকঞ্চৈব মৃণালং নীলমুৎপলম্ ॥ শীততোয়েন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। তেনৈব বেদনাতীব নাশমায়াতি সত্বরম্ ॥ ২০ ॥

গর্ভিণীর অষ্টম মাসের ঔষধ। ধন্যাক। (১)

গর্ভিণীর অষ্টম মাসে গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে ধনে বাটিয়া তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

পলাশদল। (২)

পলাশপত্র শীতল জলসহ বাটিয়া সেবন করাইলে গর্ভিণীর অষ্টম মাসের গর্ভশূল নিবারিত হয়॥১৬॥

গর্ভিণীর নবম মাসের ঔষধ। এরণ্ডমূলাদি। (১)

গর্ভিণীর নবম মাসে গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে এরণ্ডমূল ও কাকোলী সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শীতল জল সহ পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে গর্ভশূল প্রশমিত হয় ॥ ১৭ ॥

পলাশবীজাদি। (২)

পলাশবীজ. কাকোলী ও ঝিণ্টীমূল, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ করিয়া কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক গর্ভিণীকে সেবন করাইলে অষ্টম মাসীয় গর্ভশূল উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

গর্ভিণীর দশম মাসের ঔষধ। নীলোৎপলাদি। (১)

নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও ইক্ষুচিনি, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জল সহ পেষণ করিয়া দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে দশম মাসের গর্ভদোষ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

গর্ভিণীর একাদশ মাসের ঔষধ। মধুকাদি। (১)

গর্ভিণীর একাদশ মাসে গর্ভের বেদনা উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), মৃণাল ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শীতল জল সহ পেষণ করতঃ দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে অতি সত্বর গর্ভিণীর একাদশ মাসের গর্ভ জনিত বেদনা উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ক্ষীরিকাদিঃ।

ক্ষীরিকামুৎপলং কুষ্ঠং সমঙ্গামূলকং সিতা। পিবেদেকাদশে মাসি গর্ভিণী শূলশান্তয়ে ॥ ২১ ॥

সিতাদিঃ।

সিতা বিদারী কাকোলী তথা ক্ষীরবিদারিকা। গর্ভিণী দ্বাদশে মাসে পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্ ॥২২॥ প্রথমমাসে মধুকাদিঃ। মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ ॥ ২৩ ॥ দ্বিতীয়মাসে অশ্মন্তকাদিঃ। অশ্মন্তকং কৃষ্ণ-তিলা স্তাম্রবল্লী শতাবরী ॥ ২৪ ॥ তৃতীয়মাসে বৃক্ষদন্যাদিঃ। বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ তথৈবোৎপলশারিবা ॥ ২৫ ॥ চতুর্থমাসে অনন্তাদিঃ। অনন্তা শারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ। ॥ ২৬ ॥ পঞ্চমমাসে বৃহত্যাদিঃ। বৃহতীদ্বয় কাশ্মর্য্য ক্ষীরিশুঙ্গা স্ত্বচো ঘৃতম্। ॥ ২৭ ॥ ষষ্ঠমাসে পৃথক্-

ক্ষীরিকাদি। (২)

ক্ষীরকাঁকলা, উৎপল, কুড়, বরাক্রান্তার মূল ও চিনি, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শীতল জল সহ পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করাইলে একাদশ মাসের গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

গর্ভিণীর দ্বাদশ মাসের ঔষধ। (সিতাদি।)

ইক্ষুচিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরবিদারিকা (কাল ভুঁইকুমড়া), এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করাইলে দ্বাদশ মাসের গর্ভশূল নিবারিত হয় ॥ ২২ ॥

গর্ভিণীর প্রথম মাসে রক্তস্রাবে। (মধুকাদি।)

গর্ভিণীর প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, শাকবীজ (মরুদেশে জাত বৃক্ষ বিশেষের বীজ), পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী) ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ২৩ ॥

গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে রক্তস্রাবে। (অশ্মন্তকাদি।)

অশ্মন্তক, কৃষ্ণতিল, তাম্রবল্লী (মঞ্জিষ্ঠা) ও শতাবরী, এই দ্রব্য সকল সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ মিলিত করতঃ গর্ভিণী সেবন করিলে দ্বিতীয় মাসের রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৪ ॥

গর্ভিণীর তৃতীয় মাসে রক্তস্রাবে। (বৃক্ষদন্যাদি।)

বৃক্ষাদনী (বন্দা, পরগাছা), পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), উৎপল ও অনন্তমূল, সমানভাগে গ্রহণ করিয়া পেষণ করতঃ দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে গর্ভের তৃতীয় মাসের রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

গর্ভিণীর চতুর্থ মাসে রক্তস্রাবে। (অনন্তাদি।)

গর্ভের চতুর্থ মাসে রক্তস্রাব হইলে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, পদ্মা (বামনহাটী) ও যষ্টি-মধু, এই সমুদায় দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া পেষণ করতঃ দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে ॥ ২৬ ॥

গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে রক্তস্রাবে। (বৃহত্যাদি।)

গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে রক্তস্রাব হইলে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটের ছাল, বটের ঝুরি, অশ্বত্থের ছাল, অশ্বত্থের কুঁড়ি, পাকুড়ছাল, পাকুড়ের কুঁড়ি, যজ্ঞডুমুরের ছাল, যজ্ঞডুমুরের কুঁড়ি, বেতস বৃক্ষের ছাল, বেতসের কুঁড়ি ও ঘৃত, এই সকল বস্তু সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ২৭ ॥

পর্ণ্যাদিঃ। পৃথক্‌পর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুযষ্টিকা ॥ ২৮ ॥ সপ্তমমাসে শৃঙ্গাটকাদিঃ। শৃঙ্গাটকং বিষং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা। মাসেষু সপ্তযোগাঃ স্যু রর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ। যথাক্রমং প্রয়োক্তব্যা রক্তস্রাবে পয়োঽন্বিতাঃ ॥ ২৯ ॥ অষ্টমমাসে কপিত্থাদিঃ। কপিত্থ বিল্ব বৃহতী পটোলেক্ষুনিদিগ্ধিকাঃ। মূলানি ক্ষীরপিষ্টানি দাপয়েদ্ভিষগষ্টমে ॥ ৩০ ॥ নবমমাসে মধুকাদিঃ। নবমে মধুকানন্তাপয়স্যাশারিবাঃ পিবেৎ ॥৩১॥ দশমমাসে শুণ্ঠীক্ষীরং। ততস্তু দশমে শুণ্ঠ্যা শৃতং শীতং প্রশস্যতে॥৩২॥

শুণ্ঠ্যাদিঃ।

সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং দেবদারু চ। এবমাপূর্য্যতে গর্ভস্তীব্ররুক্ চ প্রশাম্যতি ॥ ৩৩ ॥

কুশাদিক্ষীরং।

কুশকাশোরুবুকানাং মূলৈ র্গোক্ষুরকস্য চ। শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলনুৎপরম্ ॥ ৩৪ ॥

গর্ভিণীর ষষ্ঠ মাসের রক্তস্রাবে। (পৃশ্নিপর্ণ্যাদি।)

গর্ভিণীর ষষ্ঠ মাসে রক্তস্রাব হইলে পৃথক্‌পর্ণী (চাকুলে), বলা (বেড়েলা), শিগ্রু (সজিনা) ছাল, শ্বদংষ্ট্রা, (গোক্ষুর) ও মধুযষ্টিকা (যষ্টিমধু), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ২৮ ॥

গর্ভিণীর সপ্তম মাসে রক্তস্রাবে। (শৃঙ্গাটকাদি।)

শৃঙ্গাটক (পানীফল), বিস (মৃণাল. মোলাম), দ্রাক্ষা (কিসমিস্), কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ দুগ্ধসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করাইলে গর্ভিণীর সপ্তম মাসের রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

গর্ভিণীর অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবে। (কপিত্থাদি।)

গর্ভিণীর অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা হইলে কয়েদ্‌বেল, বেলমূলের ছাল, বৃহতীর মূল, পটোল, ইক্ষুমূল ও কন্টকারী. এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ৩০ ॥

গর্ভিণীর নবম মাসে গর্ভস্রাবে। (মধুকাদি।)

গর্ভের নবম মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হইলে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা জলে বাটিয়া গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ৩১ ॥

গর্ভিণীর দশমমাসে গর্ভস্রাবে (শুণ্ঠীক্ষীর।)

২ দুইতোলা শুণ্ঠী, দেড়পোয়া জল ও ।৵০ অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ, এই সকল একত্র পাক পূর্ব্বক দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে গর্ভিণীর দশম মাসের গর্ভস্রাবাশঙ্কা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩২ ॥

শুণ্ঠ্যাদি —শুণ্ঠী, দেবদারু ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ সহ বাটিয়া অথবা দুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করাইলে দশম মাসের গর্ভস্রাবাশঙ্কা দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

কুশাদিক্ষীর।—কুট্টিত কুশের মূল,কেশেমূল,এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর,এই সকল সমভাগে ২তোলা, জল ।৷৵০ দেড়পোয়া,দুগ্ধ ।৵০দুই ছটাক। যথাবিধানে এই সকল পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৪ ॥

কশের্ব্বাদিক্ষীরং।

কশেরু শৃঙ্গাটক জীবনীয় পদ্মোৎপলৈরণ্ডশতাবরীভিঃ। সিদ্ধং পয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং সংস্থাপয়েদ্‌গর্ভমুদীর্ণবেগম্‌ ॥ ৩৫ ॥ মধুনা ছাগদুগ্ধেন কুলাল করকর্দ্দমঃ। অবশ্যং স্থাপয়েদ্‌গর্ভং চলিতংপানযোগতঃ ॥ ৩৬ ॥

কশেরুশৃঙ্গাটকাদিঃ।

কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মকোৎপলং সমুদ্‌গপর্ণী মধুকং সশর্করম্‌। সশূলগর্ভ-স্রুতি পীড়িতাঙ্গনা পয়ো বিমিশ্রং পয়সান্নভুক্‌ পিবেৎ ॥ ৩৭ ॥

সিতাদিঃ।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাপি শুষ্যতাম্‌। সিতামধুককাশ্মর্য্যৈ হিতমুত্থাপনে পয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

চন্দনাদিঃ।

চন্দনং শারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্‌। ক্বাথং কৃত্বা প্রদাতব্যং গর্ব্বিণ্যা জ্বরনাশনম্‌ ॥ ৩৯ ॥

এরণ্ডাদিঃ।

এরণ্ডমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্‌। দারুঃ পদ্মযুতঃ ক্বাথো গর্ভিণ্যা

কশের্ব্বাদিক্ষীর।

কশেরু (কেশুর), শৃঙ্গাটক (পাণীফল), জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এই ৮টী মিলিত দ্রব্য সমূহকে জীবনীয়গণ বা বর্গ বলে), পদ্মকেশর, উৎপল, এরণ্ডমূল (ভেরেণ্ডার মূল) ও শতাবরী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে কুট্টিত ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল ।৵০ দেড়পোয়া অর্থাৎ ৬ ছয় ছটাক, দুগ্ধ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া বা দুই ছটাক, শেষ দুগ্ধ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ পাক করিতে করিতে জল শুষ্ক হইয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই সিদ্ধ দুগ্ধ সহ ॥০ অর্দ্ধতোলা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া গর্ভবতী কামিনীদিগকে পান করাইলে গর্ভস্রাব নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥

ছাগ দুগ্ধ ।০ একপোয়া, মধু ২ দুইমাষা এবং ঘটাদি প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত কুম্ভকারের কর-সংলগ্ন মৃত্তিকা ৪ মাষা, এই দ্রব্যত্রয় একত্র করিয়া গর্ভবতী নারীকে সেবন করাইলে গর্ভপাত নিবারিত ও গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

কাশরুশৃঙ্গাটকাদি।

কেশুর, পাণীফল, পদ্মকেশর, উৎপল, মুগাণী, যষ্টিমধু ও ইক্ষুচিনি, এই সমস্ত বস্তু সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করতঃ গর্ভিণীকে পান করাইলে এবং দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান করিলে গর্ভিণীদিগের গর্ভশূল ও গর্ভস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

সিতাদি।—বায়ুদ্বারা গর্ভ শুষ্ক হইয়া গর্ভবতীকেও শুষ্ক করিলে তাহাদের পুষ্টির নিমিত্ত চিনি, যষ্টিমধু ও গাম্ভারী ফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে ॥ ৩৮ ॥

চন্দনাদি।

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও মৃদ্বীকা (কিসমিস্‌). এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধি এই কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক চুল্লী হইতে নামাইয়া উত্তম পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে জ্বর নিবারিত হয় ॥ ৩৯ ॥

এরণ্ডাদি।

এরণ্ডমূল (ভেরেণ্ডার মূল), অমৃতা (গুলঞ্চ), মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা ও পদ্ম (পদ্ম-

জ্বরনাশনঃ ॥ ৪০ ॥ অত্র সামান্যজ্বরোক্তা কষায়াশ্চ বুদ্ধা দেয়াঃ। সিংহাস্যাদি গুড়ূচ্যাদিঃ পঞ্চমূলীরসোঽপি বা। মধুনা শময়ন্ত্যেতে গর্ভিণ্যা জ্বরমাশু চ। পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং গর্ভিণ্যা জ্বরশান্তয়ে। ইতি জ্বরাধিকারে চক্রদত্তলিখিতম্ ॥ ৪১ ॥ আম্রজম্বুত্বচঃ ক্বাথং লেহয়েল্লাজপক্তুভিং। অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ ॥ ৪২ ॥

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরারলু রক্তচন্দন বলা ধন্যাকবৎসাদনী মুস্তোশীর যবাস পর্পট বিষা ক্বাথং পিবেদ্গর্ভিণী। নানাবর্ণরুজাতিসারক গদে রক্তস্রুতৌ বা জ্বরে। যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরানিগদিতঃ সূত্যাময়েষূত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥

লবঙ্গাদিচূর্ণম্।

লবঙ্গং টঙ্গণং মুস্তং ধাতকী বিল্বধান্যকম্। জাতীফলং সর্জকঞ্চ শতাহ্বা দাড়িমং তথা ॥ জীরকং সৈন্ধবং মোচং নীলোৎপলরসাঞ্জনম্। অভ্রকং বঙ্গকঞ্চৈব সমঙ্গা রক্তচন্দনম্ ॥ চব্যং চাতিবিষা শৃঙ্গী খদিরং বালকং সমম্। এতচ্চূর্ণং প্রদাতব্যং সংগ্রহগ্রহণীহরম্। নানাবর্ণমতীসারং জ্বরঞ্চৈব নিযচ্ছতি। আমরক্তাতিসারঘ্নং শূলশোথনিসূদনম্ ॥ ভৃঙ্গরাজরসৈঃ প্লাব্যং ভাবয়িত্বা দিনত্রয়ম্। ছাগীদুগ্ধেন মতিমান্ গর্ভিণীমনুপানতঃ ॥ ৪৪ ॥

কাষ্ঠ), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে মিলিত ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে উহাদের জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় জ্বরে সমধিক বিবেচনা পূর্ব্বক সাধারণ জরোক্ত পাঁচন সকল ব্যবস্থা করিবে। চক্রদত্ত লিখিয়াছেন— সিংহাস্যাদি কষায়, গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ, স্বল্পপঞ্চমূলী ক্বাথ অথবা পঞ্চমূলী সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইলে গর্ভিণীর জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

আম্রের ছাল ও জামের ছাল, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করাইলে, উহাদের গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবের (বালা), অরলু (শোণা) ছাল, চন্দন (রক্তচন্দন), বলা (বেড়েলা), ধন্যাক (ধনিয়া), বৎসাদনী (গুলঞ্চ), মুস্ত (মুথা), উশীর (বেণা), মূলা, যবাগূ (দুরালভা), পর্পট (ক্ষেৎপাপড়া) ও বিষা (আতইস), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধি এই ক্বাথ পাক পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পান করাইলে গর্ভিণীর নানা প্রকার বেদনাযুক্ত অতীসার, রক্তস্রাব ও সূতিকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

লবঙ্গাদি চূর্ণ।

লবঙ্গ, টঙ্গন (সোহাগার খৈ), মুথা, ধাতকী (ধাইফুল), বেলশুঁঠ, ধনিয়া, জাতীফল, সর্জ্জক (শ্বেতধুনা), শতাহ্বা (শুল্‌ফা), দাড়িম ফলের ছাল, সাজীরা, সৈন্ধবলবণ, মোচ (মোচরস), নীলোৎপল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, সমঙ্গা (বরাক্রান্তা), রক্তচন্দন, চব্য (চই), অতিবিষা (আতইস), শৃঙ্গী (কাঁকড়াশৃঙ্গী), খদির ও বালক (বালা), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইয়া লইবে। এই লবঙ্গাদি চূর্ণ ৩ তিন-

রোমরাজী ভবেদ্যস্যা বামপার্শ্বে সমুচ্ছ্রিতা। কন্যাং তস্যা বিজানীয়াৎ দক্ষিণেন তয়া সুতম্ ॥ ৪৫ ॥ ধন্বন্তরিমতেনৈব সাধ্বাজ্ঞাতশ্চ শাস্ত্র-বিৎ। সম্প্রাপ্তে চাষ্টমে মাসে মৈথুনং পরিবর্জ্জয়েৎ। যদি গচ্ছতি দুর্ম্মেধাঃ কামমোহাদচেতনঃ। বিপদ্যতে তদা গর্ভো গর্ভিণী চ বিনশ্যতি। অন্ধ মূকাদি বধিরো জায়তে কুব্জ এব বা ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং গর্ব্ভিণী-চিকিৎসা।

দিবস ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধ সহ ।০ একআনা কি ।৵০ দুইআনা মাত্রায় সেবন করাইলে গর্ভিণী নারীর সংগ্রহগ্রহণী, নানা বর্ণ অতীসার, জ্বর. আমাতিসার, রক্তাতিসার, শূল ও শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

গর্ভিণীর বামপার্শ্বে রোমরাজী উত্থিত হইলে কন্যা জন্মিয়া থাকে এবং গর্ভবতীর দক্ষিণ পার্শ্বে (ডাইন দিকে) রোমরাজী সমুৎপন্ন হইলে পুত্র সন্তান জন্মিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

স্বয়ং ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—গর্ভিণীর গর্ভের অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে, সেই সময় হইতে একবারে মৈথুন পরিত্যাগ করা অত্যন্ত উচিত, নতুবা সপ্তম মাসের পরে অষ্টম মাসারম্ভে গর্ভি-ণীকে রমণ করিলে গর্ভ নষ্ট ও গর্ভিণীর মৃত্যু হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অথবা তাহাতে অন্ধ, মূক (বোবা), বধির (কালা) বা কুব্জ (কুঁজো) সন্তান জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জানিবে ॥৪৬॥

ইতি গর্ব্ভিণী চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ সূতিকা-চিকিৎসা।

পাঠা লাঙ্গলি সিংহাস্য ময়ূরক জটৈঃ পৃথক্। নাভিবস্তি ভগালেপাৎ-সুখং নারী প্রসূয়তে ॥ ১ ॥ মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্। ঘৃতেন সহ পাতব্যং সুখং নারী প্রসূয়তে ॥ ২ ॥ ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ ভাবিনি। উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তু তে ॥ ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং বৈভব লঘুর্ভমিমং বিমুঞ্চতু স্ত্রী। তদনল পব-নার্ক বাসরান্তে সহ লবণাম্বুধরৈ র্দ্দিশন্তু শান্তিম্ ॥ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেন্দুরশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি মারিচং স্বাহা ॥ জলং চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তরাত্রাভিমন্ত্রিতম্। পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্ট্বা চোভয়ত্রিংশকম্ ॥ তথোভয় পঞ্চদশদর্শনং সুখসূতিকৃৎ ॥

সূতিকারোগ চিকিৎসা।

আকনাদী, লাঙ্গলী (ঈষলাঙ্গলিয়ার মূল), সিংহাস্য (বাসক) ও ময়ূরক জটা (আপাংমূল), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে জল সহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গর্ভিণীর নাভিতে, বস্তিতে (তলপেটে) ও যোনিতে (ভগে) প্রলেপ দিলে সুখে প্রসব হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু, এই দুইদ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধু সহ মিশ্রণ করতঃ গর্ভিণীকে সেবন করাইলে নির্ব্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ—মরিচ স্বাহা। "এই মন্ত্র এবং ওঁ ক্ষিপমুঞ্চ—স্বাহা"। এই চ্যবন মন্ত্র দ্বারা ৭ সাতবার জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল গর্ভিণীকে পান করাইলে এবং ৩০ ত্রিংশ অঙ্কে পূরিত কোষ্ঠী দর্শন করাইলে গর্ভিণীর সুখে প্রসব হইয়া থাকে। এই প্রকারে ১৫ পঞ্চদশ অঙ্কে পূরিত কোষ্ঠী প্রদর্শন করাইলেও গর্ভিণীর অতীব সুখে প্রসব হইয়া থাকে। ত্রিংশ অঙ্কে

চ্যবনমন্ত্রো যথা।

ওং ক্ষিপনিক্ষিত উন্মথ প্রথম মুঞ্চমুঞ্চ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণ জলং সপ্ত-ধাভিমন্ত্রিতং পায়য়েৎ।

অথোভয়পঞ্চদশকং দর্শয়েৎ যথা।

বসুগুণাবেদার্কবাণ নব ষট্ সপ্তযুগৌ ক্রমাৎ। সর্ব্বং পঞ্চদশ দ্বিস্তু ত্রিংশকং নবকোষ্ঠকে॥ নাড়ী ঋতু বসুভিঃ সহ পক্ষ দিগষ্টাদশভিরেব চ। অর্ক ভুবনাব্ধি সহিতৈরুভয়ত্রিংশকমাশ্চর্য্যম্। উভয়োরেকং শরাবে লিখিত্বা দর্শয়েৎ॥ ৩॥ গৃহাম্বুনা গৃহধূমপানং গর্ভাপকর্ষণম্। কাঞ্জিকেন আলান্দুচূর্ণং পিবেৎ॥ ৪॥ পুটদগ্ধ সর্পকঞ্চুক মস্ণমসী কুসুমসারসহিতাক্ষী। ঝটিতি বিশল্যা জায়তে গর্ভিণী মূঢ়গর্ভাপি॥ সর্পখোলসং শরাবাদি সম্পুটেন মৃল্লিপ্তেন দগ্ধা মসীগ্রাহ্যামধুনা শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা চক্ষুরঞ্জয়েৎ॥ ৫॥ স্নুহীক্ষীরং তথা স্তোকং গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্ষিপেৎ। মৃতগর্ভং তদা সূতে গর্ভিণী রমণী দ্রুতম্॥৬॥গৃহাম্বুনা হিঙ্গু

	৩০	৩০	৩০	
৩০	১৬	২	১২	৩০
৩০	৬	১০	১৪	৩০
৩০	৮	১৮	৪	৩০
	৩০	৩০	৩০	

পূরিত কোষ্ঠী নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী এইরূপ—পূর্ব্ব পশ্চিমে চারি-রেখা অঙ্কিত করিয়া তদুপরি উত্তর দক্ষিণে চারিরেখা পাতন করিবে। ইহাতে নব কোষ্ঠান্বিত একটী ক্ষেত্র হইবে। ক্ষেত্রের প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম কোষ্ঠে ১৬, তন্নিম্ন কোষ্ঠায় ৬ ও তন্নিম্নে ৮ লিখিবে। এইরূপ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম কোষ্ঠায় ২ তাহার নীচে ১০ ও তাহার নিম্নে ১৮ এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম কোষ্ঠায় ১২, তাহার নীচে ১৪ ও তন্নিম্নে ৪ লিখিবে। এইরূপে অঙ্কপাত করিলে উভয়দিকে এক এক শ্রেণীতে ৩০ ত্রিংশ অঙ্ক হইবে।

পঞ্চদশ অঙ্কে পূরিত কোষ্ঠী নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম—ত্রিংশদঙ্কিত কোষ্ঠীর ন্যায় নব কোষ্ঠে বিভক্ত একটী ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম কোষ্ঠায় ৮, তন্নিম্নে ৩ ও তাহার নীচে ৪ লিখিবে। এই প্রকারে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম ঘরে ১, তাহার নিম্নে ৫ ও তন্নিম্নে ৯ লিখিবে এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম ঘরে ৬, তাহার নীচে ৭ ও তাহার নিম্নে ২ অঙ্কপাত করিবে। এইরূপে অঙ্ক পাত করিলে এক এক শ্রেণীতে ১৫ পঞ্চদশ হইবে। ইহাতে ত্রিংশ ও পঞ্চ-দশ কোষ্ঠীর দুইটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারা সহজে বোধ-গম্য হইবেক। কোন পাত্রে এই দুই কোষ্ঠী অঙ্কিত করিয়া গর্ভিণীকে দেখাইলে তৎক্ষণাৎ অতি সুখে প্রসব হইয়া থাকে জানিবে॥ ৩॥

	১৫	১৫	১৫	
১৫	৮	১	৬	১৫
১৫	৩	৫	৭	১৫
১৫	৪	৯	২	১৫
	১৫	১৫	১৫	

কাঁজির সহিত গৃহধূম অর্থাৎ ঝুল মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে অতীব সত্বর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে॥ ৪॥

সর্পকঞ্চুক (সাপের খোলস) শরাব পুটে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম মধুর সহিত গর্ভিণীর চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সত্বর নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে জানিবে॥ ৫॥

অল্প পরিমাণে সিজের আঠা লইয়া গর্ভিণীর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে গর্ভস্থ মৃত সন্তান বহির্গত হইয়া থাকে॥ ৬॥

হিং ২ রতি ও সৈন্ধব লবণ ১ মাষা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ২ দুই দ্রব্য কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে অতি শীঘ্র গর্ভ নিঃসৃত হইয়া থাকে জানিবে॥ ৭॥

সিন্ধুপানং গর্ভাপকর্ষণম্॥৭॥করিদমনদহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পানতঃ সদ্যঃ চিরমচিরজং গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি ॥ ৮॥ কটুতুম্ব্যহিনির্ম্মোক কৃতবেধন সর্ষপৈঃ। কটুতৈলান্বিতৈ র্ধূপো যোনৌ পাতয়তেঽমরাম্ ॥৯॥কচবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা ঘৃষ্টে কণ্ঠে পতত্যমরা॥১০॥মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ সংলিপ্তে হস্তপাদে চ ॥ ১১ ॥ অমরা পাতনং মদ্যৈঃ পিপ্পল্যাদিঃ রজঃ পিবেৎ ॥ ১২ ॥ শালিমূলাক্ষমাত্রস্বা মদ্যেনাম্লেন বা প্লুতম্ ॥ ১৩॥ উপকুঞ্চিকাং পিপ্পলীঞ্চ মদিরাং লাভতঃ পিবেৎ। সৌবর্চ্চলেন সংযুক্তাং যোনিশূলনিবারিণীম্ ॥ ১৪ ॥ সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি শূলং মক্কল্লসংজ্ঞিতম্। যবক্ষারং পিবেত্তত্র সর্পিসোষ্ণোদকেন বা ॥ ১৫ ॥ পিপ্পল্যাদিগণক্কাথং পিবেদ্বা লবণান্বিতম্ ॥ ১৬ ॥ বংশকোঙ্গী সমুদ্ভূতং যবক্ষারসমন্বিতম্। হৃস্তি মক্কল্লক শূলং হৃচ্ছিরো-

---

করিদমন (নাগদানা) মূল ও দহন (চিতা) মূল সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ পূর্ব্বক গর্ভিণীকে পান করাইলে মৃত বা জীবিত সন্তান শীঘ্রই প্রসূত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কটুতুম্বী (তিৎলাউ), অহিনির্ম্মোক (সাপের খোলস), কৃতবেধন (ঘোষাফল) ও সরিষা, এই সমুদায় দ্রব্য সর্ষপ তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া প্রসূতির যোনিতে তাহার ধূপ প্রদান করিলে শীঘ্র অমরা (ফুল) পতিত হয় ॥ ৯ ॥

অঙ্গুলিতে (আঙ্গুলে) কেশ বেষ্টন করিয়া (জড়াইয়া) সেই অঙ্গুলি দ্বারা যোনিদ্বার ঘর্ষণ করিলে শীঘ্র অমরা (ফুল) পতিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ঈষলাঙ্গলিয়ার মূল জলসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রসূতির হস্তে ও পাদে প্রলেপ দিলে সত্বর অমরা (ফুল) পতিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১১ ॥

পিপ্পল্যাদিগণ।—অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুণ্ঠী, মরিচ, গজপিপুল, রেণুকা, শৈলজ, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকন্দীলতা, জীরক, সর্ষপ, মহানিম্বের ফল, হিং, বামনহাটী, দ্রাক্ষা, আতইস, বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ৶০ আনা মাত্রায় মদ্যের সহিত গর্ভিণীকে পান করাইলে শীঘ্র অমরা (ফুল) পতিত হয় ॥ ১২ ॥

শালী ধান্যের মূল মদ্য অথবা কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক গর্ভিণীকে সেবন করাইলে অমরা (ফুল) পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণজীরা, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত প্রসূতিকে পান করাইলে যোনিশূল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

প্রসূতা নারীর হৃদয়ে, মস্তকে ও বস্তিদেশে (তলপেটে) যে শূল বেদনা জন্মে, তাহাতে মক্কল্লশূল বলে। ঐ মক্কল্লশূলরোগিণীকে ঘৃত বা উষ্ণোদক সহ যবক্ষার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

পিপ্পল্যাদিগণ অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুণ্ঠী, মরিচ, গজপিপুল, রেণুকা, শৈলজ, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, জীরক, সর্ষপ, মহানিম্বের ফল, হিং, বামনহাটী দ্রাক্ষা, আতইস, বচ বিড়ঙ্গ ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্কাথ বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ /০ এক আনা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে প্রসূতির মক্কল্লশূল নিবারিত হয় ॥ ১৬ ॥

বাঁশের কোঁড় ও যবক্ষার একত্র মিলিত করিয়া প্রসূতিকে সেবন করাইলে তাহাদের বস্তি, মস্তক ও হৃদয় সঞ্জাত মক্কল্লশূল রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৭ ॥

বস্তি সম্ভবম্॥ ১৭ ॥ পারাবতশকৃৎপীতং শালিতণ্ডুলবারিণা। গর্ভ-পাতানন্তরোত্থ রক্তস্রাবনিবারণম্॥ ১৮ ॥ জলপিষ্ট বরুণপত্রৈঃ সঘৃতৈরুদ্বর্ত্তনালেপৌ। কিক্কিশরোগং হরতো গোময়ঘর্ষাদথো বিহিতৌ ॥ ১৯ ॥

অমৃতাদিঃ।

অমৃতা নাগরং সহচর ভদ্রোৎকট পঞ্চমূলং জলদজলম্॥ পীতং মধু সংযুক্তং নিবারয়তি সূতিকাতঙ্কম্॥ ২০ ॥

সহচরাদিঃ।

সহচর পুষ্কর বেতসমূলং বিকঙ্কত দারু কুলত্থসমম্। জলমত্র সসৈন্ধব হিঙ্গুযুতং সদ্যো জ্বর সূতিকশূলহরম্॥ ২১ ॥ দশমূলী ক্বাথঃ ॥ দশ-মূলীকৃতঃ ক্বাথঃ সাজ্যঃ সূতিরুজাপহঃ ॥ ২২ ॥

সূতিকাদশমূলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্॥ দাসীপ্রসারণী বিশ্বগুড়ূচী মুস্তকং তথা। নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরং দাহসমন্বিতম্॥ ২৩ ॥

গর্ভপাতের পরে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে শালি তণ্ডুলের জলে পায়রার বিষ্ঠা গুলিয়া পান করিতে দিবে ॥ ১৮ ॥

বরুণবৃক্ষের পাতা জলের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন (মর্দ্দন) ও লেপন করিলে অথবা গোময় (গোবর) ঘর্ষণ করিলে নারীদিগের কিক্কিশ রোগ উপশমিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

অমৃতাদি।—গুলঞ্চ, শুণ্ঠি ঝিণ্টীর মূল ভদ্রোৎকট (গন্ধভাদালিয়া) মূল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এবং মুথা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। যথাবিধি এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপে প্রসূতিকে পান করাইলে তাহার সূতিকারোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২০ ॥

সহচরাদি।—সহচর (ঝিণ্টী) মূল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বেতসমূল, বিকঙ্কত (বঁইচ) মূল, দেবদারু ও কুলত্থকলায়, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধি এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ৪ মাষা ও হিং ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে প্রসূতির জ্বর ও শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

দশমূলী ক্বাথ।

বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, শালপাণী ও চাকুলে, এই দশটী দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ২ দুইতোলা মাত্রায় অর্দ্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ।০ সিকি-তোলা ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে সূতিকারোগ নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

সূতিকাদশমূল।—শালপাণী, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দাসী (নীল-ঝাঁটী) মূল, প্রসারণী (গন্ধভাদালিয়া) মূল, বিশ্ব (শুণ্ঠি), গুলঞ্চ ও মুথা, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমুদায়ে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধি এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া প্রসূতিকে পান করাইলে তাহাদের সূতিকা সম্বন্ধীয় দাহ সংযুক্ত জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

সহচরাদি।—ঝিণ্টীমূল, মুথা, গুলঞ্চ, ভদ্রোৎকট (গন্ধভাদালিয়া) মূল, শুণ্ঠি ও বালা, এই

সহচরাদিঃ।

সহচর [illegible] গুড়ূচী ভদ্রোৎকট বিশ্ববালকৈঃ ক্বথিতম্। পেয়মিদং মধুমিশ্রং [illegible] জ্বরশূলনুৎসূত্যাঃ ॥২৪॥ সহাচরকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলী-চূর্ণসংযুতঃ। দীপনো জ্বরদোষাম সূতিকারোগনাশনঃ॥২৫॥ পীতকুরুণ্ট-ক্বথিতং রজনীপর্য্যুষিতং পীতমপহরতি। সূতীরোগসহস্রং তন্মূলং চর্ব্বিতং তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

বজ্রকাঞ্জিকম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যং শুণ্ঠী যমানিকা। জীরকে দ্বে হরিদ্রে দ্বে বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা॥ এতৈরেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনালং বিপাচয়েৎ। এতদাময়ণং বৃষ্যং কফঘ্নং বহ্নিদীপনম্। কাঞ্জিকং বজ্রকং নাম স্ত্রীণামগ্নিবিবর্দ্ধনম্। মক্কল্লশূলশমনং পরং ক্ষীরাভিবর্দ্ধনম্। ক্ষীরপাক-বিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্॥ ২৭ ॥

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহঃ।

ভদ্রোৎকট তুলা ক্বাথে পাদশেষে বিনিক্ষিপেৎ। শর্করায়াঃ পলত্রিংশ-চ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ। বৎসকং ধান্যকং মুস্তমুশীরং বিল্বমেব চ। শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব পিপ্পলী মরিচানি চ॥ বলা চাতিবলা মাংসী

সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ পাক পূর্ব্বক চুল্লী হইতে নামাইয়া একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পান করাইলে প্রসূতির জ্বর ও শূলবেদনাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ২৪॥

কুট্টিত ঝিণ্টীমূল ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ক্বাথ পাক করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তৎসহ /০ একআনা পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রসূতিকে পান করাইলে, সূতিকা সম্বন্ধীয় জ্বরদোষ ও আম বিনষ্ট হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে জানিবে॥ ২৫॥

পীতঝিণ্টীর মূল ২ দুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত বা পেষিত করিয়া অর্দ্ধসের জল সহ পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে জল শুষ্ক হইয়া অর্দ্ধপোয়া বা দুই ছটাক /৵০ মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন উহা চুল্লী হইতে নামাইয়া একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথ রাত্রিতে প্রস্তুত করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে পান করিতে দিলে সূতিকাদিগের জ্বরাদি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

পীত ঝিণ্টীর মূল চর্ব্বণ করিয়া (চিবাইয়া) সেবন করিলেও সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৬॥

বজ্রকাঞ্জিক।

কাঁজি /১ একসের। জল /৪ চারিসের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুণ্ঠী, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ ও সচললবণ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /।০ একপোয়া। যথাবিধি পাক পূর্ব্বক কাঁজি শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই বজ্রকাঞ্জিক ঔষধ ২॥০ আড়াইতোলা মাত্রায় সেবন করিলে সূতিকাদিগের কফ, ও মক্কল্লশূল নিবারিত হইয়া তাহাদের বল, বীর্য্য ও স্তন্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ২৭॥

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ।

গন্ধভাদালিয়া ১২॥০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের। চিনি /৩৸০ পৌনে চারিসের অর্থাৎ তিনসের তিনপোয়া। গন্ধভাদালিয়ার ক্বাথ সহ চিনি পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে নিম্ন লিখিত দ্রব্য সমূহের প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা মাত্রায় উহার মিশ্রিত

হ্রীবেরং সহুরালভম্। এষাঞ্চ পলিকৈ র্ভাগৈ চ্চূর্ণৈরেনং সমাচরেৎ। সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাঞ্চ সুদুস্তরাম্। বহ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং শূলানাহবিবন্ধনুৎ ॥ ২৮ ॥

ভদ্রোৎকটাদ্যং ঘৃতম্।

সমূলপত্র শাখন্তু শতং ভদ্রোৎকটস্য চ। বারিদ্রোণেন সংসাধ্যং স্থাপ্যং পাদাবশেষিতম্ ॥ ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গর্ভং দত্বা তু কার্ষিকম্। সব্যোষং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং জীরকং তথা ॥ পঞ্চমূলং কনিষ্ঠঞ্চ রাস্নৈরণ্ডসমন্বিতম্। বলা সিন্ধু যবক্ষারং স্বর্জ্জিকা কৃষ্ণজীরকম্। সিদ্ধমেতদ্‌ঘৃতং সদ্যো নিহন্যাৎ সূতিকাময়ান্। গ্রহণীং পাণ্ডুরোগঞ্চ অর্শাংসি বিবিধানি চ ॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং স্ত্রীণাং স্তন্যবিশোধনম্॥২৯

সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

কশেরু শৃঙ্গাট বরাট মুস্তং দ্বিজীরকং জাতিফলং সকোষম্। লবঙ্গ শৈলেয় সনাগপুষ্পং পত্রং বরাঙ্গং শটি ধাতকী চ ॥ এলা শতাহ্বা ধনিকেভপিপ্পলী সপিপ্পলী সোষণকা শতাবরী। প্রত্যেকমেষামিহ কর্ষযুগ্মং লৌহং তথাভ্রং পলভাগযুক্তম্। মহৌষধাচ্চূর্ণপলানি চাষ্টৌ পলানি ত্রিংশৎসিতশর্করায়াঃ। পলানি চাষ্টাবপি সর্পিষশ্চ প্রস্থদ্বয়ং ক্ষীরমিহ প্রযুক্তম্। পচেদ্বিধিজ্ঞঃ পরমাদরেণ খাদেদিদং কর্ষমথার্দ্ধ-

করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। দ্রব্য যথা—বৎসক (ইন্দ্রযব), ধনিয়া, মুথা, বেণার মূল, বেলশুঁঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলিয়া, জটামাংসী, বালা ও দুরালভা। এই ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ ।০ সিকি তোলা বা অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে প্রসূতিদিগের সংগ্রহগ্রহণী, সূতিকারোগ, শূল, আনাহ ও বিবন্ধ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ॥ ২৮ ॥

ভদ্রোৎকটাদ্যঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ চারিসের। কাথার্থ—মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাদালিয়া ১২॥০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চিতার মূল, জীরক, শালপাণী, চাকুলিয়া, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী (ব্যাকুড়), রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুইতোলা। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে করিয়া অগ্নি দ্বারা পাক পূর্ব্বক নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে গুলি বাদ দিয়া পুনরায় কাথ মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইলে অর্থাৎ শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত প্রত্যহ ।০ সিকি তোলা পরিমাণে সেবন করিলে স্ত্রীগণের সূতিকারোগ, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ ও অর্শরোগ বিনষ্ট, জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত ও স্তনদুগ্ধ বিশোধিত হইয়া থাকে। ২৯ ॥

সৌভাগ্যশুণ্ঠী।—সিতশার্করা (মিশ্রি) ৩০ পল, গব্যঘৃত /১ সের, গব্যদুগ্ধ /৮ সের। কেশুর, শৃঙ্গাট (পাণীফল), বরাট (পদ্মবীজ কোষ), মুথা, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগকেশর, তেজপত্র, দারুচিনি, শঠী, ধাইফুল, এলাইচ, ধনিয়া, শলুফা, গজপিপুল, পিপুল, মরিচ ও শতাবরী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা, লৌহ ৮ আটতোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ /১ একসের। প্রথমতঃ মিশ্রি রস করিয়া রাখিবে। তৎপরে ঘৃত কটাহে করিয়া নিষ্ফেন

কর্ষম্। কর্ষদ্বয়ং বাপি সমীক্ষ্য শস্তং সৌভাগ্যশুণ্ঠী কথিতা ভিষগ্‌ভিঃ। অগ্নিপ্রদা সূতিগদাপহা চ সর্ব্বাতিসারগ্রহণীহরা চ ॥ ৩০ ॥

দ্বিতীয় সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

ত্রিকটু ত্রিফলাজাজী চাতুর্জাতকমুস্তকম্। জাতীকোষফলং ধান্যং লবঙ্গং শতপুষ্পিকা। নলিকা মদনফলং যমানীদ্বয় ধাতকী। শতাবরী তালমূলী লোধ্রং বারণপিপ্পলী। পিয়ালবীজমমৃতা কর্পূরং চন্দনদ্বয়ম্। কর্ষপ্রমাণান্যেতেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। নাগরস্য চ চূর্ণস্য প্রস্থদ্বয়মিতং ক্ষিপেৎ। দৃঢ়ে চ মৃন্ময়েপাত্রে পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। যত্নতঃ পাকবিদ্বৈদ্যো গুড়িকাং কারয়েত্ততঃ। ঘৃতমষ্টপলং দদ্যাৎ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ং তথা। সার্দ্ধপ্রস্থদ্বয়ং চাত্র শর্করায়াস্ততঃ ক্ষিপেৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় অজাক্ষীরং পিবেদনু। আমবাতং নিহন্ত্যাশু কাসং শ্বাসং সপীনসম্। গ্রহণীমম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্। স্ত্রীরোগং বিংশতিঞ্চৈব তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ। অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং স্তনদার্ঢ্যকরং পরম্। সৌভাগ্যজননং স্ত্রীণাং পুষ্টিদং ধাতুবর্দ্ধনম্ ॥ ৩১ ॥

জীরকাদিমোদকঃ।

জীরকস্য পলান্যষ্টৌ শুণ্ঠী ধান্যং পলত্রয়ম্। শতপুষ্পা যমানী চ কৃষ্ণজীর পলং পলম্॥ ক্ষীরদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধশতং পলম্। ঘৃতস্যাপি পলান্যষ্টৌ শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। ব্যোষং ত্রিজাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গং চব্য চিত্রকম্। মুস্তকঞ্চ লবঙ্গঞ্চ পলাংশং সংপ্রকল্পয়েৎ। মন্দেন

পাক পূর্ব্বক তৎসহ মিশ্রির রস ও /৮ আটসের দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে উহা লেহবৎ ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহার সহিত চূর্ণ দ্রব্যগুলি সমস্ত মিশ্রিত করতঃ আলোড়িত করিয়া লইবে। এই সৌভাগ্যশুণ্ঠীলেহ ঔষধ প্রত্যহ।০সিকি তোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার সূতিকারোগ, নানাবিধ অতিসার বিনষ্ট হইয়া জঠরাগ্নি সন্দীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

দ্বিতীয়সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৃষ্ণজীরা, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, ছোটএলাচি, মুথা, জায়ফল, জৈত্রী, ধনে, লবঙ্গ, শলুফা, নলিকা (নালুকা), মদনফল, যমানী, বনযমানী, ধাইফুল, শতাবরী, তালমূলী, লোধ, গজপিপুল, পিয়ালবীজ, গুলঞ্চ, কর্পূর, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ /৪ চারিসের, ঘৃত /১ একসের, দুগ্ধ /৮ আটসের এবং চিনি /৫ পাঁচসের। প্রথমতঃ চিনির রস করিয়া ঘৃত /১ একসের ও দুগ্ধ /৮ আটসের একত্র পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে উল্লিখিত চূর্ণ দ্রব্যগুলি নিক্ষেপ করিয়া আলোড়িত করিয়া লইবে। এই দ্বিতীয় সৌভাগ্য শুণ্ঠী ঔষধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ছাগ দুগ্ধানুপানে সেবন করিলে আমবাত, কাস, শ্বাস, পীনস, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষয় ও ২০ প্রকার স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয় এবং স্ত্রীদিগের স্তনের দৃঢ়তা, পুষ্টি, ধাতুবৃদ্ধি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় ॥ ৩১ ॥

জীরকাদি মোদক।—জীরা চূর্ণ /১ একসের, শুণ্ঠীচূর্ণ ৩ পল, ধনেচূর্ণ ৩ পল, শলুফাচূর্ণ ১ পল, জৈনচূর্ণ একপল, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৮ তোলা, দুগ্ধ /৮ আটসের, চিনি /৬।৷০ সের, ঘৃত /১ একসের। প্রথমতঃ চিনির রস করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃত সহ পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিয়াছে দেখিলে,

বহ্নিনা পক্ত্বা মোদকং কারয়েদ্ভিষক্। সর্ব্বযোষিদ্বিকারাণাং নাশনং বহ্নিদীপনম্। সূতিকারোগশমনং বিশেষাদ্গ্রহণীহরম্। (সূতিকায়াং) ॥ ৩২ ॥

স্মৃতিকারিরসঃ।

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তুল্যকম্। চূর্ণিতং মর্দ্দয়েদ্যত্নাদ্ভেকপর্ণীরসেন চ ॥ ছায়াশুষ্কা গুড়ী কার্য্যা কলায়সদৃশী ততঃ। মাত্রয়া কটুনা দেয়া সূতিকাতঙ্কনাশিনী ॥ জ্বরতৃষ্ণারুচিহরী শোথঘ্নী বহ্নিদীপনী। রসকৌমুদীধৃতোঽয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ কনককার্পাসকেক্ষূণাং মূলং সৌবীরকেন বা। বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥ দুগ্ধেন শালিতণ্ডুলচূর্ণপানং বিবর্দ্ধয়েৎ। স্তন্যং সপ্তাহতঃ ক্ষীরসেবিন্যাস্তু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেৎ স্তন্যবিবৃদ্ধয়ে ॥৩৬॥ তত্র বাতাত্মকে স্তন্যে দশমূলীজলং পিবেৎ ॥ পিত্তদুষ্টেঽমৃতা ভীরু পটোলং নিম্বচন্দনম্। ধাত্রী কুমারশ্চ পিবেৎক্কাথয়িত্বা সশারি-

তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং শীতল হইলে শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, মুথা ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মাত্রায় তৎসহ মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিয়া লইবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ, সূতিকারোগ ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

সূতিকারি রস।—পারা, গন্ধক, তাম্র ও অভ্র, এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ভেকপর্ণীর (থানকুনীর) রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। অনুপান আদার রসাদি। ইহা দ্বারা সূতিকারোগ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরোচক ও শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি সন্দীপিত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

বন কার্পাসের মূল চূর্ণ ২ তোলা অথবা ইক্ষুমূল চূর্ণ ২ তোলা, ৮ তোলা কাঁজির সহিত সেবন করিলে নারীদিগের স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিংবা ভূমিকুষ্মাণ্ড মূল চূর্ণ ২ তোলা ৮ তোলা মদ্য সহ সেবন করিলে নারীগণের স্তন্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

৭ সাত দিন প্রত্যহ শালিতণ্ডুল চূর্ণ ৪ চারিমাষা বা অর্দ্ধতোলা এবং ।৵০ অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত কসিয়া পান করিলে এবং দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে স্ত্রীদিগের স্তন্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

হরিদ্রাদি অর্থাৎ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং শেষ ক্কাথ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া ; এই ক্কাথ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পান করিলে কিংবা বচাদি অর্থাৎ বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু এবং নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া ; যথাবিধি এই ক্কাথ পাক পূর্ব্বক চুল্লী হইতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিরা লইবে। ইহা পান করিলে সূতিকাদিগের স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায় ॥ ৩৬ ॥

দশমূল অর্থাৎ বেলছাল, গনিয়ারী, পারুলছাল, কণ্টকারী, শোণাছাল, গোক্ষুর, চাকুলে, শালপাণী, বৃহতী এবং গাম্ভারী ছাল, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল অর্দ্ধসের অর্থাৎ ৩২ বত্রিশ তোলা, শেষ ৮ আটতোলা অর্থাৎ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া বা দুইছটাক। এই ক্কাথ পাক পূর্ব্বক নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। ইহা ধাত্রীকে ও শিশুকে পান করাইলে বাতকৃত স্তন্যদোষ নষ্ট হয়।

বম্ ॥৩৭॥ ধাত্রীস্তন্যবিবৃদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশনা। ভার্গী দারু বচা পাঠাঃ পিবেৎসাতিবিষাঃ শৃতাং ॥ ৩৮ ॥ কুক্কুরমেঞ্জুকামূলং চর্ব্বিতমাস্যেন ধারিতং জয়তি। সপ্তাহাৎ স্তনকীলং স্তন্যঃ চৈকান্ততঃ কুরুতে ॥ ৩৯॥ শোথং স্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্বিদধ্যাদ্যদ্বিদ্রধাবভিহিতং বহুধা বিধানম্। আমে বিদহ্যতি তথৈব গতে চ পাকং তস্যা স্তনৌ সততমেব হি নির্দুহীত ॥৪০॥ বিশালামূললেপস্তু হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্॥৪১॥ নিশাকনকফলাভ্যাং লেপশ্চাপি স্তনার্ত্তিহা ॥ ৪২ ॥ মূষিকবসয়া শৌকর মাহিষগজমাংসচূর্ণযুতয়া। অভ্যঙ্গমর্দ্দনাভ্যাং সুকঠিন পীনস্তনৌ ভবতঃ ॥ ৪৩ ॥ মহিষীভব নবনীতং ব্যাধি বলোগ্রা তথৈব নাগবলা পিষ্ট্বা মর্দ্দনযোগাৎ পীনং কঠিনং স্তনং কুরুতে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীপর্ণীতৈলম্।

শ্রীপর্ণীরসকল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং তিলোদ্ভবম্। তত্তৈলং তূলকেনৈব স্তনস্যোপরি ধারয়েৎ ॥ পতিতাবুত্থিতৌ স্ত্রীণাং ভবেয়াতাং পয়ো-

---

গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমছাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমুদায় ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ আটতোলা। যথাবিধি এই ক্বাথ পাক পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া শিশুকে ও ধাত্রীকে পান করাইলে পিত্তকৃত স্তন্যদোষ দূরীভূত হয় ॥৩৭॥

ভার্গী (বামনহাটী), দেবদারু, বচ, আকনাদীলতা ও অতিবিষা (আতইচ), এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ দুইতোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলসহ পাক করতঃ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে চুল্লী হইতে নামাইবে। এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি বাদ দিয়া তরলাংশ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ ধাত্রী পান করিলে এবং মুগযূষ, মাংসযূষাদি পথ্য করিলে ধাত্রীর বা মাতার স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

কুক্কুরমেঞ্জুকার (গোরথ চাউলার) মূল চর্ব্বণ করিয়া (চিবাইয়া) মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে ৭ সাত সপ্তাহ মধ্যে স্তনজাত (থুমকা) বিনষ্ট হইয়া অতিশয় স্তন্য বৃদ্ধি পায় ॥ ৩৯ ॥

স্তনোত্থিত শোথরোগে আম, পচ্যমান ও পক্ব বিদ্রধির বিধি অনুসারে যথাক্রমে চিকিৎসা করিবে। এবং উহাতে সর্ব্বদা স্তন দোহন পূর্ব্বক নিঃশেষরূপে দুগ্ধ নিঃসারণ করিবে অর্থাৎ সর্ব্বদা দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে ॥ ৪০ ॥

বিশালার (রাখালশশার বা মামালাড়ুর) মূল জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্তনদেশে প্রলেপ প্রয়োগ করিলে স্তনের শোথ দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

হরিদ্রা ও কনক ধুতুরাফল সমানভাগে লইয়া জলসহ বাটিয়া তদ্দ্বারা স্তনে প্রলেপ দিলে স্তনের পীড়া অর্থাৎ স্তনোত্থিত শোথ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

শূকর, মহিষ ও হস্তীর মাংসচূর্ণ ইন্দুরের বসা সহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা স্তনদেশে মর্দ্দন করিলে স্তনদ্বয় সুকঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

মহিষ নবনীত, কুড়, বেড়েলা, বচ ও গোরক্ষ চাকুলিয়া, এই ৫টী দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া স্তনদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে স্তন সুকঠিন ও স্থূল হয় ॥ ৪৪ ॥

শ্রীপর্ণীতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—কুট্টিত গাম্ভারীবৃক্ষের ছাল /৪ চারিসের, পাক নিমিত্ত জল ৩২ সের, শেষ /৮ আটসের। কল্কার্থ—কুট্টিত গাম্ভারী ছাল /১ একসের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া নিষ্ফেন পাক করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত তৈল সহ কল্ক দ্রব্যগুলি ও জল মিশাইয়া পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে, অল্প জলীয়াংশ শেষ আছে, তখন উহা ছাঁকিয়া সিটেগুলি বাদ দিয়া পুনর্ব্বার ক্বাথ সহ পাক করিয়া

ধরৌ ॥ ৪৫ ॥ কাশীশতুরগগন্ধা শাবর গজপিপ্পলীবিপকেন। তৈলেন যান্তি বৃদ্ধিং স্তনকর্ণ বরাঙ্গলিঙ্গানি ॥ ৪৬ ॥ প্রথমর্ত্তৌ তণ্ডুলাম্ভো নস্যং কুর্য্যাৎ স্তনৌ স্থিরৌ ॥ ৪৭ ॥ গোমহিষীঘৃতসহিতং তৈল শ্যামা কৃতাঞ্জলি বচাভিঃ। স ত্রিকটু নিশাভিঃ সিদ্ধং নস্যং স্তনবর্দ্ধনং পরম্ ॥ ৪৮ ॥ সুতনু করোতি মধ্যং পীতং মথিতেন মাধবীমূলম্ ॥ ৪৯ ॥ স্যাৎ শিথিলাপি চ গাঢ়া সুরগোপাজ্যাভ্যঙ্গতো যোনিঃ ॥৫০॥ বেতসস্য তু মূলানি ক্বাথয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। ভগং প্রক্ষালিতং তেন গাঢ়ং সমুপজায়তে ॥ ৫১ ॥ শববহনস্থিতরজ্বা সন্তাড়নাদ্ধি দয়িতেন। নশ্যত্যবলাদ্বেষঃ পত্যৌ সহজঃ কৃতোঽথবা যোগৈঃ ॥ ৫২ ॥ দত্ত্বৈব দুগ্ধভক্তং বিপ্রায়োৎপাট্য সিতবলামূলম্। পুষ্যে কন্যাপিষ্টং দত্ত মনিচ্ছাহরং

নির্জ্জল হইলে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল দ্বারা তুলা ভিজাইয়া স্তনের উপরি স্থাপিত করিলে লম্বিত স্তনদ্বয় পুনর্ব্বার উত্থিত হয় ॥৪৫॥

কাশীশাদি তৈল।—তিলতৈল /১ একসের, জল /৪ চারিসের। কল্কার্থ—হিরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপুল সমভাগে কুট্টিত সমুদায় /।০ একপোয়া। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উহার সহিত কল্ক দ্রব্যগুলি ও জল মিশাইয়া পাক করিতে করিতে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার নির্জ্জল পাক করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈলের মর্দ্দন দ্বারা স্তন, কর্ণ, যোনি ও লিঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

প্রথম ঋতুতে তণ্ডুলোদকের নস্য গ্রহণ করিলে নারীগণের স্তনদ্বয় চিরকাল উন্নত থাকে ॥৪৭॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /১ একসের, উৎকৃষ্ট মাহিষ ঘৃত /১ একসের ও উৎকৃষ্ট তিলতৈল /২ দুইসের। জল ১৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু), কৃতাঞ্জলি (লজ্জাবতী লতা), বচ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা, সমভাগে কুট্টিত সমস্তে /১ একসের। প্রথমতঃ তৈলাদি কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি দ্বারা নিস্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে তৎসহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৈলাদি গ্রহণ করিবে। ইহাকে যমক বলে কহে। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে নারীদিগের স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪৮ ॥

মাধবীলতার মূল মথিত (নির্জ্জলঘোল) সহ বাটিয়া পান করিলে স্ত্রীদিগের মধ্যদেশ ক্ষীণতর হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

সুরগোপ কীট (ইন্দ্রগোপ কীট অর্থাৎ সিন্দুরিয়া পোকা) ও ঘৃত একত্র পেষণ পূর্ব্বক যোনিদেশে মর্দ্দন করিলে উহা অতীব শিথিল হইলেও দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বেতসের মূল ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলসহ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে জল শুষ্ক হইয়া অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন উহা চুল্লী হইতে নামাইয়া জলীয়াংশ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ দ্বারা ভগ প্রক্ষালন করিলে উহা অতীব দৃঢ় হয় ॥ ৫১ ॥

যদ্যপি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্বাভাবিক দ্বেষ (অনিচ্ছা) থাকে অথবা দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক যোগাদি দ্বারা বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে স্বামী নিজে শব (মড়া) বহন রজ্জু (দড়ি, রশি) দ্বারা ভার্য্যাকে তাড়না করিলে সেই বিদ্বেষ ভাব দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে ব্রাহ্মণকে দুগ্ধান্ন প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শ্বেত বেড়েলার মূল উৎপাটন করিয়া

ভক্ষ্যম্ ॥ ৫৩ ॥ পত্যুর্মূত্রঞ্চ পানায় স্ত্রিয়ৈ চ যদি দীয়তে। হরত্যেষা চিরাদ্দ্বেষং বশ্যা ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৫৪ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং স্ত্রীরোগচিকিৎসা।

ঘৃতকুমারীর রস সহ পেষণ করতঃ তাহা ভার্য্যাকে সেবন করাইলে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকে না ॥ ৫৩ ॥

স্বামীর মূত্র স্ত্রীকে কোন প্রকারে পান করাইলে, সেই স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল ভর্ত্তার বশীভূত থাকে জানিবে ॥ ৫৪ ॥

ইতি স্ত্রীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বালরোগ-চিকিৎসা।

ত্রিবিধঃ কথিতো বালঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তকঃ। স্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং রোগসম্ভবঃ। ক্ষীরপস্যৌষধং ধাত্র্যাঃ ক্ষীরান্নাদস্য চোভয়োঃ। অন্নেন বা শিশৌ দেয়ং ভেষজং ভিষজা সদা॥ ১ ॥ মাত্রয়া লঙ্ঘয়েদ্ধাত্রীং শিশোর্নেষ্টং বিশোষণম্। সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যস্তু ন নিবার্য্যতে ॥ ২ ॥ যো বালোঽচিরজাতঃ স্তন্যং ন গৃহ্ণাতি তস্য সহৈব। ধাত্রীমধুঘৃতপথ্যাকল্কেনাঘর্ষয়েজ্জিহ্বাম্ ॥ ৩ ॥ কুষ্ঠং বচাভয়া ব্রহ্মী কনকং ক্ষৌদ্রসর্পিষা। বর্ণায়ুঃকান্তিজননং লেহং বালস্য দাপয়েৎ ॥ ৪ ॥ স্তন্যাভাবে পয়শ্ছাগং গব্যং বা তদ্গুণং

বালরোগ চিকিৎসা।

বালক তিন প্রকার, যথা দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী ও অন্নজীবী। যতদিন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া শিশুগণের জীবন রক্ষা হয়, তাবৎ কাল তাহাদিগকে দুগ্ধজীবী বলে। এবং যতদিন পর্য্যন্ত শিশুগণের দুগ্ধ ও অন্ন এই উভয় দ্রব্য দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তৎকাল তাহাদিগিকে দুগ্ধান্নজীবী বলে। আর যখন শিশুগণের দুগ্ধ পানের বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না, কেবল মাত্র অন্ন ভোজন করিলেই জীবন রক্ষা হইতে পারে, তখন তাহাদিগকে অন্নভোজী বলা যায়। এই দুগ্ধ ও অন্নের দোষেই বালকদিগের পীড়া জন্মিয়া থাকে, দুগ্ধ ও অন্ন নির্দ্দোষ থাকিলে শিশুদিগের কোন প্রকার রোগ হইতে পারে না। দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের কোন পীড়া হইলে ধাত্রীর ঔষধ সেবন প্রয়োজন। দুগ্ধান্নজীবী বালকগণের পীড়া হইলে ধাত্রী ও শিশু এই উভয়কেই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক, এবং অন্নাশী বালকের কোন ব্যারাম হইলে ধাত্রীর কোন ঔষধ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র শিশুকেই অন্নসহ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেই অন্ন ভোজন করাইতে হয় জানিবে ॥ ১ ॥

শিশুর কোন পীড়া হইলে আবশ্যক পর্য্যন্ত ধাত্রীকে লঙ্ঘন প্রদান করিবে কিন্তু শিশুকে উপবাসাদি ব্যবস্থা করিবে না। শিশুর অন্যান্য সমস্ত নিষেধ করা যাইতে পারে, কিন্তু কদাচ স্তন্য বারণ করা যাইতে পারে না জানিবে ॥ ২ ॥

যদ্যপি অচিরজাত শিশু স্তন পান না করে, তবে হরীতকী ও আমলকী চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা শিশুর জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে ॥ ৩ ॥

কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মীশাক ও স্বর্ণ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের বর্ণ, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পিবেৎ ॥৫॥ তর্ক্কাধোগুড়িকাং তপ্তাং নিবাপ্য কটুতৈলকে ॥ তত্তৈলং পানতো হন্তি বালানামুল্লুমুল্লুণম্ ॥ ৬ ॥ মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীর-সিক্তেন সোষ্মণা। স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি॥৭॥ নাভিপাকে নিশালোধ্র প্রিয়ঙ্গুমধুকৈঃ শৃতম্। তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমে-ভির্ব্বাপ্যবচূর্ণনম্ ॥ ৮ ॥ সোমগ্রহণে বিধিবৎকেকিশিখামূলমুদ্ধৃতং বদ্ধম্। জঘনেঽথ কন্ধরায়াং ক্ষপয়িত্বাহহুণ্ডিকাং নিয়তম্ ॥ ৯ ॥ সপ্ত-দলপুষ্পমরিচং পিষ্টং গোরোচনাসহিতম্। পীতং তদ্বত্তণ্ডুলভক্ত-কৃতো দগ্ধপিষ্টক প্রাশঃ ॥ ১০ ॥ জম্বুকনাসাবায়সজিহ্বা নাভির্ব্বরাহ-সম্ভূতা ॥ কাংস্যং রসোঽথ গরলং প্রাবৃষভেকস্য বামজঙ্ঘাস্থি। ইত্যেকশোঽথমিলিতং বিধৃতং গ্রীবাদিকটিদেশে ॥ অহিণ্ডিক প্রশমন-মভ্যঙ্গো নাতিপথ্যবিধিঃ॥১১॥ অনামকে ঘুঘুরিকা বুকা মরিচরোচনা। নবনীতঞ্চ সংমিশ্র্য খাদেত্তৎকোপনাশনম্ ॥ ১২ ॥ তৈলাক্তশিরসস্তা-লুনি সপ্তদলার্কস্নুহীক্ষীরম্। দত্ত্বা রজনীচূর্ণে দত্তে ন স্যাদনামকাখ্যঃ

ধাত্রীর বা জননীর স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে শিশুকে ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা মেষী প্রভৃতির প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট দুগ্ধ পান করাইবে ॥ ৫ ॥

তর্কু'র (টাকুয়ার) নিম্নদেশস্থিত গুড়িকাটী (বাঁটুলী অর্থাৎ টাকুয়ার নিম্নভাগে যে একটী মৃৎপিণ্ড থাকে) অগ্নিদ্বারা অতিশয় সন্তপ্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিয়া সেই তৈল শিশুকে পান করিতে দিলে বালকের কণ্ঠস্থিত উদ্গত শ্লেষ্মা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যদ্যপি বালকের নাভিদেশে শোথ হয়, তবে কোন মৃৎপিণ্ড (মাটীর তাল) অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দুগ্ধ নিমগ্ন করতঃ যে উষ্মা নির্গত হইবে, তাহাদ্বারা বালকের নাভিতে স্বেদ দিলে শোথের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্য সকল দ্বারা তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা নাভি-মর্দ্দন করিলে অথবা উহাদের চূর্ণদ্বারা নাভি ঘর্ষণ করিলে শিশুদিগের নাভিপাক প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে যথাবিধি আপাং মূল উৎপাটন পূর্ব্বক শিশুর জঘনদেশে অথবা গ্রীবাদেশে বন্ধন করিয়া দিলে বালকদিগের আহণ্ডিক রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

ছাতিমফুল, মরিচ ও গোরচনা সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া জলের সহিত শিশুকে পান করাইলে অথবা ভাতের পিষ্টক (পিঠা) প্রস্তুত পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া বালককে ভোজন করাইলে শিশুর আহণ্ডিকারোগ উপশমিত হয় ॥ ১০ ॥

শৃগালের নাসিকা, কাকের জিহ্বা, শূকরের নাভি, কাঁসা, পারদ, গরল ও বর্ষাকালীন ভেকের (সোণাবেঙের) বামজঙ্ঘার অস্থি, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অথবা মিলিত করিয়া বালকের গ্রীবাদেশে অথবা কটীদেশে বাঁধিয়া দিলে তাহাদের অহিণ্ডিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাতে অভ্যঙ্গ ও অতিপথ্য বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১১ ॥

ঘুঘু'রিকা (ঘুগ্‌রা) পোকার বুক বা বক্ষস্থল, মরিচ, গোরোচনা ও নবনীত (মাখন, ননী), এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বালকদিগের অনা-মিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শিশুদিগের মস্তকের তালুদেশে প্রথমতঃ তৈল ম্রক্ষণ করিয়া ছাতিম, আকন্দ ও সিজ, ইহা-দের দুগ্ধ (আঠা) প্রদান পূর্ব্বক হরিদ্রাচূর্ণ প্রয়োগ করিলে তাহাদের অনামকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

॥ ১৩ ॥ লেহয়েচ্চ শুনাবালং নবনীতেন লেপিতম্। পুটকপত্রজরসে নোদ্বর্ত্তনঞ্চ তদ্ধিতম্॥১৪॥তৈলস্য ভাগমেকং মূত্রস্য দ্বৌ দ্বৌ চ শিম্বিদলরসস্য। গব্যস্য পয়সশ্চতুর্গুণমেবং দত্ত্বা পচেত্তৈলম্॥ তেনাভ্যঙ্গঃ সততং রোগমনামাখ্যমপহরতি ॥ ১৫ ॥ অর্কতূলকমাবিকরোমাণ্যাদায় কেশরাজস্য। স্বরসেনাক্তে বস্ত্রে কৃত্বা বর্ত্তিঞ্চ তৈলাক্তাং। তজ্জাতকজ্জলাঞ্জিতলোচনযুগলোঽপ্যলঙ্কৃতো বালঃ। কষ্টমনামকরোগং ক্ষপয়তি ভূতাদিকঞ্চাপি ॥ ১৬ ॥ চালনিকাতলসংস্থিতবালং সংপ্লাব্য গব্যমূত্রেণ ওকোদশালিকায়াং রজকক্ষারোদকস্নানম্॥ ১৭ ॥ দাসক্রয়ণ শ্রাবণবটিকা রসেন্দ্রপূরিতা ধৃতা কণ্ঠে। নলিনীদলে চ শয়নং দৃষ্টমনামাখ্যরোগহরম্॥ ১৮ ॥ ছুছুন্দরমলোমাষৌ হরিদ্রানিম্বপত্রকম্। ইন্দ্রসুরীষপত্রঞ্চ ধূপনে তৎপ্রযোজিতম্॥ নিহন্তি রোদনং রাত্রৌ বালকস্য নসংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥ তিলতণ্ডুলনাড়ীচ মূলাভ্যাং লেপানাৎ দ্রুতম্। বালানাং ব্রাহ্মণযষ্টীরোগঃ শাম্যতি সাম্প্রতম্॥ ২০ ॥ ভদ্রমুস্তাভয়ানিম্ব পটোল মধুকৈঃ কৃতঃ ॥ ক্বাথঃ কোষ্ণস্তু বালানাম-

বালকের গাত্রে নবনীত লেপন পূর্ব্বক কুক্কুর দ্বারা লেহন করাইয়া পদ্মপত্র দ্বারা শিশুর অঙ্গ মর্দ্দন করিলে অনামিকারোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

তৈল ১ একভাগ, গোমূত্র ২ দুইভাগ, সিমপাতার রস ৩ তিনভাগ এবং গব্যদুগ্ধ ৪ চারিভাগ, এই সমুদায় বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল শিশুদিগের গাত্রে সর্ব্বদা মর্দ্দন করিলে উহাদের অনামিকা রোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

আকন্দের তুলা ও মেষের লোম সমভাগে লইয়া কেশুর্য্যার রস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র কর্ত্তৃক বেষ্টন পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি (সলিতা) তৈলাক্ত করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিবে। এবং উহা হইতে যথাবিধি কজ্জল গ্রহণ পূর্ব্বক বালকের চক্ষুতে প্রদান করিলে অনামিকারোগ ও ভূতাবেশাদি দোষ নিবারিত হয় ॥ ১৬ ॥

চালনীর নিম্নে বালককে শয়ন করাইয়া চালনীর উপরি গোমূত্র সেচন করতঃ স্নান করাইলে এবং ধোপার ক্ষারজল দ্বারা শিশুকে স্নান করাইলে বালকদিগের ওকদশালিকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

কপটবেশধারী পাষণ্ড যোগীর নিকট হইতে ভৃত্য দ্বারা বটিকা (কড়ি) ক্রয় করিয়া তন্মধ্যে পারদ (পারা) পূরিয়া বালকের কণ্ঠদেশে ধারণ করাইলে এবং পদ্মপত্রে বালককে শয়ন করাইলে অতি কষ্টপ্রদ অনামিকা রোগ ও উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ছুছুন্দর মলাদি।—ছুছুন্দর মল (ছুঁচার বিষ্ঠা), মাষকলায়, হরিদ্রা, নিমপাতা ও নিসিন্দাপাতা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উহাদের ধূপ প্রদান করিলে বালকদিগের রাত্রিকালীন রোদন নিবারিত হয় ॥ ১৯ ॥

তিলের দানা ও নালিতা মূল, এই উভয় দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শিশুদিগের ব্রাহ্মণযষ্টীরোগ (বামনদাড়া) রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ভদ্রাদি।—দেবদারু, মুথা, হরীতকী, নিমছাল,* পলতা ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিলিত ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় শিশুদিগকে পান করাইলে উহাদের নানাবিধ জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শেষজ্বরনাশনঃ॥২১॥ নিমন্ত্রিতং পূর্ব্বং হরিপ্রিয়ায়া মূলং সমুদ্ধৃত্য দিনে রবেশ্চ॥ বদ্ধং শিখায়ামমুরক্তমেনং জ্বরঞ্চ হন্যাদভিমন্ত্রিতেন। ওং কুরু বন্দে অমুকস্য জ্বরং নাশয় নাশয় হ্রীং স্বাহা অনেন অষ্টোত্তরশত-বারানভিমন্ত্র্য বালস্য শিরসি বন্ধনীয়ম্। ওং ব্রহ্ম রুদ্র প্রভঙ্কন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবো হুতাশনঃ রক্ষন্তু জ্বরিতং বালং মুঞ্চ মুঞ্চ ইমং স্বাহা॥ ইতি সর্ষপমন্ত্রঃ। জ্বরে। রক্ষামন্ত্রো যথা। যথা বজ্রং যথা শূলং যথা চক্রং যথা হলম্। যথা চ শক্তিঃ স্কন্দস্য রক্ষাহ্যেষা তথা স্তুতে॥ স্বস্তি তেষ-ন্মুখন্দেবা মহাভাগা চ রেবতী। দিশঃ সূর্য্যোঽন্তরীক্ষঞ্চ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু সর্ব্বদা॥ তেজসা ব্রহ্মণশ্চাথ বিষ্ণোরিন্দ্রস্য তেজসা। সিদ্ধানাং তেজসা চৈব রক্ষিতোঽসি সুখী ভব॥ রক্ষামন্ত্রং সামান্যে॥ ২২॥ ভেষজং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু। কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা চাত্র কনীয়সী॥২৩॥প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোর্ভেষজরক্তিকা। অবলেহ্যা তু কর্ত্তব্যা মধুক্ষীরসিতা ঘৃতৈঃ। একৈকাং বর্দ্ধয়েত্তাবৎ যাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ। তদূর্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদ্যাবদাষোড়-শাব্দিকঃ॥ ২৪॥

হরিদ্রাদিঃ।

হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব সিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ। শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষনুৎ॥ ২৫॥

কর্কটাদিঃ।

কর্কটাতিবিষা শুণ্ঠী ধাতকী বিল্ববালকম্। মুস্তং মজ্জা চ কোলস্য

শনিবারে তুলসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস অর্থাৎ রবিবারে তাহার মূল উৎপাটন পূর্ব্বক উহা "ওং কুরু বন্দে অমুকস্য জ্বরং নাশয় নাশয় হ্রীং স্বাহা"॥ এই মন্ত্রটী দ্বারা ১০৮ বার অভি-মন্ত্রিত করিয়া বালকের শিখাদেশে বন্ধন করিয়া দিলে অথবা "ওং ব্রহ্ম-ইমং স্বাহা" এই মন্ত্রটী দ্বারা সর্ষপ অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা বালকের শরীরে নিক্ষেপ করিলে এবং "যথা বজ্রং যথা শূলং সুখী ভব" এই রক্ষামন্ত্র দ্বারা শিশুদিগকে রক্ষা করিলে বালকদিগের জ্বর নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ২২॥

পূর্ব্বে জ্বরাদি রোগে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে, বালকদিগকে সেই সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, তবে মাত্রা পক্ষে একটু কম পরিমাণ করিতে হইবেক জানিবে॥ ২৩॥

শিশুদিগের ঔষধ মাত্রা।—একমাস বয়স্ক শিশুদিগকে ১ রতি পরিমাণ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এবং উহাদিগকে মধু, দুগ্ধ, চিনি ও ঘৃত সংযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া দিবে। শিশুগণকে দ্বিতীয় মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ১ রতি করিয়া ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিবে, পরে ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ১ এক ১ এক মাষা করিয়া বৃদ্ধি করিবে, তদনন্তর ১৭ বৎসর বয়স হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যদিগের পূর্ব্বলিখিত জ্বরাদির মাত্রানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করিবে॥ ২৪॥

হরিদ্রাদি।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টিকারী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ /৵০ অর্দ্ধপোয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথ বালক-দিগকে পান করাইলে তাহাদের জ্বরাতিসার এবং ধাত্রীকে পান করাইলে স্তন্যদোষ দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ২৫॥

মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥ হন্তি জ্বরমতীসারং দুর্ব্বারং গ্রহণীগদম্। ছর্দ্দিং রক্তস্রুতিং কাসং শ্বাসং পশ্চাদ্রুজং তথা ॥ ২৬ ॥

বালচতুর্ভদ্রিকা।

ঘনকৃষ্ণারুণা শৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্। শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং শ্বাসকাসবমীহরম্ ॥ ২৭ ॥

ধাতক্যাদিঃ।

ধাতকী বিল্ব ধন্যাক লোধ্রেন্দ্রযব বালকৈঃ। লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতীসারবান্তিজিৎ। এষাং সমভাগচূর্ণং মধুনা লেহ্যম্ ॥ ২৮ ॥

রজন্যাদিচূর্ণং।

রজনীদারুসরলং শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ম্। পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিক সর্পিষা। গ্রহণীদীপনং হন্তি মারুতার্ত্তিং সকামলাম্। জ্বরাতীসারপাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বরোগজিৎ ॥ ২৯ ॥ মিষি কৃষ্ণাঞ্জনং লাজা শৃঙ্গী মরিচমাক্ষিকৈঃ। লেহঃ শিশোর্ব্বিধাতব্য শ্ছর্দ্দিকাসজ্বরাপহঃ॥৩০

যোগদ্বয়ং।

শৃঙ্গীং সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য লেহং বিদধ্যান্মধুনা শিশূনাম্। কাস জ্বর ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং সমাক্ষিকাং বাতিবিষামথৈকাম্ ॥ ৩১ ॥ পীতং

কর্কটাদি।—কর্কট (কাঁকড়াশৃঙ্গী), অতিবিষা (আতইচ), শুণ্ঠী, ধাইফুল, বিল্ব (বেলশুঁঠ), বালক (বালা), মুথা ও কোলের মজ্জা (কুলআটীর শাঁস), এই সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম প্রকারে পেষণ করতঃ মধু সংযোগে লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে বালকদিগের জ্বর, অতীসার, দুর্ব্বার গ্রহণীরোগ, ছর্দ্দি (বমন), রক্তস্রাব, কাস, শ্বাস ও পশ্চাদ্রুজ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বালচতুর্ভদ্রিকা।— মুতো, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধু সংযুক্ত করতঃ সেবন করাইলে শিশুদিগের জ্বর, অতীসার, শ্বাস, কাস ও বমি নিবারিত হয় ॥ ২৭ ॥

ধাতক্যাদি।—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, এই সকল বস্তু সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভালরূপে গুঁড়া করিয়া মধু সহযোগে লেহবৎ করিয়া শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের জ্বর, অতীসার ও বমি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

রজন্যাদিচূর্ণ।—রজনী (হরিদ্রা), দারু (দেবদারু), সরল (সরল কাষ্ঠ), শ্রেয়সী (গজপিপুল), বৃহতী দ্বয় (ব্যাকুড় ও কণ্টকারী), পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে) ও শতাহ্বা (শলুফা), এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধু সহ সংযুক্ত করত শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের গ্রহণী, বাতরোগ, কামলা, জ্বর, অতীসার ও পাণ্ডুরোগাদি সর্ব্ববিধরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মিষ্যাদি।—মৌরী, পিপুল, রসাঞ্জন, খৈ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ, এই সমুদায় বস্তু সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম প্রকারে চূর্ণ করিয়া মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের বমি, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

যোগদ্বয়।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা ও আতইচ, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ একত্র করিয়া অথবা কেবল মাত্র আতইস চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে লেহন করাইলে কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

পীতং বমেদ্‌যস্তু স্তন্যং তন্মধুসর্পিষা। দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ ॥৩২॥ আম্রাস্থিলাজসিন্ধূত্থৈ র্লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ ছর্দ্দিনুৎ ॥৩৩॥ পিপ্পলী মরিচানাঞ্চ চূর্ণং সমধুশর্করম্। রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কা ছর্দ্দিনিবারণম্ ॥ ৩৪ ॥ পেটী পাঠামূলাৎ জম্ব্বাঃ সহকারবল্কলতঃ কল্কঃ ॥ ইত্যেকশশ্চ পিণ্ডোবিধৃতো হৃন্নাভিতাল্বাদৌ। ছর্দ্দ্যতিসারজ-বেগং প্রবলং ধত্তে তদেব নিয়মেন ॥ ৩৫ ॥ পত্রৈ র্ব্বদরচাঙ্গেরীকাক-মাচীকপিত্থজৈঃ। শিরোরুগ্‌ঘ্ন্যতীসারনাশনং মূর্দ্ধলেপনম্ ॥৩৬॥ ক্ষীরা-দস্য শিশোরামং শুষ্কং দৃষ্ট্বা তু দারুণম্। মাষযূষং পিবেদ্ধাত্রী পিপ্পলী চূর্ণসংযুতম্ ॥ ৩৭ ॥ স্তন্যপস্য কুমারস্য সর্ব্বস্যামাতিসারিণঃ। ধাত্রীং বিলঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ দেহদোষাদ্যপেক্ষয়া। পঞ্চকোলকসিদ্ধং বা পেয়াদিঞ্চ প্রযোজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

বচাদি হরিদ্রাদিশ্চ।

বচা মুস্ত ভদ্রদারু নাগরাতিবিষাগণঃ ॥ হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব সিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ। এতৌ বচা হরিদ্রাদিগণৌ স্তন্যবিশোধনৌ। আমা-তিসারশমনৌ কফমেদোবিশোষণৌ। হরিদ্রা দারুহরিদ্রা যষ্টিমধু বৃহতী ইন্দ্রযব। হরিদ্রাদি পূর্ব্ববৎসাধ্যম্। ক্বাথজলং মাত্রা পেয়ং বালেঽপি কিঞ্চিদ্দেয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

যে শিশুর স্তন্যপানান্তেই বমন হইয়া যায়, তাহাকে বৃহতী (ব্যাকুড়) ও কণ্টকারীর রস এবং পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুণ্ঠী, এই সকল চূর্ণ করিয়া মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করাইলে বিশেষ ফল দর্শে ॥ ৩২ ॥

আঁবের আঁঠির শাঁস, খৈ ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে লইয়া চূর্ণ করত মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহবৎ করিয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের বমি নিবারিত হয় ॥ ৩৩ ॥

পিপুল ও মরিচ চূর্ণ করিয়া মধু, চিনি ও ছোলঙ্গলেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া বালক-গণকে সেবন করাইলে তাহাদের হিক্কা ও বমি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

ঝাঁপীপেটারী মূল, আকনাদী মূল, জামেরছাল ও আঁবের ছাল, এই সমুদায় বস্তু সমান পরি-মাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করতঃ তাহা শিশুদিগের হৃদয়, নাভি ও তালু প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিয়া রাখিলে তাহাদিগের বমি ও অতিসাররোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥৩৫॥

কুলপাতা, আমরুল শাকের পাতা, কাকমাচীর পাতা ও কয়েদ্‌বেলের পাতা, এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে লইয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা শিশুগণের মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে অতী-সার ও বমি নিবারিত হয় ॥ ৩৬ ॥

দুগ্ধপায়ী শিশুগণের অতিসারের আমাবস্থা শুষ্ক হইলে ধাত্রীকে পিপুল চূর্ণ সহ মাষ-কলায়ের যূষ পান করিতে দিবে ॥ ৩৭ ॥

স্তন্যপায়ী শিশুগণের আমাতিসার রোগে ধাত্রীকে উপবাস প্রয়োগ করিবে এবং পিপুল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল ও শুণ্ঠী, ইহাদের সহিত সিদ্ধ পেয়াদি ধাত্রীকে পান করাইবে ॥ ৩৮ ॥

বচাদি।—বচ, মুথা, দেবদারু, শুণ্ঠী ও আতইস, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৴০ অর্দ্ধপোয়া। শিশুকে পান করাইলে অতীসার, কফ ও মেদ বিনষ্ট হয় এবং ধাত্রীকে পান করাইলে স্তন্য বিশোধিত হইয়া থকে।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, বৃহতী, ইন্দ্রযব, এই সমস্ত বস্তু সমানভাগে ২ দুইতোলা,

মুস্তকাদিঃ।

মুস্তকাতিবিষা শুণ্ঠী বালকেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্॥ ক্বাথং শিশুঃ পিবেৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনম্। ক্বাথজলং মাত্রা পেয়ং বালেঽপি কিঞ্চিদ্দেয়ম্॥ ৪০॥

বিল্বাদি ক্বাথাবলেহৌ।

বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাং জলং সলোধ্রং গজপিপ্পলী চ। ক্বাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু॥ ৪১॥ আম্রাতকাম্রজম্বূনাং ত্বচমাদায় চূর্ণয়েৎ। মধুনা লেহয়েদ্বালমতীসার বিনাশনম্॥ ৪২॥ সিতজীরক সর্জ্জচূর্ণং বিল্বদলোত্থাম্বুমিশ্রিতং পীতম্। হন্ত্যামরক্তশূলং গুড়সহিতঃ শ্বেতসর্জ্জো বা॥ ৪৩॥ সমঙ্গা ধাতকী লোধ্র শারিবাভিঃ শৃতং জলম্। দুর্দ্ধরেঽপি শিশোর্দ্দেয়মতীসারে সমাক্ষিকম্॥ ৪৪॥ নাগরাতিবিষা মুস্ত বালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্। কুমারং পায়য়েৎপ্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥ ৪৫॥

সমঙ্গাদিযবাগূঃ।

সমঙ্গা ধাতকী পদ্ম বয়স্থা কচ্ছুরা তথা। পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদ ণী-

পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৵০। শিশুকে পান করাইলে অতীসার, কফ ও মেদ নিবারিত হয় এবং ধাত্রীকে পান করাইলে স্তন্য বিশোধিত হয়॥ ৩৯॥

মুস্তকাদি।—মুথা, আতইস, শুণ্ঠী, বালা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুই-তোলা, অর্দ্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিয়া ।৵০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ প্রাতঃ-কালে ধাত্রীকে পান করাইলে স্তন্য বিশুদ্ধ হয় এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিশুকে পান করাইলে সকল প্রকার অতীসার নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

বিল্বাদি ক্বাথ।—বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ দুইতোলা, অর্দ্ধসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া শেষ ।৵০, মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে শিশুদিগের অতীসার নিবারিত হয়।

বিল্বাদিলেহ।—বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহবৎ করিয়া শিশুগণকে পান করাইলে তাহাদের অতীসাররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪১॥

আম্রাতকাদি।—আমড়ার ছাল, আঁমের ছাল ও জামের ছাল, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমপ্রকারে চূর্ণ করিয়া মধুসহ অবলেহ প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের অতীসাররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪২॥

যোগদ্বয়।—শ্বেতজীরা ও শ্বেতধুনা সমভাগে বিল্বপত্রের রসে মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে অথবা কেবলমাত্র শ্বেতধুনা গুড়ের সহিত সেবন করাইলে বালকদিগের আমরক্ত ও তজ্জনিত শূল (কামড়ানী) নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪৩॥

সমঙ্গাদি।—সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), ধাইফুল, লোধ ও শারিবা (অনন্তমূল), এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমুদায়ে ২তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৵০ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। মধু প্রক্ষেপ দিয়া শিশুকে পান করাইলে অতীসাররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৪॥

নাগরাদি।—নাগর (শুণ্ঠী), অতিবিষা (আতইস), মুথা, বালা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৵০। বালকদিগকে পান করাইলে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অতীসার নিবারিত হয়॥ ৪৫॥

সারবিনাশিনী ॥ ৪৬ ॥ বিল্বমূলকষায়েণ লাজাংশ্চৈব সশর্করান্। আলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্দ্যতীসারনাশনং ॥ ৪৭ ॥ কল্কঃ প্রিয়ঙ্গু-কোলাস্থিমজ্জমুস্তরসাঞ্জনৈঃ। ক্ষৌদ্রলীঢ়ঃ কুমারস্য ছর্দ্দি তৃষ্ণাতি-সারনুৎ ॥৪৮॥ মোচরসঃ সমঙ্গা চ ধাতকী পদ্মকেশরম্। পিষ্টৈরেতৈ-র্যবাগূঃ স্যাদ্রক্তাতীসারনাশিনী ॥ ৪৯ ॥ লেহস্তৈলসিতাক্ষৌদ্রতিলযষ্ট্যাহ্ব কল্কিতঃ। বালস্য রুন্ধ্যান্নিয়তং রক্তস্রাবং প্রবাহিকাম্ ॥ ৫০ ॥ লাজা সযষ্টীমধুক শর্করা ক্ষৌদ্রমেব চ। তণ্ডুলোদকসংযুক্তং ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্ ॥ ৫১ ॥ অঙ্কোটমূলমথবা তণ্ডুলসলিলেন কুটজমূলং বা। পীতং হন্ত্যতিসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারম্ ॥ ৫২ ॥ মরিচমৌষধকুটজং দ্বিগুণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ। গুড় তক্রযুতমেতদ্গ্রহণীরোগং নিহ-ন্ত্যাশু ॥ ৫৩ ॥ বিল্বশক্রাম্বুমোচাব্দ সিদ্ধমাজং পয়ঃ শিশোঃ। সামাং সরক্তাং গ্রহণীং পীতং হন্যাত্রিরাত্রতঃ ॥ ৫৪ ॥ তদ্বদজাক্ষীরসমো

সমঙ্গাদি যবাগূ।—বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকাষ্ঠ, আমলকী ও কচ্ছুরা (আলকুশীবীজ), এই সকল বস্তু সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তাহাদের অতীসার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিল্বমূলকষায়।—বিল্বমূলের ক্বাথ সহ খইচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া শিশুগণকে সেবন করাইলে তাহাদের বমি ও অতীসার নিবারিত হয় ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ঙ্গ্বাদি।—প্রিয়ঙ্গু, কুলআঁঠির শস্য, মুথা ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্যচতুষ্টয় একত্র পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের বমি, তৃষ্ণা ও অতীসাররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

মোচরসাদি যবাগূ।—মোচরস, বরাহাক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্মকেশর, এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করত শিশুদিগকে পান করাইলে তাহা-দের রক্তাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

তৈলাদিলেহ।—তিলতৈল, ইক্ষুচিনি, মধু, তিল ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে রক্তস্রাব ও প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

লাজাদি।—খই, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু, এই সকল বস্তু একত্র পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া বালকদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের প্রবাহিকারোগ (আমাশয়রোগ) শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

যোগদ্বয়।—অঙ্কোটমূল (আঁকোড়মূল) অথবা কুটজমূল (কুড়চিমূল) তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক শিশুগণকে সেবন করাইলে দুর্ব্বার অতিসার ও গ্রহণীরোগ নিশ্চয় বিনষ্ট হয় ॥ ৫২ ॥

মরিচাদি।—মরিচ ১ ভাগ, শুণ্ঠী ২ ভাগ এবং কুড়চিমূলের ছাল ৪ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক গুড় ও তক্র সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বালকগণের গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিল্বাদিক্ষীর।—বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুথা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল ।৶০ দেড়পোয়া ও দুগ্ধ ।৶০। দুগ্ধাবশিষ্ট পাক করিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তিন দিবসের মধ্যে মাংস ও রক্তক্ষরণ সহিত গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তাহাদের গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

জম্বুত্বগুদ্ভবো রসঃ ॥ ৫৫ ॥ গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্। রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্ ॥ ৫৬ ॥

শিশুনাং পশ্চাদ্রুজলক্ষণং।

দুষ্টমন্নাদিভির্ম্মাতুঃ স্তন্যং সম্পিবতঃ শিশোঃ। যদা প্রকুপিতং পিত্তং গুদং সমভিধাবতি। তদা সংজায়তে তত্র জলৌকোদরসন্নিভঃ। ব্রণঃ সদাহো ব্যক্তোষ্মা তদাস্য স্যাজ্জ্বরঃ পরঃ ॥ হরিতং পীতকং বাপি বর্চ্চস্তেন ভবেদ্ধ্রুবম্। ব্রণঃ পশ্চাদ্রুজো নাম ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ ॥৫৭॥

চন্দনাদি প্রলেপ লেহৌ।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খিনীতি সমাযুতৈঃ। পশ্চাদ্রুজে প্রলেপোঽয়মবলেহস্তু শস্যতে ॥ ৫৮ ॥ কণোষণ সিতা ক্ষৌদ্র সূক্ষ্মৈলা সৈন্ধবৈঃ কৃতঃ। মূত্রগ্রহে প্রয়োক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥ ঘৃতেন সিন্ধুবিশ্বৈলা হিঙ্গু ভার্গী রজোলিহন্। আনাহং বাতিকং শূলং জয়েত্তোয়েন বা শিশুঃ ॥৬০॥ হরীতকী বচা কুষ্ঠ কল্কং মাক্ষিকসংযুতম্। পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুপাতনাৎ ॥ ৬১ ॥

বালকদিগের গুহ্যপাকরোগে পিত্তঘ্নক্রিয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য জানিবে। ইহাতে রসাঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া ও তাহা সেবন করান বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৫৬ ॥

পশ্চাদ্রুজ লক্ষণ।—মাতার দূষিত অন্নাদি ভোজন জন্য বিকৃত স্তন্যপানে শিশুদিগের দেহস্থিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা ঐ স্থানে জোঁকের উদর সদৃশ ব্রণ জন্মে এবং গুহ্যদেশে দাহ, উত্তাপ, মল হরিত বা পীতবর্ণ ও প্রবল জ্বর হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম পশ্চাদ্রুজ। ইহা অতীব কষ্টদায়ক জানিবে ॥ ৫৭ ॥

চন্দনাদিপ্রলেপ।—রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শঙ্খিনী (চোরহুলী), এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে জলসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে শিশুর পশ্চাদ্রুজরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দনাদিলেহ। রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও শঙ্খিনী (চোরহুলী), এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক শিশুকে লেহন করাইলে পশ্চাদ্রুজ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

কণাদিলেহ।—পিপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, ইক্ষুচিনি, মধু, ছোটএলাচি চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত পূর্ব্বক শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের মূত্ররোধ নিবারিত হয় ॥ ৫৯ ॥

সৈন্ধবাদি।—সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠি, ছোটএলাচি, হিং ও বামনহাটী, এই সকল সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহিত মিশ্রিত করতঃ শিশুদিগকে লেহন করাইলে তাহাদের আনাহ ও বাতশূল নিবারিত হয়।

সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠি, ছোটএলাচি, হিং ও বামনহাটী, এই সমস্ত বস্তু সমভাগে সমুদায়ে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ।৴০ অর্দ্ধপোয়া কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তাহাদের আনাহ ও বাতশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৬০ ॥

হরীতক্যাদি।—হরীতকী, বচ ও কুড়, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ পূর্ব্বক মধু ও স্তনদুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেবন করাইলে তালুপাত নিবারিত হয় ॥ ৬১ ॥

মুখপাক চিকিৎসা।—আঁবের আঁঠির শাঁস, লৌহচূর্ণ, গেরীমাটী, মধু ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্য

মুখপাকচিকিৎসা।

মুখপাকে তু বালানাং সাম্রসারময়ো রজঃ। গৈরিক ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং মরসাঞ্জনম্। অশ্বত্থত্বগদলৈঃ ক্ষৌদ্রৈ র্মুখপাকে প্রলেপনম্। দার্ব্বী যষ্ট্যাভয়া জাতীপত্রং ক্ষৌদ্রে স্তথাপরম্॥ ৬২॥ সহজম্বীর-রসেন মুদ্গদলরসঘর্ষণং সদ্যঃ। কৃতমপহন্তি হি পাকং মুখজং বালস্য চাশ্বেব॥ ৬৩॥ লাবতিত্তিরিবল্লূররসঃ পুষ্পরসান্বিতঃ। দ্রুতং করোতি বালানাং পুষ্পকেশরবন্মুখম্॥ ৬৪॥

দন্তোদ্ভেদচিকিৎসা।

দন্তোদ্ভবেষু রোগেষু ন বালমতিযন্ত্রয়েৎ। স্বয়মেবোপশাম্যন্তি জাতদন্তস্য তে গদাঃ॥ ৬৫॥ বিভীতকফলং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা॥ এভিস্তৈলং বিপক্তব্যং বালানাং পুতিকর্ণকে॥ ৬৬॥ পঞ্চমূলী কষায়েণ সঘৃতেন পয়ঃ শৃতম্। সশৃঙ্গবেরং সগুড়ং শীতং হিক্কার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥ ৬৭॥ সুবর্ণগৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ। ঘৃত্বা সুখ-

---

সকল একত্র পেষণপূর্ব্বক শিশুদিগকে সেবন করাইলে বা অশ্বত্থের ছাল ও পত্র একত্র পেষণপূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রণ করিয়া শিশুদিগের মুখে প্রলেপ দিলে তাহাদের মুখপাক নিবারিত হয়।

দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মধু সহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা শিশুদিগের মুখে প্রলেপ দিলে তাহাদের মুখপাক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬২॥

জম্বীরলেবুর রস ও সিজপত্রের রস একত্র করিয়া শিশুদিগের মুখে প্রলেপ দিলে তাহাদের মুখপাকরোগ নিবারিত হয়॥ ৬৩॥

মুখশোথ চিকিৎসা।—লাব ও তিত্তির পক্ষীর মাংসের যূষ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে পান করাইলে তাহাদের মুখশোথ নষ্ট হয়॥ ৬৪॥

দন্তোদ্ভেদ চিকিৎসা।

শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ কালে অর্থাৎ দাঁত উঠিবার সময়ে তাহাদের আক্ষেপাদি নানা প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়, সেই অবস্থায় কোন প্রকার চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে যন্ত্রণা দিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ তাহাদের দন্ত উঠিলে আপনি আপনিই উল্লিখিত পীড়া সকল নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৬৫॥

বিভীতকাদি তৈল। তিলতৈল /৪ চারিসের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—বহেড়া, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক পূর্ব্বক নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত তৈল সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রণ পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট আছে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে করিতে শেষ-পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল বালকদিগের কর্ণে প্রয়োগ করিলে তাহাদের পূতিকর্ণ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৬৬॥

পঞ্চমূলের ক্বাথ ও ঘৃত সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শুঁঠ চূর্ণ ও গুড় সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা শিশুকে পান করাইলে হিক্কা বিনষ্ট হয়॥ ৬৭॥

মধুর সহিত স্বর্ণ গেরীমাটী চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ অবলেহ প্রস্তুত করিয়া শিশুকে সেবন করাইলে হিক্কা নিবারিত হয়॥ ৬৮॥

মবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ ॥ ৬৮ ॥ চিত্রকং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা দন্তী গবাক্ষ্যপি। চূর্ণং কৃত্বা তু সর্ব্বেষাং সুখোষ্ণেনাম্বুনা পিবেৎ। কাসং শ্বাসমথো হিক্কাং কুমারাণাং প্রণাশয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ দ্রাক্ষাযাসা-ভয়া কৃষ্ণাচূর্ণং সক্ষৌদ্রসর্পিষা। লীঢ়ং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু কাসঞ্চ তমকং তথা ॥ ৭০ ॥

পুষ্করাদিচূর্ণম্।

পুষ্করাতিবিষা শৃঙ্গী মাগধী ধন্বযাসকৈঃ। তচ্চূর্ণং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ ॥ ৭১ ॥ দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্। চূর্ণিতং শর্করাক্ষৌদ্রৈ লীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্॥৭২॥মায়ূরপক্ষভস্মব্যুষিত-জলং তেন ভাবিতং পেয়ং। তৃষ্ণাঘ্নং বটকাষ্ঠজভস্মজলং বক্ত্রশোষ-জিদ্বক্ত্রে ॥ ৭৩ ॥

নেত্ররোগচিকিৎসা।

পিষ্টৈশ্ছাগেন পয়সা দার্ব্বী মুস্তক গৈরিকৈঃ। বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রামযার্ত্তিজিৎ ॥ ৭৪ ॥ মনঃশিলা শঙ্খনাভিঃ পিপ্পল্যোঽথ রসাঞ্জনম্। বর্ত্তিঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা বালে সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ ॥ ৭৫ ॥ মাতৃস্তন্য কটুস্নেহ কাঞ্জিকৈর্ভাবিতো জয়েৎ। স্বেদাদ্দীপশিখাতপ্তো নেত্রাময়মলক্তকঃ ॥ ৭৬ ॥ শুণ্ঠী ভৃঙ্গনিশা কল্কঃ পুটপাকঃ সসৈন্ধবঃ। কুকূণকেঽক্ষিরোগেষু তদ্রসাশ্চ্যোতনং হিতম্ ॥ ৭৭ ॥ ক্রিমিঘ্নাল

চিত্রকাদি।—চিতামূল, শুঁঠ, দন্তীমূল ও গবাক্ষীমূল (গোমুকমূল), এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে বালকদিগের শ্বাস, কাস ও হিক্কা বিনষ্ট হয় ॥ ৬৯ ॥

দ্রাক্ষাদি।—দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের শ্বাস, কাস ও বিশেষতঃ তমকশ্বাস নিবারিত হয় ॥ ৭০ ॥

পুষ্করাদি চূর্ণ।—পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, এই সকল বস্তু সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত শিশু-দিগকে সেবন করাইলে তাহাদের সর্ব্ববিধ কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৭১ ॥

দাড়িমবীজাদি।—দাড়িমবীজ, জীরক ও নাগকেশর, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া চিনি ও মধু সহ মিশ্রিত করতঃ শিশুদিগকে অবলেহন করাইলে উহাদের তৃষ্ণা নিবারিত হয় ॥ ৭২ ॥

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিবস তাহা পান করাইলে শিশুদিগের তৃষ্ণা নিবা-রিত হইয়া থাকে এবং বটকাষ্ঠের ভস্মজল পান দ্বারা শিশুদিগের মুখশোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥৭৩॥

নেত্ররোগ চিকিৎসা।—দারুহরিদ্রা, মুথা ও গেরীমাটী, এই দ্রব্যত্রয় ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শিশুদিগের চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে তাহাদের নেত্ররোগ নিবারিত হয় ॥৭৪॥

মনঃশিলাদি বর্ত্তি।—মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগের চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তাহাদের সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

স্বেদ।—একখানি আলতা,মাতার স্তনদুগ্ধ,কটুতৈলী ও কাঁজিতে ভাবনা দিয়া প্রদীপের শিখায় উত্তপ্ত করতঃ তাহার স্বেদ প্রদান করিলে শিশুগণের সর্ব্ব প্রকার অক্ষিরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৬ ॥

আশ্চ্যোতন।—শুণ্ঠী, দারুচিনি, হরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে লইয়া পুট-

শিলা দার্ব্বী লাক্ষা চন্দনগৈরিকৈঃ। চূর্ণাঞ্জনং কুকূণে স্যাৎ শিশূনাং পোথকীষু চ ॥ ৭৮ ॥ সুদর্শনামূলচূর্ণাঞ্জনং স্যাত্তু কুকূণকে ॥ ৭৯॥ গৃহ-ধূম নিশাকুষ্ঠরাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ। লেপ স্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্ম-পামা বিচর্চ্চিকাঃ॥ ৮০ ॥

অশ্বগন্ধাঘৃতম্।

পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ। ঘৃতং পেয়ং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৮১ ॥

বালচাঙ্গেরী ঘৃতম্।

চাঙ্গেরী স্বরসে সর্পিশ্ছাগক্ষীর সমং পচেৎ। কপিত্থ ব্যোষ সিন্ধূত্থ-সমঙ্গোৎপলবালকৈঃ। সবিল্ব ধাতকী মোচৈঃ সিদ্ধং সর্ব্বাতিসারনুৎ। গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি বালানান্তু বিশেষতঃ ॥ ৮২ ॥

কুমারকল্যাণঘৃতম্।

দ্রাক্ষা সশর্করা শুণ্ঠী জীবন্তী জীরকং বলা। শটী দুরালভা বিল্বং

পাক করতঃ তাহার আশ্চ্যোতন অর্থাৎ স্বেদ প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের কুকূণকাদি সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৭ ॥

ক্রিমিঘ্নাদি অঞ্জন।– বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনছাল, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও গেরীমাটী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের কুকূণক ও পোথকীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৭৮ ॥

সুদর্শনার মূল চূর্ণ করিয়া তাহার অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের কুকূণক নামক চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

গৃহধূম (ঝুল), হরিদ্রা, কুড়, রাইসরিষা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া তক্রের (ঘোলের) সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বালকদিগের সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকা নামক কুষ্ঠরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

অশ্বগন্ধাঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। গব্যদুগ্ধ ১/ একমণ, জল ১৬ যোলসের এবং কল্কার্থ—কুট্টিত অশ্বগন্ধার মূল /১ একসের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে জ্বাল দিয়া নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উক্ত ঘৃত সহ উল্লিখিত জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং নামাইয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ও শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত বালকদিগকে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে তাহাদের শরীর পুষ্ট ও বল বর্দ্ধিত হয় ॥ ৮১ ॥

বালচাঙ্গেরী ঘৃত।– উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, আমরুল শাকের রস /৪সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ– কয়েদবেল, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), সৈন্ধব লবণ, বরাহক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে কুট্টিত এক সের। প্রথমতঃ ঘৃত মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার ক্রমান্বয়ে আমরুলের রসাদি তরল দ্রব্যগুলি প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করা-ইলে বালকদিগের অতিসার ও গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮২ ॥

কুমারকল্যাণ ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—কণ্টকারী /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের ও জল ১৬ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, ইক্ষুচিনি, শুণ্ঠী,

দাড়িমং সুরসা স্থিরা ॥ মুস্তং পুষ্করমূলঞ্চ সূক্ষ্মৈলা গজপিপ্পলী। এষাং কর্ষসমৈর্ভাগৈ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ কষায়ে কণ্টকার্য্যাশ্চ ক্ষীরে তস্মিংশ্চতুর্গুণে। এতৎকুমারকল্যাণং ঘৃতরত্নং সুখপ্রদম্। বলবর্ণকরং ধান্যং পুষ্ট্যগ্নিরতিবর্দ্ধনম্। ছায়া সর্ব্বগ্রহালক্ষ্মী ক্রিমিদন্তগদাপহম্ ॥ সর্ব্ববালাময়হরং দন্তোদ্ভেদং বিশেষতঃ ॥ ৮৩ ॥

অষ্টমঙ্গলঘৃতম্।

বচা কুষ্ঠং তথা ব্রহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি বা। শারিবা সৈন্ধবঞ্চৈব পিপ্পলীঘৃতমষ্টমম্ মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে। দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ ॥ ন পিশাচা ন রক্ষাংসি ন ভূতা ন চ মাতরঃ। প্রভবন্তি কুমারাণাং পিবতামষ্টমঙ্গলম্ ॥ ৮৪ ॥

লাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষারসসমং সিদ্ধং তৈলং মস্তু চতুর্গুণম্। রাস্না চন্দনকুষ্ঠাব্দ বাজিগন্ধা নিশাযুগৈঃ ॥ শতাহ্বা দারুযষ্ট্যাহ্বমূর্ব্বা তিক্তা হরেণুভিঃ। বালানাং জ্বররক্ষোঘ্নমভ্যঙ্গাদ্বলবর্ণকৃৎ ॥ ৮৫ ॥

জ্বরঘ্নোধূপঃ।

সর্পত্বগ্লশুনং মূর্ব্বা সর্ষপারিষ্টপল্লবাঃ। বিড়াল বিড়জালোম মেষশৃঙ্গ বচা মধু ॥ ধূপঃ শিশোর্জ্বরঘ্নোঽয়মশেষগ্রহনাশনঃ ॥ ৮৬ ॥

জীবন্তী, জীরক, বেড়েলা, শটী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িম্ব ফলের ছাল, তুলসী, শালপাণি, মুথা, পুষ্করমূল, (কুড়), ছোটএলাচি ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে দুইতোলা। প্রথমে ঘৃত নিক্ষেপ পূর্ব্বক, তৎপরে ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং অল্প জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া পুনরায় পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় বালকদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের দেহ পুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা শিশুদের ক্রিমিদন্ত, সকল গ্রহদোষ, অলক্ষ্মী, দন্তোদ্ভেদ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

অষ্টমঙ্গল ঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—বচ, কুড়, ব্রহ্মীশাক, শ্বেত সরিষা, অনন্তমূল, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ সের। প্রথমতঃ ঘৃত নিক্ষেপ পূর্ব্বক উক্ত ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের চিহ্ন প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় এবং পিশাচ, রক্ষঃ, ভূত ও মাতৃকা-গ্রহের ভয় থাকে না ॥ ৮৪ ॥

লাক্ষাদি তৈল।—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ সের। জল ১৬ সের। লাক্ষার ক্বাথ /৪ সের ও দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শলুফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, সূচীমুখী, কট্‌কী ও রেণুকা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। প্রথমতঃ তৈল নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাতে জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং অল্প জলীয়াংশ থাকিতে ছাঁকিয়া পুনরায় পাক করিবে। পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল বালকদিগকে মাখাইলে তাহাদের জ্বর ও রক্ষোদোষ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

বালরোগান্তকরসঃ।

শাণঃ সূতস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য চ তৎসমম্। স্বর্ণমাক্ষিকস্যাপি চার্দ্ধ-ভাগং বিনিঃক্ষিপেৎ। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা লোহপাত্রে দৃঢ়ে নবে। কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাঃ পত্রসম্ভবঃ। স্বরসঃ কাকমাচ্যাশ্চ গ্রীষ্মসুন্দরকস্য চ॥ সূর্য্যাবর্ত্তকশালিঞ্চ ভেকপর্ণীরসস্তথা। শ্বেতাপরা-জিতায়াশ্চ মূলং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং মরিচ-সম্ভবম্। শুভে শিলাময়ে পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ। শুষ্কমাতপ-সংযোগাদ্বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। প্রমাণং সর্ষপস্যেব বালানাং বিনি-যোজয়েৎ। হন্তি ত্রিদোষকঞ্চৈব জ্বরমামং সুদারুণম্। কাসং পঞ্চ-বিধঞ্চাপি সর্ব্বরোগং নিহন্তি চ॥ শিশূনাং রোগনাশায় নির্ম্মিতো-ঽয়ং মহারসঃ॥ ৮৭॥ বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে। মন্ত্রশ্চায়ং প্রয়োক্তব্য স্তত্রাদৌ সর্ব্বকার্ম্মিকঃ। ওং নমো ভগবতে গরুড়ায় অম্বকায় সত্যস্তু স্বাহা ওং কং টং যং গং বৈনতেয়ায় ওং হ্রাং হ্রাং ক্ষঃ॥ ৮৮॥ বালদেহ প্রমাণেন পুষ্পমাল্যন্তু সর্ব্বতঃ। প্রগৃহ্য মৃছিকাভক্ত বলির্দ্দেয়স্তু শান্তিকঃ॥ ওংকারী স্বর্ণপক্ষী বালকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা। ওং নারায়ণায়॥ ৮৯॥

নন্দামতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

প্রথমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি নন্দা নামমাতৃকা। তয়া গৃহীত-মাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। অশুভশব্দং মুঞ্চতি আৎকারশ্চ ভরতি

জ্বরঘ্ন ধূপ।—সাপের খোলস, রসুন, সুচমুখী, শ্বেত সরিষা, নিম্বপল্লব, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগ-লোম, মেষের শৃঙ্গ, বচ ও মধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাদের ধোঁয়া শিশুদিগকে প্রদান করিলে শিশুদিগের জ্বর ও গ্রহদোষ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৮৬॥

বালরোগান্তক রস।—শোধিত পারদ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও শোধিত গন্ধক ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক।০ সিকিতোলা, এই দ্রব্যত্রয় একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে উহা লোহ পাত্রে রাখিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, সূর্য্যাবর্ত্ত, শালিঞ্চ ও থানকুনী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া উহার সহিত শ্বেতাপরাজিতার মূল চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ।০সিকিতোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া লোহ দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক সর্ষপ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহাতে শিশুদিগের ত্রিদোষজ জ্বর, আম, পঞ্চ-বিধ কাস প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮৭॥

বালকদিগের গ্রহদোষ শান্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ "ওঁ নমঃ ভগবতে গরুড়ায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বলি, শান্তি (হোমাদি) ও ইষ্টকর্ম্ম আচরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য॥ ৮৮॥

শিশুর দেহের প্রমাণানুরূপ সাদা ফুলের মালা গ্রহণ পূর্ব্বক ছোট শরাবোপরি ভাত ও তাহার চতুষ্পার্শে উক্ত মালা রাখিয়া বলি প্রদান করিবে এবং ওং কারী ইত্যাদি বালকরক্ষা মন্ত্র পাঠ করিবে॥ ৮৯॥

নন্দা মাতৃকা শান্তির উপায়।

প্রথম দিবসে কিম্বা প্রথমে মাসে অথবা প্রথম বর্ষে নন্দানাম্নী মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করে। বালককে আশ্রয় করা মাত্রেই জ্বর হয় এবং অশুভ শব্দ করিতে থাকে, বমি হয় এবং স্তন্য পান করে না। এপ্রকার অবস্থায় যে বলি প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়, নিম্নে কথিত হইতেছে।

স্তন্যং ন গৃহ্লাতি। বলিস্তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যু-ভয়তটমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লৌদনং শুক্লপুষ্পং শুক্ল-সপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তস্বস্তিকাঃ সপ্তবটকাঃ সপ্তমুস্তকাঃ সপ্ত-শষ্কুলিকাঃ জম্বূড়িকাঃগন্ধং পুষ্পং তাম্বূলং মৎস্যং মাংসং সুরা অগ্র-ভক্তঞ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশিচতুষ্পথে মধ্যাহ্নে বলির্দ্দাতব্যঃ। অশ্বত্থপত্রং কুম্ভে নিঃক্ষিপ্য শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। রসোন সিদ্ধার্থকমেষশৃঙ্গনিম্ব-পত্রশিবনির্ম্মাল্যৈর্বালকং ধূপয়েৎ। ওং রাবণায় অমুকস্য ব্যাধি হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। এবং দিনত্রয়ং বলিং দত্ত্বা চতুর্থে দিবসে মাসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতেশুভম্ ॥ ৯০ ॥

সুনন্দামতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

দ্বিতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি সুনন্দা নামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। চক্ষুরুন্মীলয়তি গাত্রমুদ্বেজয়তি ন শেতে ক্রন্দতি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি আৎকারশ্চ ভবতি ॥ বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। তণ্ডুলং হস্তমুষ্ট্যেকং গৃহীত্বা দধি গুড় ঘৃতমিশ্রিতং কৃত্বা শরাবৈকং গন্ধং তাম্বূলং পীতপুষ্পং পীত সপ্ত-ধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ দশস্বস্তিকাঃ। মৎস্যমাংস সুরা তিলচূর্ণঞ্চ পশ্চি-মস্যাং দিশি চতুষ্পথে বলির্দ্দাতব্যঃ। দিনানি ত্রীণি সন্ধ্যায়াং ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ ॥ শিবনির্ম্মাল্যসিদ্ধার্থকমার্জ্জাররোমউশীর বাসকঘৃতৈর্ধূপং দদ্যাৎ। ওং রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ

নদীর উভয় কূলের মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদ্বারা একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া শ্বেত-তণ্ডুল, শুক্ল পুষ্প, সপ্তসাদাধ্বজা, সপ্তপ্রদীপ, সপ্তস্বস্তিকা (বেদিকা), সপ্ত বটক (বটশাখা), সপ্ত-শষ্কুলিকা (তিলের তৈল),সপ্তজম্বূড়িকা (সিদ্ধমাষকলায়), সপ্ত মুস্তক (মুথা),গন্ধ (চন্দনাদি), তাম্বুল, পুষ্প, মাংস, মৎস্য সুরা ও অগ্রভক্ত (আগ্‌ভাত),এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাটীর পূর্ব্বদিকে চতুষ্পথ মধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে বলিপ্রদান করিবে। তৎপরে কুম্ভমধ্যে অশ্বত্থপত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠ করিয়া শান্তি জল দ্বারা বালককে স্নান করাইবে। এবং রসুন, শ্বেতসরিষা, মেষশৃঙ্গ, নিমপাতা ও বেলপাতা, এই সকল বস্তু দ্বারা শিশুকে ধূপ প্রদান করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে। এই রূপে তিন দিবস ক্রমাগত বলি প্রদান করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ॥ ইহাদ্বারা বালকের সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া মঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

সুনন্দা মাতৃকা শান্তির উপায়।

দ্বিতীয় দিবসে অথবা দ্বিতীয় মাসে কিম্বা দ্বিতীয় বর্ষে সুনন্দা নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করে। আশ্রয় করিবামাত্রেই শিশুর প্রথমতঃ জ্বর হয়, পুনঃ পুনঃ চক্ষু উন্মীলন করে, শরীর কাঁপে, শয়ন করিতে পারে না, ক্রন্দন করে, স্তন্য পান করিতে পারে না এবং বমি করে। এপ্রকার অবস্থা হইলে মঙ্গল সম্পাদনার্থ যাহা করিতে হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

এক হাতের মুঠায় যে পরিমাণ তণ্ডুল ধরে, তাহা এবং দধি, গুড় ও ঘৃত একত্র করিয়া এক খানি শরাব মধ্যে রাখিবে। এবং গন্ধ (চন্দনাদি), তাম্বুল, পীতবর্ণ পুষ্প, সপ্তপীতধ্বজা, সপ্ত প্রদীপ, দশ স্বস্তিকা। (বেদিকা), মৎস্য, মাংস, সুরা, ও তিলচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাটীর পশ্চিম দিকে চতুষ্পথ মধ্যে সন্ধ্যাকালে তিন দিন বলি প্রদান করিবে এবং শান্ত্যুদক দ্বারা বালককে স্নান করাইবে। তদনন্তর শিব নির্ম্মাল্য (বিল্বপত্র), শ্বেত সর্ষপ, বিড়ালের লোম,

মুঞ্চ দ্রুং ফট্ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ৯১ ॥

পুতনামাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

তৃতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি পুতনানামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি মুষ্টিং বধ্নাতি ক্রন্দতি উর্দ্ধং নিরীক্ষ্যতে। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়তটমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বুলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং রক্তসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তস্বস্তিকাঃ পক্ষিমাংসং সুরাং অগ্রভক্তঞ্চ দক্ষিণস্যাং দিশি অপরাহ্নে চতুষ্পথে বলির্দ্দাতব্যঃ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্গুলুঃ সর্ষপ নিম্বপত্রমেষশৃঙ্গৈ র্দ্দিনত্রয়ং ধূপয়েৎ। ওং রাবণায় বালস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হ্রাসয় হ্রাসয় স্বাহা। এবং দিনত্রয়ং কার্য্যং। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতেশুভম্ ॥ ৯২ ॥

মুখমুণ্ডিকা মাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

চতুর্থে দিবসে মাসে বর্ষে বা মুখমুণ্ডিকানামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গ্রীবাং নাময়তি চক্ষুরুন্মীলয়তি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি রোদিতি স্বপিতি মুষ্টিং বধ্নাতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা উৎপলপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং দশ শুক্লধ্বজাঃ চত্বারঃ প্রদীপা স্ত্রয়োদশস্বস্তিকাঃ মৎস্যমাংসসুরা অগ্রভক্তঞ্চ উত্তরস্যাং দিশি চতুষ্পথে অপ-

বেণার মূল, বাসক ও ঘৃত দ্বারা শিশুকে ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। এবং চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এই প্রকারে বালক আরোগ্য লাভ করিবে ॥ ৯১ ॥

পুতন মাতৃকা শান্তির উপায়।

তৃতীয় দিবসে বা তৃতীয় মাসে অথবা তৃতীয় বর্ষে পুতনা নাম্নী মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করে। এই মাতৃকা বালককে আশ্রয় করিবা মাত্রেই শিশুর জ্বর হয়, গাত্র কম্প হয়, স্তন পান করে না, মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখে, সর্ব্বদা ক্রন্দন করে ও উর্দ্ধদৃষ্টি হয়। উহা নিবারণ জন্য বলি প্রদানের নিয়ম যথা।—

নদীর উভয় কূলের মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক একটী পুত্তলিকা (পুতুল) প্রস্তুত করিবে এবং গন্ধ (চন্দনাদি), পাণ, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, রক্তসপ্তধ্বজা, সপ্ত প্রদীপ, সপ্ত স্বস্তিকা (বেদিকা), পক্ষিমাংস, সুরা ও অগ্রভক্ত (আগভাত), এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাটীর দক্ষিণ দিকে চতুষ্পথ মধ্যে অপরাহ্ণ সময়ে বলি প্রদান করিবে। এবং শিবনির্ম্মাল্য (বেলপাতা), গুগ্গুলু, শ্বে·· সর্ষপ, নিমপাতা ও মেষশৃঙ্গ দ্বারা বালককে তিন দিবস ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে; ক্রমশঃ তিন দিবস এই রূপ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাদ্বারা বালকের শুভ হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

মুখমুণ্ডিকা নাম্নী মাতৃকা গ্রহ শান্তির উপায়।—চতুর্থ দিবসে বা চতুর্থ মাসে কিম্বা চতুর্থ বর্ষে মুখমুণ্ডিকা নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করিবা মাত্রেই প্রথমে শিশুর জ্বর ও গ্রীবাদেশ নত হয়, চক্ষুরুন্মীলন করে এবং স্তন্য গ্রহণ করে না, সর্ব্বদা রোদন করে, অধিক নিদ্রা হয় ও মুষ্টিদ্বয় বদ্ধ করে। এইরূপ অবস্থায় বলি প্রদানের নিয়ম যথা।—

রাহ্নে বলির্দ্দাতব্যঃ। ওং রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ ৯৩॥

কটপুতনা মাতৃকাশান্ত্যুপায়ঃ।

পঞ্চমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি কটপুতনানামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি স্তন্যং ন গৃহ্লাতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। কুম্ভকারস্য চক্রমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বুলং শুক্লৌদনং শুক্লপুষ্পং পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চবটকাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ ঐশান্যাং দিশি বলির্দ্দাতব্যঃ ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ শিবনির্ম্মাল্যসর্পনির্মোকগুগ্গুলু-নিম্বপত্র বাসকঘৃতৈ র্ধূপং দদ্যাৎ। ওং রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ ৯৪॥

শকুনিকা মাতৃকাশান্ত্যুপায়ঃ।

যষ্ঠে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি শকুনিকানাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ॥ গাত্রভেদঞ্চ দর্শয়তি দিবা রাত্রৌ উত্তানো ভবতি ঊর্দ্ধং নিরীক্ষ্যতে। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। পিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লপুষ্পং রক্তপুষ্পং পীতপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং দশপ্রদীপাঃ শতপীতধ্বজাঃ দশস্বস্তিকা দশবটকাঃ ক্ষীরগুড়িকা মৎস্য মাংস সুরা আগ্নেয্যাং দিশি নিষ্ক্রান্তে মধ্যাহ্নে

নদীর উভয় কূলের মাটী সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া উৎপল পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, দশশুক্লধ্বজা, চতুষ্টয় প্রদীপ, ত্রয়োদশ স্বস্তিকা (বেদিকা), মৎস্য, মাংস, সুরা ও অগ্রভক্ত, এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাটীর উত্তর দিকে চতুষ্পথ মধ্যে অপরাহ্ণ কালে বলি প্রদান করিবে এবং মূলের লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে। পরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ৯৩॥

কটপুতনা নাম্নী মাতৃকাগ্রহশান্তির উপায়।—পঞ্চম দিবসে বা পঞ্চম মাসে অথবা পঞ্চম বর্ষে কটপুতনা নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করে। এই মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করিবা মাত্রেই শিশুর জ্বর হয়, সর্ব্বদা গাত্র উদ্বেজিত হয়, স্তন্য গ্রহণ করে না ও হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে। এই প্রকার অবস্থায় নিম্ন লিখিত বলি প্রদান করিবে।

কুম্ভকারের চক্র মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী পুতুল নির্ম্মাণ করিবে। এবং গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, শুক্ল তণ্ডুল, সাদাপুষ্প. পঞ্চধ্বজা, পঞ্চবটক (বটশাখা) ও পঞ্চ প্রদীপ, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঈশান কোণে তিন দিবস বলি প্রদান করিবে। এবং শান্তিজল দ্বারা বালকে স্নান করাইয়া বিল্বপত্র, সাপের খোলস গুগ্গুলু, নিমপাতা, বাসক ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। এবং চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকের শুভ ঘটিয়া থাকে॥ ৯৪॥

শকুনিকা নাম্নী মাতৃকা গ্রহ নিবারণোপায়।—ষষ্ঠ দিবসে বা ষষ্ঠ মাসে কিম্বা ষষ্ঠ বৎসরে বালককে শকুনিকা নাম্নী মাতৃকা আশ্রয় করে। এই শকুনিকা মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করিবা মাত্র বালকের জ্বর হয়, গাত্রে বেদনা হইয়াছে এরূপ প্রকাশ পায়, দিবারাত্রি উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) থাকে এবং উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে। এরূপ হইলে তিন দিবস বলি প্রদানের নিয়ম যথা।—

পিষ্টক দ্বারা পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া, শুক্লপুষ্প পীতপুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, দশ প্রদীপ, একশত পীতধ্বজা, দশ স্বস্তিকা, দশ বটক, ক্ষীর গুড়িকা, মৎস্য, মাংস ও মদ্য, এই সকল দ্রব্য দ্বারা,

বলির্দ্দাতব্যঃ। শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্যরসোনগুগ্‌গুলু-সর্পনির্ম্মোকনিম্বপত্রঘৃতৈ র্ধূপং দদ্যাৎ। ওঁ রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে মাসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ৯৫ ॥

শুষ্করেবতী মাতৃকাশান্ত্যুপায়ঃ।

সপ্তমে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্লাতি শুষ্করেবতীনামমাতৃকা-তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি রোদিতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। রক্তপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং রক্তোদনং কৃশরা ত্রয়োদশস্বস্তিকা শষ্কুলিকা জম্বূড়িকা মৎস্য মাংস সুরা ত্রয়োদশধ্বজাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ পশ্চিমে দিগ্‌ভাগে গ্রামনিষ্ক্রান্তে অপরাহ্ণে বৃক্ষমাশ্রিত্য বলিং দদ্যাৎ। ততঃ শান্ত্যুকেন স্নাপয়েৎ। গুগ্‌গুলু মেষশৃঙ্গ সর্ষপউশীরবাসকঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ রাবণায় দীপ্তদেহায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ৯৬ ॥

অর্য্যকা মাতৃকাশান্ত্যুপায়ঃ।

অষ্টমে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্ণাতি অর্য্যকানামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গৃধ্রগন্ধঃ পূতিগন্ধশ্চ জায়তে। আহারঞ্চ ন গৃহ্লাতি উদ্বেজয়তি গাত্রাণি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। রক্তপীতধ্বজা শ্চন্দনং পুষ্পং শষ্কুল্যঃ পর্পটিকাং

বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন সময়ে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে শান্তিজল দ্বারা বালককে স্নান করাইবে। তৎপরে বিল্বপত্র, রসুন, গুগ্‌গুলু, সাপের খোলস, নিমপাতা ও ঘৃত, এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে এবং চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকগণ সুস্থতা লাভ করে ॥ ৯৫ ॥

শুষ্করেবতী নাম্নী মাতৃকাগ্রহ নিবারণোপায়।—সপ্তম দিবসে বা সপ্তম মাসে অথবা সপ্তম বৎসরে শুষ্করেবতী নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করে। এই মাতৃকা গ্রহণ করা মাত্রেই শিশুর জ্বর হয়, গাত্র উদ্বেজিত হয়, মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখে এবং রোদন করে। এই প্রকার অবস্থায় নিম্ন লিখিত হিতসাধক বলি প্রদান করিবে।

রক্তপুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, রক্ততণ্ডুল, তিল মিশ্রিত তণ্ডুল, ত্রয়োদশ স্বস্তিকা, ত্রয়োদশ তিল, তণ্ডুল ও মাষ মিশ্রিত যবাগূ, জম্বুড়িকা, মৎস্য, মাংস, সুরা, ত্রয়োদশ ধ্বজা ওপঞ্চ প্রদীপ, এই সকল দ্রব্য লইয়া গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অপরাহ্ণ কালে পশ্চিমদিগ্‌ভাগে বৃক্ষের নিম্নে বলি প্রদান করিবে এবং শান্ত্যুদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তদনন্তর গুগ্‌গুলু, মেষশৃঙ্গ, সর্ষপ, বেণার মূল, বাসক ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিবে। এবং মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তৎপরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকের শুভ সম্পাদিত হয় ॥ ৯৬ ॥

অর্য্যকা মাতৃকাগ্রহশান্তির উপায়।—অষ্টম দিবসে বা অষ্টম মাসে কিম্বা অষ্টম বৎসরে অর্য্যকা নাম্নী মাতৃকা বালকগণকে আশ্রয় করে। ইহাতে বালকের জ্বর হয়, বালকের গাত্রে শকুনি পক্ষীর গন্ধ ও পূতিগন্ধ হয়, কিছুই আহার করিতে পারে না ও গাত্র উদ্বেজিত হয়। এরূপ অবস্থায় নিম্ন লিখিত বলি প্রদান করিবে।

রক্তপীতধ্বজা, চন্দন, পুষ্প, শষ্কুলী পাঁপর, মৎস্য, মাংস, সুরা ও জম্বুড়িকা, এই সকল দ্রব্য

মৎস্য মাংস সুরা জম্বূড়িকা প্রত্যুষে প্রান্তরে বলির্দ্দাতব্যঃ। মন্ত্রং ওং রাবণায় ত্রৈলোক্যবিদ্রাবণায় চতুর্দ্দিশং মোক্ষণায় জ্বলজ্বল ওং হ্রীং ফট্ স্বাহা। চতুর্থে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥৯৭॥

সূতিকা মাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

নবমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি সূতিকানাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। নিত্যং ছর্দ্দির্ভবতি গাত্রভেদং দর্শয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি স্বাপো ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লবস্ত্রেণাবেষ্টয়েৎ। শুক্লপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং শুক্লত্রয়োদশধ্বজা স্ত্রয়োদশপ্রদীপা স্ত্রয়োদশস্বস্তিকা স্ত্রয়োদশপূপিকা মৎস্য মাংস সুরা উত্তরস্যাং গ্রামনিষ্কাশে বলিং দাপয়েত্ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ॥ গুগ্গুলুনিম্বপত্রগোশৃঙ্গশ্বেতসর্ষপঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওং নারায়ণায় চতুর্ভুজায় হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ॥ ৯৮॥

নির্ঋতা মাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

দশমে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্লাতি নির্ঋতা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি আৎকারশ্চ ভবতি রোদিতি বধ্নাতি মূত্রং পুরীষঞ্চ ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বুলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং পঞ্চবর্ণ পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ

লইয়া প্রত্যুষে মাঠ মধ্যে বলি প্রদান করিবে এবং মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তদনন্তর চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকগণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে॥ ৯৭॥

সূতিকা নাম্নী মাতৃকাগ্রহ শান্তি। নবম দিবসে বা নবম মাসে কিম্বা নবম বৎসরে সূতিকা নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করে এই মাতৃকা আশ্রয় করিলে বালকের জ্বর হয়, নিত্য বমি করে, গাত্রে বেদনা হইয়াছে এরূপভাব প্রকাশ করে,মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে এবং অধিক নিদ্রা যায়। এরূপ অবস্থায় বলি প্রদানের নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

নদীর উভয় কূলের মাটী সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। এবং শুক্লপুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, ত্রয়োদশ শুক্লধ্বজা, ত্রয়োদশ প্রদীপ, ত্রয়োদশ স্বস্তিকা. ত্রয়োদশ পুলী, মৎস্য, মাংস ও সুরা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা গ্রাম প্রান্তে উত্তরদিকে বলি প্রদান করিবে এবং শিশুকে শান্তিজল দ্বারা স্নান করাইবে। তদনন্তর গুগ্গুলু, নিমপাতা, গোশৃঙ্গ, শ্বেত সর্ষপ ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তৎপরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক সুস্থ হয়॥ ৯৮॥

নির্ঋতা মাতৃকা শান্তির উপায়।—দশম দিবসে কিম্বা দশম মাসে বা দশম বর্ষে বালককে নির্ঋতানাম্নী মাতৃকা গ্রহ আশ্রয় করে। এই নির্ঋতা মাতৃকা শিশুকে গ্রহণ করিবা মাত্রেই শিশুর জ্বর ও গাত্র উদ্বেজিত হয়,আৎকার করে,রোদন করে এবং মলমূত্র বদ্ধ হয়। এরূপ হইলে বলিপ্রদানের নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হইল। নদীর উভয় তটের মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক একটী পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া গন্ধ, তাম্বুল, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, পঞ্চবর্ণ পঞ্চধ্বজা, পঞ্চ প্রদীপ, পঞ্চ স্বস্তিকা, পঞ্চপুলী,

পঞ্চস্বস্তিকাঃ পঞ্চপূপিলিকা মৎস্য মাংস সুরা বায়ব্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ। কাকবিষ্ঠা গোমাংস গোশৃঙ্গ রসোন মার্জ্জারলোম. নিম্বপত্র ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওং নারায়ণায় চূর্ণিতহস্তায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ ॥ ৯৯ ॥

পিলিপিঞ্জিকামাতৃকা শাস্ত্যুপায়ঃ।

একাদশে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদা গৃহ্ণাতি পিলিপিঞ্জিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। আহারং ন গৃহ্ণাতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি র্ভবতি গাত্রভঙ্গ আৎকারাশ্চ ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। পিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃত্বা রক্তচন্দনাক্তাং তস্যা মুখং দুগ্ধেন সেচয়েৎ। পীতপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং সপ্ত পীতধ্বজা সপ্তপ্রদীপাঃ অষ্টৌ বটকাঃ অষ্টৌ শষ্কুলিকা মৎস্য মাংস সুরা পূর্ব্বস্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ শান্ত্যুদকেন চ স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্গুলু গোশৃঙ্গ সর্পনির্ম্মোক ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওং রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতেশুভম্ ॥ ১০০ ॥

কামুকামাতৃকা শাস্ত্যুপায়ঃ।

দ্বাদশে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্ণাতি কামুকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। বিহস্য বাদয়তি করেণ তর্জ্জয়তি স্তন্যং ন গৃহ্ণাতি ক্রামতি নিঃশ্বসিতি মুহুর্ম্মুহুরাহারং ন করোতি কৃশতা ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্।

মৎস্য, মাংস ও মদ্য, এই সমস্ত বস্তু দ্বারা বায়ুকোণে বলি প্রদান করিবে। এবং কাকবিষ্ঠা, গোমাংস, গোশৃঙ্গ, রসুন, বিড়ালের লোম, নিম্বপত্র ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক স্বাস্থ্য লাভ করে ॥ ৯৯ ॥

পিলিপিঞ্জিকা মাতৃকা শান্তি।—একাদশ দিবসে বা একাদশ মাসে কিম্বা একাদশ বৎসরে শিশুকে পিলিপিঞ্জিকা নাম্নী মাতৃকা গ্রহ অবলম্বন করে। এই মাতৃকা গ্রহ আশ্রয় করিবা মাত্রেই বালকের জ্বর হয়, কিছুই খায় না, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, গাত্রে বেদনা হয় এবং আৎকার করে। এই প্রকার হইলে বলি প্রদানের নিয়ম যথা—

পিষ্টক দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করতঃ রক্তচন্দন মাথাইয়া তাহার মুখে দুগ্ধ প্রদান করিতে থাকিবে। এবং পীতপুষ্প, গন্ধ, পাণ, সপ্তপীত ধ্বজা, সপ্তপ্রদীপ, অষ্টবটক, অষ্ট শষ্কুলিকা, মৎস্য, মাংস ও সুরা, এই সকল বস্তু দ্বারা বাটীর পূর্ব্বদিকে বলি প্রদান করিবে। পরে শান্তিজল দ্বারা বালককে স্নান করাইয়া শিব নির্ম্মাল্য (বেলপাতা). গুগ্গুলু, গোশৃঙ্গ, সাপের খোলস ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক সুস্থ হয় ॥ ১০০ ॥

কামুকা মাতৃকাশান্তি।—দ্বাদশ দিবসে বা দ্বাদশ মাসে কিম্বা দ্বাদশ বর্ষে কামুকা নাম্নী মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করিবা মাত্র প্রথমতঃ শিশুর জ্বর হয়, হাস্য করিতেং হস্ত বাজায়, তর্জ্জন করে, স্তন্য গ্রহণ করে না, মুহুর্মুহুঃ বিচরণ করিতে চেষ্টা ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, আহার করে না এবং কৃশ হয়। এই অবস্থায় বলি প্রদানের নিয়ম যথা—

ক্ষীরপিণ্ড দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করতঃ গন্ধ, তাম্বুল, সপ্ত সাদাধ্বজা, সপ্ত দীপ, সপ্ত শষ্কুলিকা এবং দধি মিশ্রিত অন্ন, এই সকল দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মসাধক বলি প্রদান করিবে। এবং

ক্ষীরেণ পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বূলং শুক্লসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তশস্কুলিকাং করম্ভকেন সর্ব্বকর্ম্ম বলিং দদ্যাৎ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্যগুগ্‌গুলুসর্ষপঘৃতৈর্ধূপয়েৎ॥ ওং রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ॥ ১০১॥ ইতি রাবণকৃতং কুমারতন্ত্রং।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বালরোগচিকিৎসা।

শান্ত্যুদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তৎপরে নিম্বপত্র, গুগ্‌গুলু, শ্বেত সরিষা ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক সুস্থ হয়। ইতি লঙ্কাধিপ রাবণকৃত কুমার তন্ত্র সমাপ্ত।

বালরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিষ-চিকিৎসা।

অরিষ্টবন্ধনং মন্ত্রপ্রয়োগশ্চ বিষাপহঃ। দংশনং দংশকস্যাহেঃ ফলস্য মৃদুনোঽপি বা॥ ১॥ মূলং তণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যাঙ্গিরাসম্ভবং। নিষ্পিষ্টং শুচি ভদ্রযোগদিবসে তস্যাহিভীতিঃ কুতঃ॥ ২॥ দর্পাদেব ফণী যদি দশতি তং মোহান্বিতো মূলপং। স্থানে তত্র স এব যাতি নিয়তং রক্তং যমস্যাচিরাৎ॥ ৩॥ মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ। অব্দমেকং ন ভীতিঃ স্যাদ্বিষাত্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ৪॥ ধবলপুনর্নবজটয়া তণ্ডুলজলপীতয়া চ পুষ্যর্ক্ষে। অপসরতি খলু বিষধরোপদ্রব মাবৎসরং পুংসাম্॥ ৫॥ গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্। অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতাপ্লুতম্॥ ৬॥ কুলিকমূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি॥ ৭॥ শ্লেষ্মণঃ কর্ণগূথস্য

বিষ চিকিৎসা।

সর্প দংশন করিলে, দষ্টস্থান হইতে ৪ চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে শক্ত করিয়া রজ্জু বন্ধন করিবে এবং বিষনাশক মন্ত্র প্রয়োগ, দংশক সর্পকে দংশন ও ফল প্রভৃতি মৃদু দ্রব্য (রম্ভা, মৃণাল কন্দ প্রভৃতি) দংশন করা অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে॥ ১॥

কাঁটা শিরীষের মূল, তণ্ডুলোদক সহ পেষণ পূর্ব্বক আষাঢ় মাসে শুভনক্ষত্রাদিযুক্তদিবসে পান করিলে আদৌ সর্পভয় থাকে না॥ ২॥

যদ্যপি কোন সর্প দর্পসহকারে রাগান্বিত হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে দংশন করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই সর্প সেই স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ৩॥

বৈশাখ মাসে মসূর ও ২ দুইটী নিম্বপত্র সেবন করিলে নিশ্চয়ই এক বৎসর পর্য্যন্ত সর্পভয় থাকে না জানিবে॥ ৪॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত পুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে ১ এক বৎসর পর্য্যন্ত সর্পের ভয় থাকে না॥ ৫॥

ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চাঁপানটের মূল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক দধি ও ঘৃত সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাসুকি দংশন করিলেও সেই বিষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না জানিবে॥ ৬॥

বামানামিকয়া কৃতঃ। লেপো হন্ত্যাদ্বিষং ঘোরং নৃমূত্রসেচনং তথা॥৮॥ শিরীপুষ্পস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্। সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং নস্য-পানাঞ্জনে হিতম্॥ ৯॥ দ্বিপলং নতকুষ্ঠাভ্যাং ঘৃতক্ষৌদ্রচতুঃপলম্। অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখপ্রদম্॥১০॥ বন্ধ্যাকর্কোটজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্। নস্যং কাঞ্জিকসংপিষ্টং দোষোপহতচেতসঃ॥১১॥ পীতো বিষঃ স্যাদ্বমনং ত্বকৃস্থে প্রদেহসেকাদিসুশীতঞ্চ॥ ১২॥ অগারধূম মঞ্জিষ্ঠা রজনী লবণোত্তমৈঃ। লেপো জয়ত্যাখুবিষং কর্ণি-কায়াশ্চ পাতনম্॥১৩॥ সোমবল্কোঽশ্বকর্ণশ্চ গোজিহ্বা হংসপদ্যপি। রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তবিষাপহঃ॥ ১৪॥ যঃ কাসমর্দ্দনেত্রং বদনে বিনিক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্। মনুজো দদাতি শীঘ্রং জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ॥ ১৫॥ উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বি-তম্॥ ১৬॥ শিরীষস্য তু বীজং বৈ স্নুহীক্ষীরেণ ঘর্ষিতম্। তল্লেপেন হন্তি কুক্কুরজং বিষম্॥১৭॥পিষ্টতণ্ডুলমধ্যস্থং ভক্ষিতং মেষলোমকম্। কুক্কুরস্য বিষং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৮॥

কালিয়াকড়া গাছের মূলের নস্য গ্রহণ করিলে কালসর্প দংশন করিলেও দষ্ট ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয় না॥ ৭॥

বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা সর্পদষ্ট স্থানে মুখস্থিত শ্লেষ্মা (মুখামৃত) অথবা কর্ণমল লেপন করিলে কিম্বা নরমূত্র দষ্টস্থানে সেচন করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়॥ ৮॥

শিরীষ ফুলের রসে ৭ সাত দিবস পর্য্যন্ত শ্বেত সরিষা ভাবনা দিয়া, তাহা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পান, নস্য ও অঞ্জনার্থ প্রদান করিলে বিষ বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

তগরপাদুকা ৮ তোলা, কুড় ৮ তোলা, ঘৃত ১৬তোলা ও মধু ১৬ তোলা, এই সমস্ত বস্তু একত্র পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে তক্ষক সর্পদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত থাকিতে পারে॥ ১০॥

অফলা কাঁকরোল বৃক্ষের মূল ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার নস্য গ্রহণ করিলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি অচৈতন্য হইলেও সংজ্ঞা লাভ করিয়া জীবিত থাকে॥ ১১॥

বিষপান করিলে বমি করান কর্ত্তব্য। এবং বিষ ত্বকৃস্থ হইলে সুশীতল প্রলেপ ও সুশীতল সেক ব্যবস্থা করিবে॥ ১২॥

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দষ্ট-স্থানে প্রলেপ দিলে এবং দষ্টস্থান হইতে কর্ণিকা (মুখস্থ শৃঙ্গ বা হুল) তুলিয়া ফেলিলে ইন্দুরের বিষ বিনষ্ট হয়॥ ১৩॥

শ্বেতখদির, গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষের ছাল, গোজিয়ালতা, গোয়ালেলতা, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা ও গেরি-মাটী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে নখবিষ ও দন্তবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪॥

কালকাসুন্দার নল দ্বারা কর্ণে ফুৎকার দিলে শীঘ্রই বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট হয়॥ ১৫॥

উষ্ণ গব্যঘৃত সৈন্ধবলবণ সহ মিশ্রিত করিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬॥

কুকুরে কামড়াইলে মনসা সিজের আঠায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে উহার বিষ নিবারিত হয়॥ ১৭॥

চাউল বাটিয়া তাহার মধ্যে মেষের লোম পুরিয়া ভক্ষণ করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়॥ ১৮॥

দশাঙ্গচূর্ণং।

বচা হিঙ্গু বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী। পাঠা প্রতিবিষা ব্যোষং কাশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্। দশাঙ্গমগদং পীত্বা সর্ব্বকীটবিষং জয়েৎ॥১৯॥

মৃতসঞ্জীবনোগদঃ।

স্পৃক্কা প্লব স্থৌণেয়কাক্ষী শৈলেয় রোচনাতগরং। ধ্যামকং কুঙ্কুমং মাংসী সুরসাগ্রৈলাল কুষ্ঠঘ্নং। বৃহতীশিরীষপুষ্প শ্রীবেষ্টক পদ্মচারটীবিশালাঃ। সুরদারুপদ্মকেশর সাবরক মনঃশিলাকৌন্ত্যঃ। জাত্যর্কপুষ্প সর্ষপরজনীদ্বয় হিঙ্গুপিপ্পলীলাক্ষাঃ। জলমুদ্গপর্ণী মধুক মদনসিন্ধুবারাশ্চ। সম্পাকলোধ্রময়ূরক গন্ধফলীনাকুলী বিড়ঙ্গাঃ। পুষ্যেণোদ্ধৃত্য সমং পিষ্ট্বা গুড়িকা বিধেয়াঃ স্যুঃ। জন্তুবিষঘ্নো জয়কৃৎ বিষমৃতসঞ্জীবনোজ্বরনিহন্তা। ঘ্রেয়বিলেপন ধারণধূম গ্রহণৈর্গৃহস্থশ্চ। ভূত বিজয়স্তুলক্ষ্মীকার্ম্মণ মন্ত্রাগ্নাশন্যরীণ্ হন্যাৎ। দুঃস্বপ্ন স্ত্রীদোষানকালমরণাম্বুচৌরভয়ং। ধন্য ধান্য কার্য্যসিদ্ধি শ্রীপুষ্টায়ু র্বিবর্দ্ধনোধন্যঃ। মৃতসঞ্জীবন এষ প্রাগমৃতাদ্ব্রহ্মণাভিহিতঃ॥ ২০॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বিষচিকিৎসা।

দশাঙ্গচূর্ণ।—বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, গজপিপুল, আকনাদী, আতইস ও ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ করতঃ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার বিষ নিবারিত হয়॥ ১৯॥

পিড়িংশাক, কেউটামুথা, গেঁটেলা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, শৈলজ, গোরোচনা, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, জাফরাণ, জটামাংসী, তুলসীর মঞ্জরী, এলাচি, হরিতাল, চাকুন্দে, বৃহতী, শিরীষফুল, নবনীতখোটী, পদ্মচারটী (কুন্তারু লতা), রাখালশশা, দেবদারু, পদ্মকেশর, সাধরলোধ, মনঃশিলা, রেণুকা, জাতীফুল, আকন্দপুষ্প, সরিষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, পিপুল, লাক্ষা, বালা, মুগানী, যষ্টিমধু, মদনফল, নিসিন্দা, শোণালু, লোধ, আপাং, প্রিয়ঙ্গু, রাস্না ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া উচিত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনাশক। এবং বিষজন্য মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে অমৃতের তুল্য হিতকর ও জ্বরনাশক। ইহা আঘ্রাণ, বিলেপন, ধারণ ও ধূম গ্রহণ রূপে প্রয়োগ করিবে এবং গৃহে রাখিবে। ইহা অগ্নি, অলক্ষ্মী, পরদ্রোহোপায়, মন্ত্র, ভূত, বজ্র ও শত্রু বিনাশক। এবং দুঃসপ্ন, স্ত্রীদোষ, অকাল মৃত্যু, জল ও চৌরভয় নিবারণ করে। পরন্তু ধন, ধান্য ও কার্য্য সাধক এবং পুষ্টি, বর্ণ ও আয়ুবর্দ্ধক। অমৃত সদৃশ এই মৃত সঞ্জীবন ঔষধ স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে॥ ২০॥

ইতি বিষ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

কৃকলাশস্য পুচ্ছাগ্রমুদ্রিকাঃ শ্বেততন্তুভিঃ। বেষ্ট্যা কনিষ্ঠিকা ধার্য্যা রমেদ্ বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥ ১॥ বনক্রোড়স্য দংষ্ট্রাণাং দক্ষিণং হি সমা-

বীর্য্যস্তম্ভাধিকার।

(কাঁকলাসের) লাঙ্গুলের অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ সূতা দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া রাখিলে রমণকালে বীর্য্যপাত হয় না॥ ১॥

হরেৎ। কট্যামুপরিসম্বদ্ধঃ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥২॥ ডুণ্ডুভোনাম যঃ সর্পঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমাহরেৎ। তস্যাস্থি ধারয়েৎ কট্যাং নরো বীর্য্যং ন মুঞ্চতি। বিমুঞ্চতি বিমুক্তেন সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ॥ ৩॥ শূরণং তুলসীমূলং তাম্বুলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ। ন মুঞ্চতি নরো বীর্য্যমেকৈকেন ন সংশয়ঃ॥৪॥ কৃষ্ণমার্জ্জার সব্যাঙ্‌ঘ্রিনস্তবাস্থি রতোদ্যমে। দক্ষিণে ধ্রিয়তে যেন তস্য বীর্য্যস্য ন চ্যুতিঃ॥ ৫॥ চটকাণ্ডস্ত সংগৃহ্য নবনীতেন পেষয়েৎ। তেন লেপয়তঃ পাদৌ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে। যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাবদ্বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥ ৬॥

চক্রদত্তোক্তং লিখ্যতে।

নীলোৎপলসিতপঙ্কজকেশরমধুশর্করাবলিপ্তেন। সুরতে সুচিরং রমতে দৃঢ়লিঙ্গো নাভিবিবরেণ॥ ৭॥ শুদ্ধং কুসুম্ভতৈলং ভূমিলতা-চূর্ণমিশ্রিতং কুরুতে। চরণাভ্যঙ্গেনৈব তু বীজস্তম্ভাৎ দৃঢ়ং লিঙ্গম্॥ ৮॥ সপ্তাহং ছাগভব সলিলসংস্থিতং করভবারুণীমূলম্। গাঢ়োদ্বর্ত্তন-বিধিনা লিঙ্গং স্তব্ধং রতে কুরুতে॥ ৯॥ গৌরেকোন্নতশৃঙ্গে ত্বগ্‌ভব-চূর্ণেন ধূপিতং বস্ত্রম্। পরিধায় ভজ ললনাং নৈকাণ্ডো ভবতি হর্ষার্ত্তঃ॥১০॥ যোগজ বরাঙ্গবন্ধং মথিতেন ক্ষালিতং হরতি॥ ১১॥

বন্যশূকর জন্তুর দক্ষিণদিকের দাঁত সংগ্রহপূর্ব্বক কটীর উপরিভাগে ধারণ করিয়া রাখিলে মৈথুন সময়ে আদৌ শুক্র পতিত হয় না॥ ২॥

কৃষ্ণবর্ণ ডুণ্ডুভ নামক সর্পের অস্থি সংগ্রহ করিয়া কটীদেশে যতক্ষণ ধারণ করিয়া স্ত্রী সহবাস করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই শুক্র ক্ষরণ হইবে না, কিন্তু উক্ত অস্থিখানি কোমর হইতে খুলিয়া ফেলিলে বীর্য্যপাত হইবে॥ ৩॥

ওল অথবা তুলসীমূল পাণের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভন হইয়া থাকে॥ ৪॥

কাল বিড়ালের বামপাদের হাড় দক্ষিণাঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক রতিক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইলে আদৌ বীর্য্যপাত হয় না॥ ৫॥

চড়ুইপাখীর ডিম মাখন সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাদদ্বয় প্রলিপ্ত করিয়া মৈথুন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, যাবৎ ভূমি স্পর্শ না করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রেতঃপাত হয় না॥ ৬॥

নীলোৎপল, শ্বেতপদ্মের কেসর, মধু ও চিনি, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তাহা নাভিরন্ধ্রে লেপন করিয়া স্ত্রীসহবাসে প্রবৃত্ত হইলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লিঙ্গ দৃঢ় থাকে ও রমণ করিতে ক্ষমতা জন্মে॥ ৭॥

শোধিত কুসুমফুলের তৈল সহ ভূমিলতা (কেঁচো) চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে রতিকালে শুক্রক্ষরণ হয় না জানিবে॥ ৮॥

হস্তিবারুণীর মূল ৭ সাত দিন পর্য্যন্ত ছাগমূত্রে রাখিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গ দৃঢ় রূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক রমণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হয়॥ ৯॥

গোক্ষুর উন্নত শৃঙ্গের ত্বক্‌চূর্ণ দ্বারা ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিয়া রতিকার্য্যে নিযুক্ত হইলে বীর্য্য-পাত হয় না॥ ১০॥

তক্র (ঘোল) দ্বারা যোনি ধৌত করিলে দুষ্ট ব্যক্তিকৃত স্ত্রীলোকের রতিশক্তির প্রতিবন্ধকতা নিবারিত হয়॥ ১১॥

উন্মুখগোশৃঙ্গোদ্ভবো লেপো যোগজধ্বজভঙ্গহরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

দুষ্ট স্ত্রীলোকাদি দ্বারা যদ্যপি পুরুষের পুংস্ত্ব হানি হয়, তাহা হইলে উন্নত গোশৃঙ্গচূর্ণ দ্বারা লিঙ্গে লেপন করিলে পুনর্ব্বার সেই শক্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বীর্য্যস্তম্ভাধিকার সমাপ্ত।

অথ রসায়নাধিকারঃ।

রসায়ন লক্ষণং।

যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্ ॥ ১ ॥

রসায়নপ্রয়োগঃ।

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ। নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রসায়নো বিধিঃ। ন ভাতি বাসসি ম্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ ॥ ২ ॥

ত্রিফলারসায়নং।

জরণান্তেঽভয়ামেকাং প্রাগ্ভক্তে দ্বে বিভীতকে। ভুক্ত্বা তু মধুসর্পির্ভ্যাং চত্বার্য্যামলকানি চ ॥ প্রযোজয়েৎ সমামেকাং ত্রিফলায়া রসায়নম্। জীবেৎ বর্ষশতং পূর্ণমজরোঽব্যাধিরেব চ ॥ ৩ ॥

ভৃঙ্গরাজরসঃ।

যে মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি দিনে দিনে ভৃঙ্গরাজসমুত্থম্। ক্ষীরাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তা সমাঃ শতং জীবিতমাপ্নুবন্তি ॥ ৪ ॥

যোগত্রয়ং।

মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ ক্ষীরেণ যষ্টীমধুকস্য চূর্ণম্। রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ কল্কঃ প্রযোজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ। আয়ুঃপ্রদা-

---

রসায়নাধিকার (রসায়নের লক্ষণ।)

যে ঔষধ দ্বারা জরা (বলীপলিতাদি) ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়, তাহাকে রসায়ন কহে ॥১॥

রসায়ন প্রয়োগ।

যৌবনের প্রারম্ভে অথবা যৌবনান্তে (বার্দ্ধক্য সময়ে) রসায়ন ঔষধ সেবনীয়। রসায়ন সেবনের পূর্ব্বে বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠস্থমলাদি দূরীকরণ আবশ্যক। কারণ যে প্রকার মলিন বস্ত্রে রঙ্গযোগ করিলে অর্থাৎ রং লাগাইলে তাহা সুরঞ্জিত হয় না, তদ্রূপ দেহের মলাদি অপসারিত না করিয়া রসায়ন সেবন করিলে কোন উপকার হয় না, বরঞ্চ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে জানিবে ॥ ২ ॥

ত্রিফলারসায়ন।—অন্নাদির পরিপাকান্তে একটি হরীতকী মধু ও ঘৃত সহ, আহারের পূর্ব্বে ২টী বহেড়া মধু ও ঘৃতসহ এবং ভোজনান্তে তিনটী আমলকী ঘৃত ও মধুসহ ভক্ষণ করিলে রসায়ন ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। এই ত্রিফলা রসায়ন ১এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত সেবন করিলে জরা ও ব্যাধি দূরীভূত হইয়া ১ একশত বৎসর পর্য্যন্ত আয়ুলাভ হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩ ॥

ভৃঙ্গরাজ রস।—একমাস পর্য্যন্ত উচিত মাত্রায় ভৃঙ্গরাজের রস ও উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করিলে বল, বর্ণ ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া ১ একশত বৎসর জীবন থাকে ॥ ৪ ॥

যোগত্রয়।—থানকুনীর রস অথবা দুগ্ধসহ যষ্টিমধুচূর্ণ কিম্বা মূল ও পুষ্প সহিত গুলঞ্চের রস বা শঙ্খপুষ্পীর (চোরহুলীর) কল্ক সেবন করিলে সকল ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া আয়ু, বল, অগ্নি, স্বর, মেধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শঙ্খপুষ্পী অতীব মেধাজনক জানিবে ॥ ৫ ॥

ন্যাময়নাশনানি বলাগ্নিবর্ণ স্বরবর্দ্ধনানি। মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী ॥ ৫ ॥

অশ্বগন্ধাপ্রয়োগঃ।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা। কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ ॥ ৬ ॥

ধাত্রীতিলং।

ধাত্রী তিলান্ ভৃঙ্গরাজোবিমিশ্রান্ যে ভক্ষয়েয়ুর্ম্মনুজা ক্রমেণ। তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ নির্ব্ব্যাধয়ো বর্ষশতং ভবেয়ুঃ ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধদারক মূলং।

বৃদ্ধদারকমূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তবারাংশ্চ ভাবয়েৎ ॥ অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ যোজয়েৎ। মাষমাত্রোপযোগেন মতিমান্ জায়তে নরঃ। মেধাবী স্মৃতিমাংশ্চৈব বলীপলিতবর্জ্জিতঃ ॥ ৮ ॥

হস্তিকর্ণরজঃ।

হস্তিকর্ণরজঃ খাদেৎপ্রাতরুত্থায় সর্পিষা ॥ যথেষ্টাহারচেষ্টোঽপি সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ। মেধাবী বলবান্ কামী স্ত্রীশতানি ব্রজত্যসৌ ॥ মধুনা ত্বশ্ববেগঃ স্যাদ্বলিষ্ঠঃ স্ত্রীসহস্রগঃ। মন্ত্রশ্চাসৌ প্রয়োক্তব্যো ভিষজা চাভিমন্ত্রণে। ওং নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা ॥ ৯ ॥

ধাত্রীচূর্ণাদিঃ।

ধাত্রীচূর্ণস্য কংসং স্বরসপরিগতং ক্ষৌদ্রসর্পিঃ সমাংশং কৃষ্ণা মানী সিতাষ্টপ্রস্থতযুতমিদং স্থাপিতং ভস্মরাশৌ। বর্ষান্তে তৎসমশ্নন্ ভবতি

অশ্বগন্ধাপ্রয়োগ। অশ্বগন্ধার ক্বাথাদি অৰ্দ্ধমাস (একপক্ষ কাল) পর্য্যন্ত দুগ্ধ, ঘৃত. তৈল বা উষ্ণজল সহ সেবন করিলে কৃশ ব্যক্তিও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ধাত্রীতিল।—আমলকী ও তিল সমভাগে একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল নির্ম্মল, ব্যাধি সমস্ত দূরীকৃত ও আয়ু বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধদারক মূল।—বিস্তাড়কের মূলচূর্ণ শতমূলীর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ।০ সিকিতোলা মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন করিলে ১ এক মাসের মধ্যে মেধাও বুদ্ধি বৰ্দ্ধিত এবং বলীপলিতাদি দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হস্তিকর্ণরজ।—হস্তিকর্ণ পলাশের বীজচূর্ণ ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া "ওং নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা" এই মন্ত্রটী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিয়া যথেচ্ছারূপ আহার করিলে দীর্ঘায়ু, মেধা, বল ও শত স্ত্রীসহ মৈথুন ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। এবং উক্ত ঔষধ মধু অনুপানে সেবন করিলে অশ্বের ন্যায় বেগ, বল ও সহস্র স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ধাত্রীচূর্ণাদি।—২০ বার আমলকীর রসে ভাবিত আমলকীচূর্ণ /৮ সের, ঘৃত /৮ আট সের, মধু /৮ আট সের, পিপুলচূর্ণ /১ সের ও চিনি /২ দুই সের, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া

বিপলিতো রূপবর্ণপ্রতাপৈ নির্ব্ব্যাধির্ব্বুদ্ধিমেধা স্মৃতিবচনবলস্থৈর্য্য সত্ত্বৈরুপেতঃ ॥ ১০ ॥

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণং।

গুড়ূচ্যপামার্গ বিড়ঙ্গং শঙ্খিনী বচাভয়া শুণ্ঠী শতাবরীসমা। ঘৃতেন লীঢ়া প্রকরোতি মানবং ত্রিভির্দ্দিনৈঃ শ্লোকসহস্রধারিণং ॥ ১১ ॥

জলস্য নস্যং।

ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্য কাসহরম্। রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টিজননঞ্চ ॥ ১২ ॥ অম্ভসঃ প্রসৃতান্যষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবন্। বাতপিত্তগদান্ হত্বা জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ১৩ ॥

ঋতুহরীতকী।

সিন্ধূত্থ শর্করা শুণ্ঠী কণা মধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ। বর্ষাদিম্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥ ১৪ ॥

মধুহরীতকী।

দুর্নাম শ্বাসজ্বরবমথু তৃষাপাণ্ডুতানেত্ররোগান্। হিক্কাকুষ্ঠাতিসারভ্রমমদকসনাজীর্ণশূলপ্রমেহান্। তৃষ্ণাশূলাস্রপিত্তজ্বরবিততজ্বরারো চ কানাহদাহান্ হন্যাদেতানবশ্যং মধুনি পরিগতা পূতনাচাম্লপিত্তং ॥ অত্র মধুনি পরিগতেত্যনেন মধুভাবিতা মধুপূর্ণভাণ্ডে চিরাবস্থিতা হরীতকী গ্রাহ্যা। ব্যবহারস্তু মধুপিষ্ট হরিতক্যেব ॥ ১৫ ॥

নির্গুণ্ডীকল্পঃ।

ওং সিদ্ধিং পিঙ্গলাযোগিনী কথিতম্।—নির্গুণ্ডী মূলচূর্ণমষ্টপলং

ভস্মরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহা শরৎকালে সেবন করিতে হয়। এক বৎসর পরে এই ঔষধ সেবন করিলে বলী, পলিত ও ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইয়া রূপ, বর্ণ, প্রতাপ, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, বাক্য, বল, স্থৈর্য্য ও সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয় ॥ ১০ ॥

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ।—গুড়ূচী, আপাংমূল, বিড়ঙ্গ, শঙ্খিনী (চোরকাঁটা), বচ, হরীতকী, শুণ্ঠি ও শতাবরী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

জলের নস্য।—রাত্রিশেষে জলের নস্য গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গরোগ, বলী, পলিত, পীনস, বৈস্বর্য্য ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

জলপান ব্যবস্থা।—প্রত্যূষে জলপান করিলে বাতপৈত্তিক রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া শত বৎসর আয়ুবর্দ্ধিত হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

ঋতুহরীতকী।—বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে ইক্ষু চিনি সহ, হেমন্তকালে শুণ্ঠীচূর্ণ সহ, শীতকালে সমভাগ পিপুলচূর্ণ সহ, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে ইক্ষুগুড়ের সহিত সমভাগ হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে রসায়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মধুহরীতকী।—মধুর সহিত হরীতকী পেষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে অর্শ, শ্বাস, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, পাণ্ডু, নেত্ররোগ, হিক্কা, কুষ্ঠ, অতীসার, ভ্রম, মদাত্যয়, কাস, অজীর্ণ, শূল, প্রমেহ, রক্তপিত্ত, অরুচি ও দাহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

নির্গুণ্ডীকল্প।—নিসিন্দারমূল চূর্ণ /১ একসের ও মধু /২ দুইসের একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিয়া শরাদ্বারা ঐ ভাণ্ডের মুখ আচ্ছাদন ও গাঢ়রূপে লেপন পূর্ব্বক একমাস ধান্য-

গৃহীত্বা ষোড়শপলমধুমিশ্রিতং ঘৃতভাণ্ডে কৃত্বা শরাবে নিবিড় লেপনং দত্বা মর্দ্দয়িত্বা মাসমেকং ধান্যমধ্যে স্থাপয়েৎ তস্মাষমেকং ভক্ষিত-মাত্রেণ নরঃ কনকবর্ণো গৃধ্রদৃষ্টিঃ সর্ব্বরোগ বিবর্জ্জিতঃ বলীপলিত-হীনঃ সম্বৎসরং খাদেত চন্দ্রার্কং যাবজ্জীবেৎ বদ্ধশুক্রঃ স্ত্রীশতং কাময়িতুং ক্ষমো ভবতি॥ শাকাম্লং বিহায় যথেচ্ছয়া ভোজ্যম্। তচ্চূর্ণং গোমূত্রেণ সহ যঃ পিবতি হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি পামাবিচর্চ্চিকা-দীনি নাড়ীব্রণগুল্মশূল প্লীহোদরাণি চ। তচ্চূর্ণং তক্রেণ যঃ পিবতি সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতো গৃধ্রদৃষ্টির্ব্বরাহবলো ভবতি বলীপলিতবর্জিতঃ পবনবেগো দিব্যবচা ভবতি। মাসদ্বয়প্রয়োগেণ পণ্ডিতশ্চ ন সংশয়ঃ॥ ১৬॥

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণম্।

শ্লক্ষ্ণীকৃতং ভৃঙ্গরজস্য চূর্ণং তিলার্দ্ধকং চামলকার্দ্ধকঞ্চ। সশর্করং ভক্ষ-য়তো গুড়ৈর্ব্বা ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ। অন্ধঃ পশ্যেদ্‌গমন-রহিতো মত্তমাতঙ্গগামী মূকো বাগ্মী শ্রবণরহিতো দূরশব্দানুসারী। নীরুগ্মর্ত্ত্যো ভবতি পলিতী নীলজীমূতকেশী। জীর্ণদন্তাঃ পুনরপি নবাঃ ক্ষীরগৌরা ভবন্তি॥ ১৭॥

(শ্রীমৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রোক্ত) অমৃতবর্ত্তিকা।

ত্রিফলা ত্রিকটু ব্রহ্মী গুড়ূচী রক্তচিত্রকম্। নাগকেশর চূর্ণঞ্চ শৃঙ্গ-বেরং সমার্কবম্॥ সিন্ধুবারো হরিদ্রেদ্বে শক্রাশনগুড়ত্বচৌ। এলা মধুকপর্ণী চ বিড়ঙ্গশ্চোগ্রগন্ধিকা॥ চূর্ণং প্রত্যেকমেতেষাং সমাদায় পলদ্বয়ম্। কামরূপসমুদ্ভূতৈ গুড়ৈঃ পঞ্চাশতৈঃ পলৈঃ। সষষ্টিস্ত্রিশতী কার্য্যা বর্ত্তিস্তেন সমানতঃ। চন্দ্রতারাবিশুদ্ধৌ চ পূজয়িত্বেষ্টদেব-তাম্॥ ততোঽনুপানং পানীয়ং ত্র্যং পঞ্চ সুশীতলম্॥ কট্বম্ল লবণ-ঞ্চৈব নাতিমাত্রং কদাচন। যঃ প্রত্যহমিমং খাদেৎ কর্ষমানং নিরন্ত-

---

রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা গোমূত্র ও তক্রাদি সহ সেবন করিলে কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, গুল্ম, শূল, প্লীহা, উদর প্রভৃতি ও বলীপলিতাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া বল,বর্ণ, শুক্রাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ১৬॥

ভৃঙ্গরাজাদি চূর্ণ।—ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ ১ ভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ ও আমলকী চূর্ণ অর্দ্ধভাগ, এই দ্রব্যত্রয় একত্র চিনি বা গুড় সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে সমস্ত রোগ, জরা ও মৃত্যু দূরীভূত হইয়া থাকে। এবং ইহা দ্বারা অন্ধও দেখিতে পায়, খঞ্জ মাতঙ্গ সদৃশ হাঁটিতে পারে, মূকের কথা ফুটে, কালা শুনিতে পায়, বৃদ্ধ নীরোগ হয়, পককেশ নীলবর্ণ হয় ও জীর্ণদন্ত সকল পুনর্ব্বার শক্ত হয়॥ ১৭॥

(শ্রীমৃত্যুঞ্জয় তন্ত্রোক্ত) অমৃতবর্ত্তিকা।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ব্রহ্মীশাক, গুড়ূচী, চিতামূল, নাগকেশর, আদা, ভীমরাজ, নিসিন্দা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সিদ্ধি, দারুচিনি, গাম্ভারী ছাল, বিড়ঙ্গ ও বচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা ও কামরূপ দেশীয় গুড় /৬৷০ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩৬০টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। চন্দ্র ও তারা বিশুদ্ধ দিবসে ইষ্টদেবতাকে

রম্ ॥ ভোজনাদৌ প্রদোষে বা শৃণু যাদৃক্ ফলং ভবেৎ। নষ্টবহ্নিস্তু দীপ্তাগ্নি র্ব্বড়বানলসন্নিভঃ ॥ ইষ্টাপি ভাস্বতী কান্তি শ্চন্দ্রিকেব নিশামুখে। কাশপুষ্পরুচঃ কেশাঃ শিখিকণ্ঠ মনোরমাঃ। পটলাবহতং চক্ষুর্লক্ষযোজনদর্শনম্। জরাবিশ্লথ দেহোঽপি লেপ নির্ম্মাণ শাদ্বলঃ ॥ নির্ব্ব্যাধি র্নির্জ্জরাঃ পঙ্গুর্ব্বেগেনোচ্চৈঃশ্রবা ইব। দিনেশ ইব তেজস্বী কন্দর্প ইব রূপবান্। সহস্রায়ু র্মহাসত্ত্বো গন্ধর্ব্ব ইব গায়নঃ। স্ত্রীশতং রমতে নিত্যং নাবসাদং ব্রজত্যসৌ। ন ভজন্ত্যাপদঃ কঞ্চিৎকামরূপী ভবেদসৌ। পদ্মগন্ধিবপুস্তস্য সুপুষ্পমিব কোমলম্। জরাচয়ৈঃ সুজীর্ণস্য নখকেশাদয়ো যথা। প্রভবন্তি বলাদুগ্রাদথ কন্ধা ইবাম্বুদাৎ ॥ হৃষ্টঃ পুষ্টশ্চ পাপঘ্নঃ শান্তো ভবতি মানবঃ। শ্রীঅমৃতবর্ত্তিকা নাম মৃত্যুঞ্জয়মুখোদিতা। রসায়নানাং শ্রেষ্ঠেয়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনী ॥ ১৮ ॥

শ্রীসিদ্ধমোদকঃ।

ত্রিকটো স্ত্রিপলং চূর্ণং ত্রিফলায়াঃ পলত্রয়ম্। গুড়ূচ্যাশ্চ বিড়ঙ্গানাং গ্রন্থিকগ্রন্থিপর্ণয়োঃ। রক্তচিত্রাঙ্ঘ্রিজং চূর্ণং গ্রাহ্যঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্। প্রত্যেকং দ্বিপলঞ্চৈষাং গৃহ্নীয়ান্মতিমান্নরঃ। কামরূপোদ্ভবাং গ্রাহ্যাং গুড়স্যার্দ্ধতুলাং তথা। সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য সষষ্টি ত্রিশতং শুভম্ ॥ মোদকং কারয়েদ্ধীমান্ সমভাগেন যত্নতঃ। প্রত্যহং প্রাতরেবৈতৎ পানীয়েনৈব ভক্ষয়েৎ ॥ এবং নিরন্তরং কার্য্যং সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ। প্রথমে মাসি বাগ্যুক্তো দ্বিতীয়ে বলবর্ণবান্ ॥ তৃতীয়ে নাশয়েৎকুষ্ঠং শ্বাসকাসৌ তুরীয়কে। পঞ্চমে স্ত্রীপ্রিয়ত্বঞ্চ ষষ্ঠে চ পলিতক্ষয়ঃ ॥ সপ্তমে কান্তিযুক্তশ্চ অষ্টমে বলবান্ ভবেৎ। নবমে চ শতায়ুঃ স্যাদ্দশমে চ স্বরান্বিতঃ ॥ মহাবলস্ত্বেকাদশে অদৃশ্যো দ্বাদশে ভবেৎ। ইচ্ছাহারবিহারী স্যাত্ততো দৈত্যরিপোঃ সমঃ। ষড়্ভির্ব্বিবিহিতো

নমস্কার করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে একটী বর্ত্তিকা সেবন করিবে। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধ সেবন করিয়া কটু, অম্ল ও লবণ দ্রব্য কদাচ অধিক মাত্রায় ভোজন করিবে না। এই ঔষধ ভোজনের আদিতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, কান্তি উজ্জ্বল হয়, কেশ সকল সুকোমল ও সুদৃশ্য হয়, জরা, ব্যাধি ও পঙ্গুতা বিনষ্ট হয়, তেজ ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়, শতস্ত্রী রমণ করিতে ক্ষমতা জন্মে, দেহ পদ্মগন্ধ সদৃশ ও পুষ্পবৎ সুকোমল হয় এবং ইহা হর্ষপ্রদ, পুষ্টিদায়ক ও পাপঘ্ন বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

শ্রীসিদ্ধমোদক।—শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, গেঁঠেলা ও রক্তচিতার মূল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কামরূপ দেশীয় গুড় ৴৬৷৹ সোয়া ছয় সের। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩৬০টী মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতঃকালে জল সহ সেবন করিবে। ইহা নিয়ত এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রথম মাসে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়, দ্বিতীয় মাসে বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পায়, তৃতীয় মাসে কুষ্ঠ সারে, চতুর্থ মাসে শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়, পঞ্চম মাসে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ জন্মে, ষষ্ঠ মাসে পলিত বিনষ্ট হয়, সপ্তম মাসে কান্তি উজ্জ্বল হয়, অষ্টম মাসে অত্যধিক বল হয়, নবম মাসে ১ শত বৎসর জীবিত থাকিবার ক্ষমতা জন্মে, দশম মাসে সুস্বরতা হয়, একাদশ মাসে

দেহী প্রাপ্নোতি কল্পজীবিতং। যুবা নিরন্তরং তিষ্ঠেদ্ যাবৎকালঞ্চ জীবতি॥ ভবন্তি সিদ্ধয়োঽষ্টৌ যশ্চোঽপি পরিকীর্ত্তিতঃ। শ্রী-সিদ্ধমোদকোহ্যেষ সিদ্ধাদিষু নিষেবতঃ॥ ১৯॥

লক্ষ্মীবিলাসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ। তদর্দ্ধং চন্দ্রসংজ্ঞস্য জাতীকোষ-ফলে তথা॥ বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং ধুস্তূরকস্য চ। ত্রৈলোক্যবিজয়া-বীজং বিদারীমূলমেব চ॥ নারায়ণী তথা নাগবলা চাতিবলা তথা। বীজং গোক্ষুরকস্যাপি নৈচুলৎ বীজমেব চ॥ এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং পর্ণপত্ররসৈঃ পুনঃ। নিম্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ॥ নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ চতুর্ব্বিধান্। বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ॥ কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিং তথা। নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরম্। শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ। মেদোগতং ধাতুগতং চিরজং কুলসম্ভবম্॥ গলশোথমন্ত্রবৃদ্ধিমতীসারং সুদারুণম্। আমবাতং সর্ব্ব-রূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥ উদরং কর্ণনাসাক্ষিমুখবৈকৃত্যমেব চ। কাসপীনসযক্ষ্মার্শঃ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥ সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্। বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্॥ অনু-পানমিহপ্রোক্তং মাংসং পিষ্টং পয়োদধি। বারি তক্র সুরা সীধু সেবনাৎ কামরূপধৃক্॥ বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ। ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্কতাম্॥ নিত্যং স্ত্রীণাং শতং গচ্ছন্মত্তবারণবিক্রমঃ। দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টি র্জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ॥ প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা। রসো লক্ষ্মীবিলাসস্তু বাসুদেবে জগৎপতৌ॥ অভ্যাসাদস্য ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ। রসগন্ধককর্পূরজাতীকোষজাতীফলানাং পঞ্চানাং প্রত্যেকং পলার্দ্ধং

মহাবল জন্মে এবং দ্বাদশ মাসে অদৃশ্যতা জন্মিয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া আহার বিহারের বিচার করিতে হয় না। এমন কি এই ঔষধ সেবন করিয়া চিরকাল যুবা থাকিতে পারা যায় এবং ইহা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক বলিয়া জানিবে॥ ১৯॥

লক্ষ্মীবিলাস।—কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ৮ তোলা, কজ্জলী ৪ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, জাতীফল ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা এবং বিস্তাড়ক বীজ, ধূতুরাবীজ, শতমূলী, গোরক্ষ চাকুলে, শ্বেত-বেড়েলা, গোক্ষুরবীজ ও হিজল, এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পাণের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ যথা-যোগ্য অনুপান সহ সেবন করিলে বাতজ রোগ, পৈত্তিকরোগ, ১৮ প্রকার কুষ্ঠরোগ, ২০ প্রকার প্রমেহরোগ, নাড়ীব্রণ, ব্রণ, গুহ্যরোগ, ভগন্দর, শ্লীপদ, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, রক্তাশ্রিত-ব্যাধি, মাংস সংশ্রিত ব্যাধি, মেদোগত ব্যাধি, ধাতুগত রোগ, কুলসম্ভূতব্যাধি, গলরোগ, শোথ, অন্ত্রবৃদ্ধি, অতীসার, আমবাত, জিহ্বাস্তম্ভ, গলবেদনা, উদর, কর্ণরোগ, নাসারোগ, অক্ষিরোগ, মুখরোগ, কাস, পীনস, যক্ষ্মা, অর্শ, স্থৌল্যরোগ, সর্ব্বশূল, শিরঃশূল ও স্ত্রীরোগ সকল

বৃদ্ধদারকবীজাদীনাং নবদ্রব্যাণাং প্রত্যেকং কর্ষ ইতি ভট্টাদিব্যবহারঃ। রাটীয়াস্তু রসগন্ধকয়োর্ম্মিলিত্বা পলার্দ্ধং কর্পূরস্য রসগন্ধকার্দ্ধং কর্ষঃ জাতীকোষফলয়োর্ম্মিলিত্বা কর্ষঃ বৃদ্ধদারকবীজাদীনাং নবদ্রব্যাণাং মিলিত্বা কর্ষ ইত্যাহুঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীনৃপতিবল্লভঃ।

জাতীফললবঙ্গাশ্চ ত্বগেলাটঙ্গরামঠম্। জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবাঃ ॥ লৌহমভ্রং রসোগন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্। মরিচং দ্বিপলং দত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ ॥ ধাত্রীরসেন বা পেষ্যং বটিকাঃ কুরু যত্নতঃ। শ্রীমদ্গহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতম্ ॥ সূর্য্যবত্তেজসা চায়ং রসো নৃপতিবল্লভঃ। অষ্টাদশবটিং খাদেৎপবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ ॥ হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষং বিসূচিকাম্। প্লীহ গুল্মোদরাষ্ঠীলা যকৃৎপাণ্ডুককামলাম্ ॥ হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং তথৈব চ। কটীশূলং কুক্ষিশূলমানাহমষ্টশূলকম্ ॥ কাসশ্বাসামবাতঞ্চ শ্লীপদং শোথমর্ব্বুদম্। গলগণ্ডং গণ্ডমালামম্লপিত্তঞ্চ গর্দ্দভীম্ ॥ ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্। উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃ প্রমেহকম্ ॥ অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্। জ্বরং জীর্ণং তথা কণ্ডুং তন্দ্রালস্যং ভ্রমং ক্লমম্ ॥ দাহঞ্চ বিদ্রধিং হিক্কাং জড়গদ্গদমূকতাম্। মূঢ়ঞ্চ স্বরভেদঞ্চ ব্রধ্নবৃদ্ধিবিসর্পকান্ ॥ ঊরুস্তম্ভং রক্তপিত্তং গুদভ্রংশারুচিং তৃষাম্। কর্ণনাসামুখোত্থাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ পীনসান্ ॥ স্থৌল্যঞ্চ শীতপিত্তঞ্চ স্থাবরাদিবিষাণি চ। বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্ ॥ সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা। বলবর্ণকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ ॥ পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পুত্রদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ। অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ ॥ ২১ ॥

বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পশ্চাৎ মাংস, পিষ্ট, দুগ্ধ, দধি, জল, তক্র, সুরা ও সীধু সেবন করিবে। এই লক্ষ্মীবিলাস ঔষধ সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবা হয়, আদৌ শুক্রপাত হয় না, লিঙ্গ শিথিল হয় না, কেশ পাকে না, দৃষ্টি প্রখর হয় এবং অত্যন্ত পুষ্টি জন্মে ॥ ২০॥

শ্রীনৃপতিবল্লভ।—জায়ফল, লবঙ্গ; দারুচিনি, এলাচি, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপাতা, যমানী, সৈন্ধব লবণ, শুণ্ঠি, লৌহ, অভ্র, পারা, গন্ধক ও তাম্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং মরিচ চূর্ণ ১৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ বা আমলকীর রসসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৪।৫ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহযোগে সেবন করিলে মন্দাগ্নি, আমদোষ, বিসূচিকা, প্লীহা, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, হৃদয়শূল, পৃষ্ঠশূল, পার্শ্বশূল, কটীশূল, কুক্ষিশূল, আনাহ, কাস, শ্বাস, আমবাত, শ্লীপদ, শোথ, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অম্লপিত্ত, গর্দ্ধভী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, দদ্রু, বাতরক্ত, ভগন্দর, অতীসার, উপদংশ, গ্রহণী, অর্শ, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, জীর্ণজ্বর, কণ্ডু, তন্দ্রা, আলস্য, ভ্রম, ক্লম, দাহ, বিদ্রধি, হিক্কা, জাড্য, গদ্গদতা, মূকতা, স্বরভেদ, মূঢ়গর্ভ, ব্রধ্ন (বাগী), বৃদ্ধি, বিসর্প, ঊরুস্তম্ভ, রক্তপিত্ত, গুদভ্রংশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণ-

শৃঙ্গারাভ্রম্।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং তদন্যৎ কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্। মাংসী তালীশচোচে গজকুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যং পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটু রথ পৃথকৃত্বর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্। এলা জাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্ম কোলং কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্। পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্রস্তদনু চ কিয়চ্ছৃঙ্গবেরং সপর্ণম্॥ পানীয়ং পীতমন্তে ধ্রুবমপহরতি ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারাণ্ কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদররুজো রাজযক্ষ্মক্ষয়ঞ্চ॥ কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্ ছর্দ্দিশূলাম্লপিত্তং তৃষামপি মহতীং গুল্মজালং বিশালম্॥ পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং গরগরলগদান্ পীনসান্ প্লীহরোগান্ হন্যাদামানিলোত্থান্ কফপবনকৃতান্ পিত্তরোগানশেষাণ্। বল্যোবৃষ্যশ্চভোগ্যস্তরুণতরমরঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ পথ্যং মাংসৈশ্চ যূষৈর্ঘৃতপরিলুলিতৈ গর্ব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ। ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানংমুদা যচ্ছৃঙ্গার ভ্রেণ কামী যুবতীজনশতা ভোগযোগাদতুষ্টঃ। বর্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিচিদথ স্বেচ্ছয়াভোজ্যমন্যদ্দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্গতবলিপলিতোনরোঽস্য প্রসাদাৎ॥ ২২॥

চতুর্ম্মুখঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং সমং সূতাঙ্ঘ্রি হেম চ। সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যা-

রোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, পীনস, স্থৌল্য, শীতপিত্ত, স্থাবরাদি বিষদোষ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। এবং উহাদ্বারা বল, বর্ণ, আয়ু প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়॥ ২১॥

শৃঙ্গারাভ্র।—শোধিত কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপুল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর ফুল, কুড় ও ধাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠি, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ।০ সিকিতোলা, ছোটএলাচি ও জায়ফল প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও পারদ অর্দ্ধতোলা. এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩।৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে আদা ও পান অনুপানের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ জল পান করিবে। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি, জ্বর, উদররোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, শোথ, নেত্ররোগ, মেহ, মেদোরোগ, বমি, শূল, অম্লপিত্ত, তৃষ্ণা, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, গরদোষ, গরল, পীনস, প্লীহা, আমবাতজ রোগ, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ ও অনেক প্রকার পিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং ইহা বল জনক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও চিরযৌবন বিধায়ক। এই ঔষধ সেবন করিয়া ঘৃতযুক্ত মাংস, মুগাদির যূষ ও বহু পরিমাণে গব্যদুগ্ধ আহারার্থ ব্যবহার করিতে হয়। এবং অধিক মাত্রায় মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিতে হয় জানিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া কিছু দিন শাক ও অম্ল পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে যথেচ্ছারূপ আহার করিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা দীর্ঘায়ু, কামবৃদ্ধি ও বলীপলিত বিনাশ পায়॥ ২২॥

চতুর্ম্মুখ।—পারদ, ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, লৌহ ১ এক ভাগ, অভ্র ১ এক ভাগ এবং স্বর্ণ

স্বরসমর্দ্দিতম্ ॥ এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্যধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্। সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলা মধুযোজিতম্। তদ্যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনম্ ॥ ক্ষয়মেকাদশবিধং কাসং পঞ্চবিধং তথা। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্ ॥ শ্বাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কা চৈবাম্লপিত্তকম্ ॥ ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্যবাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা। অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্। ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা। পৌষ্টিকং ধন্যমায়ুষ্যং পুত্রপ্রসবকারকম্। চতুর্ম্মুখেন দেবেন কৃষ্ণাত্রেয়স্য সূচিতম্ ॥ ২৩ ॥

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররসঃ।

দ্বিকর্ষং শুদ্ধ সূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকং। লৌহভস্ম পলৈকৈকং জারিতাভ্রং পলাংশিকং ॥ দ্বিতোলং রজতাঞ্চৈব রঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকং। স্বর্ণং তোলঞ্চৈব তাম্রং কাংস্যঞ্চ তৎসমং ॥ জাতীফলঞ্চেন্দ্রপুষ্পমেলা ভৃঙ্গঞ্চ জীরকং। কর্পূরং বনিতা মুস্তং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্ ॥ সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারস বিমর্দ্দিতং। ভাবয়িত্বা বরাতোয়ৈরুবুকানাং রসৈস্তথা ॥ এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ং। উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং চণকপ্রমাং ॥ খাদেচ্চ বটিকা মিমাং পর্ণখণ্ডেন সংযুতাং। সর্ব্বব্যাধি বিনাশায় কাশীরাজেন নির্ম্মিতা। বল্যা রসায়নী বৃষ্যা বাজীকরণ মুত্তমম্ ॥ অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণক গ্রহণীং চিরজামপি ॥ আমবাতমম্লপিত্তং জীর্ণজ্বরমরোচকং। আমশূলং কটীশূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকং। কামশোকোদ্ভবং রোগং প্রমেহং বহু-

---

।০ সিকি ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া তাহা ভেরেণ্ডাপাতা দ্বারা উত্তম রূপে বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ৩ তিন দিবস রাখিয়া দিবে। তৎপরে উহা ধান্যরাশির মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া যথাযোগ্য অনুপানে সকল প্রকার রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা ত্রিফলা ও মধুসহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়ন ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে জানিবে। এবং এই ঔষধ সেবন করিলে মন্দাগ্নি, বলীপলিত, ক্ষয়, কাস কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, শ্বাস, শূল, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, উরুস্তম্ভ, বিসর্প, বিদ্রধি (ওড়া), অপস্মার (মৃগী), উন্মাদ, অর্শ, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ পুষ্টিজনক, ধনবর্দ্ধক, আয়ুবর্দ্ধক ও পুত্রপ্রসবকারক জানিবে ॥ ২৩ ॥

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। পারদ ৪ চারি তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তামা ১ তোলা, কাঁসা ১ এক তোলা, জাতীফল ২ তোলা, লবঙ্গ ২ দুইতোলা, এলাচি ২ দুইতোলা, দারুচিনি ২ দুইতোলা, জীরা ২ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, প্রিয়ঙ্গু ২ তোলা এবং মুথা ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ত্রিফলার কাথ দ্বারা ও এরণ্ডপত্রের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া পিণ্ডাকৃতি করতঃ তিন দিবস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর তিন দিবস পরে উক্ত ঔষধ তুলিয়া পাণের রসের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, আমবাত, অম্লপিত্ত, জীর্ণজ্বর, অরুচি, আমশূল, কটীশূল, হৃদয়শূল,

মূত্রকং। বায়ূন্ বহুবিধান্ হন্তি ধ্বজভঙ্গং বিশেষতঃ। মেধাঞ্চ লভতে রাজ্ঞি তুষ্টি পুষ্টি সমন্বিতাং। বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী স্ত্রীষু চাপি বৃষায়তে॥ দৃষ্টঃ সিদ্ধফলোহ্যেষ রসায়নবরঃ স্মৃতঃ॥ ২৪॥

অষ্টাবক্র রসঃ।

রসরাজস্য ভাগৈকং দ্বিভাগং গন্ধকস্য চ। ভাগমেকং সুবর্ণস্য ভাগার্দ্ধং রজতস্য চ॥ নাগং তাম্রং খর্পরঞ্চ বঙ্গঞ্চৈব সমাংশকং। প্রত্যেকং রজতার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥ বটাঙ্কুর রসৈর্যামং যামং কন্যারসৈঃ সহ।কুপ্যভ্যন্তরে সংস্থাপ্য ত্রিদিনং পাচয়েৎ সুধীঃ। দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যং জায়তে অবিকল্পিতঃ। বলীবলিত বিধ্বংসি বলপুষ্টিকরং মহৎ। আরোগ্যজননং মেধাকান্তিকৃৎ শুক্রবর্দ্ধকং। মহৌষধবরশ্চৈতদষ্টাবক্রেণ নির্ম্মিতং॥ ২৫॥

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রসঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং তাম্রং তীক্ষ্ণং মৃতাভ্রকং। মৌক্তিকং গন্ধকং শঙ্খং প্রবালং তালকং শিলা॥ শোধিতঞ্চ সমং সর্ব্বং সপ্তাহং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং। বহ্নিমূলকষায়েণ ভানুদুগ্ধে দিনত্রয়ং॥ নির্গুণ্ডী শূরণদ্রাবৈর্বজ্রদুগ্ধে দিনত্রয়ং। অনেন পূরয়েদ্গর্ভং পীতবর্ণ বরাটিকাং॥ টঙ্গণং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তস্য মুখং লিম্পেৎ। রুদ্ধা ভাণ্ডমুখং পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। সঞ্চূর্ণ্য তৎসমং সূতং বৈক্রান্তং মৃতপাদিকং। শোভাঞ্জন দ্রবৈঃ সর্ব্বং সপ্তবারাণ্ বিভাবয়েৎ॥ বহ্নিমূলকষায়েণ ভাবনাদ্বয়মীহতে। এবং সংশুদ্ধ সূতেন্দ্রঃ সর্ব্বব্যাধি নিসূদনঃ॥ মাসার্দ্ধেন নিহন্ত্যাশু জরামৃত্যুং ন সংশয়ঃ। বাতং বিদ্রধিশূলং পাণ্ডু গ্রহণী-

---

পক্তিশূল, কাসরোগ, শোকসন্তুতরোগ, প্রমেহ, বহুমূত্র, বাতব্যাধি ও ধ্বজভঙ্গরোগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং ইহা বলকারক, রসায়নশ্রেষ্ঠ, বীর্য্যবর্দ্ধক, বমিকারক, বৃদ্ধব্যক্তির তরুণত্ববিধায়ক ও বহুস্ত্রীতে মৈথুনশক্তি প্রদায়ক বলিয়া জানিবে॥ ২৪॥

অষ্টাবক্র রস।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ৷৷০ অর্দ্ধভাগ, সীসা ।০ সিকি ভাগ, তাম্র ।০ সিকি ভাগ, খর্পর ।০ সিকি ভাগ ও বঙ্গ ।০ সিকি ভাগ, এই সকল পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক বটের কুঁড়ির রসে ১ প্রহর ও ঘৃত কুমারীর রসে ১ এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক কাচকূপী (বোতল) মধ্যে পূরিয়া ৩ তিন পাক করিয়া দাড়িমফুলের সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহা বলিপলিত নাশক, পুষ্টিকারক, আরোগ্য বিধায়ক, মেধাকারক, কান্তির ঔজ্জ্বল্যবর্দ্ধক, শুক্র বর্দ্ধক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন বলিয়া জানিবে॥ ২৫॥

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস।—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ,প্রবাল,হরিতাল ও মনছাল, এই সকল দ্রব্য শোধিতান্তর সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ করতঃ চিতামূলের রসে ৭ দিবস এবং আকন্দের আঠা, নিসিন্দার রস, ওলের রস ও মনসাসীজের রসে ৩দিন করিয়া ভাবনা দিয়া পীতবর্ণ কড়ির ভিতরে পূরিবে এবং আকন্দের আঠা দ্বারা সোহাগা মাড়িয়া তদ্দ্বারা উহাদের মুখ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ কড়ি সমুহ ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সেই ভাণ্ডটীর মুখ রুদ্ধ করতঃ বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত

রক্তাতিসারান্ জয়েৎ। মেদপ্লীহজলোদরাশ্মরীতৃষ্ণা শোথং হলীমোদরং। মূত্রাঘাত ভগন্দর জ্বরগণান্ সর্ব্বাণি কুষ্ঠান্যপি। সাধ্যাসাধ্যভবান্ গদান্ বহুতরান্ সংশোধয়েৎ যোগতঃ॥ ১৬॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং রসায়নাধিকারঃ।

করিয়া চূর্ণ করতঃ উহার সহিত চূর্ণের সমান রসসিন্দূর ও রসিন্দূরের সিকি পরিমাণ বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া সজিনার রসে ৭ সাত বার ও চিতামূলের রসে ২ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা যথাযোগ্য অনুপানে সেবন করিলে বাতব্যাধি, বিদ্রধি, শূল, পাণ্ডু, গ্রহণী, রক্তাতিসার, মেহ, প্লীহা, জলোদর, অশ্মরী, তৃষ্ণা, শোথ, হলীমক, উদর, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, জ্বর ও কুষ্ঠরোগাদি বিনষ্ট হইয়া বল, বীর্য্যাদি সম্বর্দ্ধিত হয় জানিবে॥ ১৬॥

ইতি রসায়নাধিকার সমাপ্ত।

অথ বাজীকরণাধিকারঃ।

শুক্রক্ষয়কারণং।

চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ। ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবনাৎ॥ ১॥

বাজীকরণ-লক্ষণং।

বাজং শুক্রং তদস্যাস্তীতি বাজী অবাজী বাজী ক্রিয়তে পুরুষোঽনেনেতি বাজীকরণম্॥ ২॥

অথ বাজীযোগাৎ যদুক্তং চরকে।

যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজীবল্লভতে নরঃ। যেন বাপ্যধিকং বীর্য্যং বাজীকরণমেবতৎ॥ ৩॥

অথৈতদকরণে দোষাঃ।

গ্লানিঃ কম্পোঽবসাদস্তদনু চ কৃশতা ক্ষীণতা চেন্দ্রিয়াণাং শোষোচ্ছ্বাসোপদংশজ্বরগুদজগদাঃ ক্ষীণতা সর্ব্বধাতৌ। জায়ন্তে দুর্নিবারাঃ পবনপরিভবাঃ ক্লীবতালিঙ্গভঙ্গৌ বামাবশ্যাতিযোগাদ্ভজত ইহ সদা বাজিকর্ম্মচ্যুতস্য॥ ৪॥

বাজীকরণাদিকার।

শুক্রক্ষয়ের কারণ।—চিন্তা, জরা, ব্যাধি, ক্লেশজনক কার্য্য, উপবাস ও অধিক স্ত্রীসহবাস দ্বারা দেহের শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১॥

বাজীকরণের লক্ষণ।—যদ্দ্বারা অল্পশুক্র বা হীনশুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তির শুক্রাধিক্য জন্মে, তাহাকে বাজীকরণ বলা যায় জানিবে॥ ২॥

চরক মত।—যদ্দ্বারা পুরুষের স্ত্রীসঙ্গম বিষয়ে বাজির (অশ্বের) ন্যায় শক্তি ও সমধিক শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাজীকরণ কহে॥ ৩॥

অত্যন্ত স্ত্রীরত ব্যক্তির বাজীকরণ সেবন না করার দোষ।—যদ্যপি অত্যন্ত স্ত্রীসহবাস করা যায়, অথচ বাজীকরণ ঔষধ সেবন না করা হয়, তাহা হইলে গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, ক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শোষ, উচ্ছ্বাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শ, ধাতুক্ষীণতা, অত্যধিক বায়ু প্রকোপ, ক্লীবতা, লিঙ্গভঙ্গ ও স্ত্রীর অপ্রিয়তা, এই সমুদায় ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৪॥

বৃষ্যলক্ষণং।

যৎ কিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু। হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্বৃষ্যমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

মাষকলায়যোগঃ।

ঘৃতভৃষ্টমাষবিদলং দুগ্ধং সিদ্ধঞ্চ শর্করামিশ্রম্। ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণী শতমৈথুনং পুরুষঃ ॥ ৬ ॥ শতাবরীশৃতং ক্ষীরং প্রপিবেৎসিতয়া যুতম্। রমমাণস্য বিরতিং মৃদুতাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥ বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্য রসং শর্করয়া সমম্। প্রয়োগাদস্য সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোঽম্বুধিঃ ॥ ৮ ॥ লঘুশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতাম্। সর্পিষাপয়সা পীত্বা রেতী চটকবদ্ভবেৎ ॥ ৯ ॥ বিদারীকন্দচূর্ণঞ্চ ঘৃতেন পয়সা পিবেৎ। উড়ুম্বররসেনৈব বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ ১০ ॥

আমলকীচূর্ণম্।

সপ্তধামলকীচূর্ণমামলক্যম্বুভাবিতম্। ঘৃতেন মধুনা লীঢ়্বা পিবেৎক্ষীরপলং নরঃ। বাজীকরণযোগোঽয়মুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥

বীর্য্যহানিকারণং।

অত্যন্তমুষ্ণঞ্চকটু তিক্ত কষায়মম্লং ক্ষারঞ্চ শাকমথবা লবণাধিকঞ্চ। কামী সদৈব রতিমান্ বনিতাভিলাষী নো ভক্ষয়েদিতি সমস্তজনপ্রসিদ্ধিঃ ॥ ১২ ॥

বস্তাণ্ডযোগঃ।

পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা। সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু

বৃষ্যের লক্ষণ।—যে সমুদায় দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, গুরু ও চিত্তের আনন্দ জনক, তাহাদিগকে বৃষ্য বলা যায় জানিবে ॥ ৫ ॥

মাষকলায়যোগ।—মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শতাবরীক্ষীর —শতাবরী ২ দুই তোলা, দুগ্ধ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, জল ।৵০ দেড় পোয়া. শেষ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া অর্থাৎ দুগ্ধাবশেষ। ইহা পান করিলে অত্যন্ত রতিশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধ শাল্মলীমূল।—পুরাতন সীমূল বৃক্ষের মূলের রস চিনির সহিত ৭ সাত দিন সেবন করিলে অতীব শুক্র বৃদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

একটীযোগ।—ছোট সিমূল গাছের ছালের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধ সহ সেবন করিলে সমধিক রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় ॥ ৯ ॥

বিদারীকন্দ চূর্ণ।—ভুমি কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ ঘৃত, দুগ্ধ বা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে এত অধিক শুক্র বৃদ্ধি হয় যে, বৃদ্ধ ব্যক্তিরও যুবার ন্যায় সামর্থ্য জন্মে ॥ ১০ ॥

আমলকী চূর্ণ।—আমলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিয়া অর্দ্ধপোয়া গব্যঘৃত পান করিলে অত্যাধিক বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি উত্তম বাজীকরণ ॥ ১১ ॥

বীর্য্যহানির কারণ।—অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্য, কটুদ্রব্য, তিক্তবস্তু, কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শাক এবং অধিক লবণাত্মক দ্রব্য, এই সকল ভোজন করিলে বীর্য্যহানি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্ ॥ ১৩ ॥ বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসকৃত্তিলান্। যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ ॥ ১৪ ॥ চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতম্। সর্পিঃ ক্ষৌদ্রযুতং কৃত্বা শতং গচ্ছেন্নরোঽঙ্গনাঃ ॥ ১৫ ॥ এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্। শর্করা মধুসর্পির্ভির্যুক্তং লীঢ়্বা পয়ঃ পিবেৎ। এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতি ॥ ১৬ ॥ বিদারীকন্দকল্কন্তু ঘৃতেন পয়সা নরঃ। উড়ুম্বরসমং খাদেদ্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ ১৭ ॥ স্বয়ংগুপ্তেক্ষুরকয়োর্বীজচূর্ণং সশর্করম্। ধারোষ্ণেণ নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥১৮॥ উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥ শতাবর্য্যুচ্চটাচূর্ণং পেয়মেবং সুখার্থিনা ॥ ২০ ॥ কর্ষং মধুকচূর্ণস্য ঘৃতক্ষৌদ্রসমন্বিতম্ ॥ পয়োঽনুপানং যো লিহ্যান্নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ ॥ ২১ ॥ গোক্ষুরকঃ ক্ষুরকঃ শতমূলী বানরী নাগবলাতিবলা চ। চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং যস্য গৃহে প্রমদা শতমস্তি ॥ ২২ ॥ ঘৃতভৃষ্টো দুগ্ধ মাষ পায়সো বৃষ্য উত্তমঃ ॥ ২৩ ॥ আর্দ্রাণি মৎসমাংসানি শফরী র্বা সুভর্জিতাঃ। তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্ ॥ ২৪ ॥

বস্তাণ্ডযোগ।—ছাগলের কোষদ্বয়, পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে শত স্ত্রীসহ সঙ্গম করিতে শক্তি জন্মে ॥ ১৩ ॥

বস্তাণ্ডতিল।—কৃষ্ণতিল, ছাগলের অণ্ডকোষের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধে একবার ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত রতি কর্ম্মে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিদারীচূর্ণ।—ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডরসে ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে সমধিক মৈথুন ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৫ ॥

আমলকাদি চূর্ণ।—আমলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত, চিনি ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধও যুবার ন্যায় রতিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

বিদারীকন্দাদি।—ভূমি কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

স্বয়ংগুপ্তাবীজাদি।—আলকুশীর বীজ ও কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মধু, চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে আদৌ শুক্রক্ষয় হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

উচ্চটা চূর্ণ।—কুঁচের মূল চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৯ ॥

শতাবর্য্যুচ্চটা চূর্ণ।—শতাবরী চূর্ণ ও কুঁচমূল চূর্ণ সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধসহ সেবন করিলে অত্যাধিক বীর্য্য বৃদ্ধি পায় জানিবে ॥ ২০ ॥

মধুকচূর্ণ।—যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধসহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধপান করিলে সমধিক বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

গোক্ষুরকাদি।—গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশীর বীজ, গোরক্ষ চাকুলিয়া ও শ্বেত বেড়েলা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত রাত্রিকালে সেবন করিলে শত স্ত্রীসঙ্গমে শক্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বৃষ্যোত্তম।—মাষকলায়ের দাইল ও দুগ্ধ একত্র করিয়া পায়স প্রস্তুত পূর্ব্বক ভোজন করিলে অত্যন্ত শুক্র বর্দ্ধিত হয় ॥ ২৩ ॥

নরসিংহচূর্ণম্।

শতাবরীরজঃ প্রস্থং প্রস্থং গোক্ষুরকস্য চ। বারাহ্যা বিংশতিপলং গুড়ূচ্যা পঞ্চবিংশতিঃ। ভল্লাতকানাং দ্বাত্রিংশচ্চিত্রকস্য দশৈব তু॥ তিলানাং শোধিতানাঞ্চ প্রস্থং দদ্যাৎ সুচূর্ণিতম্। ত্র্যূষণস্য পলান্যষ্টৌ শর্করায়াশ্চ সপ্ততিঃ। মাক্ষিকং শর্করার্দ্ধেন মাক্ষিকার্দ্ধেন বৈ ঘৃতম্। শতাবরীং সমং দেয়ং বিদারীকন্দজং রজঃ॥ এতদেকীকৃতং চূর্ণং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। পলার্দ্ধমুপযুঞ্জীত যথেষ্টঞ্চাস্য ভোজনম্॥ মাষৈকমুপযোগেন জরাং হন্তি রুজামপি। বলীপলিতখালিত্য মেহ পাণ্ড্বাঢ্যপীনসান্॥ হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি তথাষ্টাবুদরাণি চ। ভগন্দরং মূত্রকৃচ্ছ্রং গৃধ্রসীঞ্চ হলীমকম্॥ ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চকাসান্ সুদারুণান্। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥ বিংশতিংশ্লৈষ্মিকাংশ্চাপি সংসৃষ্টান্ সান্নিপাতিকান্। সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ সকাঞ্চনাভো মৃগরাজবিক্রমস্তুরঙ্গমঞ্চাপ্যনুযাতি বেগতঃ। স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সাতিরেকং প্রকৃষ্টপুষ্টশ্চ যথা বিহঙ্গঃ॥ পুত্রান্ সংজনয়েদ্ধীমান্ নরসিংহনিভাংস্তথা। নরসিংহমিদং চূর্ণ সর্ব্বরোগহরং নৃণাম্॥ বারাহীকন্দসংজ্ঞস্তু চর্ম্মকারালুকোমতঃ। পশ্চিমে গৃষ্টিশব্দাখ্যো বরাহলোমবানিব॥ ২৫॥

গোধূমাদ্যং ঘৃতম্।

গোধূমাত্তু পলশতং নিঃক্বাথ্য সলিলাঢ়কে॥ পাদশেষে চ পূতে চ দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥ গোধূম' মুঞ্জাতফলং মাষ দ্রাক্ষা পরুষকে॥ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী স শতাবরী। অশ্বগন্ধা সখর্জ্জুরা মধুকং ত্র্যূষণং সিতা॥ ভল্লাতকমাত্মগুপ্তা সমভাগানি কারয়েৎ।

মৎস্যমাংসাদি।—সদ্যঃ মৎস্য ও মাংস, বিশেষতঃ সরল পুঁটী মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে, সর্ব্বদা স্ত্রীসহবাস করিলেও আদৌ বীর্য্যের ক্ষয় হয় না॥ ২৪॥

নরসিংহ চূর্ণ।—শতাবরীমূল চূর্ণ /২ সের, গোক্ষুরবীজ চূর্ণ /২ সের, বারাহী (চামালু) চূর্ণ /২॥০ আড়াইসের, গুলঞ্চ /৩/০ তিনসের দুইছটাক, শোধিত ভেলাবীজ চূর্ণ /১।০ একসের এক পোয়া, তিলচূর্ণ /২ সের, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত /১ সের, চিনি /৮৷০ আটসের তিনপোয়া, মধু /৪।/০ চারিসের ছয়ছটাক, গব্যঘৃত /২/০ দুইসের তিনছটাক এবং ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ /২ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ১ মাস পর্য্যন্ত নিয়মিত সেবন করিলে জরা, বলী, পলিত, খালিত্য, মেহ, পাণ্ডু, পীনস, কুষ্ঠ, উদর, ভগন্দর, মূত্রকৃচ্ছ্র, গৃধ্রসী, হলীমক, ক্ষয়, কাস, ৮০ প্রকার ব্যাধি, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ ও ২০প্রকার কফরোগ নিবারিত হইয়া কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, সিংহের ন্যায় বলবিক্রম এবং অশ্বের ন্যায় গতি ও মৈথুন ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে॥ ২৫॥

গোধূমাদ্য ঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের। জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—গোধূম ১২॥০ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গোধূম, মুঞ্জাতফল (অভাবে তালমস্তক), মাষকলায়, দ্রাক্ষা, পরূষফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, শতাবরী, অশ্বগন্ধা, পিণ্ডখেজুর, যষ্টিমধু, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, চিনি, ভেলা ও আলকুশীর মূল বা বীজ, এই সকল

ঘৃতপ্রস্থং পচেদেবং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্ ॥ মৃদ্বগ্নিনা চ সিদ্ধে তু দ্রব্যাণ্যেতানি নিক্ষিপেৎ। ত্বগেলা পিপ্পলী ধান্য কর্পূর নাগকেশরম্ ॥ যথালাভং বিনিক্ষিপ্য সিতাক্ষৌদ্রং পলাষ্টকম্। দত্ত্বেক্ষুদণ্ডেনালোড্য বিধিবদ্বিনিযোজয়েৎ ॥ শাল্যোদনেন ভুঞ্জীত পিবেন্মাংসরসেন বা। কেবলস্য পিবেদস্য পলমাত্রং প্রমাণতঃ ॥ নচাস্য লিঙ্গশৈথিল্যং ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ। বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসংজননং পরম্ ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশমনং বৃদ্ধানাঞ্চাপি শস্যতে। পলদ্বয়ং তদশ্নীয়াৎ দশরাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ স্ত্রীণাং শতঞ্চ ভজতে পীত্বা চানুপিবেৎ পয়ঃ। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঞ্চৈব গোধূমাদ্যং রসায়নম্। জলদ্রোণেঽত্র গোধূমক্বাথস্তচ্ছেষ আঢ়কম্। যুঞ্জাতস্য স্থানে তু তদ্গুণং তালমস্তকম্ ॥ কল্কদ্রব্য সমং মানং ত্বগাদেঃ সাহচর্য্যতঃ ॥ ২৬ ॥

বৃহদশ্বগন্ধাঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পলশতং শুভদেশসমুদ্ভবম্। পুণ্যেঽহনি সমাহৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণকুট্টিতম্ ॥ দ্রোণেঽম্ভসি পচেত্তাবদ্যাবৎপাদাবশেষিতম্। সর্পিঃ প্রস্থং পচেত্তেন গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥ কষায়ং ছাগমাংসস্য দদ্যাচ্ছতদ্বয়স্য চ। কল্কানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি তদামূনি প্রদাপয়েৎ ॥ কাকোলিযুগমৃদ্ধী দ্বে মেদে দ্বে চাথ জীরকম্। স্বয়ংগুপ্তামৃষভকমেলাং মধুকমেব চ ॥ মৃদ্বীকাং সূর্পপর্ণ্যৌ চ জীবন্তীং চপলাং বলাম্। নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্বা সম্যগ্বিপাচয়েৎ ॥ সিতামাক্ষিকয়োঃ শীতে গৃহ্নীয়াৎ কুড়বৌ পৃথক্। লীঢ়্বা পাণিতলং ভুঞ্জেৎ পরিহার বিবর্জ্জিতম্ ॥

দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। পাকান্তে শীতল হইলে দারুচিনি, ছোটএলাচি, পিপুল, ধনিয়া, কর্পূর ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে উপযুক্ত পরিমাণ। পশ্চাৎ চিনি /॥০ অর্দ্ধসের ও মধু /॥০ অর্দ্ধসের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া নিফেন হইলে নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃতসহ জল ও কল্কদ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে অল্প জলীয়াংশ থাকিতে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পুনরায় ঘৃতসহ ক্রমান্বয়ে গোধূমের ক্বাথ ও দুগ্ধ মিশাইয়া ইক্ষুদণ্ড দ্বারা পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইলে ছাঁকিয়া তাহার সহিত দারুচিনি প্রভৃতির চূর্ণ এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই গোধূমাদ্য ঘৃত ২ তোলা মাত্রায় দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিতে হয়। এবং শালিধান্যের অন্ন ও মাংসের যূষ পথ্যরূপে প্রদান করিতে হয়। ইহাদ্বারা লিঙ্গ শৈথিল্য, শুক্রক্ষয়, বায়ু ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হইয়া বল, শুক্রোৎপাদিকা শক্তি ও বৃদ্ধের রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং ইহাদ্বারা শতস্ত্রী রমণে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বৃহদশ্বগন্ধাঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের। জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—অশ্বগন্ধার মূল ১২॥০ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। এবং ক্বাথার্থ—ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কল্কার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীরক, আলকুশীর বীজ, ঋষভক, এলাচি, যষ্টিমধু, কিসমিস, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতাবরী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ সের। পাক শেষে চিনি ও মধু মিলিত /১ সের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে

ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা বৃদ্ধা বালাস্তথাবলাঃ। হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রাশ্নেদং মাত্রয়া ঘৃতম্॥ ওজঃ স্বাস্থ্যঞ্চ তেজশ্চ প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ। লভতে সূর্য্যসঙ্কাশো ভ্রাজতে বিগতঃ জ্বরঃ॥ বৃদ্ধো বৃষায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শবর্ষবৎ। নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেন্ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥ বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধাসমন্বিতম্। মাসমাত্র প্রয়োগেন বলীপলিতনাশনম্॥ ন খালিত্যং ন তিমিরং বাতব্যাধি মহাগদান্। পঞ্চকাসান ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরম্॥ হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ শীঘ্রমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥ ২৭॥

গুড়কুষ্মাণ্ডকম্।

কুষ্মাণ্ডকাৎপলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্। প্রস্থঞ্চ ঘৃততৈলস্য তস্মিংস্তপ্তে নিধাপয়েৎ॥ ত্বক্‌পত্র ধান্যকব্যোষ জীরকৈলাদ্বয়ানলম্। গ্রন্থিকং চব্য মাতঙ্গপিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥ শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ প্রলম্বং তালমস্তকম্। চূর্ণীকৃতং পলাংশঞ্চ গুড়স্য তুলয়া পচেৎ॥ শীতীভূতে পলান্যষ্টৌ মধুনঃ সম্প্রদাপয়েৎ। কফপিত্তানিলহরং মন্দাগ্নীনাঞ্চ শস্যতে॥ কৃশানাং বৃংহনং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্। প্রমদাসু প্রসক্তানাং যে চ স্যুঃ ক্ষীণরেতসঃ॥ ক্ষয়েণ তু গৃহীতানাং পরমেতদ্ভিষগ্‌জিতম্। কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং হন্তি ছর্দ্দিমরোচকম্। গুড়কুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমশ্বিভ্যাং সমুদাহৃতম্। খণ্ডকুষ্মাণ্ডবৎপাত্রং স্বিন্নকুষ্মাণ্ডকদ্রবম্॥২৮॥

চাপাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক পূর্ব্বক ফেন রহিত হইলে নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃতসহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিবে এবং উহার সহিত ক্রমান্বয়ে অশ্বগন্ধার ক্বাথ, ছাগ মাংসের ক্বাথ ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইয়া শেষ পাকের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এবং শীতল হইলে চিনি /॥০ অর্দ্ধসের ও মধু /॥০ অর্দ্ধসের ঐ ঘৃতসহ মিশাইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। ক্ষীণেন্দ্রিয়, ক্ষীণশুক্র, বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রীলোক ও হীনমাংস ব্যক্তিগণ এই ঘৃত পান করিলে তাহাদের ওজঃ, স্বাস্থ্য, তেজ, ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতা ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ হয়। এমন কি ইহা দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবার ন্যায় স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে, জ্বর নিবারিত হয়, শুক্র ক্ষয় হয় না, বন্ধ্যানারী বুদ্ধি ও মেধা সমন্বিত পুত্র প্রসব করিতে পারে। এবং এক মাসের মধ্যে ইহা দ্বারা বলী, পলিত, খালিত্য (টাক), তিমির, বাতব্যাধি কাস, ক্ষয় শ্বাস, হিক্কা, ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

গুড়কুষ্মাণ্ডক।—ছাল ও বীজ রহিত দেশী কুমড়া ১২॥০ সের, ভর্জ্জন জন্য ঘৃত /২ সের ও তৈল /২ সের, গুড় ১২॥০ সাড়ে বারসের, কুমড়ার জল ১৬ সের। প্রক্ষেপার্থ—দারুচিনি, তেজপত্র, ধনিয়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জীরক, ছোট এলাইচ, বড়এলাচি, চিতামূল, পিপুলমূল, চই, গজপিপুল, পাণীফল, কেশুর, শশারবীজ ও তালের মাথী, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা। শীতল হইলে মধু /১ সের। প্রথমতঃ গুড় জ্বাল দিয়া রস করিবে, তৎপরে কুমড়াগুলি ঘৃত ও তৈল দ্বারা ভাজিয়া একত্র কুষ্মাণ্ড জল ও গুড়ের রস সহ পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহার সহিত দারুচিনি প্রভৃতির চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে ও ঠাণ্ডা হইলে মধু মিশাইয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে কফ, পিত্ত, বাত,

স্ত্রীসঙ্গমাদ্ধাতোরবৈষম্যহেতুঃ।

যোগান্ সংসেব্য বৃষ্যান্মিথঃ পয়ঃ শীতলাম্বু পীত্বা গচ্ছেন্নারীং রসজ্ঞাং স্মরশরতরলাং কামুকঃ কামমাদ্যে। যামে হৃষ্টঃ প্রহৃষ্টাং ব্যপগতসুরতস্তৎসমুৎপাদ্য সদ্যঃ কান্তঃ কান্তাঙ্গসঙ্গাদ্ মহদপি ন বৈ ধাতুবৈষম্যমেতি ॥ ২৯ ॥

বৃষ্যতমালক্ষণং।

সুরূপা যৌবনস্থা চ লক্ষণৈর্যদি ভুষিতা। বয়স্থা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রীবৃষ্যতমা মতা ॥ ৩০ ॥

যেষাং বাজীকরণং যোগ্যং।

স্ত্রীষ্বক্ষয়ং মৃগয়তাং বৃদ্ধানাঞ্চ রিরংসতাম্। ক্ষীণানামল্পশুক্রাণাং স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ ॥ বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্। বহ্বীপতীনাং নৃণাঞ্চ যোগা বাজীকরা হিতাঃ ॥ ৩১ ॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদকঃ।

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা। মর্কটীক্ষুরবীজঞ্চ বিদারী কন্দজং রজঃ ॥ এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ। তস্মাচ্চতুর্গুণং দেয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ারজঃ ॥ এতদেকীকৃতং যাবত্তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ। তাবন্মাত্রেণ দাতব্যঃ শতাবর্য্যারসস্তথা ॥ বিদার্য্যাঃ স্বরসপ্রস্থং সিতা পলশতদ্বয়ম্। গোলয়িত্বা সিতাঞ্চৈব পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢ়ে ॥ পাচয়েৎ পাকবিদ্বৈদ্যো মোদকং পরমং হিতম্। ত্র্যূষণং ত্রিফলা দন্তী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শটী ॥ ধন্যাকং বালকং মুস্তং কস্তূরী গোস্তনী তুগা। জাতীকোষফলং মাংসীপত্রং নাগেন্দ্রগ্রন্থিকম্। শতপুষ্পা চবী দারু

মন্দাগ্নি জ্বর, হিক্কা, ছর্দ্দি, অরুচি ও কৃশতা বিনষ্ট হইয়া বীর্য্য বৃদ্ধি ও বহু সংখ্যক নারী সহবাসে শক্তি জন্মিয়া থাকে জানিবে ॥ ২৮ ॥

বহু স্ত্রীপ্রসঙ্গে ধাতু বৈষম্য না হইবার কারণ।—বৃষ্য (বীর্য্যবর্দ্ধক) ঔষধ সেবনান্তে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও শীতল জল পান করিয়া অতীব প্রফুল্ল চিত্তে ইন্দ্রিয়বেগাক্রান্তা রসজ্ঞা রমণীর সহিত রতিক্রীড়া করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও ধাতু বৈষম্য উপস্থিত হয় না জানিবে ॥ ২৯ ॥

বৃষ্যতমা নারীর লক্ষণ।—যে কামিনী সুরূপা, যুবতী, সুলক্ষণসম্পন্না, বয়স্থা ও সুশিক্ষিতা, তাহাকে বৃষ্যতমা বলা যায় ॥ ৩০ ॥

যে সকল ব্যক্তির বাজীকরণ ঔষধ সেব্য।—বৃদ্ধ, রমণেচ্ছুক, ক্ষীণধাতু, হীনশুক্র, বিলাসী, ধনবান্, রূপবান্, যুবা ও বহু স্ত্রীর পতি, এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাজীকরণ হিতকর ॥ ৩১ ॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদক।

শতাবরী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়ার বীজ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ২৮ পল, মাহিষদুগ্ধ ১৭৷৷০ পল, শতাবরীর রস ১৭৷৷০ পল, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের ও ইক্ষুচিনি ২৫ সের। প্রথমতঃ চিনির রস করিয়া তৎপরে উক্ত চিনির রসের সহিত মাহিষদুগ্ধ, শতাবরীর রস ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও শতাবরী চূর্ণাদি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহাতে নিম্নলিখিত শুণ্ঠী প্রভৃতি দ্রব্য সমূহের চূর্ণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া লইবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য—

প্রিয়ঙ্গু সলবঙ্গকম্। সরলং শৈলজং কুষ্ঠং জাতীপুষ্পং যমানিকা॥ কট্ফলং কেশরং মেথী মধুকং সুরদারু চ। মিষি তালীশপত্রঞ্চ খর্জ্জুরং রসগন্ধকৌ। চন্দনং তগরং ক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্। প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তু বিচক্ষণঃ। প্রমদা শতঞ্চ ভজতে ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥ ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাঞ্চ প্রশস্যতে। মাসৈকমুপযোগেন জরা হন্তি ন সংশয়ঃ॥ বল্যং পরং বাতহরং শুক্র-সংজননং পরম্। ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধি পঞ্চকাসান্ সুদুস্তরান্॥ বাত-জান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব কফজান্ সান্নিপাতিকান্। হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বাতরক্তাদিকানি চ॥ প্রমেহং শ্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনম্। সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতানন্যান্ জনার্দ্দন ইবাসুরান্। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু॥ স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্। ক্লীবানামল্পশুক্রানাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্॥ ওজস্তেজঃ স্বরং বুদ্ধিমায়ুঃ প্রাণং বিবর্দ্ধয়েৎ॥৩২

রতিবল্লভোমোদকঃ।

শক্রাশনস্য বীজানাং চূর্ণান্যষ্টপলানি চ। হবিষঃ কুড়বঞ্চৈকং সিতা-প্রস্থং প্রগৃহ্য চ॥ শতাবরীরসপ্রস্থং তথা শক্রাশনস্য চ। গবামজাপয়ঃ প্রস্থং ততঃ প্রস্থদ্বয়ং পচেৎ॥ ধাত্রী দ্বিজীরকং মুস্তং ত্বগেলাপত্র-কেশরম্। আত্মগুপ্তা চাতিবলা তালাঙ্কুরকশেরুকম্॥ শৃঙ্গাটকং ত্রিকটুকং ধান্যমভ্রঞ্চ বঙ্গকম্॥ পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোল্যৌ খর্জ্জুরং

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দণ্ডীমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, সৈন্ধবলবণ, শঠী, ধনিয়া, বালা, মুথা, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জাতীফল, জটামাংসী, নাগকেশর, গেঁঠেলা, শলুফা, চই, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ্গুলু জাতীপুষ্প, যমানী, কট্ফল, মেথী, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, মৌরী, তালীশপত্র, খেজুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং পাক শেষে সুগন্ধার্থ—দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি ও কর্পূর যথাপরিমাণ। এই ঔষধ প্রস্তুত হইলে স্বর্ণপাত্রে অথবা রৌপ্যপাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিতে হয়। ইহা সেবন করিবার সময় প্রাতঃকাল বা আহারের সময়। ইহা সেবন করিলে শতস্ত্রী সঙ্গম করিতে শক্তি জন্মে, লিঙ্গ শৈথিল্য হয় না, বৃদ্ধদিগের রতিশক্তি উৎপন্ন হয়, একমাস সেবন করিলে জরা বিনষ্ট হয়, বল বর্দ্ধিত হয়, বায়ু নিবারিত হয়, শুক্র জন্মে এবং ক্ষয়, কাস, বাতজরোগ, পিত্তজরোগ, কফজরোগ, সান্নিপাতিক রোগ, কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত, প্রমেহ, শ্লীপদ, শোথ, ও কোষ্ঠগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এবং ইহাদ্বারা কান্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা রসায়ন ও বাজীকর ঔষধ। আর ইহা বন্ধ্যা নারী, দুর্ব্বল ব্যক্তি, ক্লীব, অল্পশুক্র ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। এবং এই ঔষধ দ্বারা ওজঃ, তেজ, স্বর, বুদ্ধি, আয়ু ও প্রাণ সম্বর্দ্ধিত হয়॥৩২॥

রতিবল্লভ মোদক।—সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনি /২ সের, শতাবরীর রস /৪, সিদ্ধির কাথ /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহার সহিত আমলকী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, মুথা দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, আলকুশীর বীজ, গোরক্ষ চাকুলিয়া, তালের আঠির অঙ্কুর, কেশুর, পাণীফল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ধনিয়া, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, কিস-

ক্ষুরকঃ তথা॥ কটুকা মধুকঃ কুষ্ঠং লবঙ্গং সারসৈন্ধবম্। যমানী চাজমোদা চ জীবন্তী গজপিপ্পলী। প্রত্যেকং কর্ষমেকন্তু চূর্ণিতানি শুভানি চ। কুড়বার্দ্ধং পাকশেষে মধুনঃ প্রক্ষিপেত্ততঃ॥ মৃগাণ্ডজং সকর্পূরং যথালাভং বিনিক্ষিপেৎ। রতিবল্লভনামায়ং সেব্যমানো মহারসঃ॥ পরমোজস্করো বল্যো বাতব্যাধিবিনাশনঃ। রক্তপিত্তহরো বৃষ্যো দৃষ্টিসন্দীপনঃ পরঃ॥ পিত্তশ্লেষ্মাম্লপিত্তঘ্নো বিষগুল্মজ্বরাপহঃ। পরয়ত্যেষ মন্দাগ্নিরোগাণাং ক্ষয়হেতুকঃ। ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। যস্য গেহে সদা বহ্বঃ পত্ন্যঃ স্যুঃ সুমনোহরাঃ॥ রসঃ সেব্যঃ সদেবায়ং মোদকো রতিবল্লভঃ॥ ৩৩॥

শ্রেষ্ঠ রসায়ন ভৈষজ্যম্।

যে কেচিদ্বিজয়াযোগা লোহবঙ্গাভ্রসংযুতাঃ। যুক্তাশ্চ রসগন্ধাভ্যাং রসায়নবরা মতাঃ॥ ৩৪॥

(তন্ত্রান্তরে) কামেশ্বরমোদকঃ।

চূর্ণাংশং গগনং ঘনার্দ্ধবিমলং গন্ধঞ্চ কুষ্ঠামৃতা মেথী মোচরসো বিদারি মুষলী গোক্ষুরকঞ্চেক্ষুরঃ। ভীরুশ্চৈব কশেরুকং যমানিকা তালাঙ্কুরং ধান্যকং যষ্টী নাগবলা তিলা মধুরিকা জাতিফলং সৈন্ধবম্॥ ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরকদ্বয়ং চিত্রকং চাতুর্জাতপুনর্নবা করিকণা দ্রাক্ষা শটী কটফলম্। শাল্মল্যস্থি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েচ্চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যমিশ্রন্তু তৎ॥ কর্ষার্দ্ধা গুড়িকাথ কর্ষমথবা সেব্যা সতা সর্ব্বদা পেয়ং ক্ষীরমনু স্ববীর্য্যকরণে স্তম্ভেঽপ্যয়ং কামিনাম্। বামাবশ্যকর ইত্যাদি গুণাঃ সম্যঙ্মারিতমভ্র কপিভবঃ বীজপর্য্যন্ত মিত্যাদিনোক্তস্য কামেশ্বরস্য সমাঃ। অংশশ্চ-

---

মিস, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী পিণ্ডখেজুর কুলেখাড়ার বীজ, কট্‌কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, যমানী বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক পাক শেষ হইলে মধু ২ পল মিশাইবে। এবং মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিয়া লইবে। এই মোদক প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ওজঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়। এবং ইহা দ্বারা বাতব্যাধি, রক্তপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, অম্লপিত্ত বিষ, গুল্ম, জ্বর ও মন্দাগ্নিরোগ বিনষ্ট হয়। আর ইহা অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক ও লিঙ্গশৈথিল্য নাশক, বৃদ্ধগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও বহু স্ত্রীসহবাসে শক্তিপ্রদায়ক বলিয়া জানিবে। এই রতিবল্লভ মোদক শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ ঔষধ জানিবে॥ ৩৩॥

শ্রেষ্ঠ রসায়নভৈষজ্য।—সিদ্ধি সংযুক্ত ঔষধ লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র অথবা পারদ ও গন্ধক সহ মিশ্রিত হইলে উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ হয়॥ ৩৪॥

(তন্ত্রান্তরে) কামেশ্বর মোদক।—কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়ার বীজ, শতাবরী, কেশুর, যমানী, তাল আটীর অঙ্কুর, যষ্টিমধু, ধনিয়া, গোরক্ষচাকুলিয়া, তিল, মৌরী, জায়ফল, সৈন্ধবলবণ, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগকেশর, পুনর্নবা, গজপিপুল, দ্রাক্ষা, শঠী, জায়ফল, সিমূলমূল, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া ও আলকুশীর বীজ, এই সকল

তুর্থোভাগঃ কুষ্ঠাদিকপিচূর্ণানামংশমভ্রকম্। অভ্রার্দ্ধং গন্ধকং বিমলং নির্ম্মলম্। চূর্ণার্দ্ধা বিজয়েতি অভ্রাদি সর্ব্বচূর্ণানামর্দ্ধা। ঘৃতমধুমোদক-করণযোগ্যম্॥ ৩৫॥

কামেশ্বরমোদকঃ।

ধাত্রী সৈন্ধব কুষ্ঠ কট্‌ফলকণা শুণ্ঠী যমানীদ্বয়ম্। যষ্টিজীরকযুগ্ম ধান্যক শটী শৃঙ্গী বচা কেশরম্॥ তালীশং ত্রিযুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাক্ষ-মেভিঃ সমং। চূর্ণীকৃত্য মনাকৃস্ববীজসহিতং ভৃষ্ট্বা তু শক্রাশনম্। সর্ব্বে-ষাং দ্বিগুণাং সিতাং সুবিমলাং বন্ধক্ষয়ং নিক্ষিপেৎ। ক্ষৌদ্রঞ্চাপি ঘৃতং প্রশস্ত দিবসে কুর্য্যাৎ শুভান্মোদকান্॥ কর্পূরকৈরবচূর্ণিতান্ সুবিহি-তান্ দত্ত্বা তিলান্‌ভর্জ্জিতান্ গোপ্যোহয়ং ক্ষিতিমণ্ডলে মিতধিয়া পাষণ্ডিনামগ্রতঃ। আধিব্যাধিহরঃ ক্ষত ক্ষয়হরঃ কুষ্ঠাপহো বৃংহণঃ স্ত্রীণাং তোষকরো মুখদ্যুতিকরঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ॥ কাসশ্বাসবলাশ-রোগনিচয় প্রধ্বংসনঃ প্রাণিনাং প্রোক্তো ব্রহ্মসুতেন সর্ব্বসুখদঃ কামেশ্বরো মোদকঃ। গ্রহগণ পরিহীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবীণঃ ললিত-বিমলকীর্ত্তিঃ প্রাপ্তকন্দর্পমূর্ত্তিঃ॥ বিগতসকলভীতি গীতবাদ্যাঙ্গনীতি র্ভবতি ভুবি সদৈব যেন ভক্তঃ প্রযত্নাৎ। রহসি যুবতিখলা সম্পুটা-কর্ষহর্ষাদ্গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতূহলেন॥ যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবথান্তে সুরতরভসমূর্চ্ছে নষ্টকামং প্রকামম্। যস্মান্নব্য-বৃহস্পতিস্তনুধিয়া যস্মাৎ সদা বীর্য্যবান্ যস্মাদুন্মদদাক্ষিণাত্য যুবতী-সম্ভোগকৌতুহলী। যস্মাৎকাব্যকুতূহলং সুকবিতা সংজায়তে লীলয়া শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে সংসেব্যতাং মোদকঃ॥ ৩৬॥

দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, এই চূর্ণ সমষ্টির সিকি অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক গন্ধক এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ, আর সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। যথাবিধানে ঘৃত ও মধু সহ এই মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক উচিত মাত্রায় দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিলে বল, বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়॥ ৩৫॥

কামেশ্বর মোদক।—আমলকী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুণ্ঠী, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগকেশর, তালীশপত্র, ছোটএলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচ, হরীতকী ও বয়ড়া, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান অল্প ভর্জিতবীজ সহিত সিদ্ধিচূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত সকল চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। যথাবিধি এই মোদক পাকপূর্ব্বক শীতল হইলে উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধু এবং সুগন্ধার্থে উচিত পরিমাণ কর্পূর ও কৃষ্ণ তিল চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধানুপানে সেবন করিলে আধি (মানসিকরোগ), ক্ষত, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস ও কফরোগ বিনষ্ট হয়, এবং নারীদিগের সন্তোষজনক, মুখদ্যুতিকারক, শুক্র ও অগ্নি বর্দ্ধক, সর্ব্ববিধ সুখপ্রদায়ক, গ্রহদোষ-নিবারক, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতাজনক, কীর্ত্তিপ্রদ, কন্দর্পের ন্যায় কান্তিজনক, সকল ভয়দূরীকারক, গীত, বাদ্যাদি নীতিজ্ঞানপ্রদ, সর্ব্বদা যুবতীনারী সহবাসে হর্ষজনক, অত্যধিক বীর্য্যবর্দ্ধক এবং ইহা দ্বারা, সর্ব্বদা কবিতাশক্তি ও লীলা উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

শ্রীকামেশ্বরমোদকঃ।

সমমত্রারিতমভ্রকং কট্ফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতা মেথী মোচরসো বিদারী মুষলী গোক্ষুরকং চেক্ষুরঃ। রম্ভাকন্দশতাবরী ত্বজমুদা মাষাস্তিলা ধান্যকং যষ্টী নাগবলা কচুর মদনো জাতীফলং সৈন্ধবম্॥ ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরকদ্বয়ং চিত্রকং চাতুর্জাতপুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শটী বালকম্। বীজং শাল্মলীমর্কটীভবমিদং চূর্ণং সমং কল্পয়েৎ চূর্ণাংশা বিজয়াসিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্॥ কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষমথবা সেব্যা সদা কামিভিঃ সেব্যং ক্ষীরসিতং সুবীর্য্যকরণং স্তম্ভেঽপ্যয়ং কামিনাম্। বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদো বহ্বাঙ্গনাদ্রাবণঃ ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্ব্বাময়ান্॥ কাসশ্বাসমহাতিসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো দুর্নাম গ্রহণীপ্রমেহ নিবহ শ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ। নিত্যানন্দকরো বিশেষ কবিতা বাচাং বিলাসোদ্ভবং ধত্তে সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতির্বালো নিতান্তোৎসবম্॥ অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যুপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ সর্ব্বেষাং হিতকারিণা নিগদিতঃ শ্রীনিত্যনাথেন সঃ। বৃদ্ধানাং মদনোদয়োদয়করঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে সিংহোঽয়ং সমদৃষ্টিপ্রত্যয়করো ভূপৈঃ সদাসেব্যতাম্॥ ৩৭॥

কামাগ্নিসন্দীপনমোদকঃ।

কর্ষোরসো গন্ধকমভ্রকঞ্চ দ্বিক্ষারচিত্রে লবণানি পঞ্চ। শটী যমানীদ্বয় কীটহারি তালীশপত্রাটরুষং দ্বিকর্ষম্॥ জীরং চাতুর্জাত লবঙ্গ জাতী-

শ্রীকামেশ্বর মোদক।—অভ্র, কট্ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, কদলীকন্দ (কলার এঁটে), শতাবরী, বনযমানী, মাষকলায়, তিল, ধনিয়া, যষ্টিমধু, গোরক্ষ চাকুলিয়া, কচুর (গন্ধমাত্রা), মদনফল, জাতীফল, সৈন্ধবলবণ, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগকেশর, পুনর্নবা, গজপিপুল, কিসমিস্, শঠী, বালা, সিমূলবীজ ও আলকুশীবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, ইহাদের সকলের সমান সিদ্ধিচূর্ণ এবং সমস্ত দ্রব্য সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকযোগ্য জল দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করতঃ মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ।৹ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে হয় জানিবে। ইহা অত্যন্ত, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্ত্রী বশীকারক, অত্যন্ত সুখ প্রদায়ক, বহুস্ত্রী রমণে শক্তিজনক, ক্ষীণ ব্যক্তির পুষ্টিবিধায়ক, কামোদ্দীপক, জঠোরাগ্নি সন্দীপক, ক্ষত নিবারক, ক্ষয়ঘ্ন, কাসনাশক, শ্বাসঘ্ন, অতীসার প্রশমক, অর্শোনাশক, গ্রহণী ধ্বংসক, প্রমেহ দূরীকারক, কফঘ্ন, নিত্যানন্দ জনক, কবিতাসম্পাদক, বালকগণের স্থিরমতিত্ব জনক, মৃত্যুনাশক, পলিত বিনাশক, বৃদ্ধগণের কামদীপক ও ভূপগণের সেবনীয় বলিয়া জানিবে॥ ৩৭॥

কামাগ্নিসন্দীপন মোদক।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ, বিট্লবণ, করকচ লবণ, শাম্ভরী লবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র

ফলঞ্চ কর্ষত্রয়মেবমন্যৎ। সবৃদ্ধদারং কটুকত্রয়ঞ্চ তথা চতুঃকর্ষমিতং নিবোধ ॥ ধন্যাক যষ্টীমধুশ্রী কশেরু কর্ষাঃ পৃথক্ পঞ্চ বরী বিদারী। বরেভকর্ণেভবলাত্মগুপ্তা বীজং তথা গোক্ষুরবীজযুক্তম্ ॥ সবীজপত্রেন্দ্ররজঃ সমানং সমা সিতাক্ষৌদ্রঘৃতঞ্চ তুল্যম্। কর্ষৈকমিন্দোরথ মোদকং তৎ কামাগ্নিসন্দীপনমেতদুক্তম্ ॥ বৃষ্যস্ত্বতঃ পরতরং সততং ন দৃষ্টমেনং নিষেব্যমনুজঃ প্রমদা সহস্রম্। গচ্ছন্নলিঙ্গশিথিলত্বমবাপ্নুয়াচ্চ নাগাধিপং বিজয়তে বলতঃ প্রমত্তঃ ॥ কান্ত্যা হুতাশনমপি স্বরতো ময়ূরান্ বাহং জবেন নয়নেন মহাবিহঙ্গম্। বাতানশীতিমথ পিত্তগদং সমগ্রং শ্লেষ্মোত্থবিংশতিরুজঃ পরমগ্নিমান্দ্যম্ ॥ দুর্নাম কামলা ভগন্দর পাণ্ডুরোগমেহাতিসার হৃদ্গ্রহণীপ্রদোষান্। কাসজ্বরশ্বসন পীনস পার্শ্বশূল শূলাম্লপিত্তসহিতাংশ্চিরজান্ সমস্তান্ ॥ হত্বা গদানপি চ তৎপুত্রমপত্যকারি সর্ব্বর্ত্তু পথ্যমথ সর্ব্বসুখপ্রদায়ি। বৃষ্যং বলীপলিতহারি রসায়নং স্যাৎ শ্রীমূলদেবকথিতং পরমং প্রশস্তম্ ॥ ৩৮ ॥

(ক্ষারপ্রদীপোক্তং) খণ্ডাম্রকম্।

পক্বচূতরসদ্রোণঃ পাত্রং স্যাৎ শুদ্ধখণ্ডতঃ। ঘৃতমর্দ্ধং ততো গ্রাহ্যং চতুর্থাংশঞ্চ নাগরম্ ॥ তদর্দ্ধং মরিচং প্রোক্তং তদর্দ্ধা পিপ্পলী মতা। তোয়ং খণ্ডসমং দদ্যাৎ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্ ॥ বিপচেৎ মৃণ্ময়ে পাত্রে যদা দার্ব্বীপ্রলেপনম্ ॥ গ্রন্থিকং চিত্রকং মুস্তং ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্।

বাসক মূলের ছাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, জীরা, দারচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, লবঙ্গ ও জাতীফল, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিস্তাড়ক বীজ, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ তোলা, ধনিয়া, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুরচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হস্তীকর্ণ পলাশের বীজ, গোরক্ষ চাকুলিয়ার বীজ, আলকুশীর বীজ ও গোক্ষুরবীজ, প্রত্যেকে ১০ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণের সমান সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান চিনি। পাকযোগ্য জল দ্বারা পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধু দিয়া এবং কর্পূরদ্বারা সুবাসিত করিয়া উচিত পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম কামাগ্নিসন্দীপন মোদক। সচরাচর এপ্রকার বৃষ্য ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সেবন করিলে সহস্র নারী সহবাস করিতে শক্তি জন্মে, লিঙ্গ শৈথিল্য হয় না, প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় বল জন্মে, অগ্নির ন্যায় কান্তি হয়, ময়ূরের ন্যায় কণ্ঠস্বর জন্মে, অশ্বের ন্যায় গতি হয় ও গরুড়ের ন্যায় চক্ষুর দীপ্তি জন্মিয়া থাকে। এবং ইহা ৮০ প্রকার বাতব্যাধি, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ, ২০ প্রকার শ্লেষ্মরোগ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, কামলা, ভগন্দর, পাণ্ডুরোগ, মেহরোগ, অতীসার, ক্রিমিরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, কাস, জ্বর, শ্বাস, পীনস, পার্শ্বশূল, শূল ও অম্লপিত্তরোগ এবং বলী ও পলিত বিনাশ করে। আর ইহা অপত্যজনক, সর্ব্ব ঋতুতে ব্যবহার্য্য, সর্ব্ববিধ সুখ প্রদায়ক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ জানিবে ॥ ৩৮ ॥

(ক্ষার প্রদীপোক্ত) খণ্ডাম্রক।—সুপক্ক মিষ্ট আঁবের রস ৬৪ সের, ইক্ষুচিনি, /৮ সের, গব্য ঘৃত /৪ সের, শুণ্ঠীচূর্ণ /৷৹ অর্দ্ধসের, মরিচচূর্ণ /৷০ একপোয়া, পিপুলচূর্ণ /৵০ অর্দ্ধপোয়া এবং জল /৮ সের, এই সকল বস্তু একত্র করিয়া একটী মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া পাক করিতে থাকিবে,

ত্র্যূষণং জাতি তালীশং চুর্ণমেষাং পলং পলম্॥ ত্বগেলাকেশরাণাঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং তথা। সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ প্রস্থং দত্ত্বা বিঘট্টয়েৎ॥ তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। ভোজনাদাবতঃ খাদেৎ পলমানং প্রমাণতঃ॥ গচ্ছেৎ কন্দর্পদর্পান্ধো রাগবেগাকুলেন্দ্রিয়ঃ। শতং বাপি তদর্দ্ধং বা রমেৎ স্ত্রীণাং পুমানয়ম্॥ স সেব্য ভেষজং হ্যেতদ্ বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতম্। বীরং সর্ব্বগুণোপেতং শতায়ুশ্চ ভবেদয়ম্॥ মৃতবৎসা চ যা নারী যা চ গর্ভোপঘাতিনী। সাপি সূতে সুতং সভ্যং নারায়ণপরায়ণম্॥ বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে। তুরঙ্গ ইব সংহৃষ্টো মাতঙ্গ ইব বিক্রমো॥ সদা ভেষজসংসেবী ভবেন্মারুতবেগবান্। হন্তি সর্ব্বাময়ং ঘোরং কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা। দুর্নামাজীর্ণকঞ্চৈব অম্লপিত্তং সুদারুণম্। তৃষ্ণাং ছর্দ্দিঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥ খণ্ডাভ্রকমিদং প্রোক্তং ভার্গবেণ স্বয়ম্ভুবা। বয়স্যং মেধ্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥ গ্রহরক্ষঃ পিশাচঘ্নমপস্মারবিনাশনম্। পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥ বশ্যা যোষিদ্ভবেৎপুংসাং পুমান্ বশ্যশ্চ যোষিতাম্। দৃষ্টো বারসহস্রঞ্চ কথমত্র বিচারণা॥ ৩৯॥

শ্রীমদনানন্দমোদকঃ।

সূতোগন্ধস্তথা লৌহং ত্রিসমং শুদ্ধমভ্রকম্। কর্পূরং সৈন্ধবং মাংসী ধাত্র্যেলা চ কটুত্রয়ম্॥ জাতীকোষফলং পত্র লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্। যষ্টীমধু বচা কুষ্ঠং হরিদ্রা দেবদারুকম্॥ ঐজ্জলং টঙ্গণং ভার্গী নাগরং পুষ্পকেশরম্। শৃঙ্গী তালীশপত্রঞ্চ দ্রাক্ষাগ্নিদন্তিবীজকম্॥ বলা

যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহার সহিত তেজপাতা চূর্ণ ৪ পল, গেঠেলা, চিতামূল, মুথা, ধনে, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জাতীফল ও তালীশপত্র, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিয়া লইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত /৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে হয়। এই মোদক সেবন করিলে অত্যন্ত বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়, শত বা অর্দ্ধশত স্ত্রীসঙ্গমে শক্তি জন্মে, বন্ধ্যানারীর সর্ব্বগুণোপেত শতবর্ষজীবি পুত্র হয়, মৃতবৎসা ও গর্ভোপঘাতিনী নারীর উত্তম পুত্র প্রসূত হইয়া জীবিত থাকে. বৃদ্ধব্যক্তি যৌবন প্রাপ্ত হয়, অশ্বের ন্যায় বীর্য্য বাড়ে, হস্তীর ন্যায় বিক্রম হয়, বায়ুর ন্যায় গতি জন্মে, চিরযৌবন বিধান করে, মেধা উৎপাদন করে, আয়ু বৃদ্ধি করে, স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয় এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, অর্শ, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, তৃষ্ণা, বমি, মূর্চ্ছা, অষ্টবিধ শূল, গ্রহদোষ, রক্ষোদোষ, পিশাচদোষ, অপস্মার (মৃগী), পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

শ্রীমদনানন্দ মোদক।—পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ এক তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর সৈন্ধবলণ, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, তেজপত্র, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগার খৈ, বামনহাটী, শুণ্ঠী, নাগকেশর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, কিসমিস্ চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা,

চাতিবলা চোচং ধনিকেভকণা শটী। সজলং জলদং গন্ধা বিদারী চ শতাবরী॥ অর্কবানরীবীজঞ্চ গোক্ষুর বৃদ্ধদারকম্। ত্রৈলোক্যবিজয়া-বীজং সমাংশং পেষয়েদ্ভিষক্॥ শতাবরীরসং দত্ত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণং সমাচরেৎ। শাল্মলীমূলচূর্ণন্তু চূর্ণাঙ্ঘ্রিং সমমাহরেৎ॥ চূর্ণার্দ্ধং বিজয়াচূর্ণং বিশুদ্ধং তত্র দাপয়েৎ। সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ॥ মোদ-কার্থে সিতা দেয়া পাকযোগ্যা তথা মধু। নাতিবাহুঞ্চ ধূমান্তে পাচ-য়েন্মন্দবহ্নিনা॥ চাতুর্জ্জাতং সকর্পূরং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্। সংচূর্ণ্য চ ততো দেয়ং হব্যং কিঞ্চিন্নিধাপয়েৎ॥ পাকং জ্ঞাত্বা কষমিতং মোদকং পরিকল্পয়েৎ। ভূতনাথে সুরপতৌ রতিনাথে তথৈব চ॥ হুতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্রং নিবেদয়েৎ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য হুতাশনে সম-র্পয়েৎ॥ ততোঽভিমন্ত্রিতম্। ওং হ্রীং শং সঃ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীং অমৃতং কুরু কুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওং স্বাহা॥ ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পাত্রান্তরে স্থাপয়েৎ॥ কাঞ্চনে রাজতে কাচে মৃদ্ভাণ্ডে বা নিধাপয়েৎ। প্রাতঃকালে শুচি-র্ভূত্বা হরগৌরীং প্রপূজয়েৎ॥ কালানলভবং বীজং সতিলং ঘৃতসংযু-তম্। গব্যক্ষীরং সিতাযুক্তং মনুপেয়ঞ্চ পায়সম্॥ বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিসেবয়েৎ। ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেণ কামান্ধো জায়তে নরঃ॥ কামজ্বরো ভবেত্তাবদ্যাবন্নারী ন গচ্ছতি। স সহস্রবরারোহা রময়ত্যপি সোদ্গমঃ॥ ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং বেগবীর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ। প্রমদা প্রাণবাহুল্যং মত্তবারণবিক্রমঃ॥ বামাবশ্যকরো রম্য ঊর্দ্ধরেতা ভবেন্নরঃ। কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ॥ খগতুল্যা ভবেদ্ দৃষ্টি র্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে। অষ্টোত্তরং ভজেদ্যস্তু ভবেত্তস্য

গোরক্ষ চাকুলিয়া, দারুচিনি, ধনিয়া, গজপিপুল, শঠী, বালা, মুথা, গন্ধভাদালিয়া, শতাবরী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিস্তাড়কবীজ ও সিদ্ধিবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ শতমূলীর রসে মদন পূর্ব্বক সূর্য্যাতপে শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে এই সমুদায় চূর্ণ দ্রব্যের চারি ভাগের একভাগ সিমুলমূলচূর্ণ এবং সিমুলমূল সহিত সমুদায় চূর্ণ দ্রব্যের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ। এই সমস্ত চূর্ণ একত্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিবে। তৎপরে সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি ছাগদুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহাতে উল্লিখিত চূর্ণ সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। পশ্চাৎ দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগকেসর, কর্পূর, সৈন্ধব-লবণ, শুণ্ঠি, পিপুল ও মরিচ এই সমুদায়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চূর্ণ এবং ঘৃত ও মধু উচিত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘৃতসহ চিতাবীজ, তিলচূর্ণ এবং গব্যদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি। ভূতনাথ, সুরপতি, রতিনাথ; হুতভুক্ ও গণনাথকে মোদকের অগ্রভাগ নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে প্রদান করিবে। তৎপরে "ওং হ্রীং শং সঃ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীং অমৃতং কুরু কুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওং স্বাহা॥" এই মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া কাঞ্চন, রৌপ্য, কাচ অথবা মৃণ্ময় ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ হরগৌরীর পূজা করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ ২১ দিন মাত্র সেবন করিলে

সুধোপমম্ ॥ বীর্য্যবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং জরা মৃত্যু বিনাশনম্। অপস্মার জ্বরোন্মাদ ক্ষয়ানিল গদাপহম্ ॥ কাসং শ্বাসং সশোথঞ্চ ভগন্দর গুদাময়ম্। অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণীগদম্ ॥ বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকম্। হন্তি সর্ব্বগদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবলাসজান্ ॥ বন্ধ্যা চ মৃতবৎসা চ নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ। বহুপুত্রা জীববৎসা ভবেদস্য নিষেবণাৎ ॥ হরতে সূতিকারোগং বৃক্ষমিন্দ্রাশনি র্যথা। মোদকং মদনানন্দং সর্ব্বরোগে মহৌষধম্ ॥ কথিতং দেবদেবেন রাবণস্য হিতার্থিনা ॥ ৪০ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বাজীকরণাধিকারঃ।

অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হয়, বহু স্ত্রী সঙ্গমে ক্ষমতা জন্মে, লিঙ্গ শৈথিল্য নিবারিত হয়, বেগ ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়, প্রমদার প্রাণ জন্মায়. মত্ত হস্তীর সদৃশ বিক্রম হয়, স্ত্রীগণ বশীভূতা হয়, রেতঃ ঊর্দ্ধগামী হয়, কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য উৎপন্ন হয়. বৃদ্ধ ব্যক্তিরও যুবার ন্যায় সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে ও সমধিক বীর্য্য বৃদ্ধি পায়। এবং ইহাদ্বারা জরা, মৃত্যু, অপস্মার, জ্বর, উন্মাদ, ক্ষয়, বাতব্যাধি, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, গ্রহণী, বহুমূত্র, প্রমেহ. শিরোরোগ, অরুচি, সূতিকা রোগ বাতরোগ, পিত্তরোগ এবং কফরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর ইহাদ্বারা বন্ধ্যা, মৃতবৎসা ও নষ্টপুষ্পা নারীগণের বহু পুত্র হয় ও জীবিত থাকে। ইহা সমস্ত রোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে। এই ঔষধ লঙ্কাধিপতি রাবণের হিতার্থে দেবদেব মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় ॥ ৪০ ॥

ইতি বাজীকরণাধিকার সমাপ্ত।

অথ ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

ধ্বজভঙ্গকারণং।

অতিব্যবায়শীলো যো ন চ বৃষ্যক্রিয়ারতঃ। ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়হেতুকম্ ॥ ১ ॥

স্ত্রীগমনে শক্তিশূন্যতাকারণং।

ক্ষয়াদ্ভয়াদবিশ্বাসাৎ কোপাৎ স্ত্রীদোষদর্শনাৎ। নারীণামরসজ্ঞত্বাদভিঘাতাদভোজনাৎ। তৃপ্তস্যাপি স্ত্রিয়ং গন্তুং ন শক্তিরুপজায়তে ॥ ২ ॥

মন্মথাভ্ররসঃ।

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং পলমেকং সুশোধিতম্ ॥ অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎপলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ। কর্পূরং তোলকং দদ্যাদ্বঙ্গঞ্চ কোলসম্মিতম্ ॥

ধ্বজভঙ্গাধিকার। ধ্বজভঙ্গের কারণ।

যে ব্যক্তি অধিক স্ত্রীসঙ্গম করে, কিন্তু বাজীকরণ ঔষধাদি সেবন করে না, তাহার শুক্রক্ষয় জন্য ধ্বজভঙ্গরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

স্ত্রীসঙ্গমে শক্তিশূন্যতার কারণ। ধাতুক্ষয়, ভয়, অবিশ্বাস, রাগ, নারীর দোষ দর্শন ও অরসিকতা, অভিঘাত এবং অভোজন, এই সকল কারণে তৃপ্ত ব্যক্তিরও স্ত্রীগমনে শক্তি জন্মে না ॥২॥

মন্মথাভ্র রস।—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, তাম্রভস্ম ॥০ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ২ তোলা, বৃদ্ধদারক বীজ, সাজীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতা-

তাম্রং তোলার্দ্ধকং তত্র নিঃশেষং মারিতং পুনঃ। লৌহকর্ষং সুজীর্ণঞ্চ বৃদ্ধদারকজীরকং। বিদারী শতমূলী চ ক্ষুরবীজং বলাং তথা। মর্কট্যতি-বিষাঞ্চৈব জাতীকোষফলে তথা॥ লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতসর্জ্জং যমা-নিকাম্। শাণভাগান্ গৃহীত্বৈতান্ একীকৃত্বৈব পেষয়েৎ॥ গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কর্ত্তব্যং কোষ্ণং ক্ষীরং পিবে-দনু। গৃহে যস্য শতং নারী বিদ্যতেঽতি ব্যবায়িনঃ॥ ন তস্য লিঙ্গ-শৈথিল্যমৌষধস্যাস্যসেবনাৎ। ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ॥ কামরূপী ভবেন্নিত্যং বৃদ্ধঃ ষোড়শ-বর্ষবৎ। রসঃ শ্রীমন্মথাভ্রোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ॥ অস্য ভক্ষণ-মাত্রেণ কাষ্ঠং জীর্য্যতি তৎক্ষণাৎ। নাশয়েদ্ধ্বজভঙ্গাদীন্ রোগান্ যোগকৃতানপি॥ ৩॥

পূর্ণচন্দ্রোদয়রসঃ।

পলং মৃদু স্বর্ণদলং রসেন্দ্রাৎ পলাষ্টকং ষোড়শগন্ধকস্য। শোণৈঃ সুকার্পাসভবৈঃ প্রসূনৈঃ সর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ॥ তৎ কাচ-কুম্ভনিহিতং সুগাঢ়ে মৃৎপর্পটীভি র্দ্দিবসত্রয়ঞ্চ। পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিক-তাখ্যযন্ত্রে ততো রজঃ পল্লবরাগরম্যং॥ নিগৃহ্য চৈতস্য পলং পলানি চত্বারি কর্পূররজস্তথৈব। জাতিফলং সোষণমিন্দ্রপুষ্পং কস্তুরিকায়াঃ ইহ শাণমেকম্॥ চন্দ্রোদয়োঽয়ং কথিতোঽস্য মাষো ভুক্তোঽহিবল্লী-দল মধ্যবর্ত্তী। মদোন্মাদানাং প্রমদাশতানাং গর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয়ত্য-কাণ্ডে॥ ঘৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং মৃদূনি মাংসানি সমণ্ডকানি। মাষান্নপিষ্টানি ভবন্তি পথ্যান্যানন্দদায়ীন্যপরাণি চাত্র॥ বলীপলিত-নাশনস্তনুভৃতাং বয়ঃস্তম্ভনঃ সমস্তগদখণ্ডনঃ প্রচুররোগপঞ্চাননঃ।

বরী, কুলেখাড়ার বীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, আতইচ, জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধি-বীজ, শ্বেতধূনা ও যমানী, এই সকল প্রত্যেকে ৪ মাষা। এই সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ঈষ-দুষ্ণ দুগ্ধানুপানে সেবন করিলে শতস্ত্রী রমণেও লিঙ্গশৈথিল্য হয় না, শুক্রক্ষয় হয় না, বল হ্রাস হয় না, কন্দর্পের ন্যায় সৌন্দর্য্য জন্মে, বৃদ্ধ ব্যক্তি ষোড়শ বর্ষীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ইহা দ্বারা ধ্বজভঙ্গাদি সর্ব্ব প্রকাররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

পূর্ণচন্দ্রোদয় রস।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ৮ তোলা ও শোধিত পারদ ৮ তোলা, এই উভয় দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত গন্ধক ১৬ তোলা মিশ্রিত করতঃ কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্পরসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সূর্য্যা-তপে শুষ্ক করিয়া একটী সমতল বোতলের মধ্যে স্থাপন করিবে, তৎপরে ঐ বোতলের মুখে একখণ্ড খড়ি চাপা দিয়া বালুকা পূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত বোতলটী ঊর্দ্ধমুখে বসাইবে এবং বোত-লের গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ রাখিবে। অনন্তর ক্রমাগত ৩ দিন জ্বাল দিলে, বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে সমুদায় পদার্থ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই পদার্থ ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা, কর্পূরচূর্ণ ৪ পল, জায়ফল চূর্ণ ৪ মাষা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ মাষা, পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা, মরিচ চূর্ণ ৪ মাষা, লবঙ্গ চূর্ণ ৪ মাষা এবং মৃগনাভি অর্দ্ধতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পানের রস অনুপানে সেবন করিতে হয়। পরে ঘৃত, ঘনদুগ্ধ, ছাগাদির মাংস, মণ্ডক, মাষান্ন ও পিষ্টক ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা শত

গৃহেঽপি গৃহভূপতি র্ভবতি যস্য চন্দ্রোদয়ঃ সপঞ্চশরদর্পিতো মৃগ দৃশাং ভবেদ্বল্লভঃ ॥ ৪ ॥

মকরধ্বজোরসঃ।

স্বর্ণাদষ্টগুণং সূতং মর্দ্দয়েত্রিকগন্ধকম্। রক্তকার্পাসকুসুমৈঃ কুমার্য্যাদ্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ ॥ শুষ্কং কাচ ঘটীং রুদ্ধা বালুকাযন্ত্রগং হঠাৎ। ভস্ম কুর্য্যাদ্রসেন্দ্রস্য নবার্ককিরণোপমঃ ॥ ভাগোঽস্য ভাগাশ্চত্বারঃ কর্পূরস্য সুশোভনাঃ। লবঙ্গং মরিচং জাতীফলং কর্পূরমাত্রয়া ॥ মেলয়েন্মৃগনাভিঞ্চ গত্যালকমিতং ততঃ। শ্লক্ষ্ণপিষ্টোরসো নাম জায়তে মকরধ্বজঃ ॥ বল্লং বল্লদ্বয়ং বাথ তাম্বুলীদলসংযুতম্। ভক্ষয়েন্মধুরং স্নিগ্ধং মৃদুমাংসমবাতলম্ ॥ শৃতশীতং সিতাযুক্তং দুগ্ধং গোভবমাজ্যকম্। মধ্বাদ্যং মিষ্টমপরং মদ্যানি বিবিধানি চ ॥ করত্যগ্নিবলং পুংসাং বলীপলিতনাশনঃ। মেধায়ুঃ কান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্ ॥ অভ্যাসাৎ সাধকঃ স্ত্রীণাং শতং জয়তি নিত্যশঃ। রতিকালে রতান্তে চ পুনঃ সেব্যো রসোত্তমঃ ॥ মানহানিং করোত্যাসাং প্রমদানাং সুনিশ্চিতং। কৃত্রিমং স্থাবরবিষং জঙ্গমং বর্যবারি চ ॥ ন বিকারায় ভবতি সাধকানাঞ্চ বৎসরাৎ। মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যসান্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাম্॥ তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ। অত্র গত্যালকং ষণ্মাযকম্। বল্লং দ্বিগুঞ্জকম্। অত্রার্থে পরিভাসামাহ। যবদ্বয়েন গুঞ্জাস্যাৎ দ্বিগুঞ্জো বল্ল উচ্যতে। ধরণঃ স্যাচ্চতুর্মাষৈঃ ষড়্ভির্গত্যালমুচ্যতে ॥৫॥

সিদ্ধসূতঃ।

মুক্তাফলং শুদ্ধসূতং সুবর্ণং রূপ্যমেব চ। যবক্ষারঞ্চ তৎসর্ব্বং তোল-

প্রমদা সহবাস করিতে শক্তি জন্মে, বলী ও পলিত বিনষ্ট হয়, চিরযৌবন থাকে, সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং রসবতী কামিনীদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারা যায় জানিবে ॥ ৪ ॥

মকরধ্বজ রস। -শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ৮ তোলা, পারদ ৮ তোলা, এই উভয় পদার্থ উত্তম রূপে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৪ তোলা গন্ধক সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে উহা রক্ত কার্পাসের রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া একটী সমতল বোতল মধ্যে উহা পুরিয়া ঐ বোতলের মধ্যে একখণ্ড খড়ী দিয়া, বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত বোতলটী উর্দ্ধমুখে বসাইবে। এবং বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। অনন্তর ক্রমাগত ৩ তিন দিবস জাল দিয়া, বোতলের গলদেশে সংলগ্ন অরুণবর্ণ পদার্থ সকল গ্রহণ করিবে। তৎপরে ঐ পদার্থ ১ তোলা, কর্পূর চূর্ণ ৪ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, জায়ফল চূর্ণ ৪ তোলা এবং কস্তুরী ৬ মাসা একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস ও মধু। পথ্য—সুস্নিগ্ধ মধুর দ্রব্য, কোমল মাংস, ইক্ষুচিনি সংযুক্ত দুগ্ধ, গব্যঘৃত, মধু, পিষ্টক ও মদ্য। ইহা দ্বারা অগ্নির বল বর্দ্ধিত হয়, বলী ও পলিত নষ্ট হয়, মেধা জন্মে, কান্তি উজ্জ্বল হয়, আয়ু বৃদ্ধি পায়, কাম উদ্দীপ্ত হয়, শত স্ত্রীসহবাসে শক্তি জন্মিয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা স্থাবর বিষ, জঙ্গমবিষ ও মৃত্যু নিবারিত হয় জানিবে ॥ ৫ ॥

সিদ্ধসূত।—জারিত মুক্তা শোধিত পারদ, জারিত স্বর্ণ, জারিত রৌপ্য ও যবক্ষার, এই

কৈকং প্রকল্পয়েৎ ॥ রক্তোৎপলপত্রতোয়ৈর্মর্দ্দয়েৎ পুত্তলীকৃতম্। মর্দ্দয়েচ্চ পুনর্দ্দত্বা গন্ধকং তদনন্তরম্॥ ক্ষিপ্ত্বা কাচঘটীমধ্যে সংনিরুধ্য ত্রিযামকম্। সিকতাখ্যে পচেচ্ছীতে সিদ্ধসূতস্তু ভক্ষয়েৎ ॥ পঞ্চরক্তিপ্রমাণেন মূষলী শর্করান্বিতম্। শুক্রবৃদ্ধিং করোত্যেষ ধ্বজভঙ্গঞ্চ নাশয়েৎ ॥ দুর্ব্বলং বপুরত্যর্থং বলযুক্তং করোত্যসৌ। মুদ্গগর্ভং ঘৃতং ক্ষীরং শালয়ঃ স্নিগ্ধমাহিষম্ ॥ পারাবতস্য মাংসঞ্চ তিত্তিরিশ্চ সদা হিতঃ ॥ ৬ ॥

কামিনীমদভঞ্জনঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্র্যহং কহ্লারকদ্রবৈঃ। মর্দ্দিতং বালুকাযন্ত্রে যামং সম্পুটকে পচেৎ ॥ রক্তাঙ্গস্য দ্রবৈর্ভাব্যং দিনৈকন্তু সিতাযুতম্। যথেষ্টং ভক্ষয়েচ্চানু কাময়েৎ কামিনীশতম্ ॥ ৭ ॥

কামিনীদর্পঘ্নঃ।

কর্জ্জলীকৃত সুগন্ধকশম্ভো স্তুল্যমেব কনকস্য হি বীজং। মর্দ্দয়েৎকনকতৈলযুতং স্যাৎ কামিনীমদনিধূনন এষঃ ॥ অস্য মাষকমথো সিতয়াক্তং সেবিতং হরতি মেহগদৌঘান্। বীর্য্যদার্ঢ্যকরণং কমনীয়ং দ্রাবণং নিধুবনে বনিতানাং ॥ ৮ ॥

হরশশাঙ্কঃ।

শাল্মল্যাস্তচমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শুদ্ধ গন্ধক চূর্ণানি তদ্রসেনৈব

সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক রক্তোৎপল পত্রের রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহার সহিত ১ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর উহা একটী সমতল বোতল মধ্যে পূরিয়া বালুকা যন্ত্রে ৩ প্রহর পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৫ রতি পরিমাণ তালমূলীর রস ও চিনি সহ সেবন করিতে হয়। পথ্য—ঘৃত সংযুক্ত মুগের যূষ, দুগ্ধ, শালি ধান্যের অন্ন, স্নিগ্ধদ্রব্য, মাহিষ ঘৃত, পারাবতের মাংস ও তিত্তির পক্ষীর মাংস। ইহা দ্বারা শুক্র বৃদ্ধি হয়, ধ্বজভঙ্গ বিনষ্ট হয় এবং দুর্ব্বলদেহ অত্যধিক বলযুক্ত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬ ॥

কামিনীমদভঞ্জন।—পারদ ১ পল ও গন্ধক ১ পল, এই উভয় দ্রব্য কজ্জলী করিয়া সুঁদিফুলের রসে ৩ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী সমতল বোতল মধ্যে পূরিয়া ২ প্রহরকাল পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। তৎপরে উহা একদিবস কুঙ্কুমের রসে ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩।৪ রতি মাত্রায় চিনির সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা সেবন করিয়া কোন পথ্যের বিচার করিতে হয় না। এই কামিনীমদভঞ্জন ঔষধ সেবন করিলে শত স্ত্রী সঙ্গমে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে জানিবে ॥ ৭ ॥

কামিনীদর্পঘ্ন।—গন্ধক ১ তোলা ও পারদ ১ তোলা, এই উভয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ধুতুরাবীজ চূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিয়া ধুতুরার তৈলসহ মর্দ্দন করতঃ শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে মেহরোগ সকল বিনষ্ট হয়, বীর্য্য গাঢ় হয়, শরীরের কমনীয়তা সম্পাদন করে এবং সহবাস কালে কামিনীকে প্রেমাতুর করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হরশশাঙ্ক।—সিমূল মূলের ছাল চূর্ণ ও শোধিত গন্ধক চূর্ণ একত্র করিয়া সিমূল মূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। তৎপরে শুভ দিবসে স্বস্ত্যয়ন করিয়া, এই ঔষধ ৪ মাষা

ভাবয়েৎ ॥ মাষমাত্রপ্রয়োগেণ শৃণু বক্ষ্যামি যে গুণাঃ। মকরধ্বজ-রূপোঽপি স্ত্রীশতানন্দবর্দ্ধনঃ॥ শতায়ুশ্চ ভবেদ্দেবি বলীপলিত-বর্জ্জিতঃ। তেজস্বী বলসম্পন্নো বেগেন তুরগোপমঃ ॥ সততং ভক্ষয়েদ্-যস্তু তস্য মৃত্যুর্নজায়তে। শাল্মলীবল্কলচূর্ণং শুদ্ধগন্ধকচূর্ণঞ্চ সমং কৃত্বা শাল্মলীমূলতোয়েন ভাবনা পরিভাষয়া সপ্তধা ভাবয়িত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণং কৃত্বা তত্র শুভদিবসে স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা অস্য মাষকচতুষ্টয়ং ঘৃতমধুভ্যাং লীঢ়্বা গব্যদুগ্ধ দ্বিপল মনুপিবেন্নিশি ॥ ৯ ॥

কামধেনুঃ।

গন্ধকামলক চূর্ণং ধাত্রীরসবিভাবিতম্। সপ্তধা শাল্মলীতোয়ৈঃ শর্করা মধুযোজিতম্॥ লীঢ়্বা চানুপয়ঃ পানং প্রত্যহং কুরুতে তু যঃ। এতে-নাশীতিব ঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়াঃ ॥ ১০ ॥

কামদীপকঃ।

সিতং পুনর্নবামূলং শাল্মলীরসভাবিতম্। শাল্মলীসত্ত্বনির্য্যাসং দদ্যা-ত্তত্র সমং সমম্॥ গন্ধকং সর্ব্বতুল্যঞ্চ ভাবয়েচ্ছাণমাত্রকম্। অনু-পানং প্রকুর্ব্বীত ততঃ ক্ষীরং পলদ্বয়ম্॥ অয়ং চণ্ডালিনীযোগোঽগম্যা-প্যত্র হি গম্যতে। নিষেধান্নিধনং যাতি করণাৎ কামরূপধৃক্। ওং সিদ্ধিরস্তু ॥ ১১ ॥

সিদ্ধশাল্মলীকল্পঃ।

ভূকুষ্মাণ্ডং তালমূলী ধাত্রী চৈব পুনর্নবা। সমভাগং সমাহৃত্য ভাগার্দ্ধং গন্ধকং তথা ॥ তদর্দ্ধং পারদং শুদ্ধং কজ্জলীকৃত্য নিক্ষিপেৎ। শ্বেত-শাল্মলীতোয়েন সপ্তধা ভাবয়েত্ততঃ॥ মাহিষেণ চ দুগ্ধেন তচ্চূর্ণং

মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ-সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ গব্যদুগ্ধ একপোয়া পান করিতে হয়। ইহা মকর-ধ্বজের ন্যায় গুণশালী অর্থাৎ ইহা দ্বারা শত কামিনী সহবাসে ক্ষমতা জন্মে, শত বৎসর আয়ু থাকে, বলী ও পলিত নিবারিত হয়, অত্যন্ত তেজ বৃদ্ধি হয়, বলাধিক্য জন্মে, অশ্বের ন্যায় গতি-শক্তি উৎপন্ন হয় ও মৃত্যু পর্য্যন্ত দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

কামধেনু।—শোধিত গন্ধকচূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক আমলকীর রসে ও সিমু-লের রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ মাষা মাত্রায় চিনি ও মধু সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ পান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অশীতিবর্ষীয় ব্যক্তিও শতবার রমণ করিতে সক্ষম হয় ॥ ১০ ॥

কামদীপক।—শ্বেত পুনর্নবার মূল চূর্ণ ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা লইয়া সিমূল মূলের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। তৎপরে তাহার সহিত মোচরস ২ পল ও গন্ধক চূর্ণ ৪ পল মিশ্রিত করিয়া সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা ঘৃত ও মধু সহ ৪ মাষা মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ পান করিতে হয়। ইহা দ্বারা কামদেবের ন্যায় সৌন্দর্য্য হয় এবং দুষ্প্রাপ্য নারীকেও পাওয়া যায় ॥ ১১ ॥

সিদ্ধ শাল্মলীকল্প।—ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমুলী, আমলকী ও পুনর্নবা প্রত্যেকে ১ ভাগ গন্ধক অর্দ্ধভাগ ও পারদ গন্ধকের অর্দ্ধেক (উভয়ে কজ্জলী), এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ [illegible] মিশ্রণ পূর্ব্বক শ্বেত সিমূল মূলের রসে ও মাহিষ দুগ্ধে যথাক্রমে [illegible] বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ মাষা পরিমাণে [illegible] পানে সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ [illegible]

ভাবয়েৎ পুনঃ। শুষ্কং তচ্চূর্ণয়েদযত্নাল্লেহয়েন্মধুনা পিষা ॥ অনেনাশীতি-বর্ষোহপি শতধা রমতে স্ত্রিয়াঃ। ঊর্দ্ধলিঙ্গঃ সদা তিষ্ঠেৎ কামদেব ইব স্বয়ম্ ॥ জরাদিরোগনির্ম্মুক্তঃ সংসারসুখমশ্নুতে। শাণমেকন্তু কর্ত্তব্যং দুগ্ধমত্রানুপানকম্ ॥ ১২ ॥

লক্ষ্মণালৌহম্।

লক্ষ্মণা হস্তিকর্ণাভ্যাং ত্রিকত্রয় সমন্বয়াৎ। অশ্বগন্ধা সমাযোগাল্লৌহং পুংসবনং মতম্ ॥ পুত্রোৎপত্তিকরং বৃষ্যং কন্যাসুতিনিবর্ত্তকম্। কৃশস্য বলদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বাময়হরং পরম্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চশরঃ।

রসেন স শাল্মলিজেন সূতং ত্রিসপ্তবারাণি বলিং বিমর্দ্দ্য। পৃথক্‌কৃতয়োঃ কজ্জলিকাং বিপক্কাং ঘৃতে রসঃ পঞ্চশরোহয়মুক্তঃ ॥ বল্লো হি বল্লীদল-সম্প্রযুক্তো বীর্য্যাতিবৃদ্ধিং কুরুতেহস্য নূনম্। মাংসান্ন মদ্যং গুরু পায়সঞ্চ পয়ঃ পিবেন্মাহিসমত্র সিদ্ধম্ ॥ ১৪ ॥

গন্ধামৃতরসঃ।

ভস্মসূতং দ্বিধাগন্ধং কন্যকাদ্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ। রুদ্ধা লঘুপুটে পচ্যাদ্‌-দ্ধৃত্য মধুসর্পিষা ॥ নিষ্কং খাদেজ্জরা মৃত্যুং হন্তি গন্ধামৃতো রসঃ। সমূলং ভৃঙ্গরাজঞ্চ ছায়াশুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ ॥ তৎসমং ত্রিফলাচূর্ণং সর্ব্ব-তুল্যা সিতা ভবেৎ ॥ পলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু সেবনাচ্চ জরাপহম্ ॥১৫॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

সমাপ্তোয়ম্।

পান করিতে হয়। ইহাদ্বারা অশীতিবর্ষীয় ব্যক্তিও শত স্ত্রী সঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, কামদেবের ন্যায় সর্ব্বদা ঊর্দ্ধলিঙ্গ থাকা যায়, জরাদিরোগ সকল নিবারিত হয় ও সাংসারিক সুখ বিশেষরূপে অনুভব করা যায় ॥ ১২ ॥

লক্ষ্মণালৌহ।—লক্ষ্মণামূল, হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শুণ্ঠী, [illegible]মূল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুথা এবং অশ্বগন্ধার মূল প্রত্যেকে [illegible] তোলা ও লৌহ ১২ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে হয়। এবং পশ্চাৎ বিরিত গব্যদুগ্ধ পান করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে কন্যা প্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্র উৎপন্ন হয়, বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কৃশ ব্যক্তিকে বল প্রদান করে এবং সর্ব্ব প্রকার রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

পঞ্চশর।—পারদ ও গন্ধক সমভাগে সিমূল মূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ ২১ বার ভাবনা দিয়া কজ্জলী করতঃ বালুকা যন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় পাণের রসের সহিত সেবন করিতে হয়। পথ্য মাংসান্ন (পোলাও), মদ্য, গুরুপাক দ্রব্য, পায়স ও মাহিষ দুগ্ধ। ইহাদ্বারা অত্যন্ত বীর্য্য বৃদ্ধি হয় ॥ ১৪ ॥

গন্ধামৃতরস।—পারদভস্ম (অভাবে রসসিন্দূর) ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক লঘুপুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে শুষ্ক সমূল ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলা (মিলিত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ) ১ ভাগ ও ইক্ষুচিনি ২ ভাগ একত্র [illegible] ভক্ষণ করিতে হয়। [illegible] দ্বারা জরা বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

ধ্বজভঙ্গাধিকার সমাপ্ত।

মবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ ॥ ৬৮ ॥ চিত্রকং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা দন্তী গবাক্ষ্যপি। চূর্ণং কৃত্বা তু সর্ব্বেষাং সুখোষ্ণেনাম্বুনা পিবেৎ। কাসং শ্বাসমথো হিক্কাং কুমারাণাং প্রণাশয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ দ্রাক্ষাযাসাভয়া কৃষ্ণাচূর্ণং সক্ষৌদ্রসর্পিষা। লীঢ়ং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু কাসঞ্চ তমকং তথা ॥ ৭০ ॥

পুষ্করাদিচূর্ণম্।

পুষ্করাতিবিষা শৃঙ্গী মাগধী ধন্বযাসকৈঃ। তচ্চূর্ণং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ ॥ ৭১ ॥ দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্। চূর্ণিতং শর্করাক্ষৌদ্রৈ র্লীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্॥৭২॥মায়ূরপক্ষভস্মব্যুষিতজলং তেন ভাবিতং পেয়ং। তৃষ্ণাঘ্নং বটকাষ্ঠজভস্মজলং বক্ত্রশোষজিদ্বক্ত্রে ॥ ৭৩ ॥

নেত্ররোগচিকিৎসা।

পিষ্টৈশ্ছাগেন পয়সা দার্ব্বী মুস্তক গৈরিকৈঃ। বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রাময়াপহৃৎ ॥ ৭৪ ॥ মনঃশিলা শঙ্খনাভিঃ পিপ্পল্যোঽথ রসাঞ্জনম্। বর্ত্তিঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা বালে সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ ॥ ৭৫ ॥ মাতৃস্তন্য কটুস্নেহ কাঞ্জিকৈর্ভাবিতো জয়েৎ। স্বেদাদ্দীপশিখাতপ্তো নেত্রাময়মলক্তকঃ ॥ ৭৬ ॥ শুণ্ঠী ভৃঙ্গনিশা কল্কঃ পুটপাকঃ সসৈন্ধবঃ। কুকূণকেঽক্ষিরোগেষু তদ্রসাশ্চ্যোতনং হিতম্ ॥ ৭৭ ॥ ক্রিমিঘ্নাল

চিত্রকাদি।—চিতামূল, শুঁঠ, দন্তীমূল ও গবাক্ষীমূল (গোমুকমূল), এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে বালকদিগের শ্বাস, কাস ও হিক্কা বিনষ্ট হয় ॥ ৬৯ ॥

দ্রাক্ষাদি।—দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের শ্বাস, কাস ও বিশেষতঃ তমকশ্বাস নিবারিত হয় ॥ ৭০ ॥

পুষ্করাদি চূর্ণ।—পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, এই সকল বস্তু সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের সর্ব্ববিধ কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৭১ ॥

দাড়িমবীজাদি।—দাড়িমবীজ, জীরক ও নাগকেশর, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া চিনি ও মধু সহ মিশ্রিত করতঃ শিশুদিগকে অবলেহন করাইলে উহাদের তৃষ্ণা নিবারিত হয় ॥ ৭২ ॥

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিবস তাহা পান করাইলে শিশুদিগের তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া থাকে এবং বটকাষ্ঠের ভস্মজল পান দ্বারা শিশুদিগের মুখশোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥৭৩॥

নেত্ররোগ চিকিৎসা।—দারুহরিদ্রা, মুথা ও গেরীমাটী, এই দ্রব্যত্রয় ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শিশুদিগের চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে তাহাদের নেত্ররোগ নিবারিত হয় ॥৭৪॥

মনঃশিলাদি বর্ত্তি।—মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগের চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তাহাদের সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

স্বেদ।—একখানি আলতা,মাতার স্তনদুগ্ধ,কটুতৈল ও কাঁজিতে ভাবনা দিয়া প্রদীপের শিখায় উত্তপ্ত করতঃ তাহার স্বেদ প্রদান করিলে শিশুগণের সর্ব্ব প্রকার অক্ষিরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৬ ॥

আশ্চ্যোতন।—শুণ্ঠী, দারুচিনি, হরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে লইয়া পুট-

শিলা দার্ব্বী লাক্ষা চন্দনগৈরিকৈঃ। চূর্ণাঞ্জনং কুকূণে স্যাৎ শিশূনাং পোথকীষু চ ॥ ৭৮ ॥ সুদর্শনামূলচূর্ণাঞ্জনং স্যাত্তু কুকূণকে ॥ ৭৯॥ গৃহ-ধূম নিশাকুষ্ঠরাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ। লেপ স্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্ম-পামা বিচর্চ্চিকাঃ॥ ৮০ ॥

অশ্বগন্ধাঘৃতম্।

পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ। ঘৃতং পেয়ং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৮১ ॥

বালচাঙ্গেরী ঘৃতম্।

চাঙ্গেরী স্বরসে সর্পিশ্ছাগক্ষীর সমং পচেৎ। কপিত্থ ব্যোষ সিন্ধূত্থ-সমঙ্গোৎপলবালকৈঃ। সবিল্ব ধাতকী মোচৈঃ সিদ্ধং সর্ব্বাতিসারনুৎ। গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি বালানান্তু বিশেষতঃ ॥ ৮২ ॥

কুমারকল্যাণঘৃতম্।

দ্রাক্ষা সশর্করা শুণ্ঠী জীবন্তী জীরকং বলা। শটী দুরালভা বিল্বং

পাক করতঃ তাহার আশ্চ্যোতন অর্থাৎ স্বেদ প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের কুকূণকাদি সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৭ ॥

ক্রিমিঘ্নাদি অঞ্জন। বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনছাল, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও গেরীমাটী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের কুকূণক ও পোথকীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৭৮ ॥

সুদর্শনার মূল চূর্ণ করিয়া তাহার অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের কুকূণক নামক চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

গৃহধূম (ঝুল), হরিদ্রা, কুড়, রাইসরিষা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া তক্রের (ঘোলের) সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বালকদিগের সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকা নামক কুষ্ঠরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

অশ্বগন্ধাঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। গব্যদুগ্ধ ১/ একমণ, জল ১৬ যোলসের এবং কল্কার্থ—কুট্টিত অশ্বগন্ধার মূল /১ একসের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে জ্বাল দিয়া নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তদনন্তর উক্ত ঘৃত সহ উল্লিখিত জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং নামাইয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ও শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত বালকদিগকে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে তাহাদের শরীর পুষ্ট ও বল বর্দ্ধিত হয় ॥ ৮১ ॥

বালচাঙ্গেরী ঘৃত।- উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, আমরুল শাকের রস /৪সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ- কয়েদবেল, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), সৈন্ধব লবণ, বরাহক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে কুট্টিত এক সের। প্রথমতঃ ঘৃত মৃদু অগ্নিতে নিষ্ফেন করিয়া নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার ক্রমান্বয়ে আমরুলের রসাদি তরল দ্রব্যগুলি প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করা-ইলে বালকদিগের অতিসার ও গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮২ ॥

কুমারকল্যাণ ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—কণ্টকারী /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের ও জল ১৬ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, ইক্ষুচিনি, শুণ্ঠী,

দাড়িমং সুরসা স্থিরা ॥ মুস্তং পুষ্করমূলঞ্চ সূক্ষ্মৈলা গজপিপ্পলী। এষাং কর্ষসমৈর্ভাগৈ র্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ কষায়ে কণ্টকার্য্যাশ্চ ক্ষীরে তস্মিংশ্চতুর্গুণে। এতৎকুমারকল্যাণং ঘৃতরত্নং সুখপ্রদম্। বলবর্ণকরং ধান্যং পুষ্ট্যগ্নিরতিবর্দ্ধনম্। ছায়া সর্ব্বগ্রহালক্ষ্মী ক্রিমিদন্তগদাপহম্ ॥ সর্ব্ববালাময়হরং দন্তোদ্ভেদং বিশেষতঃ ॥ ৮৩ ॥

অষ্টমঙ্গলঘৃতম্।

বচা কুষ্ঠং তথা ব্রহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি বা। শারিবা সৈন্ধবঞ্চৈব পিপ্পলীঘৃতমষ্টমম্ মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে। দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ ॥ ন পিশাচা ন রক্ষাংসি ন ভূতা ন চ মাতরঃ। প্রভবন্তি কুমারাণাং পিবতামষ্টমঙ্গলম্ ॥ ৮৪ ॥

লাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষারসসমং সিদ্ধং তৈলং মস্তু চতুর্গুণম্। রাস্না চন্দনকুষ্ঠাব্দ বাজিগন্ধা নিশাযুগৈঃ ॥ শতাহ্বা দারুযষ্ট্যাহ্বমূর্ব্বা তিক্তা হরেণুভিঃ। বালানাং জ্বররক্ষোঘ্নমভ্যঙ্গাদ্বলবর্ণকৃৎ ॥ ৮৫ ॥

জ্বরঘ্নোধূপঃ।

সর্পত্বগ্লশুনং মূর্ব্বা সর্ষপারিষ্টপল্লবাঃ। বিড়াল বিড়ঙ্গালোম মেষশৃঙ্গ বচা মধু ॥ ধূপঃ শিশোর্জ্বরঘ্নোহয়মশেষগ্রহনাশনঃ ॥ ৮৬ ॥

জীবন্তী, জীরক, বেড়েলা, শটী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িম্ব ফলের ছাল, তুলসী, শালপাণি, মুথা, পুষ্করমূল, (কুড়), ছোটএলাচি ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে দুইতোলা। প্রথমে ঘৃত নিক্ষেপ পূর্ব্বক, তৎপরে ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং অল্প জলীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া পুনরায় পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় বালকদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের দেহ পুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা শিশুদের কৃমিদন্ত, সকল গ্রহদোষ, অলক্ষ্মী, দন্তোদ্ভেদ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

অষ্টমঙ্গল ঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—বচ, কুড়, ব্রহ্মীশাক, শ্বেত সরিষা, অনন্তমূল, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ সের। প্রথমতঃ ঘৃত নিক্ষেপ পূর্ব্বক উক্ত ঘৃত সহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে শেষ পাকের চিহ্ন প্রকাশ পাইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় শিশুদিগকে সেবন করাইলে তাহাদের স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় এবং পিশাচ, রক্ষঃ, ভূত ও মাতৃকা-গ্রহের ভয় থাকে না ॥ ৮৪ ॥

লাক্ষাদি তৈল।—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ সের। জল ১৬ সের। লাক্ষার ক্বাথ /৪ সের ও দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শলুফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, সূচীমুখী, কট্‌কী ও রেণুকা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। প্রথমতঃ তৈল নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাতে জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং অল্প জলীয়াংশ থাকিতে ছাঁকিয়া পুনরায় পাক করিবে। পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল বালকদিগকে মাখাইলে তাহাদের জ্বর ও রক্ষোদোষ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

বালরোগান্তকরসঃ।

শাণঃ সূতস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য চ তৎসমম্। সুবর্ণমাক্ষিকস্যাপি চার্দ্ধ-ভাগং বিনিঃক্ষিপেৎ। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা লোহপাত্রে দৃঢ়ে নবে। কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাঃ পত্রসম্ভবঃ। স্বরসঃ কাকমাচ্যাশ্চ গ্রীষ্মসুন্দরকস্য চ॥ সূর্য্যাবর্ত্তকশালিঞ্চ ভেকপর্ণীরসস্তথা। শ্বেতাপরা-জিতায়াশ্চ মূলং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং মরিচ-সম্ভবম্। শুভে শিলাময়ে পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ। শুষ্কমাতপ-সংযোগাদ্বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। প্রমাণং সর্ষপস্যেব বালানাং বিনি-যোজয়েৎ। হন্তি ত্রিদোষকঞ্চৈব জ্বরমামং সুদারুণম্। কাসং পঞ্চ-বিধঞ্চাপি সর্ব্বরোগং নিহন্তি চ॥ শিশূনাং রোগনাশায় নির্ম্মিতো-ঽয়ং মহারসঃ॥ ৮৭॥ বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে। মন্ত্রশ্চায়ং প্রয়োক্তব্য স্তত্রাদৌ সর্ব্বকার্ম্মিকঃ। ওং নমো ভগবতে গরুড়ায় অম্বকায় সত্যস্ত স্বাহা ওং কং টং যং গং বৈনতেয়ায় ওং হ্রাং হ্রীং ক্ষঃ॥ ৮৮॥ বালদেহ প্রমাণেন পুষ্পমাল্যস্তু সর্ব্বতঃ। প্রগৃহ্য মৃচ্ছিকাভক্ত বলির্দ্দেয়স্তু শান্তিকঃ॥ ওংকারী স্বর্ণপক্ষী বালকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা। ওং নারায়ণায়॥ ৮৯॥

নন্দামতৃকা শাস্ত্যুপায়ঃ।

প্রথমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্ণাতি নন্দা নামমাতৃকা। তয়া গৃহীত-মাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। অশুভশব্দং মুঞ্চতি আৎকারশ্চ ভরতি

জ্বরঘ্ন ধূপ।—সাপের খোলস, রসুন, সুচমুখী, শ্বেত সরিষা, নিম্বপল্লব, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগ-লোম, মেষের শৃঙ্গ, বচ ও মধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাদের ধোঁয়া শিশুদিগকে প্রদান করিলে শিশুদিগের জ্বর ও গ্রহদোষ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৮৬॥

বালরোগান্তক রস।—শোধিত পারদ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও শোধিত গন্ধক ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক ।০ সিকিতোলা, এই দ্রব্যত্রয় একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে উহা লৌহ পাত্রে রাখিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, সূর্য্যাবর্ত্ত, শালিঞ্চ ও থানকুনী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া উহার সহিত শ্বেতাপরাজিতার মূল চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ ।০সিকিতোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া লৌহ দণ্ড দ্বারা মদ্দন পূর্ব্বক সর্ষপ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহাতে শিশুদিগের ত্রিদোষজ জ্বর, আম, পঞ্চ-বিধ কাস প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮৭॥

বালকদিগের গ্রহদোষ শান্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ "ওঁ নমঃ ভগবতে গরুড়ায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বলি, শান্তি (হোমাদি) ও ইষ্টকর্ম্ম আচরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য॥ ৮৮॥

শিশুর দেহের প্রমাণানুরূপ সাদা ফুলের মালা গ্রহণ পূর্ব্বক ছোট শরাবোপরি ভাত ও তাহার চতুষ্পার্শে উক্ত মালা রাখিয়া বলি প্রদান করিবে এবং ওং কারী ইত্যাদি বালকরক্ষা মন্ত্র পাঠ করিবে॥ ৮৯॥

নন্দা মাতৃকা শান্তির উপায়।

প্রথম দিবসে কিম্বা প্রথমে মাসে অথবা প্রথম বর্ষে নন্দানাম্নী মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করে। বালককে আশ্রয় করা মাত্রেই জ্বর হয় এবং অশুভ শব্দ করিতে থাকে, বমি হয় এবং স্তন্য পান করে না। এপ্রকার অবস্থায় যে বলি প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়, নিম্নে কথিত হইতেছে।

স্তন্যং ন গৃহ্লাতি। বলিস্তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়তটমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লৌদনং শুক্লপুষ্পং শুক্ল-সপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তস্বস্তিকাঃ সপ্তবটকাঃ সপ্তমূস্তকাঃ সপ্ত-শস্কুলিকাঃ জম্বুড়িকাঃগন্ধং পুষ্পং তাম্বুলং মৎস্যং মাংসং সুরা অগ্র-ভক্তঞ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশিচতুষ্পথে মধ্যাহ্নে বলির্দ্দাতব্যঃ। অশ্বত্থপত্রং কুম্ভে নিঃক্ষিপ্য শান্ত্যদকেন স্নাপয়েৎ। রসোন সিদ্ধার্থকমেষশৃঙ্গনিম্ব-পত্রশিবনির্ম্মাল্যৈ র্বালকং ধূপয়েৎ। ওঁ রাবণায় অমুকস্য ব্যাধি হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। এবং দিনত্রয়ং বলিং দত্বা চতুর্থে দিবসে মাসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতেশুভম্॥ ৯০॥

স্ননন্দামাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

দ্বিতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি সুনন্দা নামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। চক্ষুরুন্মীলয়তি গাত্রমুদ্বেজয়তি ন শেতে ক্রন্দতি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি আৎকারশ্চ ভবতি॥ বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। তণ্ডুলং হস্তমুষ্ট্যেকং গৃহীত্বা দধি গুড় ঘৃতমিশ্রিতং কৃত্বা শরাবৈকং গন্ধং তাম্বুলং পীতপুষ্পং পীত সপ্ত-ধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ দশস্বস্তিকাঃ। মৎস্যমাংস সুরা তিলচূর্ণঞ্চ পশ্চি-মস্যাং দিশি চতুষ্পথে বলির্দ্দাতব্যঃ। দিনানি ত্রীণি সন্ধ্যায়াং ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ॥ শিবনির্ম্মাল্যসিদ্ধার্থকমার্জ্জাররোমউশীর বাসকঘৃতৈর্ধূপং দদ্যাৎ। ওঁ রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ

নদীর উভয় কুলের মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদ্বারা একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া শ্বেত-তণ্ডুল, শুক্ল পুষ্প, সপ্তসাদাধ্বজা, সপ্তপ্রদীপ, সপ্তস্বস্তিকা (বেদিকা), সপ্ত বটক (বটশাখা), সপ্ত-শস্কুলিকা (তিলের তৈল), সপ্তজম্বুড়িকা (সিদ্ধমাষকলায়), সপ্ত মুস্তক (মুথা), গন্ধ (চন্দনাদি), তাম্বুল, পুষ্প, মাংস, মৎস্য সুরা ও অগ্রভক্ত (আগ্ভাত), এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাটীর পূর্ব্বদিকে চতুষ্পথ মধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে বলিপ্রদান করিবে। তৎপরে কুম্ভমধ্যে অশ্বত্থপত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠ করিয়া শান্তি জল দ্বারা বালককে স্নান করাইবে। এবং রসুন, শ্বেতসরিষা, মেষশৃঙ্গ, নিমপাতা ও বেলপাতা, এই সকল বস্তু দ্বারা শিশুকে ধূপ প্রদান করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে। এই রূপে তিন দিবস ক্রমাগত বলি প্রদান করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে॥ ইহাদ্বারা বালকের সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া মঙ্গল হইয়া থাকে॥ ৯০॥

সুনন্দা মাতৃকা শান্তির উপায়।

দ্বিতীয় দিবসে অথবা দ্বিতীয় মাসে কিম্বা দ্বিতীয় বর্ষে সুনন্দা নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করে। আশ্রয় করিবামাত্রেই শিশুর প্রথমতঃ জ্বর হয়, পুনঃ পুনঃ চক্ষু উন্মীলন করে, শরীর কাঁপে, শয়ন করিতে পারে না, ক্রন্দন করে, স্তন্য পান করিতে পারে না এবং বমি করে। এপ্রকার অবস্থা হইলে মঙ্গল সম্পাদনার্থ যাহা করিতে হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

এক হাতের মুঠায় যে পরিমাণ তণ্ডুল ধরে, তাহা এবং দধি, গুড় ও ঘৃত একত্র করিয়া এক থানি শরাব মধ্যে রাখিবে। এবং গন্ধ (চন্দনাদি), তাম্বুল, পীতবর্ণ পুষ্প, সপ্তপীতধ্বজা, সপ্ত প্রদীপ, দশ স্বস্তিকা (বেদিকা), মৎস্য, মাংস, সুরা, ও তিলচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাটীর পশ্চিম দিকে চতুষ্পথ মধ্যে সন্ধ্যাকালে তিন দিন বলি প্রদান করিবে এবং শান্ত্যদক দ্বারা বালককে স্নান করাইবে। তদনন্তর শিব নির্ম্মাল্য (বিল্বপত্র), শ্বেত সর্ষপ, বিড়ালের লোম,

মুঞ্চ দ্রুং ফট্ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ৯১ ॥

পুতনামাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

তৃতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি পুতনানামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি মুষ্টিং বধ্নাতি ক্রন্দতি ঊর্দ্ধং নিরীক্ষ্যতে। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়তটমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বূলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং রক্তসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তস্বস্তিকাঃ পক্ষিমাংসং সুরাং অগ্রভক্তঞ্চ দক্ষিণস্যাং দিশি অপরাহ্নে চতুষ্পথে বলির্দ্দাতব্যঃ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্‌গুলুঃ সর্ষপ নিম্বপত্রমেষশৃঙ্গৈ র্দ্দিনত্রয়ং ধূপয়েৎ। ওং রাবণায় বালস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হ্রাসয় হ্রাসয় স্বাহা। এবং দিনত্রয়ং কার্য্যং। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতেশুভম্ ॥ ৯২ ॥

মুখমুণ্ডিকা মাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

চতুর্থে দিবসে মাসে বর্ষে বা মুখমুণ্ডিকানামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গ্রীবাং নাময়তি চক্ষুরুন্মীলয়তি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি রোদিতি স্বপিতি মুষ্টিং বধ্নাতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা উৎপলপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং দশশুক্লধ্বজাঃ চত্বারঃ প্রদীপা স্ত্রয়োদশস্বস্তিকাঃ মৎস্যমাংসসুরা অগ্রভক্তঞ্চ উত্তরস্যাং দিশি চতুষ্পথে অপ-

বেণার মূল, বাসক ও ঘৃত দ্বারা শিশুকে ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। এবং চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এই প্রকারে বালক আরোগ্য লাভ করিবে ॥ ৯১ ॥

পুতন মাতৃকা শান্তির উপায়।

তৃতীয় দিবসে বা তৃতীয় মাসে অথবা তৃতীয় বর্ষে পুতনা নাম্নী মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করে। এই মাতৃকা বালককে আশ্রয় করিবা মাত্রেই শিশুর জ্বর হয়, গাত্র কম্প হয় স্তন পান করে না, মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখে, সর্ব্বদা ক্রন্দন করে ও উর্দ্ধদৃষ্টি হয়। উহা নিবারণ জন্য বলি প্রদানের নিয়ম যথা।—

নদীর উভয় কূলের মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক একটী পুত্তলিকা (পুতুল) প্রস্তুত করিবে এবং গন্ধ (চন্দনাদি), পাণ, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, রক্তসপ্তধ্বজা, সপ্ত প্রদীপ, সপ্ত স্বস্তিকা (বেদিকা), পক্ষিমাংস, সুরা ও অগ্রভক্ত (আগভাত), এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাটীর দক্ষিণ দিকে চতুষ্পথ মধ্যে অপরাহ্ণ সময়ে বলি প্রদান করিবে। এবং শিবনির্ম্মাল্য (বেলপাতা), গুগ্‌গুলু, শ্বেতসর্ষপ, নিমপাতা ও মেষশৃঙ্গ দ্বারা বালককে তিন দিবস ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে; ক্রমশঃ তিন দিবস এই রূপ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাদ্বারা বালকের শুভ হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

মুখমুণ্ডিকা নাম্নী মাতৃকা গ্রহ শান্তির উপায়।—চতুর্থ দিবসে বা চতুর্থ মাসে কিম্বা চতুর্থ বর্ষে মুখমুণ্ডিকা নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করিবা মাত্রেই প্রথমে শিশুর জ্বর ও গ্রীবাদেশ নত হয়, চক্ষুরুন্মীলন করে এবং স্তন্য গ্রহণ করে না, সর্ব্বদা রোদন করে, অধিক নিদ্রা হয় ও মুষ্টিদ্বয় বদ্ধ করে। এইরূপ অবস্থায় বলি প্রদানের নিয়ম যথা।—

রাহ্নে বলির্দ্দাতব্যঃ। ওং রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ ৯৩॥

কটপুতনা মাতৃকাশান্ত্যুপায়ঃ।

পঞ্চমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি কটপুতনানামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। কুম্ভকারস্য চক্রমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বুলং শুক্লৌদনং শুক্লপুষ্পং পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চবটকাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ ঐশান্যাং দিশি বলির্দ্দাতব্যঃ ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ শিবনির্ম্মাল্যসর্পনির্মোকগুগ্গুলুনিম্বপত্র বাসকঘৃতৈ র্ধূপং দদ্যাৎ। ওং রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ ৯৪॥

শকুনিকা মাতৃকাশান্ত্যুপায়ঃ।

ষষ্ঠে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি শকুনিকানাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ॥ গাত্রভেদঞ্চ দর্শয়তি দিবা রাত্রৌ উত্তানো ভবতি ঊর্দ্ধং নিরীক্ষ্যতে। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। পিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লপুষ্পং রক্তপুষ্পং পীতপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং দশপ্রদীপাঃ শতপীতধ্বজাঃ দশস্বস্তিকা দশবটকাঃ ক্ষীরগুড়িকা মৎস্য মাংস সুরা আগ্নেয্যাং দিশি নিষ্ক্রান্তে মধ্যাহ্নে

নদীর উভয় কূলের মাটী সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া উৎপল পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, দশশুক্লধ্বজা, চতুষ্টয় প্রদীপ, ত্রয়োদশ স্বস্তিকা (বেদিকা), মৎস্য, মাংস, সুরা ও অগ্রভক্ত, এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাটীর উত্তর দিকে চতুষ্পথ মধ্যে অপরাহ্ণ কালে বলি প্রদান করিবে এবং মূলের লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে। পরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ৯৩॥

কটপুতনা নাম্নী মাতৃকাগ্রহশান্তির উপায়।—পঞ্চম দিবসে বা পঞ্চম মাসে অথবা পঞ্চম বর্ষে কটপুতনা নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করে। এই মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করিবা মাত্রেই শিশুর জ্বর হয়, সর্ব্বদা গাত্র উদ্বেজিত হয়, স্তন্য গ্রহণ করে না ও হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে। এই প্রকার অবস্থায় নিম্ন লিখিত বলি প্রদান করিবে।

কুম্ভকারের চক্র মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী পুতুল নির্ম্মাণ করিবে। এবং গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, শুক্ল তণ্ডুল, সাদাপুষ্প, পঞ্চধ্বজা, পঞ্চবটক (বটশাখা) ও পঞ্চ প্রদীপ, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঈশান কোণে তিন দিবস বলি প্রদান করিবে। এবং শান্তিজল দ্বারা বালকে স্নান করাইয়া বিল্বপত্র, সাপের খোলস, গুগ্গুলু, নিমপাতা, বাসক ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। এবং চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকের শুভ ঘটিয়া থাকে॥ ৯৪॥

শকুনিকা নাম্নী মাতৃকা গ্রহ নিবারণোপায়।—ষষ্ঠ দিবসে বা ষষ্ঠ মাসে কিম্বা ষষ্ঠ বৎসরে বালককে শকুনিকা নাম্নী মাতৃকা আশ্রয় করে। এই শকুনিকা মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করিবা মাত্র বালকের জ্বর হয়, গাত্রে বেদনা হইয়াছে এরূপ প্রকাশ পায়, দিবারাত্রি উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) থাকে এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে। এরূপ হইলে তিন দিবস বলি প্রদানের নিয়ম যথা।—

পিষ্টক দ্বারা পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া, শুক্লপুষ্প পীতপুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, দশ প্রদীপ, একশত পীতধ্বজা, দশ স্বস্তিকা, দশ বটক, ক্ষীর গুড়িকা, মৎস্য, মাংস ও মদ্য, এই সকল দ্রব্য দ্বারা,

বলির্দাতব্যঃ। শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্যরসোনগুগ্‌গুলু-সর্পনির্ম্মোকনিম্বপত্রঘৃতৈ র্ধূপং দদ্যাৎ। ওং রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে মাসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ৯৫ ॥

শুষ্করেবতী মাতৃকাশান্ত্যুপায়ঃ।

সপ্তমে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্লাতি শুষ্করেবতীনামমাতৃকা-তয়া গৃহী৺মাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি রোদিতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। রক্তপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং রক্তৌদনং কৃশরা ত্রয়োদশস্বস্তিকা শষ্কুলিকা জম্বূড়িকা মৎস্য মাংস সুরা ত্রয়োদশধ্বজাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ পশ্চিমে দিগ্‌ভাগে গ্রামনিষ্ক্রান্তে অপরাহ্নে বৃক্ষমাশ্রিত্য বলিং দদ্যাৎ। ততঃ শান্ত্যকেন স্নাপয়েৎ। গুগ্‌গুলু মেষশৃঙ্গ সর্ষপউশীরবাসকঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওং রাবণায় দীপ্তদেহায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ৯৬ ॥

অর্য্যকা মাতৃকাশান্ত্যুপায়ঃ।

অষ্টমে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্লাতি অর্য্যকানামমাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গৃধ্রগন্ধঃ পূতিগন্ধশ্চ জায়তে। আহারঞ্চ ন গৃহ্লাতি উদ্বেজয়তি গাত্রাণি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। রক্তপীতধ্বজা শ্চন্দনং পুষ্পং শষ্কুল্যঃ পর্পটিকাং

বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন সময়ে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে শান্তিজল দ্বারা বালককে স্নান করাইবে। তৎপরে বিল্বপত্র, রসুন, গুগ্‌গুলু, সাপের খোলস, নিমপাতা ও ঘৃত, এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে এবং চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকগণ সুস্থতা লাভ করে ॥ ৯৫ ॥

শুষ্করেবতী নাম্নী মাতৃকাগ্রহ নিবারণোপায়।—সপ্তম দিবসে বা সপ্তম মাসে অথবা সপ্তম বৎসরে শুষ্করেবতী নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করে। এই মাতৃকা গ্রহণ করা মাত্রেই শিশুর জ্বর হয়, গাত্র উদ্বেজিত হয়, মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখে এবং রোদন করে। এই প্রকার অবস্থায় নিম্ন লিখিত হিতসাধক বলি প্রদান করিবে।

রক্তপুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, রক্ততণ্ডুল, তিল মিশ্রিত তণ্ডুল, ত্রয়োদশ স্বস্তিকা, ত্রয়োদশ তিল, তণ্ডুল ও মাষ মিশ্রিত যবাগূ, জম্বুড়িকা, মৎস্য, মাংস, সুরা, ত্রয়োদশ ধ্বজা ওপঞ্চ প্রদীপ, এই সকল দ্রব্য লইয়া গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অপরাহ্ন কালে পশ্চিমদিগ্‌ভাগে বৃক্ষের নিম্নে বলি প্রদান করিবে এবং শান্ত্যদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তদনন্তর গুগ্‌গুলু, মেষশৃঙ্গ, সর্ষপ, বেণার মূল, বাসক ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিবে। এবং মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তৎপরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকের শুভ সম্পাদিত হয় ॥ ৯৬ ॥

অর্য্যকা মাতৃকাগ্রহশান্তির উপায়।—অষ্টম দিবসে বা অষ্টম মাসে কিম্বা অষ্টম বৎসরে অর্য্যকা নাম্নী মাতৃকা বালকগণকে আশ্রয় করে। ইহাতে বালকের জ্বর হয়, বালকের গাত্রে শকুনি পক্ষীর গন্ধ ও পূতিগন্ধ হয়, কিছুই আহার করিতে পারে না ও গাত্র উদ্বেজিত হয়। এরূপ অবস্থায় নিম্ন লিখিত বলি প্রদান করিবে।

রক্তপীতধ্বজা, চন্দন, পুষ্প, শষ্কুলী, পাঁপর, মৎস্য, মাংস, সুরা ও জম্বুড়িকা, এই সকল দ্রব্য

মৎস্য মাংস সুরা জম্বূড়িকা প্রত্যূষে প্রান্তরে বলির্দ্দাতব্যঃ। মন্ত্রং ওং রাবণায় ত্রৈলোক্যবিদ্রাবণায় চতুর্দ্দিশং মোক্ষণায় জ্বলজ্বল ওং হ্রীং ফট্ স্বাহা। চতুর্থে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্।৯৭॥

সূতিকা মাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

নবমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি সূতিকানাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। নিত্যং ছর্দ্দির্ভবতি গাত্রভেদং দর্শয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি স্বাপো ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লবস্ত্রেণাবেষ্টয়েৎ। শুক্লপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং শুক্লত্রয়োদশধ্বজা স্ত্রয়োদশপ্রদীপা স্ত্রয়োদশস্বস্তিকা স্ত্রয়োদশপূপিকা মৎস্য মাংস সুরা উত্তরস্যাং গ্রামনিষ্কাশে বলিং দাপয়েত্ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ॥ গুগ্গুলুনিম্বপত্রগোশৃঙ্গশ্বেতসর্ষপঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওং নারায়ণায় চতুর্ভুজায় হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ॥ ৯৮॥

নির্ঋতা মাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

দশমে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্লাতি নির্ঋতা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি আৎকারশ্চ ভবতি রোদিতি বধ্নাতি মূত্রং পূরীষঞ্চ ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বুলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং পঞ্চবর্ণ পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ

লইয়া প্রত্যুষে মাঠ মধ্যে বলি প্রদান করিবে এবং মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তদনন্তর চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালকগণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে॥ ৯৭॥

সূতিকা নাম্নী মাতৃকাগ্রহ শান্তি। নবম দিবসে বা নবম মাসে কিম্বা নবম বৎসরে সূতিকা নাম্নী মাতৃকা বালককে আশ্রয় করে এই মাতৃকা আশ্রয় করিলে বালকের জ্বর হয়, নিত্য বমি করে, গাত্রে বেদনা হইয়াছে এরূপভাব প্রকাশ করে,মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে এবং অধিক নিদ্রা যায়। এরূপ অবস্থায় বলি প্রদানের নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

নদীর উভয় কূলের মাটী সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। এবং শুক্লপুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল, ত্রয়োদশ শুক্লধ্বজা, ত্রয়োদশ প্রদীপ, ত্রয়োদশ স্বস্তিকা, ত্রয়োদশ পুলী, মৎস্য, মাংস ও সুরা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা গ্রাম প্রান্তে উত্তরদিকে বলি প্রদান করিবে এবং শিশুকে শান্তিজল দ্বারা স্নান করাইবে। তদনন্তর গুগ্গুলু, নিমপাতা, গোশৃঙ্গ, শ্বেত সর্ষপ ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তৎপরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক সুস্থ হয়॥ ৯৮॥

নির্ঋতা মাতৃকা শান্তির উপায়।—দশম দিবসে কিম্বা দশম মাসে বা দশম বর্ষে বালককে নির্ঋতানাম্নী মাতৃকা গ্রহ আশ্রয় করে। এই নির্ঋতা মাতৃকা শিশুকে গ্রহণ করিবা মাত্রেই শিশুর জ্বর ও গাত্র উদ্বেজিত হয়,আৎকার করে,রোদন করে এবং মলমূত্র বদ্ধ হয়। এরূপ হইলে বলিপ্রদানের নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হইল। নদীর উভয় তটের মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক একটী পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া গন্ধ, তাম্বুল, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, পঞ্চবর্ণ পঞ্চধ্বজা, পঞ্চ প্রদীপ, পঞ্চ স্বস্তিকা, পঞ্চপুলী,

পঞ্চস্বস্তিকাঃ পঞ্চপূপিলিকা মৎস্য মাংস সুরা বায়ব্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ। কাকবিষ্ঠা গোমাংস গোশৃঙ্গ রসোন মার্জ্জারলোম নিম্বপত্র ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওং নারায়ণায় চূর্ণিতহস্তায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ॥ ৯৯॥

পিলিপিঞ্জিকামাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

একাদশে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদা গৃহ্নাতি পিলিপিঞ্জিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। আহারং ন গৃহ্নাতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি র্ভবতি গাত্রভঙ্গ আৎকারাশ্চ ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। পিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃত্বা রক্তচন্দনাক্তাং তস্যা মুখং দুগ্ধেন সেচয়েৎ। পীতপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং সপ্ত পীতধ্বজা সপ্তপ্রদীপাঃ অষ্টৌ বটকাঃ অষ্টৌ শষ্কুলিকা মৎস্য মাংস সুরা পূর্ব্বস্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ শান্ত্যুদকেন চ স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্গুলু গোশৃঙ্গ সর্পনির্ম্মোক ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওং রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ সম্পদ্যতেশুভম্॥ ১০০॥

কামুকামাতৃকা শান্ত্যুপায়ঃ।

দ্বাদশে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্নাতি কামুকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। বিহস্য বাদয়তি করেণ তর্জ্জয়তি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি ক্রামতি নিঃশ্বসিতি মুহুর্ম্মুহুরাহারং ন করোতি কৃশতা ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্।

মৎস্য, মাংস ও মদ্য, এই সমস্ত বস্তু দ্বারা বায়ুকোণে বলি প্রদান করিবে। এবং কাকবিষ্ঠা, গোমাংস, গোশৃঙ্গ, রসুন, বিড়ালের লোম, নিম্বপত্র ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ করিবে। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক স্বাস্থ্য লাভ করে॥ ৯৯॥

পিলিপিঞ্জিকা মাতৃকা শান্তি।—একাদশ দিবসে বা একাদশ মাসে কিম্বা একাদশ বৎসরে শিশুকে পিলিপিঞ্জিকা নাম্নী মাতৃকা গ্রহ অবলম্বন করে। এই মাতৃকা গ্রহ আশ্রয় করিবা মাত্রেই বালকের জ্বর হয়, কিছুই খায় না, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, গাত্রে বেদনা হয় এবং আৎকার করে। এই প্রকার হইলে বলি প্রদানের নিয়ম যথা—

পিষ্টক দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করতঃ রক্তচন্দন মাখাইয়া তাহার মুখে দুগ্ধ প্রদান করিতে থাকিবে। এবং পীতপুষ্প, গন্ধ, পাণ, সপ্তপীত ধ্বজা, সপ্তপ্রদীপ, অষ্টবটক, অষ্ট শষ্কুলিকা, মৎস্য, মাংস ও সুরা, এই সকল বস্তু দ্বারা বাটীর পূর্ব্বদিকে বলি প্রদান করিবে। পরে শান্তি-জল দ্বারা বালককে স্নান করাইয়া শিব নির্ম্মাল্য (বেলপাতা), গুগ্‌গুলু, গোশৃঙ্গ, সাপের খোলস ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া মূলের মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক সুস্থ হয়॥ ১০০॥

কামুকা মাতৃকাশান্তি।—দ্বাদশ দিবসে বা দ্বাদশ মাসে কিম্বা দ্বাদশ বর্ষে কামুকা নাম্নী মাতৃকা শিশুকে আশ্রয় করিবা মাত্র প্রথমতঃ শিশুর জ্বর হয়, হাস্য করিতে২ হস্ত বাজায়, তর্জ্জন করে, স্তন্য গ্রহণ করে না, মুহুর্মুহুঃ বিচরণ করিতে চেষ্টা ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, আহার করে না এবং কৃশ হয়। এই অবস্থায় বলি প্রদানের নিয়ম, যথা—

ক্ষীরপিণ্ড দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করতঃ গন্ধ, তাম্বুল, সপ্ত সাদাধ্বজা, সপ্ত দীপ, সপ্ত শষ্কুলিকা এবং দধি মিশ্রিত অন্ন, এই সকল দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মসাধক বলি প্রদান করিবে। এবং

ক্ষীরেণ পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বূলং শুক্লসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তশষ্কুলিকাং করম্ভকেন সর্ব্বকর্ম্ম বলিং দদ্যাৎ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্যগুগ্‌গুলুসর্ষপঘৃতৈর্ধূপয়েৎ॥ ওং রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ॥ ১০১॥ ইতি রাবণকৃতং কুমারতন্ত্রং।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বালরোগচিকিৎসা।

শান্ত্যুদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তৎপরে বিল্বপত্র, গুগ্‌গুলু, শ্বেত সরিষা ও ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বালক সুস্থ হয়। ইতি লঙ্কাধিপ রাবণকৃত কুমার তন্ত্র সমাপ্ত।

বালরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিষ-চিকিৎসা।

অরিষ্টবন্ধনং মন্ত্রপ্রয়োগশ্চ বিষাপহঃ। দংশনং দংশকস্যাহেঃ ফলস্য মৃদুনোঽপি বা॥ ১॥ মূলং তণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যঙ্গিরাসম্ভবং। নিষ্পিষ্টং শুচি ভদ্রযোগদিবসে তস্যাহিভীতিঃ কুতঃ॥ ২॥ দর্পাদেব ফণী যদি দশতি তং মোহান্বিতো মূলপং। স্থানে তত্র স এব যাতি নিয়তং রক্তং যমস্যাচিরাৎ॥ ৩॥ মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ। অব্দমেকং ন ভীতিঃ স্যাদ্বিষাত্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ৪॥ ধবলপুনর্নবজটয়া তণ্ডুলজলপীতয়া চ পুষ্যর্ক্ষে। অপসরতি খলু বিষধরোপদ্রব মাবৎসরং পুংসাম্॥ ৫॥ গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্। অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতাপ্লুতম্॥ ৬॥ কুলিকমূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি॥ ৭॥ শ্লেষ্মণঃ কর্ণগূথস্য

বিষ চিকিৎসা।

সর্প দংশন করিলে, দষ্টস্থান হইতে ৪ চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে শক্ত করিয়া রজ্জু বন্ধন করিবে এবং বিষনাশক মন্ত্র প্রয়োগ, দংশক সর্পকে দংশন ও ফল প্রভৃতি মৃদু দ্রব্য (রম্ভা, মৃণাল কন্দ প্রভৃতি) দংশন করা অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে॥ ১॥

কাঁটা শিরীষের মূল, তণ্ডুলোদক সহ পেষণ পূর্ব্বক আষাঢ় মাসে শুভনক্ষত্রাদিযুক্তদিবসে পান করিলে আদৌ সর্পভয় থাকে না॥ ২॥

যদ্যপি কোন সর্প দর্পসহকারে রাগান্বিত হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে দংশন করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই সর্প সেই স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ৩॥

বৈশাখ মাসে মসূর ও ২ দুইটী নিম্বপত্র সেবন করিলে নিশ্চয়ই এক বৎসর পর্য্যন্ত সর্পভয় থাকে না জানিবে॥ ৪॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত পুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে ১ এক বৎসর পর্য্যন্ত সর্পের ভয় থাকে না॥ ৫॥

ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চাঁপানটের মূল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক দধি ও ঘৃত সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাসুকি দংশন করিলেও সেই বিষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না জানিবে॥ ৬॥

বামানামিকয়া কৃতঃ। লেপো হন্ত্যাদ্বিষং ঘোরং নৃমূত্রসেচনং তথা॥৮॥ শিরীপুষ্পস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্। সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং নস্য-পানাঞ্জনে হিতম্ ॥ ৯ ॥ দ্বিপলং নতকুষ্ঠাভ্যাং ঘৃতক্ষৌদ্রচতুঃপলম্। অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখপ্রদম্ ॥১০॥ বন্ধ্যাকর্কোটজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্। নস্যং কাঞ্জিকসংপিষ্টং দোষোপহৃতচেতসঃ॥১১॥ পীতো বিষঃ স্যাদ্বমনং ত্বকৃস্থে প্রদেহসেকাদিসুশীতঞ্চ ॥ ১২ ॥ অগারধূম মঞ্জিষ্ঠা রজনী লবণোত্তমৈঃ। লেপো জয়ত্যাখুবিষং কর্ণি-কায়াশ্চ পাতনম্ ॥১৩॥ সোমবল্কোঽশ্বকর্ণশ্চ গোজিহ্বা হংসপদ্যপি। রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তবিষাপহঃ ॥ ১৪ ॥ যঃ কাসমর্দ্দনেত্রং বদনে বিনিক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্। মনুজো দদাতি শীঘ্রং জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ ॥ ১৫ ॥ উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বি-তম্ ॥ ১৬ ॥ শিরীষস্য তু বীজং বৈ স্নুহীক্ষীরেণ ঘর্ষিতম্। তল্লেপেন হন্তি কুক্কুরজং বিষম্॥১৭॥পিষ্ট তণ্ডুলমধ্যস্থং ভক্ষিতং মেষলোমকম্। কুক্কুরস্য বিষং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮ ॥

কালিয়াকড়া গাছের মূলের নস্য গ্রহণ করিলে কালসর্প দংশন করিলেও দষ্ট ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয় না ॥ ৭ ॥

বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা সর্পদষ্ট স্থানে মুখস্থিত শ্লেষ্মা (মুখামৃত) অথবা কর্ণমল লেপন করিলে কিম্বা নরমূত্র দষ্টস্থানে সেচন করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

শিরীষ ফুলের রসে ৭ সাত দিবস পর্য্যন্ত শ্বেত সরিষা ভাবনা দিয়া, তাহা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পান, নস্য ও অঞ্জনার্থ প্রদান করিলে বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

তগরপাদুকা ৮ তোলা, কুড় ৮ তোলা, ঘৃত ১৬তোলা ও মধু ১৬ তোলা, এই সমস্ত বস্তু একত্র পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে তক্ষক সর্পদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত থাকিতে পারে ॥ ১০ ॥

অফলা কাঁকরোল বৃক্ষের মূল ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার নস্য গ্রহণ করিলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি অচৈতন্য হইলেও সংজ্ঞা লাভ করিয়া জীবিত থাকে ॥ ১১ ॥

বিষপান করিলে বমি করান কর্ত্তব্য। এবং বিষ ত্বকৃস্থ হইলে সুশীতল প্রলেপ ও সুশীতল সেক ব্যবস্থা করিবে ॥ ১২ ॥

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দষ্ট-স্থানে প্রলেপ দিলে এবং দষ্টস্থান হইতে কর্ণিকা (মুখস্থ শৃঙ্গ বা হুল) তুলিয়া ফেলিলে ইন্দুরের বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

শ্বেতখদির, গর্দ্ধভাণ্ডবৃক্ষের ছাল, গোজিয়ালতা, গোয়ালেলতা, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা ও গেরি-মাটী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে নখবিষ ও দন্তবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

কালকাসুন্দার নল দ্বারা কর্ণে ফুৎকার দিলে শীঘ্রই বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

উষ্ণ গব্যঘৃত সৈন্ধবলবণ সহ মিশ্রিত করিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

কুকুরে কামড়াইলে মনসা সিজের আঠায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে উহার বিষ নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥

চাউল বাটিয়া তাহার মধ্যে মেষের লোম পুরিয়া ভক্ষণ করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

বচা হিঙ্গু বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী। পাঠা প্রতিবিষা ব্যোষং কাশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্। দশাঙ্গমগদং পীত্বা সর্ব্বকীটবিষং জয়েৎ॥১৯॥

মৃতসঞ্জীবনোগদঃ।

স্পৃক্কা প্লব স্থৌণেয়কাক্ষী শৈলেয় রোচনাতগরং। ধ্যামকং কুঙ্কুমং মাংসী সুরসাগ্রৈলাল কুষ্ঠঘ্নং। বৃহতীশিরীষপুষ্প শ্রীবেষ্টক পদ্মচারটীবিশালাঃ। সুরদারুপদ্মকেশর সাবরক মনঃশিলাকৌন্ত্যঃ। জাত্যর্কপুষ্প সর্ষপরজনীদ্বয় হিঙ্গুপিপ্পলীলাক্ষাঃ। জলমুদ্গপর্ণী মধুক মদনশিন্ধুবারাশ্চ। সম্পাকলোধ্রময়ূরক গন্ধফলীনাকুলী বিড়ঙ্গাঃ। পুষ্যেণোদ্ধৃত্য সমং পিষ্ট্বা গুড়িকা বিধেয়াঃ স্যুঃ। জন্তুবিষঘ্নো জয়কৃৎ বিষমৃতসঞ্জীবনোজ্বরনিহন্তা। ঘ্রেয়বিলেপন ধারণধূম গ্রহণৈর্গৃহস্থশ্চ। ভূত বিজয়স্ত্বলক্ষ্মীকার্ম্মণ মন্ত্রাগ্ন্যশন্যরীণ্ হন্যাৎ। দুঃস্বপ্ন স্ত্রীদোষানকালমরণাম্বুচৌরভয়ং। ধন্য ধান্য কার্য্যসিদ্ধি শ্রীপুষ্টায়ু র্ব্বিবর্দ্ধনোধন্যঃ। মৃতসঞ্জীবন এষ প্রাগমৃতাদ্ব্রহ্মণাভিহিতঃ॥ ২০॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বিষচিকিৎসা।

দশাঙ্গচূর্ণ।—বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, গজপিপুল, আকনাদী, আতইস ও ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ করতঃ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার বিষ নিবারিত হয়॥ ১৯॥

পিড়িংশাক, কেউটামুথা, গেঁটেলা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, শৈলজ, গোরোচনা, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, জাফরাণ, জটামাংসী, তুলসীর মঞ্জরী, এলাচি, হরিতাল, চাকুন্দে, বৃহতী, শিরীষফুল, নবনীতথোটী, পদ্মচারটী (কুম্ভারু লতা), রাখালশশা, দেবদারু, পদ্মকেশর, সাধরলোধ, মনঃশিলা, রেণুকা, জাতীফুল, আকন্দপুষ্প, সরিষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, পিপুল, লাক্ষা, বালা. মুগানী, যষ্টিমধু, মদনফল, নিসিন্দা, শোণালু, লোধ, আপাং, প্রিয়ঙ্গু. রাস্না ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া উচিত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনাশক। এবং বিষজন্য মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে অমৃতের তুল্য হিতকর ও জ্বরনাশক। ইহা আঘ্রাণ, বিলেপন, ধারণ ও ধূম গ্রহণ রূপে প্রয়োগ করিবে এবং গৃহে রাখিবে। ইহা অগ্নি, অলক্ষ্মী, পরদ্রোহোপায়, মন্ত্র, ভূত, বজ্র ও শত্রু বিনাশক। এবং দুঃসপ্ন, স্ত্রীদোষ, অকাল মৃত্যু, জল ও চৌরভয় নিবারণ করে। পরন্তু ধন, ধান্য ও কার্য্য সাধক এবং পুষ্টি, বর্ণ ও আয়ু বর্দ্ধক। অমৃত সদৃশ এই মৃত সঞ্জীবন ঔষধ স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক অভিহিত হইয়াছে॥ ২০॥

ইতি বিষ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

কৃকলাশস্য পুচ্ছাগ্রমুদ্রিকাঃ শ্বেততন্তুভিঃ। বেষ্ট্যা কনিষ্ঠিকা ধার্য্যা রমেদ্ বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥ ১॥ বনক্রোড়স্য দংষ্ট্রাণাং দক্ষিণং হি সমা-

বীর্য্যস্তম্ভাধিকার।

(কাঁকলাসের) লাঙ্গুলের অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ সুতা দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া রাখিলে রমণকালে বীর্য্যপাত হয় না॥ ১॥

হরেৎ। কট্যামুপরিসম্বদ্ধঃ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥২॥ ডুণ্ডুভোনাম যঃ সর্পঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমাহরেৎ। তস্যাস্থি ধারয়েৎ কট্যাং নরো বীর্য্যং ন মুঞ্চতি। বিমুঞ্চতি বিমুক্তেন সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ॥ ৩॥ শূরণং তুলসীমূলং তাম্বুলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ। ন মুঞ্চতি নরো বীর্য্যমেকৈকেন ন সংশয়ঃ॥৪॥ কৃষ্ণমার্জ্জার সব্যাঙ্‌ঘ্রিসম্ভবাস্থি রতোদ্যমে। দক্ষিণে ধ্রিয়তে যেন তস্য বীর্য্যস্য ন চ্যুতিঃ॥ ৫॥ চটকাণ্ডস্তু সংগৃহ্য নবনীতেন পেষয়েৎ। তেন লেপয়তঃ পাদৌ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে। যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাবদ্বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥ ৬॥

চক্রদত্তোক্তং লিখ্যতে।

নীলোৎপলসিতপঙ্কজকেশরমধুশর্করাবলিপ্তেন। সুরতে সুচিরং রমতে দৃঢ়লিঙ্গো নাভিবিবরেণ॥ ৭॥ শুদ্ধং কুসুম্ভতৈলং ভূমিলতা-চূর্ণমিশ্রিতং কুরুতে। চরণাভ্যঙ্গেনৈব তু বীজস্তম্ভাৎ দৃঢ়ং লিঙ্গম্॥ ৮॥ সপ্তাহং ছাগভব সলিলসংস্থিতং করভবারুণীমূলম্। গাঢ়োদ্বর্ত্তন-বিধিনা লিঙ্গং স্তব্ধং রতে কুরুতে॥ ৯॥ গৌরেকোন্নতশৃঙ্গে ত্বগ্‌ভব-চূর্ণেন ধূপিতং বস্ত্রম্। পরিধায় ভজ ললনাং নৈকাণ্ডো ভবতি হর্ষার্ত্তঃ॥১০॥ যোগজ বরাঙ্গবন্ধং মথিতেন ক্ষালিতং হরতি॥ ১১॥

বন্যশূকর জন্তুর দক্ষিণদিকের দাঁত সংগ্রহ পূর্ব্বক কটীর উপরিভাগে ধারণ করিয়া রাখিলে মৈথুন সময়ে আদৌ শুক্র পতিত হয় না॥ ২॥

কৃষ্ণবর্ণ ডুণ্ডুভ নামক সর্পের অস্থি সংগ্রহ করিয়া কটীদেশে যতক্ষণ ধারণ করিয়া স্ত্রী সহবাস করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই শুক্র ক্ষরণ হইবে না, কিন্তু উক্ত অস্থিখানি কোমর হইতে খুলিয়া ফেলিলে বীর্য্যপাত হইবে॥ ৩॥

ওল অথবা তুলসীমূল পানের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভন হইয়া থাকে॥ ৪॥

কাল বিড়ালের বামপাদের হাড় দক্ষিণাঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক রতিক্রীয়ার প্রবৃত্ত হইলে আদৌ বীর্য্যপাত হয় না॥ ৫॥

চড়ুইপাখীর ডিম মাখন সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাদদ্বয় প্রলিপ্ত করিয়া মৈথুন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, যাবৎ ভূমি স্পর্শ না করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রেতঃপাত হয় না॥ ৬॥

নীলোৎপল, শ্বেতপদ্মের কেসর, মধু ও চিনি, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তাহা নাভিরন্ধ্রে লেপন করিয়া স্ত্রীসহবাসে প্রবৃত্ত হইলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লিঙ্গ দৃঢ় থাকে ও রমণ করিতে ক্ষমতা জন্মে॥ ৭॥

শোধিত কুসুমফুলের তৈল সহ ভূমিলতা (কেঁচো) চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে রতিকালে শুক্রক্ষরণ হয় না জানিবে॥ ৮॥

হস্তিবারুণীর মূল ৭ সাত দিন পর্য্যন্ত ছাগমূত্রে রাখিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গ দৃঢ় রূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক রমণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হয়॥ ৯॥

গোরুর উন্নত শৃঙ্গের ত্বক্‌চূর্ণ দ্বারা ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিয়া রতিকার্য্যে নিযুক্ত হইলে বীর্য্য-পাত হয় না॥ ১০॥

তক্র (ঘোল) দ্বারা যোনি ধৌত করিলে দুষ্ট ব্যক্তিকৃত স্ত্রীলোকের রতিশক্তির প্রতিবন্ধকতা নিবারিত হয়॥ ১১॥

উন্মুখগোশৃঙ্গোদ্ভবো লেপো যোগজধ্বজভঙ্গহরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

দুষ্ট স্ত্রীলোকাদি দ্বারা যদ্যপি পুরুষের পুংস্ত্ব হানি হয়, তাহা হইলে উন্নত গোশৃঙ্গচূর্ণ দ্বারা লিঙ্গে লেপন করিলে পুনর্ব্বার সেই শক্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বীর্য্যস্তম্ভাধিকার সমাপ্ত।

অথ রসায়নাধিকারঃ।

রসায়ন লক্ষণং।

যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্ ॥ ১ ॥

রসায়নপ্রয়োগঃ।

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ। নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রসায়নো বিধিঃ। ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ ॥ ২ ॥

ত্রিফলারসায়নং।

জরণান্তেঽভয়ামেকাং প্রাগ্ভক্তে দ্বে বিভীতকে। ভুক্ত্বা তু মধুসর্পির্ভ্যাং চত্বার্য্যামলকানি চ ॥ প্রযোজয়েৎ সমামেকাং ত্রিফলায়া রসায়নম্। জীবেৎ বর্ষশতং পূর্ণমজরোঽব্যাধিরেব চ ॥ ৩ ॥

ভৃঙ্গরাজরসঃ।

যে মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি দিনে দিনে ভৃঙ্গরাজসমুত্থম্। ক্ষীরাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তা সমাঃ শতং জীবিতমাপ্নুবন্তি ॥ ৪ ॥

যোগত্রয়ং।

মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ ক্ষীরেণ যষ্টীমধুকস্য চূর্ণম্। রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ কল্কঃ প্রযোজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ। আয়ুঃপ্রদা-

---

রসায়নাধিকার (রসায়নের লক্ষণ।)

যে ঔষধ দ্বারা জরা (বলীপলিতাদি) ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়, তাহাকে রসায়ন কহে ॥১॥

রসায়ন প্রয়োগ।

যৌবনের প্রারম্ভে অথবা যৌবনান্তে (বার্দ্ধক্য সময়ে) রসায়ন ঔষধ সেবনীয়। রসায়ন সেবনের পূর্ব্বে বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠস্থমলাদি দূরীকরণ আবশ্যক। কারণ যে প্রকার মলিন বস্ত্রে রঙ্গযোগ করিলে অর্থাৎ রং লাগাইলে তাহা সুরঞ্জিত হয় না, তদ্রূপ দেহের মলাদি অপসারিত না করিয়া রসায়ন সেবন করিলে কোন উপকার হয় না, বরঞ্চ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে জানিবে ॥ ২ ॥

ত্রিফলারসায়ন।—অন্নাদির পরিপাকান্তে একটি হরীতকী মধু ও ঘৃত সহ, আহারের পূর্ব্বে ২টী বহেড়া মধু ও ঘৃতসহ এবং ভোজনান্তে তিনটী আমলকী ঘৃত ও মধুসহ ভক্ষণ করিলে রসায়ন ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। এই ত্রিফলা রসায়ন ১এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত সেবন করিলে জরা ও ব্যাধি দূরীভূত হইয়া ১ একশত বৎসর পর্য্যন্ত আয়ুলাভ হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩ ॥

ভৃঙ্গরাজ রস।—একমাস পর্য্যন্ত উচিত মাত্রায় ভৃঙ্গরাজের রস ও উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করিলে বল, বর্ণ ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া ১ একশত বৎসর জীবন থাকে ॥ ৪ ॥

যোগত্রয়।—থানকুনীর রস অথবা দুগ্ধসহ যষ্টিমধুচূর্ণ কিম্বা মূল ও পুষ্প সহিত গুলঞ্চের রস বা শঙ্খপুষ্পীর (চোরহুলীর) কল্ক সেবন করিলে সকল ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া আয়ু, বল, অগ্নি, স্বর, মেধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শঙ্খপুষ্পী অতীব মেধাজনক জানিবে ॥ ৫ ॥

ন্যাময়নাশনানি বলাগ্নিবর্ণ স্বরবর্দ্ধনানি। মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী ॥ ৫ ॥

অশ্বগন্ধাপ্রয়োগঃ।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা। কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ ॥ ৬ ॥

ধাত্রীতিলং।

ধাত্রী তিলান্ ভৃঙ্গরাজোবিমিশ্রান্ যে ভক্ষয়েয়ুর্ম্মনুজা ক্রমেণ। তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ নির্ব্ব্যাধয়ো বর্ষশতং ভবেয়ুঃ ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধদারক মূলং।

বৃদ্ধদারকমূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তবারাংশ্চ ভাবয়েৎ ॥ অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ যোজয়েৎ। মাষমাত্রোপযোগেন মতিমান্ জায়তে নরঃ। মেধাবী স্মৃতিমাংশ্চৈব বলীপলিতবর্জ্জিতঃ ॥ ৮ ॥

হস্তিকর্ণরজঃ।

হস্তিকর্ণরজঃ খাদেৎপ্রাতরুত্থায় সর্পিষা ॥ যথেষ্টাহারচেষ্টোঽপি সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ। মেধাবী বলবান্ কামী স্ত্রীশতানি ব্রজত্যসৌ ॥ মধুনা ত্বশ্ববেগঃ স্যাদ্বলিষ্ঠঃ স্ত্রীসহস্রগঃ। মন্ত্রশ্চাসৌ প্রয়োক্তব্যো ভিষজা চাভিমন্ত্রণে। ওং নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা ॥ ৯ ॥

ধাত্রীচূর্ণাদিঃ।

ধাত্রীচূর্ণস্য কংসং স্বরসপরিগতং ক্ষৌদ্রসর্পিঃ সমাংশং কৃষ্ণা মানী সিতাষ্টপ্রস্থতযুতমিদং স্থাপিতং ভস্মরাশৌ। বর্ষান্তে তৎসমশ্নন্ ভবতি

অশ্বগন্ধাপ্রয়োগ। অশ্বগন্ধার ক্বাথাদি অর্দ্ধমাস (একপক্ষ কাল) পর্য্যন্ত দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল বা উষ্ণজল সহ সেবন করিলে কৃশ ব্যক্তিও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ধাত্রীতিল।—আমলকী ও তিল সমভাগে একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল নির্ম্মল, ব্যাধি সমস্ত দূরীকৃত ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধদারক মূল।—বিস্তাড়কের মূলচূর্ণ শতমূলীর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ।০ সিকিতোলা মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন করিলে ১ এক মাসের মধ্যে মেধাও বুদ্ধি বর্দ্ধিত এবং বলীপলিতাদি দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হস্তিকর্ণরজ।—হস্তিকর্ণ পলাশের বীজচূর্ণ ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া "ওং নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা" এই মন্ত্রটী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিয়া যথেচ্ছারূপ আহার করিলে দীর্ঘায়ু, মেধা, বল ও শত স্ত্রীসহ মৈথুন ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। এবং উক্ত ঔষধ মধু অনুপানে সেবন করিলে অশ্বের ন্যায় বেগ, বল ও সহস্র স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ধাত্রীচূর্ণাদি।—২০ বার আমলকীর রসে ভাবিত আমলকীচূর্ণ /৮ সের, ঘৃত /৮ আট সের, মধু /৮ আট সের, পিপুলচূর্ণ /১ সের ও চিনি /২ দুই সের, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া

বিপলিতো রূপবর্ণপ্রতাপৈ র্নির্ব্ব্যাধির্ব্বুদ্ধিমেধা স্মৃতিবচনবলস্থৈর্য্য সত্ত্বৈরুপেতঃ ॥ ১০ ॥

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণং।

গুড়ূচ্যপামার্গ বিড়ঙ্গং শঙ্খিনী বচাভয়া শুণ্ঠী শতাবরীসমা। ঘৃতেন লীঢ়া প্রকরোতি মানবং ত্রিভির্দ্দিনৈঃ শ্লোকসহস্রধারিণং ॥ ১১ ॥

জলস্য নস্যং।

ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্য কাসহরম্। রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টিজননঞ্চ ॥ ১২ ॥ অম্ভসঃ প্রসৃতান্যষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবন্। বাতপিত্তগদান্ হত্বা জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ১৩ ॥

ঋতুহরীতকী;

সিন্ধুত্থ শর্করা শুণ্ঠী কণা মধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ। বর্ষাদিম্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥ ১৪ ॥

মধুহরীতকী।

দুর্নাম শ্বাসজ্বরবমথু তৃষাপাণ্ডুতানেত্ররোগান্। হিক্কাকুষ্ঠাতিসারভ্রমমদকসনাজীর্ণশূলপ্রমেহান্। তৃষ্ণাশূলাস্রপিত্তজ্বরবিততজরারো চ কানাহদাহান্ হন্যাদেতানবশ্যং মধুনি পরিগতা পূতনাচাম্লপিণ্ডং ॥ অত্র মধুনি পরিগতেত্যনেন মধুভাবিতা মধুপূর্ণভাণ্ডে চিরাবস্থিতা হরীতকী গ্রাহ্যা। ব্যবহারস্তু মধুপিষ্ট হরিতক্যেব ॥ ১৫ ॥

নিগু´ণ্ডীকল্পঃ।

ওঁ সিদ্ধিং পিঙ্গলাযোগিনী কথিতম্।—নিগু´ণ্ডী মূলচূর্ণমষ্টপলং

ভস্মরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহা শরৎকালে সেবন করিতে হয়। এক বৎসর পরে এই ঔষধ সেবন করিলে বলী, পলিত ও ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইয়া রূপ, বর্ণ, প্রতাপ, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, বাক্য, বল, স্থৈর্য্য ও সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয় ॥ ১০ ॥

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ।—গুড়ূচী, আপাংমূল, বিড়ঙ্গ, শঙ্খিনী (চোরকাঁটা), বচ, হরীতকী, শুণ্ঠি ও শতাবরী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

জলের নস্য।—রাত্রিশেষে জলের নস্য গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গরোগ, বলী, পলিত, পীনস, বৈস্বর্য্য ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

জলপান ব্যবস্থা।—প্রত্যুষে জলপান করিলে বাতপৈত্তিক রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া শত বৎসর আয়ুবর্দ্ধিত হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

ঋতুহরীতকী।—বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে ইক্ষু চিনি সহ, হেমন্তকালে শুণ্ঠীচূর্ণ সহ, শীতকালে সমভাগ পিপুলচূর্ণ সহ, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে ইক্ষুগুড়ের সহিত, সমভাগ হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে রসায়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মধুহরীতকী।—মধুর সহিত হরীতকী পেষণ পুর্ব্বক ভক্ষণ করিলে অর্শ, শ্বাস, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, পাণ্ডু, নেত্ররোগ, হিক্কা, কুষ্ঠ, অতীসার, ভ্রম, মদাত্যয়, কাস, অজীর্ণ, শূল, প্রমেহ, রক্তপিত্ত, অরুচি ও দাহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

নিগু´ণ্ডীকল্প।—নিসিন্দারমূল চূর্ণ /১ একসের ও মধু /২ দুইসের একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিয়া শরাদ্বারা ঐ ভাণ্ডের মুখ আচ্ছাদন ও গাঢ়রূপে লেপন পূর্ব্বক একমাস ধান্য-

গৃহীত্বা ষোড়শপলমধুমিশ্রিতং ঘৃতভাণ্ডে কৃত্বা শরাবে নিবিড় লেপনং দত্ত্বা মর্দ্দয়িত্বা মাসমেকং ধান্যমধ্যে স্থাপয়েৎ তন্মাষমেকং ভক্ষিতমাত্রেণ নরঃ কনকবর্ণো গৃধ্রদৃষ্টিঃ সর্ব্বরোগ বিবর্জ্জিতঃ বলীপলিতহীনঃ সম্বৎসরং খাদেত চন্দ্রার্কং যাবজ্জীবেৎ বদ্ধশুক্রঃ স্ত্রীশতং কাময়িতুং ক্ষমো ভবতি ॥ শাকাম্লং বিহায় যথেচ্ছয়া ভোজ্যম্। তচ্চূর্ণং গোমূত্রেণ সহ যঃ পিবতি হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি পামাবিচর্চ্চিকাদীনি নাড়ীব্রণগুল্মশূল প্লীহোদরাণি চ। তচ্চূর্ণং তক্রেণ যঃ পিবতি সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতো গৃধ্রদৃষ্টির্ব্বরাহবলো ভবতি বলীপলিতবর্জিতঃ পবনবেগো দিব্যবচা ভবতি। মাসদ্বয়প্রয়োগেণ পণ্ডিতশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণম্।

শ্লক্ষ্ণীকৃতং ভৃঙ্গরজস্য চূর্ণং তিলার্দ্ধকং চামলকার্দ্ধকঞ্চ। সশর্করং ভক্ষয়তো গুড়ৈর্ব্বা ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ। অন্ধঃ পশ্যেদ্‌গমনরহিতো মত্তমাতঙ্গগামী মূকো বাগ্মী শ্রবণরহিতো দূরশব্দানুসারী। নীরুগ্‌মর্ত্ত্যো ভবতি পলিতী নীলজীমূতকেশী। জীর্ণদন্তাঃ পুনরপি নবাঃ ক্ষীরগৌরা ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

(শ্রীমৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রোক্ত) অমৃতবর্ত্তিকা।

ত্রিফলা ত্রিকটু ব্রহ্মী গুড়ূচী রক্তচিত্রকম্। নাগকেশর চূর্ণঞ্চ শৃঙ্গবেরং সমার্কবম্ ॥ সিন্ধুবারো হরিদ্রেদ্বে শক্রাশনগুড়ত্বচৌ। এলা মধুকপর্ণী চ বিড়ঙ্গঞ্চোগ্রগন্ধিকা ॥ চূর্ণং প্রত্যেকমেতেষাং সমাদায় পলদ্বয়ম্। কামরূপসমুদ্ভূতৈ গুড়ৈঃ পঞ্চাশতৈঃ পলৈঃ। সষষ্টিস্ত্রিশতী কার্য্যা বর্ত্তিস্তেন সমানতঃ। চন্দ্রতারাবিশুদ্ধৌ চ পূজয়িত্বেষ্টদেবতাম্ ॥ ততোঽনুপানং পানীয়ং ত্রয়ং পঞ্চ সুশীতলম্ ॥ কট্বম্ল লবণঞ্চৈব নাতিমাত্রং কদাচন। যঃ প্রত্যহমিমং খাদেৎ কর্ষমানং নিরন্ত-

---

রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা গোমূত্র ও তক্রাদি সহ সেবন করিলে কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, গুল্ম, শূল, প্লীহা, উদর প্রভৃতি ও বলীপলিতাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া বল,বর্ণ, শুক্রাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ভৃঙ্গরাজাদি চূর্ণ।—ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ ১ ভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ ও আমলকী চূর্ণ অর্দ্ধভাগ, এই দ্রব্যত্রয় একত্র চিনি বা গুড় সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে সমস্ত রোগ, জরা ও মৃত্যু দূরীভূত হইয়া থাকে। এবং ইহা দ্বারা অন্ধও দেখিতে পায়, খঞ্জ মাতঙ্গ সদৃশ হাঁটিতে পারে, মূকের কথা ফুটে, কালা শুনিতে পায়, বৃদ্ধ নীরোগ হয়, পক্ককেশ নীলবর্ণ হয় ও জীর্ণদন্ত সকল পুনর্ব্বার শক্ত হয় ॥ ১৭ ॥

(শ্রীমৃত্যুঞ্জয় তন্ত্রোক্ত) অমৃতবর্ত্তিকা।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ব্রহ্মীশাক, গুড়ূচী, চিতামূল, নাগকেশর, আদা, ভীমরাজ, নিসিন্দা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সিদ্ধি, দারুচিনি, গাম্ভারী ছাল, বিড়ঙ্গ ও বচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা ও কামরূপ দেশীয় গুড় /৬৷৹ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩৬০টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। চন্দ্র ও তারা বিশুদ্ধ দিবসে ইষ্টদেবতাকে

রম্ ॥ ভোজনাদৌ প্রদোষে বা শৃণু যাদৃক্ ফলং ভবেৎ। নষ্টবহ্নিস্তু দীপ্তাগ্নি র্ব্বড়বানলসন্নিভঃ ॥ ইষ্টাপি ভাস্বতী কান্তি শ্চন্দ্রিকেব নিশামুখে। কাশপুষ্পরুচঃ কেশাঃ শিখিকণ্ঠ মনোরমাঃ। পটলাবহতং চক্ষুর্লক্ষযোজনদর্শনম্। জ্বরাবিশ্লথ দেহোঽপি লেপ নির্ম্মাণ শাদ্বলঃ ॥ নির্ব্ব্যাধি র্নির্জরাঃ পঙ্গুর্ব্বেগেনোচ্চৈঃশ্রবা ইব। দিনেশ ইব তেজস্বী কন্দর্প ইব রূপবান্। সহস্রায়ু র্ম্মহাসত্ত্বো গন্ধর্ব্ব ইব গায়নঃ। স্ত্রীশতং রমতে নিত্যং নাবসাদং ব্রজত্যসৌ। ন ভজন্ত্যাপদঃ কশ্চিৎকামরূপী ভবেদসৌ। পদ্মগন্ধিবপুস্তস্য সুপুষ্পমিব কোমলম্। জরাচয়ৈঃ সুজীর্ণস্য নখকেশাদয়ো যথা। প্রভবন্তি বলাদুগ্রাদথ কন্ধা ইবাম্বুদাৎ ॥ হৃষ্টঃ পুষ্টশ্চ পাপঘ্নঃ শান্তো ভবতি মানবঃ। শ্রীঅমৃতবর্ত্তিকা নাম মৃত্যুঞ্জয়মুখোদিতা। রসায়নানাং শ্রেষ্ঠেয়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনী ॥ ১৮ ॥

শ্রীসিদ্ধমোদকঃ।

ত্রিকটো স্ত্রিপলং চূর্ণং ত্রিফলায়াঃ পলত্রয়ম্। গুড়ুচ্যাশ্চ বিড়ঙ্গানাং গ্রন্থিকগ্রন্থিপর্ণয়োঃ। রক্তচিত্রাঙ্ঘ্রিজং চূর্ণং গ্রাহ্যঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্। প্রত্যেকং দ্বিপলঞ্চৈষাং গৃহ্নীয়ান্মতিমান্নরঃ। কামরূপোদ্ভবাং গ্রাহ্যাং গুড়স্যার্দ্ধতুলাং তথা। সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য সষষ্টি ত্রিশতং শুভম্ ॥ মোদকং কারয়েদ্ধীমান্ সমভাগেন যত্নতঃ। প্রত্যহং প্রাতরেবৈতৎ পানীয়েনৈব ভক্ষয়েৎ ॥ এবং নিরন্তরং কার্য্যং সম্বৎসরমতন্ত্রিতঃ। প্রথমে মাসি বাগ্যুক্তো দ্বিতীয়ে বলবর্ণবান্ ॥ তৃতীয়ে নাশয়েৎকুষ্ঠং শ্বাসকাসৌ তুরীয়কে। পঞ্চমে স্ত্রীপ্রিয়ত্বঞ্চ ষষ্ঠে চ পলিতক্ষয়ঃ ॥ সপ্তমে কান্তিযুক্তশ্চ অষ্টমে বলবান্ ভবেৎ। নবমে চ শতায়ুঃ স্যাদ্দশমে চ স্বরান্বিতঃ ॥ মহাবলস্ত্বেকাদশে অদৃশ্যো দ্বাদশে ভবেৎ। ইচ্ছাহারবিহারী স্যাত্ততো দৈত্যরিপোঃ সমঃ। ষড়্ভিরবিহিতো

নমস্কার করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে একটী বর্ত্তিকা সেবন করিবে। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধ সেবন করিয়া কটু, অম্ল ও লবণ দ্রব্য কদাচ অধিক মাত্রায় ভোজন করিবে না। এই ঔষধ ভোজনের আদিতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, কান্তি উজ্জ্বল হয়, কেশ সকল সুকোমল ও সুদৃশ্য হয়, জরা, ব্যাধি ও পঙ্গুতা বিনষ্ট হয়, তেজ ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়, শতস্ত্রী রমণ করিতে ক্ষমতা জন্মে, দেহ পদ্মগন্ধ সদৃশ ও পুষ্পবৎ সুকোমল হয় এবং ইহা হর্ষপ্রদ, পুষ্টিদায়ক ও পাপঘ্ন বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

শ্রীসিদ্ধমোদক।—শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, গেঁঠেলা ও রক্তচিতার মূল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কামরূপ দেশীয় গুড় /৬৷৹ সোয়া ছয় সের। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩৬০টী মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতঃকালে জল সহ সেবন করিবে। ইহা নিয়ত এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রথম মাসে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়, দ্বিতীয় মাসে বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পায়, তৃতীয় মাসে কুষ্ঠ সারে, চতুর্থ মাসে শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়, পঞ্চম মাসে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ জন্মে, ষষ্ঠ মাসে পলিত বিনষ্ট হয়, সপ্তম মাসে কান্তি উজ্জ্বল হয়, অষ্টম মাসে অত্যধিক বল হয়, নবম মাসে ১ শত বৎসর জীবিত থাকিবার ক্ষমতা জন্মে, দশম মাসে সুস্বরতা হয়, একাদশ মাসে

দেহী প্রাপ্নোতি কল্পজীবিতং। যুবা নিরন্তরং তিষ্ঠেদ্ যাবৎকালঞ্চ জীবতি॥ ভবন্তি সিদ্ধয়োঽষ্টৌ যশ্চোঽপি পরিকীর্ত্তিতঃ। শ্রীসিদ্ধমোদকোহেষ সিদ্ধাদিষু নিষেবতঃ॥ ১৯॥

লক্ষ্মীবিলাসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ। তদর্দ্ধং চন্দ্রসংজ্ঞস্য জাতীকোষফলে তথা॥ বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং ধুস্তূরকস্য চ। ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীমূলমেব চ॥ নারায়ণী তথা নাগবলা চাতিবলা তথা। বীজং গোক্ষুরকস্যাপি নৈচুলৎ বীজমেব চ॥ এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং পর্ণপত্ররসৈঃ পুনঃ। নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ॥ নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ চতুর্ব্বিধান্। বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ॥ কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিং তথা। নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরম্। শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ। মেদোগতং ধাতুগতং চিরজং কুলসম্ভবম্॥ গলশোথমন্ত্রবৃদ্ধিমতীসারং সুদারুণম্। আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥ উদরং কর্ণনাসাক্ষিমুখবৈকৃত্যমেব চ। কাসপীনসযক্ষ্মার্শঃ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥ সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্। বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্॥ অনুপানমিহপ্রোক্তং মাংসং পিষ্টং পয়োদধি। বারি তক্র সুরা সীধু সেবনাৎ কামরূপধৃক্॥ বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ। ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্বতাম্॥ নিত্যং স্ত্রীণাং শতং গচ্ছন্মত্তবারণবিক্রমঃ। দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টি র্জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ॥ প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা। রসো লক্ষ্মীবিলাসস্তু বাসুদেবে জগৎপতৌ॥ অভ্যাসাদস্য ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ। রসগন্ধককর্পূরজাতীকোষজাতীফলানাং পঞ্চানাং প্রত্যেকং পলার্দ্ধং

মহাবল জন্মে এবং দ্বাদশ মাসে অদৃশ্যতা জন্মিয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া আহার বিহারের বিচার করিতে হয় না। এমন কি এই ঔষধ সেবন করিয়া চিরকাল যুবা থাকিতে পারা যায় এবং ইহা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক বলিয়া জানিবে॥ ১৯॥

লক্ষ্মীবিলাস।—কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ৮ তোলা, কজ্জলী ৪ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, জাতীফল ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা এবং বিদ্ধাড়ক বীজ, ধুতুরাবীজ, শতমূলী, গোরক্ষ চাকুলে, শ্বেতবেড়েলা, গোক্ষুরবীজ ও হিজল, এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পানের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহ সেবন করিলে বাতজ রোগ, পৈত্তিকরোগ, ১৮ প্রকার কুষ্ঠরোগ, ২০ প্রকার প্রমেহরোগ, নাড়ীব্রণ, ব্রণ, গুহ্যরোগ, ভগন্দর, শ্লীপদ, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, রক্তাশ্রিতব্যাধি, মাংস সংশ্রিত ব্যাধি, মেদোগত ব্যাধি, ধাতুগত রোগ, কুলসম্ভূতব্যাধি, গলরোগ, শোথ, অন্ত্রবৃদ্ধি, অতীসার, আমবাত, জিহ্বাস্তম্ভ, গলবেদনা, উদর, কর্ণরোগ, নাসারোগ, অক্ষিরোগ, মুখরোগ, কাস, পীনস, যক্ষ্মা, অর্শ, স্থৌল্যরোগ, সর্ব্বশূল, শিরঃশূল ও স্ত্রীরোগ সকল

বৃদ্ধদারকবীজাদীনাং নবদ্রব্যাণাং প্রত্যেকং কর্ষ ইতি ভট্টাদিব্যবহারঃ। রাঢীয়াস্তু রসগন্ধকয়োর্ম্মিলিত্বা পলার্দ্ধং কর্পূরস্য রসগন্ধকার্দ্ধং কর্ষঃ জাতীকোষফলয়োর্ম্মিলিত্বা কর্ষঃ বৃদ্ধদারকবীজাদীনাং নবদ্রব্যাণাং মিলিত্বা কর্ষ ইত্যাহুঃ॥ ২০॥

শ্রীনৃপতিবল্লভঃ।

জাতীফললবঙ্গাশ্চ ত্বগেলাটঙ্গরামঠম্। জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবাঃ॥ লৌহমভ্রং রসোগন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্। মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥ ধাত্রীরসেন বা পেষ্যং বটিকাঃ কুরু যত্নতঃ। শ্রীমদ্গহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতম্॥ সূর্য্যবত্তেজসা চায়ং রসো নৃপতিবল্লভঃ। অষ্টাদশবটিং খাদেৎপবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ॥ হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষং বিসূচিকাম্। প্লীহ গুল্মোদরাষ্ঠীলা যকৃৎপাণ্ডুককামলাম্॥ হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং তথৈব চ। কটীশূলং কুক্ষিশূলমানাহমষ্টশূলকম্॥ কাসশ্বাসামবাতঞ্চ শ্লীপদং শোথমর্ব্বুদম্। গলগণ্ডং গণ্ডমালামম্লপিত্তঞ্চ গর্দ্দভীম্॥ ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্। উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃ প্রমেহকম্॥ অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্। জ্বরং জীর্ণং তথা কণ্ডুং তন্দ্রালস্যং ভ্রমং ক্লমম্॥ দাহঞ্চ বিদ্রধিং হিক্কাং জড়গদ্গদমূকতাম্। মূঢ়ঞ্চ স্বরভেদঞ্চ ব্রধ্নবৃদ্ধিবিসর্পকান্॥ ঊরুস্তম্ভং রক্তপিত্তং গুদভ্রংশারুচিং তৃষাম্। কর্ণনাসামুখোত্থাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ পীনসান্॥ স্থৌল্যঞ্চ শীতপিত্তঞ্চ স্থাবরাদিবিষাণি চ। বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্॥ সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা। বলবর্ণকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥ পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পুত্রদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ। অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে॥ রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ॥ ২১॥

বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পশ্চাৎ মাংস, পিষ্ট, দুগ্ধ, দধি, জল, তক্র, সুরা ও সীধু সেবন করিবে। এই লক্ষ্মীবিলাস ঔষধ সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবা হয়, আদৌ শুক্রপাত হয় না, লিঙ্গ শিথিল হয় না, কেশ পাকে না, দৃষ্টি প্রখর হয় এবং অত্যন্ত পুষ্টি জন্মে॥২০॥

শ্রীনৃপতিবল্লভ।—জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচি, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপাতা, যমানী, সৈন্ধব লবণ, শুণ্ঠি, লৌহ, অভ্র, পারা, গন্ধক ও তাম্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং মরিচ চূর্ণ ১৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ বা আমলকীর রসসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৪।৫ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহযোগে সেবন করিলে মন্দাগ্নি, আমদোষ, বিসূচিকা, প্লীহা, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, হৃদয়শূল, পৃষ্ঠশূল, পার্শ্বশূল, কটীশূল, কুক্ষিশূল, আনাহ, কাস, শ্বাস, আমবাত, শ্লীপদ, শোথ, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অম্লপিত্ত, গর্দ্দভী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, দদ্রু, বাতরক্ত, ভগন্দর, অতীসার, উপদংশ, গ্রহণী, অর্শ, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, জীর্ণজ্বর, কণ্ডু, তন্দ্রা, আলস্য, ভ্রম, ক্লম, দাহ, বিদ্রধি, হিক্কা, জাড্য, গদ্গদতা, মূকতা, স্বরভেদ, মূঢ়গর্ভ, ব্রধ্ন (বাগী), বৃদ্ধি, বিসর্প, ঊরুস্তম্ভ, রক্তপিত্ত, গুদভ্রংশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণ-

শৃঙ্গারাভ্রম্।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং তদন্যৎ কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্। মাংসী তালীশচোচে গজকুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যং পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটু রথ পৃথক্ত্বর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্। এলা জাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্ম কোলং কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্। পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্রস্তদনু চ কিয়চ্ছৃঙ্গবেরং সপর্ণম্॥ পানীয়ং পীতমন্তে ধ্রুবমপহরতি ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারাণ্ কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদররুজো রাজযক্ষ্মক্ষয়ঞ্চ॥ কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্ ছর্দ্দিশূলাম্লপিত্তং তৃষামপি মহতীং গুল্মজালং বিশালম্॥ পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং গরগরলগদান্ পীনসান্ প্লীহরোগান্ হন্যাদামানিলোত্থান্ কফপবনকৃতান্ পিত্তরোগানশেষাণ্। বল্যোবৃষ্যশ্চভোগ্যস্তরুণতরমরঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ পথ্যং মাংসৈশ্চ যূষৈর্ঘৃতপরিলুলিতৈ র্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ। ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানংমুদা যচ্ছৃঙ্গার ভ্রেণ কামী যুবতীজনশতা ভোগযোগাদতুষ্টঃ। বর্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিচিদথ স্বেচ্ছয়াভোজ্যমন্যদ্দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্গতবলিপলিতোনরোঽস্য প্রসাদাৎ॥ ২২॥

চতুর্ম্মুখঃ।

রসগন্ধকলোহাভ্রং সমং সূতাঙ্ঘ্রি হেম চ। সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যা-

রোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, পীনস, স্থৌল্য, শীতপিত্ত, স্থাবরাদি বিষদোষ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। এবং উহাদ্বারা বল, বর্ণ, আয়ু প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়॥ ২১॥

শৃঙ্গারাভ্র।—শোধিত কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপুল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর ফুল, কুড় ও ধাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।৹ অর্দ্ধতোলা হরীতকী আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠি, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ।৹ সিকিতোলা, ছোটএলাচি ও জায়ফল প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও পারদ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩।৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে আদা ও পান অনুপানের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ জল পান করিবে। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি, জ্বর, উদররোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, শোথ, নেত্ররোগ, মেহ, মেদোরোগ, বমি, শূল, অম্লপিত্ত, তৃষ্ণা, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, গরদোষ, গরল, পীনস, প্লীহা, আমবাতজ রোগ, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ ও অনেক প্রকার পিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং ইহা বল জনক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও চিরযৌবন বিধায়ক। এই ঔষধ সেবন করিয়া ঘৃতযুক্ত মাংস, মুগাদির যূষ ও বহু পরিমাণে গব্যদুগ্ধ আহারার্থ ব্যবহার করিতে হয়। এবং অধিক মাত্রায় মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিতে হয় জানিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া কিছু দিন শাক ও অম্ল পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে যথেচ্ছারূপ আহার করিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা দীর্ঘায়ু, কামবৃদ্ধি ও বলীপলিত বিনাশ পায়॥ ২২॥

চতুর্ম্মুখ।—পারদ, ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, লৌহ ১ এক ভাগ, অভ্র ১ এক ভাগ এবং স্বর্ণ

স্বরসমর্দ্দিতম্॥ এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্যধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্। সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলা মধু-যোজিতম্। তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনম্॥ ক্ষয়মেকা-দশবিধং কাসং পঞ্চবিধং তথা। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহ-কম্॥ শ্বাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কা চৈবাম্লপিত্তকম্॥ ব্রণান্ সর্ব্বা-নাঢ্যবাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা। অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্। ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা। পৌষ্টিকং ধন্যমায়ুষ্যং পুত্রপ্রসবকারকম্। চতুর্ম্মুখেন দেবেন কৃষ্ণাত্রেয়স্য সূচিতম্॥ ২৩॥

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররসঃ।

দ্বিকর্ষং শুদ্ধ সূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকং। লৌহভস্ম পলঞ্চৈকং জারি-তাভ্রং পলাংশিকং॥ দ্বিতোলং রজতাঞ্চৈব রঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকং। সুবর্ণং তোলঞ্চৈব তাম্রং কাংস্যঞ্চ তৎসমং॥ জাতীফলঞ্চেন্দ্রপুষ্প-মেলা ভৃঙ্গঞ্চ জীরকং। কর্পূরং বনিতা মুস্তং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্॥ সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারস বিমর্দ্দিতং। ভাবয়িত্বা বরাতোয়ৈ-রুবুকানাং রসৈস্তথা॥ এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ং। উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং চণকপ্রমাং॥ খাদেচ্চ বটিকা মিমাং পর্ণখণ্ডেন সংযুতাং। সর্ব্বব্যাধি বিনাশায় কাশীরাজেন নির্ম্মিতা। বল্যা রসায়নী বৃষ্যা বাজীকরণ মুত্তমম্॥ অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণক গ্রহণীং চিরজামপি॥ আমবাতমম্লপিত্তং জীর্ণজ্বরমরোচকং। আমশূলং কটী-শূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকং। কামশোকোদ্ভবং রোগং প্রমেহং বহু-

---

।০ সিকি ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া তাহা ভেরেণ্ডাপাতা দ্বারা উত্তম রূপে বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ৩ তিন দিবস রাখিয়া দিবে। তৎপরে উহা ধান্যরাশির মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া যথাযোগ্য অনুপানে সকল প্রকার রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা ত্রিফলা ও মধুসহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়ন ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে জানিবে। এবং এই ঔষধ সেবন করিলে মন্দাগ্নি, বলীপলিত, ক্ষয়, কাস কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ. শ্বাস, শূল, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, ঊরুস্তম্ভ, বিসর্প, বিদ্রধি (ওড়া), অপস্মার (মৃগী), উন্মাদ, অর্শ, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ পুষ্টিজনক, ধনবৰ্দ্ধক, আয়ুবৰ্দ্ধক ও পুত্রপ্রসবকারক জানিবে॥ ২৩॥

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। পারদ ৪ চারি তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তামা ১ তোলা, কাঁসা ১ এক তোলা, জাতীফল ২ তোলা, লবঙ্গ ২ দুইতোলা, এলাচি ২ দুইতোলা, দারুচিনি ২ দুইতোলা, জীরা ২ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, প্রিয়ঙ্গু ২ তোলা এবং মুথা ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ত্রিফলার কাথ দ্বারা ও এরণ্ডপত্রের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া পিণ্ডাকৃতি করতঃ তিন দিবস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর তিন দিবস পরে উক্ত ঔষধ তুলিয়া পাণের রসের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, আমবাত, অম্লপিত্ত, জীর্ণজ্বর, অরুচি, আমশূল, কটীশূল, হৃদয়শূল,

মূত্রকং। বায়ূন্ বহুবিধান্ হন্তি ধ্বজভঙ্গং বিশেষতঃ। মেধাঞ্চ লভতে রাজ্ঞি তুষ্টি পুষ্টি সমন্বিতাং। বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী স্ত্রীষু চাপি বৃষায়তে॥ দৃষ্টঃ সিদ্ধফলোহ্যেষ রসায়নবরঃ স্মৃতঃ॥ ২৪॥

অষ্টাবক্র রসঃ।

রসরাজস্য ভাগৈকং দ্বিভাগং গন্ধকস্য চ। ভাগমেকং সুবর্ণস্য ভাগার্দ্ধং রজতস্য চ॥ নাগং তাম্রং খর্পরঞ্চ বঙ্গঞ্চৈব সমাংশকং। প্রত্যেকং রজতার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥ বটাঙ্কুর রসৈর্যামং যামং কন্যারসৈঃ সহ। কূপ্যভ্যন্তরে সংস্থাপ্য ত্রিদিনং পাচয়েৎ সুধীঃ। দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যং জায়তে অবিকল্পিতঃ। বলীবলিত বিধ্বংসি বলপুষ্টিকরং মহৎ। আরোগ্যজননং মেধাকান্তিকৃৎ শুক্রবর্দ্ধকং। মহৌষধবরশ্চৈতদষ্টাবক্রেণ নির্ম্মিতং॥ ২৫॥

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রসঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং তাম্রং তীক্ষ্ণং মৃতাভ্রকং। মৌক্তিকং গন্ধকং শঙ্খং প্রবালং তালকং শিলা॥ শোধিতঞ্চ সমং সর্ব্বং সপ্তাহং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং। বহ্নিমূলকষায়েণ ভানুদুগ্ধে দিনত্রয়ং॥ নির্গুণ্ডী শূরণদ্রাবৈর্বজ্রদুগ্ধে দিনত্রয়ং। অনেন পূরয়েদ্‌গর্ভং পীতবর্ণ বরাটিকাং॥ টঙ্গণং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তস্য মুখং লিম্পেৎ। রুদ্ধ্বা ভাণ্ডমুখং পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। সঞ্চূর্ণ্য তৎসমং সূতং বৈক্রান্তং মৃতপাদিকং। শোভাঞ্জন দ্রবৈঃ সর্ব্বং সপ্তবারাণ্ বিভাবয়েৎ॥ বহ্নিমূলকষায়েণ ভাবনাদ্বয়মীহতে। এবং সংশুদ্ধ সূতেন্দ্রঃ সর্ব্বব্যাধি নিসূদনঃ॥ মাসার্দ্ধেন নিহন্ত্যাশু জরামৃত্যুং ন সংশয়ঃ। বাতং বিদ্রধিশূলং পাণ্ডু গ্রহণী-

---

পক্তিশূল, কাসরোগ, শোকসম্ভূতরোগ, প্রমেহ, বহুমূত্র, বাতব্যাধি ও ধ্বজভঙ্গরোগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং ইহা বলকারক, রসায়নশ্রেষ্ঠ, বীর্য্যবর্দ্ধক, বমিকারক, বৃদ্ধব্যক্তির তরুণত্ববিধায়ক ও বহুস্ত্রীতে মৈথুনশক্তি প্রদায়ক বলিয়া জানিবে॥ ২৪॥

অষ্টাবক্র রস।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সুবর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ॥০ অর্দ্ধভাগ, সীসা।০ সিকি ভাগ, তাম্র।০ সিকি ভাগ, খর্পর।০ সিকি ভাগ ও বঙ্গ।০ সিকি ভাগ, এই সকল পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক বটের কুঁড়ির রসে ১ প্রহর ও ঘৃত কুমারীর রসে ১ এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক কাচকূপী (বোতল) মধ্যে পূরিয়া ৩ তিন পাক করিয়া দাড়িমফুলের সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহা বলিপলিত নাশক, পুষ্টিকারক, আরোগ্য বিধায়ক, মেধাকারক, কান্তির ঔজ্জ্বল্যবর্দ্ধক, শুক্র বর্দ্ধক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন বলিয়া জানিবে॥ ২৫॥

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস।—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল ও মনছাল, এই সকল দ্রব্য শোধিতান্তর সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ করতঃ চিতামূলের রসে ৭ দিবস এবং আকন্দের আঠা, নিসিন্দার রস, ওলের রস ও মনসাসীজের রসে ৩দিন করিয়া ভাবনা দিয়া পীতবর্ণ কড়ির ভিতরে পূরিবে এবং আকন্দের আঠা দ্বারা সোহাগা মাড়িয়া তদ্দারা উহাদের মুখ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ কড়ি সমূহ ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সেই ভাণ্ডটীর মুখ রুদ্ধ করতঃ বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত

রক্তাতিসারান্ জয়েৎ। মেদপ্লীহজলোদরাশ্মরীতৃষ্ণা শোথং হলী-মোদরং। মূত্রাঘাত ভগন্দর জ্বরগণান্ সর্ব্বাণি কুষ্ঠান্যপি। সাধ্যাসাধ্য-ভবান্ গদান্ বহুতরান্ সংশোধয়েৎ যোগতঃ॥ ১৬॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং রসায়নাধিকারঃ।

করিয়া চূর্ণ করতঃ উহার সহিত চূর্ণের সমান রসসিন্দূর ও রসিন্দূরের সিকি পরিমাণ বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া সজিনার রসে ৭ সাত বার ও চিতামূলের রসে ২ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা যথাযোগ্য অনুপানে সেবন করিলে বাতব্যাধি, বিদ্রধি, শূল, পাণ্ডু, গ্রহণী, রক্তাতিসার, মেহ, প্লীহা, জলোদর, অশ্মরী, তৃষ্ণা, শোথ, হলীমক, উদর, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, জ্বর ও কুষ্ঠরোগাদি বিনষ্ট হইয়া বল, বীর্য্যাদি সম্বর্দ্ধিত হয় জানিবে॥ ১৬॥

ইতি রসায়নাধিকার সমাপ্ত।

অথ বাজীকরণাধিকারঃ।

শুক্রক্ষয়কারণং।

চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ। ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবনাৎ॥ ১॥

বাজীকরণ-লক্ষণং।

বাজং শুক্রং তদস্যাস্তীতি বাজী অবাজী বাজী ক্রিয়তে পুরুষোঽনে-নেতি বাজীকরণম্॥ ২॥

অথ বাজীযোগাৎ যদুক্তং চরকে।

যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজীবল্লভতে নরঃ। যেন বাপ্যধিকং বীর্য্যং বাজীকরণমেবতৎ॥ ৩॥

অথৈতদকরণে দোষাঃ।

গ্লানিঃ কম্পোঽবসাদস্তদনু চ কৃশতা ক্ষীণতা চেন্দ্রিয়াণাং শোষোচ্ছ্বা-সোপদংশজ্বরগুদজগদাঃ ক্ষীণতা সর্ব্বধাতৌ। জায়ন্তে দুর্নিবারাঃ পবনপরিভবাঃ ক্লীবতালিঙ্গভঙ্গৌ বামাবশ্যাতিযোগাদ্ভজত ইহ সদা বাজিকর্ম্মচ্যুতস্য॥ ৪॥

বাজীকরণাধিকার।

শুক্রক্ষয়ের কারণ।—চিন্তা, জরা, ব্যাধি, ক্লেশজনক কার্য্য, উপবাস ও অধিক স্ত্রীসহবাস দ্বারা দেহের শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১॥

বাজীকরণের লক্ষণ।—যদ্দ্বারা অল্পশুক্র বা হীনশুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তির শুক্রাধিক্য জন্মে, তাহাকে বাজীকরণ বলা যায় জানিবে॥ ২॥

চরক মত।—যদ্দ্বারা পুরুষের স্ত্রীসঙ্গম বিষয়ে বাজির (অশ্বের) ন্যায় শক্তি ও সমধিক শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাজীকরণ কহে॥ ৩॥

অত্যন্ত স্ত্রীরত ব্যক্তির বাজীকরণ সেবন না করার দোষ।— যদ্যপি অত্যন্ত স্ত্রীসহবাস করা যায়, অথচ বাজীকরণ ঔষধ সেবন না করা হয়, তাহা হইলে গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, ক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, শোষ, উচ্ছ্বাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শ, ধাতুক্ষীণতা, অত্যধিক বায়ু প্রকোপ, ক্লীবতা, লিঙ্গ-ভঙ্গ ও স্ত্রীর অপ্রিয়তা, এই সমুদায় ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৪॥

বৃষ্যলক্ষণং।

যৎকিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু। হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্বৃষ্যমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

মাষকলায়যোগঃ।

ঘৃতভৃষ্টমাষবিদলং দুগ্ধং সিদ্ধঞ্চ শর্করামিশ্রম্। ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণী শতমৈথুনং পুরুষঃ ॥ ৬ ॥ শতাবরীশৃতং ক্ষীরং প্রপিবেৎসিতয়া যুতম্। রমমাণস্য বিরতিং মৃদুতাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥ বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্য রসং শর্করয়া সমম্। প্রয়োগাদস্য সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোঽম্বুধিঃ ॥ ৮ ॥ লঘুশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতাম্। সর্পিষাপয়সা পীত্বা রেতী চটকবদ্ভবেৎ ॥ ৯ ॥ বিদারীকন্দচূর্ণঞ্চ ঘৃতেন পয়সা পিবেৎ। উড়ুম্বররসেনৈব বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ ১০ ॥

আমলকীচূর্ণম্।

সপ্তধামলকীচূর্ণমামলক্যম্বুভাবিতম্। ঘৃতেন মধুনা লীঢ়্বা পিবেৎক্ষীরপলং নরঃ। বাজীকরণযোগোঽয়মুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥

বীর্য্যহানিকারণং।

অত্যন্তমুষ্ণকটু তিক্ত কষায়মম্লং ক্ষারঞ্চ শাকমথবা লবণাধিকঞ্চ। কামী সদৈব রতিমান্ বনিতাভিলাষী নো ভক্ষয়েদিতি সমস্তজনপ্রসিদ্ধিঃ ॥ ১২ ॥

বস্তাণ্ডযোগঃ।

পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা। সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু

বৃষ্যের লক্ষণ।—যে সমুদায় দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, গুরু ও চিত্তের আনন্দজনক, তাহাদিগকে বৃষ্য বলা যায় জানিবে ॥ ৫ ॥

মাষকলায়যোগ।—মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শতাবরীক্ষীর।—শতাবরী ২ দুই তোলা, দুগ্ধ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, জল ⁄।৵০ দেড় পোয়া, শেষ ⁄৵০ অর্দ্ধপোয়া অর্থাৎ দুগ্ধাবশেষ। ইহা পান করিলে অত্যন্ত রতিশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধ শাল্মলীমূল।—পুরাতন সীমূল বৃক্ষের মূলের রস চিনির সহিত ৭ সাত দিন সেবন করিলে অতীব শুক্র বৃদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

একটীযোগ।—ছোট সিমূল গাছের ছালের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধ সহ সেবন করিলে সমধিক রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় ॥ ৯ ॥

বিদারীকন্দ চূর্ণ।—ভূমি কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ ঘৃত, দুগ্ধ বা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে এত অধিক শুক্র বৃদ্ধি হয় যে, বৃদ্ধ ব্যক্তিরও যুবার ন্যায় সামর্থ্য জন্মে ॥ ১০ ॥

আমলকী চূর্ণ।—আমলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিয়া অর্দ্ধপোয়া গব্যঘৃত পান করিলে অত্যাধিক বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি উত্তম বাজীকরণ ॥ ১১ ॥

বীর্য্যহানির কারণ।—অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্য, কটুদ্রব্য, তিক্তবস্তু, কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শাক এবং অধিক লবণাত্মক দ্রব্য, এই সকল ভোজন করিলে বীর্য্যহানি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্॥ ১৩॥ বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসকৃত্তিলান্। যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ॥ ১৪॥ চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতম্। সর্পিঃ ক্ষৌদ্রযুতং কৃত্বা শতং গচ্ছেন্নরোহঙ্গনাঃ॥ ১৫॥ এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্। শর্করা মধুসর্পির্ভির্যুক্তং লীঢ্বা পয়ঃ পিবেৎ। এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতি॥ ১৬॥ বিদারীকন্দকল্কন্তু ঘৃতেন পয়সা নরঃ। উড়ুম্বরসমং খাদেদ্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥ ১৭॥ স্বয়ংগুপ্তেক্ষুরকয়োর্বীজচূর্ণং সশর্করম্॥ ধারোষ্ণেণ নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥১৮॥ উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমুচ্যতে॥ ১৯॥ শতাবর্য্যুচ্চটাচূর্ণং পেয়মেবং সুখার্থিনা॥ ২০॥ কর্ষং মধুকচূর্ণস্য ঘৃতক্ষৌদ্রসমন্বিতম্॥ পয়োঽনুপানং যো লিহ্যান্নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ॥ ২১॥ গোক্ষুরকঃ ক্ষুরকঃ শতমূলী বানরী নাগবলাতিবলা চ। চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং যস্য গৃহে প্রমদা শতমস্তি॥ ২২॥ ঘৃতভৃষ্টো দুগ্ধ মাষ পায়সো বৃষ্য উত্তমঃ॥ ২৩॥ আর্দ্রাণি মৎসমাংসানি শফরী র্বা সুভর্জ্জিতাঃ। তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্॥ ২৪॥

বস্তাণ্ডযোগ।—ছাগলের কোষদ্বয়, পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে শত স্ত্রীসহ সঙ্গম করিতে শক্তি জন্মে॥ ১৩॥

বস্তাণ্ডতিল।—কৃষ্ণতিল, ছাগলের অণ্ডকোষের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধে একবার ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত রতি কর্ম্মে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে॥ ১৪॥

বিদারীচূর্ণ।—ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডরসে ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে সমধিক মৈথুন ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৫॥

আমলকাদি চূর্ণ।—আমলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত, চিনি ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধও যুবার ন্যায় রতিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ১৬॥

বিদারীকন্দাদি।—ভূমি কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

স্বয়ংগুপ্তাবীজাদি।—আলকুশীর বীজ ও কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মধু, চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে আদৌ শুক্রক্ষয় হইতে পারে না॥ ১৮॥

উচ্চটা চূর্ণ।—কুঁচের মূল চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৯॥

শতাবর্য্যুচ্চটা চূর্ণ।—শতাবরী চূর্ণ ও কুঁচমূল চূর্ণ সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধসহ সেবন করিলে অত্যাধিক বীর্য্য বৃদ্ধি পায় জানিবে॥ ২০॥

মধুকচূর্ণ।—যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধসহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধপান করিলে সমধিক বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ২১॥

গোক্ষুরকাদি।—গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশীর বীজ, গোরক্ষ চাকুলিয়া ও শ্বেত বেড়েলা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত রাত্রিকালে সেবন করিলে শত স্ত্রীসঙ্গমে শক্তি জন্মিয়া থাকে॥ ২২॥

বৃষ্যোত্তম।—মাষকলায়ের দাইল ও দুগ্ধ একত্র করিয়া পায়স প্রস্তুত পূর্ব্বক ভোজন করিলে অত্যন্ত শুক্র বর্দ্ধিত হয়॥ ২৩॥

নরসিংহচূর্ণম্।

শতাবরীরজঃ প্রস্থং প্রস্থং গোক্ষুরকস্য চ। বারাহ্যা বিংশতিপলং গুড়ূচ্যা পঞ্চবিংশতিঃ। ভল্লাতকানাং দ্বাত্রিংশচ্চিত্রকস্য দশৈব তু॥ তিলানাং শোধিতানাঞ্চ প্রস্থং দদ্যাৎ সুচূর্ণিতম্। ত্র্যূষণস্য পলাস্যষ্টৌ শর্করায়াশ্চ সপ্ততিঃ। মাক্ষিকং শর্করার্দ্ধেন মাক্ষিকার্দ্ধেন বৈ ঘৃতম্। শতাবরীং সমং দেয়ং বিদারীকন্দজং রজঃ॥ এতদেকীকৃতং চূর্ণং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। পলার্দ্ধমুপযুঞ্জীত যথেষ্টঞ্চাস্য ভোজনম্॥ মাষৈকমুপযোগেন জরাং হন্তি রুজামপি। বলীপলিতখালিত্য মেহ পাণ্ড্বাঢ্যপীনসান্॥ হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি তথাষ্টাবুদরাণি চ। ভগন্দরং মূত্রকৃচ্ছ্রং গৃধ্রসীঞ্চ হলীমকম্॥ ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চকাসান্ সুদারুণান্। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥ বিংশতিংশ্লৈষ্মিকাংশ্চাপি সংসৃষ্টান্ সান্নিপাতিকান্। সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ সকাঞ্চনাভো মৃগরাজবিক্রমস্তুরঙ্গমঞ্চাপ্যনুযাতি বেগতঃ। স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সাতিরেকং প্রকৃষ্টপুষ্টশ্চ যথা বিহঙ্গঃ॥ পুত্রান্ সংজনয়েদ্ধীমান্ নরসিংহনিভাংস্তথা। নরসিংহমিদং চূর্ণ সর্ব্বরোগহরং নৃণাম্॥ বারাহীকন্দসংজ্ঞস্তু চর্ম্মকারালুকোমতঃ। পশ্চিমে গৃষ্টিশব্দাখ্যো বরাহলোমবানিব॥ ২৫॥

গোধূমাদ্যং ঘৃতম্।

গোধূমাত্তু পলশতং নিঃক্বাথ্য সলিলাঢ়কে॥ পাদশেষে চ পূতে চ দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥ গোধূমং যুঞ্জাতফলং মাষ দ্রাক্ষা পরুষকে॥ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী স শতাবরী। অশ্বগন্ধা সখর্জ্জুরা মধুকং ত্র্যূষণং সিতা॥ ভল্লাতকমাত্মগুপ্তা সমভাগানি কারয়েৎ।

মৎস্যমাংসাদি।—সদ্যঃ মৎস্য ও মাংস, বিশেষতঃ সরল পুঁটী মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে, সর্ব্বদা স্ত্রীসহবাস করিলেও আদৌ বীর্য্যের ক্ষয় হয় না॥ ২৪॥

নরসিংহ চূর্ণ।—শতাবরীমূল চূর্ণ /২ সের, গোক্ষুরবীজ চূর্ণ /২ সের, বারাহী (চামালু) চূর্ণ /২॥০ আড়াইসের, গুলঞ্চ /৩৶০ তিনসের দুইছটাক, শোধিত ভেলাবীজ চূর্ণ /১।০ একসের এক পোয়া, তিলচূর্ণ /২ সের, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত /১ সের, চিনি /৮৸০ আটসের তিনপোয়া, মধু /৪।৶০ চারিসের ছয়ছটাক, গব্যঘৃত /১৶০ দুইসের তিনছটাক এবং ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ /২ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ১ মাস পর্য্যন্ত নিয়মিত সেবন করিলে জরা, বলী, পলিত, খালিত্য, মেহ, পাণ্ডু, পীনস, কুষ্ঠ, উদর, ভগন্দর, মূত্রকৃচ্ছ্র, গৃধ্রসী, হলীমক, ক্ষয়, কাস, ৮০ প্রকার ব্যাধি, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ ও ২০প্রকার কফরোগ নিবারিত হইয়া কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, সিংহের ন্যায় বলবিক্রম এবং অশ্বের ন্যায় গতি ও মৈথুন ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে॥ ২৫॥

গোধূমাদ্য ঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের। জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—গোধূম ১২॥০ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গোধূম, যুঞ্জাতফল (অভাবে তালমস্তক), মাষকলায়, দ্রাক্ষা, পরূষফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, শতাবরী, অশ্বগন্ধা, পিণ্ডখেজুর, যষ্টিমধু, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, চিনি, ভেলা ও আলকুশীর মূল বা বীজ, এই সকল

ঘৃতপ্রস্থং পচেদেবং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্॥ মৃদ্বগ্নিনা চ সিদ্ধে তু দ্রব্যাণ্যেতানি নিক্ষিপেৎ। ত্বগেলা পিপ্পলী ধান্য কর্পূর নাগকেশরম্॥ যথালাভং বিনিক্ষিপ্য সিতাক্ষৌদ্রং পলাষ্টকম্। দত্ত্বেক্ষুদণ্ডেনালোড্য বিধিবদ্বিনিযোজয়েৎ॥ শাল্যোদনেন ভুঞ্জীত পিবেন্মাংসরসেন বা। কেবলস্য পিবেদস্য পলমাত্রং প্রমাণতঃ॥ নচাস্য লিঙ্গশৈথিল্যং ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ। বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসংজননং পরম্॥ মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশমনং বৃদ্ধানাঞ্চাপি শস্যতে। পলদ্বয়ং তদশ্নীয়াৎ দশরাত্রমতন্ত্রিতঃ॥ স্ত্রীণাং শতঞ্চ ভজতে পীত্বা চানুপিবেৎ পয়ঃ। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঞ্চৈব গোধূমাদ্যং রসায়নম্। জলদ্রোণেঽত্র গোধূমক্বাথস্তচ্ছেষ আঢ়কম্। যুঞ্জাতস্য স্থানে তু তদ্গুণং তালমস্তকম্॥ কল্কদ্রব্য সমং মানং ত্বগাদেঃ সাহচর্য্যতঃ॥ ২৬॥

বৃহদশ্বগন্ধাঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পলশতং শুভদেশসমুদ্ভবম্। পুণ্যেঽহনি সমাহৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণকুট্টিতম্॥ দ্রোণেঽম্ভসি পচেত্তাবদ্যাবৎপাদাবশেষিতম্। সর্পিঃ প্রস্থং পচেত্তেন গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥ কষায়ং ছাগমাংসস্য দদ্যাচ্ছত দ্বয়স্য চ। কল্কানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি তদামূনি প্রদাপয়েৎ॥ কাকোলিযুগমৃদ্ধী দ্বে মেদে দ্বে চাথ জীরকম্। স্বয়ংগুপ্তামৃষভকমেলাং মধুকমেব চ॥ মৃদ্বীকাং সূর্পপর্ণ্যৌ চ জীবন্তীং চপলাং বলাম্। নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্বা সম্যগ্বিপাচয়েৎ॥ সিতামাক্ষিকয়োঃ শীতে গৃহ্নীয়াৎ কুড়বৌ পৃথক্। লীঢ়্বা পাণিতলং ভুঞ্জেৎ পরিহার বিবর্জ্জিতম্॥

দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। পাকান্তে শীতল হইলে দারুচিনি, ছোটএলাচি, পিপুল, ধনিয়া, কর্পূর ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে উপযুক্ত পরিমাণ। পশ্চাৎ চিনি /৷৹ অৰ্দ্ধসের ও মধু /৷৹ অৰ্দ্ধসের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া নিষ্ফেন হইলে নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃতসহ জল ও কল্কদ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, পরে অল্প জলীয়াংশ থাকিতে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পুনরায় ঘৃতসহ ক্রমান্বয়ে গোধূমের ক্বাথ ও দুগ্ধ মিশাইয়া ইক্ষুদণ্ড দ্বারা পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইলে ছাঁকিয়া তাহার সহিত দারুচিনি প্রভৃতির চূর্ণ এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই গোধূমাদ্য ঘৃত ২ তোলা মাত্রায় দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিতে হয়। এবং শালিধান্যের অন্ন ও মাংসের যূষ পথ্যরূপে প্রদান করিতে হয়। ইহাদ্বারা লিঙ্গ শৈথিল্য, শুক্রক্ষয়, বায়ু ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হইয়া বল, শুক্রোৎপাদিকা শক্তি ও বৃদ্ধের রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং ইহাদ্বারা শতস্ত্রী রমণে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে॥ ২৬॥

বৃহদশ্বগন্ধাঘৃত।—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের। জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—অশ্বগন্ধার মূল ১২৷৷৹ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। এবং ক্বাথার্থ—ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কল্কার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীরক, আলকুশীর বীজ, ঋষভক, এলাচি, যষ্টিমধু, কিসমিস্, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতাবরী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ সের। পাক শেষে চিনি ও মধু মিলিত /১ সের। প্রথমতঃ ঘৃত কটাহে

ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা বৃদ্ধা বালাস্তথাবলাঃ। হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রাশ্নেদং মাত্রয়া ঘৃতম্ ॥ ওজঃ স্বাস্থ্যঞ্চ তেজশ্চ প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ। লভতে সূর্য্যসঙ্কাশো ভ্রাজতে বিগতঃ জ্বরঃ॥ বৃদ্ধো বৃষায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শবর্ষবৎ। নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেন্ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥ বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধাসমন্বিতম্। মাসমাত্র প্রয়োগেন বলীপলিতনাশনম্॥ ন খালিত্যং ন তিমিরং বাতব্যাধি মহাগদান্। পঞ্চকাসান ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরম্॥ হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ শীঘ্রমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥ ২৭॥

গুড়কুষ্মাণ্ডকম্।

কুষ্মাণ্ডকাৎপলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্। প্রস্থঞ্চ ঘৃততৈলস্য তস্মিংস্তপ্তে নিধাপয়েৎ॥ ত্বক্পত্র ধান্যকব্যোষ জীরকৈলাদ্বয়ানলম্। গ্রন্থিকং চব্য মাতঙ্গপিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥ শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ প্রলম্বং তালমস্তকম্। চূর্ণীকৃতং পলাংশঞ্চ গুড়স্য তুলয়া পচেৎ॥ শীতীভূতে পলান্যষ্টৌ মধুনঃ সম্প্রদাপয়েৎ। কফপিত্তানিলহরং মন্দাগ্নীনাঞ্চ শস্যতে॥ কৃশানাং বৃংহনং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্। প্রমদাসু প্রসক্তানাং যে চ স্যুঃ ক্ষীণরেতসঃ॥ ক্ষয়েণ তু গৃহীতানাং পরমেতদ্ভিষগ্জিতম্। কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং হন্তি ছর্দ্দিমরোচকম্। গুড়কুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমশ্বিভ্যাং সমুদাহৃতম্। খণ্ডকুষ্মাণ্ডবৎপাত্রং স্বিন্নকুষ্মাণ্ডকদ্রবম্ ॥২৮॥

চাপাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক পূর্ব্বক ফেন রহিত হইলে নামাইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃতসহ জল ও কল্ক দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে অল্প জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিবে এবং উহার সহিত ক্রমান্বয়ে অশ্বগন্ধার ক্বাথ, ছাগ মাংসের ক্বাথ ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইয়া শেষ পাকের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এবং শীতল হইলে চিনি /॥০ অর্দ্ধসের ও মধু /॥০ অর্দ্ধসের ঐ ঘৃতসহ মিশাইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। ক্ষীণেন্দ্রিয়, ক্ষীণশুক্র, বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রীলোক ও হীনমাংস ব্যক্তিগণ এই ঘৃত পান করিলে তাহাদের ওজঃ, স্বাস্থ্য, তেজ, ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতা ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ হয়। এমন কি ইহা দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবার ন্যায় স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে, জ্বর নিবারিত হয় শুক্র ক্ষয় হয় না, বন্ধ্যানারী বুদ্ধি ও মেধা সমন্বিত পুত্র প্রসব করিতে পারে। এবং এক মাসের মধ্যে ইহা দ্বারা বলী, পলিত, খালিত্য (টাক), তিমির, বাতব্যাধি কাস, ক্ষয় শ্বাস, হিক্কা, ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

গুড়কুষ্মাণ্ডক।—ছাল ও বীজ রহিত দেশী কুমড়া ১২॥০ সের, ভর্জ্জন জন্য ঘৃত /২ সের ও তৈল /২ সের, গুড় ১২॥০ সাড়ে বারসের, কুমড়ার জল ১৬ সের। প্রক্ষেপার্থ—দারুচিনি, তেজপত্র, ধনিয়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জীরক, ছোট এলাইচ, বড়এলাচি, চিতামূল, পিপুলমূল, চই, গজপিপুল, পাণীফল, কেশুর, শশারবীজ ও তালের মাথী, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা। শীতল হইলে মধু /১ সের। প্রথমতঃ গুড় জ্বাল দিয়া রস করিবে, তৎপরে কুমড়াগুলি ঘৃত ও তৈল দ্বারা ভাজিয়া একত্র কুষ্মাণ্ড জল ও গুড়ের রস সহ পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহার সহিত দারুচিনি প্রভৃতির চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে ও ঠাণ্ডা হইলে মধু মিশাইয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে কফ, পিত্ত, বাত,

স্ত্রীসঙ্গমাদ্ধাতোরবৈষম্যহেতুঃ।

যোগান্ সংসেব্য বৃষ্যান্মিথঃ পয়ঃ শীতলাম্বু পীত্বা গচ্ছেন্নারীং রসজ্ঞাং স্মরশরতরলাং কামুকঃ কামমাদ্যে। যামে হৃষ্টঃ প্রহৃষ্টাং ব্যপগতসুর-তস্তৎসমুৎপাদ্য সদ্যঃ কান্তঃ কান্তাঙ্গসঙ্গাদ্ মহদপি ন বৈ ধাতু-বৈষম্যমেতি ॥ ২৯ ॥

বৃষ্যতমালক্ষণং।

সুরূপা যৌবনস্থা চ লক্ষণৈর্যদি ভূষিতা। বয়স্থা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রীবৃষ্যতমা মতা ॥ ৩০ ॥

যেষাং বাজীকরণং যোগ্যং।

স্ত্রীস্বক্ষয়ং মৃগয়তাং বৃদ্ধানাঞ্চ রিরংসতাম্। ক্ষীণানামল্পশুক্রাণাং স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ ॥ বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্। বহ্বী-পতীনাং নৃণাঞ্চ যোগা বাজীকরা হিতাঃ ॥ ৩১ ॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদকঃ।

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা। মর্কটীক্ষুরবীজঞ্চ বিদারী কন্দজং রজঃ ॥ এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ। তস্মাচ্চতু-র্গুণং দেয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ারজঃ ॥ এতদেকীকৃতং যাবত্তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ। তাবন্মাত্রেণ দাতব্যঃ শতাবর্য্যারসস্তথা ॥ বিদার্য্যাঃ স্বরসপ্রস্থং সিতা পলশতদ্বয়ম্। গোলয়িত্বা সিতাঞ্চৈব পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢ়ে ॥ পাচয়েৎ পাকবিদ্বৈদ্যো মোদকং পরমং হিতম্। ত্র্যূষণং ত্রিফলা দন্তী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শটী ॥ ধন্যাকং বালকং মুস্তং কস্তূরী গোস্তনী তুগা। জাতীকোষফলং মাংসীপত্রং নাগেন্দ্রগ্রন্থিকম্। শতপুষ্পা চবী দারু

মন্দাগ্নি, জ্বর, হিক্কা, ছর্দ্দি, অরুচি ও কৃশতা বিনষ্ট হইয়া বীর্য্য বৃদ্ধি ও বহু সংখ্যক নারী সহ-বাসে শক্তি জন্মিয়া থাকে জানিবে ॥ ২৮ ॥

বহু স্ত্রীপ্রসঙ্গে ধাতু বৈষম্য না হইবার কারণ।—বৃষ্য (বীর্য্যবর্দ্ধক) ঔষধ সেবনান্তে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও শীতল জল পান করিয়া অতীব প্রফুল্ল চিত্তে ইন্দ্রিয়বেগাক্রান্তা রসজ্ঞা রমণীর সহিত রতিক্রীড়া করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও ধাতু বৈষম্য উপস্থিত হয় না জানিবে ॥ ২৯ ॥

বৃষ্যতমা নারীর লক্ষণ।—যে কামিনী সুরূপা, যুবতী, সুলক্ষণসম্পন্না, বয়স্থা ও সুশিক্ষিতা, তাহাকে বৃষ্যতমা বলা যায় ॥ ৩০ ॥

যে সকল ব্যক্তির বাজীকরণ ঔষধ সেব্য।—বৃদ্ধ, রমণেচ্ছুক, ক্ষীণধাতু, হীনশুক্র, বিলাসী, ধনবান্, রূপবান্, যুবা ও বহু স্ত্রীর পতি, এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাজীকরণ হিতকর ॥ ৩১ ॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদক।

শতাবরী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়ার বীজ ও ভূমি-কুষ্মাণ্ড চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ২৮ পল, মাহিষদুগ্ধ ১৭।০ পল, শতাবরীর রস ১৭।০ পল, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের ও ইক্ষুচিনি ২৫ সের। প্রথমতঃ চিনির রস করিয়া তৎপরে উক্ত চিনির রসের সহিত মাহিষদুগ্ধ, শতাবরীর রস ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও শতাবরী চূর্ণাদি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহাতে নিম্নলিখিত শুণ্ঠী প্রভৃতি দ্রব্য সমূহের চূর্ণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া লইবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য—

প্রিয়ঙ্গু সলবঙ্গকম্। সরলং শৈলজং কুস্তুং জাতীপুষ্পং যমানিকা॥ কট্‌ফলং কেশরং মেথী মধুকং সুরদারু চ। মিষি তালীশপত্রঞ্চ খর্জ্জূরং রসগন্ধকৌ। চন্দনং তগরং ক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্। প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তু বিচক্ষণঃ। প্রমদা শতঞ্চ ভজতে ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥ ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাঞ্চ প্রশস্যতে। মাষৈকমুপযোগেন জরা হন্তি ন সংশয়ঃ॥ বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসংজননং পরম্। ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধি পঞ্চকাসান্ সুদুস্তরান্॥ বাতজান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব কফজান্ সান্নিপাতিকান্। হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বাতরক্তাদিকানি চ॥ প্রমেহং শ্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনম্। সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতানন্যান্ জনার্দ্দন ইবাসুরান্। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু॥ স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্। ক্লীবানামল্পশুক্রানাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্॥ ওজস্তেজঃ স্বরং বুদ্ধিমায়ুঃ প্রাণং বিবর্দ্ধয়েৎ॥৩২

রতিবল্লভোমোদকঃ।

শক্রাশনস্য বীজানাং চূর্ণান্যষ্টপলানি চ। হবিষঃ কুড়বঞ্চৈকং সিতাপ্রস্থং প্রগৃহ্য চ॥ শতবরীরসপ্রস্থং তথা শক্রাশনস্য চ। গবামজাপয়ঃপ্রস্থং ততঃ প্রস্থদ্বয়ং পচেৎ॥ ধাত্রী দ্বিজীরকং মুস্তং ত্বগেলাপত্রকেশরম্। আত্মগুপ্তা চাতিবলা তালাঙ্কুরকশেরুকম্॥ শৃঙ্গাটকং ত্রিকটুকং ধান্যমভ্রঞ্চ বঙ্গকম্॥ পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোল্যৌ খর্জ্জুরং

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, সৈন্ধবলবণ, শঠী, ধনিয়া, বালা, মুথা, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জাতীফল, জটামাংসী, নাগকেশর, গেঁঠেলা, শলুফা, চই, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ্‌গুলু জাতীপুষ্প, যমানী, কট্‌ফল, মেথী, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, মৌরী, তালীশপত্র, খেজুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং পাক শেষে সুগন্ধার্থ—দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি ও কর্পূর যথাপরিমাণ। এই ঔষধ প্রস্তুত হইলে স্বর্ণপাত্রে অথবা রৌপ্যপাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিতে হয়। ইহা সেবন করিবার সময় প্রাতঃকাল বা আহারের সময়। ইহা সেবন করিলে শতস্ত্রী সঙ্গম করিতে শক্তি জন্মে, লিঙ্গ শৈথিল্য হয় না, বৃদ্ধদিগের রতিশক্তি উৎপন্ন হয়, একমাস সেবন করিলে জরা বিনষ্ট হয়, বল বৰ্দ্ধিত হয়, বায়ু নিবারিত হয়, শুক্র জন্মে এবং ক্ষয়, কাস, বাতজরোগ, পিত্তজরোগ, কফজরোগ, সান্নিপাতিক রোগ, কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত, প্রমেহ, শ্লীপদ, শোথ, ও কোষ্ঠগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এবং ইহাদ্বারা কান্তি বৰ্দ্ধিত হয়। ইহা রসায়ন ও বাজীকর ঔষধ। আর ইহা বন্ধ্যা নারী, দুর্ব্বল ব্যক্তি, ক্লীব, অল্পশুক্র ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। এবং এই ঔষধ দ্বারা ওজঃ, তেজ, স্বর, বুদ্ধি, আয়ু ও প্রাণ সম্বৰ্দ্ধিত হয়॥৩২॥

রতিবল্লভ মোদক।—সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনি /২ সের, শতাবরীর রস /৪, সিদ্ধির কাথ /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিতে থাকবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহার সহিত আমলকী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, মুথা দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, আলকুশীর বীজ, গোরক্ষ চাকুলিয়া, তালের আঠীর অঙ্কুর, কেশুর, পানীফল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ধনিয়া, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, কিস-

ক্ষুরকং তথা ॥ কটুকা মধুকং কুষ্ঠং লবঙ্গং সারসৈন্ধবম্। যমানী চাজমোদা চ জীবন্তী গজপিপ্পলী। প্রত্যেকং কর্ষমেকন্তু চূর্ণিতানি শুভানি চ। কুড়বার্দ্ধং পাকশেষে মধুনঃ প্রক্ষিপেত্ততঃ॥ মৃগাগুজং সকর্পূরং যথালাভং বিনিক্ষিপেৎ। রতিবল্লভনামায়ং সেব্যমানো মহারসঃ ॥ পরমোজস্করো বল্যো বাতব্যাধিবিনাশনঃ। রক্তপিত্তহরো বৃষ্যো দৃষ্টিসন্দীপনঃ পরঃ ॥ পিত্তশ্লেষ্মাম্লপিত্তঘ্নো বিষগুল্মজ্বরাপহঃ। প য়য়ত্যেষ মন্দাগ্নিরোগাণাং ক্ষয়হেতুকঃ। ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। যস্য গেহে সদা বহ্বঃ পত্ন্যঃ স্যুঃ সুমনোহরাঃ ॥ রসঃ সেব্যঃ সদৈবায়ং মোদকো রতিবল্লভঃ॥ ৩৩ ॥

শ্রেষ্ঠ রসায়ন ভৈষজ্যম্।

যে কেচিদ্বিজয়াযোগা লৌহবঙ্গাভ্রসংযুতাঃ। যুক্তাশ্চ রসগন্ধাভ্যাং রসায়নবরা মতাঃ ॥ ৩৪ ॥

(তন্ত্রান্তরে) কামেশ্বরমোদকঃ।

চূর্ণাংশং গগনং ঘনার্দ্ধবিমলং গন্ধঞ্চ কুষ্ঠামৃতা মেথী মোচরসো বিদারি মূষলী গোক্ষুরকক্ষেক্ষুরঃ। ভীরুশ্চৈব কশেরুকং যমানিকা তালাঙ্কুরং ধান্যকং যষ্টী নাগবলা তিলা মধুরিকা জাতিফলং সৈন্ধবম্ ॥ ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরকদ্বয়ং চিত্রকং চাতুর্জাতপুনর্নবা করিকণা দ্রাক্ষা শটী কট্ফলম্। শাল্মল্যঙ্ঘ্রি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েচ্চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যমিশ্রস্তু তৎ ॥ কর্ষার্দ্ধা গুড়িকাথ কর্ষমথবা সেব্যা সতা সর্ব্বদা পেয়ং ক্ষীরমনু স্ববীর্য্যকরণে স্তম্ভেঽপ্যয়ং কামিনাম্। বামাবশ্যকর ইত্যাদি গুণাঃ সম্যগ্ধারিতমত্র কপিভবঃ বীজপর্য্যন্ত মিত্যাদিনোক্তস্য কামেশ্বরস্য সমাঃ। অংশশ্চ-

---

মিস্, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী পিণ্ডখেজুর কুলেখাড়ার বীজ, কট্কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, যমানী বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক পাক শেষ হইলে মধু ২ পল মিশাইবে। এবং মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিয়া লইবে। এই মোদক প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ওজঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়। এবং ইহা দ্বারা বাতব্যাধি, রক্তপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, অম্লপিত্ত, বিষ, গুল্ম, জর ও মন্দাগ্নিরোগ বিনষ্ট হয়। আর ইহা অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক ও লিঙ্গশৈথিল্য নাশক,বৃদ্ধগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও বহু স্ত্রীসহবাসে শক্তিপ্রদায়ক বলিয়া জানিবে। এই রতিবল্লভ মোদক শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ ঔষধ জানিবে ॥ ৩৩ ॥

শ্রেষ্ঠ রসায়নভৈষজ্য।—সিদ্ধি সংযুক্ত ঔষধ লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র অথবা পারদ ও গন্ধক সহ মিশ্রিত হইলে উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ হয় ॥ ৩৪ ॥

(তন্ত্রান্তরে) কামেশ্বর মোদক।—কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়ার বীজ, শতাবরী, কেশুর,যমানী,তাল আটীর অঙ্কুর, যষ্টিমধু,ধনিয়া, গোরক্ষচাকুলিয়া, তিল, মৌরী, জায়ফল, সৈন্ধবলবণ, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগকেসর, পুনর্নবা, গজপিপুল, দ্রাক্ষা, শঠী, জায়ফল, সিমূলমূল, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া ও আলকুশীরবীজ, এই সকল

তুর্থোভাগঃ কুষ্ঠাদিকপিচূর্ণানামংশমভ্রকম্। অভ্রার্দ্ধং গন্ধকং বিমলং নির্ম্মলম্। চূর্ণার্দ্ধা বিজয়েতি অভ্রাদি সর্ব্বচূর্ণানামর্দ্ধা। ঘৃতমধুমোদক-করণযোগ্যম্ ॥ ৩৫ ॥

কামেশ্বরমোদকঃ।

ধাত্রী সৈন্ধব কুষ্ঠ কট্‌ফলকণা শুণ্ঠী যমানীদ্বয়ম্। যষ্টিজীরকযুগ্ম ধান্যক শটী শৃঙ্গী বচা কেশরম্ ॥ তালীশং ত্রিযুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাক্ষ-মেভিঃ সমং। চূর্ণীকৃত্য মনাক্‌স্ববীজসহিতং ভৃষ্ট্বা তু শক্রাশনম্। সর্ব্বে-ষাং দ্বিগুণাং সিতাং সুবিমলাং বন্ধক্ষয়ং নিক্ষিপেৎ। ক্ষৌদ্রঞ্চাপি ঘৃতং প্রশস্ত দিবসে কুর্য্যাৎ শুভান্মোদকান্ ॥ কর্পূরৈকেরবচূর্ণিতান্ সুবিহি-তান্ দত্ত্বা তিলান্‌ভর্জ্জিতান্ গোপ্যোঽয়ং ক্ষিতিমণ্ডলে মিতধিয়া পাষণ্ডিনামগ্রতঃ। আধিব্যাধিহরঃ ক্ষত ক্ষয়হরঃ কুষ্ঠাপহো বৃংহণঃ স্ত্রীণাং তোষকরো মুখদ্যুতিকরঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ ॥ কাসশ্বাসবলাশ-রোগনিচয় প্রধ্বংসনঃ প্রাণিনাং প্রোক্তো ব্রহ্মসুতেন সর্ব্বসুখদঃ কামেশ্বরো মোদকঃ। গ্রহগণ পরিহীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবীণঃ ললিত-বিমলকীর্ত্তিঃ প্রাপ্তকন্দর্পমূর্ত্তিঃ॥ বিগতসকলভীতি গীতবাদ্যাঙ্গনীতি র্ভবতি ভুবি সদৈব যেন ভক্তঃ প্রযত্নাৎ। রহসি যুবতিখলা সম্পুটা-কর্ষহর্ষাদ্গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতূহলেন ॥ যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবথান্তে সুরতরভসমূর্চ্ছে নষ্টকামং প্রকামম্। যস্মান্নব্য-বৃহস্পতিস্তনুধিয়া যস্মাৎ সদা বীর্য্যবান্ যস্মাদুন্মদদাক্ষিণাত্য যুবতী-সম্ভোগকৌতুহলী। যস্মাৎকাব্যকুতূহলং সুকবিতা সংজায়তে লীলয়া শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে সংসেব্যতাং মোদকঃ ॥ ৩৬ ॥

দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, এই চূর্ণ সমষ্টির সিকি অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক গন্ধক এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ, আর সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। যথাবিধানে ঘৃত ও মধু সহ এই মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক উচিত মাত্রায় দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিলে বল, বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৫ ॥

কামেশ্বর মোদক।—আমলকী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুণ্ঠী, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগকেশর, তালীশপত্র, ছোটএলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচ, হরীতকী ও বয়ড়া, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান অল্প ভর্জিতবীজ সহিত সিদ্ধিচূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত সকল চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। যথাবিধি এই মোদক পাকপূর্ব্বক শীতল হইলে উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধু এবং সুগন্ধার্থে উচিত পরিমাণ কর্পূর ও কৃষ্ণ তিল চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধানুপানে সেবন করিলে আধি (মানসিকরোগ), ক্ষত, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস ও কফরোগ বিনষ্ট হয়, এবং নারীদিগের সন্তোষজনক, মুখদ্যুতিকারক, শুক্র ও অগ্নি বর্দ্ধক, সর্ব্ববিধ সুখপ্রদায়ক, গ্রহদোষ-নিবারক, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতাজনক, কীর্ত্তিপ্রদ, কন্দর্পের ন্যায় কান্তিজনক, সকল ভয়দূরীকারক, গীত, বাদ্যাদি নীতিজ্ঞানপ্রদ, সর্ব্বদা যুবতীনারী সহবাসে হর্ষজনক, অত্যধিক বীর্য্যবর্দ্ধক এবং ইহা দ্বারা, সর্ব্বদা কবিতাশক্তি ও লীলা উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকামেশ্বরমোদকঃ।

সমম্লারিতমভ্রকং কট্‌ফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতা মেথী মোচরসো বিদারী মুষলী গোক্ষুরকং চেক্ষুরঃ। রম্ভাকন্দশতাবরী ত্বজমুদা মাষাস্তিলা ধান্যকং যষ্টী নাগবলা কচুর মদনো জাতীফলং সৈন্ধবম্‌॥ ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরকদ্বয়ং চিত্রকং চাতুর্জাতপুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শটী বালকম্‌। বীজং শাল্মলীমর্কটীভবমিদং চূর্ণং সমং কল্পয়েৎ চূর্ণাংশা বিজয়াসিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্‌॥ কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষমথবা সেব্যা সদা কামিভিঃ সেব্যং ক্ষীরসিতং স্মবীর্য্যকরণং স্তম্ভেঽপ্যয়ং কামিনাম্‌। বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদো বহ্বাঙ্গনাদ্রাবণঃ ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্ব্বাময়ান্‌॥ কাসশ্বাসমহাতিসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো দুর্নাম গ্রহণীপ্রমেহ নিবহ শ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ। নিত্যানন্দকরো বিশেষ কবিতা বাচাং বিলাসোদ্ভবং ধত্তে সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতির্বালো নিতান্তোৎসবম্‌॥ অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যুপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ সর্ব্বেষাং হিতকারিণা নিগদিতঃ শ্রীনিত্যনাথেন সঃ। বৃদ্ধানাং মদনোদয়োদয়করঃ প্রৌঢাঙ্গনাসঙ্গমে সিংহোঽয়ং সমদৃষ্টিপ্রত্যয়করো ভূপৈঃ সদাসেব্যতাম্‌॥ ৩৭॥

কামাগ্নিসন্দীপনমোদকঃ।

কর্ষোরসো গন্ধকমভ্রকঞ্চ দ্বিক্ষারচিত্রে লবণানি পঞ্চ। শটী যমানীদ্বয় কীটহারি তালীশপত্রাটরুষং দ্বিকর্ষম্‌॥ জীরং চাতুর্জাত লবঙ্গ জাতী-

---

শ্রীকামেশ্বর মোদক।—অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, কদলীকন্দ (কলার এঁটে), শতাবরী, বনযমানী, মাষকলায়, তিল, ধনিয়া, যষ্টিমধু, গোরক্ষ চাকুলিয়া, কচূর (গন্ধমাত্রা), মদনফল, জাতীফল, সৈন্ধবলবণ, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগকেশর, পুনর্নবা, গজপিপুল, কিসমিস্‌, শঠী, বালা, সিমূলবীজ ও আলকুশীবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, ইহাদের সকলের সমান সিদ্ধিচূর্ণ এবং সমস্ত দ্রব্য সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকযোগ্য জল দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করতঃ মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে হয় জানিবে। ইহা অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক, স্ত্রী বশীকারক, অত্যন্ত সুখ প্রদায়ক, বহুস্ত্রী রমণে শক্তিজনক, ক্ষীণ ব্যক্তির পুষ্টিবিধায়ক, কামোদ্দীপক, জঠোরাগ্নি সন্দীপক, ক্ষত নিবারক, ক্ষয়ঘ্ন, কাসনাশক, শ্বাসঘ্ন, অতীসার প্রশমক, অর্শোনাশক, গ্রহণী ধ্বংসক, প্রমেহ দূরীকারক, কফঘ্ন, নিতানন্দ জনক, কবিতাসম্পাদক, বালকগণের স্থিরমতিত্ব জনক, মৃত্যুনাশক, পলিত বিনাশক, বৃদ্ধগণের কামদীপক ও ভূপগণের সেবনীয় বলিয়া জানিবে॥ ৩৭॥

কামাগ্নিসন্দীপন মোদক।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ, বিট্‌লবণ, করকচ লবণ, শাম্ভরী লবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র,

ফলঞ্চ কর্ষত্রয়মেবমন্যৎ। সবৃদ্ধদারং কটুকত্রয়ঞ্চ তথা চতুঃকর্ষমিতং নিবোধ॥ ধন্যাক যষ্টীমধুরী কশেরু কর্ষাঃ পৃথক্ পঞ্চ বরী বিদারী। বরেভকর্ণেভবলাত্মগুপ্তা বীজং তথা গোক্ষুরবীজযুক্তম্॥ সবীজপত্রেন্দ্ররজঃ সমানং সমা সিতাক্ষৌদ্রঘৃতঞ্চ তুল্যম্। কর্ষৈকমিন্দোরথ মোদকং তৎ কামাগ্নিসন্দীপনমেতদুক্তম্॥ বৃষ্যস্ত্বতঃ পরতরং সততং ন দৃষ্টমেনং নিষেব্যমনুজঃ প্রমদা সহস্রম্। গচ্ছন্নলিঙ্গশিথিলত্বমবাপ্নুয়াচ্চ নাগাধিপং বিজয়তে বলতঃ প্রমত্তঃ॥ কান্ত্যা হুতাশনমপি স্বরতো ময়ূরান্ বাহং জবেন নয়নেন মহাবিহঙ্গম্। বাতানশীতিমথ পিত্তগদং সমগ্রং শ্লেষ্মোত্থবিংশতিরুজঃ পরমগ্নিমান্দ্যম্॥ দুর্নাম কামলা ভগন্দর পাণ্ডুরোগমেহাতিসার হৃদ্গ্রহণীপ্রদোষান্। কাসজ্বরশ্বসন পীনস পার্শ্বশূল শূলাম্লপিত্তসহিতাংশ্চিরজান্ সমস্তান্॥ হত্বা গদানপি চ তৎপুত্রমপত্যকারি সর্ব্বর্ত্তু পথ্যমথ সর্ব্বসুখপ্রদায়ি। বৃষ্যং বলীপলিতহারি রসায়নং স্যাৎ শ্রীমূলদেবকথিতং পরমং প্রশস্তম্॥ ৩৮॥

(ক্ষারপ্রদীপোক্তং) খণ্ডাম্রকম্।

পক্কচূতরসদ্রোণঃ পাত্রং স্যাৎ শুদ্ধখণ্ডতঃ। ঘৃতমর্দ্ধং ততো গ্রাহ্যং চতুর্থাংশঞ্চ নাগরম্॥ তদর্দ্ধং মরিচং প্রোক্তং তদর্দ্ধা পিপ্পলী মতা। তোয়ং খণ্ডসমং দদ্যাৎ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥ বিপচেৎ মৃণ্ময়ে পাত্রে যদা দার্ব্বীপ্রলেপনম্॥ গ্রন্থিকং চিত্রকং মুস্তং ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্।

বাসক মূলের ছাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, জীরা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, লবঙ্গ ও জাতীফল, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিস্তাড়ক বীজ, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ তোলা. ধনিয়া, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুরচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হস্তীকর্ণ পলাশের বীজ, গোরক্ষ চাকুলিয়ার বীজ. আলকুশীর বীজ ও গোক্ষুরবীজ, প্রত্যেকে ১০ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণের সমান সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান চিনি। পাকযোগ্য জল দ্বারা পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধু দিয়া এবং কর্পূরদ্বারা সুবাসিত করিয়া উচিত পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম কামাগ্নিসন্দীপন মোদক। সচরাচর এপ্রকার বৃষ্য ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সেবন করিলে সহস্র নারী সহবাস করিতে শক্তি জন্মে, লিঙ্গ শৈথিল্য হয় না, প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় বল জন্মে, অগ্নির ন্যায় কান্তি হয়, ময়ূরের ন্যায় কণ্ঠস্বর জন্মে, অশ্বের ন্যায় গতি হয় ও গরুড়ের ন্যায় চক্ষুর দীপ্তি জন্মিয়া থাকে। এবং ইহা ৮০ প্রকার বাতব্যাধি, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ, ২০ প্রকার শ্লেষ্মরোগ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, কামলা, ভগন্দর, পাণ্ডুরোগ, মেহরোগ, অতীসার, ক্রিমিরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, কাস, জ্বর, শ্বাস, পীনস, পার্শ্বশূল, শূল ও অম্লপিত্তরোগ এবং বলী ও পলিত বিনাশ করে। আর ইহা অপত্যজনক, সর্ব্ব ঋতুতে ব্যবহার্য্য, সর্ব্ববিধ সুখ প্রদায়ক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ জানিবে॥ ৩৮॥

(ক্ষার প্রদীপোক্ত) খণ্ডাম্রক।—সুপক্ক মিষ্ট আঁবের রস ৬৪ সের, ইক্ষুচিনি, /৮ সের, গব্য ঘৃত /৪ সের, শুণ্ঠীচূর্ণ /॥০ অর্দ্ধসের, মরিচচূর্ণ /।০ একপোয়া, পিপুলচূর্ণ /৶০ অর্দ্ধপোয়া এবং জল /৮ সের, এই সকল বস্তু একত্র করিয়া একটী মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া পাক করিতে থাকিবে,

ত্র্যূষণং জাতি তালীশং চূর্ণমেষাং পলং পলম্॥ ত্বগেলাকেশরাণাঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং তথা। সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ প্রস্থং দত্বা বিঘট্টয়েৎ॥ তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। ভোজনাদাবতঃ খাদেৎ পলমানং প্রমাণতঃ॥ গচ্ছেৎ কন্দর্পদর্পান্ধো রাগবেগাকুলেন্দ্রিয়ঃ। শতং বাপি তদর্দ্ধং বা রমেৎ স্ত্রীণাং পুমানয়ম্॥ স সেব্য ভেষজং হ্যেতদ্ বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতম্। বীরং সর্ব্বগুণোপেতং শতায়ুশ্চ ভবেদয়ম্॥ মৃতবৎসা চ যা নারী যা চ গর্ভোপঘাতিনী। সাপি সূতে সুতং সভ্যং নারায়ণপরায়ণম্॥ বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে। তুরঙ্গ ইব সংহৃষ্টো মাতঙ্গ ইব বিক্রমো॥ সদা ভেষজসংসেবী ভবেন্মারুতবেগবান্। হন্তি সর্ব্বাময়ং ঘোরং কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা। দুর্নামাজীর্ণকঞ্চৈব অম্লপিত্তং সুদারুণম্। তৃষ্ণাং ছর্দ্দিঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥ খণ্ডাভ্রকমিদং প্রোক্তং ভার্গবেণ স্বয়ম্ভুবা। বয়স্যং মেধ্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥ গ্রহরক্ষঃ পিশাচঘ্নমপস্মারবিনাশনম্। পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥ বশ্যা যোষিদ্ভবেৎপুংসাং পুমান্ বশ্যশ্চ যোষিতাম্। দৃষ্টো বারসংসঞ্চ কথমত্র বিচারণা॥ ৩৯॥

শ্রীমদনানন্দমোদকঃ।

সূতোগন্ধ স্তথা লৌহং ত্রিসমং শুদ্ধমভ্রকম্। কর্পূরং সৈন্ধবং মাংসী ধাত্র্যেলা চ কটুত্রয়ম্॥ জাতীকোষফলং পত্র লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্। যষ্টীমধু বচা কুষ্ঠং হরিদ্রা দেবদারুকম্॥ ঐজ্জলং টঙ্গণং ভার্গী নাগরং পুষ্পকেশরম্। শৃঙ্গী তালীশপত্রঞ্চ দ্রাক্ষাগ্নিদন্তিবীজকম্॥ বলা

যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহার সহিত তেজপাতা চূর্ণ ৪ পল, গেঠেলা, চিতামূল, মুথা, ধনে, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জাতীফল ও তালীশপত্র, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিয়া লইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত /৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে হয়। এই মোদক সেবন করিলে অত্যন্ত বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়, শত বা অর্দ্ধশত স্ত্রীসঙ্গমে শক্তি জন্মে, বন্ধ্যানারীর সর্ব্বগুণোপেত শতবর্ষজীবি পুত্র হয়, মৃতবৎসা ও গর্ভোপঘাতিনী নারীর উত্তম পুত্র প্রসূত হইয়া জীবিত থাকে. বৃদ্ধব্যক্তি যৌবন প্রাপ্ত হয়, অশ্বের ন্যায় বীর্য্য বাড়ে, হস্তীর ন্যায় বিক্রম হয়, বায়ুর ন্যায় গতি জন্মে. চিরযৌবন বিধান করে, মেধা উৎপাদন করে, আয়ু বৃদ্ধি করে, স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয় এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, অর্শ, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, তৃষ্ণা, বমি, মূর্চ্ছা, অষ্টবিধ শূল, গ্রহদোষ, রক্ষোদোষ, পিশাচদোষ, অপস্মার (মৃগী), পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

শ্রীমদনানন্দ মোদক।—পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ এক তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, তেজপত্র, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগার খৈ, বামনহাটী, শুণ্ঠী, নাগকেশর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, কিসমিস্ চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা,

চাতিবলা চোচং ধনিকেভকণা শটী। সজলং জলদং গন্ধা বিদারী চ শতাবরী॥ অর্কবানরীবীজঞ্চ গোক্ষুর বৃদ্ধদারকম্। ত্রৈলোক্যবিজয়া-বীজং সমাংশং পেষয়েদ্ভিষক্॥ শতাবরীরসং দত্ত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণং সমাচরেৎ। শাল্মলীমূলচূর্ণন্তু চূর্ণাঙ্ঘ্রি সমমাহরেৎ॥ চূর্ণার্দ্ধং বিজয়াচূর্ণং বিশুদ্ধং তত্র দাপয়েৎ। সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ॥ মোদ-কার্থে সিতা দেয়া পাকযোগ্যা তথা মধু। নাতিবাহুঞ্চ ধূমান্তে পাচ-য়েন্মন্দবহ্নিনা॥ চাতুর্জাতং সকর্পূরং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্। সংচূর্ণ্য চ ততো দেয়ং হব্যং কিঞ্চিন্নিধাপয়েৎ॥ পাকং জ্ঞাত্বা কষমিতং মোদকং পরিকল্পয়েৎ। ভূতনাথে সুরপতৌ রতিনাথে তথৈব চ॥ হুতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্রং নিবেদয়েৎ। মুলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য হুতাশনে সম-র্পয়েৎ॥ ততোঽভিমন্ত্রিতম্। ওং হ্রীং শং সঃ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীং অমৃতং কুরু কুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওং স্বাহা॥ ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পাত্রান্তরে স্থাপয়েৎ॥ কাঞ্চনে রাজতে কাচে মৃদ্ভাণ্ডে বা নিধাপয়েৎ। প্রাতঃকালে শুচি-র্ভূত্বা হরগৌরীং প্রপূজয়েৎ॥ কালানলভবং বীজং সতিলং ঘৃতসংযু-তম্। গব্যক্ষীরং সিতাযুক্ত মনুপেয়ঞ্চ পায়সম্॥ বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিসেবয়েৎ। ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেণ কামান্ধো জায়তে নরঃ॥ কামজ্বরো ভবেত্তাবদ্যাবন্নারী ন গচ্ছতি। স সহস্রবরারোহা রময়ত্যপি সোঽগমঃ॥ ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং বেগবীর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ। প্রমদা প্রাণবাহুল্যং মত্তবারণবিক্রমঃ॥ বামাবশ্যকরো রম্য ঊর্দ্ধরেতা ভবেন্নরঃ। কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ॥ খগতুল্যা ভবেদ্ দৃষ্টি র্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে। অষ্টোত্তরং ভজেদ্যস্তু ভবেত্তস্য

গোরক্ষ চাকুলিয়া, দারুচিনি, ধনিয়া, গজপিপুল, শঠী, বালা, মুথা, গন্ধভাদালিয়া, শতাবরী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিস্তাড়কবীজ ও সিদ্ধিবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক সূর্য্যাতপে শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে এই সমুদায় চূর্ণ দ্রব্যের চারি ভাগের একভাগ সিমুলমূলচূর্ণ এবং সিমুলমূল সহিত সমুদায় চূর্ণ দ্রব্যের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ। এই সমস্ত চূর্ণ একত্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিবে। তৎপরে সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি ছাগদুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহাতে উল্লিখিত চূর্ণ সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। পশ্চাৎ দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগকেসর, কর্পূর, সৈন্ধব-লবণ, শুণ্ঠি, পিপুল ও মরিচ এই সমুদায়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চূর্ণ এবং ঘৃত ও মধু উচিত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘৃতসহ চিতাবীজ, তিলচূর্ণ এবং গব্যদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি। ভূতনাথ, সুরপতি, রতিনাথ; হুতভুক্ ও গণনাথকে মোদকের অগ্রভাগ নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে প্রদান করিবে। তৎপরে "ওং হ্রীং শং সঃ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীং অমৃতং কুরু কুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওং স্বাহা॥" এই মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া কাঞ্চন, রৌপ্য, কাচ অথবা মৃণ্ময় ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ হরগৌরীর পূজা করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ ২১ দিন মাত্র সেবন করিলে

সুধোপমম্ ॥ বীর্য্যবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং জরা মৃত্যু বিনাশনম্। অপস্মার জ্বরোন্মাদ ক্ষয়ানিল গদাপহম্ ॥ কাসং শ্বাসং সশোথঞ্চ ভগন্দর গুদাময়ম্। অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণীগদম্ ॥ বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকম্। হন্তি সর্ব্বগদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবলাসজান্ ॥ বন্ধ্যা চ মৃতবৎসা চ নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ। বহুপুত্রা জীববৎসা ভবেদস্য নিষেবণাৎ ॥ হরতে সূতিকারোগং বৃক্ষমিন্দ্রাশনি র্যথা। মোদকং মদনানন্দং সর্ব্বরোগে মহৌষধম্ ॥ কথিতং দেবদেবেন রাবণস্য হিতার্থিনা ॥ ৪০ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বাজীকরণাধিকারঃ।

অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হয়, বহু স্ত্রী সঙ্গমে ক্ষমতা জন্মে, লিঙ্গ শৈথিল্য নিবারিত হয়, বেগ ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়, প্রমদার প্রাণ জন্মায়. মত্ত হস্তীর সদৃশ বিক্রম হয়, স্ত্রীগণ বশীভূতা হয়, রেতঃ উর্দ্ধগামী হয়, কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য উৎপন্ন হয়. বৃদ্ধ ব্যক্তিরও যুবার ন্যায় সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে ও সমধিক বীর্য্য বৃদ্ধি পায়। এবং ইহাদ্বারা জরা, মৃত্যু, অপস্মার, জ্বর, উন্মাদ, ক্ষয়, বাতব্যাধি, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, গ্রহণী, বহুমূত্র, প্রমেহ. শিরোরোগ, অরুচি, সূতিকা রোগ বাতরোগ, পিত্তরোগ এবং কফরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর ইহাদ্বারা বন্ধ্যা, মৃতবৎসা ও নষ্টপুষ্পা নারীগণের বহু পুত্র হয় ও জীবিত থাকে। ইহা সমস্ত রোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে। এই ঔষধ লঙ্কাধিপতি রাবণের হিতার্থে দেবদেব মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় ॥ ৪০ ॥

ইতি বাজীকরণাধিকার সমাপ্ত।

অথ ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

ধ্বজভঙ্গকারণং।

অতিব্যবায়শীলো যো ন চ বৃষ্যক্রিয়ারতঃ। ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়হেতুকম্ ॥ ১ ॥

স্ত্রীগমনে শক্তিশূন্যতাকারণং।

ক্ষয়াদ্ভয়াদবিশ্বাসাৎ কোপাৎ স্ত্রীদোষদর্শনাৎ। নারীণামরসজ্ঞত্বাদভিঘাতাদভোজনাৎ। তৃপ্তস্যাপি স্ত্রিয়ং গন্তুং ন শক্তিরুপজায়তে ॥ ২ ॥

মন্মথাভ্ররসঃ।

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং পলমেকং সুশোধিতম্ ॥ অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ-পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ। কর্পূরং তোলকং দদ্যাদ্বঙ্গঞ্চ কোলসম্মিতম্ ॥

ধ্বজভঙ্গাধিকার। ধ্বজভঙ্গের কারণ।

যে ব্যক্তি অধিক স্ত্রীসঙ্গম করে, কিন্তু বাজীকরণ ঔষধাদি সেবন করে না, তাহার শুক্রক্ষয় জন্য ধ্বজভঙ্গরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

স্ত্রীসঙ্গমে শক্তিশূন্যতার কারণ। ধাতুক্ষয়, ভয়, অবিশ্বাস, রাগ, নারীর দোষ দর্শন ও অরসিকতা, অভিঘাত এবং অভোজন, এই সকল কারণে তৃপ্ত ব্যক্তিরও স্ত্রীগমনে শক্তি জন্মে না ॥২॥

মন্মথাভ্র রস।—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, তাম্রভস্ম ॥০ অৰ্দ্ধতোলা, লৌহ ২ তোলা, বৃদ্ধদারক বীজ, সাজীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতা-

তাম্রং তোলার্দ্ধকং তত্র নিঃশেষং মারিতং পুনঃ। লৌহকর্ষং সুজীর্ণঞ্চ বৃদ্ধদারকজীরকং। বিদারী শতমূলী চ ক্ষুরবীজং বলাং তথা। মর্কট্যতিবিষাঞ্চৈব জাতীকোষফলে তথা॥ লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতসর্জ্জং যমানিকাম্। শাণভাগান্ গৃহীত্বৈতান্ একীকৃত্বৈব পেষয়েৎ॥ গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কর্ত্তব্যং কোষ্ণং ক্ষীরং পিবে-দনু। গৃহে যস্য শতং নারী বিদ্যতেঽতি ব্যবায়িনঃ॥ ন তস্য লিঙ্গ-শৈথিল্যমৌষধস্যাস্য সেবনাৎ। ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ॥ কামরূপী ভবেন্নিত্যং বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ। রসঃ শ্রীমন্মথাভ্রোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ॥ অস্য ভক্ষণমাত্রেণ কাষ্ঠং জীর্য্যতি তৎক্ষণাৎ। নাশয়েদ্ধ্বজভঙ্গাদীন্ রোগান্ যোগকৃতানপি॥ ৩॥

পূর্ণচন্দ্রোদয়রসঃ।

পলং মৃদু স্বর্ণদলং রসেন্দ্রাৎ পলাষ্টকং ষোড়শগন্ধকস্য। শোণৈঃ সুকার্পাসভবৈঃ প্রসূনৈঃ সর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ॥ তৎ কাচকুম্ভনিহিতং সুগাঢ়ে মৃৎপর্পটীভি র্দ্দিবসত্রয়ঞ্চ। পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিকতাখ্যযন্ত্রে ততো রজঃ পল্লবরাগরম্যং॥ নিগৃহ্য চৈতস্য পলং পলানি চত্বারি কর্প্পূররজস্তথৈব। জাতিফলং সোষণমিন্দ্রপুষ্পং কস্তূরিকায়াঃ ইহ শাণমেকম্॥ চন্দ্রোদয়োঽয়ং কথিতোঽস্য মাষো ভুক্তোঽহিবল্লীদল মধ্যবর্ত্তী। মদোন্মাদানাং প্রমদাশতানাং গর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয়ত্যকাণ্ডে॥ ঘৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং মৃদূনি মাংসানি সমণ্ডকানি। মাষান্নপিষ্টানি ভবন্তি পথ্যান্যানন্দদায়ীন্যপরাণি চাত্র॥ বলীপলিতনাশনস্তনুভৃতাং বয়ঃস্তম্ভনঃ সমস্তগদখণ্ডনঃ প্রচুররোগপঞ্চাননঃ।

বরী, কুলেখাড়ার বীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, আতইচ, জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধূনা ও যমানী, এই সকল প্রত্যেকে ৪ মাষা। এই সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধানুপানে সেবন করিলে শতস্ত্রী রমণেও লিঙ্গশৈথিল্য হয় না, শুক্রক্ষয় হয় না, বল হ্রাস হয় না, কন্দর্পের ন্যায় সৌন্দর্য্য জন্মে, বৃদ্ধ ব্যক্তি ষোড়শ বর্ষীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ইহা দ্বারা ধ্বজভঙ্গাদি সর্ব্ব প্রকাররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

পূর্ণচন্দ্রোদয় রস।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ৮ তোলা ও শোধিত পারদ ৮ তোলা, এই উভয় দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত গন্ধক ১৬ তোলা মিশ্রিত করতঃ কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্পরসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া একটী সমতল বোতলের মধ্যে স্থাপন করিবে, তৎপরে ঐ বোতলের মুখে একখণ্ড খড়ি চাপা দিয়া বালুকা পূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত বোতলটী ঊর্দ্ধমুখে বসাইবে এবং বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ রাখিবে। অনন্তর ক্রমাগত ৩ দিন জ্বাল দিলে, বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে সমুদায় পদার্থ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই পদার্থ ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা, কর্পূরচূর্ণ ৪ পল, জায়ফল চূর্ণ ৪ মাষা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ মাষা, পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা, মরিচ চূর্ণ ৪ মাষা, লবঙ্গ চূঃ ৪ মাষা এবং মৃগনাভি অর্দ্ধতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পানের রস অনুপানে সেবন করিতে হয়। পরে ঘৃত, ঘনদুগ্ধ, ছাগাদির মাংস, মণ্ডক, মাষান্ন ও পিষ্টক ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা শত

গৃহেঽপি গৃহভূপতি র্ভবতি যস্য চন্দ্রোদয়ঃ সপঞ্চশরদর্পিতো মৃগ দৃশাং ভবেদ্বল্লভঃ ॥ ৪ ॥

মকরধ্বজোরসঃ।

স্বর্ণাদষ্টগুণং সূতং মর্দ্দয়েত্রিকগন্ধকম্। রক্তকার্পাসকুসুমৈঃ কুমার্য্যাদ্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ ॥ শুষ্কং কাচ ঘটীং রুদ্ধা বালুকাযন্ত্রগং হঠাৎ। ভস্ম কুর্য্যাদ্রসেন্দ্রস্য নবার্ককিরণোপমঃ ॥ ভাগোঽস্য ভাগাশ্চত্বারঃ কর্পূরস্য সুশোভনাঃ। লবঙ্গং মরিচং জাতীফলং কর্পূরমাত্রয়া ॥ মেলয়েন্মৃগনাভিঞ্চ গত্যালকমিতং ততঃ। শ্লক্ষ্ণপিষ্টোরসো নাম জায়তে মকরধ্বজঃ ॥ বল্লং বল্লদ্বয়ং বাথ তাম্বুলীদলসংযুতম্। ভক্ষয়েন্মধুরং স্নিগ্ধং মৃদুমাংসমবাতলম্ ॥ শৃতশীতং সিতাযুক্তং দুগ্ধং গোভবমাজ্যকম্। মধ্বাদ্যং মিষ্টমপরং মদ্যানি বিবিধানি চ ॥ করত্যগ্নিবলং পুংসাং বলীপলিতনাশনঃ। মেধায়ুঃ কান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্ ॥ অভ্যাসাৎ সাধকঃ স্ত্রীণাং শতং জয়তি নিত্যশঃ। রতিকালে রতান্তে চ পুনঃ সেব্যো রসোত্তমঃ ॥ মানহানিং করোত্যাসাং প্রমদানাং সুনিশ্চিতং। কৃত্রিমং স্থাবরবিষং জঙ্গমং বর্ষবারি চ ॥ ন বিকারায় ভবতি সাধকানাঞ্চ বৎসরাৎ। মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যসান্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাম্॥ তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ। অত্র গত্যালকং ষণ্মাসকম্। বল্লং দ্বিগুঞ্জকম্। অত্রার্থে পরিভাষামাহ। যবদ্বয়েন গুঞ্জাস্যাৎ দ্বিগুঞ্জো বল্ল উচ্যতে। ধরণঃ স্যাচ্চতুর্ম্মাসৈঃ ষড়ভির্গত্যালমুচ্যতে ॥৫॥

সিদ্ধসূতঃ।

মুক্তাফলং শুদ্ধসূতং সুবর্ণং রূপ্যমেব চ। যবক্ষারঞ্চ তৎসর্ব্বং তোল-

---

প্রমদা সহবাস করিতে শক্তি জন্মে, বলী ও পলিত বিনষ্ট হয়, চিরযৌবন থাকে, সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং রসবতী কামিনীদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারা যায় জানিবে ॥ ৪ ॥

মকরধ্বজ রস।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ৮ তোলা, পারদ ৮ তোলা, এই উভয় পদার্থ উত্তম রূপে একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৪ তোলা গন্ধক সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে উহা রক্ত কার্পাসের রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া একটী সমতল বোতল মধ্যে উহা পুরিয়া ঐ বোতলের মধ্যে একখণ্ড খড়ী দিয়া, বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত বোতলটী ঊর্দ্ধমুখে বসাইবে। এবং বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। অনন্তর ক্রমাগত ৩ তিন দিবস জাল দিয়া, বোতলের গলদেশে সংলগ্ন অরুণবর্ণ পদার্থ সকল গ্রহণ করিবে। তৎপরে ঐ পদার্থ ১ তোলা, কর্পূর চূর্ণ ৪ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, জায়ফল চূর্ণ ৪ তোলা এবং কস্তুরী ৬ মাষা একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস ও মধু। পথ্য—সুস্নিগ্ধ মধুর দ্রব্য, কোমল মাংস, ইক্ষুচিনি সংযুক্ত দুগ্ধ, গব্যঘৃত, মধু, পিষ্টক ও মদ্য। ইহা দ্বারা অগ্নির বল বর্দ্ধিত হয়, বলী ও পলিত নষ্ট হয়, মেধা জন্মে, কান্তি উজ্জ্বল হয়, আয়ু বৃদ্ধি পায়, কাম উদ্দীপ্ত হয়, শত স্ত্রীসহবাসে শক্তি জন্মিয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা স্থাবর বিষ, জঙ্গমবিষ ও মৃত্যু নিবারিত হয় জানিবে ॥ ৫ ॥

সিদ্ধসূত।—জারিত মুক্তা শোধিত পারদ, জারিত স্বর্ণ, জারিত রৌপ্য ও যবক্ষার, এই

কৈকঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ রক্তোৎপলপত্রতোয়ৈর্মর্দ্দয়েৎ পুত্তলীকৃতম্। মর্দ্দয়েচ্চ পুনর্দত্বা গন্ধকং তদনন্তরম্ ॥ ক্ষিপ্ত্বাকাচঘটীমধ্যে সংনিরুধ্য ত্রিযামকম্। সিকতাখ্যে পচেচ্ছীতে সিদ্ধসূতন্তু ভক্ষয়েৎ ॥ পঞ্চরক্তিপ্রমাণেন মুষলী শর্করান্বিতম্। শুক্রবৃদ্ধিং করোত্যেষ ধ্বজভঙ্গঞ্চ নাশয়েৎ ॥ দুর্ব্বলং বপুরত্যর্থং বলযুক্তং করোত্যসৌ। মুদ্গগর্ভং ঘৃতং ক্ষীরং শালয়ঃ স্নিগ্ধমাহিষম্ ॥ পারাবতস্য মাংসঞ্চ তিত্তিরিশ্চ সদা হিতঃ ॥ ৬ ॥

কামিনীমদভঞ্জনঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্র্যহং কহ্লারকদ্রবৈঃ। মর্দ্দিতং বালুকাযন্ত্রে যামং সম্পুটকে পচেৎ ॥ রক্তাঙ্গস্য দ্রবৈর্ভাব্যং দিনৈকন্তু সিতাযুতম্। যথেষ্টং ভক্ষয়েচ্চানু কাময়েৎ কামিনীশতম্ ॥ ৭ ॥

কামিনীদর্পঘ্নঃ।

কর্জ্জলীকৃত সুগন্ধকশম্ভো স্তুল্যমেব কনকস্য হি বীজং। মর্দ্দয়েৎকনকতৈলযুতং স্যাৎ কামিনীমদনিধূনন এষঃ ॥ অস্য মাষকমথো সিতয়াক্তং সেবিতং হরতি মেহগদোষান্। বীর্য্যদার্ঢ্যকরণং কমনীয়ং দ্রাবণং নিধুবনে বনিতানাং ॥ ৮ ॥

হরশশাঙ্কঃ।

শাল্মল্যাস্তচমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শুদ্ধ গন্ধক চূর্ণানি তদ্রসেনৈব

সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক রক্তোৎপল পত্রের রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহার সহিত ১ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর উহা একটী সমতল বোতল মধ্যে পূরিয়া বালুকা যন্ত্রে ৩ প্রহর পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৫ রত্তি পরিমাণ তালমূলীর রস ও চিনি সহ সেবন করিতে হয়। পথ্য—ঘৃত সংযুক্ত মুগের যূষ, দুগ্ধ, শালি ধান্যের অন্ন, স্নিগ্ধদ্রব্য, মাহিষ ঘৃত, পারাবতের মাংস ও তিত্তির পক্ষীর মাংস। ইহা দ্বারা শুক্র বৃদ্ধি হয়, ধ্বজভঙ্গ বিনষ্ট হয় এবং দুর্ব্বলদেহ অত্যধিক বলযুক্ত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬ ॥

কামিনীমদভঞ্জন। পারদ ১ পল ও গন্ধক ১ পল, এই উভয় দ্রব্য কজ্জলী করিয়া সুঁদিফুলের রসে ৩ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী সমতল বোতল মধ্যে পূরিয়া ২ প্রহরকাল পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। তৎপরে উহা একদিবস কুঙ্কুমের রসে ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩।৪ রত্তি মাত্রায় চিনির সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা সেবন করিয়া কোন পথ্যের বিচার করিতে হয় না। এই কামিনীমদভঞ্জন ঔষধ সেবন করিলে শত স্ত্রী সঙ্গমে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে জানিবে ॥ ৭ ॥

কামিনীদর্পঘ্ন।—গন্ধক ১ তোলা ও পারদ ১ তোলা, এই উভয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ধুতুরাবীজ চূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিয়া ধুতুরার তৈলসহ মর্দ্দন করতঃ শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে মেহরোগ সকল বিনষ্ট হয়, বীর্য্য গাঢ় হয়, শরীরের কমনীয়তা সম্পাদন করে এবং সহবাস কালে কামিনীকে প্রেমাতুরা করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হরশশাঙ্ক।—সিমূল মূলের ছাল চূর্ণ ও শোধিত গন্ধক চূর্ণ একত্র করিয়া সিমূল মূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। তৎপরে শুভ দিবসে স্বস্ত্যয়ন করিয়া, এই ঔষধ ৪ মাষা

ভাবয়েৎ ॥ মাষমাত্রপ্রয়োগেণ শৃণু বক্ষ্যামি যে গুণাঃ। মকরধ্বজ-রূপোঽপি স্ত্রীশতানন্দবৰ্দ্ধনঃ॥ শতায়ুশ্চ ভবেদ্দেবি বলীপলিত-বৰ্জ্জিতঃ। তেজস্বী বলসম্পন্নো বেগেন তুরগোপমঃ ॥ সততং ভক্ষয়েদ্‌-যস্তু তস্য মৃত্যুর্নজায়তে। শাল্মলীবল্কলচূর্ণং শুদ্ধগন্ধকচূর্ণঞ্চ সমং কৃত্বা শাল্মলীমূলতোয়েন ভাবনা পরিভাষয়া সপ্তধা ভাবয়িত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণং কৃত্বা তত্র শুভদিবসে স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা অস্য মাষকচতুষ্টয়ং ঘৃতমধুভ্যাং লীঢ়্বা গব্যদুগ্ধ দ্বিপল মনুপিবেন্নিশি ॥ ৯ ॥

কামধেনুঃ।

গন্ধকামলক চূর্ণং ধাত্রীরসবিভাবিতম্। সপ্তধা শাল্মলীতোয়ৈঃ শর্করা মধুযোজিতম্ ॥ লীঢ়্বা চানুপয়ঃ পানং প্রত্যহং কুরুতে তু যঃ। এতে-নাশীতিবৰ্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়াঃ ॥ ১০ ॥

কামদীপকঃ।

সিতং পুনর্নবামূলং শাল্মলীরসভাবিতম্। শাল্মলীসত্ত্বনির্য্যাসং দদ্যা-ত্তত্র সমং সমম্ ॥ গন্ধকং সৰ্ব্বতুল্যঞ্চ ভাবয়েচ্ছাণমাত্রকম্। অনু-পানং প্রকুৰ্ব্বীত ততঃ ক্ষীরং পলদ্বয়ম্ ॥ অয়ং চণ্ডালিনীযোগোঽগম্যা-প্যত্র হি গম্যতে। নিষেধান্নিধনং যাতি করণাৎ কামরূপধৃক্। ওং সিদ্ধিরস্তু ॥ ১১ ॥

সিদ্ধশাল্মলীকল্পঃ।

ভূকুষ্মাণ্ডং তালমূলী ধাত্রী চৈব পুনর্নবা। সমভাগং সমাহৃত্য ভাগার্দ্ধং গন্ধকং তথা ॥ তদৰ্দ্ধং পারদং শুদ্ধং কজ্জলীকৃত্য নিক্ষিপেৎ। শ্বেত-শাল্মলীতোয়েন সপ্তধা ভাবয়েত্ততঃ ॥ মাহিষেণ চ দুগ্ধেন তচ্চূর্ণং

[illegible]য় ঘৃত ও মধু সহ সেবন পূৰ্ব্বক পশ্চাৎ গব্যদুগ্ধ একপোয়া পান করিতে হয়। ইহা মকর-[illegible]র ন্যায় গুণশালী অর্থাৎ ইহাদ্বারা শত কামিনী সহবাসে ক্ষমতা জন্মে, শত বৎসর আয়ু [illegible], বলী ও পলিত নিবারিত হয়, অত্যন্ত তেজ বৃদ্ধি হয়, বলাধিক্য জন্মে, অশ্বের ন্যায় গতি-[illegible] উৎপন্ন হয় ও মৃত্যু পর্য্যন্ত দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

[illegible]ামধেনু।—শোধিত গন্ধকচূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ একত্র মিশ্রণ পূৰ্ব্বক আমলকীর রসে ও সিমু-[illegible]রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ মাষা মাত্রায় [illegible]ও মধু সহ সেবন পূৰ্ব্বক পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ পান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন [illegible]লে অশীতিবর্ষীয় ব্যক্তিও শতবার রমণ করিতে সক্ষম হয় ॥ ১০ ॥

[illegible]ামদীপক।—শ্বেত পুনর্নবার মূল চূর্ণ ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা লইয়া সিমূল মুলের রসে ৩ [illegible]ভাবনা দিবে। তৎপরে তাহার সহিত মোচরস ২ পল ও গন্ধক চূর্ণ ৪ পল মিশ্রিত করিয়া [illegible]য় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা ঘৃত ও মধু সহ ৪ মাষা মাত্রায় [illegible] পূৰ্ব্বক পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ পান করিতে হয়। ইহা দ্বারা কামদেবের ন্যায় সৌন্দর্য্য [illegible]বং দুষ্প্রাপ্য নারীকেও পাওয়া যায় ॥ ১১ ॥

[illegible]সিদ্ধ শাল্মলীকল্প।—ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও পুনর্নবা প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক [illegible]াগ ও পারদ গন্ধকের অর্দ্ধেক (উভয়ে কজ্জলী), এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া মিশ্রণ পূৰ্ব্বক শ্বেত সিমূল মূলের রসে ও মাহিষ দুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ মাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন পূৰ্ব্বক পশ্চাৎ গব্যদুগ্ধ

ভাবয়েৎপুনঃ। শুষ্কং তচ্চূর্ণয়েদ্যত্নাল্লেহয়েন্মধুসর্পিষা॥ অনেনাশীতি-বর্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়াঃ। ঊর্দ্ধলিঙ্গঃ সদা তিষ্ঠেৎ কামদেব ইব স্বয়ম্॥ জ্বরাদিরোগনির্ম্মুক্তঃ সংসারসুখমশ্নুতে। শাণমেকন্তু কর্ত্তব্যং দুগ্ধমত্রানুপানকম্॥ ১২॥

লক্ষ্মণালৌহম্।

লক্ষ্মণা হস্তিকর্ণাভ্যাং ত্রিকত্রয় সমন্বয়াৎ। অশ্বগন্ধা সমাযোগাল্লৌহং পুংসবনং মতম্॥ পুত্রোৎপত্তিকরং বৃষ্যং কন্যাসূতিনিবর্ত্তকম্। কৃশস্য বলদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বাময়হরং পরম্॥ ১৩॥

পঞ্চশরঃ।

রসেন সং শাল্মলিজেন সূতং ত্রিসপ্তবারাণি বলিং বিমর্দ্দ্য। পৃথক্কৃতয়োঃ কজ্জলিকাং বিপক্কাং ঘৃতে রসঃ পঞ্চশরোঽয়মুক্তঃ॥ বল্লো হি বল্লীদল-সম্প্রযুক্তো বীর্য্যাতিবৃদ্ধিং কুরুতেঽস্য নূনম্। মাংসান্ন মদ্যং গুরু পায়সঞ্চ পয়ঃ পিবেন্মাহিষমত্র সিদ্ধম্॥ ১৪॥

গন্ধামৃতরসঃ।

ভস্মসূতং দ্বিধাগন্ধং কন্যকাদ্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ। রুদ্ধা লঘুপুটে পচ্যাদুদ্ধৃত্য মধুসর্পিষা॥ নিষ্কং খাদেজ্জরা মৃত্যুং হন্তি গন্ধামৃতো রসঃ সমূলং ভৃঙ্গরাজঞ্চ ছায়াশুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥ তৎসমং ত্রিফলাচূর্ণং সর্ব্ব-তুল্যা সিতা ভবেৎ॥ পলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু সেবনাচ্চ জরাপহম্॥১৫॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

সমাপ্তেয়ম্।

পান করিতে হয়। ইহাদ্বারা অশীতিবর্ষীয় ব্যক্তিও শত স্ত্রী সঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, কামদেবের ন্যায় সর্ব্বদা ঊর্দ্ধলিঙ্গ থাকা যায়, জ্বরাদিরোগ সকল নিবারিত হয় ও সাংসারিক সুখ বিশেষরূপে অনুভব করা যায়॥ ১২॥

লক্ষ্মণালৌহ।—লক্ষ্মণামূল, হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুথা এবং অশ্বগন্ধার মূল প্রত্যেকে ১ তোলা ও লৌহ ১২ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে হয়। এবং পরে কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ পান করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে কন্যা প্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্র উৎপন্ন হয়, বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কৃশ ব্যক্তিকে বল প্রদান করে এবং সর্ব্ব প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৩॥

পঞ্চশর।—পারদ ও গন্ধক সমভাগে সিমুল মূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ ২১ বার ভাবনা দিয়া কজ্জলী করতঃ বালুকা যন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় পাণের রসের সহিত সেবন করিতে হয়। পথ্য—মাংসান্ন (পোলাও), মদ্য, গুরুপাক দ্রব্য, পায়স ও মাহিষ দুগ্ধ। ইহাতে অত্যন্ত বীর্য্য বৃদ্ধি হয়॥ ১৪॥

গন্ধামৃতরস।—পারদভস্ম (অভাবে রসসিন্দূর) ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক লঘু পুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে শুষ্ক সমূল ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলা চূর্ণ (মিলিত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ) ১ ভাগ ও ইক্ষুচিনি ২ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা দ্বারা জরা বিনষ্ট হয়॥ ১৫॥

ইতি ধ্বজভঙ্গাধিকার সমাপ্ত।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।